আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বান্দবী রহ, কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত শরহে জামী কিতাবের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আত্তাসহীলুস্ সামী"-এর সহজ বাংলা সংস্করণ

সহজ শরহে জামী

(আরবী-বাংলা)

اَلتَّسْهِيْلُ السَّامِىْ
فِىْ حَلِّ شَرْحِ الْجَامِىْ

অনুবাদ

মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শাইখুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা ।

আল-কাউসার প্রকাশনী

পাঠক বন্ধু মার্কেট ‖ ইসলামী টাওয়ার

৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা ‖ ১১,বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন : ৭১৬৫৪৭৭ মোবাঃ ০১৭৬ ৮৫ ৭৭ ২৮

প্রকাশক
মুহাম্মদএন্ড ব্রাদার্স
বাসা নং : ২১৭, ব্লক : ত,
মীরপুর : ১২ পল্লবী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর : ২০১১ ঈ.

মূল্য
চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র।

কম্পোজ
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
মাসুম প্রেস
প্যারিদাস রোড, ঢাকা।

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তরে নিবেদিত। যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম ভাষা আরবী ভাষায় নবীজীর উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী সম্রাট আরব-অনারবের সরদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরশমণিতুল্য সাহচর্যে ধন্য পুণ্যাত্মা সাহাবাগণের প্রতি।

আম্মাবাদ! প্রিয় পাঠক ও শিক্ষার্থী বন্ধুগণ!

আরবী ভাষা হচ্ছে পবিত্র ইসলামের মূল উৎসদ্বয় কুরআন ও হাদীসের ভাষা। মানব জীবনে কুরআন-সুন্নাহর অনুধাবন ও অনুসরণ ব্যতিরেকে সফলতা ও উন্নতির কল্পনা করা যায় না। আর তা অনুধাবন করতে হলে এর ভাষা, ভাষার ব্যকরণ তথা নাহু -ছরফ জানা ব্যতীত কোনো উপায়ান্তর নেই। আরবী ভাষা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাদি পৃথিবীতে অনেকই রয়েছে বটে, তবে আল্লামা ইবনে হাজিব রহ.-এর রচিত 'কাফিয়া' গ্রন্থটি সারা বিশ্বে যে পরিমাণ সমাদৃত ও নন্দিত হয়েছে, তা অন্য যে কোনো নাহবী কিতাবের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থটির আরবী, ফার্সি, তুরকী, উর্দু, বাংলাসহ অনেক ভাষায় ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তবে আল্লামা আব্দুর রহমান জামী রচিত 'আল-ফাওয়াইদুয্ যিয়াইয়্যাহ' তথা শরহে জামীর সে গ্রহণযোগ্যতা মুসলিম-বিশ্বে বিশেষ করে ভারতবর্ষে অর্জিত হয়েছে তা অন্য কোনো শরাহ এর ক্ষেত্রে হয়নি। এ কারণেই ভারতবর্ষের সকল দ্বীনী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্য তালিকা এর মূল মতন কাফিয়ার ন্যায় শরহে জামীকেও অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে।

বিস্ময়কর কথা হল, এই শরাহটিরও আবার বিভিন্ন ভাষায় শরাহ, পার্শ্বটীকা রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। তবে ভারতের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত মাওলানা কারী সিদ্দীক আহমদ রহ. কর্তৃক প্রণীত اَلتَّسْهِيْلُ السَّامِىْ فِىْ حَلِّ شَرْحِ الْجَامِىْ নামক শরাহটি আমাদের মতে উর্দুতে রচিত শরাহ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দসই বলে মনে হয়েছে। কারণ, এতে দীর্ঘ বাহাছও করা হয়নি, যা শিক্ষর্থীদের বিরক্তির কারণ হতে পারে এবং অধিক সংক্ষেপও করা হয় নি, যা কিতাবের মূলবিষয় বুঝতে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। বরং এতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, যা ছাত্রদের জন্য খুবই উপকারী।

তাই দেশের গ্রহণযোগ্য আলেমেদ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক, মাদরাসা দারুর রাশাদের শাইখুল হাদীস, আল-কাউসার প্রকাশনীর স্বত্তাধিকারী মুহ্তারাম মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব আমাকে এ কিতাবটির অনুবাদ করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। যেহেতু 'আত্তাসহীলুস সামীতে শরহে জামীর ইবারতের তরজমা নেই, তাই "মিসবাহুল মা'আনী" অবলম্বনে সহজ তরজমা শিরোনামে কিতাবের অনুবাদও প্রদান করা হয়েছে।

তবে মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই স্বল্প সময়ের ভিতরে কৃত এই অনুবাদে ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। কারো কাছে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।

পরিশেষে দু'আ করছি আল্লাহ যেন মূল কিতাবের ন্যায় এ কিতাবটিকেও কবুলিয়াত দান ফরমান এবং শিক্ষার্থীদেরকে জন্য উপকারী বানান। আমীন॥

বিনীত

মাওলানা হাবীবুর রহমান, হবিগঞ্জী

১৩/১০/২০১১

আত্ তাসহীলুস্ সামী এর ভূমিকা

হযরত মাওলানা মুফতি উবাইদুল্লাহ দা. বা.

মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া, হাথুরা, বান্ধা

بِاسْمِهٖ تَعَالٰى

নাহু শাস্ত্রে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অসংখ্য কিতাবাদি রচিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে হাজিব রহ.-এর 'কাফিয়া' গ্রন্থের যে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তা বাহ্যত অন্য কোনো কিতাবের দ্বারা অর্জন হতে পারে নি। প্রত্যেক যুগ, রাষ্ট্র ও অঞ্চলের উলামাদের জন্য এ কিতাবটি মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু এবং পাঠ্য সিলেবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে। এ কারণেই বিভিন্ন নমুনায় এ কিতাবটির খেদমতের অনুপম ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়।

ডা. তারেক নাজম সাহেব ১৪২টি আরবী ব্যাখ্যা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে স্বয়ং ইবনে হাজিব, তাঁর কতিপয় শিষ্য এবং সমসাময়ীকদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাদিও রয়েছে। ফার্সিতে ৭ টি এবং তর্কীতে ৩ টি। তদুপরী কিতাবটির সংক্ষিপ্ত ও কাব্য সংস্করণ তো আছেই। ভারত ও বহির্ভারতের অনেক আলেম এর পূর্ণ তারকীবের উপর গ্রন্থাদি রচনা করেছেন।

ভারতবর্ষের ইসলামী ও ইলমী ইতিহাসবিদগণ শুধু ভারতেই চল্লিশের উর্ধ্বে শরাহসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, অনেক বুযুর্গ তাসাওউফের ভাষা ও পরিভাষায় এ কিতাবটির শরাহ লিখেছেন। ভারতে এ কাজটি শাইখ আবদুল ওয়াহিদ বলগ্রামী এবং মোল্লা মোহিন মুহিউদ্দীন বিহারী করেছেন। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, উক্ত আলোচনায় সমূহ খেদমতের কথা পরিবেষ্টন করা যেতে পারে না বরং অতিরিক্ত শরাহসমূহের কথা ও উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং হতে পারে ও হবে। উর্দুর কাজ স্বতন্ত্র। আর এগুলোর মধ্যে কতিপয় শরাহ এর বড়ই গুরুত্ব ও খ্যাতি অর্জিত রয়েছে। বিশেষ করে শরহে হিন্দী, শরহে রাযী এবং শরহুশশরীক প্রভৃতি। আর একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো, এর শরাহসমূহের মধ্যে ফাওয়ায়েদে যিয়াইয়্যাহ তথা শরহে জামীর যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি অর্জিত হয়েছে, কমপক্ষে ভারতবর্ষে অন্য কোনো শরাহ এর তানসীব হয় নি। এমনকি মূল কিতাবের ন্যায় এই শরাহটিকেও মাদরাসা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক ও উপকারী মনে করা হয়েছে এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার ধারাবাহিকতা সকল স্থানেই অব্যাহত রয়েছে। এ জন্যে ভারতের বাইরেও এর প্রচার ও প্রকাশনা হচ্ছে। ১৪০৩ হিজরীতে ইরাকের ওয়াকফ মন্ত্রনালয় একে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছে। এই কিতাবটির এ উল্লেখযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে অধম মনে করে, দু'টি বিষয়ের বিশেষ দখল ও প্রভাব রয়েছে।

প্রথমত : ঐ সব শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মতা, যা কেবল এ কিতাবেরই অংশ এবং যে সবের কারণে একথা বলা হয় এবং যথার্থই বলা হয় যে, এ কিতাবটি নাহুর চেয়ে বেশী ফিকহুন্নাহুর গ্রন্থ। এজন্য এ কিতাবটি এতটা উপযোগী যে, এটাকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পরিবর্তে উচ্চস্তরের এবং তাখাস্সুসের ছাত্রদেরকে পড়ানো যাবে।

দ্বিতীয়ত এই কিতাবের মাকবুলিয়াতের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও মানুষের নিকট প্রিয়ভাজনতার প্রভাব ও দখল রয়েছে। কারণ, এর গ্রন্থকার হিজরী নবম শতাব্দীর মুমতাজ উলামাদের অন্যতম হওয়ার সাথে সাথে তিনি বড় মাপের আওলিয়া ও সাহেবে দিল ও সাহেবে নিসবত বুযুর্গদেরও অন্যতম ছিলেন। এ দিকটা বিশেষ করে, সেসব বুযুর্গানের জন্য আকর্ষণীয় বিষয় হয়েছে, যাদের মনোযোগ ও চিত্তাকর্ষক তাসাওউফ, সুফীগণ ও অলীগণের প্রতি রয়েছে এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে যাদের সংযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে।

বিশেষ করে আমাদের আকাবির সিলসিলা ও হালকার ব্যক্তিত্ব আল্লামা জামীর আকিদার সম্পর্ক ছিল মাওলানা সাআদুদ্দিন কাশগারীর সাথে এবং খাজা উবাইদুল্লাহ আহরারের থেকে উপকৃত হয়েছেন। কিতাবটির ফন্নী গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি হল, এতে বিশেষ ভাবে ইবনে হাজিবের تَفَرُّدَاتْ বা একক মত এবং শরহে হিন্দী ও শরহে রাযীর বিভিন্ন সমালোচনাযোগ্য স্থানের উপরও ফলপ্রসূ প্রমাণপুষ্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে কিতাবটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, খোদ তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও খেদমতের প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে ও নিরিখে মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। শরাহ ও পার্শ্ব টীকা আরবী ও ফার্সি উভয় ভাষাতেই রয়েছে। আর এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ফন্নী ও ইলমী অপূর্ব শৈলীর যে পরিমাণ খেদমতই আঞ্জাম দেওয়া হোক না কেন, তবুও কোনো বিষয়কে

শেষ কথা বলা যেতে পারে না। এজন্য ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে এবং শরহে জামীর খেদমতেরও ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

সুতরাং যখন উর্দুর যুগ আসল এবং তার উত্থান ও ব্যাপক প্রভাব অর্জিত হল, তখন যেভাবে উর্দুতে কাফিয়ার খেদমতের প্রয়োজন উপলব্ধি করে সে দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে, তাই উর্দুতেও এর অনেক শরাহ্ পাওয়া যায়। কিন্তু উর্দুতে এ পরিমাণ মূল্যবান খেদমতের ধারাবাহিকতা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। আর কিছুটা কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ এর শ্লোগান লাগিয়ে রাখছিল এবং আধুনিকতা থেকে অত্যাধুনিকতার দাবি করছিল। এই সময় শরহে জামীর যে শরাহটি আপনাদের হাতে রয়েছে, তা সেই শ্লোগানেরই প্রতিধ্বনি এবং সেই দাবি ও চাহিদার ডাকে সাড়া দেওয়ারই নামান্তর।

আল্লাহ পাক আমাদের বুযুর্গ সায়্যিদি ও সনদী হযরত মাওলানা কারী শাহ সিদ্দীক আহমদ সাহেব বান্দবী (প্রতিষ্ঠাতা ও নাযিম জামিয়া আরাবিয়া হাথুরা) দা. বা.-কে এই মূল্যবান দাবি ও প্রয়োজন মেটানোর প্রতি মনোনিবেশ করে এমন এক সত্তা দ্বারা এ কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন, যিনি তাঁর অবস্থানে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি এবং যথার্থভাবে তাঁর পদাংক অনুসারী। হযরত শাহ সিদ্দীক সাহেব সুযোগ্য আলেম, ফয়েজ ধন্য উস্তাদ হওয়ার সাথে সাথে যুগের ফয়েজপ্রাপ্ত ও সাহেবে নিসবত বুযুর্গদের অন্যতম এক ব্যক্তিত্বও বটে। আল্লাহ তা'আলা হযরতের স্নেহ ছায়াকে আমাদের খাদেমদের জন্য দীঘায়ির্ত করুন।

এখন হযরত তাঁর বয়সের সপ্তম দশক পূর্ণ করছেন। এ হিসেবে তাঁর জন্মকাল ১৯২৫ ঈসায়ীর আশেপাশে হবে। তাঁর জন্ম ও পিতৃভূমি হাথুরা জেলা বান্দাতে হয়েছে এবং এখান তিনি তাঁর শিক্ষা- দীক্ষার সূচনা করেছেন, যা পরিবারেরই বুযুর্গ ছত্র-ছায়ায় শুরু হয়। তাঁর পিতা জনাব সায়্যিদ আহমদ সাহেব তো খুবই অল্প বয়সে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে গিয়েছিলেন তথা ইন্তেকাল করেছিলেন। এজন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা বরং প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার কাজ তাঁর সম্মানিত দাদা জনাব কারী আবদুর রহমান সাহেব আঞ্জাম দেন, যিনি পানিপতের মুহাদ্দিস হযরত কারী আবদুর রহমান পানিপতির ফয়েয ধন্য ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন।তিনি খুবই ভাল হাফেয ও কারী ছিলেন এবং সাহেবে নিসবত বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আট বৎসর বয়সে তিনি দাদার পৃষ্ঠপোষকতা হতেও বঞ্চিত হয়ে যান। এবারে মাতা, চাচা এবং মামারই আশ্রয় ও স্নেহে তিনি ছিলেন। কিছুটা মাতার স্বভাব এবং কিছুটা দাদার এখলাস ও আগ্রহের কারণে বা তাঁর ইলমী যে সফর তাঁরা শুরু করিয়েছিলেন তাঁদের পরেও তা অব্যাহত থাকে। এমনকি তিনি দাওরায়ে হাদীস পাশ ও শিক্ষকতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই দাওরা তিনি হাথুরা বান্দায় তাঁর সম্মানিত দাদা মাওলানা আমীনুদ্দিন থেকে শিক্ষা লাভের সাথে সাথে কানপুর জামেউল উলূম ও মাদরাসা তাকমিলুল উলূম মাদরাসা আমির, (মাদরাসা মাওলানা মুঈনুদ্দীন আজমিরী) পানিপত, (মাদরাসা কারী আবদুর রহমান সাহেব পানিপতি) সাহারানপুর (মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম) এবং দিল্লী (মাদরাসা ফতেহপুরী) ও মুরাদাবাদ (মাদরাসা শাহী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানে কয়েক বছর সময় অতিবাহিত করে দাওরার শিক্ষা সমাপন করেন ও মাযাহিরুল উলূম থেকে ফারেগ হন।

আর বিশেষ চিত্তাকর্ষণের ভিত্তিতে مَعْقُوْلَات এর অতিরিক্ত তা'লীমের জন্য মাযোহেরুল উলূম মুযাফফরপুর, বিহারে কয়েক মাস অবস্থান করেন। এরপর শিক্ষকতার জীবনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। কয়েক মাস গুণ্ডা (মাদরাসা ফুরকানিয়া) এবং কয়েক বৎসর ফতেহপুর (মাদরাসা ইসলামিয়া) এর মধ্যে পাঠদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। আর পরিশেষে জন্মভূমি ও এলাকার মুসলমানদের বিকৃত পরিবেশ স্বীয় জন্মভূমিকে স্বীয় দ্বীনী খেদমতের কেন্দ্রস্থল বানাতে বাধ্য করল। তাই তিনি ফতেহ পুরকে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ছেড়েছেন। আর বান্দা জিলা ও আশপাশে দ্বীনী ও ইলমী কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা শুরু করেন। এরপর একটি অদৃশ্য ফায়সালার বিকাশ ঘটে। হাথুরার জমিন দীর্ঘ দিন যাবৎ মুহাদ্দিসে পানিপত এবং তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছিল এবং তাদের কদমের বরকত এখানে কোনো বিরাট ইলমী ও দ্বীনী শিক্ষায়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রার্থী ছিল। ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৯৫২ ঈসায়ীতে আল্লহর ফায়সালা এভাবে প্রকাশিত হল যে, হঠাৎ মাদরাসার নমুনা সৃষ্টি হয়ে গেল। যার সূচনা কতিপয় প্রাথমিক কমবয়সী ছাত্রদের দ্বারা এবং গ্রামের মসজিদ ও বৈঠকখানা থেকে হয়েছে। আর অদ্য যখন জামিয়া তার বয়সের চার দশক পূর্ণ করে নিল, তখন হাজারো ছাত্র বিশাল বিল্ডিং-এর ছায়ার নিচে ইলম ও মা'রিফাতের পিপাসা মিটাচ্ছে।

হযরত তাঁর ইলমী সফর বড়ই ত্যাগ ও পরিশ্রমের সাথে অতিক্রম করেছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে তাঁকে عُلُوم عَالِيَه উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানসমূহ এবং عُلُوم اٰلِيَه 'মাধ্যম শ্রেণীর জ্ঞানসমূহ' এ দুটির মধ্যে পূর্ণতা দান করেছেন। শিক্ষকতার শুরুতেই উভয় প্রকারের জ্ঞানের কিতাবাদি তাঁর পাঠদানের অধীনে থাকে। عُلُوم اٰلِيَه এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের সাথে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং কয়েকটি কিতাব প্রায় অব্যাহত গতিতেই পাঠদানের মধ্যে থাকে। বহু বৎসর পর্যন্ত 'সুল্লাম' প্রভৃতির দরস দিয়েছেন। আর 'মুখতাসারুল মা'আনী" ও 'শরহে জামী" তো অদ্যাবধি হযরতের পাঠদানের অধীনে রয়েছে।

জামিয়াতে দাওরায়ে হাদীসের সূচনা হলে সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ড তো হযরতেরই জন্য মানানসই মনে করা হয়েছে। তিনি মাযাহিরুল উলূম কানপুর থেকে তাঁর ইলমী সফর পূর্ণ করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সফরও ওখানে থেকেই পরিপূর্ণ করেছেন, যার ভিত্তি তাঁর দাদা ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সফলতার শেষ স্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে ছিলেন। হযরত মাওলানা শাহ আসআদুল্লাহ দা. বা. (সাবেক নাযিম মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর) তাঁকে বায়'আত করেন এবং পরবর্তীতে ইজাযত ও খেলাফতের এই গুরুদায়িত্ব পেয়ে ধন্য হন যে, খোদ মুরশিদ (পীর) মুস্তারশিদ (মুরীদ) উচ্চস্তরের বিশ্বাসী এবং কেরামত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর স্বীকারকারী ছিলেন।

হযরতের প্রতীয়মান ইলমী দক্ষতাসমূহের মধ্যে বুঝানোর শক্তি এবং লেখালেখির যোগ্যতাও রয়েছে। কতিপয় কলমী সাফল্য উল'মাদের থেকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর অর্জন করে নিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই পাঠ্য সিলেবাসের সাথে সম্পৃক্ত। কয়েকটি তো অনেক মাদরাসার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন তাসহীলুল মানতিক, তাসহীলুত তাজবীদ, তাসহীলুস সরফ ও তাসহীলুন্নাহু।

عُلُوم اٰلِيَه এর গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চস্তরের কিতাবাদির মধ্যে সুল্লামের মূল্যবান শরাহটিও এই ধারাবাহিকতার একটি অংশ, যাকে প্রত্যেক সাহেবে ফন গ্রহণ করেছেন। এই মুহূর্তে যে কিতাবটি আপনার হাতে আছে, সেটিও নেসাবের সাথে সম্পৃক্ত হযরতের রচনাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেভাবে সুল্লামের শরাহটিকে একটি অনুপম, মূল্যবান ও উঁচু মানের প্রয়াস মেনে নেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে পূর্ণ আশা যে, এ শরাহটিকেও বিরল ও অতি মূল্যবান মনে করা হবে।

হযরতের এ দু'টি শরাহ তথা সুল্লামের শরাহ ও শরহে জামীর শরাহ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এ কিতাবদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর দক্ষতার সাথে সাথে বহু বছর পর্যন্ত এ কিতাবগুলোর পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞসুলভ দরস দানের পর তিনি এগুলোর জন্য কলম উঠিয়েছেন। আর একজন দক্ষ শিক্ষক, যোগ্য ও পরশ্রমী উস্তাদ কোনো কিতাবকে আয়ত্ব করার জন্য যে সব জটিলতা, ইলমী সূক্ষ্মতা ও কঠিনতার সম্মুখীন হন। অদক্ষ্য চাই তিনি যতই যোগ্যতা সম্পন্ন হোক না কেন, অনেক সময় তিনি এসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যান। অথবা কোনো সাময়ীক লেখালেখির প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এসব জটিলতায় জড়িত হলেও এগুলো থেকে সেই একাগ্রতার সাথে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারেন না, যা একজন শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে।

হযরত বহু বৎসরের পাঠদানের দায়িত্বের কারণে এসব জটিলতার সমাধান করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। আর এ শরাহটির যে কাজ করেছেন, সেটা তাঁর সমস্ত জিন্দেগীর পরিশ্রমের ফসল। এজন্য এ শরাহটির গুরুত্ব আহলে ইলম, বিশেষ করে শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের নিকট অস্পষ্ট না থাকাটাই স্বাভাবিক। আর এ কিতাবটি লেখার ক্ষেত্রে এ ফযলও ... হাল রয়েছে যে, স্বীয় সমস্ত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তৎকালিন যুগের বুযুর্গদের ও আকাবিরগণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ করেছেন। আর মুহতারাম জনাব মাওলানা মুফতী জামীল আহমদ সাহেব উস্তাদ দারুল উলূম ওয়াক্‌ফ দেওবন্দের দায়িত্বে এ শরাহটিকে প্রকাশ্য ময়দানে নিয়ে আসার সৌভাগ্য অর্জন হয়। লেখার কথা জানার সাথে সাথে তিনি কোমর বেঁধে লেগেছেন যদিও কাতিবগণ খুবই বিলম্ব করেছেন। তবে আলহামদু লিল্লাহ এবার শরাহটি ছাপা হয়ে আপনাদের হাতে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং যারা হযরতের শরাহটির কাজে যে কোনো রকম অংশ নিয়েছেন সকলকে উত্তম প্রতিদান দান ফরমান এবং এটাকে সাধারণ কবুলিয়াত ও স্থায়ী উপকার দ্বারা ধন্য করেন, বিশেষ করে মাওলানা জামীল আহমদ সাহেবকে এই শরাহটির প্রকাশনা ও পরিশ্রমের জন্য উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন। ওয়াসসালাম

আবু আবদির রহমান আল আসআদী

১৫/০২/১৪১৬ হিজরী

সূচিপত্র

অবতরণিকা

মূল কিতাবের তাশরীহ শুরু

المرفوعات

বিসমিহী তা'আলা

প্রয়োজনীয় কিছু কথা

(সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

سُبْحَانَ مَنْ بُرْهَانُهُ + اَجْلٰى وَاَعْلٰى شَانُهُ

اَعْلَى الْعُلٰى سُلْطَانُهُ + سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ

পবিত্রতা বর্ণনা করি ঐ সত্তার, যার প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় যার মর্যাদা সবচেয়ে উচুতর। যিনি রাজাধিরাজ। পবিত্রতা কেবল তারই)

প্রারম্ভিক আলোচনা

ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ঃ- আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বও কারও অজানা নয়। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীস (যা ইসলামের প্রথম ও শেষ) এর ভাষ্য অকাট্য প্রমাণ। যার সংরক্ষণ স্থায়ীত্ব প্রচচার-প্রসার এবং পুনর্জীবীত করার লক্ষ্যে পূর্বযুগের ওলামায়ে কিরামের অক্লান্ত পরিশ্রম অবীস্বরনীয়। তাদের ঐ কান্তি ভূমিকার তুলনা নেই। এজন্য তারা শ্রাস্ত্র প্রবর্তন করেছেন। পঠন-পাঠনের ক্রমধারা চালু করেছেন। লিখনীর পত উন্মোচন করেছেন। নতুবা আজ আরবী ভাষা গভীরতা, মাধুর্য, সাহিত্যজ্ঞান দূরূহ ছিল।। আরবীর উচ্চারণ ক্ষমতাও কারও থাকত না; তৎপূর্বে ছিলও না। তখনই সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) ইলমে চরফ ও ইলমে নাহু প্রবর্তন করেন।

কতিপয় দৃষ্টান্ত ঃ

প্রথম দৃষ্টান্ত

হযরত উমর ফারুক রাযি. এর খেলাফত কালে (শাসনামলে) জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি বলল- مَنْ يُقْرِئُنِي مِمَّا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের অংশবিশেষ কে আমাকে শেখাবে? এক ব্যক্তি বললেন। আমি পড়ার ঐ শিক্ষক তাকে সূরা বারআতের اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ পড়ালেন। এ আয়াতে رَسُوْلُهٗ এর লাম এ যবরের স্থলে সে যের পড়াল। ফলে অর্থ দাঁড়াল নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুশরিক এবং তার রাসূল (সা.) এর উপর অসন্তুষ্ট। তখন ঐ বেদুঈন ছাত্র বলল- আমিও রাসূলের উপর অসন্তুষ্ট।

হযরত উমর রাযি. তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি রাসূল ﷺ এর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার ঘোষনা করেদিলে? বেদুঈন বলল- আমি কুরআনে কারীম পড়ার নিয়তে মদীনায় এসে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি আমাকে এ আয়াত পড়ালেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গাম্বরের উপর অসন্তুষ্ট থাকার ঘোষনা করেছেন। তাহলে আমি কেন অসন্তুষ্টির ঘোষনা করব না? আমার কী অপরাধ! হযরত উমর (রাযি.) তাকে বোঝালেন- رَسُوْلُهٗ এর লামে যের নয়, পেশ। যার অর্থ আল্লাহ তাঃআলা এবং তার রাসূল ﷺ মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তখনই হযরত উমর রাযি. নির্দেশ দিলেন যে ব্যক্তি ভাষাজ্ঞানী হবে, কেবল সেই শিক্ষা দিবে।" সাথে সাথে হযরত আবুল আসওয়াদ দু'আলীকে ইলমে প্রবর্তনের নির্দেশ দিলেন। (এতে প্রমাণিত হল, ইলমে নাহুর প্রথম প্রবর্তক হযরত উমর রাযি.।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আবু আসওয়াদ দুআলী একদিন হযরত আলী (রাযি.) এর খেদমতে হাযির হন। তখন আলী (রাযি.) বড় বিষন্ন ও চিন্তিত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে তিনি বললেন- আমি মানুষকে ভুল আরবী বলতে শুনে মনে হল, আমি আরবী ভাষার নীতিমালা সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করব। (আবুল আসওয়াদ দুআলী বলেন-) তার কিছুদিন পর আমি পুনরায় হযরত আলী (রাযি.) এর খেদমতে হাযির হলাম।

তখন তিনি আমাকে একটি পাণ্ডুলিপি দিলেন। তাতে ইলমে নাহুর কতিপয় নীতিমালা লিপিবদ্ধ ছিল।

اَلْكَلَامُ كُلُّهٗ ثَلٰثٌ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ ۔ فَالْاِسْمُ مَا اَنْبَأَ عَنِ الْمُسَمّٰى وَالْفِعْلُ مَا اَنْبَأَ عَنْ حَرَكَةِ الْمُسَمّٰى وَالْحَرْفُ مَا اَنْبَأَ عَنْ مَعْنًى لَيْسَ بِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ كُلُّ مَفْعُوْلٍ مَنْصُوْبٌ كُلُّ مُضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُوْرٌ ۔

তৃতীয় দৃষ্টান্ত

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) এর খেদমতে বিনতে খুওয়াইলিছ আসদা বলেন– اِنَّ اَبِىْ قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ لِىْ مَالًا সে مَالًا কে এ মালা করে পড়ল, অথচ তা'আলার স্থান নয়। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তার উচ্চারণ পছন্দ করলেন না। এ ঘটনা হযরত আলী (রাযি.) জানতে পেরে اِنَّ (ইন্না) ইযাফত ও এমালা এর অধ্যায় রচনা করলেন।

চতুর্ত দৃষ্টান্ত

খলীফায়ে মারওয়ান আব্দুল মালেক এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে স্বীয় জামাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল। তার প্রশ্নছিল مَاشَانُكَ (তোমার ঘটনা/ ব্যাপার কি ?) কিন্তু সে বলে ফেলল– مَاشَانَكَ (কে তোমাকে দোষী বানাল ?) তদ্রূপ তার প্রশ্ন ছিল مَنْ خَتَنُكَ (তোমার জামাত কে?) কিন্তু সে বলে ফেলল– مَنْ خَتَنَكَ (তোমার খত্না কে করেছে ?)

পঞ্চম দৃষ্টান্ত

হযরত আলী (রাযি.) এক জানাযার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল– مَنِ الْمُتَوَفِّىْ (ইসমে ফায়েলের সীগা) প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রাযি.) বললেন– هُوَاللّٰهُ (মৃত্যু দাতা আল্লাহ তা'আলা) অথচ তার প্রশ্ন ছিল– مَنِ الْمُتَوَفّٰى (ইসমে মাফউলের সীগা) কে মৃত্যু বরণ করেছে ?

উপরিউক্ত উদাহরনের আলোকে আমাদের দাবী দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষতঃ ইলমে নাহু ব্যতিত আরবী ভাষার সঠিক সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষতঃ ইলমে নাহু ব্যতিত আরবী ভাষার সঠিক ব্যবহার নিতান্তই দুরুহ ব্যাপার কাজেই প্রিয় নরবী (সা.) এর বরকতময় কতিপয় বাণী এবং মনীষীদের উক্তির মাধ্যমে বিষয়টি আরও গুরুত্ববহ হয়েছে।

(১) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَءً اَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهٖ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– আল্লাহ তা'আলা সুস্থ বাকশক্তি দিয়ে বড় দয়া করেছেন।

২। قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَعَلُّمُ اِعْرَابِ الْقُرْاٰنِ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْ تَعَلُّمِ حُرُوْفِهٖ

হযরত আবু বকর ও উমর (রাযি.) বলেন কুরআনের হরফ শিক্ষা করা অপেক্ষ কুরআনের এরাব শিক্ষা করা অধিক প্রিয়।

৩। قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَاَنْ اَقْرَا فَاخْطَى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَ قْرَأَ فَالْحَنَ لِاَنِّىْ اِذَا اَخْطَأْتُ رَجَعْتُ وَاِذَا اَلْحَنْتُ افْتَرَيْتُ ۔

৪। قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِقَوْمٍ رَمَوْا فَاَسَاؤُا بِئْسَ مَا رَمَيْتَ فَقَالُوْا اِنَّا قَوْمٌ مُتَعَلِّمُوْنَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَخَطَئُكُمْ فِىْ كَلَامِكُمْ اَشَدُّ مِنْ خَطَئِكُمْ فِىْ رَمْيِكُمْ ۔

৫। قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُيِّمَتْ كُلُّ امْرِءٍ مَا يُحْسِنُ

হযরত আলী (রাযি.) বলে প্রত্যেক মানুষের মাধুর্য অনুযায়ী তার মূল্যায়ন হবে।

৬। قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ رُبَمَا دَعَوْتُ فَلَحَنْتُ فَاَخَافُ اَنْ لَّا يُسْتَجَابَ لِيْ

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ প্রথম প্রবর্তক কে ? এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে।

১। ইলমে নাহুর প্রথম প্রবর্তক হযরত উমর (রাযি.)।

২। হযরত আলী (রাযি.)

৩। হযরত আসওয়াদ রহ.। তিনি হযরত আলী (রাযি.) এর খেদমতে এসে বলেন–

نَحَوْتُ اَنْ اَضَعَ مِيْزَانًا لِلْعَرَبِ لِيُقَوِّمُوْا بِهِ لِسَانَهُمْ

(আমি আরবী ভাষার জন্য একটি পরিমাপ যন্ত্র আবিষ্কারের ইচ্ছা পোষণ করেছি, যেন আরবী অনুরাগীর ভাষা সঠিক হয়ে যায়।)

তৃতীয় আলোচনা ঃ

নাহুর আভিধানিক অর্থ ঃ-

ইচ্ছা করা, পরিমান, গোত্র প্রান্ত, কেবল বা শুধুমাত্র, প্রকার, উদাহরণ, পথ, সংরক্ষণ, ফাসাহাত (সাহিত্যালংকার), ধাবিত করা, অনুসরণ করা, ভরসা করা, বিদূরীত হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ সমূহ

অর্থাৎ ইলমে নাহুর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

সংজ্ঞা

(১) اَلنَّحْوُ هُوَ عِلْمُ الْاِعْرَابِ (এরাব অর্থাৎ রফা, নসব, যর প্রভৃতি দানের ইলমের নাম ইলমে নাহুব।

(২) اَلنَّحْوُ هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنْ مَعْرِفَةِ اَحْوَالِ الْمُرَكَّبَاتِ اِعْرَابًا اَوْ بِنَاءً وَافْرَادًا وَتَرْكِيْبًا

ইলমে নাহু ঐ ইলমকে বলে, যার মধ্যে মু'রাব মাবনী এবং মুফরাদ মুরাক্কাব হওয়া হিসেবে মুরাক্কাব বা বাক্য সমূহের চিন-পরিচয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(৩) اَلنَّحْوُ عِلْمٌ مُسْتَخْرَجٌ بِالْمَقَايِيْسِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ اِسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْعَرَبِ الْمُوْصِلَهِ اِلَى مَعْرِفَةِ اَحْكَامِ اَجْزَائِهِ الَّتِيْ ائْتَلَفَ مِنْهَا۔

আলোচ্য বিষয়

اَللَّفْظُ الْمَوْضُوْعُ حَيْثُ الْاِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ

মুরাব মাবনী হওয়া হিসেবে ব্যবহৃত বা অর্থবোধক শব্দাবলি কারো কারো মতে কালমা। আবার কারো কারো মতে কালিমাও কালাম।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

هُوَ تَحْصِيْلُ الْمَلَكَةِ الَّتِيْ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلٰى اِيْرَادِ تَرْكِيْبٍ وَضْعٍ لِمَا اَرَادَهُ الْمُتَكَلِّمُ مِنَ الْمَعْنٰى۔

(এমন যোগ্যতা অর্জন করা যার দ্বারা বক্তা নিজের মনোভাব প্রকাশের বাক্য বিন্যাস করতে পারে)।

কারো কারো মতে صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَاءِ اللَّفْظِيِّ فِى الْكَلَامِ (আরবী ভাষার শাব্দিক ভুল-ক্রটি থেকে যেহেনকে বাঁচানো।

পঞ্চম আলোচনা

ইলমে নাহুর নাম করণের কারণ ঃ বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আবুল আসওয়াদ দুআলী যখন ঐ নীতিমালার সঙ্গে আরো কতিপয় অনুচ্ছেদ যেমন আত্ফ, নাত, তা'আজ্জুর ইন্না প্রভৃতি বৃদ্ধি করে হযরত আলী (রাযি.) এর খেদমতে পেশ করলেন– তখন তিনি বললেন– مَا اَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوَ الَّذِى نَحَوْتَ (তোমার এ ইচ্ছা কতই না সুন্দর!) কাজেই এ শাস্ত্র نَحْو নামে স্বীকৃতি লাভ করে।

ষষ্ঠ আলোচনা : যুগে যুগে নাহু

প্রথম তবকা

এ তব্কায় হযরত উমর {(রাযি.) মৃতঃ ২৪ হিজরী}, হযরত আলী {(রাযি.) মৃতঃ ৬৯ হিজরী} এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারাই সর্বপ্রথম ইলমে নাহু প্রবর্তন করেন । ফলে নাহ্‌ব শাস্ত্রের শুভ সূচনা হয় এবং কুরআন হাদীসের প্রতিটি শব্দই থাকে সুরক্ষিত।

দ্বিতীয় তব্কা

তৎপরবর্তি কালে হযরত আবুল আসওয়াদ দুআলীর প্রখ্যাত শীর্ষদের যুগ ছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচ শীর্ষ (১) عبنة الفيل (২) ميمون الاقران (৩) نصر بن عاصم (৪) عبد الرحمن بن هرمز এবং يحيى بن يعمر সমধিক প্রসিদ্ধ। এসব প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের আত্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত মেহনতে তৎকালীন যুগে ইলমে নাহুর প্রাসাদ নির্মিত হয়ে যায়। ক্রমেই তা স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ লাভ করে।

তৃতীয় তব্কা

তৎপরবর্তিকালে আবুল আসওয়াদ দু'আলী রহ. এর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় এবং তাদের শীর্ষদের যুগ শুরু হয়। তাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম আবুল হারব ও আতা রহ.। তাঁদের শীর্ষ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ইসহাক ঈসা ইবনে আমর ছাকাফী এবং আবু আমর ইবনে আলা রহ.। তাঁরাও প্রখ্যাত নাহুবিদ ছিলেন। এ যুগেই ইলমে নাহু সংকলন শুরু হয়।

চতুর্থ তব্কা

অতঃপর আল্লামা খলীল রহ. অতঃপর আল্লামা সীবওয়াই এবং ইমাম কাসাঈ রহ. এর যুগ শুরু হয়। এ যুগে নাহুর মাসআলা নিয়ে যুক্তিতর্কও হত। এমনকি এ গবেষণায় আপদ মস্তক ঘর্মাক্ত হত। ফলে এ শাস্ত্র বিরাট সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তাত্ত্বিক আলেম তৈরী হয়।

পঞ্চম তব্কা

পরিবর্তি যুগে শুভাগমন করেন ইমাম আখফাশ ও ইমাম ফাররা রহ.। তাঁদের সময় নাহুবিদগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক. বসরী, দুই কুফী। তাঁদের মধ্যে পরষ্পর ঘোর বিরোধীতা লেগে থাকত। ফলে সংকলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়।

ষষ্ঠ তব্কা

তৎপরবর্তি যুগ আল্লামা সালেহ ইবনে ইসহাক জারমী বকর ইবনে উসমান মযেনী রহ. প্রমূখ এর যুগ। এ যুগে নাহু এতধিক উন্মাত লাভ করে যে, মহিলারা পর্যন্ত ইলমে নাহু ভাল জানত এবং ছন্দ-কবিতাও সংশোধন করত।

সপ্তম তব্কা

অতঃপর ইলমে নাহুর প্রখ্যাত আলেম ইমাম মুবাররাদ, ইমাম ছা'লার রহ. এর আভির্বাব ঘটে। সমকালীন যুগে তাঁরা ইলমে নাহুকে বিরাট সমৃদ্ধ করেন।

অষ্টম তবৃকা

তৎপরবর্তিকালে আবু ইসহাক যুজাজী রহ. মুহাম্মদ ইবনে সিরাজ, ইবনে দরস্তূরিয়াহ ও মেহেরমান রহ. প্রমূখের যুগ শুরু হয়। এ ছিল এ শাস্ত্রের সোনালী যুগ।

নবম তবৃকা

ধারাবাহিক এ উন্নতির যুগের পর আবু আলী ফারসী হাসান সাইরাফী ও আলী ইবনে ঈসা রহ. এর যুগ শুরু হয়। সে যুগে ইলমে নাহুর এত প্রচলন ছিল যে, প্রায় ঘরে ঘরে নাহুর আলেম পাওয়া যেত। অধিকন্তু উলামায়ে কিরামের নাহু শাস্ত্রে পারদর্শীতা ও প্রচণ্ড আগ্রহ উদ্দীপনার কারণে জাগায় জাগায় ইলমের নাহুর আলোচনা পর্যালোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। ফলে এমন জযবা সৃষ্টি হয় যে, ইলমে নাহু অনুরাগ ছাড়া উলামায়ে কিরামের খানা হজম হতনা। উঠা-বসা, চলনে-বলনে নাহুর আলোচনা করা সভ্যতা ও স্বভাব-প্রকৃতি হয়ে যায়। এমনকি নাহু সংক্রান্ত ঘটনা বিবরণ শুরু হয়। যেমন মাওলানা রূমী রহ. অত্যন্ত চমৎকারভাবে রচনা করেন।

দশম তবৃকা

তৎপরবর্তিকালে হযরত শাইখ আঃ কাদের জুরজানী আল্লামা ইবনে হাজের এবং আল্লামা ইবনে হিশাম এর বর্ণালী যুগ শুরু হয়। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা ও নাহবী খেদমতের ফলে সুস্থ্য ধারার আরবী বিশুদ্ধ আরবী ও সাবলীন সাহিত্যের এক নীতি নির্ভর মাপকাঠি হয়ে গেছে। এ ইলমে তথা আরবী ব্যাকরণের আলোকে আরবী ভাষার ফাসাহাত বালাগাত বা সাহিত্যালংকারের তথ্যকনিকা অবলম্বনে যথাযথরূপে কুরআন হাদীসের গভীরতায় পৌছতে সক্ষম হচ্ছে।

হিন্দুস্তানে ইলমে নাহু

ইলমে নাহুর অভিজ্ঞ উস্তাদ আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ দিমাসীনী ৮৮২৫ হিজরী সনে সর্ব প্রথম হিন্দুস্তানে শুভাগমন করেন। এক বছর পর তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন। এত সল্প সময়ে ইলমে নাহুর বুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি এ শাস্ত্রের বিশেষ কোনও খিদমত করতে পারেন নি। তবে তাঁর হিন্দুস্তান আগমন নাহু শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারের কারণ হয়। হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় নাহুবিদ কারী শিহাবুদ্দিন দেহলবী রহ.। তিনি ছিলেন কাযী আব্দুল গাফফার রহ. বিশিষ্ট শাগরেদ। তিনিই এ দেশে নাহু শাস্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটান। ফলে হিন্দুস্তানে নাহু শাস্ত্রের শুভ সূচনা হয়।

সপ্তম আলোচনা

বক্ষমান গ্রন্থ কাফিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতর ব্যাপারে। জ্ঞানী মহলের কারও অজানা নয়। যার প্রায় ১৫২টি আরবী ফার্সী ব্যায্যাগ্রন্থ রয়েছে। বিশিষ্ট কাব্যকার আব্দুল্লাহ কাফিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনশত ষাটের উর্দ্ধে। কেউ কেউ কাফিয়াকে তাসাউফের কিতাব হিসেবে ও আখ্যায়িত করেছেন। যেমন মীর আব্দুল ওয়াহেদ বুলগারামী সানাবুল পুস্তিকায় গাইরে মনসরিফ পর্যন্ত তাসাউফের আন্দাযে ব্যাখ্যা লিখেছেন। আল্লামা আযাদ বুলগারামী বলেন– তাসাওউফের আন্দাযে কাফিয়ার আরো ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখেছি। মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. বলেন– কতিপয় ওলামায়ে কিরাম এ শাস্ত্রকে ইলমে কালাম (তর্ক শাস্ত্র) মনে করে মুতাকাল্লিমীনদের পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একে কাফিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট অনুমেয়।

অষ্টম আলোচনা

কাফিয়া গ্রন্থকারের পরিচিতি

তাঁর নাম নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১. তবৃকাতুন নহাত গ্রন্থকার প্রণেতা বলেন– তার সম্মাণিত নাম উসমান ইবনে উমর ইবনে আবী বকর।

২. হাশিয়াতুল আমীর গ্রন্থে আছে– উসমান ইবনে আবু বকর ইবনে ইউনুস। উপনাম আবু উমর। উপাধি জামালুদ্দীন। তার পিতা সুলতান ইজুদ্দীন মোশেক সালাহীর প্রহরী ছিলেন। এজন্য তিনি ইবনে হাজের সুপরিচিত

হন। তিনি মিশরের ইসনা জনপদে ৫৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসকান্দারিয়া নামক স্থানে ৬৪৬ হিজরী সনে ২৬ শে শাউয়াল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ভরা যৌবনে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদটি অমূলকও ভিত্তিহীন। জ্ঞানের সমুদ্রেতিরি সুইচ্ছ মর্যাদার অধিকারী।

নতুন কথা হল, শরহে কাশেফা এ নগণ্যের (লেখকের) চতুর্থ প্রয়াস। ইতোপূর্বে তানবীর শরহে নাহবেমীর, ইমালাতুছ ছরফ শরহে ইরশাদুছ ছরফ এবং মিআতে আমেল এর শরাহ কিদাতুল আমেল উর্দু ছাপা হয়েছে। এছাড়াও আরো বহুগ্রন্থ লেখা-বিন্যাসের কাজ চলছে। বস্তুতঃ প্রকৃত মর্যাদা ও করুনা আল্লাহ তা'আলারই। যিনি জ্ঞান ও বিবেক দান করেছেন। মেহনত পরিশ্রম ও শ্রেষ্ঠত্ব সে সব বুযুর্গানে কিরামের, যাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্রের ফায়দা, বস্তুনিষ্ঠ দূর্লভ মুক্তামালাও তত্ত্বকনিকাগুলো অজস্র কিতাবে সমদ্রে গচ্ছিত রেখে تَدَبَّرُوْا (তোমরা গবেষণা কর) বা تَفَكَّرُوْا (তোমরা চিন্তা কর) জাতীয় শব্দ যোগে সম্বোধন করে বলেছেন– ঐ সব জওহর ও মনিমুক্তা আহরণ কর , যাঁচাই-বাছাই কর ! আল্লাহামদুলিল্লাহ ! আহরণ নিজ নিজ যোগ্যতা মাফিক ডুব দিচ্ছেন এবং ইয়াকুত ও মারজান দিয়ে গাঁথা অমূল্য মালাগুচ্ছ লিখনী আকারে পেশ করছেন। অথচ এ নগন্য না বড় কেউ, না কেবল ছোটই বরং তাঁদের পাদুকাগুলো মাথার মুকুট মনে করে। তাহলে (এ নগন্যের) কোথায় লিখনী যোগ্যতা ! তবে মনের আকাঙ্খা কেবল এতটুকু যে, তাদের সেবাদাস হিসেবে আমার নামও তালিকাভূক্ত হয়ে যাক।

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ + لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا .

(আমি দ্বীনদার-সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসি, অথচ আমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নই (হদে পারি নি)। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা যোগ্যতা দান করবেন।)

কাজেই প্রিয় পাঠকমহলের নিকট বিনীত আরয, ভাল বিষয় গুলো তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করবেন আর ভুল-ভ্রান্তি গুলো সম্পৃক্ত করবেন আমার সাথে এবং অবগত করাবেন, যাতে (পরবর্তি সংস্করণে) সংশোধন করা যায়।

দশম আলোচনা

কোন কাজই যখন পরিশ্রম ও একাগ্রতা ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না, তাহলে যে ইল্ম আল্লাহ তা'আলার গুণ, নবীগণের মেরাছ (রেখে যাওয়া অমূল্য রত্ন)। একাগ্রতা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা ছাড়া তা কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে। কাজেই পেছনের উলামায়ে কিরামের জীবন-কর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে হতবিহবল হতে হয়।

(১) মুতালা'আর প্রতি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর এত বেশি গুরুত্ব ও মনোযোগ ছিল যে, তিনি সালামের জবাবে অজান্তেই দু'আ করতে থাকতেন। পরনের কাপড় চোপড় ময়লা হয়ে গেলেও অনুভব হত না। এমনকি মুতালা'আয় বিঘ্ন ঘটার কারণে পালিত মুরগ পর্যন্ত যবাই করে দেন। রাতের সিংহভাগই বিনিদ্র কাটাতেন। ঘুমাতেন খুব কম। সিংহভাগ রাতই লেখা-পড়া ও মুতালা'আয় কাটাতেন। বলতেন

كَيْفَ اَنَامُ وَقَدْ نَامَتْ عُيُوْنُ الْمُسْلِمِيْنَ تَوَكُّلًا عَلَى اللّٰهِ فَاِذَا نِمْتُ فَفِيْهِ تَضْيِيْعُ الدِّيْنِ .

ঘুমাব কীভাবে ? অথচ মুসলমানদের চক্ষুযুগল আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং আমি ও যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে দ্বীনের সর্বনাশ হবে; দ্বীন বিলীন হয়ে যাবে।'

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন– সারা রাত ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কাছে ছিলাম। পূর্ণরাত মুতালা'আয় কাটিয়েছি এবং সে অযু দিয়েই ফজরের নামায পড়েছি।

(২) ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর ছেলে ইনতেকাল করেন। কিন্তু তিনি পুত্রের জানাযায় শরীক হতে পারেননি এ আশংঙ্কায় যে, ইমাম আযম রহ. এর সবকের অংশ বিশেষ আমার ছুটে যাবে।

(৩) ইমাম যুহরী রহ. এর অত্যাধিক মুতালা'আর কারণে তার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন– وَاللّٰهِ لَهٰذِهِ الْكُتُبُ اَشَدُّ مِنْ ثَلٰثِ ضَرَائِرَ "আল্লাহর শপথ। এ কিতাবগুলো আমার নিকট তিনশ সতীন অপেক্ষাও গুরুতর।"

(৪) ইমাম রাযী রহ. এর অনুতাপ হত কেন খাবারের সময়টা ইলমী ব্যস্ততা ছাড়া কাটে।

(৫) হযরত মাওলানা কারী আব্দুর রহমান মুহাদ্দিসে পানীপথি রহ. এর সবকের পাবন্দী এত বেশি ছিল যে, মাদ্রাসার ছুটি ছাড়া কখনও বাড়ী যেতেন না। চিঠি-পত্র পড়তে না এবং জবাবও লিখতেন না। কবি যথার্থই বলেছেন–. اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ .... فَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِيَةِ اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ

হে আল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য তোমারই হাতে সকল জ্ঞান-ভাণ্ডার। এবং তোমার রাসূলের উপর অফরন্ত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও ঐসব সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর উপর, যারা তাঁর কথা বাস্তবায়িত ও সমুন্নত করেছেন। যা হোক। অমোখাপেক্ষী সত্ত্বার নিকট দীনার্থ অসহায় বান্দা আতাউর রহমান ইবনে আল্লামা শাব্বীর আহমদ মুলতানী (অপার দয়াময় তাকে ক্ষমা করুন) বলছে– যেহেতু কাফিয়া কিতাবটি অসংখ্য কিতাবের মধ্যে এমন একটি কিতাব, যেন নক্ষত্রের মাঝে সূর্য, গভীর সমুদ্র এবং বিস্ময়কর প্রাণবস্তু সাবলীল ভাষায় তাত্ত্বিক আলোচনা। এমনকি প্রায় ছাত্র পাঠকই তার উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ অনুধাবনে অক্ষম। এবং আরবী ফারসী ভাষায় এ কিতাবের প্রায় একশত পঞ্চাশ কিংবা তিনশ'ষাটের উর্ধ্বে শরাহ রয়েছে। অথচ কিছু উলামায়ে কিরামের ছাত্ররা এবং সমসাময়িক কিছু শুভাকাঙ্খীগণ আমার কাছে আগ্রহ পোষন করছে, আমি যেন উর্দূ ভাষায় এ কিতাবটির পর্যাপ্ত কল্যানকর নিখুত একটি শরাহ লিখি। কাজেই আমি তাদের উদ্দেশ্য পূরণের সংকল্প করলাম এবং ফায়দা , দূর্লভ মুক্ত, গভীরজ্ঞান ও সুক্ষ্ম তত্ত্বকনিকার সমাহার ঘটালাম। যেগুলো নিভৃরযোগ্য কিতাবাদিতে পেয়েছি। বিজ্ঞ বুযুর্গদের কাছে শুনেছি। আমার দুর্বল মেধা ও প্রতূল চিন্তা-ভাবনা উদ্ভাবিত নয়। অতঃপর এর আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নেয়ামত ও পর্যাপ্ত সাহায্যের প্রত্যাশায় এর নাম রেখেছি "আল কাশেফাহ। সুতরাং কাফিয়া গ্রন্থকার বলেন– اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِىْ + وَمَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهَرَ اللَّيَالِىْ

تَرُوْمُ الْعِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا + يَخُوْضُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ للَاٰلِىْ

স্মরণ রাখতে হবে, মেধার দুর্বলতা ইলমী চর্চা ও উন্নতির প্রতিবন্ধক নয়। স্বয়ং ইমাম আযম রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কে বলেছেন– তোমার মেধা খুবই দুর্বল চিল। কিন্তু তোমার আত্ম প্রচেষ্টা তোমাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম ত্বহাবী রহ. কেও তার ক্ষমা দুর্বল মেধার অভিযোগ করে বলেন– আল্লাহর শপথ ! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। কিন্তু তার আত্ম প্রচেষ্টা তাঁকে ইমাম বানিয়ে দিয়েছে। তবে প্রথম শর্ত হল, যাবতীয় গুনাহ বর্জন করা।

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ + فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ

পাঠকবর্গের নিকট শেষ আবেদন হলো, নিম্নোক্ত পংক্তি নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

همیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا + مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অবতরণিকা

কাফিয়া এবং শরহে জামী উভয়টাই নাহুর কিতাব। আর যে কোনো ইলম বা শাস্ত্র শুরু করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক।

(১) সংশ্লিষ্ট ইলমের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা। (২) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। (৩) আলোচ্য বিষয়। (৪) সংকলন। (৫) মুসান্নিফ বা লেখকের জীবন বৃত্তান্ত।

تَعْرِيْف বা সংজ্ঞা জানা এজন্য প্রয়োজন, যাতে مَجْهُول مُطْلَق বা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বিষয়ের অনুসন্ধান লাযিম না আসে। غَرْض و غَايَت বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা এ জন্য আবশ্যক, যাতে অনর্থক ও বেকার বস্তুর অন্বেষণ লাযিম না আসে। مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয় জানা আবশ্যক এ জন্য, যাতে এক শাস্ত্রের বিষয়াদিকে অন্য শাস্ত্রের বিষয়াদি থেকে পার্থক্য করা যায়। সংকলনের পরিচিতি লাভ এজন্য জরুরি, যাতে সংকলক সম্পর্কে অবগতি হাসিল এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রটির ঐতিহাসিক অবস্থান হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। আর মুসান্নিফ রহ.-এর জীবন বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক এজন্য, যাতে লিখকের অবস্থা দ্বারা তাঁর রচিত কিতাবেরও ধারণা করা সম্ভব হয়। কেননা বক্তা যে স্তরের হয়, তার কথা (রচনা)-ও সেই রকম স্তর পায়। যেমন, প্রসিদ্ধ রয়েছে– كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ "সম্রাটের কথা, কথার সম্রাট" অর্থাৎ বক্তা যে স্তরের হবে, তার কথাও গণ্য সেই স্তরে হবে।

تَعْرِيْف বা সংজ্ঞা বলা হয়, مَا يُبَيَّنُ بِهٖ حَقِيْقَةُ الشَّيْئِ কে অর্থাৎ تَعْرِيْف ওই বস্তুকে বলা হয়, যার দ্বারা কোনো বস্তুর হাকীকত বা প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা যায়। مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– مَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ অর্থাৎ কোনো শাস্ত্র বা ইলমের مَوْضُوْع ওই বস্তুকে বলা হয়, যার عَوَارِض ذَاتِيَة বা মৌলিক অবস্থা নিয়ে শাস্ত্রটিতে আলোচনা করা হয়। আর غَرْض বা উদ্দেশ্য বলা হয়, مَا يَصْدُرُ الْفِعْلُ عَنِ الْفَاعِلِ لِاَجْلِهٖ কে অর্থাৎ غَرْض হল, সেই উদ্দেশ্য যার কারণে কর্তা থেকে ক্রিয়া সংঘটিত হয়। আর غَايَت হচ্ছে সেই ফল যা উদ্দেশ্যের উপর সৃষ্ট হয়। যেমন, কলম ক্রয় করার জন্য বাজারে যাওয়াটা হচ্ছে غَرْض আর কলম ক্রয় করে নেওয়াটা হচ্ছে غَايَت। تَدْوِيْن বা সংকলন হল বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত অংশসমূহকে বিন্যস্ত করণের নাম।

মোটকথা, نَحْو এর দুটি সংজ্ঞা রয়েছে। (১) আভিধানিক। (২) পারিভাষিক। আভিধানিক সংজ্ঞার সারমর্ম হল এই যে, نَحْو শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে।

(১) طَرِيْق বা রাস্তা, পথ। যেমন : هٰذَا النَّحْوُ السَّوِيُّ এটি সরল পথ।

(২) نَوْع বা প্রকার। যথা– هٰذَا عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ এটা চার প্রকার।

(৩) مِثْل বা মতো, ন্যায়। যথা– هٰذَا نَحْوُهٗ এটা তার মতো।

(৪) قَصْد বা ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। যথা– نَحَوْتُ هٰذَا نَحْوًا আমি এ ইচ্ছা করেছি।

(৫) جِهَة বা দিক। যথা– هُنَّ نَحْوَ الْبَيْتِ عَامِدَاتٌ তারা বাড়ির দিকে ইচ্ছাকারী।

(৬) فَصَاحَت বা বাগ্মিতা, বাক-নিপুণতা। যথা– مَا اَحْسَنَ نَحْوَكَ فِى الْكَلَامِ কতই না সুন্দর বাগ্মিতা তোমার কথায়!

(৭) صَرْف বা ফিরা, ফিরানো। যথা– نَحَوْتُ بَصَرِىْ اِلَيْهِ আমি আমার দৃষ্টি তার দিকে ফিরিয়েছি।।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইলমে নাহু ওই ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা মু'রাব ও মাবনী হওয়ার হিসেবে কালিমাত্রয়ের শেষের অবস্থা জানা যায় এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দমালার একটিকে অপরটির সাথে সংযোজনের পদ্ধতি জানা যায়।

ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয়

এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, كَلِمَة ও كَلَام তথা শব্দ ও বাক্য। কেননা ইলমে নাহুর মধ্যে এ দুটির অবস্থাসমূহ নিয়েই আলোচনা করা হয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে, যে কোনো শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় مُطْلَق বা সাধারণ হয় না বরং কোনো না কোনো কয়েদের সাথে কয়েদযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন– ইলমে সরফের আলোচ্য বিষয় হল, كَلِمَه তবে مِنْ حَيْثُ التَّصْرِيْف-এর কয়েদের সাথে কয়েদযুক্ত। উসূলে ফিকহ এর আলোচ্য হচ্ছে اَدِلَّة اَرْبَعَة তবে مِنْ حَيْثُ الْاِسْتِنْبَاط এর কয়েদের সাথে مُقَيَّد রয়েছে। ইলমে ফিকহের مَوْضُوْع হচ্ছে فِعْل مُكَلَّف তবে اَلْحَلَال وَالْحَرَام এর কয়েদের সাথে কয়েদযুক্ত। ইলমে মানতেকের আলোচ্য বিষয় হল, مَعْلُوْمَات تَصَوُّرِيَّة ও مَعْلُوْمَات تَصْدِيْقِيَّة তবে তাতে مِنْ حَيْثُ الْاِتِّصَال اِلَى الْمَجْهُوْلَاتِ এর কয়েদের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তেমনিভাবে ইলমে নাহুর مَوْضُوْع হচ্ছে كَلِمَة ও كَلَام তবে সাধারণভাবে নয় বরং مِنْ حَيْثُ الْاِعْرَاب وَالْبِنَاء এর কয়েদের সাথে কয়েদযুক্ত রয়েছে।

ইলমে নাহুর উদ্দেশ্য :

মেধা মস্তিষ্ককে আরবি ভাষার শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা।

নাহুর সংকলন :

এ শাস্ত্রের প্রথম সংকলক হলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি.। কেননা আবুল আসওয়াদ (যিনি অন্যতম বুযুর্গ তাবেঈ এবং হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি.-এর শিক্ষক)-কে তিনিই এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছিলেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। যেমন– দিরায়াতুন্নাহু প্রণেতার কথা অনুযায়ী আবুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে লামের যেরের সাথে اِنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلِهٖ পাঠ করতে শুনে তাকে তিনি তিরস্কার করলেন এবং বললেন, এটা তো কুফরী! এরপর আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন :

نَحَوْتُ اَنْ اَضَعَ مِيْزَانًا لِلْعَرَبِ لِيُقَوِّمُوْا بِهٖ لِسَانَهُمْ

"আমি ইচ্ছা করেছি, আরবদের জন্য একটি মানদণ্ড বানাব, যাতে তারা এর মাধ্যমে নিজেদের ভাষাকে ঠিক করে নেয় এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকে।"

হযরত আলী রাযি. তা শোনে বললেন : اِقْصِدْ نَحْوَهٗ "এর প্রতি মনোনিবেশ করুন!" সুতরাং যেহেতু হযরত আলী রাযি. প্রাথমিকভাবে এ শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করতে বলেছিলেন, তাই হযরত আলীই এই শাস্ত্রের প্রথম সংকলক সাব্যস্ত হবেন। আর হযরত আলী যেহেতু اِقْصِدْ نَحْوَهٗ বলেছিলেন, এজন্য এই শাস্ত্রটির নামও 'নাহু' ধার্য হয়ে গেল।

আবুল কাসিম যুজাযী রহ. তার আমালীতে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আবুল আসওয়াদ দুআইলী রহ. হযরত আলী রাযি.-কে চিন্তিত পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চিন্তার কারণ কি? হযরত আলী রাযি. জবাবে বললেন : তোমাদের এ শহরে অনেক ভুল শুনেছি। এজন্য আমি আরবি ব্যাকরণ বিষয়ক একটি কিতাব লিখার ইচ্ছা করেছি। এরপর আমি তিন দিন পর আবার তাঁর দরবারে আসলে তিনি আমাকে একটি পুস্তিকা দিলেন। যাতে বিসমিল্লাহর পর নিম্নোক্ত বিষয়টি ছিল–

اَلْكَلَامُ كُلُّهٗ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ فَالْاِسْمُ مَا اَنْبَاَ عَنِ الْمُسَمّٰى وَالْفِعْلُ مَا اَنْبَاَ عَنِ الْفَاعِلِ وَالْحَرْفُ مَا اَنْبَاَ عَنْ مَعْنًى لَيْسَ بِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ

হযরত আলী রাযি. বললেন : এ তো হচ্ছে আমার জানা মুতাবেক। তুমি এতে আরও সংযোজন করে নিবে। আর আবুল আসওয়াদ! শোন তিনটি বস্তু রয়েছে : (১) ظَاهِر (২) مُضْمَر (৩) شَيْءٌ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَلَا مُضْمَرٍ

আবুল আসওয়াদ বলেন, হযরত আলী রাযি.-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমি কিছু নিয়ম-কানুন সংকলিত করেছি এবং হযরত আলী রাযি.-এর নিকট পেশ করেছি। সেগুলোতে حُرُوْف نَصَب এর উল্লেখও ছিল। কিন্তু আমি إِنَّ ، أَنَّ ، لَيْتَ ، لَعَلَّ ، كَأَنَّ -এর উল্লেখ তো করেছি বটে, তবে لٰكِنَّ -এর উল্লেখ করে নি।

হযরত আলী রাযি. বললেন : لٰكِنَّ-এর উল্লেখ করলে না কেন? আমি বললাম, আমি এটাকে حُرُوْف نَصَب এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম না। হযরত আলী রাযি. বললেন : না لٰكِنَّ ও হুরুফে নসবের অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো ধারণা হচ্ছে এই যে, আবুল আসওয়াদকে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করতে যিনি বলেছিলেন, তিনি হলেন হযরত উমর রাযি.। কারো মতে ইলমে নাহুর প্রথম সংকলক হলেন আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রায।

আবার কেউ কেউ কেউ নসর ইবনে আসিমকেও প্রথম সংকলক বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হল এটাই যে, ইলমে নাহুর প্রথম সংকলনকারী হলেন হযরত আলী রাযি.। তাঁর বর্ণিত কিছু মূলনীতি সামনে রেখে হযরত আবুল আসওয়াদ দুআলি রহ. ইলমে নাহুর নিয়ম-কানুন সংকলন করেছেন। তারপর আবুল আসওয়াদ দুআইলির ছাত্ররা ক্রমান্বয়ে এ শাস্ত্রের উন্নতি ঘটিয়েছে। এর কিছুকাল পর আবূ উমর বসরী এবং তাঁর ছাত্র খলীল ইবনে আহমদ রহ. এ শাস্ত্রটিকে যথারীতি বিন্যস্ত ও পরিমার্জিত করেছেন। খলিলের শিষ্য সীবওয়াই এ শাস্ত্রে একটি অনবদ্য গ্রন্থ 'আল-কিতাব' রচনা করেছেন, যা পরবর্তীকালে সমস্ত নাহবীর উৎসগ্রন্থে পরিণত হয়।

مُصَنِّف বা লেখক পরিচিতি :

এ কিতাবটি যেহেতু مَتْن ও شَرْح-এর সমন্বিত রূপ, এজন্য এ কিতাবটির লেখক হবেন দু'জন। একজন مَاتِن বা মূল গ্রন্থকার তথা কাফিয়া প্রণেতা আর দ্বিতীয় জন হলেন শারেহ বা ভাষ্যকার তথা শরহে জামী প্রণেতা। মূল গ্রন্থকারের নাম উসমান। উপনাম আবূ আমর এবং উপাধি জামালুদ্দীন। পিতার নাম উমর রাযি.। যেহেতু গ্রন্থকারের পিতা আমীর ইযযুদ্দিন মুসিক সালাহীর দারওয়ান ছিলেন, যাকে আরবিতে 'হাযিব' বলা হয়, এজন্য তিনি ইবনে হাজিব নামে প্রসিদ্ধ। মিসরে 'আসনা' নামে একটি ছোট গ্রাম রয়েছে। তিনি ৫৭০ হিজরীর শেষ দিকে এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তিনি কায়রোতে। বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। আল্লামা শাতিবীর ইলমে কেরাত হাসিল করেন এবং তাফসীর শোনেন। আল্লামা ইবনুল জাওয থেকে সাত কেরাত পড়েন এবং শাইখ আবূ মানসুর আবিয়ারী প্রমুখদের থেকে ইলমে ফিকাহ শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর সময়কার বিজ্ঞ আলেমদের থেকে বিভিন্ন ইলম ও শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন।

আল্লামা ইবনে হাজিব যেমন একদিকে নাহু ও সরফের ইমাম ছিলেন, তেমনিভাবে অন্যদিকে উঁচু মানের ফিকাহবিদ ও মুনাজিরও ছিলেন। তাঁর মেধার প্রশংসা করতে গিয়ে ইবনে খালকান বলেছেন : كَانَ مِنْ أَحْسَنِ خَلْقِ اللّٰهِ ذِهْنًا 'তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম আলোকিত মেধার অধিকারী ছিলেন।'

তিনি জামে দামেশকে একযুগ পর্যন্ত পাঠদান ও অধ্যাপনার কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। তারপর তিনি মিসর তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং মাদরাসায়ে ফাযিলিয়ায় সভাপতি নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইস্কান্দারিয়াতে (আলেকজান্দ্রিয়া) স্থানান্তরিত হয়ে যান এবং সেখানেই তিনি ৬ই শাওয়াল ৬৪৬ হিজরীতে বৃহস্পতিবার দিন ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন) তিনি বাবুল বাহর এর বাইরে শাইখ সালেহ ইবনে আবূ উসামার কবরের পাশে সমাহিত হন।

রচনাবলি : তাঁর অনেক রচনাবলি রয়েছে। যেমন–

(১) মুফাস্সালের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-ঈযাহ।

(২) ফিকাহ বিষয়ে রচিত আল-মুখতাসার।

(৩) উসূল বিষয়ে আল-মুখতাসার।

(৪) ইলমে আদব বিষয়ে জামালুল আরব ফী ইলমিল আদব।

(৫) শাফিয়াহ।

(৬) শরহে শাফিয়াহ।

(৭) আমালী প্রভৃত্তি।

তবে কাফিয়াকে আল্লাহ পাক যে খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এটি সাতশ' বছর যাবৎ পাঠ্য কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এবং দরসে নেযামীর এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ব্যতীত দরসে নিযামী পরিপূর্ণ থাকতে পারে না।

شَارِحْ বা ভাষ্যকার পরিচিতি :

ভাষ্যকারের নাম আবদুর রহমান। মূল উপাধি ইমাদুদ্দিন, প্রসিদ্ধ উপাধি নুরুদ্দি এবং উপনাম আবুল বারাকাত। পিতার নাম আহমদ, উপাধি শামসুদ্দিন। দাদার নাম মুহাম্মদ। তিনি হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বংশের লোক। তাঁর কবি হিসেবে সংক্ষিপ্ত পরিচিত নাম হচ্ছে জামী। তাঁর পিতার জন্মস্থান ইস্পাহান। এরই 'দাশতে নামী' মহল্লায় তিনি বসবাস করতেন। এ জন্য তাঁকে 'দাশতি' বলা হত।

এরপর তিনি কোনো এক দুর্ঘটনার মুহূর্তে 'জাম' স্থানান্তরিত হয়ে যান, যা খুরাসানের একটি জনপদ। শরহে জামী প্রণেতা ২৩ই শা'বান ৮১৭ হিজরীতে ইশার সময় এ স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। পরে হিরাতের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখনকার খ্যাতনামা বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তিনি যেভাবে যাহিরী জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে অর্জন করেন, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও পূর্ণরূপে অর্জন করেন। সুতরাং তাসাওউফের মধ্যেও তাঁর একটি উঁচু মর্যাদা রয়েছে। তিনি পাঠদান অধ্যাপনার সাথে সাথে কাব্য চর্চা ও আবৃত্তিও করেছেন। ফারসী কবিদের মধ্যে তাঁর একটি উঁচু মর্যাদা রয়েছে। 'কুল্লিয়াতে জামী' নামে প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তিনি একাশি বৎসর বংসে ১৮ই মুহাররম ৮৯৮ হিজরী শুক্রবার দিনে হিরাতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন। তাঁর মৃত্যু তারিখ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا এর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট। তিনি আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাতেই অনেক কিতাব রচনা করেছেন। যার সংখ্যা চৌয়ান্নটি। যে সংখ্যাটি তাঁর কবি নামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি جَامِى এর সংখ্যার সমপরিমাণ। তবে এসব রচনার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে শরহে জামী। যা তিনি তাঁর ছেলে যিয়াউদ্দিন ইউসুফ এর জন্য লিখেছিলেন। কাফিয়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থাদির মধ্যে 'রযী'র পর যদি কোনো উন্নত কিতাব থাকে, তবে সেটা একমাত্র শরহে জামী। এতে নাহবী আলোচনায় যৌক্তিকতার রং দেওয়া হয়েছে। তদুপরি পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের জন্য এটি একটি উন্নত মানের কিতাব। আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবটিকে বদনজর থেকে হেফাযত ফরমান এবং আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ

সহজ তরজমা

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা তার উপযুক্ত সত্তার জন্য নিবেদিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ : শারেহ রহ. পবিত্র কুরআনের অনুসরণ এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুকরণে بِسْمِ اللّٰهِ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর সাথে তাঁর কিতাবটি শুরু করেছেন।

حَمْد এর অর্থ হচ্ছে– اَلثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ نِعْمَةً كَانَ اَوْ غَيْرَهَا অর্থাৎ প্রশংসিত সত্তার ইচ্ছাধীন কোনো কাজের জন্য যবান দ্বারা স্তুতি বর্ণনা করা, চাই প্রশংসাকারীর প্রতি প্রশংসিতের অনুগ্রহ থাকুক বা না থাকুক। بِاللِّسَانِ এর কয়েদ দ্বারা শোকর বের হয়ে গেল। কারণ, শোকর যবান ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়ে থাকে। جَمِيْل শব্দটির পূর্বে فِعْل মাওসূফ উহ্য রয়েছে। ভালো কাজের উপর যে প্রশংসা হয়, তাকে حَمْد বলে। যদি কাজটি ভালো না হয় অথচ তার উপর প্রশংসার শব্দমালা ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে اِسْتِهْزَاء বা উপহাস বলা হবে। যেমন, কোনো কৃপণ ব্যক্তিকে যুগের হাতিম বলা।

اِخْتِيَارِيّ এর কয়েদ দ্বারা مَدْح কে বের করা হয়েছে। কেননা مَدْح এর মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে; কাজটি প্রশংসিতের ইচ্ছাধীন হোক অথবা না হোক। যেমন– কলম বা কাগজের প্রশংসা করে বলা, এটি খুবই ভালো। সুতরাং এটাকে مَدْح তো বলা যাবে, তবে حَمْد বলা যাবে না। কেননা কলম বা কাগজের ভালো হওয়াটা তার ইচ্ছাধীন নয়।

نِعْمَةً كَانَ اَوْ غَيْرَهَا এ ব্যাপকতা দ্বারা শোকরও বের হয়ে গেল। কেননা শোকরের মধ্যে نِعْمَة এর কয়েদ রয়েছে। শোকর সর্বদা অনুগ্রহের বিনিময়ে হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল, حَمْد তার مَوْرِد (প্রকাশস্থল)-এর প্রেক্ষিতে খাস এবং مُتَعَلَّق (উপলক্ষ)-এর প্রেক্ষিতে আম। আর শোকর مَوْرِد এর প্রেক্ষিতে আম এবং مُتَعَلَّق এর প্রেক্ষিতে খাস। যেহেতু প্রত্যেকটি কোনো এক দিক থেকে খাস এবং ভিন্ন দিক থেকে আম হয়েছে। তাই এতদুভয়ের মধ্যে عَامٌ و خَاصٌ مِنْ وَجْهٍ এর নিসবত (সম্বন্ধ) হল আর مَدْح ও حَمْد এর মাঝে عَامٌ و خَاصٌ مُطْلَق এর নিসবত রয়েছে। حَمْد হল খাস। কেননা এতে ইখতিয়ারী বা ঐচ্ছিক হওয়ার কয়েদ রয়েছে আর مَدْح এর মধ্যে এ কয়েদটি নেই, তাই এটি عَامٌ।

شُكْر ও مَدْح এর মধ্যেও عَامٌ و خَاصٌ مُطْلَق এর নিসবত। مَدْح হচ্ছে খাস। কেননা এতে যবানের কয়েদ রয়েছে। আর শোকর হচ্ছে আস। কেননা এতে এ কয়েদ নেই।

اَلْحَمْد এর মধ্যে আলিম-লাম কোন্ প্রকারের তা পরে বর্ণনা করা হবে। এর পূর্বে এর প্রকারভেদ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। الف ও لام ইসমী হবে অথবা হরফী হবে। আলিম-লামে ইসমী ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউলে প্রবেশ করে। যেমন : اَلضَّارِبُ وَالْمَضْرُوْبُ

আর আলিফ-লামে হরফী চার প্রকার। (১) جِنْسِى (২) اِسْتِغْرَاقِى (৩) عَهْد خَارِجِى (৪) عَهْد ذِهْنِى

(১) আলিফ-লামে জিনসী ওই আলিফ-লামকে বলা হয়, যার মাদখূল দ্বারা জিনস তথা জাতীয়তা উদ্দেশ্য হয়; আফরাদ বা সদস্যের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। যেমন : اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ অর্থাৎ পুরুষ জাতি মহিলা জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সমস্ত পুরুষ সমস্ত মহিলার চেয়ে উত্তম। কেননা এটা বাস্তবতার বিপরীত। অনেক মহিলা অনেক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে।

(২) اَلِف وَلَام اِسْتِغْرَاقِی ওই আলিফ-লামকে বলা হয়, যার মাদখূল দ্বারা সমস্ত আফরাদ উদ্দেশ্য হয়। যেমন : اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ এতে আলিফ-লামটি اِسْتِغْرَاقِی হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত মানব সদস্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, সেসব লোক ব্যতিত, যাদেরকে আয়াতটিতে ইস্তেছনা ব্যতীক্রমভুক্ত করা হয়েছে। اَلْاِنْسَان এর আলিফ-লামকে যদি ইস্তেগরাকী মেনে নেওয়া না হয়, তা হলে ইস্তেছনা শুদ্ধ হবে না।

(৩) اَلِف وَلَام عَهْد خَارِجِی যে আলিফ-লামের মাদখূল দ্বারা কোনো বিশেষ فَرْد বা সদস্য উদ্দেশ্য হয়, তাকে আলিফ-লামে আহদে খারেজী বলে। যেমন– فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ এখানে اَلرَّسُوْل এর মধ্যে আলিফ-লামটি আহদে খারিজী হয়েছে। এর দ্বারা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি তথা হযরত মূসা আ. উদ্দেশ্য।

(৪) اَلِف و لَام عَهْد ذِهْنِی যার মাদখূল দ্বারা অনির্দিষ্ট ফরদ বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়। যেমন– اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ এখানে اَلذِّئْبُ এর মধ্যে আলিফ-লামটি আহদে যেহনী হয়েছে। এর দ্বারা কোনো বিশেষ বাঘ উদ্দেশ্য নয়। আলিফ-লামের এ চতুর্থ প্রকারটি নাকেরার হুকুমের মধ্যে পরিগণিত। যেমন : جُمْلَه বা বাক্যের সিফত অবস্থিত হতে পারে। আর جُمْلَه নাকেরার হুকুমের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন–

وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِیْ + فَمَضَيْتُ ثُمَّهُ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِیْ

কবিতার এ অংশটি হযরত আলী রাযি.-এর। তিনি বলেন : আমি এক এমন মারাত্মক ইতর ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করি, যে আমাকে গালি দেয়। তখন আমি তার প্রতি লক্ষ করি না এবং সেখান থেকে চলে যাই আর মনকে বুঝাই, 'আলী' দ্বারা আমি উদ্দেশ্য নই। অন্য কোনো ব্যক্তি হবে যার নাম আলী। এখানে يَسُبُّنِیْ একটি জুমলা, যেটি اَللَّئِيْم এর সিফত হয়েছে।

এতে বুঝা গেল, اَللَّئِيْم এর উপর প্রবিষ্ট আলিফ-লামটি আহদে যেহনী; অন্যথায় তার সিফত জুমলা হত না। اَلْحَمْد এর মধ্যে আলিফ-লামটি জিনসী হতে পারে এবং ইস্তেগরাকীও।

لِوَلِيِّهٖ : وَلِیّ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। (১) لَائِق উপযুক্ত। (২) مُتَصَرِّف কর্তৃত্বকারী, হস্তক্ষেপকারী। (৩) نَاصِر সহায়ক। (৪) مُحِبّ বন্ধু। এখানে প্রথম অর্থটাই অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। শারেহ রহ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর পরিবর্তে اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ বলেছেন। কারণ, এতে অভিনবতা ও বিরলতা রয়েছে। প্রত্যেক মুসান্নিফই এমন শব্দমালা ব্যবহার করতে চান, যা অন্যদের কথায় নেই। যাতে লোকেরা তার কথার দিকে অধিক মনোনিবেশ করে। কেননা কায়দা রয়েছে– كُلُّ جَدِيْدٍ لَذِيْذٌ প্রত্যেক নতুন বস্তু আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। বিরলতা পাওয়া যায় এমন শব্দ আরও আছে। যেমন– اَلْحَمْدُ لِلْحَنَّانِ বা اَلْحَمْدُ لِلْمَنَّانِ কিন্তু শারেহ রহ.-এর মনে মনে জানা ছিল, সালাতের ক্ষেত্রে আমাকে لِنَبِيِّهٖ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। এজন্য سَجْع বা অন্তমিলের স্বার্থে لِوَلِيِّهٖ বলেছেন।

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُتَاَدِّبِيْنَ بِاٰدَابِهٖ

সহজ তরজমা

আর পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক তাঁর নবী এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের ওপর, যাঁরা তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরী

قَوْلُهٗ : وَالصَّلٰوةُ : صَلٰوة শব্দের সম্পর্ক যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হয় রহমত বর্ষণ করা। যখন ফেরেশতাদের প্রতি করা হয়, তখন অর্থ হয় ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যখন মুমিনদের প্রতি করা হয়, তখন অর্থ হবে রহমত তলব করা এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর প্রতি সম্পর্ক করা হলে অর্থ হবে তাসবীহ বা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

قَوْلُهٗ : عَلٰى نَبِيِّهٖ : نَبِى শব্দটি হয় তো نَبْوَة থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে উচ্চতা ও উন্নতি। নবীর মর্যাদা সুউচ্চ হয় এজন্য নবীকে নবী বলা হয় অথবা نَبِى শব্দটি نَبَاء থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে সংবাদ দেওয়া। নবীও যেহেতু বান্দাদেরকে আল্লাহর বিধি-বিধানের সংবাদ দিয়ে থাকেন, এজন্য নবীকে নবী বলা হয়।

মুসান্নিফ রহ. رَسُوْل এর পরিবর্তে نَبِىْ শব্দটি গ্রহণ করেছেন, অথচ রাসূলের মর্যাদা নবীর উর্ধ্বে। নবীর জন্য নতুন শরী'অত ও নতুন কিতাব থাকা আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে রাসূলের জন্য উভয়টিই আবশ্যক। এর জবাব হল, رَسُوْل শব্দটি গ্রহণ করলে سَجَع বা অন্ত্যমিল রক্ষা হত না। তা ছাড়া রাসূল যেহেতু নবী অপেক্ষা খাস, তাই যে বস্তুটি নবীর জন্য প্রমাণিত হবে, সেটা রাসূলের জন্যও প্রমাণিত হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, صَلٰوة অর্থ হচ্ছে দু'আ। আর এর صِلَه যখন عَلٰى আসে, তখন তার অর্থ হয়, বদ-দু'আ। সুতরাং এ বাক্যটি বিধেয় নয়। এর জবাব হল, এখানে عَلٰى শব্দটি صَلٰوة এর সিলা নয় বরং এর আমিল نَازِلَة উহ্য রয়েছে। তা ছাড়া এ হুকুমটি دُعَاء শব্দের সাথে খাস। তথা এর সিলা যখন عَلٰى আসবে, তখন তার অর্থ হবে বদ-দু'আ। এ হুকুমটি صَلٰوة শব্দকে শামিল রাখবে না।

نَبِيِّهٖ এর যমীরের মারজা সম্বন্ধে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) حَمْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২) অথবা وَلِى এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তবে উভয় সুরতই ঠিক নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় মর্ম হবে, সালাত বর্ষিত হোক প্রশংসার নবীর প্রতি। আর حَمْد বা প্রশংসার তো নবী হয় না বরং নবী তো হয় আল্লাহর। আর যদি وَلِى এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে اِنْتِشَار ضَمَائِر বা যমীরসমূহে বিক্ষিপ্ততা লাযিম আসবে। কেননা وَلِيِّهٖ এর যমীর তো حَمْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর نَبِيِّهٖ এর যমীর حَمْد এর পরিবর্তে وَلِى এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। এর জবাব হল, اِنْتِشَار ضَمَائِر একই বাক্যে নাজায়েয। আর এখানে তো স্বতন্ত্র দুটি বাক্য। আর যদি حَمْد এর দিকে যমীরকে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবুও ঠিক হবে। কেননা এখানে صَنْعَت اِسْتِخْدَام হয়েছে। যখন حَمْد কে সরাসরি উল্লেখ করা হল, তখন তার অর্থ হবে প্রশংসা করা আর যখন তার দিকে যমীর প্রত্যাবর্তন করা হল, তখন তার অর্থ হবে مَحْمُوْد বা প্রশংসিত। এখন মর্ম হবে, রহমত বর্ষিত হোক প্রশংসিত সত্তার নবীর ওপর। আর مَحْمُوْد এর মেসদাক হলেন আল্লাহ পাক। صَنْعَت اِسْتِخْدَام এর মর্ম হচ্ছে, কোনো শব্দ উল্লেখ করে তার এক অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে এবং যখন এ শব্দটিকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হবে কিংবা এর দিকে যমীর প্রত্যাবর্তন করা হবে, তখন ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে।

قَوْلُهُ : وَعَلٰى اٰلِهٖ : এর আতফ হয়েছে عَلٰى نَبِيِّهٖ এর ওপর। এখানে عَلٰى শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে রাফেযীদের রদ্দ করা হয়েছে। তারা اٰل ও نَبِى শব্দ দুটির মাঝে عَلٰى ব্যবহার করে না এবং এ ব্যাপারে তারা একটি হাদীস গড়ে নিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : مَنْ فَرَّقَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اٰلِىْ بِعَلٰى فَلَيْسَ مِنِّىْ 'আমার ও আমার পরিবারবর্গের মাঝে যে ব্যক্তি عَلٰى দ্বারা পার্থক্য করল, সে আমার উম্মত নয়।' যার মর্ম হল, اٰل শব্দের উপর عَلٰى প্রবেশ না করা উচিত।

এর জবাব হল, এ হাদীসটি মিথ্যা, মনগড়া। তর্কের খাতিরে যদি এটাকে হাদীস বলে মেনেও নেওয়া হয়, তা হলে এর জবাব হবে, এ শব্দটি عَلٰى নয় বরং عَلِى যিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর জামাতা তিনি উদ্দেশ্য। এখন মর্ম হবে, যে ব্যক্তি আমার এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে আলীর কারণে পার্থক্য করবে যে, তারা তো হচ্ছে আলীর বংশধর; রাসূলুল্লাহ সা.-এর নয়, সে আমার উম্মত নয়। কেননা হযরত ফাতিমা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কন্যা। তাঁর সন্তান-সন্ততি রাসূলেরই সন্তানাদিকে মনে করতে হবে।

اٰل দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তো ব্যাপক। প্রত্যেক মুমিন মুত্তাকীই এর অন্তর্ভুক্ত অথবা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আওলাদ উদ্দেশ্য। اٰل শব্দটি اَهْل থেকে গঠিত হয়েছে। هَا কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর সাকিন হামযা সাকিনকে পূর্বের হামযার হরকতের মোতাবেক করফে ইল্লত আলিফ দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে। اٰل ও اَهْل এর মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। اَهْل হচ্ছে ব্যাপক। এর ব্যবহার সম্ভ্রান্ত এবং অসম্ভ্রান্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়। পক্ষান্তরে اٰل এর ব্যবহার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাতদের সাথে খাস। চাই তার আভিজাত্যটা পার্থিব হোক। যেমন– اٰل فِرْعَوْن ও اٰل قَارُوْن কিংবা আভিজাত্যটা পারলৌকিক হোক। যেমন : اٰل مُوْسٰى ও اٰل هَارُوْن অথবা উভয় প্রেক্ষিতে হোক। যেমন : اٰل دَاوُد

قَوْلُهُ : وَاَصْحَابِهٖ : اَصْحَاب শব্দটি صَاحِب এর বহুবচন। কেউ কেউ লিখেছেন, فَاعِل এর বহুবচন اَفْعَال এর ওযনে আসে না। তাই اَصْحَاب শব্দটি صَحِيْب এর বহুচচন।

সাহাবীর পরিচয়

যিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর জাগ্রতাবস্থায় ঈমানের সাথে সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের উপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

قَوْلُهُ : اَلْمُتَاَدِّبِيْنَ بِاٰدَابِهٖ : অর্থাৎ اَلْمُتَخَلِّقِيْنَ بِاَخْلَاقِهٖ যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর চরিত্রে চরিত্রবান। اَلْمُتَاَدِّبِيْنَ শব্দটি اَصْحَابِهٖ এর সিফত। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, اَدَب হচ্ছে وَصْف আর اَوْصَاف হল اعراض এর অন্তর্ভুক্ত। আর عَرْض তার স্বীয় মহলের সাথে (স্বস্থানে) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে মহলের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা থেকে অন্য মহলের দিকে স্থানান্তরিত হয় না। তা হলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর وَصْف বা বিশেষণ সাহাবাদের দিকে স্থানান্তরিত হবে কিভাবে? সুতরাং بِاٰدَابِهٖ কথাটি ঠিক হবে না।

এর জবাব হল, اٰدَاب এর পূর্বে مِثْل শব্দ উহ্য রয়েছে। এখন ইবারতের স্বরূপ হবে– اَلْمُتَاَدِّبِيْنَ بِمِثْلِ اٰدَابِهٖ
আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, اَلْمُتَاَدِّبِيْنَ এর মধ্যে আলিফ-লামটি ইস্তেগরাকের। যার মর্ম হল, সমস্ত সাহাবা রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদব অর্জন করেছেন এবং এ বিষয়ে সমস্ত সাহাবা একে অন্যের সমান। অথচ তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। একের স্তর অপর অপেক্ষা উত্তম।

এর জবাব হল, শুধু আদব অর্জনে সমতা রয়েছে। আর পার্থক্য রয়েছে পরিমাণে। কারো মধ্যে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদব অধিক পরিমাণ পাওয়া যায় আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় কম।

أَمَّا بَعْدُ! فَهٰذِهٖ فَوَائِدُ وَافِيَه بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ

সহজ তরজমা

আম্মা বা'দ। সুতরাং এগুলো এমন কায়দাসমূহ, যা কাফিয়া (কিতাব)-এর জটিল ক্ষেত্রসমূহের সমাধানের জন্য যথেষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : أَمَّا بَعْدُ : أَمَّا-এর মূল স্বরূপ হচ্ছে, مَهْمَا । هَا কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তারপর কলবে মাকানী করা হয়েছে। যার ফলে أَمْ مَا হয়েছে। অনন্তর মীমকে মীমের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। ফলে أَمَّا হয়ে গেছে। أَمَّا হরফে শর্ত। فَهٰذِهٖ এর মধ্যকার فا বর্ণটি جَزَائِيَّة । أَمَّا এবং فَاء جَزَائِيَّة এর মাঝে بَعْدُ শব্দটি আনা হয়েছে, যাতে করে হরফে শর্ত এবং হরফে জাযার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। بَعْدُ এর অবস্থাত্রয় আপনার সামনে অনেকবার এসেছে।

قَوْلُهٗ : فَهٰذِهٖ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ : প্রশ্ন হয়, هٰذِهٖ হচ্ছে ইসমে ইশারা, তার মুশারন ইলাইহি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়াটা বিধেয়। আর এখানে ইশারা হয়েছে শরাহ এর প্রতি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়? এর জবাব হল, ইশারাটা করা হয়েছে نُقُوْش এর দিকে। আর তা তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু।

এ জবাবের উপর আবার প্রশ্ন হয় যে, ইশারা نُقُوْش এর দিকে হলেও এগুলোকে فَوَائِد وَافِيَة বলা শুদ্ধ হবে না। কারণ, ফায়দা তো হয় مَعَانِى বা অর্থ দ্বারা; نُقُوْش বা চিত্র দ্বারা নয়। তা ছাড়া بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ বলাটাও ঠিক হবে না। কারণ, حَل বা সমাধান তো হয় অর্থ দ্বারা; নকশা দ্বারা নয়। এর জবাব হল, نُقُوْش বা চিত্র اَلْفَاظ বা শব্দের প্রতি নির্দেশ করে আর শব্দমালা অর্থ বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং শব্দের মাধ্যমে نُقُوْش এর অর্থ বুঝানো হয়ে যাবে। তাই نُقُوْش এর মধ্যস্থতায় مَعَانِى বা অর্থও মুশারন ইলাইহি হতে পারবে।

এ জবাবের উপর আবারও প্রশ্ন হয়, আমরা একথা মেনে নিলাম যে, نُقُوْش এর মধ্যস্থতায় مَعَانِى মুশারন ইলাইহি হয়ে যাবে। তবে এটা তখন সঠিক হতে পারবে, যখন খুতবাটি اِلْحَاقِيَة হবে। আর খুতবাটি যদি اِبْتِدَائِيَّة হয় এবং কিতাব লিখার পূর্বে খুতবাটি লিখা হয়ে থাকে, তা হলে এমতাবস্থায় যেহেতু কিতাবই বিদ্যমান নেই, তা হলে نُقُوْش হবে কোথা থেকে? আর যখন نُقُوْش বিদ্যমান নেই, তা হলে نُقُوْش অর্থ বুঝাবে কেমন করে সুতরাং এ জবাবটি যথেষ্ট হবে না।

এর জবাব হল, শারেহ রহ. শরাহ এর পরিপক্ক প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন, তাই একে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এটা বিদ্যমানই রয়েছে।

وَافِيَة এটি فَوَائِد এর সিফত। এ শব্দটি নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য আনেন নি বরং এ জন্য এনেছেন, যাতে শিক্ষার্থীদের অধিক আগ্রহ হয়।

قَوْلُهٗ : بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ : با বর্ণটি فِى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। تَا বর্ণটি এসেছে মুবালাগা বা আতিশয্য বুঝানোর জন্য। অথবা وَصْفِيَّت থেকে اِسْمِيَّت এর দিকে নকল করার জন্য। কেননা 'কাফিয়া' একটি বিশেষ কিতাবের নাম; এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

لِلْعَلَّامَةِ الْمُشْتَهِرِ فِى الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ الشَّيْخِ ابْنِ الْحَاجِبِ تَغَمَّدَهُ اللّٰهُ بِغُفْرَانِهٖ

সহজ তরজমা

(এ কিতাবটি) একজন বড় জ্ঞানী প্রাচ্যে ও প্রশ্চাত্যে প্রসিদ্ধ শাইখ ইবনে হাজিবের (রচনা)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর নিজ ক্ষমায় ঢেকে নিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لِلْعَلَّامَةِ : আল্লামা এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে مَعْقُوْلَات এবং مَنْقُوْلَات উভয়টার-ই জ্ঞানী হয়। এতে ة বর্ণটি এসেছে মুবালাগার জন্য। عَلَّامَة শব্দটির ব্যবহার আল্লাহর জন্য করা যায় না। কারণ, এতে তো ة রয়েছে, যা দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গের ধারণা হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : فِى الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ : এ শব্দদ্বয়ের ব্যবহার একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন সকল পদ্ধতিতে এসেছে। একবচন এসেছে দিকের প্রেক্ষিতে। দ্বিবচন এসেছে উদয় ও অস্তের উভয় পার্শ্বের প্রেক্ষিতে। বহুবচন এসেছে উদয় ও অস্তের কেন্দ্রবিন্দুর প্রেক্ষিতে। কারণ, এটা তো প্রতিদিন অব্যাহত গতিতে পরিবর্তন হতে থাকে।

قَوْلُهٗ : اَلشَّيْخُ ابْنُ الْحَاجِبِ : اَلشَّيْخ শব্দটিতে তিন ই'রাবই জারি হতে পারে।

(১) رَفْع বা পেশ। এমতাবস্থায় এটি هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

(২) نَصْب বা যবর। তখন اَعْنِى উহ্য ফে'লের মাফউল হবে।

(৩) جَرّ বা যের। তখন এটি اَلْعَلَّامَة থেকে বদল হবে।

শাইখের ব্যবহার ইবনে হাজিবের উপর মর্যাদার প্রেক্ষিতে হয়েছে; বয়সের হিসেবে নয়। কেননা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, আঠার বৎসর বয়সে তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এ উক্তিটিকে উলামাগণ দুর্বল বলেছেন। তাঁর বয়স সত্তর বৎসর হয়েছে। যেরূপ জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল দ্বারা বুঝা যায়।

ফায়দা : শিশুর মায়ের পেটে আসার মুহূর্ত থেকে নিয়ে জন্মকাল এবং শেষ জিন্দেগী পর্যন্ত পৌছার সময় পর্যন্তের বিভিন্ন ধাপ।

(১) مَرْتَبَه جَنِيْن বা গর্ভস্থ সন্তান মায়ের পেটে থাকার কাল। এর সর্বনিম্ন সময় ছয় মাস এবং সর্বাধিক সময় দুই বৎসর। (২) طِفْلِيَّت দুগ্ধপোষ্য শিশুকাল। জন্ম থেকে নিয়ে আমাদের মতে আড়াই বছর এবং শাফিঈদের মতে দুই বৎসর। (৩) اَلصِّبَاء বাল্যকাল। আড়াই বৎসর থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত। (৪) اَلْمُرَاهِق বয়োসন্ধির নিকটবর্তী। সাত বৎসর থেকে পনের বৎসর পর্যন্ত। (৫) اَلشَّبَاب যৌবনকাল। পনের বৎসর থেকে একান্ন বৎসর পর্যন্ত। (৬) اَلشَّيْخُوْخَة বার্ধক্য। একান্ন বৎসর থেকে আমি বৎসর পর্যন্ত (৭) اَلْكُهُوْلَةُ وَالْهَرَمُ অতি বার্ধক্য। আশি বৎসর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত।

قَوْلُهٗ : تَغَمَّدَهُ اللّٰهُ بِغُفْرَانِهٖ : تَغَمُّد ও غُفْرَان উভয়টার অর্থই হল سَتْرُ الذَّنْبِ গোনাহকে ঢেকে ফেলা। এতে تَغَمُّد হচ্ছে سَبَب এবং غُفْرَان হচ্ছে مُسَبَّب আর যখন উভয়টার অর্থই এক, তা হলে তো সবব ও মুসাব্বাবের এক হওয়া লাযিম আসল। এর জবাব হল, تَغَمُّد এর অর্থ হচ্ছে, سَتْرُ الذَّنْبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ سَتْرُ الذَّنْبِ بِمَحْضِ فَضْلِ اللّٰهِ আর غُفْرَان এর অর্থ হল, مَحْضُ فَضْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ অতএব تَغَمُّد হল আম এবং غُفْرَان হল খাস। সুতরাং উভয়টার এক হওয়া লাযিম আসল না।

وَاَسْكَنَهٗ بُحْبُوْحَةَ جِنَانِهٖ نَظَمْتُهَا فِىْ سِلْكِ التَّقْرِيْرِ وَسِمْطِ التَّحْرِيْرِ لِلْوَلَدِ الْعَزِيْزِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ يُوْسُفَ حَفِظَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَنْ مُوْجِبَاتِ التَّلَهُّفِ وَالتَّاَسُّفِ وَسَمَّيْتُهَا بِالْفَوَائِدِ الضِّيَائِيَّةِ لِاَنَّهٗ لِهٰذَا الْجَمْعِ وَالتَّالِيْفِ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ ـ

সহজ তরজমা

আর তিনি তাঁকে সর্বোত্তম বেহেশতে স্থান দান করুন। এ ফায়দাগুলোকে আমি বক্তব্যের সুতা ও রচনার মোতির মালার খড়িতে গেঁথে দিয়েছি প্রিয় ছেলে যিয়াউদ্দিন ইউসুফের তরে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুঃখ ও আফসোসের উপকরণাদি থেকে হেফাজত রাখুন। আর এ ফায়দাসমূহের নামকরণ করেছি আমি ফাওয়ায়িদে যিয়াইয়া করে। কেননা যিয়াউদ্দিন ইউসুফ এ কিতাবটির রচনা ও সংকলনের জন্য ইল্লতে গাইয়ার মতো।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاَسْكَنَهٗ بُحْبُوْحَةَ جِنَانِهٖ : بُحْبُوْحَة শব্দটি اُفْعُوْلَة এর ওজনে। অর্থ হল, উত্তম ও মধ্যস্থান। جِنَان জীমের যেরের সাথে جنة এর বহুবচন। অর্থ– বেহেশত, বাগান।

قَوْلُهٗ : نَظَمْتُهَا فِىْ سِلْكِ التَّقْرِيْرِ وَسِمْطِ التَّحْرِيْرِ : سِلْك ওই সুতাকে বলা হয়, যার মধ্যে মোতি গাঁথা হয়, তবে এখনো গাঁথা হয় নি। আর যে সুতায় মোতি গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তাকে سِمْط বলা হয়। উভয়টিতে مُشَبَّه এর দিকে مُشَبَّه بِه-র ইযাফত করা হযেছে।

قَوْلُهٗ ضِيَاءِ الدِّيْنِ يُوْسُفَ : ভাষ্যকার আল্লামা জামীর ছেলের নাম ইউসুফ এবং উপাধি যিয়াউদ্দিন। يُوْسُف শব্দটির উপর তিনোটি এ'রাব জারি হতে পারবে। هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর হলে رَفْع বা পেশ হবে, اَعْنِى উহ্য ফেলের মাফউল হলে নসব বা যবর হবে এবং لِلْوَلَدِ الْعَزِيْزِ থেকে বদল সাব্যস্ত করলে মাজরূর হবে।

قَوْلُهٗ عَنْ مُوْجِبَاتِ التَّلَهُّفِ وَالتَّاَسُّفِ : কারো কারো মতে تَلَهُّف ও تَاَسُّف শব্দ দুটির অর্থ একই। আবার কেউ কেউ বলেন : উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। تَلَهُّف বলা হয় যে কাজ না করা উচিত, তা করে ফেলায় যে চিন্তা হয় আর تَاَسُّف বলা হয় যে কাজ করা উচিত, তা বর্জনে যে আফসোস হয়।

قَوْلُهٗ بِالْفَوَائِدِ الضِّيَائِيَّةِ : ضِيَاءِ الدِّيْن এর দিকে নিসবত হয়েছে। এতে প্রশ্ন হয় যে, মুরাক্কাবের মধ্যে নিসবত হয় শেষাংশের দিকে। যেমন : ابن زَيد এর মধ্যে বলা হয় زَيْدِى এ নিয়মানুসারে এখানে ও শেষাংশের দিকে নিসবত করে دِيْنِيَّة বলা উচিত ছিল। এর জবাব হল, নিসবতের মধ্যে উদ্দিষ্ট অংশের প্রতি লক্ষ্য করা হয়; যে অংশটি উদ্দিষ্ট হয় তার দিকে নিসবত করা হয়। ابن زَيد এর মধ্যে শেষাংশটি উদ্দিষ্ট, এ জন্য তার প্রতি নিসবত করা হয়েছে। আর ضِيَاءُ الدِّيْن এর মধ্যে প্রথমাংশ উদ্দিষ্ট, তাই এখানে প্রথমাংশের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ : عِلَّت বলা হয় عِلَّةُ الشَّيْئِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الشَّيْئُ অর্থাৎ কোনো বস্তুর ইল্লত হলো যার উপর বস্তুটির অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয়। عِلَّت চার প্রকার। ১. عِلَّت مَادِّى যার দ্বারা কোনো বস্তু গঠিত হয়। ২. عِلَّت فَاعِل যা বস্তুর নির্মাতা হয়। ৩. عِلَّت صُوْرِى বানানোর পর বস্তুর যে আকৃতি লাভ হয়। ৪. عِلَّت غَائِيَه কোনো বস্তু বানানোর যে উদ্দেশ্য হয়। যেমন– খাট, যা দ্বারা বানানো হয় কাঠ ইত্যাদির তক্তা– এগুলো হচ্ছে খাটের عِلَّت مَادِّى । মিস্ত্রি হল عِلَّت فَاعِلِى । খাট প্রস্তুত হওয়ার পর তার যে আকৃতিটা হয়, সেটা হল عِلَّت صُوْرِى আর খাট বানানোর উদ্দেশ্য, যেমন– লোকদেরকে সম্মান করা, বসা,

نَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَائِرَ الْمُبْتَدِئِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ التَّحْصِيْلِ ـ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ اِعْلَمْ اَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يُصَدِّرْ رِسَالَتَهُ هٰذِهٖ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ بِاَنْ جَعَلَهٗ جُزْءً مِنْهَا هَضْمًا لِنَفْسِهٖ ـ

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং প্রাথমিক সকল শিক্ষার্থীকে এসব ফায়দা দ্বারা উপকার দান করুন। আর আমার তাওফীক লাভটা হয় আল্লাহ থেকেই এবং তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। জেনে রাখা আবশ্যক যে, শাইখ ইবনে হাজিব রহ. তাঁর এ কাফিয়া পুস্তিকাটি আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তথা একে পুস্তিকাটির অংশ বানিয়ে শুরু করেন নি তাঁর আমিত্ব বিলোপ করণার্থে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

শোয়া ইত্যাদি হচ্ছে খাটের عِلَّت غَائِى এখানে শারেহ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ বলেছেন। তার কারণ হচ্ছে, عِلَّت غَائِى কল্পনাতে পূর্বে হয়ে থাকে এবং বিদ্যমান হওয়ার ক্ষেত্রে হয় পরে, আর শারেহ এর ছেলে যিয়াউদ্দিন ইউসুফ কিতাবটি লিখার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলেন। এ জন্য عِلَّت غَائِيَّة-র পরিবর্তে كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ তথা ইল্লতে গাইয়ার মতো বলেছেন।

قَوْلُهٗ : وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ :

প্রশ্ন : نِعْمَ الْوَكِيْل এর মা'তূফ আলাইহি হয় তো শুধু حَسْبِىْ অথবা هُوَ حَسْبِىْ পূর্ণ বাক্যটি। অথচ দুটি সম্ভাবনাই শুদ্ধ নয়। কারণ, যদি শুধু حَسْبِىْ র উপর আতফ করা হয়, তা হলে জুমলার আত্ফ মুফরাদের উপর লাযিম আসে আর যদি هُوَحَسْبِىْ র উপর আত্ফ করা হয়, তা হলে نِعْم ফেলটির مَخْصُوص بِالْمَدْحِ থেকে শূন্য হওয়া লাযিম আসে। কেননা মাখসূস বিল মাদাহ তো হচ্ছে هُوَ যমীরটি। আর এর উপর যখন আত্ফ করা হবে, তখন هُوَحَسْبِىْ পৃথক জুমলা হবে এবং نِعْمَ الْوَكِيْل হবে স্বতন্ত্র জুমলা। এ জন্য هُوَحَسْبِىْ-র মধ্যে هُوَ যমীরটিকে مَخْصُوص بِالْمَدْحِ সাব্যস্ত করা যেতে পারে না।

জবাব : উভয়টির উপর আত্ফ সহীহ হতে পারে। যখন حَسْبِى-র আতফ হবে, তখন حَسْبِىْ কে يَحْسِبُنِىْ ফেলে মুযারের অর্থে ধরে নেওয়া যাবে। সুতরাং যেভাবে نِعْمَ الْوَكِيْل জুমলা তেমনিভাবে حَسْبِىْ শব্দটিও يَحْسِبُنِى-র তাবীলে হয়ে জুমলা হয়েছে। আর যদি هُوَحَسْبِىْ পূর্ণ জুমলাটির উপর আত্ফ করা হয়, তা হলে مَخْصُوص بِالْمَدْحِ উহ্য মেনে নেওয়া যাবে। এর উপর আবার প্রশ্ন হয় যে, نِعْمَ الْوَكِيْل হল جُمْلَة اِنْشَائِيَّة আর هُوَحَسْبِىْ হচ্ছে جُمْلَة خَبَرِيَّة জুমলায়ে ইনশাইয়ার আত্ফ জুমলায়ে খবরিয়ার উপর হতে পারে না। এর জবাব হল এই যে, نِعْمَ الْوَكِيْل এর পূর্বে مَقُوْل فِىْ حَقِّهٖ ধরে নেওয়া হবে। ফলে এ জুমলাটিও খবরিয়া হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ اِعْلَمْ اَنَّ الشَّيْخَ : اِعْلَمْ দ্বারা হয়তো কোন্ প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য থাকে অথবা কোনো নতুন ফায়দা উদ্দেশ্য থাকে। এখানে প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হল এই যে, মুসান্নিফগণের তরীকা হলো এই যে, তাঁরা কিতাব শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ এর পর আল্লাহ পাকের প্রশংসা বর্ণনা করেন। আর আল্লামা ইবনে হাজিব কাফিয়াতে এ তরীকাটি গ্রহণ করেন নি; বরং বিসমিল্লাহ এর পর اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ الخ দ্বারা

بِتَخْيِيلِ اَنَّ كِتَابَهُ هٰذَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ كِتَابُهُ لَيْسَ كَكُتُبِ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُصَدِّرَ بِهِ عَلٰى سُنَنِهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذٰلِكَ عَدَمُ الْاِبْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا حَتّٰى يَكُوْنَ بِتَرْكِهِ اَقْطَعَ لِجَوَازِ اِتْيَانِهِ بِالْحَمْدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَجْعَلَهُ جُزْءً مِّنْ كِتَابِهِ وَبَدَأَ بِتَعْرِيْفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ لِاَنَّهُ يُبْحَثُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ عَنْ اَحْوَالِهِمَا فَمَتٰى لَمْ يُعْرَفَا كَيْفَ يُبْحَثُ عَنْ اَحْوَالِهِمَا وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ لِكَوْنِ اَفْرَادِهَا جُزْءً مِّنْ اَفْرَادِ الْكَلَامِ وَمَفْهُوْمِهَا جُزْءً مِّنْ مَفْهُوْمِهِ فَقَالَ **اَلْكَلِمَةُ**۔

সহজ তরজমা

এ ধারণা করে যে, নিঃসন্দেহে তাঁর এ কিতাবটি এ হিসেবে যে, এটি তাঁর কিতাব পূর্বসুরী মুসান্নিফগণের কিতাবাদির মতো নয় যে, তাঁদের তরীকা অনুযায়ী এ কিতাবটিকে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা যাবে আর প্রশংসাকে কিতাবের অংশ না বানানো দ্বারা সঠিকভাবে প্রশংসা বিহীন শুরু লাযিম আসে নি, যাতে এর বর্জনের দ্বারা কিতাবটি বরকতশূন্য হয়ে পড়বে। কেননা হতে পারে মুসান্নিফ রহ. প্রশংসাকে কিতাবের অংশ না বানিয়ে (মৌখিকভাবে) করেছেন। আর মুসান্নিফ রহ. (তাঁর কাফিয়া কিতাবটি) كَلِمَةٌ ও كَلَام এর সংজ্ঞা দ্বারা শুরু করেছেন। কারণ, তিনি এ কিতাবে এ দুটিরই অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটির পরিচিতি বর্ণনা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাবে কেমন করে? আর মুসান্নিফ কালিমাকে কালামের পূর্বে এনেছেন। তার কারণ হল, কালিমার আফরাদ কালামের আফরাদের অংশ হয়ে থাকে। (তেমনিভাবে) কালিমার মর্ম কালামের মর্মের অংশ হয়ে থাকে। তাই মুসান্নিফ রহ. **اَلْكَلِمَةُ** বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

কিতাবটি শুরু করে দিয়েছেন। এর জবাব শারেহ এই দিয়েছেন যে, মুসান্নিফ রহ. বিনয়-নম্রতার ভিত্তিতে এরকম করেছেন যে, আমার কিতাব মুসান্নিফগণের কিতাবাদির সমকক্ষ হতে পারে না। যেভাবে আমি তাঁদের সমকক্ষ নই, তেমনিভাবে আমার কিতাব তাঁদের কিতাবের সমকক্ষ নয়। আমি যেহেতু তাঁদের সমতুল্য নই। সুতরাং রচনাপদ্ধতিতেও সমতা না হওয়া উচিত। এ জন্য সমতা থেকে বাঁচার জন্য তিনি সাধারণ মুসান্নিফগণের তরীকার বিপরীত করেছেন। এর উপর আবার প্রশ্ন হয় যে, এরকম বিনয় প্রশংসাযোগ্য নয়, যার দ্বারা হাদীস শরীফের বিরোধিতা লাযিম আসে। হাদীস শরীফে এসেছে : كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَءْ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ এ ধরনের হাদীসে বিসমিল্লাহ সম্বন্ধেও এসেছে।

قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذٰلِكَ الخ : এখান থেকে সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, যার সারকথা হল, হাদীস শরীফে ইবতেদা বা শুরুকে কোনো কয়েদের সাথে مُقَيَّد করা হয় নি বরং সাধারণ ও কয়েদমুক্ত রাখা হয়েছে। যার দুটি ফরদ রয়েছে : اِبْتِدَاء بِاللِّسَانِ 'যবান দ্বারা শুরু করা' এবং اِبْتِدَاء بِالْكِتَابَةِ 'লিখা দ্বারা শুরু করা'। আর মুতলাক বা সাধারণ বিষয়ের যে কোনো ফরদের উপর আমল করে নেওয়াই যথেষ্ট। মুসান্নিফ রহ. এখানে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যবান দ্বারা আদায় করে নিয়েছেন, যাতে হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়; কিন্তু লিখাতে আনেন নি, যাতে অন্যান্য মুসান্নিফগণের সমকক্ষতা না হয়।

قَوْلُهُ : بَدَءَ بِتَعْرِيْفِ الْكَلِمَةِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, এ কাফিয়া কিতাবটি ইলমে নাহুতে রচিত। আর নাহুর আলোচ্য বিষয় হল, كَلِمَه ও كَلَام আর প্রত্যেক শাস্ত্রে তার مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়। এ জন্য মুসান্নিফ রহ.-এর উচিত ছিল কালিমা ও কালামের অবস্থার বর্ণনা শুরু করা। কিন্তু এরকম করেন নি বরং এ দুটির সংজ্ঞা বর্ণনা শুরু করে দিয়েছেন। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, উদ্দেশ্য তো হল, কালিমা ও কালামের অবস্থাই বর্ণনা করা; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সত্তার পরিচিতি লাভ না হবে, তার অবস্থা নিয়ে কিভাবে আলোচনা করা যাবে? প্রথমে তো একথা জানা উচিত যে, এ অবস্থাসমূহ কার বর্ণনা করা হচ্ছে, তার পরিচয় কি?

এ জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত كَلِمَة ও كَلَام এর পরিচিতি লাভ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করা যেতে পারে না। এ কারণেই মুসান্নিফ রহ. كَلِمَة ও كَلَام এর সংজ্ঞা প্রথমে বর্ণনা করেছেন। এরপর উভয়টির অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ الخ : এর দ্বারা মুসান্নিফ রহ. كَلِمَة এর সংজ্ঞা পূর্বে এবং كَلَام এর সংজ্ঞা পরে কেন বর্ণনা করলেন, এর কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ كَلِمَة কে كَلَام এর পূর্বে এজন্য এনেছেন যে, কালিমার অর্থ হচ্ছে কালামের অর্থের অংশ এবং কালিমার আফরাদ কালামের আফরাদের অংশ। আর অংশ সমগ্রের পূর্বে স্বভাবতই হয়ে থাকে। তাই কালিমাকে উল্লেখের দিক দিয়েও কালামের পূর্বে আনা হয়েছে, যাতে وَضْع ও طَبْع এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

قَوْلُهُ : اَلْكَلِمَةُ : اَلْكَلِمَةُ এর মধ্যে শারেহ রহ. তিনটি বস্তুর বিশ্লেষণ করবেন। (১) الف لام (২) كلم (৩) تا আলিফ লাম এবং تا এ দুটি كَلِمَة এর সাথে মিলিত হয়। তাই প্রথমে كَلِمَة এর তাহকীক করছেন, এরপর সংযোজিত বিষয়ের আলোচনা করবেন। আলিফ-লাম হয় শুরুতে আর تا হয় শেষে, এ জন্য এদুটির তাহকীকের মধ্যে আলিফ-লামের তাহকীক تا এর তাহকীকের পূর্বে এনেছেন।

قِيْلَ هِىَ وَالْكَلَامُ مُشْتَقَّانِ مِنَ الْكَلْمِ بِتَسْكِيْنِ اللَّامِ وَهُوَ الْجَرْحُ لِتَاثِيْرِ مَعَانِيْهِمَا فِى النُّفُوْسِ كَالْجَرْحِ وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ عَنْ بَعْضِ تَاثِيْرَاتِهِمَا بِالْجَرْحِ حَيْثُ قَالَ شِعْرٌ ـ

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ + وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

وَالْكَلِمُ بِكَسْرِ اللَّامِ جِنْسٌ لَا جَمْعٌ كَتَمْرٍ وَتَمْرَةٍ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى : "اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" وَقِيْلَ جَمْعٌ حَيْثُ لَا يَقَعُ اِلَّا عَلَى الثَّلٰثِ فَصَاعِدًا وَ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ مُؤَوَّلٌ بِبَعْضِ الْكَلِمِ وَاللَّامُ فِيْهَا لِلْجِنْسِ وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ اِتِّصَافِ الْجِنْسِ ـ

সহজ তরজমা

কথিত আছে, كَلِمَة ও كَلَام উভয়টি كَلْم থেকে লামের সুকূনের সাথে নির্গত। আর كَلْم অর্থ, জখম করা। কারণ, কালিমা ও কালামের অর্থ জখমের মতো অন্তরে প্রভাব-ক্রয়া করে। জনৈক কবি কালিমা ও কালামের কিছু প্রতিক্রিয়াকে জখম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, কবি বলেছেন–

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ + وَلَايَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

অর্থাৎ বর্শার জখম সেরে ওঠে, আর যবানের জখম সেরে ওঠে না।

আর كَلِم লামের যেরের সাথে تَمْرَة ও تَمْر এর মতো ইসমে জিনস; জমা নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী : اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ কেউ কেউ বলেন, এটি জমা তথা বহুবচন; শুধু তিন বা ততোধিকের উপর ব্যবহার হয়। আর اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ কে তা'বীল করা হবে بَعْضُ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ এর বলে। এতে লাম জিনসের জন্য এবং ة একত্বের জন্য এসেছে। আর জিনস ও ওয়াহদাতের মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব নেই। কেননা জিনস ওয়াহদাতের সাথে এবং ওয়াহিদ জিনসিয়াতের সাথে বিশেষিত হওয়াটা জায়েয।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : هِىَ وَالْكَلَامُ مُشْتَقَّانِ الخ : كَلِمَه ও كَلَام উভয়টার মুশতাক মিনহু বা উৎস মূল হচ্ছে লামের যেরের সাথে كَلْم । এর অর্থ হল, اَلْجَرْح তথা জখম করা। এর উপর প্রশ্ন হয়, মুশকাত ও মুশতাক মিনহুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত আর এখানে তা অনুপস্থিত। কারণ, كَلِمَة এর সংজ্ঞা হল لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ আর كَلَام এর সংজ্ঞা হল, مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْاِسْنَادِ তা ছাড়া كَلْم যেটি মুশতাক মিনহু তার অর্থ হচ্ছে জখম করা।

এ কথা স্পষ্ট যে, এ দুটি অর্থের কোনো সামঞ্জস্য كَلْم এর অর্থের সাথে নেই। শারেহ لِتَاثِيْرِ مَعَانِيْهِمَا দ্বারা এর জবাব দিচ্ছেন। অর্থাৎ ইলতেযামী অর্থের প্রেক্ষিতে كَلِمَه ও كَلَام তার মুশতাক মিনহু كَلْم এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেভাবে জখমের প্রতিক্রিয়া দেহের উপর হয়ে থাকে, তেমনিভাবে কালিমা ও কালামের প্রতিক্রিয়াও মনের উপর হয়ে থাকে। যেমন : জনৈক কবি বলেছেন :

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ + وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

'বর্শার জখম তো কোনোনা কোনো সময় বিলম্বে হলেও ভরে ওঠে, কিন্তু যবান থেকে নির্গত শব্দমালার যে প্রতিক্রিয়া অন্তরে পড়ে, তা ভরে ওঠা বড়ই কঠিন।

قَوْلُهُ : وَالْكَلِمُ بِكَسْرِ اللَّامِ الخ : كَلِمَه ও كَلَام এর মুশতাক মিনহু তো লামের সুকূনের সাথে كَلْم কিন্তু লামের যেরের সাথে كَلِم এর যেহেতু এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই এর তাহকীক করেছেন যে, এটি জিন্‌স, জমা নয়। দলীল হল এই যে, পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

আয়াতটিতে اَلطَّيِّب মুফরাদ এবং এটি اَلْكَلِم-এর সিফত। كَلِم যদি জমা হত তা হলে তার সিফত মুফরাদ বা একবচন আসে কেমন করে? এটা হচ্ছে বসরীদের মত। কূফীগণ বলেন : এটি জমা তথা বহুবচন। কারণ, কম ও বেশী সবটার উপরই এর প্রয়োগ হয়। আর আয়াতটি দ্বারা যে দলীল পেশ করা হয়েছে, এর জবাব তারা এ দিয়ে থাকে যে, اَلْكَلِمُ এর পূর্বে بَعْضُ শব্দটি উহ্য রয়েছে, যেটি মুযাফ হয়েছে اَلْكَلِمُ-এর দিকে, আর طَيِّب টা بَعْض-এর সিফত হয়েছে, كَلِم এর নয়।

আলিফ লামের প্রকারসমূহের আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। এখানে اَلْكَلِمَةُ-এর মধ্যে আলিফ-লামটি জিনসের অথবা আহদে খারিজির, যার দ্বারা বিশেষ কালিমা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নাহবীদের পরিভাষা যাকে কালিমা বলা হয়, তাই এখানে উদ্দেশ্য। এতে تا বর্ণটি وَحْدَت বা একত্বের জন্য। এতে প্রশ্ন হত যে, اَلْكَلِمَة-এর আলিম লামকে আপনি জিনসের বলেছেন এবং تا কে বলছেন ওয়াহদাতের জন্য অথচ এ দুনোটির মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে। আপনি এ দুটিকে একত্রিত করলেন কেমন করে? শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন– وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا বলে। জবাবটির সারমর্ম হল এই যে, وَحْدَت বা একত্ব তিন প্রকার। ১. وَحْدَت جِنْسِى ২. وَحْدَت نَوْعِى ৩. وَحْدَت شَخْصِى এসবের মধ্যে وَحْدَت شَخْصِى ও জিনসের মাঝে বৈপরিত্ব রয়েছে; এ ছাড়া نَوْعِى বা وَحْدَت جِنْسِى এবং জিনসের মধ্যে কোনো রকম বৈপরিত্ব নেই।

بِالْوَحْدَةِ وَالْوَاحِدُ بِالْجِنْسِيَّةِ يُقَالُ هٰذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ وَذٰلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ بِإِرَادَةِ الْكَلِمَةِ الْمَذْكُوْرَةِ عَلٰى اَلْسِنَةِ النُّحَاةِ لَفْظٌ اَللَّفْظُ فِي اللُّغَةِ الرَّمْيُ يُقَالُ اَكَلْتُ التَّمْرَةَ وَلَفَظْتُ النَّوَاةَ اَيْ رَمَيْتُهَا ثُمَّ نُقِلَ فِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ اِبْتِدَاءً اَوْ بَعْدَ جَعْلِهِ بِمَعْنَى الْمَلْفُوْظِ كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوْقِ

সহজ তরজমা

যেমন, বলা হয়– هٰذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ এবং ذٰلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ আর اَلْكَلِمَةُ -এর লামটিকে আহদে খারিজির উপরও প্রযোজ্য করা যেতে পারে। আর তা দ্বারা (বিশেষ করে) যেই কালিমা উদ্দেশ্য হবে, যা নাহবীগণের ভাষায় আলোচিত হয়। আর তা হচ্ছে, ওই শব্দ **لَفْظ** । আর لَفْظ এর শাব্দিক অর্থ হল নিক্ষেপ করা। যেমন, বলা হয় : اَكَلْتُ التَّمْرَةَ وَلَفَظْتُ النَّوَاةَ অর্থাৎ আমি খেজুরটি খেয়েছি এবং বীচিটি নিক্ষেপ করেছি। এরপর لَفْظ কে (হয়ত) প্রাথমিকভাবেই অথবা যেভাবে خَلْق কে مَخْلُوْق এর অর্থে নেওয়া হয় (তেমনিভাবে) لَفْظ কে مَلْفُوْظ এর অর্থে নিয়ে নাহবীদের পরিভাষায় مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ এর দিকে নকল করা হয়েছে। (অর্থাৎ নাহবীদের পরিভাষায় لَفْظ ওই শব্দের নাম সাব্যস্ত হল, যাকে মানুষ উচ্চারণ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সুতরাং বলা হয় هٰذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ এবং ذٰلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ প্রথম উদাহরণ ওয়াহিদের প্রয়োগ হয়েছে জিনসের ওপর, আর দ্বিতীয় উদাহরণে জিনসের প্রয়োগ হয়েছে ওয়াহিদের ওপর। আর حَمْل বা প্রয়োগে একতা ও ইত্তেহাদ হয়ে থাকে। যেরূপ তা حَمْل এর সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়। এতে প্রতীয়মান হল জিনস এবং ওয়াহ্দাতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

قَوْلُهُ : اَللَّفْظُ فِي اللُّغَةِ الرَّمْيُ : لَفْظ-এর শাব্দিক অর্থই হল নিক্ষেপ করা। চাই মুখ থেকে নিক্ষেপ করা হোক অথবা মুখ ছাড়া অন্য কিছু থেকে; তেমনিভাবে لَفْظ বা শব্দকে নিক্ষেপ করা হোক কিংবা অশব্দকে। সুতরাং মোট চার প্রকার হল। ১. لَفْظ বা শব্দকে মুখ থেকে নিক্ষেপ করা। যেমন : ذَاهِبٌ، قَائِم، بَكْر، عُمَر، زَيْد-এর উচ্চারণ। ২. অশব্দকে মুখ থেকে নিক্ষেপ করা। যেমন : اَكَلْتُ التَّمْرَةَ وَلَفَظْتُ النَّوَاةَ অর্থাৎ আমি খেজুরটি খেয়েছি এবং বীচিটি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। ৩. অশব্দকে অমুখ থেকে নিক্ষেপ করা। যেমন : لَفَظَ الرَّحٰى الدَّقِيْقَ 'চাক্কি আটা নিক্ষেপ করছে। ৪. শব্দকে অমুখ থেকে নিক্ষেপ করা। এটা বাতিল, এর কোনো সুরত হতে পারে না।

قَوْلُهُ : اَكَلْتُ التَّمْرَ الخ : এর পূর্বে মুসান্নিফ বলেছিলেন : আভিধানিকভাবে لَفْظ এর অর্থ হল مُطْلَقًا - رَمْيٌ তথা নিক্ষেপ করা। এটাকে আররের ভাষারীতি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন।

قَوْلُهُ : ثُمَّ نُقِلَ فِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ الخ : এখান থেকে একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল এই যে, اَلْكَلِمَة হচ্ছে মুবতাদা আর لَفْظ হল তার খবর। খবর মুবতাদার উপর حَمْل হওয়াটা উচিত। তা এখানে ঠিক না। কারণ, لَفْظ হচ্ছে মাসদার আর كَلِمَه হচ্ছে ذَات বা সত্তা। আর মাসদার وَصْف বা বিশেষণ হয়ে থাকে যার حَمْل বা প্রয়োগ সত্তার উপর ঠিক না। এর জবাব হল এই যে, لَفْظ এখানে তার মাযদারী অর্থে ব্যবহৃত হয় নি; বরং এটি মানসূখ। একে مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ এর দিকে নকল করা হয়েছে। এখন মর্ম হবে, কালিমা ওই শব্দকে বলে যা মানুষের উচ্চারিত হয়।

إِلٰى مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا مُهْمَلًا كَانَ اَوْ مَوْضُوْعًا مُفْرَدًا كَانَ اَوْ مُرَكَّبًا وَاللَّفْظُ الْحَقِيْقِيُّ كَزَيْدٍ وَضَرَبَ وَالْحُكْمِيُّ كَالْمَنْوِيِّ فِىْ زَيْدٌ ضَرَبَ وَاضْرِبْ اِذْ لَيْسَ مِنْ مَقُوْلَةِ الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ اَصْلًا وَلَمْ يُوْضَعْ لَهُ وَاِنَّمَا عَبَّرُوْا عَنْهُ بِاسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ مِنْ نَحْوِ هُوَ وَاَنْتَ وَاَجْرَوْا عَلَيْهِ اَ حْكَامَ اللَّفْظِ فَكَانَ لَفْظًا حُكْمًا لَا حَقِيْقَةً ـ

সহজ তরজমা

চাই উচ্চারণটা প্রকৃতভাবে হোক অথবা حُكْمًا হোক। অর্থহীন হোক কিংবা অর্থবোধক, মুফরাদ হোক অথবা মুরাক্কাব। লফযে হাকীকির উদাহরণ زَيْدٌ ও ضَرَبَ আর হুকমী যেমন মানবী যথা زَيْدٌ ضَرَبَ ও اِضْرِبْ কেননা মানবী (যমীরে মুস্তাহাব) مَقُوْلَةُ حَرْف وَصَوْت থেকে মোটেই নয়। এর জন্য কোনো শব্দও গঠন করা হয় নি। অবশ্য নাহবীগণ এটাই করেছেন যে, তারা মানবীর জন্য هُوَ ও اَنْتَ-এর মতো যমীরে মুনফাসিলের শব্দকে ধার গ্রহণ করেছেন এবং (এভাবে) এর (শাব্দিক) বিবরণ দান করেছেন ও এর উপর শব্দের বিধান চালিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহি প্রভৃতি হওয়া)। সুতরাং মানবীটা حُكْمًا বা বিধানগতভাবে শব্দ সাব্যস্ত হল প্রকৃতভাবে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِبْتِدَاءً اَوْ بَعْدَ جَعْلِهِ بِمَعْنَى الْمَلْفُوْظِ : এতে নকলের দু'টি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ১. نقل ابتدائى ২. نقل ثنوى । نقل ابتدائى-নকল-এর মর্ম হলো এই যে, لفظ কে ملفظ এর তাবীলে না নিয়ে শুরু থেকেই ما يتلفظ به الانسان এর অর্থে করে নেওয়া। আর نقل ثنوى-নকল-এর মর্ম হল এই যে, لفظ-কে প্রথমে ملفوظ এর অর্থে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর ملفوظ কে مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ এর অর্থ নিয়ে আসা হবে। প্রথম অবস্থায় تَسْمِيَةُ الْمُسَبَّبِ بِاِسْمِ السَّبَبِ হবে। কেননা رمى হচ্ছে سبب আর مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ হচ্ছে مسبب আর এখানে মুসাব্বাব তথা مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ কে সবব তথা لفظ বলা হয়েছে, যার অর্থ নিক্ষেপ করা। দ্বিতীয়াবস্থায় تسمية الخاص باسم العام হবে। কেননা مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ (মানুষের উচ্চারিত) হল খাস, আর لفظ যা مطلق ملفوظ বা সাধারণ উচ্চারিতের অর্থ দান করে যেটা হল আম। আর এখানে মানুষের উচ্চারিত যেটা খাস তাকে সাধারণ উচ্চারিত দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ما يتلفظ به الانسان এর পরিবর্তে لفظ বলা হয়েছে এবং তাকে ملفوظ এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। চাই এটা মানুষের ملفوظ বা উচ্চারিত হোক কিংবা অন্য কারো হোক। এ ইবারতটির মধ্যে لفظ এর সমস্ত প্রকারকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَالْحُكْمِيُّ كَالْمَنْوِيِّ الخ : لفظ এর যত প্রকার এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলোর মধ্যে কেবল হুকমী লফযের মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল। এজন্য এর উদাহরণ বর্ণনা করছেন। এর পূর্বে হাকীকী লফয বা শব্দেরও উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। যাতে বৈপরিত্বের সম্পর্কের দরুন হুকুমী শব্দ ভালো রকম স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যথায় হাকীকী শব্দের উদাহরণ স্পষ্ট; তা বর্ণনার প্রয়োজন ছিল না। لفظ حكمى বা বিধানগত শব্দের উদাহরণ যেমন ওই যমীর যা زَيْدٌ ضَرَبَ এবং اِضْرِب এর মধ্যে রয়েছে। ضَرَبَ-এর মধ্যে যমীরটি হল هُوَ আর اِضْرِبْ এর মধ্যে যমীরটি হল انت এ দুনোটি যমীর প্রকৃতশব্দ নয়। কেননা প্রকৃতশব্দ صوت ও حرف এর مقوله-এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তার জন্য শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। আর এ যমীর দ্বয়ের মধ্যে এগুলো নেই।

وَالْمَحْذُوْفُ لَفْظٌ حَقِيْقَةً لِاَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ وَكَلِمَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى دَاخِلَةٌ فِيْهِ اِذْ هِىَ مِمَّا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانُ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالدَّوَالِ الْاَرْبَعِ وَهِىَ الْخُطُوْطُ وَالْعُقُوْدُ وَالنُّصُبُ وَالْاِشَارَاتُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيْهِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى قَيْدٍ يُخْرِجُهَا وَاِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ لِاَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَحْدَةَ ـ

সহজ তরজমা

আর উহ্য প্রকৃতরূপেই শব্দ। কেননা মানুষ তাকে কোনো কোনো সময় উচ্চারণ করে। আর আল্লাহর শব্দাবলী ও প্রকৃত শব্দের (সংজ্ঞার) অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এগুলো এরই পর্যায়ভুক্ত, যাকে মানুষ উচ্চারণ করে। এ নিয়মানুসারেই ফেরেশতা ও জিনের শব্দাবলী (এ গুলো ও প্রকৃত শব্দ)। আর دَوَال اَرْبَع তথা نُصُب، عُقُوْد ، خُطُوْط ও اِشَارَات শব্দের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এমন কোনো কয়েদের প্রয়োজন নেই যে এগুলোকে (শব্দের সংজ্ঞা থেকে) বের করে দিবে। আর (রয়ে গেল এ প্রশ্ন যে) মুসান্নিফ لَفْظ বলেছেন, لَفْظَة বলেন নি। এর কারণ হল, মুসান্নিফ ওয়াহদাত তথা এক হওয়ার ইচ্ছা করেন নি।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اِنَّمَا عَبَّرُوْا عَنْهُ الخ : এটি একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, আপনি বলেছেন, اِضْرِبْ ও ضَرَبَ এর মধ্যে যে যমীর গোপন রয়েছে, তার জন্য শব্দ গঠন করা হয় নি। অথচ একে اَنْتَ ও هُوَ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, এই ব্যক্তকরণটা اِسْتِعَارَه বা ধার গ্রহণের প্রেক্ষিতে হয়েছে; وَضْع বা প্রকৃতভাবে নয়। অর্থাৎ اِضْرِبْ ও ضَرَبَ এর মধ্যে যে যমীরে মুত্তাসিল রয়েছে, তাকে ব্যক্ত করার জন্য هُوَ ও اَنْتَ যমীরে মুনফাসিলকে ধার গ্রহণ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَاَجْرَوْا عَلَيْهِ اَحْكَامَ اللَّفْظِ : প্রশ্ন হত যে, مَنْوِىْ যেহেতু حَرْف ও صَوْت এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার জন্য শব্দও গঠন করা হয় নি, তা হলে একে খামাখা শব্দের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে হুকমী শব্দ বলার কষ্ট কেন করা হচ্ছে? শারেহ এর জবাব দিচ্ছেন, مَنْوِى-এর উপর যেহেতু শব্দের হুকুম চলে, এ জন্য একে হুকমী শব্দ বলা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْمَحْذُوْفُ لَفْظٌ حَقِيْقَةً الخ : এটি একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, আপনি لَفْظ বা শব্দের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন : মানুষ যা উচ্চারণ করে আর উহ্যের উচ্চারণ করা হয় না। সুতরাং একে لَفْظ বা শব্দ না বলা উচিত। অথচ এটিও শব্দের এক প্রকার। এতে বুঝা গেল, আপনার কৃত সংজ্ঞা তার সমূহ প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত রাখে না। জবাবের সারকথা হল, مَحْذُوْف বা উহ্য সর্বদাই উহ্য থাকে না; বরং কখনো উল্লেখিতও হয়ে যায়। সুতরাং যখন উল্লেখিত হবে, তখন তার উচ্চারণ মানুষ করতে পারবে। অতএব, উহ্য শব্দের প্রকারাদি থেকে বহির্ভূত হল না।

قَوْلُهٗ : وَكَلِمَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى الخ : এটাও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, لَفْظ এর সংজ্ঞা مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الانسان এর মধ্যে انسان বা মানুষের কয়েদ লাগানোর কারণে আল্লাহ তা'আলার শব্দাবলী এবং ফেরেশতা

ও জিনের শব্দমালা لَفْظ থেকে বের হয়ে গেল। এর জবাব হল, لَفْظ বা শব্দের সংজ্ঞায় নিঃসন্দেহে اِنْسَان এর কয়েদ রয়েছে, বটে; কিন্তু এ কয়েদ কোথায় লাগানো হয়েছে যে, মানুষ যদি তার কথার উচ্চারণ করে তা হলে এটা শুদ্ধ হবে, অন্যথায় নয় বরং لَفْظ বা শব্দের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ তার উচ্চারণ করতে পারে, চাই সেটা তার নিজের কথা হোক কিংবা অন্য কারো হোক। সুতরাং আল্লাহর শব্দাবলী এবং ফেরেশতা ও জিনের কথা সবটাকেই لَفْظ এর সংজ্ঞা শামিল রাখবে।

ফেরেশতাদের কথার সাধারণত এ উদাহরণটি বর্ণনা করা হয়ে থাকে :

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ نَهْرًا مِنْ لَبَنٍ + لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحُسَيْنٌ وَحَسَنٌ

জিনের কথার উদাহরণ হল : لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ + وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ

শে'রের প্রয়োজনের কারণে قَفْر এর ر বর্ণে পেশ পড়া যাবে।

قَوْلُهٗ : وَالدُّوَالُ الْاَرْبَعِ الخ : এ প্রশ্ন করা হয় যে, মুসান্নিফের জন্য উচিত ছিল كَلِمَة-এর সংজ্ঞায় এমন কোনো কয়েদ সংযোজন করা যার দ্বারা دُوَال اَرْبَعَة বের হয়ে যায়। শারেহ জবাব দিচ্ছেন যে, دُوَال اَرْبَعَة কালিমার জিনস তথা لَفْظ এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হলে বের করার প্রয়োজন কিসের।

قَوْلُهٗ : اِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ : প্রশ্ন হয় যে, কাফিয়া রচিত হয়েছে আল্লামা যমখশরীর 'মুফাসসাল' গ্রন্থের অবলম্বনে আর মুফাসসালে কালিমার সংজ্ঞাটিয় ة এর সাথে لَفْظَةٌ রয়েছে। তাই মুসান্নিফের জন্য উচিত ছিল لَفْظَةٌ বলা, যাতে মূলের সাথে শাখার বিরোধিতা লাযিম না আসে। শারেহ উপরের ইবাতরটি দ্বারা এর জবাব দিচ্ছেন যে, কালিমার সংজ্ঞায় মুসান্নিফের মাযহাব আল্লামা যমখশরী হতে ভিন্ন। যমখশরীর মতে কালিমা শুধু এক শব্দকে বলা হয়, পক্ষান্তরে মুসান্নিফের মতে কালিমাতে একাধিক শব্দও হতে পারে, তবে এতে ইসনাদ হতে পারবে না অন্যথায় কালাম হযে যাবে। সুতরাং মুসান্নিফের মতানুসারে নির্দিষ্ট নামের অবস্থা عَبْدُ اللّٰهِ শব্দটি কালিমা হবে যদিও তাতে দুটি শব্দ রয়েছে। আর আল্লামা যমখশরী এটাকে কালিমা বলবেন না।

وَالْـمُـطَـابَـقَـةُ غَـيْـرُ لَازِمَـةٍ لِـعَـدَمِ الْاِشْـتِـقَـاقِ مَـعَ كَـوْنِ الـلَّـفْـظِ اَخْـصَـرَ وُضِـ
وَالْـوَضْعُ تَـخْـصِـيْـصُ شَيْئٍ بِـشَيْئٍ بِـحَـيْثُ مَـتٰـى اُطْـلِـقَ اَوْ اُحِـسَّ الـشَّـيْئُ الْاَوَّلُ فُـهِـمَ مِنْـ
الشَّـيْئُ الـثَّـانِـى ـ

সহজ তরজমা

আর (এখানে মুবতাদা ও খবরের মাঝে সামঞ্জস্যের প্রশ্নও হয় না। কারণ এখানে) সামঞ্জস্য আবশ্যক নয়। ননা মুশতক হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত। সাথে (এটাও রয়েছে যে,) لَفْظ (لَفْظَة অপেক্ষা) অধিক সংক্ষিপ্ত। যাকে ন করা হয়েছে وُضِعَ হল এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে এভাবে খাস করা যে, যখন প্রথম বস্তুটির প্রয়োগ হয় থবা উপলব্ধি হয়, তখন এর দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুটি বুঝে এসে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْمُطَابَقَةُ غَيْرُ لَازِ : মুসান্নিফের উপর প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, এটা মেনে নিলাম যে, মুসান্নিফের মতে কালিমাতে وَحْدَت বা একত্বের এ'তিবার নেই। অর্থাৎ কালিমার শুধু একটি শব্দ হওয়া আবশ্যক নয়। তদুপরি নাহবী কায়দা মোতাবেক لَفْظَة বলা উচিত ছিল। কারণ, اَلْكَلِمَة হল মুবতাদা, আর এটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং لَفْظ তার খবর। আর মুবতাদা ও খবরের মধ্যে مُطَابَقَت তথা সামঞ্জস্য আবশ্যক। অতএব, لَفْظَة আনাটা বিধেয়। এর জবাব শারেহ রহ. তাঁর উক্তির وَالْمُطَابَقَةُ غَيْرُ لَازِمَة দ্বারা দিচ্ছেন।

জবাবের সারমর্ম হল এই যে, মুবতাদা ও খবরের মাঝে مُطَابَقَت বা সামঞ্জস্যের জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। ১. খবরটি মুশতাক হওয়া। আর এখানে لَفْظ মুশতাক নয়। ২. খবরের মধ্যে যমীর থাকা যেটি মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। ৩. মুবতাদা ও খবর উভয়টা ইসমে জাহির হওয়া। ৪. খবর এমন সিফত না হওয়া, যেটি স্ত্রীলঙ্গের সাথে খাস। ৫. খবর ইসমে তাফযীলের সীগাহ না হওয়া যেটির ব্যবহার مِنْ যোগে হয়। ৬. খবর এরকম না হওয়া, যার মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়টাই সমান।

قَوْلُهُ : مَعَ كَوْنِ اللَّفْظِ اَخْصَرَ : এটাও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, مُطَابَقَت এর শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে মুবতাদা ও খবরের মাঝে সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করে ة নিয়ে আসলে অসুবিধেটা কি ছিল? শারেহ জবাব দিয়েছেন যে, ة নিয়ে আসলে সংক্ষেপণ হাতছাড়া হয়ে যেত। এ জন্য لَفْظَة এর পরিবর্তে لَفْظ বলেছেন।

قَوْلُهُ : وُضِعَ : وُضِعَ এর শাব্দিক অর্থ হল রাখা। আর পরিভাষায় এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে এভাবে খাস বা নির্দিষ্ট করা যে, যখন প্রথম বস্তুটি প্রয়োগ কিংবা উপলব্দি করা হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তুটি বুঝে এসে যায়। وَضع-এর সংজ্ঞায় اُطْلِقَ اَوْ اُحِسَّ এ দুটি শব্দ এনে وَضع-এর দুই প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। اُطْلِقَ দ্বারা শাব্দিক وَضع-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেরূপ সমস্ত শব্দের وَضع এদের অর্থের জন্য। আর اُحِسَّ দ্বারা وَضع غَير لَفْظِى-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন : دُوَال اَرْبَعَة- এর وَضع এসবের মাদলূলসমূহের জন্য।

ফায়দা : مَوْضُوع لَهٗ -এর প্রেক্ষিতে وَضع চার প্রকার। ১. وَضع খাস এবং مَوْضُوع لَهٗ ও খাস। যেমন, اَعْلَام شَخْصِيَّة। ২. وَضع আম এবং مَوْضُوع لَهٗ-ও আম। যেমন, মুশতাকসমূহ। যথা : ضَارِب ইত্যাদি।

قِيلَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَضْعُ الْحَرْفِ حَيْثُ لَايُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَاهُ مَتٰى اُطْلِقَ بَلْ اِذَا اُطْلِقَ مَعَ ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الْمُرَادَ مَتٰى اُطْلِقَ اِطْلَاقًا صَحِيْحًا وَاِطْلَاقُ الْحَرْفِ بِلَا ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ غَيْرُ صَحِيْحٍ وَلَا يَبْعُدُ اَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِاِطْلَاقِ الْاَلْفَاظِ اَنْ يَسْتَعْمِلَهَا اَهْلُ اللِّسَانِ -

সহজ তরজমা

(কারো পক্ষ থেকে আপত্তিতে) বলা হয়েছে যে, এ সংজ্ঞা থেকে হরফের وَضْع বের হয়ে যায়। কেননা যখন হরফের প্রয়োগ হয়, তখন তা দ্বারা তার অর্থ বুঝা যায় না; বরং ওই সময় (বুঝা যায়) যখন তাকে অন্য কোনো কালিমার সাথে মিলিয়ে প্রয়োগ করা হয়। (সুতরাং وَضْع-এর সংজ্ঞাটি জামে' বা সমন্বয়ক রইল না) এর জবাব এটা দেওয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যখন তার বিশুদ্ধ প্রয়োগ করা হবে। আর হরফের প্রয়োগ অন্য শব্দ না মিলিয়ে বিশুদ্ধ নয়। (সুতরাং সংজ্ঞাটি জামেই রইল) আর আমি বলি (জবাবে) এ কথা বলা অসম্ভব হবে না যে, শব্দমালা প্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ভাষাবিদগণের এ সব শব্দকে তাদের পরিভাষা ও উদ্দেশ্যাবলির বর্ণনায় ব্যবহার করা।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

৩. وَضْع খাস এবং مَوْضُوْع لَهٗ আম। যেমন– اِنْسَان-এর وَضْع – حَيَوَان نَاطِق এর জন্য। এতে وَضْع খাস। কেননা তার সম্পর্কে একটি বস্তুর সাথে আর مَوْضُوْع لَهٗ হচ্ছে আম। কারণ, সেটা اَمْر كُلِّىْ বা সামগ্রিক বিষয়।

৪. وَضْع আম এবং مَوْضُوْع لَهٗ খাস। যেমন : اَسْمَاء اِشَارَات ও مَوْصُوْلَات মুতাআখখিরগণের মতানুসারে। مَتٰى اُطْلِقَ اَوْ اُحِسَّ الشَّيْئُ الْاَوَّلُ فُهِمَ مِنْهُ الشَّيْئُ-وَضْع-এর সংজ্ঞায় কিছু ভাষ্যকার আপত্তি তুলেছেন যে, الثَّانِىْ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যখনই প্রথম বস্তুটি প্রয়োগ করা হবে অথবা উপলব্ধি করা যাবে, তখন দ্বিতীয় বস্তুটি অবশ্যই বুঝে আসবে। অথচ যখন কোনো বস্তুর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার প্রয়োগ করা যায়, তখন দ্বিতীয়টির বাস্তবায়ন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তখন একথা বলা যাবে না যে, দ্বিতীয় বস্তুটি এ প্রয়োগের সময় বুঝে এসেছে। কারণ, এটা তো প্রথমেই হাসিল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এ مُلَازَمَت ও অবিচ্ছিন্নতা সঠিক হল না। এর জবাব হল এই যে, এখানে فَهْم দ্বারা اِلْتِفَات বা মনোযোগ প্রদান উদ্দেশ্য। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যখন বস্তুটির প্রয়োগ অথবা উপলব্ধি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার করা হবে, তখন দ্বিতীয় বস্তুটির প্রতি মনোযোগ অবশ্যই হবে; যদিও এর বোধ-জ্ঞান পূর্বেই অর্জিত হয়ে গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : يَخْرُجُ عَنْهُ وَضْعُ الْحَرْفِ : প্রশ্ন হয় যে, وَضْع এর যে সংজ্ঞা দান করা হয়েছে, সেটায় হরফকে অন্তর্ভুক্ত রাখে না। কারণ, হরফের মধ্যে একথা নেই যে, যখন তাকে প্রয়োগ করা হয় তখন দ্বিতীয় বস্তু তথা তার অর্থ বুঝে এসে যায়। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে অন্য কালিমা না মিলানো হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অর্থ বুঝে আসে না। আর وَضْع-এর সংজ্ঞা যখন হরফকে শামিল রাখল না, তবে তো হরফ مَوْضُوْع হল না। আর যখন مَوْضُوْع হল না, তা হলে তো কালিমা থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে। অথচ হরফকেও কালিমার এক প্রকার বলা হয়েছে।

فِى مُحَاوَرَاتِهِمْ وَبَيَانِ مَقَاصِدِهِمْ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعْتِبَارِ قَيْدٍ زَائِدٍ لِمَعْنًى اَلْمَعْنٰى مَا يُقْصَدُ بِشَيْءٍ فَهُوَ إِمَّا مَفْعَلٌ اِسْمُ مَكَانٍ بِمَعْنَى الْمَقْصِدِ أَوْ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَوْ مُخَفَّفُ مَعْنِيٍّ اِسْمُ مَفْعُولٍ كَمَرْمِيٍّ -

সহজ তরজমা

(আর এ কথা স্পষ্ট যে, পরিভাষাতে হরফের ব্যবহার অন্য শব্দের সাথে মিলানো ব্যতীত হয়-ই না) সুতরাং (দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে) কোনো অতিরিক্ত কয়েদের প্রয়োজন নেই। এমন অর্থের জন্য مَعْنٰى তাকে বলা হয়, যা কোনো বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হয়। এরপর مَعْنًى হয় তো مَفْعَل (এর ওজনে) ইসমে যরফে মাকানের সীগাহ, ইচ্ছার স্থানের অর্থে অথবা মাযদারে সীমী মাফউলের অর্থে কিংবা তো مَرْمِيٌّ এর মতো مَعْنِيٌّ ইসমে মাফউলের সহজ রূপ।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الْمُرَادَ الخ : এর দ্বারা উল্লেখিত প্রশ্নটির জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারকথা হল, وَضْع এর সংজ্ঞায় أُطْلِقَ-এর পর إِطْلَاقًا صَحِيْحًا এর কয়েদ উহ্য রয়েছে। এখন মর্ম হবে এই যে, যখন কোনো বস্তুর বিশুদ্ধ রূপে প্রয়োগ করা হবে, তখন দ্বিতীয় বস্তু তথা তার অর্থ বুঝে এসে যাবে। আর হরফের বিশুদ্ধ প্রয়োগ ওই সময় হয়, যখন তার সাথে অন্য কোনো কালিমা মিলানো যায়।

قَوْلُهُ : وَلَا يَبْعُدُ الخ : এটি উল্লেখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব। এর মর্ম হল, إِطْلَاقًا صَحِيْحًا কয়েদটি উহ্য মানার প্রয়োজন নেই বরং إِطْلَاق বা প্রয়োগের মর্ম তাই যে, ভাষাবিদগণ তাদের কথোপকথন এবং উদ্দেশ্যাবলির বর্ণনায় যে রূপ ব্যবহার করে থাকেন, সেভাবেই তাকে ব্যবহার করা হলে দ্বিতীয় বস্তু তথা তার অর্থ বুঝে এসে যাবে। আর ভাষাবিদগণ নিজেদের কথায় হরফের ব্যবহার ضَمِّ ضَمِيْمَه তথা অন্য শব্দ মিলানো ব্যতিরেকে করেন না। এ জবাবটি প্রথম জবাব অপেক্ষা শক্তিশালী। কার,ণ প্রথম জবাবে পৃথক কয়েক উহ্য মানতে হয়, আর এই জবাবে কযেদের প্রয়োজন নেই। তবে এ জবাবটি ভাষ্যকারের নিজের, এ জন্য বিনয়ের প্রেক্ষিতে لَايَبْعُدُ এনে কিছুটা দুর্বল করে প্রকাশ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لِمَعْنًى اَلْمَعْنٰى مَا يُقْصَدُ بِشَيْءٍ : এটা হচ্ছে مَعْنٰى-এর পারিভাষিক অর্থ। শাব্দিক অর্থ পরে فَهُوَ إِمَّا مَفْعَل দ্বারা বর্ণনা করবেন। নিয়ম তো এই যে, শাব্দিক অর্থ প্রথমে বর্ণনা করা হয় এবং পারিভাষিক অর্থ পার। কিন্তু শাব্দিক অর্থে যেহেতু তাফসীল রয়েছে, এ জন্য এটি মুরাক্কাবের স্তরে হয়ে গেছে এবং পারিভাষিক অর্থ হয়ে গেছে মুফরাদের স্তরে। আর মুফরাদে মুরাক্কাবের পূর্বে হয়ে থাকে এ জন্য পারিভাষিক অর্থটি প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। শারেহ রহ. مَعْنٰى-এর পারিভাষিক অর্থ مَا يُقْصَدُ بِشَيْءٍ দ্বারা করেছেন, مَا يُقْصَدُ بِلَفْظٍ বলেন নি। যাতে এ ব্যাখ্যার মধ্যে دَوَال أَرْبَعَة ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, এগুলো দ্বারাও مَعْنٰى-এর ইচ্ছা করা হয় যদিও এগুলো শব্দের পর্যায়ভুক্ত নয়। مَعْنٰى-এর ব্যাখ্যায় প্রশ্ন করা হয় যে, এটি مُضْمَرَات এবং أَسْمَاء إِشَارَات কে শামির রাখে না। কারণ, এগুলোর وَضْع হয়েছে مَفْهُوم كُلِّيّ বা সামগ্রিক অর্থ দানের জন্য, তবে ব্যবহার হয়ে থাকে جُزْئِيَّات এর মধ্যে। আর একথা স্পষ্ট যে, যখন ব্যবহার হয় جُزْئِيَّات এর

মধ্যে, তাই جُزْئِيَّات উদ্দেশ্য হল, مَعْنٰى كُلِّى নয়। সুতরাং যা مَوْضُوْع তথা সামগ্রিক অর্থ, তা উদ্দেশ্য নয় আর যা উদ্দেশ্য তথা جُزْئِيَّات তা مَوْضُوْع নয়। অতএব, যখন مُضْمَرَات এবং اَسْمَاء اِشَارَات কে مَعْنٰى-এর ব্যাখ্যায় শামিল রাখল না, তাই এগুলো مَعْنٰى থেকে বের হয়ে গেল। আর যখন مَعْنٰى বা অর্থ থেকে বের হয়ে গেল, তা হলে তো কালিমা থেকেও বের হয়ে যাবে। অথচ সর্বসম্মতভাবে এগুলোকে কালিমা বলা হয়। এর জবাব হল এই যে, مَعْنٰى-এর বা ব্যাখ্যায় اِمْكَان এর কয়েদ লক্ষণীয়। এখন ব্যাখ্যা হবে, اَلْمَعْنٰى مَا يُمْكِنُ اَنْ يُقْصَدَ بِهٖ অর্থাৎ "মা'নি" বা অর্থ বলা হয়, যার দ্বারা ইচ্ছা করা সম্ভব। আর এ কথা স্পষ্ট যে, مُضْمَرَات এবং اَسْمَاء اِشَارَات এর ব্যবহার যদিও جُزْئِيَّات এর মধ্যে হয় বটে, তবে مَفْهُوْم كُلِّى বা সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَهُوَ اِمَّا مَفْعَلٌ : এখান থেকে مَعْنٰى-এর শাব্দিক অর্থের বর্ণনা শুরু হয়েছে। আর শাব্দিক অর্থের বর্ণনাটা নির্ভরশীল হল সীগার বর্ণনার ওপর। তাই প্রথমে সীগাহ বর্ণনা করেছেন। এতে বিভিন্ন মত রয়েছে।

১. এটি ইসমে মাকানের সীগাহ। ২. মাসদারে মীমী। এ দুটি সম্ভাবনায় কালিমার সংজ্ঞা শুদ্ধ হবে না। ইসমে মাকানের অবস্থায় তরজমা হবে, কালিমা এমন শব্দকে বলা হয়, যা গঠন করা হয়েছে ইচ্ছার স্থানের জন্য। দ্বিতীয় অবস্থায় তরজমা হবে, কালিমা এমন শব্দকে বলা হয়, যাকে গঠন করা হয়েছে ইচ্ছা করার জন্য। অথচ এ দু'অবস্থাই শুদ্ধ নয়। এ জন্য শারেহ রহ., بِمَعْنَى الْمَفْعُوْل এর সংযোজন করেছেন। مَعْنٰى চাই ইসমে যরফের সীগাহ হোক অথবা মাসদারে মীমী হোক, উভয় অবস্থায় মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন : مَشْرَب عَذْب এর মধ্যে مَشْرَب শব্দটি مَشْرُوْب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে বস্তুটি পান করা হচ্ছে তা মিষ্ট।

مَعْنٰى সীগাহটির মধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনা হল এই যে, এটি হচ্ছে مَعْنٰى ইসমে মাফউলের সহজরূপ। এর মূল স্বরূপ হল مَعْنُوِى এতে مَرْمِيٌّ এর ন্যায় তালীল হয়েছে। তবে এ সহজীকরণটা কিয়াস বহির্ভূত।

وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنٰى مَا خُوذًا فِى الْوَضْعِ فَذِكْرُ الْمَعْنٰى بَعْدَهٗ مَبْنِىٌّ عَلٰى تَجْرِيْدِهٖ عَنْهُ فَخَرَجَ بِهٖ الْمُهْمَلَاتُ وَالْاَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالطَّبْعِ اِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا وَضْعٌ وَتَخْصِيْصٌ اَصْلًا وَبَقِيَتْ حُرُوْفُ الْهِجَاءِ اَلْمَوْضُوْعَةُ لِغَرَضِ التَّرْكِيْبِ لَا بِازَاءِ الْمَعْنٰى وَخَرَجَتْ بِقَوْلِهٖ لِمَعْنًى اِذْ وَضْعُهَا لِغَرَضِ التَّرْكِيْبِ لَا بِازَاءِ الْمَعْنٰى فَاِنْ قُلْتَ قَدْ وُضِعَ بَعْضُ الْاَلْفَاظِ بِازَاءِ بَعْضٍ اُخَرَ ـ

সহজ তরজমা

আর مَعْنٰى যখন وَضْع র (সংজ্ঞার) মধ্যে দাখিল রয়েছে। তারপর একে উল্লেখ করাটা وَضْع থেকে مَعْنٰى কে তাজরিদের ভিত্তিতে হয়েছে। (অর্থাৎ مَعْنٰى কে وَضْع থেকে পৃথক করে একে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এরপর وَضْع র কযেদ দ্বারা কালিমার সংজ্ঞা থেকে অর্থহীন শব্দসমূহ এবং ওইসব শব্দ যেগুলো স্বভাবগতভাবে অর্থ বুঝিয়ে থাকে বের হয়ে গেছে। কারণ, এসব শব্দের সাথে وَضْع ও তাখসীসের মোটেই কোনো সম্পর্ক নেই। আর حُرُوْف هِجَا যেগুলোকে গঠন করা হয়েছে শব্দ গঠনের উদ্দেশ্য, অর্থের মোকাবিলায় নয় যেগুলো (وَضْع র সংজ্ঞা) বাকী রয়ে গেছে। আর মুসান্নিফের উক্তি لِمَعْنًى দ্বারা বের হয়ে গেছে। কারণ এগুলোর وَضْع তারকীবের উদ্দেশ্যে হয়েছে, مَعْنٰى র মুকালিতে নয়। এরপর যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, কিছু শব্দ অন্য কিছু শব্দের মুকাবিলায় وَضْع করা হয়েছে, তা হলে এগুলোর উপর وَضْع لِمَعْنٰى কেমন করে বাস্তবায়িত হবে?

আমরা জবাবে বলব : مَعْنٰى তাকে বলা হয় যার সাথে قَصْد বা ইচ্ছা সম্পৃক্ত হয়। আর যেটা ব্যাপক চাই শব্দ হোক কিংবা অন্য কোনো বস্তু হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنٰى الخ : প্রশ্ন হয় যে, وَضْع-এর পর مَعْنٰى-এর উল্লেখ করাটা অনর্থক। কারণ, وَضْع-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে تَخْصِيْصُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ দ্বারা। আর شَيْئٍ ثَانِى বা দ্বিতীয় বস্তুটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল مَعْنٰى বা অর্থ। তা হলে পৃথকভাবে مَعْنٰى কে উল্লেখ করার প্রয়োজন কিসের? শারেহ জবাব দিয়েছেন, এখানে صَنْعَت تَجْرِيْد গ্রহণ করা হয়েছে। وَضْع-এর সংজ্ঞায় مَعْنٰى র লক্ষ্য করা হয় নি, তা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে مَعْنٰى-এর উল্লেখ করাটা অনর্থক হল না। এর উপর আবার প্রশ্ন হয় যে, تجريد তো হল আসলের বিপরীত, তা কেন গ্রহণ করা হল? وَضْع-এর সংজ্ঞায় مَعْنٰى-এর উল্লেখ যা পরোক্ষভাবে বুঝা যাচ্ছে, তার উপরই যথেষ্ট করা হল না কেন? এর জবাব হল, কালিমার মর্মকে আদায়কারী শব্দমালা এবং তার পূর্ণ সংজ্ঞা হল এই : اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ এর মধ্যে وَضْع - مَعْنٰى ও مُفْرَد এ তিনোটিই কয়েদ, যা فَصْل এর স্তরে রয়েছে। এগুলো দ্বারা কালিমাকে বের করা হয়েছে। আর قُيُوْد সরাসরি উল্লেখ করা বিধেয়, পরোক্ষ উল্লেখ যথেষ্ট নয়।

قَوْلُهٗ : فَخَرَجَ بِهٖ الْمُهْمَلَاتُ وَالْاَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالطَّبْعِ : কালিমার সংজ্ঞায় وَطَبْع-এর কয়েদ দ্বারা مُهْمَلَات এবং যেসব শব্দ স্বভাবগতভাবে অর্থদান করে থাকে, সেগুলো বের হয়ে গেছে। কারণ, এগুলোর মধ্যে وَضْع পাওয়া যায় না। مُهْمَلَات বা অর্থহীন শব্দে (তা অর্থের প্রতি কোনো কর্ম নির্দেশনাই নেই। আর যে সকল

শব্দ স্বভাব গতভাবে অর্থ দান করে থাকে, যেগুলোর মধ্যে دَلَالَت طَبْعِي পাওয়া গেলেও دَلَالَت وَضْعِي পাওয়া যায় না, যেমন– اُحْ اُحْ এর দালালত বক্ষ ব্যথার ওপর। دَلَالَت এর সংজ্ঞা এবং এর প্রকারভেদ আপনি মানতিকের কিতাবাদিতে পড়ে নিয়েছেন। আবার দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ : وَبَقِيَتْ حُرُوْفُ الْهِجَاءِ الخ : এর মধ্যে وَضْع পাওয়া যায় তাই وَضْع-এর কয়েদ দ্বারা এটি খারিজ হয় নি; তবে لِمَعْنًى এর কয়েদ দ্বারা এটিও হয়ে গেল। কারন এর وَضْع হয়ে তারকীব তথা শব্দ গঠনের জন্য, অর্থ বুঝানোর জন্য নয়।

قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْتَ قَدْ وُضِعَ بَعْضُ الْاَلْفَاظِ الخ : এ প্রশ্নটির বিশ্লেষণ হল, কালিমার সংজ্ঞায় مَعْنًى-এর কয়েদ রয়েছে।

সারমর্ম হল, যে শব্দ অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে তাকে কালিমা বলা যাবে। অথচ কতিপয় শব্দকে অন্যান্য কতিপয় শব্দ বুঝানোর জন্যই গঠন করা হয়েছে, অর্থের জন্য নয়। যেমন– اِسْم শব্দটি وَضْع বা গঠন হয়েছে। উদাহরণত যায়েদ, উমর, বকর প্রমুখের জন্য। فِعْل শব্দটির وَضْع হয়েছে ضَرَبَ، يَضْرِبُ، اِضْرِبْ প্রভৃতির জন্য। حَرْف শব্দটির وَضْع হয়েছে مِنْ، اِلٰى ইত্যাদির জন্য। আর এসবই مَعْنًى-এর কয়েদ দ্বারা কালিমার মেসদাক থাকে নি। অথচ এগুলো সর্বসম্মতভাবে কালিমা। এর জবাব শারেহ তাঁর উক্তি قُلْنَا الْمَعْنٰى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَصْدُ দ্বারা দিচ্ছেন। জবাবের সারমর্ম হল, مَعْنًى দ্বারা উদ্দেশ্য হল যার সাথে قَصْد বা ইচ্ছা সম্পৃক্ত হয় অর্থাৎ যার ইচ্ছা করা হয়, চাই শব্দ হোক কিংবা অশব্দ হোক। সুতরাং যখন কোনো শব্দের وَضْع হবে অন্য কোনো শব্দের জন্য তখন যে শব্দটি مَوْضُوْع لَهٗ হবে, সেটি অবশ্যই উদ্দেশ্য হবে এবং مَعْنًى-এর মিসদাক হবে।

فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ وُضِعَ لِمَعْنًى قُلْنَا اَلْمَعْنٰى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَصْدُ وَهُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَفْظًا اَوْ غَيْرَهُ فَاِنْ قُلْتَ قَدْ وُضِعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ بِاِزَاءِ الْاَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ كَلَفْظِ الْجُمْلَةِ وَالْخَبَرِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ مَوْضُوْعًا لِمُفْرَدٍ قُلْنَا هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ وَاِنْ كَانَتْ بِالْقِيَاسِ اِلٰى مَعَانِيْهَا مُرَكَّبَةً لٰكِنَّهَا بِالْقِيَاسِ اِلٰى اَلْفَاظِهَا الْمَوْضُوْعَةِ بِاِزَائِهَا مُفْرَدَةٌ وَقَدْ اُجِيْبَ عَنِ الْاِشْكَالَيْنِ بِاَنَّهُ لَيْسَ هٰهُنَا لَفْظٌ وُضِعَ بِاِزَاءِ لَفْظٍ اٰخَرَ مُفْرَدًا كَانَ اَوْ مُرَكَّبًا بَلْ بِاِزَاءِ مَفْهُوْمٍ كُلِّيٍّ اَفْرَادُهُ اَلْفَاظٌ كَلَفْظِ الْاِسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ وَالْخَبَرِ وَغَيْرِهَا ـ

সহজ তরজমা

এরপর আপনি প্রশ্ন করেন যে, কতিপয় মুফরাদ শব্দ মুরাক্কাব শব্দের মুকাবিলায় গঠন করা হয়েছে। যেমন– خَبَر ও جُمْلَه শব্দ। তা হলে কেমন করে (বলা যেতে পারে যে) এটি মুফরাদের জন্য গঠিত হবে? আমরা জবাবে বলব : এ সব মুরাক্কাব শব্দ (قَامَ زَيْدٌ ও زَيْدٌ قَائِمٌ) যদিও এগুলোর অর্থের প্রেক্ষিতে মুরাক্কাব বটে, তবে তাদের ওইসব শব্দের প্রেক্ষিতে, যা তাদের মুকাবিলায় গঠিত হয়েছে, এগুলো মুফরাদ। আর (কোনো কোনো বিজ্ঞদের পক্ষ থেকে) উভয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এখানে কোনো শব্দকে কোনো শব্দের মুকাবিলায়– চাই মুফরাদ হোক কিংবা মুরাক্কাব –গঠন করাই হয় নি বরং শব্দ কে একটি কুল্লিমাফহূম বা সামগ্রিক অর্থেক জন্য গঠন করা হয়েছে যার আফরাদ হচ্ছে শব্দাবলি। যেমন– اِسْم - فِعْل - حَرْف - خَبَر ও جُمْلَه ইত্যাদি শব্দমালা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَاِنْ قُلْتَ قَدْ وُضِعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ بِاِزَاءِ الْاَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ الخ :

এ প্রশ্নটির বিবরণ হল, এর পূর্ববর্তী প্রশ্নে যাতে এ আপত্তি করা হয়ে ছিল যে, কখনো শব্দকে অন্য শব্দের জন্য وَضْع বা গঠন করা হয়ে থাকে, অর্থের জন্য হয় না, তাতে আপনি مَعْنٰى বা অর্থের মধ্যে তা'বীল করে নিষ্কৃতি লাভ করে নিয়েছিলেন। তবে কখনো কখনো, মুফরাদ শব্দাবলির وَضْع হয় মুরাক্কাব শব্দাবলির জন্য, মুফরাদের জন্য নয়। যেমন : خَبَر ও جُمْلَه আর কালিমার সংজ্ঞায় মুফরাদের সংজ্ঞায় মুফরাদের কয়েদ লাগানো হয়েছে। তাহলে কি এরকম শব্দাবলিকে কালিমা বলা যাবে না? অথচ এগুলো সর্বসম্মতভাবে কালিমা।

قَوْلُهُ : قُلْنَا هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ وَاِنْ كَانَتْ الخ : এর দ্বারা উল্লেখিত প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছেন যে, অবশ্যই আমরা সমর্থন করি যে, কতিপয় মুফরাদ শব্দাবলি মুরাক্কাব শব্দাবলির জন্য وَضْع তথা গঠন করা হয়েছে। যেমন : جُمْلَة শব্দটি এটি মুফরাদ এবং مَوْضُوْعٌ لَهُ হচ্ছে যেমন زَيْدٌ قَائِمٌ যেটি মুরাক্কাব শব্দ। কিন্তু যখন এ মুরাক্কাব তথা زَيْدٌ قَائِمٌ কে ব্যক্ত করবেন, তখন তাকে جُمْلَة বলবেন। অর্থাৎ আমাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, زَيْدٌ قَائِمٌ কি? তা হলে তাকে এ জবাবই দেওয়া হবে যে, এটি جُمْلَة আর এর جُمْلَة শব্দটি মুফরাদ। সারকথা হল, এ মুরাক্কাব শব্দাবলি যা مَوْضُوْعٌ لَهُ এদের مُعَبَّرٌ بِهِ (যার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়) হচ্ছে মুফরাদ। তাই এগুলোকে মুফরাদ বলা যাবে।

وَلَا يَخْفٰى عَلَيْكَ اَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ مَنْقُوْضٌ بِاَمْثَالِ الضَّمَائِرِ الرَّاجِعَةِ اِلَى اَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْرَدَةٍ اَوْ مُرَكَّبَةٍ فَاِنَّ الْوَضْعَ فِيْهَا وَاِنْ كَانَ عَامًّا لٰكِنَّ الْمَوْضُوْعَ لَهٗ خَاصٌّ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَفْهُوْمٌ كُلِّيٌّ هُوَ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ فِى الْحَقِيْقَةِ مُفْرَدٍ وَهُوَ اِمَّا مَجْرُوْرٌ عَلٰى اَنَّهٗ صِفَةٌ لِمَعْنًى وَمَعْنَاهُ حِيْنَئِذٍ مَا يَدُلُّ جُزْءُ لَفْظِهٖ عَلٰى جُزْئِهٖ وَفِيْهِ اَنَّهٗ يُوْهِمُ اَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوْعٌ لِلْمَعْنَى الْمُتَّصِفِ بِالْاَفْرَادِ وَالتَّرْكِيْبِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ فَاِنَّ اِتِّصَافَ الْمَعْنٰى بِالْاَفْرَادِ وَالتَّرْكِيْبِ اِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْوَضْعِ ـ

সহজ তরজমা

আর আপনার কাছে এ কথা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, এ জবাবটি যমীরের মতো শব্দাবলি দ্বারা যেগুলো বিশেষ শব্দমালা– চাই মুফরাদ হোক অথবা মুরাক্কাব –এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়, তা দ্বার খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ যমীর সমূহের وَضع যদিও আম, তবে এগুলোর مَوْضُوْع لَهٗ (যার মধ্যে এগুলোর ব্যবহার হয়) খাস। সুতরাং এখানে মাফহূমে কুল্লি প্রকৃতপক্ষে মাউযূলাহু নয়, <u>যা একক অর্থ বুঝায়।</u> مُفْرَد শব্দটি হয় তো মাজরূর হবে مَعْنٰى এর সিফত হওয়ার ভিত্তিতে। তখন مَعْنٰى مُفْرَد এর মর্ম হবে : যার শব্দের অংশ তার অংশ বুঝায় না।

এমতাবস্থায় ধারণা হয় যে, لَفْظ বা শব্দ এমন অর্থের জন্য গঠিত, যা وَضع বা গঠনের পূর্বে মুফরাদ ও মুরাক্কাব হওয়ার সাথে বিশেষিত হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। কারণ, مَعْنٰى বা অর্থের মুফরাদ ও মুরাক্কাবের সাথে বিশেষিত হওয়াটা وَضع-এর পরই হয়ে থাকে।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَقَدْ اُجِيْبَ عَنِ الْاِ شْكَالَيْنِ : এর পূর্বে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছে যেগুলোর পৃথক পৃথক জবাব দেওয়া হয়েছে। এবার দুটি প্রশ্নেরই যৌথ জবাব দেওয়া হচ্ছে। যার সারমর্ম হল, আমরা মূলত একথা সমর্থনই করি না যে, কোনো শব্দের وَضع বা গঠন হয় শব্দের জন্য, চাই মুফরাদ হোক কিংবা মুরাক্কাব। শব্দের وَضع শব্দের জন্য হয়ই না বরং সর্বদাই শব্দের وَضع হয় মাফহূমে কুল্লি বা সামগ্রিক অর্থের জন্য। তবে সেই মাফহূমে কুল্লির আফরাদ হল শব্দাবলি। حَرْف فِعْل – اِسْم – جُمْلَه – خَبَر সবই এ পর্যায়ভুক্ত। ইসম ওই শব্দ যে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থ রাখে এবং কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো কাল তার মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা একটি মাফহূমে কুল্লি। এর আফরাদ হল যায়েদ, আমর, বকর ইত্যাদি আর এগুলো শব্দ। তেমনিভাবে فِعْل ও حَرْف এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাও মাফহূমে কুল্লি। ফেলের আফরাদ হচ্ছে سَمِعَ – ضَرَبَ প্রভৃতি। আর হরফের اَفْرَاد হল مِنْ ، اِلٰى ইত্যাদি। এগুলোও অবশ্যই শব্দ। তেমনিভাবে جُمْلَه ও خَبَر ও বুঝে নিন। جُمْلَه তাকে বলা হয়, যার বক্তাকে সত্যবাদি বা মিথ্যাবাদি বলা যেতে পারে। এটা তো মাফহূমে কুল্লি। আর তার আফরাদ হচ্ছে زَيْدٌ قَائِمٌ ইত্যাদি শব্দাবলি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلَايَخْفٰى عَلَيْكَ الخ : শারেহ রহ. এর প্রদত্ত জবাবে আপত্তি হয়, এ কথা বলা যে, শব্দে وَضع শব্দের জন্য হয় না বরং মাফহূমে কুল্লির জন্য হয়, এ হুকুমটি যমীরের মতো বস্তুর উপর সত্য প্রমাণিত হয় না।

কেননা এগুলোতে وَضْع যদিও আম বটে, তবে مَوْضُوع لَهٗ খাস অর্থাৎ এগুলোর وَضْع হয় খাস বস্তুর জন্য। আর সেসবই শব্দ, চাই মুফরাদ হোক কিংবা মুরাক্কাব; মাফহূমে কুল্লির জন্য এসবের وَضْع হয় না। শারেহ তো এ আপত্তির জবাব দেন নি, তবে অন্যান্য ভাষ্যকারগণ দিয়েছেন। যথা– যমীরসমূহের ব্যাপারে দুটি মাযহাব রয়েছে। একটি মুতাকাদ্দিমীনের, অপরটি মুতাআখখিরীনের। مُتَقَدِّمِيْن এর মাযহাব হল, ضَمَائِر এর وَضْع হয়েছে মাফহূমে কুল্লির জন্য ঠিক, তবে এগুলোর ব্যবহার হয় جُزْئِيَّات مَخْصُوْص-এর মধ্যে। আর مُتَأَخِّرِيْن এর মাযহাব হল, ضَمَائِر এর وَضْع হয়েছে جُزْئِيَّات জন্য। আর أُجِيْبَ عَنِ الْاِشْكَالَيْنِ দ্বারা যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তা মুতাকাদ্দিমীনের মাযহাবের ভিত্তিতে।

قَوْلُهٗ مُفْرَدٍ : এতে এ'রাবের প্রেক্ষিতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. মারফূ, ২. মানসূব, ৩. মাজরূর। শারেহ প্রথমে জরের সুরতটি বর্ণনা করেছেন। কারণ, এমতাবস্থায় مَعْنٰى এর সিফত হয়, যার مُفْرَد এর সংলগ্ন। مَعْنٰى এর সিফত হওয়া অবস্থায় তরজমা হবে, مَعْنًى مُفْرَد বা একক অর্থ তাকে বলা হয়, যার অংশের উপর তার শব্দের অংশ দালালত করে না।

قَوْلُهٗ وَفِيْهِ اَنَّهٗ يُوْهِمُ : مُفْرَد কে مَعْنٰى এর সিফত সাব্যস্ত করার অবস্থায় তরজমা হবে, কালিমা এমন শব্দ কেবলা হয় যা এমন অর্থের জন্য وَضْع করা হয় যা পূর্ব থেকেই মুফরাদ ছিল। এতে ধারণা হয় যে, وَضْع র পূর্বেই مَعْنٰى মুফরাদ বা মুরাক্কাব হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এর কম নয়। কারণ মুফরাদ বা মুরাক্কাব হওয়ার সাথে مَعْنٰى র বিশেষিত হওয়াটা وَضْع র পরে হয়ে থাকে। শারেহ রহ. فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُرْتَكَبَ দ্বারা এর জবাব দিয়েছেন যে, এখানে مَجَازمَايَئُوْل হয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যার সাথে বিশেষিত হতে হবে তাকে পূর্বেই বিশেষিত করে দেওয়া হয়েছে। وَضْع র পর مَعْنٰى কে মুফরাদ বা মুরাক্কাব হওয়ার সাথে বিশেষিত অবশ্যম্ভাবী ছিল এ জন্য وَضْع এর পূর্বেই বিশেষিত করে দেওয়া হয়েছে। যেরূপ হাদীস শরীফে مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ-এর মধ্যে মাজায হয়েছে। ভবিষ্যতে যে নিহত হওয়ার ছিল তাকে পূর্বে নিহত বলে দেওয়া হয়েছে।

فَيَنْبَغِيْ اَنْ يُرْتَكَبَ فِيْهِ تَجَوُّزٌ كَمَا يُرْتَكَبُ فِيْ مِثْلِ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ اَوْ مَرْفُوْعٌ عَلٰى اَنَّهُ صِفَةٌ لِلَّفْظِ وَمَعْنَاهُ حِيْنَئِذٍ مَالَا يَدُلُّ جُزْؤُهُ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ وَلَابُدَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ بَيَانِ نُكْتَةٍ فِيْ اِيْرَادِ اَحَدِ الْوَصْفَيْنِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً وَالْاٰخَرِ مُفْرَدًا وَكَاَنَّ النُّكْتَةَ فِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلٰى تَقَدُّمِ الْوَضْعِ عَلَى الْاَفْرَادِ حَيْثُ اُتِيَ بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ بِخِلَافِ الْاَفْرَادِ وَاَمَّا نَصْبُهُ وَاِنْ لَمْ يُسَاعِدْهُ رَسْمُ الْخَطِّ فَعَلٰى اَنَّهُ حَالٌ مِنَ الْمُسْتَكِنِ فِيْ وُضِعَ اَوْ مِنَ الْمَعْنٰى فَاِنَّهُ مَفْعُوْلٌ بِهٖ ـ

সহজ তরজমা

সুতরাং (এ ধারণাটি দূর করার জন্য) উচিত হল এতে মাজাযের ইরতিকাব করা যাবে। যেভাবে مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ (হাদীসে) এর ন্যায় বাক্যে (অনিহতকে ভবিষ্যতে নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে قَتِيْل বা নিহত বলে) মাজাযের ইরতিকাব করা হয়ে থাকে। অথবা مُفْرَد শব্দটি মারফূ হবে لَفْظ এর সিফত হওয়ার ভিত্তিতে। আর তখন لَفْظ مُفْرَد এর অর্থ হবে যার অংশ তার অংশের অর্থের প্রতি নির্দেশ করে না। আর لَفْظ এর দুই সিফত (وُضِعَ ومُفْرَد) এর মধ্য থেকে একটিকে জুমলায়ে ফে'লিয়া এবং অপরটিকে মুফরাদ আনার রহস্যের বিবরণ দেওয়া তখন আবশ্যক হবে। আর এতে রহস্য হল যেন এ বিষয়ে সতর্ক করা وَضْع মুফরাদ হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে। কারণ, وَضْع কে মুফরাদের বিপরীত মাযীর সীগাহ দ্বারা আনা হয়েছে। আর مُفْرَد এর মানসূব হওয়াটা যদিও রসমুখত তার অনুকূলে না, তা হয়েছে وُضِعَ র যমীরে মুস্তাতির থেকে হাল হওয়ার ভিত্তিতে অথবা مَعْنٰى থেকে হাল হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা مَعْنٰى শব্দটি لَامِ جَارَّه এর মধ্যস্থতায় মাফউল বিহি হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ اَوْ مَرْفُوْعٌ عَلٰى اَنَّهُ صِفَةٌ لِلَّفْظِ : مُفْرَد শব্দটির উপর যদি পেশ পড়া হয়, তবে এটি لَفْظ এর সিফত হবে। এমতাবস্থায় তরজমা হবে, لَفْظ مُفْرَد ওই শব্দকে বলা হয়, যার অংশ তার অর্থের অংশের প্রতি নির্দেশ করে না।

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ ح مِنْ بَيَانِ النُّكْتَةِ : মর্ম হচ্ছে, مُفْرَد কে لَفْظ এর সিফত সাব্যস্ত করলে তখন এ প্রশ্ন হয় যে, لَفْظ এর প্রথম সিফত হল وُضِعَ যা মাযীর সীগাহ হওয়ার কারণে জুমলা বা বাক্য, আর مُفْرَد শব্দটি দ্বিতীয় সিফত যা মুফরাদ। অতএব, উভয় সিফতের মধ্যে এই বৈষম্য কেন? كَاَنَّ النُّكْتَةَ দ্বারা এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরতটি এ জন্য গ্রহণ করা হয়েছে যাতে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়ে যায় যে, শব্দের অর্থের জন্য وُضِع টি প্রথমে হয় (যেরূপ وُضِعَ মাযী মাজহূলের সীগাহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে) আর শব্দের মুফরাদ বা মুরাক্কাব হওয়াটা وَضْع র পরে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَاَمَّا نَصْبُهُ : এর দ্বারা مُفْرَد শব্দটির তৃতীয় সম্ভাবনা তথা নসব এর বর্ণনা করছেন।

قَوْلُهُ اِنْ لَّمْ يُسَاعِدْهُ رَسْمُ الْخَطِّ : নসবের সুরতে রসমুলখত বা লিখনরীতি অনুযায়ী আলিফের সাথে হয়ে থাকে। অথচ مُفْرَد শব্দটির মধ্যে আলিফ নেই। এর এক জবাব তো হলো এই যে, مُتَاَخِّرِيْنَদের মতে নসবের অবস্থায় আলিফ থাকা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় জবাব হল, নসবের অবস্থায় আলিফ ওই সময় লিখা হয় যখন

بِوَاسِطَةِ اللَّامِ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ اَنَّ الْوَضْعَ وَاِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْاَفْرَادِ بِحَسْبِ الذَّاتِ لٰكِنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَهٰذَا الْقَدْرُ كَانَ لِصِحَّةِ الْحَالِيَّةِ وَقَيْدُ الْاَفْرَادِ لِاِخْرَاجِ الْمُرَكَّبَاتِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ كَلَامِيَّةً اَوْ غَيْرَ كَلَامِيَّةٍ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْكَلِمَةِ مِثْلُ الرَّجُلِ وَقَائِمَةٍ وَبَصْرِيٍّ وَاَمْثَالُهَا مِمَّا يَدُلُّ جُزْءُ اللَّفْظِ مِنْهُ عَلٰى جُزْءِ الْمَعْنٰى لٰكِنَّهُ يُعَدُّ لِشِدَّةِ الْاِمْتِزَاجِ لَفْظَةً وَاُعْرِبَ بِاِعْرَابٍ وَاحِدٍ وَبَقِيَ مِثْلُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَمًا دَاخِلًا فِيْهِ مَعَ اَنَّهُ مُعْرَبٌ بِاِعْرَابَيْنِ ـ

সহজ তরজমা

আর مُفْرَد শব্দটির وُضِعَ র যমীর থেকে হাল হওয়াটা এ জন্য সহীহ যে, وَضع যদিও সত্তাগতভাবে মুফরাদ হওয়ার থেকে পূর্ববর্তী বিষয়, তবে যমানার প্রেক্ষিতে তার সাথে সংযুক্ত। আর এ পরিমাণ (তথা حَال ও ذُوالْحَال এর মধ্যে مُعِيَّت زَمَانِيَّه) হাল হওয়ার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট। আর اِفْرَاد এর কয়েদটি সর্বপ্রকার মুরাক্কাবকে (কালিমার সংজ্ঞা থেকে) বের করার জন্য চাই সে মুরাক্কাবসমূহ كَلَامِيَه হোক (যেমন : قَامَ زَيْدٌ ও زَيْدٌ قَائِمٌ) অথবা غَيْر كَلَامِيَه হোক (যেমন : رَجُلٌ عَالِمٌ ও غُلَامُ زَيْدٍ) তেমনিভাবে اِفْرَار এর কয়েদ দ্বারা بَصْرِيٌّ - قَائِمَة - اَلرَّجُل এর মতো (مُرَكَّبَات) যাদের শব্দের অংশ তাদের অর্থের অংশ বুঝিয়ে থাকে, তবে অধিক সংযুক্ততার কারণে এর কালিমা শোমার করা হয় এবং এগুলোতে একই এ'রাব দেওয়া যায়, যেগুলো ও কালিমার সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যায়। আর عَبْدُ اللّٰهِ মতো (শব্দাবলি) নির্দিষ্ট নাম হওয়া বস্থায় কালিমার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়টি অবশিষ্ট থেকে যায়। অথচ একে দুই এ'রাব দেওয়া হয়ে থাকে।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

শব্দটিতে অন্য কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর এখানে مُفْرَد শব্দটিতে জর ও রফার সম্ভাবনাও রয়েছে। মোটকথা, مُفْرَد শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ হল, এটি 'হাল' হয়েছে। হয়তো وُضِعَ র هُوَ যমীর থেকে অথবা مَعْنٰى থেকে। এ দু'অবস্থাতেই প্রশ্ন হয় যে, হাল হয়তো ফায়েল থেকে হয় অথবা মাফউল থেকে। আর وُضِعَ-এর মধ্যে যে যমীরটি রয়েছে, সেটা ফায়েলও নয় এবং মাফউলও নয় বরং নায়িবে ফায়েল। তেমনিভাবে مَعْنٰى শব্দটি তারকীবের মধ্য ফায়েলও নয় এবং মাফউলও নয়। এর জবাব হল, নায়িবে ফায়েলও حُكْمًا ফায়েল। এমনকি তা মুফাসসাল প্রণেতা আল্লামা যমখশরীর মতে তো প্রকৃতপক্ষেই ফায়েল হয়। তেমনিভাবে مَعْنٰى শব্দটিও হরফে জারের মাধ্যমে অর্থাৎ لام এর মাধ্যমে মাফউল বিহি হয়েছে। সুতরাং তা থেকে হাল অবস্থিত হতে পারবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ الخ : এটি একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, وُضِعَ র যমীর থেকে হাল সাব্যস্ত করাটা ঠিক নয়। কারণ مُفْرَدًا কে যদি وُضِعَ র যমীর থেকে হাল সাব্যস্ত করা যায়, তা হলে حَال এবং عَامِل حَال এর যামানা এক হবে না। কেননা وُضِعَ র যামানা হচ্ছে পূর্বের আর ইফরাদের যামানা হচ্ছে পরের, অথচ

حَال এবং عَامِل حَال এর যামানা এক হওয়া বিধেয়। শারেহ এর জবাব দিচ্ছেন, ইফরাদের পূর্বে যে وَضْع টি হয়েছে, তা হচ্ছে ذَاتِى সত্তাগত, زَمَانِىْ বা কালগত নয়; বরং দুটিরই কাল একই। সারকথা, تَقَدُّم ذَاتِىْ বা সত্তাগতভাবে পূর্ব হওয়াটা مُقَارَنَت زَمَانِى বা কালগত সংযুক্তির পরিপন্থি নয়। কেননা ذَاتِىْ র মর্ম হল, মুকাদ্দামটার দিকে মুখাপেক্ষী হবে মুআখখরটি এবং তার জন্য পূর্ণ ইল্লত হবে। আর وَضْع ইফরাদের সাথে সম্পর্ক এরকমই। ইফরাদ মুখাপেক্ষী হয় وَضْع র প্রতি; وَضْع ব্যতীত কালিমা মুফরাদ ও মুরাক্কাব হওয়ার সাথে বিশেষিত হতে পারে না। তবে উভয়টার কালের মধ্যে পূর্বাপর হওয়া নেই; বরং কাল উভয়টির একই। যেমন, হাতের নড়াচড়া ও কলমের নড়াচড়া অর্থাৎ হাতের নড়াচড়াটি হচ্ছে সত্তাগতভাবে কলমের নড়াচড়া থেকে পূর্বেকার, তবে কাল উভয়টার একই।

قَوْلُهُ وَقَيْدُ الْاِ فْرَادِ لِاِخْرَاجِ الْمُرَكَّبَاتِ مُطْلَقًا : এখানে থেকে اِفْرَاد এর কয়েদের ফায়দা বর্ণনা করছেন যে, এর দ্বারা مُرَكَّبَات বের হয়ে গেছে, চাই غَيْر كَلَامِيَه مُرَكَّبَات كَلَامِيَه হোক অথবা হোক। অর্থাৎ মুরাক্কাবে তাম এবং মুরাক্কাবে নাকিস দুটিই কালিমার সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেল। তেমনিভাবে اَلرَّجُل - قَائِمَة ও بَصْرِى এর মতো উদাহরণগুলোও বের হয়ে গেল। অর্থাৎ ওই সকল উদাহরণ বের হয়ে গেল যেগুলোর মধ্যে শব্দের অংশে অর্থের অংশ বুঝিয়ে থাকে, তবে তীব্র মিলের কারণে তাকে একই শব্দ মনে করা হয় এবং এ'রাবও একটাই হয়; প্রত্যেক অংশের এ'রাব পৃথক পৃথক হয় না। যেমন : اَلرَّجُل এর মধ্যে আলিফ লামটি শব্দটির মা'রিফা হওয়া। বুঝাচ্ছে আর رَجُل লোকটির পুরুষ হওয়া বুঝাচ্ছে। তেমনিভাবে قَائِمَة এর মধ্যে قَائِم অর্থ হল দাঁড়ানো ব্যক্তি, আর ة বর্ণে শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ হওয়াটা বুঝাচ্ছে। بَصْرِى এর মধ্যে بَصْرَة শহর বুঝাচ্ছে, আর ى বর্ণে নিসবতের প্রতি নির্দেশ করছে।

قَوْلُهُ وَبَقِىَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَمًا دَاخِلًا فِيْهِ : مُفْرَد-এর কয়েদ দ্বারা তো اَلرَّجُل - قَائِمَة ও بَصْرِى এর মতো উদাহরণসমূহ কালিমা থেকে বের হয়ে গেছে বটে, তবে عَبْدُ اللّٰهِ র মতো উদাহরণসমূহ যেগুলোর মধ্যে তারকীব পাওয়া যায়, তবে যেটা কারো সুনির্দিষ্ট নাম তথা عَلَم হয়, সেগুলো مُفْرَد এর কয়েদ দ্বারা কালিমা থেকে বের হবে না। কারণ, এগুলো যদিও মুরাক্কাব এবং এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অংশের এ'রাবও স্বতন্ত্র হয়; কিন্তু সুনির্দিষ্ট নাম হওয়াবস্থায় শব্দের অংশ অর্থের অংশ বুঝায় না, তাই এগুলোকে মুফরাদ বলা যাবে।

وَلَا يَخْفٰى عَلَى الْفَطِنِ الْعَارِفِ بِالْغَرَضِ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ اَنَّهُ لَوْ كَانَ الْاَمْرُ بِالْعَكْسِ لَكَانَ اَنْسَبَ وَمَا اَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْكَلِمَةِ حَيْثُ قَالَ هِىَ اللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ عَلٰى مَعْنًى مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ فَمِثْلُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَمًا خَرَجَ عَنْهُ فَاِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ وَبَقِىَ مِثْلُ الرَّجُلِ وَقَائِمَةٍ وَبَصْرِيٍّ مِمَّا يُعَدُّ لِشِدَّةِ الْاِمْتِزَاجِ لَفْظَةً وَاحِدَةً دَاخِلًا فِيْهِ فَاَخْرَجَهُ بِقَيْدِ الْاِفْرَادِ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِهِ لَكَانَ اَنْسَبَ لِمَا عَرَفْتَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ ـ

সহজ তরজমা

আর ইলমে নাহু সম্বন্ধে বিজ্ঞ, পরিচিত ব্যক্তি হতে একথা গোপন থাকতে পারে না যে, এ বিষয়টি যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হতো, তা হলে অধিক সঙ্গত ছিল আর মুফাসসাল গ্রন্থপ্রণেতা কালিমার সংজ্ঞায় যা اَللَّفْظَةُ ওয়াহদাতের তা-র (সাথে) উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন هِىَ اللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ عَلٰى مَعْنًى مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ । এই (সংজ্ঞা) থেকে عَبْدُاللّٰهِ র মতো (মুরাক্কাব শব্দ) আলমাবস্থায় বের হয়ে গেল। কারণ, একে এক শব্দ বলা যায় না। আর اَلرَّجُلُ - قَائِمَةٌ ও بَصْرِىٌّ এর মতো শব্দাবলির যা তীব্র মিলনের কারণে একই শব্দ শোমার করা হয় যেগুলোর কালিমার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত থাকাটা বাকী রয়ে গেল, এরপর ইফরাদের কয়েদ দ্বারা বের করে দিয়েছেন। যদি তিনি এ কয়েদটি বাদ দিয়ে একে (কালিমার সংজ্ঞা থেকে) বের না করতেন, তা হলে অধিক সঙ্গত ছিল। এর কারণ তাই যা আপনি জেনে নিয়েছেন। (অর্থাৎ নাহবীর উদ্দেশ্য হল শব্দের দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখা, অর্থের দিকটির নয়) আর জেনে রাখা উচিত وَضْع দালালতকে আবশ্যক করে তোলে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَلَا يَخْفٰى عَلَى الْفَطِنِ الْعَارِفِ الخ : এর দ্বারা শারেহ মুসান্নিফের উপর প্রশ্ন আরোপ করতে চাচ্ছেন যে, নাহু শাস্ত্রে শব্দ নিয়ে আলোচনা হয় মৌলিকভাবে আর অর্থ নিয়ে আলোচনা হয় আনুসঙ্গিতখাবে। এ জন্য যে শব্দের উপর একটি এ'রাব হয় তাকে মুফরাদ বলা উচিত, যদিও তাতে শব্দের অংশ অর্থের অংশ বুঝিয়ে থাকে। আর যে মুরাক্কাবটি এর কম হয় অর্থাৎ তার প্রত্যেক অংশের উপর পৃথক পৃথক এ'রাব আসে, তাকে মুরাক্কাব বলা উচিত যদিও তাতে শব্দের অংশ 'অর্থের অংশ বুঝায়। নাহুর এ উদ্দেশ্যের দাবি হল, বিষয়টি উল্টো হওয়া উচিত এবং اَلرَّجُلُ - قَائِمَةٌ ও بَصْرِى এর মতো শব্দাবলিকে মুফরাদ বলা উচিত এবং عَبْدُ اللّٰهِ র মতো শব্দকে মুরাক্কাব বলা বিধেয়। আর মুসান্নিফ এরকম করেন নি। যা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছির তাকে বের করে দিয়েছেন এবং যাকে বের করা ছিল তাকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَمَا اَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْكَلِمَةِ : এ ইবারতটি দ্বারা মুফাসসাল প্রণেতার উপর আপত্তি করা উদ্দেশ্য, তিনি কালিমার সংজ্ঞায় বলেছেন, هِىَ اللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ عَلٰى مَعْنًى مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ এর দ্বারা অবশ্য যা বের হওয়ার ছিল, তা বের হয়ে গেছে বটে, তবে যা মুফরাদে অন্তর্ভুক্ত থাকার ছিল তাকেও বের করে দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা হল, মুফাসসালের লিখক কলিমার সংজ্ঞায় هِىَ اللَّفْظَةُ বলেছেন। এতে

ওয়াহদাতের تا রয়েছে। যার দ্বারা عَبْدُ اللّٰهِ র মতো শব্দ হয়ে গেল। কারণ, এটি এক শব্দ নয়। যা শারেহ রহ.-এর উদ্দেশ্যও এটাই তথা এটা বের হওয়া উচিত। সেই সাথে مَعْنٰى مُفْرَدٍ এর কয়েদ লাগিয়ে দিয়েছেন। যার দ্বারা اَلرَّجُل - قَائِمَة ও بَصَرِى এর মতো উদাহরণগুলোও বের হয়ে গেল। কারণ, এগুলোর অর্থ মুফরদ বা এক নয়। মুফাসসাল লিখকের উপর আপত্তির সারকথা হল, তিনি বহির্ভূতকে তো বের করেছেন বটে, তবে অন্তর্ভুক্তকেও বের করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اِعْلَمْ اَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ الخ : এ ইবারতটি দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটিই হল, কাফিয়া কিতাবটি মুফাসসালের অবলম্বনে রচিত হয়েছে। আর মুফাসসালের ইবারত কালিমার সংজ্ঞায় উপরে চলে গেছে। তাতে دَلَالَت এবং وَضْع উভয়টার উল্লেখ রয়েছে। আর মুসান্নিফ শুধু وَضْع র উল্লেখের উপর যথেষ্ট করেছেন। শারেহ রহ. এর যে জবাব দিচ্ছেন, তার সারসংক্ষেপ হল, وَضْع এবং دَلَالَت এর মাঝে عَام و خَاص مُطْلَق এর নিসবত রয়েছে। وَضْع হচ্ছে খাস এবং دَلَالَت আম।

মূলত دَلَالَت তিন প্রকার। (১) عَقْلِى (২) طَبْعِى (৩) وَضْعِى। আর কায়দা হল, খাসটি আমকে আবশ্যক করে অর্থাৎ যখন খাস পাওয়া যাবে, তখন আমও তার সাথে পাওয়া যাবে। উদাহরণত যখন اِنْسَان পাওয়া যাবে, তখন তার সাথে مُطْلَق حَيَوَان-ও অবশ্যই পাওয়া যাবে। মুসান্নিফ রহ. কালিমার সংজ্ঞা দিয়েছেন لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ দ্বারা। যেহেতু وَضْع - دَلَالَت কে লাযিম করে, এজন্য وَضْع উল্লেখের পর دَلَالَتْ উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। আর মুখাসসাল প্রণেতা সংজ্ঞার শুরুতে دَلَالَتْ এর কথা উল্লেখ করেছেন। আর دَلَالَتْ হচ্ছে আম এবং وَضْع খাস, যেরূপ ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়েছে। আর আম খাসকে লাযিম বা আবশ্যক করে না। এ জন্য دَلَالَتْ এর উল্লেখের পর وَضْع-এর উল্লেখের প্রয়োজন বাকী থেকে যায়। তাফসীলের জন্য শরাহ এর ইবারত দেখে নিন।

لِاَنَّ الدَّلَالَةَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ اٰخَرُ فَمَتٰى تَحَقَّقَ الْوَضْعُ تَحَقَّقَتِ الدَّلَالَةُ فَبَعْدَ ذِكْرِ الْوَضْعِ لَا حَاجَةَ اِلٰى ذِكْرِ الدَّلَالَةِ كَمَا وَقَعَ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ لٰكِنَّ الدَّلَالَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَضْعَ لِاِمْكَانِ اَنْ تَكُوْنَ بِالْعَقْلِ كَدَلَالَةِ لَفْظِ دِيْزِ الْمَسْمُوْعِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ عَلٰى وُجُوْدِ اللَّافِظِ وَاَنْ تَكُوْنَ بِالطَّبْعِ كَدَلَالَةِ اُحْ اُحْ عَلٰى وَجْعِ الصَّدْرِ فَبَعْدَ ذِكْرِ الدَّلَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَضْعِ كَمَا فِى الْمُفَصَّلِ **وَهِيَ** اَيِ الْكَلِمَةُ **اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ**.

সহজ তরজমা

কারণ, دَلَالَت হল কোনো বস্তুর এরকম হওয়া যে, তা দ্বারা অন্য বস্তু বুঝে আসে। সুতরাং যখন وَضْع প্রমাণিত ও বিদ্যমান হবে, তখন দালালতও বিদ্যমান হয়ে যাবে। অতএব, وَضْع র উল্লেখের পর দালালত উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, যেরূপ এ কিতাব (কাফিয়া) এর মধ্যে অবস্থিত হয়েছে। তবে (دَلَالَت উল্লেখ করার মধ্যে একটি রহস্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে,) দালালত وَضْع কে আবশ্যক করে না। কারণ, হতে পারে দালালত আকলের মাধ্যমে হবে। যেমন– দেয়ালের পিছন শ্রুত دِيْز শব্দের দালালত কথকের বিদ্যমানতার ওপর; আবার স্বভাব দ্বারাও দালালত হতে পারে, যেমন– اُحْ اُحْ এর দালালত বক্ষব্যথার ওপর। সুতরাং دَلَالَت এর উল্লেখের পর وَضْع র উল্লেখ আবশ্যক। যেমনটা মুফাসসালে রয়েছে। আর তা তথা কালিমা ইসম, ফেল ও হরফ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَهِيَ اَيِ الْكَلِمَةُ : মুসান্নিফ كَلِمَه র সংজ্ঞার পর তার প্রকারাদি বর্ণনা করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, هِيَ যমীরের মরজা'টা কি? اَلْكَلِمَة র শব্দ না-কি তার মর্ম। মারজা' যদি كَلِمَه শব্দটি হয়, তা হলে এটা ইসম। কারণ, এতে আলিফ-লাম প্রবিষ্ট রয়েছে, যা ইসমের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এমতাবস্থায় كَلِمَه র প্রকারভেদ বর্ণনা করা ঠিক হবে না। কারণ, এতে اِنْقِسَامُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ وَاِلٰى غَيْرِهٖ এর সুরত হয়ে যাচ্ছে। কেননা এমতাবস্থায় مَرْجَع হয়েছে كَلِمَه শব্দটি, যেটি ইসম। যার তরজমা হবে, كَلِمَه তথা ইসম তিন প্রকার : ১. ইসম, ফে'ল ও হরফ। আর এটাই হচ্ছে– اِنْقِسَامُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسٍ وَاِلٰى غَيْرِهٖ তথা ইসমের এক প্রকার খোদ ইসম হল এবং অন্য দু'টি প্রকার হল ফে'ল ও হরফ, যা ইসমের চেয়ে ভিন্ন। আর যদি هِيَ যমীরটির মারজা' কালিমার মাফহূম মর্ম হয়, তা হলে তখন هِيَ যমীর এবং তার মারজা'র মাঝে সামঞ্জস্য হবে না। কারণ ,যমীর হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গের আর মারজা' যেটি হচ্ছে মাফহূম, তা পুংলিঙ্গের? এর জবাব হল, যমীরটির مَرْجَع হল كَلِمَه শব্দটি, তবে প্রকারভেদ হয়েছে মাফহূমের প্রেক্ষিতে। এমতাবস্থায় যমীরও মারজা'র মধ্যে সামঞ্জস্যও হয়ে গেল এবং تَقْسِيْمُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ وَاِلٰى غَيْرِهٖ-এর মন্দত্ব ও লাযিম আসলো না। কারণ– تَقْسِيْم বা বিভক্তি কারণটা ইসমের হচ্ছে না বরং কালিমার মাফহূম ও মর্মের হচ্ছে, যা আম, ইসম, ফে'ল ও হরফ তিনোটিকে অন্তর্ভুক্ত রাখে।

اَیْ مُنْقَسِمَةٌ اِلٰی هٰذِهِ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ وَمُنْحَصِرَةٌ فِیْهَا **لِاَنَّهَا** اَیِ الْكَلِمَةُ لَمَّا كَانَتْ مَوْضُوْعَةً لِمَعْنًی وَالْوَضْعُ یَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ ـ

সহজ তরজমা

অর্থাৎ কালিমা এ তিন প্রকারে বিভক্ত এবং এ তিন প্রকারেই সীমাবদ্ধ। কেননা তা তথা কালিমা যেহেতু অর্থের জন্য مَوْضُوْع বা গঠিত ছিল, আর وَضْع দালালতকে আবশ্যক করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَیْ مُنْقَسِمَةٌ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটির বিবরণ হল, هِیَ হচ্ছে যমীর যেটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে كَلِمَه র দিকে। আর وَهِیَ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ হল খবর। আর ফায়দা হল اِذَا دَارَ الضَّمِیْرُ بَیْنَ الْمَرْجِعِ وَالْخَبَرِ فَرِعَایَةُ الْخَبَرِ اَوْلٰی এ ফায়দা মোতাবেক খবরের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুংলিঙ্গের যমীর আনা উচিত ছিল। শারেহ রহ. مُنْقَسِمَة বের করে বলে দিয়েছেন যে, খবর اِسْم - فِعْل ও حَرْف নয় বরং এর খবর مُنْقَسِمَة উহ্য রয়েছে, আ তা স্ত্রীলিঙ্গের।

قَوْلُهٗ اِلٰی هٰذِهِ الْاَ قْسَامِ الثَّلٰثَةِ الخ : এটাও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটির বিবরণ হল, هِیَ যমীরটি হল মুবতাদা, যেটি كَلِمَه র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে আর اِسْم - فِعْل ও حَرْف হচ্ছে খবর, যার মধ্যে واو হরফে আতফ দ্বারা তিনটিকে সমন্বিত করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, كَلِمَه তিনটির সমষ্টির নাম। অর্থাৎ ইসম, ফেল ও হরফ তিনটি যখন একত্রিত হবে, তখন কালিমা বলা যাবে, শুধু ইসম বা ফে'ল ও হরফকে কালিমা বলা যাবে না। শারেহ রহ. اِلٰی هٰذِهِ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ এনে এ কথা বলে দিয়েছেন যে, এখানে كُلِّی র تَقْسِیْم হয়েছে তার جُزْئِیَّات এর দিকে; كُل এর تَقْسِیْم তার اَجْزَاء র দিকে হয় নি। আর যখন কুল্লির তাকসীম বা বিভক্তিকরণ হয় তার جُزْئِیَّات এর দিকে, তখন সেখানে رَبْط মুকদ্দাম হয়ে থাকে আতফের ওপর। অর্থাৎ হুকুম প্রথমে হয়, এরপর আত্ফ করা হয়। এমতাবস্থায় মর্ম হবে, কালিমা হচ্ছে ইসম, কালিমা হচ্ছে ফে'ল, কালিমা হচ্ছে হরফ। এ মর্ম হবে না যে, কালিমা ইসম, ফে'ল ও হরফের সমষ্টির নাম। আর যদি كُل এর প্রকারভেদ হয় তার প্রকারাদি তথা اَجْزَاء র দিকে, তা হলে সেখানে আত্ফ পূর্বে হয় আর رَبْط হয় পরে। অর্থাৎ আত্ফের পরে হুকুম লাগানো হবে। যেমন : বলা হবে, চার اَجْزَاء বা অংশাবলি হচ্ছে পানি, দুধ, চিনি ও চাপাত। এতে প্রত্যেকটি অংশের উপর চার হুকুম লাগানো হবে না বরং এসবের সমষ্টিকে চা বলা হবে। সারকথা হল, تَقْسِیْمُ الْكُلِّ اِلَی الْجُزْئِیَّاتِ এর মধ্যে প্রত্যেক جُزْئِی উপর كُلِّی কে প্রযোজ্য করা হয়, পক্ষান্তরে تَقْسِیْمُ الْكُلِّ اِلَی الْاَ جْزَاءِ র মধ্যে প্রত্যেক جُزْء এর উপর كُل প্রযোজ্য হয় না বরং সমষ্টির উপর হয়।

قَوْلُهٗ وَمُنْحَصِرَةٌ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হয় যে, দলীল হচ্ছে দাবির فَرْع। প্রথমে দাবি করা হয়, এরপর দলীল বর্ণনা করা হয়। আর এখানে حَصْر বা সীমাবদ্ধতার দাবি করা হয় নি, তা হলে এ دَلِیْل حَصْر কিসের? শারেহ রহ. منحصة শব্দটি এনে বলে দিয়েছেন যে, দাবিটি উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْوَضْعُ یَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ الخ : এ ইবারতটি দ্বারাও একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হয় যে, كَلِمَه র সংজ্ঞায় তো دَلَالَت এর উল্লেখ নেই ,তা হলে প্রকারভেদে এর উল্লেখ করা হল কেন? শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা জবাব দিয়েছেন যে, কালিমার সংজ্ঞায় وَضْع র কথা উল্লেখ রয়েছে আর وَضْع আবশ্যক করে دَلَالَت কে। তাই স্পষ্ট রূপে ও স্বতন্ত্রভাবে دَلَالَت উল্লেখ করার প্রয়োজন বাকি থাকে নি।

فَهِيَ إِمَّا مِنْ صِفَتِهَا أَنْ تَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى كَائِنٍ فِيْ نَفْسِهَا اَيْ فِيْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَعْنٰى فِيْ نَفْسِهَا اَنْ تَدُلَّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى اِنْضِمَامِ كَلِمَةٍ اُخْرٰى اِلَيْهَا لِاِسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ اَوْ مِنْ صِفَتِهَا اَنْ لَا تَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا بَلْ عَلٰى مَعْنًى يَحْتَاجُ فِى الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ اِلٰى انْضِمَامِ كَلِمَةٍ اُخْرٰى اِلَيْهَا لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ وَسَيَجِئُ تَحْقِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ بَيَانِ حَدِّ الْاِسْمِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى سُبْحَانَهُ اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ وَهُوَ مَالَا يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا اَلْحَرْفُ كَمِنْ وَاِلٰى فَاِنَّهُمْ يَحْتَاجَانِ فِى الدَّلَالَةِ عَلٰى مَعْنِيَيْهِمَا اَعْنِيْ الْاِبْتِدَاءَ وَالْاِنْتِهَاءَ اِلٰى كَلِمَةٍ اُخْرٰى كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوْفَةِ فِيْ قَوْلِكَ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَاِنَّمَا سُمِّيَ هٰذَا الْقِسْمُ حَرْفًا

সহজ তরজমা

সুতরাং কালিমা (তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে,) হয়তো তার বিশেষণ থেকে এরকম হবে য, এটি এমন অর্থ বুঝাবে, যা তার নিজের মধ্যে নিহত রয়েছে অর্থাৎ যে অর্থটি স্বয়ং কালিমার মধ্যে রয়েছে। ...ার অর্থ نَفْس كَلِمَه বা খোদ কালিমাতে হওয়ার উদ্দেশ্য হল, কালিমা এ অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে দালালত করবে, ...ার সাথে অন্য কোনো শব্দ মিলানোর প্রয়োজন ব্যতিরেকে। কারণ, এ অর্থটি مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْم বা অনুধাবন ...রতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথবা তার বিশেষণ থেকে এটাই হবে যে, সেই অর্থ বুঝাবে না, যা তার সত্তার মধ্যে রয়েছে ...রং এমন অর্থ বুঝাবে, যা বুঝাতে অন্য শব্দের সাথে মিলনের প্রয়োজন হয় مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْم না হওয়ার ...ারণে। আর এর তাহকীক ইনশা আল্লাহ ইসমের সংজ্ঞা বর্ণনায় অচিরেই এসে যাবে। দ্বিতীয় প্রকারটি যেটি তার ...জের (স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ) বুঝায় না, সেটি হল হরফ। যেমন– مِنْ ও اِلٰى কারণ এ দুটি নিজের দু' অর্থ তথা শুরু ও ...ষ বুঝাতে অন্য শব্দের মুখাপেক্ষী। যেমন– তোমার উক্তি سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ এর মধ্যে بَصْرَة ও كُوْ... । আর এ প্রকারটির নাম রাখা হয়েছে হরফ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ فَهِيَ اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا اَنْ تَدُلَّ ال : مِنْ صِفَتِهَا এনে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল, لِاَنَّهَا র মধ্যে هَا যমীরটির হল اَنَّ র ইসম এবং اَنْ تَدُلَّ হল তার খবর। আর اَنَّ র ইসমের উপর তার খবর হামল হয়। আর তা এখানে শুদ্ধ নয়। কারণ اَنْ تَدُلَّ মাসদারের তা'বীলে হয়ে وَصْف হয়ে যবে এবং ان র ইসম هَا যমীরটি হচ্ছে ذَات। আর وَصْف টি ذَات বা সত্তার উপর হামল হতে পারে না। শারেহ রহ. مِنْ صِفَتِهَا اَنْ تَدُلَّ এনে এর জবাব দিয়েছেন। জবাবের বিবরণ হল, اَنْ تَدُلَّ – اَنَّ র খবর নয় বরং صِفَتِهَا পূর্ণ বাক্যটি ان র খবর। তারকীব হল, مِنْ صِفَتِهَا জার মাজরূর মিলে كَائِن এর মুতা'আল্লিক হয়ে পূর্বোক্ত খবর হয়েছে, আর اَنْ تَدُلَّ মাসদারের তাবীলে তথা دَلَالَت এর অর্থে হয়ে পরে উক্ত মুবতাদা হয়েছে। এরপর

উক্ত মুবতাদা তার পূর্বোক্ত খবরের সাথে মিলিত হয়ে جملہ اسمیہ خبریہ হয়ে ان র খবর হয়েছে। দ্বিতীয় তারকীব হল, مِنْ صِفَتِهَا জার মাজরূর মিলে كَائِن এর মুতাআল্লিক হয়েছে, আর اَنْ تَدُلَّ মাসদারের তাবীলে হয়ে كَائِن এর ফায়েল হয়েছে ; كَائِن তার মুতা'আল্লিক ও ফায়েলের সাথে মিলিত হয়ে ان-র খবর হয়েছে।

কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন, اَنْ تَدُلَّ হল মাসদারে তাবীলি, আর মাসদারে তা'বীলের হামল সহীহ রয়েছে। কারণ, সেটা কেবল ওয়াসফ হয় না, مصدر صریحی ওয়াসফ হয়, এ জন্য সেটির হামল সহীহ নয়। শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, اَنْ تَدُلَّ র ذُوْ ধরে নেওয়া হবে। তখন اَنْ تَدُلَّ কেবল মাসদার থাকবে না। তাই হামল সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اَلْقِسْمُ الثَّانِىْ : শারেহ রহ. اَلْقِسْمُ এনে বলে দিয়েছেন যে, اَلثَّانِىْ-এর মাওসূফ হল اَلْقِسْمُ ; كَلِمَه নয়।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا سُمِّىَ هٰذَا الْقِسْمُ حَرْفًا : এর দ্বারা حَرْف এর وَجْهُ تَسْمِيَه তথা নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন। حَرْف এর আভিধানিক অর্থ হল তরফ বা পার্শ্ব। বাস্তবেও এটা কালামের মধ্যে ইসম ও ফে'লের মুকাবিলায় একপার্শ্বে হয়। অর্থাৎ যে জিনিসটি ইসম ও ফে'লের মধ্যে পাওয়া যায়, সেটা হরফের মধ্যে নেই। ইসম মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি উভয়টাই হয়, ফে'ল শুধু মুসনাদ হয় আর হরফ মুসনাদও হয় না এবং মুসনাদ ইলাইহিও হয় না। শারেহ রহ. طَرَف এর ব্যাখ্যা جَانِب مُقَابِل لِلْاِسْمِ وَالْفِعْلِ দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হয় যে, হরফ তো কখনো মধ্যেও অবস্থিত হয়। যেমন– زَيْدٌ فِى الْمَسْجِد এখানে زَيْد ও مَسْجِد এর মধ্যে فِى অবস্থিত হয়েছে। শারেহ রহ. এ ব্যাখ্যাটি দ্বারা বুঝিয়েছেন, طَرَف এর অর্থ প্রান্ত নয় বরং পক্ষ উদ্দেশ্য, যা ইসম ও ফে'লের মুকাবিলায় আসে। অর্থাৎ হরফের সেই অবস্থা নেই, যা ইসম ও ফেলের রয়েছে।

لِاَنَّ الحَرْفَ فِی اللغَةِ الطَرْفُ وَهُوَ فِیْ طَرْفٍ اَیْ جَانِبِ مُقَابِلٍ لِلْاِسْمِ وَالْفِعْلِ حَیْثُ یَقعَانِ عُمْدَةً فِی الْکَلَامِ وَهُوَ لَا یَقَعُ عُمْدَةً فِیْهِ کَمَا سَتَعْرِفُ وَالْقِسْمُ **الْاَوَّلُ** وَهُوَ مَا یَدُلُّ عَلٰی مَعْنًی فِیْ نَفْسِهَا **اِمَّا** مِنْ صِفَتِهَا **اَنْ یَقْتَرِنَ** ذٰلِكَ الْمَعْنٰی الْمَدْلُوْلُ عَلَیْهِ بِنَفْسِهَا فِی الْفَهْمِ عَنْهَا **بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ** اَعْنِیَ الْمَاضِیَ وَالْحَالَ وَالْاِسْتِقْبَالَ اَیْ حِیْنَ یُفْهَمُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰی مِنْهَا

সহজ তরজমা

কারণ, অভিধানে حَرْف এর অর্থ তরফ তথা পক্ষকে বলা হয়। আর (পারিভাষিক) হরফও এমন পক্ষে অবস্থিত, যেটি ইসম ও ফে'লের বিপরীতে রয়েছে। কেননা ইসম ও ফে'ল বাক্যে শ্রেষ্ঠাংশ হয়ে থাকে আর হরফ বাক্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠাংশ অবস্থিত হয় না, যেরূপ তা অচিরেই আপনি জানতে পারবেন। আর প্রথম প্রকারটি, যেটি এমন অর্থ বুঝা, যা তার নিজের মধ্যে (مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْم) রয়েছে, হয়তো তার বিশেষণ থেকে এরকম হবে যে, সেই অর্থটি যা তার নিজ কালিমায় مَدْلُوْل عَلَيْه হয়েছে, কালিমাটি থেকে অনুভূত হওয়ার ক্ষেত্রে কালত্রয় তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর মধ্য থেকে কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হবে। অর্থাৎ ওই সময় যখন এ অর্থটি কালিমা থেকে বোধগম্য হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا اَنْ يَقْتَرِنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى : শারেহ রহ. ذٰلِكَ الْمَعْنٰى শব্দটি চয়ন করেছেন। ذٰلِكَ তো এ জন্য এনেছেন যে, ইসমে ইশারার সাথে যমীর আনা দ্বারা অন্তকরণে ভালো রকম বদ্ধমূল হয়। اَلْمَعْنٰى শব্দটি এনে একথা বলে দিয়েছেন যে, يَقْتَرِن এর মধ্যকার যমীরটি مَعْنٰى র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, لَفْظ এর দিকে নয়। এ কারণে যে, কালের সাথে সংযুক্তি অর্থেরই হয়, শব্দের নয়।

قَوْلُهُ : فِى الْفَهْمِ عَنْهَا : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হয় যে, মাসদারসমূহেরও اِقْتِرَان বা সংযুক্তি হয় কালের সাথে, অথচ মাসদার ফে'ল নয়। এর জবাব হল, মাসদারের যামানার সাথে اِقْتِرَان বা সংযুক্তিটা تَحَقُّق তথা বিদ্যমানতর প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে, فَهْم বা অনুধাবনের প্রেক্ষিতে নয়। মর্ম হচ্ছে, মাসদার যখন অবস্থিত হবে তখন তার অবস্থিতির সময় কোনো কোনো কাল অবশ্যই থাকবে, তবে মাসদার নিজে কাল বুঝাবে এমনটা নয়।

فِى الْفَهْمِ عَنْهَا ; عَنْهَا শব্দটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, ফে'লের সংজ্ঞা ইসমে ফায়েলের উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কারণ, সেটিও কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়। যেমন : زَيْدٌ ضَارِبٌ এর সাথে اَمْس অথবা اَلْآنَ কিংবা غَدًا আনা হলে এতে অতীত বা বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ কাল পাওয়া যাবে। এর জবাব শারেহ রহ. عنها দ্বারা দিয়েছেন। অর্থাৎ যে শব্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝাবে, সেই শব্দ দ্বারাই কালও বুঝে আসবে। আর উল্লেখিত উদাহরণটিতে ضَارِب শব্দটি দ্বারা কাল বুঝা যাচ্ছে না বরং কাল বুঝানোর জন্য اَمْس বা اَلْآنَ কিংবা غَدًا শব্দ আনতে হবে।

يُفْهَمُ اَحَدُ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ اَيْضًا مُقَارِنًا لَهٗ اَوْ مِنْ صِفَتِهَا اَنْ لَا يَقْتَرِنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى فِى الْفَهْمِ عَنْهَا مَعَ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ اَلْقِسْمُ الثَّانِىْ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ اَلْاِسْمُ وَهُوَ مَاخُوْذٌ مِنَ السُّمُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ لِاِسْتِعْلَائِهٖ عَلٰى اَخَوَيْهِ حَيْثُ يَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَحْدَهُ الْكَلَامُ دُوْنَ اَخَوَيْهِ وَقِيْلَ مِنَ الْوَسْمِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ لِاَنَّهٗ عَلَامَةٌ عَلٰى مُسَمَّاهُ وَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ اَلْفِعْلُ سُمِّىَ بِهٖ لِتَضَمُّنِهٖ الْفِعْلَ اللُّغَوِىَّ وَهُوَ الْمَصْدَرُ

সহজ তরজমা

তখন কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি কালও অর্থটির সাথে সংযুক্তাবস্থায় বুঝা যাবে। **অথবা** তার বিশেষণ থেকে এটা হবে যে, বোধগম্যতার সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণ সে অর্থটি কালিমাটি থেকে বুঝানোর ক্ষেত্রে কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো এ কালের সাথে **সম্পৃক্ত হবে না**। **দ্বিতীয় প্রকারটি** যেটি এমন অর্থ বুঝায়, যা তার নিজের মধ্যে নিহিত রয়েছে, যা কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় না, **সেটিই হল ইসম**। আর اِسْم শব্দটি (বসরীদের মতে) سُمُوّ থেকে নির্গত, তার অর্থই হল উচ্চতা। اِسْم কে ইসম বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি তার ভ্রাতৃদ্বয় তথা সাথীদ্বয় (ফেল ও হরফ) অপেক্ষা উঁচুমানের। কেননা শুধু ইসম দ্বারা বাক্য গঠিত হয়ে যায়, তবে তার ভ্রাতৃ দ্বারা গঠিত হয় না। আর (কূফিদের লক্ষ্য থেকে) বলাও হয়েছে যে, اِسْم নির্গত হয়েছে وَسْم থেকে, যার অর্থ হচ্ছে 'নিদর্শন'। তখন নামকরণ হবে এই যে, ইসম তার মুসাম্মা তথা সত্তার জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে। **আর প্রথম প্রকারটি** যেটি এমন অর্থ দান করে, যার তার নিজের মধ্যে নিহিত রয়েছে, যা কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়, **সেটি হল ফে'ল**। এটাকে পরিভাষায় ফেলের সাথে এজন্য নাম রাখা হয়েছে যে, এটি আভিধানিক فِعْل কে অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর আভিধানিক ফেল হল, মাসদারটি।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ اَىْ حِيْنَ يُفْهَمُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হয় যে, مَاضِى - حَال ও مُسْتَقْبِل এর শব্দ তো কাল বুঝাচ্ছে। مَاضِى দ্বারা অতীতকাল, حَال দ্বারা বর্তমান কাল এবং مُسْتَقْبِل দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং এগুলোকে ফে'ল বলা উচিত। শারেহ জবাব দিয়েছেন যে, যখন مَعْنٰى حَدَثِى মাসদারী অর্থ বুঝা যায়, তখন ওই অর্থের সাথে কাল সম্পৃক্ত হবে। আর مَاضِى - حَال ও مُسْتَقْبِل তো নিজেই কাল; এমন নয় যে, কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ وَهُوَ مَا خُوْذٌ مِنَ السُّمُوِّ : واو বর্ণটির তাশদীদের সাথে سَمَا يَسْمُوْا سُمُوًّا যেমন عَلَا يَعْلُوْ عُلُوًّا খেলাফে কিয়াস واو কে বিলুপ্ত করে সীনের হরকত মীমকে দেওয়া হয়েছে। যাতে তার উপর ওয়াকফ সহীহ

হয়। কেননা ওয়াকফ চাই ইশমানের সাথে হোক অথবা ইসকানের সাথে হোক কিংবা রোমের সাথে হোক, হরকত ব্যতীত সহীহ নয়। এরপর শুরুতে হামাযয়ে অসল আনা হয়েছে। যাতে সাকিনের সাথে শুরু করা লাযিম না আসে। اَلسُّمُوّ অর্থ হল উচ্চতা। اِسْم ও তার ভ্রাতৃদ্বয়ের অপেক্ষা উচুঁমানের। কারণ, اِسْم মুসনাদ ইলাইহিও মুসনাদ উভয়টাই হতে পারে, ফেল শুধু মুসনাদ হতে পারে আর حَرْف মুসনাদ ইলাইহিও হতে পারে না এবং মুসনাদও হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَقِيلَ مِنَ الْوَسْمِ : কেউ কেউ اسم কে وسم থেকে নির্গত মেনেছেন। وسم অর্থ, নিদর্শন। ইসমও তার মুসাম্মা তথা সত্তার উপর নিদর্শন হয়ে থাকে, এ জন্য اسم কে ইসম বলা হয়। واو কে বিলুপ্ত করে শুরুতে হামযা নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে اسم হয়েছে। প্রথম মতটি বসরীগণের, আর দ্বিতীয় মতটি কূফীগণের। দ্বিতীয় মতটিকে **فعل** দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যেটি দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। তার কারণ হল এই যে, ইসমের নামকরণের কারণ যদি হয়, সেটি তার সত্তার জন্য নিদর্শন, তা হলে **فعل** কেও ইসম বলা উচিত। কেননা তার মধ্যেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। তা ছাড়া اسم এর রূপান্তর আসে تَسْمِيَةً سَمّٰى يُسَمِّىْ যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, এটি مثال واوى – ناقص واوى নয়। অন্যথায় তার রূপান্তর হত وَسَمَ يَسِمُ وَسْمًا।

قَوْلُهُ اَلْفِعْلُ سُمِّىَ بِهٖ لِتَضَمُّنِهٖ : এর দ্বারা পারিভাষিক **فعل** এর নামকরণের কারণ বর্ণনা করছেন যে, পরিভাষিক **فعل** এর মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যায়। ১. মাসদারী অর্থ, যার ফার্সি তরজমা كردن (করা)। ২. কাল, ৩. نِسْبَت اِلٰى فَاعِلٍ مَّا বা যে কোনো ফায়েলের দিকে নিসবত। যেহেতু মাসদারী অর্থটা পারিভাষিক **فعل** এর অংশ, তাই تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ হিসেবে পারিভাষিক ফে'লকে **فعل** বলা হয়েছে। অথবা বলা হবে, পারিভাষিক **فعل** আভিধানিক **فعل** কে অন্তর্ভুক্ত রাখে। তাই تَسْمِيَةُ الْمُتَضَمِّنِ بِاسْمِ الْمُتَضَمَّنِ অনুসারে পারিভাষিক **فعل** এর নাম রেখে দেওয়া হয়েছে।

وَقَدْ عُلِمَ بِذٰلِكَ اَىْ بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ فِى الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ **حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا** اَىْ مِنْ تِلْكَ الْاَقْسَامِ وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ قَدْ عُلِمَ بِهٖ اَىْ بِوَجْهِ الْحَصْرِ اَنَّ الْحَرْفَ كَلِمَةٌ لَا تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا بَلْ تَحْتَاجُ اِلَى انْضِمَامِ كَلِمَةٍ اُخْرٰى وَالْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا لٰكِنَّهٗ مُقْتَرِنٌ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ وَالْاِسْمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ فَالْكَلِمَةُ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ وَالْحَرْفُ مُمْتَازٌ عَنْ اَخَوَيْهِ بِعَدَمِ الْاِسْتِقْلَالِ فِى الدَّلَالَةِ وَالْفِعْلُ مُمْتَازٌ عَنِ الْحَرْفِ بِالْاِسْتِقْلَالِ وَعَنِ الْاِسْمِ بِالْاِقْتِرَانِ وَالْاِسْمُ مُمْتَازٌ عَنِ الْحَرْفِ بِالْاِسْتِقْلَالِ وَعَنِ الْفِعْلِ بِعَدَمِ الْاِقْتِرَانِ فَعُلِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَرِّفٌ جَامِعٌ لِاَفْرَادِهٖ مَانِعٌ عَنْ دُخُوْلِ غَيْرِهَا فِيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ هٰهُنَا اِلَّا الْمُعَرِّفُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ وَلِلّٰهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ اَشَارَ اِلٰى حُدُوْدِهَا فِىْ ضِمْنِ دَلِيْلِ الْحَصْرِ ثُمَّ نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهٖ وَقَدْ عُلِمَ بِذٰلِكَ ثُمَّ صَرَّحَ بِهَا فِيْمَا بَعْدُ بِنَاءً عَلٰى تَفَاوُتِ مَرَاتِبِ الطَّبَائِعِ **اَلْكَلَامُ** فِى اللُّغَةِ مَا يُتَكَلَّمُ بِهٖ قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا ـ

সহজ তরজমা

আর এর দ্বারা তথা কালিমা তিন প্রকার সীমাবদ্ধ হওয়ার দলীলে হছর দ্বারা এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা জানা হয়ে গেছে অর্থাৎ এ প্রকার তিনটির সংজ্ঞা জানা হয়ে গেছে। আর তা এ কারণে যে, দলীলে হছর দ্বারা নিশ্চিত জানা গেল, حَرْف এমন একটি কালিমা, যেটি এমন অর্থ বুঝায় না, যা তার নিজের মধ্যে নিহিত রয়েছে বরং অন্য কালিমার সাথে মিলিত হওয়ার মুখাপেক্ষী হয়। আর فِعْل ওই কালিমাকে বলা হয় যে এমন অর্থ বুঝায়, যা তার নিজের মধ্যে নিহিত রয়েছে, যা কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর اِسْم ওই কালিমাকে বলা হয় যে, এমন অর্থ বুঝায়, যা তার নিজের মধ্যে রয়েছে, যা কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। সুতরাং كَلِمَه শব্দটি প্রকার তিনটির মধ্যে মুশতারাক (যৌথ) হল। আর হরফ (তার নিজের অর্থে) বুঝানোর মধ্যে। স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে তার ভ্রাতৃদ্বয় (ইসম ও ফে'ল) থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর ফে'ল (অর্থ দানে) স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরুন হরফ থেকে এবং কালের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দরুন ইসম থেকে পৃথক হয়ে গেল। আর ইসম (তার অর্থ বুঝাতে) স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে হরফ থেকে এবং কালের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কারণে ফে'ল থেকে পৃথক হয়ে গেল। সুতরাং এ প্রকার তিনটির প্রত্যেকটির এমন সংজ্ঞা জানা হয়ে গেল, যা তার সমূহ আফরাদের সমন্বয়ক এবং অন্যদের প্রবেশের জন্য প্রতিবন্ধক। আর এখানে حد দ্বারা জামে 'মানে' সংজ্ঞা বা তা'রীফই উদ্দেশ্য। মুসান্নিফকে আল্লাহ পাক উত্তম প্রতিদান দান করুন।

কারণ, তিনি দলীলে হসরের ভিতর দিয়ে তিনোটি প্রকারের সংজ্ঞাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন, এরপর وَقَدْ عُلِمَ بِذٰلِكَ দ্বারা এগুলোর উপর সতর্ক করেছেন, অনন্তর সংজ্ঞাগুলোকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন শিক্ষার্থীদের মেধার বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য করে। **اَلْكَلَامُ** (বাক্য) অভিধানে كَلَام তাকে বলা হয়, যার দ্বারা কথাবার্তা বলায় চাই কম হোক অথবা বেশি হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَدْ عُلِمَ بِذٰلِكَ : جزى এবং মুফরাদ বিষয়াদি জানার ক্ষেত্রে مَعْرِفَت শব্দের এর ব্যবহার হয় আর كَلِمَات এবং مُرَكَّبَات জানার ক্ষেত্রে عِلْم শব্দের ব্যবহার হয়। দলীলে হছরটি জিনস ও ফসল দ্বারা গঠিত এ জন্য মুসান্নিফ عِلْم শব্দটি গ্রহণ করেছেন।

بِذٰلِكَ প্রশ্ন : ১. ইশারা বা ইঙ্গিত হয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি, আর দলীলে হাসরটি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

২. তা ছাড়া ذٰلِكَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় দূরবর্তী বস্তুর প্রতি আর দলীলে হাসারটি তো নিকটবর্তী।

জবাব : দলীলে হছরটি যেহেতু খুবই স্পষ্ট, এ জন্য তাকে ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুর স্তর দিয়ে ইসমে ইশারার ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনিভাবে দলীলে হছরটি মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উঁচু মানের। এ জন্য মর্যাদা গত দূরবর্তীতাকে স্থানগত দূরবর্তীতার স্তর দিয়ে দূরবর্তীর ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, মুসান্নিফের জন্য حَدّ এর পরিবর্তে رَسْم বলাটা উচিত ছিল। কারণ حَدّ ওই সংজ্ঞাকে বলা হয় যার মধ্যে مَحْدُوْد বা সংজ্ঞিতের ذَاتِيَات কে বর্ণনা করা হয়, এখানে দলীলে হছরটিতে তা পাওয়া যায় নি। কারণ, দলীলে হছরটি তো অর্থ বুঝানো বা না বুঝানো, কালের সাথে সম্পৃক্ততা বা অসম্পৃক্ততার বিষয়টিকে শামিল রাখে। আর এগুলোকে কালিমার عَوَارِض বলা হয়, ذَاتِيَات নয়। এর জবাব শারেহ দিচ্ছেন যে, এখানে মানতিকী حَدّ উদ্দেশ্য নয়, যার জন্য مَحْدُوْد এর ذَاتِيَات কে শামিল রাখা আবশ্যক হয় বরং حَدّ لُغَوِىْ উদ্দেশ্য, যার মর্ম হচ্ছে জামে' মানে' হওয়া। আর দলীলে হছরের মধ্যে এটি বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلِلّٰهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ : دَرٌّ অর্থ لَبَن (দুধ)। এখানে রূপকার্থে خَيْر كَثِيْر বা অজস্র কল্যাণ উদ্দেশ্য। খাস বলে আম উদ্দেশ্য করা হয়েছে। শারেহ মুসান্নিফের প্রশংসা করেছেন যে, মুসান্নিফ كَلِمَات ثَلَاثَة-র পরিচিতিদানের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মেধার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। যে খুবই মেধাবী সে দলীলে হছর দ্বারা এগুলোর পরিচয় লাভ করে নিবে, আর যে মধ্যম স্তরের তার জন্য قَدْ عُلِمَ بِذٰلِكَ দ্বারা সতর্ক করেছেন; সে তখন জেনে নিবে। আর যে মেধাহীন ও স্থূল বুদ্ধির অধিকারী তার জন্য স্পষ্ট ভাষায় فِعْل- اِسْم ও حَرْف এর সংজ্ঞা দান করে দিয়েছেন। যারা সহানুভূতিশীল ও দয়াবান হন তাদের রীতি-নীতি এরকমই হয়ে থাকে যে, কেউই যাতে বঞ্চিত না থাকে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যাতে উপকার গ্রহণ করতে পারে।

وَفِى اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ **مَا تَضَمَّنَ** اَىْ لَفْظٌ تَضَمَّنَ **كَلِمَتَيْنِ** حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا اَىْ يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِىْ ضِمْنِهِ فَالْمُتَضَمِّنُ اِسْمُ فَاعِلٍ هُوَ الْمَجْمُوْعُ وَالْمُتَضَمَّنُ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ اِتِّحَادُهُمَا **بِالْاِسْنَادِ** اَىْ تَضَمُّنًا حَاصِلًا بِسَبَبِ اِسْنَادِ اِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ اِلَى الْاُخْرٰى وَالْاِسْنَادُ نِسْبَةُ اِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا اِلَى الْاُخْرٰى بِحَيْثُ تُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً ـ

সহজ তরজমা

আর নাহবীদের পরিভাষায় (কালাম তাকে বলা হয়) যে তথা **যে শব্দ দুটি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত রাখে** حَقِيْقَةً হোক অথবা حُكْمًا হোক। অর্থাৎ উভয় কালিমার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি তার অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং مُتَضَمِّن ইসমে ফায়েলের সীগাহ (উভয় কালিমার) সমষ্টি হল আর مُتَضَمَّن ইসমে মাফউলের সীগাহ উভয় কালিমার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হল। সুতরাং (مُتَضَمِّن ও مُتَضَمَّن) উভয়টির মধ্যে এক হওয়া লাযিম আসবে না। **ইসনাদের সাথে** অর্থাৎ এমন অন্তর্ভুক্তকরণ, যা দুই কালিমার মধ্য থেকে একটিকে অপরটির দিকে ইসনাদের কারণে অর্জিত হয়। আর ইসনাদ বলা হয় এক কালিমাকে অপর কালিমার দিকে حَقِيْقَةً বা حُكْمًا এমনভাবে নিসবত করা যে, সম্বোধিত শ্রোতাকে পরিপূর্ণ ফায়দা দান করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْكَلَامُ : এ কথা আপনার জানা আছে যে, ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হল كَلِمَة ও كَلَام মুসান্নিফ রহ. কালিমার আলোচনা শেষ করে এখন কালাম বর্ণনা করছেন। সুতরাং তিনি বলেন, اَلْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ.. الخ।

قَوْلُهُ : مَا تَضَمَّنَ اَىْ لَفْظٌ تَضَمَّنَ : প্রশ্ন হত যে, كَلَام এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে দু'টি কালিমাকে ইসনাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত রাখে তাকে কালাম বলা হয়। সুতরাং যদি কোনো কাগজের মধ্যে কোনো ব্যক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ লিখে দেয়, তা হলে তাকেও কালাম বলা উচিত। কারণ, এটি দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। শারেহ রহ. اَىْ لَفْظٌ বলে এর জবাব দিয়েছেন, কালাম لَفْظ বা শব্দের প্রকার। সুতরাং যে শব্দে দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত রাখবে, তাকে কালাম বলা যাবে। আর কাগজ বা দেওয়াল ইত্যাদির মধ্যে যে দু'টি কালিমা লিখে দেওয়া হয়, তা শব্দ নয়।

قَوْلُهُ : كَلِمَتَيْنِ : كَلَام এর সংজ্ঞায় প্রশ্ন হয় যে, এর মধ্যে مُتَضَمَّن ও مُتَضَمِّن এক হওয়া লাযিম আসে? এর ব্যাখ্যা হল এই যে, কালাম তাকে বলা হয়, যে দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর এ দু'টি কালিমা নিজেই কালাম। যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ কে কালাম বলা যাবে। কারণ, এতে দু'টি কালিমা زَيْد ও قَائِمٌ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এ দুটি কালিমা নিজেই কালাম। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, দু'টি কালিমা সমষ্টিগত হলে مُتَضَمِّن আর এ দুটির মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে مُتَضَمَّن সুতরাং উভয়টি এক হল না।

قَوْلُهُ بِالْاِسْنَادِ اَىْ تَضَمُّنًا حَاصِلًا بِسَبَبِ اِسْنَادِ : শারেহ রহ. اَىْ تَضَمُّنًا حَاصِلًا বলে ইঙ্গিত করেছেন, এটি তারকীবে تضمن ফে'লের মাফউলে মুতলাক। تَضَمُّنًا মাফউল মুতলাককে বিলোপ করে তার সিফত

فَقَوْلُهُ مَا يَتَنَاوَلُ الْمُهْمَلاَتِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتِ الْكَلاَمِيَّةِ وَغَيْرِ الْكَلاَمِيَّةِ وَبِقَيْدِ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ خَرَجَتِ الْمُهْمَلاَتُ وَالْمُفْرَدَاتُ وَبِقَيْدِ الْاِسْنَادِ خَرَجَتِ الْمُرَكَّبَاتُ الْغَيْرُ الْكَلاَمِيَّةِ مِثْلُ غُلاَمُ زَيْدٍ وَرَجُلٌ فَاضِلٌ وَبَقِيَتِ الْمُرَكَّبَاتُ الْكَلاَمِيَّةُ سَوَاءٌ كَانَتْ خَبَرِيَّةً مِثْلُ ضَرَبَ زَيْدٌ وَضَرَبَتْ هِنْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ اَوْ اِنْشَائِيَّةً مِثْلُ اِضْرِبْ وَلاَ تَضْرِبْ فَاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ اِحْدٰيهُمَا مَلْفُوْظَةٌ وَالْاُخْرٰى مَنْوِيَّةٌ وَبَيْنَهُمَا اِسْنَادٌ يُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً وَحَيْثُ كَانَتِ الْكَلِمَتَانِ اَعَمَّ مِنْ اَنْ تَكُوْنَا كَلِمَتَيْنِ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا دَخَلَ فِى التَّعْرِيْفِ مِثْلُ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ اَوْ قَامَ اَبُوْهُ اَوْ قَائِمٌ اَبُوْهُ فَاِنَّ الْاَخْبَارَ فِيْهَا مَعَ اَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ لٰكِنَّهَا فِىْ حُكْمِ الْكَلِمَةِ الْمُفْرَدَةِ اَعْنِىْ قَائِمٌ الْاَبُ وَدَخَلَ فِيْهِ اَيْضًا مِثْلُ جَسَقٌ مُهْمَلٌ وَدَيْزٌ مَقْلُوْبُ زَيْدٍ مَعَ اَنَّ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ فِيْهِمَا مُهْمَلٌ لَيْسَ بِكَلِمَةٍ فَاِنَّهُ فِىْ حُكْمِ هٰذَا اللَّفْظِ

সহজ তরজমা

সুতরাং (كَلَام এর সংজ্ঞায়) মুসান্নিফের বলাটা مَا মুহমালাত غَيْر كَلَامِيَه ও مُرَكَّبَات সবটাকেই শামিল রাখে। আর تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْن এর কয়েদ দ্বারা مُهْمَلَات ও مُفْرَدَات বের হয়ে গেছে এবং اِسْنَاد. এর কয়েদ দ্বারা غُلَامُ زَيْدٍ ও رَجُلٌ فَاضِلٌ এর মতো مُرَكَّبَات غَيْر كَلَامِيَه বের হয়ে গেছে এবং مُرَكَّبَات كَلَامِيَه বাকি রয়ে গেছে, চাই خبريه হোক যেমন : ضَرَبَتْ هِنْدٌ ، ضَرَبَ زَيْدٌ ও زَيْدٌ قَائِمٌ অথবা اِنْشَائِيَه হোক, যেমন : اِضْرِبْ ও لَا تَضْرِبْ। কেননা এ দুটির মধ্য থেকে প্রত্যেকটি দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। এদের একটি (প্রকৃতভাবে) উল্লেখিত এবং অপরটি নিয়তকৃত (حُكْمًا) রয়েছে। আর এ দু'টি কালিমার মাঝে একটি ইসনাদ রয়েছে, যেটি সম্বোধিত শ্রোতাকে পরিপূর্ণ ফায়দা দান করে। আর যেহেতু কালিমা দুটি ব্যাপক অর্থ রাখে, চই حَقِيْقَة হোক কিংবা حُكْمًا হোক, তা হলে তো কালামের সংজ্ঞায় زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ অথবা قَامَ اَبُوْهُ কিংবা قَائِمٌ اَبُوْهُ এর মতো বাক্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেল। কেননা এ বাক্যসমূহে খবরগুলো مُرَكَّبَات হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু مُفْرَدَة তথা قَائِمٌ الاب এর হুকুমে রয়েছে। তেমনিভাবে কালামের সংজ্ঞায় جَسَق مُهْمَل এবং دَيْزٌ مَقْلُوْبُ زَيْدٍ এর মতো বাক্যসমূহও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অথচ বাক্য দুটিতে মুসনাদ ইলাইহি مُهْمَل কালিমা নয়। (অন্তর্ভুক্ত হওয়ার) কারণ হল এই যে, এটি (মুসনাদ ইলাইহি) هٰذَا اللَّفْظُ এর হুকুমে হয়েছে।

৭০ নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

حَاصِلًا কে এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এরপর حَاصِلًا যেটি بِسَبَبِ اِسْنَادِ জার-মাজরূরের আমিল ,তাকে বিলুপ্ত করে জার মাজরূরকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, জার-মাজরূরের আমিলকে বিলুপ্ত করে খোদ জার-মাজরূরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়। একে ظَرْف مُسْتَقَر বলে। اِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ اِلَى الْاُخْرَى এনে ইঙ্গিত করেছেন, بَا টি سَبَبِيه । আর اِسْنَاد এর পর بِسَبَبِ اسْنَاد এনে ইঙ্গিত করেছেন, بِالْاِسْنَادِ এর মধ্যে আলিফ-লামটি مُضَاف اِلَيْه এর পরিবর্তে এসেছে অথবা আলিফ-লামটি عَهْد এর ধরে নেওয়া যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَقَوْلُهُ مَا الخ : এর দ্বারা كَلَام এর সংজ্ঞায় جِنْس ও فَصْل কে তথা ফাওয়াদে কুয়ূদকে বর্ণনা করেছেন। এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ : اَلْمُرَكَّبَاتُ الْكَلَامِيَّةُ : مُرَكَّبَات كَلَامِيَه মুরাক্কাবে তামকে আর غَيْر كَلَامِيَه মুরাক্কাবে নাকিসকে বলা হয়।

قَوْلُهُ : وَحَيْثُ كَانَتِ الْكَلِمَتَانِ اَعَمَّ الخ : একটি প্রশ্ন হত, এখানে তার জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, উদাহরণত زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ কিংবা زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ অথবা زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ এ সবকেই কালাম বলা হয়, অথচ এ উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিতে দু'টি কালিমার চেয়ে অধিক রয়েছে, এ সবকটিতেই মুসনাদ তথা খবর মুরাক্কাব। এর জবাবে শারেহ রহ. বলেছেন, দু' কালিমা আম, চাই প্রকৃতরূপে দুই কালিমা হোক অথবা দুই কালিমার চেয়ে বেশি; তখন সেগুলোকে দুই কালিমার তা'বীলে করা সম্ভব হয়। এখানে খবরগুলো যদিও মুরাক্কাব হয়েছে, তবে এগুলোকে মুফরাদ কালিমার হুকুমে করা যায়। যেমন اَبُوْهُ قَائِمٌ অথবা قَامَ اَبُوْهُ কিংবা قَائِمٌ اَبُوْهُ-কে قَائِمُ الْاَبِ এর তাবীলে করে নেওয়া যাবে। একটি কালিমা হচ্ছে زَيْد যেটি মুসনাদ ইলাইহি, আর দ্বিতীয় কালিমাটি হচ্ছে قَائِمُ الْاَبِ আর এটিও মুফরাদ।

قَوْلُهُ : وَدَخَلَ فِيْهِ اَيْضًا مِثْلُ جَسَقٌ مُهْمَلٌ الخ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি كَلَام এর সংজ্ঞা বলেছেন, দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত রাখবে। অথচ جَسَق مُهْمَل এর মধ্যে جَسَق একটি অর্থহীন শব্দ এবং دَيْزٌ مَقْلُوْبُ زَيْدٍ এর মধ্যে دَيْز ও একটি অর্থহীন শব্দ। সুতরাং এ দুটি শব্দ যখন مُهْمَل বা অর্থহীন তা হলে মুসনাদ ইলাইহি কিভাবে অবস্থিত হবে? এ উদাহরণুগলোতে মুসনাদ শুধু কালিমা, তথাপি কালাম বলবেন কিভাবে? এর জবাব দিতে গিয়ে শারেহ রহ. বলেছেন : এ উদাহরণগুলোতে মুসনাদ ইলাইহি যদিও مُهْمَل তথা অর্থহীন বটে, তবে هٰذَا اللَّفْظُ এর তা'বীলে হয়ে কালিমা হয়ে যাবে। এবারে মর্ম হবে, هٰذَا لَفْظُ جَسَقٌ مُهْمَل এ جَسَق শব্দটি مُهْمَل তথা অর্থহীন। هٰذَا لَفْظُ دَيْزٌ مَقْلُوْبُ زَيْدٍ এ-دَيْز শব্দটি زَيْد এর উল্টোরূপ।

اِعْلَمْ اَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللّٰهُ ظَاهِرٌ فِىْ اَنَّ نَحْوَ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا بِمَجْمُوْعِه كَلَامٌ بِخِلَافِ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُفَصَّلِ حَيْثُ قَالَ اَلْكَلَامُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ اُسْنِدَتْ اِحْدٰيهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى فَاِنَّهٗ صَرِيْحٌ فِىْ اَنَّ الْكَلَامَ هُوَ ضَرَبْتُ وَالْمُتَعَلِّقَاتُ خَارِجَةٌ عَنْهُ ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ صَاحِبَ الْمُفَصَّلِ وَصَاحِبَ اللُّبَابِ ذَهَبَا اِلٰى تَرَادُفِ الْكَلَامِ وَالْجُمْلَةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ اَيْضًا يَنْظُرُ اِلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّهٗ قَدِ اكْتَفٰى فِىْ تَعْرِيْفِ الْكَلَامِ بِذِكْرِ الْاِسْنَادِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهٖ مَقْصُوْدًا لِذَاتِهٖ وَمَنْ جَعَلَهٗ اَخَصَّ مِنَ الْجُمْلَةِ قَيَّدَهٗ بِهٖ فَحِيْنَئِذٍ يَصْدُقُ الْجُمْلَةُ عَلَى الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ الْوَاقِعَةِ اَخْبَارًا اَوْ اَوْصَافًا بِخِلَافِ الْكَلَامِ وَفِىْ بَعْضِ الْحَوَاشِىْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاِسْنَادِ هُوَ الْاِسْنَادُ الْمَقْصُوْدُ لِذَاتِهٖ وَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ اَيْضًا اَخَصَّ مِنَ الْجُمْلَةِ ـ

সহজ তরজমা

মুসান্নিফ রহ. এর 'কালাম' এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, ضَرَبْتُ زَيْدًا তার সমস্ত অংশসহ كَلَام পক্ষান্তরে মুফাসসাল প্রণেতার كَلَام এর বিপরীত। কেননা তিনি (كَلَام-এর সংজ্ঞা এরকম) বলেছেন : اَلْكَلَامُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ اُسْنِدَتْ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى (কালাম হচ্ছে তাই যেটি দু'টি কালিমা দ্বারাই গঠিত হয়, এদের একটিকে অপরটির দিকে নিসবত করা হয়)। সুতরাং এ (সংজ্ঞা)টি এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, কালাম শুধু ضَرَبْتُ-ই আর মুতা'আল্লিকগুলো (زَيْدًا قَائِمًا) কালামের বহির্ভূত। এরপর জেনে রাখা উচিত যে, মুফাসসাল প্রণেতা ও লুবাব প্রণেতা كَلَام ও جُمْلَه-কে মুরাদিফ তথা একার্থবোধক বলেছেন। আর মুসান্নিফের কালামও এদিকেই ধাবিত। কেননা তিনি কালামের সংজ্ঞায় সাধারণভাবে ইসনাদ উল্লেখের উপর যথেষ্ট করেছেন এবং একে مَقْصُوْد لِذَاتِه হওয়ার কয়েদের সাথে কয়েদযুক্ত করেন নি। আর যিনি কালামকে জুমলা থেকে বিশেষতর বলেছেন, তিনি ইসনাদকে مَقْصُوْد لِذَاتِه হওয়ার কয়েদের সাথে মুকায়্যাদ করেছেন। তখন جُمْلَه-এর বাস্তবায়ন যে-সব সংবাদমূলক বাক্যের উপরও হবে, যা কারো খবর বা সিফত অবস্থিত হয়। আর কালামটি এর বিপরীত। কোনো কোনো পার্শ্বটীকায় রয়েছে, اِسْنَاد مَقْصُوْد لِذَاتِه-ই اِسْنَاد দ্বারা উদ্দেশ্য। তখন মুসান্নিফের মতেও কালাম জুমলা থেকে খাস হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اِعْلَمْ اَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ رح এ ইবারতটি দ্বারা শারেহ صَاحِب مُفَصَّل এবং আল্লামা ইবনে হাজিবের মধ্যে مُتَعَلِّقَات-ও كَلَام-এর ব্যাপারে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা বর্ণনা করেছেন। মতবিরোধটা হল, কালামের মুতাআল্লিকাত কালামের অন্তর্ভুক্ত, নাকি কালাম শুধু মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহিকে বলা যাবে এবং مُتَعَلِّقَات-কে বহির্ভূত মনে করা যাবে? শারেহ রহ. বলেছেন, মুফাসসাল প্রণেতা কালামের সংজ্ঞা দিয়েছেন اَلْكَلَامُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ اُسْنِدَتْ اِحْدٰيهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى এতে মুবতাদা ও খবর দুটিই مُعَرَّف بِاللَّامِ হয়েছে এবং মাঝে

যমীরে ফছল هُوَ রয়েছে, যার দ্বারা حَصَر বা সীমাবদ্ধতা বুঝা যাচ্ছে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, صَاحِب مُفَصَّل এর মতে শুধু দুই কালিমার নামই কালাম; এর অতিরিক্ত শব্দকে কালাম বলা যাবে না। তাই কালামের مُتَعَلِّقَات-কে কালাম থেকে বহির্ভূত মনে করা হবে। আর মুসান্নিফ কালামের সংজ্ঞা দিয়েছেন, مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْن দ্বারা। এতে এমন কোনো শব্দ নেই, যার দ্বারা কালাম দুই কালিমার মধ্যে সীমাবদ্ধ বুঝা যায়। তাই দুই কালিমার অতিরিক্তকেও কালাম বলা যাবে; দুই কালিমা থেকে কম না হওয়া বিধেয়। এ জন্য মুসান্নিফের মতে কালামের مُتَعَلِّقَات ও কালামের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ : ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْمُفَصَّلِ الخ : এটি অপর একটি মতবিরোধ যাকে শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, كَلَام এবং جُمْلَة-এর মধ্যে কি নিসবত; এ দুটির মেসদাক একই বস্তু, নাকি ভিন্ন ভিন্ন? শারেহ রহ. বলছেন, صَاحِب مُفَصَّل এবং صَاحِب لُبَاب তাঁরা উভয়ের মত হল, كَلَام ও جُمْلَه দুটি مُتَرَادِف তথা সমার্থবোধক, মুসান্নিফের মতও তাই বুঝা যাচ্ছে। কারণ, মুসান্নিফ রহ. কালামের সংজ্ঞায় مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْن بِالْإِسْنَاد বলেছেন। ইসনাদকে مَقْصُوْدًا لِذَاتِه র কয়েদের সাথে مُقَيَّد করেন নি। আর যাদের মতে কালাম জুমলা থেকে خَاص (যেমন : صَاحِب تَسْهِيْل) তাদের মতে كَلَام -এর সংজ্ঞায় ইসনাদকে مَقْصُوْدًا لِذَاتِه-এর কয়েদ দ্বারা مُقَيَّد করা যায়।

قَوْلُهُ : وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي الخ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল شَرْح هِنْدِي একে بَعْضُ الْحَوَاشِي বলে এজন্য ব্যক্ত করেছেন, মুতাকাদ্দিমীনদের তরীকা ছিল তাঁরা শরাহকে হাশিয়া তথা পার্শ্বটীকার সুরতে লিখতেন।

بَعْض الْحَوَاشِي-এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সারমর্ম হল, মুসান্নিফ كَلَام এর সংজ্ঞায় যে بِالْإِسْنَاد শব্দটি বলেছেন, এ ইসনাদ দ্বারা إِسْنَاد مَقْصُوْد لِذَاتِه উদ্দেশ্য। যদি ব্যাপার তাই হয়, তা হলে মুসান্নিফের মতেও كَلَام টা جُمْلَة থেকে খাস হবে। এ কথা কিভাবে বুঝা গেল যে, إِسْنَاد দ্বারা إِسْنَاد مَقْصُوْد لِذَاتِه উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে বলা যাবে যে, ফায়দা হচ্ছে إِذَا أُطْلِقَ الْمُطْلَقُ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ অর্থাৎ যখন মুতলাককে মুতলাক তথা সাধারণ রাখা হয়, তখন তা দ্বারা فَرْد كَامِل উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর ইসনাদের মধ্যে فَرْد كَامِل হল ওই إِسْنَاد যেটি مَقْصُوْد لِذَاتِه হয়।

وَلَا يَتَأَتّٰى اَىْ لَا يَحْصُلُ **ذٰلِكَ** اَيِ الْكَلَامِ **اِلَّا فِىْ** ضِمْنِ اِسْمَيْنِ اَحَدُهُمَا مُسْنَدٌ وَالْاٰخَرُ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ اَوْ فِىْ ضِمْنِ **اِسْمٍ** مُسْنَدٍ اِلَيْهِ **وَفِعْلٍ** مُسْنَدٍ وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ اَوْ فِىْ فِعْلٍ وَاِسْمٍ فَاِنَّ التَّرْكِيْبَ الثُّنَائِىَّ الْعَقْلِىَّ بَيْنَ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ يَرْتَقِىْ اِلٰى سِتَّةِ اَقْسَامٍ ثَلٰثَةٌ مِنْهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اِسْمٍ وَاِسْمٍ فِعْلٍ وَفِعْلٍ حَرْفٍ وَحَرْفٍ وَثَلٰثَةٌ مِنْهَا مِنْ جِنْسَيْنِ اِسْمٍ وَفِعْلٍ اِسْمٍ وَحَرْفٍ فِعْلٍ وَحَرْفٍ وَمِنَ الْبَيِّنِ اَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ بِدُوْنِ الْاِسْنَادِ وَالْاِسْنَادُ لَا بُدَّ لَهٗ مِنْ مُسْنَدٍ وَمُسْنَدٍ اِلَيْهِ وَهُمَا لَا يَتَحَقَّقَانِ اِلَّا فِىْ اِسْمَيْنِ اَوْ اِسْمٍ وَفِعْلٍ وَاَمَّا الْاَقْسَامُ الْاَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ فَفِى الْحَرْفِ وَالْحَرْفِ كِلَاهُمَا مَفْقُوْدَانِ وَفِى الْفِعْلِ وَالْفِعْلِ وَفِى الْفِعْلِ وَالْحَرْفِ اَلْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مَفْقُوْدٌ وَ فِى الْاِسْمِ وَالْحَرْفِ اَحَدُهُمَا مَفْقُوْدٌ فَاِنَّ الْاِسْمَ اِنْ كَانَ مُسْنَدًا فَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مَفْقُوْدٌ وَاِنْ كَانَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ فَالْمُسْنَدُ مَفْقُوْدٌ ۔

সহজ তরজমা

আর এটি তথা কালাম অর্জিত হবে না, তবে দু'টি ইসম এর মধ্য দিয়ে। এ দু'য়ের একটি মুসনাদ এবং অপরটি মুসনাদ ইলাইহি হবে অথবা একটি ইসম অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহি এবং একটি ফে'ল এর মধ্য দিয়ে যেটি হবে মুসনাদ। আর (কাফিয়ার) কতিপয় নুসখায় রয়েছে, اَوْ فِعْلٍ وَ اِسْمٍ)। كَلَام এর এ দু'টি সুরতে সীমাবদ্ধ হওয়ার) কারণ হল, تَرْكِيْب ثُنَائِى عَقْلِىَ (যৌক্তিক দ্বৈত তারকীব) যা প্রকার তিনটির মধ্যে রয়েছে তা ছয় প্রকারের দিকে উন্নীত হয়। এদের তিনটি একই প্রকার দ্বারা গঠিত হবে : (১) ইসম-ইসমে, (২) ফে'ল-ফে'লে, (৩) হরফ-হরফে এবং তিনটি হবে দু'প্রকারে : (১) ইসম-ফে'লে, (২) ইসম-হরফে, (৩) ফে'ল-হরফে।

আর এ কথা স্পষ্ট যে, কালাম ইসনাদ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। অথচ ইসনাদের জন্য মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি হওয়াটা আবশ্যক। আর এ দু'টি দুই ইসম অথবা এক ইসম ও ফে'লের অভ্যন্তরেই প্রমাণিত হতে পারে। আর বাকি প্রকার চারটি তথা

(১) হরফ-হরফের মধ্যে (মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি) দু'টিই অনুপস্থিত,

(২) ফে'ল-ফে'লে,

(৩) ফে'ল-হরফের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহি অনুপস্থিত এবং

(৪) ইসম-হরফের মধ্যে এ দুটির (মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহির) একটি অনুপস্থিত। কেননা ইসমটি মুসনাদ হলে মুসনাদ ইলাইহি অনুপস্থিত হবে, আর মুসনাদ ইলাইহি হলে মুসনাদ অনুপস্থিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلَا يَتَاتّٰى اَىْ لَا يَحْصُلُ : প্রশ্ন হত যে, اِتْيَان (আসা) তো হল ذَوِى الْعُقُوْل এর সিফত, কালামের দিকে এর সম্বন্ধ করাটা শুদ্ধ নয়। কেননা কালাম বা বাক্য ذَوِى الْعُقُوْل এর মধ্য থেকে নয়? শারেহর রহ. এর জবাব দিয়েছেন لَا يَحْصُل দ্বারা। অর্থাৎ এখানে اِتْيَان বা আসা দ্বারা حُصُوْل বা অর্জন উদ্দেশ্য। কারণ, اِتْيَان এর জন্য حُصُوْل লাযিম। এ জন্য مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِلَّا فِىْ ضِمْنِ اِسْمَيْنِ : এ ضِمْن শব্দটি শারেহ রহ. একটি প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধি করেছেন। প্রশ্নটি হল, ذٰلِكَ-এর مشار اليه হচ্ছে كَلَام যার ফলে ইবারতটির মর্ম হল, কালাম অর্জিত হয় না তবে দু'টি ইসমের মধ্যে অথবা একটি ইসম ও একটি ফে'লের মধ্যে। আর একথা স্পষ্ট যে, দু'টি ইসম হোক কিংবা একটি ইসম ও একটি ফে'ল হোক, তাও তো কালামই। সুতরাং এর সারকথা হল, কালাম অর্জিত হয় না তবে কালামে মধ্যে। আর এটি ظَرْفِيَّةُ الشَّئِ لِنَفْسِه (যা অবৈধ)। শারেহ রহ. ضِمْن শব্দটি বৃদ্ধি করে এ প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কালাম তো হচ্ছে আম আর اِسْمَيْن অথবা اسم ও فعل হচ্ছে খাস। সুতরাং খাস সরফ হয়েছে আম এর জন্য। অথবা বলা যাবে যে, مُطْلَق كَلَام তো হল كلى এবং اسمين বা اسم ও فعل হল তার جزئى। মোটকথা, এ দু'অবস্থায় اسم ও فعل এক হয় না, তাই ظَرْفِيَّةُ الشَّئِ لِنَفْسِه লাযিম আসবে না।

قَوْلُهٗ : فَاِنَّ التَّرْكِيْبَ الثُّنَائِىَّ الْعَقْلِىَّ الخ : মুসান্নিফ রহ. কালাম অর্জিত হওয়ার শুধু দু'টি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ১. দু'টি ইসম দ্বারা। এদের একটি মুসনাদ ইলাইহি হবে এবং অপরটি হবে মুসনাদ। ২. অথবা একটি ইসম ও একটি ফে'ল দ্বারা। ইসমটি হবে মুসনাদ ইলাইহি আর ফেলটি হবে মুসনাদ।

শারেহ রহ. কালাম গঠনের عَقْلًا যে ছয়টি সম্ভাবনা রয়েছে, এগুলোকে বর্ণনা করে শুধু এ দু'টি সুরতে সীমা বদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করছেন।

وَنَحْوُ يَا زَيْدُ تَقْدِيْرُ اَدْعُوْ زَيْدًا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ تَرْكِيْبِ الْحَرْفِ وَالْاِسْمِ بَلْ مِنْ تَرْكِيْبِ الْفِعْلِ وَالْاِسْمِ الَّذِيْ هُوَ الْمَنْوِيُّ فِيْ اَدْعُوْ وَهُوَ اَنَا **اَلْاِسْمُ مَا دَلَّ** اَيْ كَلِمَةٌ دَلَّتْ **عَلٰى مَعْنًى** كَائِنٍ **فِيْ نَفْسِهٖ** اَيْ فِيْ نَفْسِ مَا دَلَّ يَعْنِيْ الْكَلِمَةَ فَتَذْكِيْرُ الضَّمِيْرِ بِنَاءً عَلٰى لَفْظِ الْمَوْصُوْلِ ـ

সহজ তরজমা

আর يَا زَيْدُ এর মতো বাক্য। اَدْعُوْ زَيْدًا এর تَقْرِيْر এর সাথে হয়েছে। সুতরাং এটি হরফ ও ইসম দ্বারা কালাম গঠিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত হল না বরং ফে'ল ও ইসম এর তারকীবের মধ্য থেকে হলো যে (ইসম)টি اَدْعُوْ ফে'লের মধ্যে গোপন রয়েছে। আর তা হচ্ছে (মুতাকাল্লিমের যমীর) اَنَا ।

اِسْم তাকে তথা ওই কালিমাকে বলা হয়, এমন অর্থ বুঝায় যা তার নিজের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ যা কালিমার (নিজসত্তার) মধ্যে রয়েছে। সুতরাং (نَفْسِهٖ) যমীরটিকে পুংলিঙ্গবোধক আনা হয়েছে (مَا) ইসমে মাওসূলটির শব্দের ভিত্তিতে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَنَحْوُ يَا زَيْدُ : মুসান্নিফ كَلَام সীমাবদ্ধ হওয়ার যে দু'টি সুরতই শুধু বর্ণনা করেছেন, তার উপর প্রশ্ন হত যে, يَا زَيْدُ এর মতো উদাহরণ সকলের মতেই كَلَام অথচ এতে একটি হরফ يَا এবং অপরটি ইসম زَيْد। সুতরাং কালাম গঠিত হল একটি ইসম ও একটি হরফ দ্বারা। এতে বুঝা গেল শুধু দুই সুরতে সীমাবদ্ধতা ঠিক নয়। শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, يَا হরফে নেদাটি اَدْعُوْ স্থলাভিষিক্ত, আর اَدْعُوْ হচ্ছে ফে'ল, এতে اَنَا যমীর রয়েছে যা ফায়েল। সুতরাং তার কিবটি একটি ইসম ও একটি ফে'ল দ্বারা হল; হরফও ইসম দ্বারা নয়।

قَوْلُهٗ : اَلْاِسْمُ مَادَلَّ : এর পূর্বে كَلِمَة ও كَلَام এর সংজ্ঞা এবং এর প্রকারাদি বর্ণনা করেছিলেন। এখন كَلِمَة-এর প্রকারাদির সংজ্ঞা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করছেন। كَلِمَه-এর প্রকারাদির মধ্যে اِسْم হচ্ছে عُمْدَه বা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইসম মুসনাদ ইলাইহি এবং মুসনাদ দু'টাই হতে পারে, এ জন্য প্রথমে এর সংজ্ঞা বর্ণনা করছেন।

قَوْلُهٗ : اَيْ كَلِمَةٌ دَلَّتْ : প্রশ্ন হত যে, اِسْم এর সংজ্ঞায় مَا শব্দটির মধ্যে চারটি সম্ভাবনা রয়েছে। আর তার সবই বাতিল। (১) مَا দ্বারা شَيْئ তথা বস্তু উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় اِسْم এর সংজ্ঞায় دَوَال اَرْبَعَه তথা عُقُوْد ، نَصَب ও خُطُوْط ও اِشَارَات এর উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কারণ, এসবই شَيْئ এর মেসদাক এবং নিজ নিজ অর্থ বুঝিয়ে থাকে। (২) مَا দ্বারা لَفْظ বা শব্দ উদ্দেশ্য করা হবে। এমতাবস্থায় اِسْم এর সংজ্ঞা مُرَكَّب এর উপর ও বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। অথচ মুরাক্কাব ইসম হয় না। ইসম তো কালিমার এক প্রকার। আর কালিমা মুফরাদ হয় মুরাক্কাব নয়। (৩) مَا দ্বারা كَلِمَة উদ্দেশ্য হবে। এমতাবস্থায় دَلَّ-এর যমীর এবং তার মারজা مَا শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য হবে না। কারণ, دَلَّ-এর মধ্যে যমীরটিই হল পুংলিঙ্গ আর مَا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে كَلِمَة যেটি স্ত্রীলিঙ্গ। (৪) مَا দ্বারা اِسْم উদ্দেশ্য করা হবে। এমতাবস্থায় اَخْذُ الْمَحْدُوْد فِى الْحَدِّ তথা সংজ্ঞার মধ্যে সংজ্ঞিতকে গ্রহণ করা লাযিম আসবে (যা বৈধ নয়) শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, مَا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে كَلِمَة আর دَلَّ-এর পুংলিঙ্গ বোধক যমীর لَفْظ এর প্রেক্ষিতে مَا مَوْصُوْل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর مَا শব্দটি لَفْظ-এর প্রেক্ষিতে পুংলিঙ্গ।

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِى الْاِيْضَاحِ شَرْحِ الْمُفَصَّلِ اَلضَّمِيْرُ فِىْ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ يَرْجِعُ اِلٰى مَعْنًى اَىْ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى بِاِعْتِبَارِهٖ فِىْ نَفْسِهٖ وَبِالنَّظْرِ اِلَيْهِ فِىْ نَفْسِهٖ لَا بِاِعْتِبَارِ اَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ كَقَوْلِكَ اَلدَّارُ فِىْ نَفْسِهَا حُكْمُهَا كَذَا اَىْ لَا بِاِعْتِبَارِ اَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا وَلِذٰلِكَ قِيْلَ اَلْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ اَىْ حَاصِلٌ فِىْ غَيْرِهٖ اَىْ بِاِعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهٖ لَا بِاِعْتِبَارِهٖ فِىْ نَفْسِهٖ اِنْتَهٰى كَلَامُهٗ ـ

সহজ তরজমা

মুসান্নিফ রহ. (তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব) মুফাসসলের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-ঈযাহ এর মধ্যে বলেছেন যে, مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ র যমীর مَعْنًى-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ (اِسْم ওই কালিমাকে বলা হয়) যে এমন অর্থ বুঝায় যা فِىْ نَفْسِهٖ মুতাবার [মৌলিকভাবে গ্রহণযোগ্য] এবং فِىْ টা مَنْظُوْر اِلَيْهِ (প্রেক্ষিতে) হয়, কোনো বহিরাগত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নয়। যেমন– তোমার উক্তি اَلدَّارُ فِىْ نَفْسِهَا حُكْمُهَا كَذَا (বাড়ীটির মূল্য তার নিজ সত্তা হিসেবে এত) কোনো বাহিরের বস্তুর প্রেক্ষিতে (এ মূল্য) নয়। আর এ জন্যই বলা হয়েছে যে, হরফ ওই কালিমা যে এমন অর্থ বুঝায়, যা তার ভিন্নের মধ্যে অর্জিত রয়েছে। অর্থাৎ তার সম্পৃক্ত বিষয়টির (مُتَعَلِّق) প্রেক্ষিতে (অর্জিত) রয়েছে; হরফের নিজ সত্তার প্রেক্ষিতে নয়। মুসান্নিফের কথা এখানে সমাপ্ত হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : قَالَ الْمُصَنِّفُ فِى الْاِيْضَاحِ : ইতঃপূর্বে শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন, فِىْ نَفْسِهٖ -র মধ্যে هَا যমীরটি مَا এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যার দ্বারা কালিমা উদ্দেশ্য। এখন قَالَ الْمُصَنِّفُ দ্বারা যমীরটির مَرْجَع-এর ব্যাপারে যে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি রয়েছে তা বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ মুসান্নিফ রহ. স্বরচিত মুফাসসালের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ঈযাহ' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, فِىْ نَفْسِهٖ-এর যমীরটি مَعْنٰى-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হয়, مَعْنٰى-এর দিকে যদি যমীরটিকে ফিরানো হয়, তা হলে مَعْنٰى-কে مَعْنٰى-এর মধ্যে হওয়াটা লাযিম আসে। আর এটা তো ظَرْفِيَّةُ الشَّيْئِ لِنَفْسِهٖ হল, যা জায়েয নয়? শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, فِىْ শব্দটি এ'তেবার অর্থে এসেছে। এখন বাক্যের স্বরূপ এরকম হবে : اَلْاِسْمُ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى مُعْتَبَرٍ فِىْ نَفْسِهٖ অর্থাৎ اِسْم এমন কালিমা যে এরূপ অর্থ বুঝায়, যা তার নিজের মধ্যে মু'তাবার বা বিবেচিত রয়েছে তথা তার মধ্যে অন্য কোনো কালিমার এ'তেবার বা লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই, স্বয়ং তার সত্তাই এরূপ যে, অর্থ বুঝিয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে মর্ম بِالنَّظْرِ اِلَيْهِ فِىْ نَفْسِهٖ এর। হরফের মধ্যে এ বিষয়টি পাওয়া যায় না। কারণ, তার অর্থটি مَنْظُوْر اِلَيْهِ فِىْ نَفْسِهٖ তথা নিজ সত্তায় মু'তাবার ও বিবেচিত নয় বরং তাতে বহির্ভূত বিষয় তথা অন্য কালিমার প্রতি লক্ষ্য করতে হয়।

قَوْلُهٗ : كَقَوْلِكَ اَلدَّارُ فِىْ نَفْسِهَا حُكْمُهَا كَذَا : একথাটি সনদ বা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন অর্থাৎ তিনি বলেন : আমরা যে বলেছি এখানে فِىْ শব্দটি এ'তেবারের অর্থে এসেছে, এটা শুধু কাল্পনিক নয়; আরবগণের নিকট এর ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। যেমন : উল্লেখিত উদাহরণ اَلدَّارُ فِىْ نَفْسِهَا حُكْمُهَا كَذَا-এর মধ্যে। এর মর্ম হল, বাড়ীটির মূল্য খোদ নিজ সত্তা হিসেবে এত তথা ব্যয়মূল্য ও খরচ এত। আর যদি এ দিক বিবেচনা করা হয় যে, বাড়িটি শহরে অবস্থিত রয়েছে, ষ্টেশনের নিকটে রয়েছে, বিভিন্ন আশংকা থেকে নিরাপদ রয়েছে, তা হল তো এর মূল্য অনেক গুণ বেশি হবে।

وَمَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ حَيْثُ قَالَ كَمَا اَنَّ فِى الْخَارِجِ مَوْجُوْدًا قَائِمًا بِذَاتِهِ وَمَوْجُوْدًا قَائِمًا بِغَيْرِهِ كَذٰلِكَ فِى الذِّهْنِ مَعْقُوْلٌ هُوَ مُدْرِكٌ قَصْدًا مَلْحُوْظًا فِىْ ذَاتِهِ يَصْلُحُ اَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ وَبِهِ وَمَعْقُوْلٌ هُوَ مُدْرِكٌ تَبْعًا وَاٰلَةٌ لِمُلَاحَظَةِ غَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ لِشَيْئٍ مِنْهُمَا فَالْاِبْتِدَاءُ مَثَلًا اِذَا لَا حَظَهُ الْعَقْلُ قَصْدًا وَبِالذَّاتِ كَانَ مَعْنًى مُسْتَقِلًّا بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ مَلْحُوْظًا فِىْ ذَاتِهِ وَلَزِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلِّقِهِ اِجْمَالًا وَتَبْعًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى ذِكْرِهِ وَهُوَ بِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ مَدْلُوْلُ لَفْظِ الْاِبْتِدَاءِ فَقَطْ ـ

সহজ তরজমা

আর মাহসূল বা ফলাফল তাই, যাকে কোনো তত্ত্বজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, যেভাবে বাইরে (বিদ্যমানের দু'টি প্রকার রয়েছে) একটি হল এমন মাওজুদ, যেটি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন– جَوْهَر) আরেকটি এমন মওজুদ বা বিদ্যমান বস্তু, যেটি অপরের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত। (যেমন– عَرَض) তেমনিভাবে মস্তিষ্কের মধ্যেও (বিদ্যমান বস্তুর দু'টি প্রকার রয়েছে); একটি হল ওই বোধগম্য বস্তু যেটি স্বভাবতই বিদিত ও লক্ষিত হয় এবং মাহকূম আলাইহিও মাহকূম বিহি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর অপরটি হল ওই বোধগম্য বিষয়, যেটি স্বাভাবিকভাবেই নয় বরং অনুগামী হয়ে জানা হয় এবং অপরটির প্রতি লক্ষ্য করার জন্য মাধ্যম হয়। তাই এটি মাহকূম আলাইহি ও মাহকূম বিহির (উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের) মধ্য থেকে কোনোটার যোগ্যতা রাখে না। উদাহরণস্বরূপ اِبْتِدَاء বা শুরুকে (ধরেন যে,) যখন আকল স্বাভাবিকভাবে সরাসরি লক্ষ্য করবে, তখন তার অর্থ مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْمِيَّة (বুঝানোর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ) ও مَلْحُوْظ فِىْ ذَاتِهِ (নিজ সত্তার প্রতিই লক্ষণীয়) হবে, আর তার মুতাআল্লাক বুঝাটা লাযিম হবে আনুসঙ্গিকভাবে ও অনুগামী হিসেবে, ওই মুতাআল্লাকটি উল্লেখ করার আবশ্যকতা ব্যতিরেকে। আর ওই مَعْنٰى مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْمِيَّة টি এ হিসেবে শুধু اِبْتِدَاء শব্দের অর্থ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمَحْصُوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ : মুসান্নিফের যে কথাটি 'ঈযাহ' গ্রন্থে ছিল, তার মধ্যে কিছুটা সংক্ষেপণ ছিল। এজন্য مَحْصُوْل দ্বারা এর তাফসীল বা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করছেন। بَعْضُ مُحَقِّقِيْن বা কোনো তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা সৈয়দ সনদ জুরজানী উদ্দেশ্য। ذَكَرَهُ শব্দটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, مَحْصُوْل এর অধীনে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁর নিজের তাহকীক নয় বরং অন্যের কথা যাকে সৈয়দ সাহেব বর্ণনা করেছেন। مَحْصُوْل এর পূর্বে 'ঈযাহ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে اِسْم ও حَرْف এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ দুটি বিষয় اُمُوْر عَقْلِيَّة যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়াদির অন্তর্গত। এবারে এগুলোকে اُمُوْر حِسِّيَّة বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে তুলনা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। مَحْصُوْل এর সারকথা হল, تَشْبِيْهُ الْمَعْقُوْل بِالْمَحْسُوْس 'যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে তুলনা প্রদান করা'। তুলনাটির সারকথা হল, যেভাবে مَوْجُوْد فِى الْخَارِج বা বাহ্যজগতের বিদ্যমান বস্তু দুই প্রকার। যেমন : ১. قَائِمٌ بِالذَّاتِ বা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত, যার বিদ্যমানতাটা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজির অস্তিত্বে কোনো মহল বা স্থানের প্রয়োজন হয়

না। তাকে جَوْهَر (স্বাধিষ্ঠ) বলা হয়। ২. قَائِمٌ بِالْغَيْرِ বা অন্যের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত, যার বিদ্যমানতাটা স্বয়ং পূর্ণ হয় না বরং তার অস্তিত্বে কোনো মহলের মুখাপেক্ষী হয়। তাকে عَرَض [আপতন] বলা হয়। جَوْهَر এর উদাহরণ, যেমন : جِسْم বা সাধারণ দেহ। কেননা তা নিজের অস্তিত্বে কোনো মহলের মুখাপেক্ষী নয়। عَرَض এর উদাহরণ, যেমন : لَوْن বা রং। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মহল তথা দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত না হবে, তার অস্তিত্ব হতে পারে না। সুতরাং যেভাবে مَوْجُوْد فِى الْخَارِجِ এর এ দু'টি প্রকার রয়েছে, তেমনিভাবে مَعْقُوْل بِالذِّهْنِ বা মনোজগতে বোধগম্য বস্তুরও দু'টি প্রকার রয়েছে।

১. مُدْرَك بِالذَّاتِ বা নিজে নিজে বোধগম্য বস্তু, যাকে স্বাভাবিকভাবে ও সত্তাগতভাবে উপলব্ধি করার যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ যেমনি মাহকূম ইলাইহি হতে পারে– যেমন : اَلْقَائِمُ زَيْدٌ আবার মাহকূম বিহিও হতে পারে। যেমন : زَيْدٌ الْقَائِمُ অথবা শুধু মাহকূম বিহি হতে পারে। যেমন : زَيْدٌ ضَرَبَ এটি হচ্ছে جَوْهَر এর সদৃশ, তার মেসদাক হল اِسْم ও فِعْل

২. যেটি مُدْرَك بِالْغَيْرِ হয় তথা অন্যের সাহায্য বোধগম্য হয়, নিজে নিজে তাকে উপলব্ধি করা যায় না; বরং অনুগামী তার সাথে হয়। অর্থাৎ যেটি নিজে নিজে উপলব্ধি হয়, তার অনুগামী হয়ে তাকে উপলব্ধি করা যায়। তার মধ্যে মাহকূম আলাইহি ও মাহকূম বিহি হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। এটি عَرَض এর সদৃশ হয়, তার মেসদাক হল حَرْف।

قَوْلُهُ : فَالْاِبْتِدَاءُ مَثَلاً الخ : শারেহ রহ. এর পূর্বে مَعْقُوْل এর দু'টি প্রকার বর্ণনা করেছেন। ১. مُدْرَك بِالذَّاتِ ও ২. مُدْرَك بِالْغَيْرِ এবারে উদাহরণ দ্বারা একে স্পষ্ট করেছেন। বলেছেন, اِبْتِدَاء বা শুরুর দু'টি অবস্থা রয়েছে। ১. তার মধ্যে মাসদারী অর্থের অবস্থা বিবেচিত হবে। এ হিসেবে এটি مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْمِيَّة এবং مَلْحُوْظ بِالذَّاتِ হবে, নিজের অর্থ বুঝাতে অন্য কোনো শব্দের মুখাপেক্ষী হবে না। এমতাবস্থায় তার মধ্যে মাহকূম আলাইহি এবং মাহকূম বিহি হওয়ার যোগ্যতাও থাকবে। اِبْتِدَاء এ হিসেবে اِسْم।

قَوْلُهُ : وَلَزِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلِّقِهِ اِجْمَالاً الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, اِبْتِدَاء বা শুরু তো হচ্ছে একটি নিসবত। مبدء به (যার দ্বারা শুরু হয়েছে) এবং مُبْدَء مِنْهُ (যার থেকে শুরু হয়েছে) এর মাঝে তাকে উপলব্ধি করা, এ দুটি ব্যতিরেকে হতে পারে না। তা হলে তো এটি مُسْتَقِل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হল না। আর যখন مُسْتَقِل হল না, তা হলে اِسْم এর মেসদাক হবে কেমন করে?

শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, اِبْتِدَاء-এর تَعَقُّل বা উপলব্ধি তার مُتَعَلَّق তথা مُبْدَء مِنْهُ এবং مَبْدَء بِه এর উপর অবশ্যই নির্ভরশীল হয় বটে, তবে اِبْتِدَاء-এর অর্থ বুঝার জন্য তার مُتَعَلَّق এর সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট; এটা আবশ্যক নয় যে, কোনো বিশেষ কাজ হতে হবে যার শুরু করা যাচ্ছে অথবা বিশেষ কোনো স্থান হতে হবে যার শুরু করা যাচ্ছে অথবা বিশেষ কোনো স্থান হতে হবে যা থেকে শুরু করা যাবে, তখন اِبْتِدَاء বা শুরুর অর্থ বুঝে আসবে; বরং শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, কোনো না কোনো কাজ রয়েছে, যার শুরু করা যাচ্ছে এবং কোনো না কোনো স্থান রয়েছে সেখান থেকে শুরু হচ্ছে। আর اِبْتِدَاء বা শুরু মুতাআল্লাক এর এই اِجْمَالِى বা সাধারণ উপলব্ধিটা স্বয়ং اِبْتِدَاء শব্দটি দ্বারাই বুঝে এসে যায়, স্বতন্ত্রভাবে মুতাআল্লাক উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া এরকম সাধারণ উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল হলে اِسْتِقْلَال বা স্বয়ংসম্পূর্ণতায় ক্ষতি আসে না। সুতরাং اِبْتِدَاء শব্দটি যেটি মাসদার তার اِسْتِقْلَال এর মধ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না।

فَلَا حَاجَةَ فِى الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ اِلٰى ضَمِّ كَلِمَةٍ اُخْرٰى اِلَيْهِ لِتَدُلَّ عَلٰى مُتَعَلَّقِهٖ وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ اِنَّ لِلْاِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعْنًى كَائِنًا فِىْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَاِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصْرَةِ مَثَلًا وَجَعَلَهٗ اٰلَةً لِتَعَرُّفِ حَالِهِمَا كَانَ مَعْنًى غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ وَلَا يُمْكِنُ اَنْ يَتَعَقَّلَ اِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلَّقِهٖ بِخُصُوْصِهٖ وَلَا اَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اِلَّا بِضَمِّ كَلِمَةٍ اُخْرٰى دَالَّةٌ عَلٰى مُتَعَلَّقِهٖ وَالْحَاصِلُ اَنَّ لَفْظَ الْاِبْتِدَاءِ مَوْضُوْعٌ لِمَعْنًى كُلِّيٍّ .

সহজ তরজমা

সুতরাং তখন (اِبْتِدَاء শব্দটির জন্য) এ অর্থটি বুঝাতে (بَصْرَة ও سَيْر মতো) অন্য কোনো কালিমার সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই তার মুতাআল্লাক বুঝানোর জন্য। আর এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য নাহবীদের উক্তি "ইসম ও ফেলের এমন অর্থ রয়েছে, যা স্বয়ং কালিমার মধ্যে রয়েছে, যার প্রতি কালিমা নির্দেশ করে" দ্বারা। আর আকল যখন এ (اِبْتِدَاء শব্দের) অর্থটা এ হিসেবে লক্ষ্য করবে যে, এটি উদাহরণত سَيْر ও بَصْرَه র মধ্যকার একটি অবস্থা এবং একে দুটির অবস্থা জানার জন্য মাধ্যম বানাবে, তা হলে (এ হিসেবে اِبْتِدَاء র অর্থ) একটি مَعْنٰى غَيْر مُسْتَقِل বা অস্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিশেষ মুতাআল্লাক উল্লেখ না করা হবে তার অর্থ বুঝা সম্ভব হবে না এবং না এ অর্থ বুঝাতে পারবে যতক্ষণ না তার সাথে অন্য কোনো কালিমা মিলানো যাবে, যা তার মুতাআল্লাকের প্রতি নির্দেশ করবে। (আর اِبْتِدَاء শব্দ এবং مِنْ শব্দের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তার) মোটকথা, اِبْتِدَاء শব্দটি একটি সামগ্রিক অর্থ দানের জন্য গঠিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لِتَدُلَّ عَلٰى مُتَعَلَّقِهٖ الخ : এ ইবারতটি এনে শারেহ রহ. বলেছেন, اِبْتِدَاء বা শুরু যেটি মাসদারী অর্থের সুরতে রয়েছে, তার জন্য নিজের মুতাআল্লাক বুঝানোর ক্ষেত্রে কোনো কালিমা মিলানোর প্রয়োজন নেই, তবে পরিপূর্ণ ফায়দা লাভ হওয়ার জন্য অন্য কালিমা মিলানোর প্রয়োজন তাতেও রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَاِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ الخ : এখান থেকে اِبْتِدَاء র দ্বিতীয় অবস্থাটির বর্ণনা করা হচ্ছে। এর মর্ম হচ্ছে, اِبْتِدَاء কে যদি এ হিসেবে লক্ষ্য করা হয় যে, এটি একটি অবস্থা উদাহরণত سَيْر (ভ্রমণ) ও بَصْرَة এর মাঝে। অর্থাৎ سَيْر বা ভ্রমণ যেটি একটি বিশেষ কাজ, তার ইবতেদা বা শুরু করা হচ্ছে আর বসরা যেটি একটি বিশেষ স্থান, ওখান থেকে শুরু করা হচ্ছে, তা হল তা স্পষ্টই যে, এমতাবস্থায় ইবতেদার অর্থটি এ দুটি মুতাআল্লাক (ভ্রমণ ও বসরা) এর উল্লেখ ব্যতীত বুঝা যেতে পারে না। তখন اِبْتِدَاء র অর্থটি মাসদারী অর্থই হবে না, যেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। এ ইবারতের অধীনে শারেহ রহ., যা কিছু বর্ণনা করেছেন, এটা তার সারমর্ম।

وَلَفْظَةُ مِنْ مَوْضُوعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا حَالَاتٌ لِمُتَعَلِّقَاتٍ اَوْ اٰلَاتٌ لِتُعْرَفَ اَحْوَالُهَا وَذٰلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّي يُمْكِنُ اَنْ يَتَعَقَّلَ قَصْدًا وَيُلَاحَظَ فِيْ ذَاتِهِ فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ وَيَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مَحْكُوْمًا عَلَيْهِ وَبِهِ وَاَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ وَلَا تَصْلُحُ اَنْ تَكُوْنَ مَحْكُوْمًا عَلَيْهَا وَبِهَا اِذْ لَابُدَّ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْ يَكُوْنَ مَلْحُوْظًا قَصْدًا لِيُمْكِنَ اَنْ يُعْتَبَرَ النِّسْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بَلْ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتُ لَا تَتَعَقَّلُ اِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلَّقَاتِهَا لِتَكُوْنَ اٰلَاتٍ لِمُلَاحَظَةِ اَحْوَالِهَا وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ اِنَّ الْحَرْفَ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ غَيْرِهَا وَاِذَا عَرَفْتَ هٰذَا عَلِمْتَ اَنَّ الْمُرَادَ بِكَيْنُوْنَةِ الْمَعْنٰى فِيْ نَفْسِهِ اِسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ وَبِكَيْنُوْنَةِ الْمَعْنٰى فِيْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى ضَمِّ كَلِمَةٍ اُخْرٰى اِلَيْهَا لِاِسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ فَمَرْجَعُ كَيْنُوْنَةِ الْمَعْنٰى فِيْ نَفْسِهِ وَكَيْنُوْنَتِهِ فِيْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ اِلٰى اَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ اسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ فَفِيْ هٰذَا الْكِتَابِ الضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِهِ يَحْتَمِلُ اَنْ يَرْجِعَ اِلٰى مَا الْمَوْصُوْلَةِ الَّتِيْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْكَلِمَةِ ـ

সহজ তরজমা

আর مِنْ শব্দটি এ সামগ্রিক অর্থের সংশ্লিষ্ট বিশেষ جُزْئ সমূহের মধ্য থেকে থেকে প্রত্যেকটি جُزْئ র জন্য গঠিত হয়েছে এ হিসেবে যে, এ جزئ গুলো হচ্ছে তার মুতা'আল্লাকসমূহের বিভিন্ন অবস্থা এবং এগুলোর اَحْوَال জানার জন্য মাধ্যম। আর এ সামগ্রিক অর্থটি স্বাভাবিকভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে এবং সরাসরি লক্ষ্য করা যেতে পারে। সুতরাং এটি মর্ম বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মাহকূম আলাইহি ও মাহকূম বিহি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ সব جُزْنى অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং মাহকূম আলাইহি ও মাহকূম বিহি হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। কারণ, এ দু'টির (মাহকূম আলাইহি ও মাহকূম বিহি) মধ্য থেকে প্রত্যেকটির জন্য এ কথা আবশ্যক যে, স্বাভাবিকভাবে লক্ষণীয় হওয়া। যাতে তার এবং তার অপরের মধ্যে নিসবতের এ'তেবার করা সম্ভব হয় বরং এ সব جُزْنىর অনুধাবন এদের مُتَعَلِّقَات ব্যতীত করা যেতে পারে না, যাতে এগুলো মুআল্লাকাত এর অবস্থা জানার জন্য মাধ্যম হতে পারে। আর এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য নাহবীদের এ উক্তি দ্বারা যে, হরফ হল ওই কালিমা যে এমন অর্থ বুঝায় যা তার অপরের মধ্যে রয়েছে। আর যখন আপনি এ তাহকীক জেনে নিলেন, তা হলে এটাও জানা হয়ে

গেল যে, অর্থ তার নিজ সত্তার মধ্যে হওয়া দ্বারা তার مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْم তথা অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। আর অর্থ কালিমার নিজের মধ্যে হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কালিমার অর্থ বুঝানো তার সাথে অন্য কালিমা মিলানোর প্রয়োজন ব্যতীত অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরুন। সুতরাং فِيْ نَفْسِه র مَعْنى এবং نَفْسِه الْكَلِمَة الدَّالَّة عَلَيْهِ এর প্রত্যাবর্তন একই বস্তুর দিকে হল। আর তা হচ্ছে مَعْنى বা অর্থটি বুঝানোর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। সুতরাং এ কিতাবে (কাফিয়াতে) যমীরে মাজরূরটি –যেটি فِيْ نَفْسِه র মধ্যে রয়েছে– এ কথার সম্ভাবনা রাখে যে, সেই مَا مَوْصُوْلَه র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যার দ্বারা কালিমা উদ্দেশ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ الخ : ইতঃপূর্বে اِبْتِدَاء র মধ্যে দু'টি দৃষ্টিকোণ বর্ণনা করা হয়েছিল। এক হিসেবে ইবতেদাটি مُسْتَقِل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ অপর দৃষ্টিতে সেটি غَيْر مُسْتَقِل বা অস্বয়ংসম্পূর্ণ। حَاصِل দ্বারা শারেহ রহ. এর ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ اِبْتِدَاء তো একটাই। তার মধ্যে দু'টি অবস্থা সৃষ্টি হল কেমন করে? এ حَاصِل এর হাসিল তথা সারকথা হল এই যে, اِبْتِدَاء র মধ্যে এ দু'টি দৃষ্টিকোণ مَعْنى كُلِّى বা সামগ্রিক অর্থ এবং مَعْنى جُزْئِى তথা বিশেষ কোনো অর্থের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে। اِبْتِدَاء শব্দটি যেটি মাসদার তাকে সামগ্রিক বা সাধারণ অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। যার অর্থ হল, সাধারণভাবে শুরু করা। এ অর্থটি বুঝার জন্য বিশেষভাবে কোনো ফে'ল উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই এবং না কোনো বিশেষ স্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। اِبْتِدَاء এ সাধারণ অর্থটি مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْمِيَّة তথা অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইসমের অর্থ। আর যদি اِبْتِدَاء দ্বারা جُزْئِى উদ্দেশ্য হয় তথা কোনো বিশেষ কাজের ইবতেদা বা শুরু হয় অথবা বিশেষ স্থান থেকে ইবতেদা উদ্দেশ্য হয়, তবে তার জন্য গঠিত হয়েছে مِنْ শব্দটি। যেমন: سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَة 'আমি বসরা হতে ভ্রমণ শুরু করেছি।' এতে বিশেষ কাজ তথা ভ্রমন এর ইবতেদা বা শুরুকে বিশেষ স্থান তথা বসরা থেকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তাই এর জন্য مِنْ আনা হয়েছে। তেমনিভাবে অন্যান্য সকল جُزْئِيَّات এর অবস্থা। অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে مِنْ শব্দটি আনা হয়। যেমন– আহার করা, পান করা, শয়ন, চলা-ফেরা করা ইত্যাদি। এ সবের ইবতেদা বা শুরুকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হলে مِنْ এর ব্যবহার হবে। আর ইবতেদার এ অর্থটি হবে جُزْئِى এবং مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْمِيَّة বা অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না। আর حَرْفِى অর্থ হওয়ার কারণে মাহকূম আলাইহি এবং মাহকূম বিহি হওয়ার যোগ্যতাও তার মধ্যে অনুপস্থিত।

وَقَوْلُهُ : إِذَا عَرَفْتَ هٰذَا الخ : এর দ্বারা শারেহ রহ. এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, فِيْ نَفْسِه র যমীরের مَرْجَع এর মধ্যে যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে তথা–

(১) مَا শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া যার মেসদাক হচ্ছে كَلِمَة ।

(২) অথবা مَعْنى র দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া; এ দুটির ফলাফল একই। আর তা হচ্ছে اِسْتِقْلَا لُهُ بِالْمَفْهُوْمِيَّة বা অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া।

قَوْلُهُ : فَفِىْ هٰذَا الْكِتَابِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'কাফিয়া'। আল্লামা ইবনে হাজিব রহ. যেহেতু كَلِمَة র বিভক্তিকরণে কাফিয়াতে দলীলে হছর বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে কালিমার প্রকার তিনটির সংজ্ঞাও মোটামুটিভাবে জানা হয়ে যাচ্ছে। আর দলীলে হছরের মধ্যে فِيْ نَفْسِهَا শব্দটি রয়েছে, যার মধ্যে كَلِمَة-এর দিকে যমীরটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এ জন্য যখন ইসমের সংজ্ঞা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করলেন তখন তাতে فِيْ نَفْسِه র যমীরের مَرْجَع এর মধ্যে এরকম লক্ষ্য করেছেন যার দ্বারা দলীলে হছরের সাথেও সামঞ্জস্য রক্ষা

হয়ে যায় অর্থাৎ এতে এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, যমীরটি مَا র দিকে ফিরবে, যার মেসদাক হচ্ছে كَلِمَه আর كَلِمَه শব্দটি যদিও স্ত্রীলিঙ্গ, তবে مَا শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ জন্য পুংলিঙ্গের যমীর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হচ্ছে এই যে, نَفْسِهٖ র যমীরটি مَعْنٰى এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যেটি স্পষ্ট। আর 'ঈযাহ' গ্রন্থে দলীলে হছর নেই। এ জন্য তার مُطَابَقَت বা সামঞ্জস্য রক্ষার প্রশ্ন নেই। তাই ঈযাহতে নিশ্চিতরূপে বলেছেন : اَلضَّمِيْرُ فِىْ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ يَرْجِعُ اِلٰى مَعْنٰى অর্থাৎ তাতে কেবল একটি সুরতই বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ যমীরটি مَعْنٰى এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। সারকথা হল এই যে, কাফিয়া এবং ঈযাহ গ্রন্থ দু'টি আল্লামা ইবনে হাজিবেরই রচিত। দুটিতেই فِىْ نَفْسِهٖ র যমীর সম্পর্কে এ যৌথ সম্ভাবনা রয়েছে যে, مَعْنٰى এর দিকে এটি প্রত্যাবর্তিত হবে, আর এ সম্ভাবনাটাই অগ্রগণ্য। কারণ, এটি নিকটতম مَرْجَع আর কাফিয়াতে যেহেতু দলীলে হছর বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে فِىْ نَفْسِهَا র শব্দ রয়েছে এবং তাতে যমীরটি স্ত্রীলিঙ্গের, যা নিতান্তই স্পষ্ট যে, এর مَرْجَع হচ্ছে كَلِمَه এ জন্য মুসান্নিফ কাফিয়াতে দলীলে হছরের কারণে যমীরের مَرْجَع-এর মধ্যে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যে, এটি যেভাবে مَعْنٰى এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে, তেমনিভাবে كَلِمَه র দিকেও প্রত্যাবর্তিত হতে পারে; যেটি مَا শব্দের মেসদাক।

ফায়দা : কোনো কোনো ভাষ্যকার লিখেছেন, مَحْصُوْل তাকে বলা হয়, যা ইবারত থেকে কষ্টসাপেক্ষ বুঝা যায় আর حَاصِل বলা হয় যা কষ্ট স্বীকার ব্যতীত বুঝা যায়।

وَهٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِيَكُوْنَ عَلٰى طَبْقِ مَا سَبَقَ فِىْ وَجْهِ الْحَصْرِ مِنْ كَيْنُوْنَةِ الْمَعْنٰى فِىْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْمَعْنٰى وَلِذَا ذَكَرَ الضَّمِيْرَ تَنْبِيْهًا عَلٰى صِحَّةِ اِرَادَةِ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ وَلٰكِنَّ عِبَارَةَ الْمُفَصَّلِ ظَاهِرَةٌ فِى الْمَعْنَى الْاَخِيْرِ وَهُوَ اِرْجَاعُ الضَّمِيْرِ اِلَى الْمَعْنٰى لِعَدَمِ مَسْبُوْقِيَّتِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلٰى اِعْتِبَارِ كَيْنُوْنَةِ الْمَعْنٰى فِىْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ وَلِهٰذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ هُنَاكَ بِرُجُوْعِهِ اِلَى الْمَعْنٰى وَبِمَا سَبَقَ مِنَ التَّحْقِيْقِ ظَهَرَ اَنَّهٗ لَا يَخْتَلُّ حَدُّ الْاِسْمِ جَمْعًا وَلَا حَدُّ الْحَرْفِ مَنْعًا بِالْاَسْمَاءِ اللَّازِمَةِ الْاِضَافَةِ مِثْلُ ذُوْ وَ فَوْقَ وَتَحْتَ وقُدَّامُ وَخَلْفُ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ ـ

সহজ তরজমা

আর এটাই স্পষ্ট কথা। যাতে এটি দলীলে হছরে যা অতিবাহিত হয়েছে তথা مَعْنٰى টি কালিমার নিজের মধ্যে হওয়ার মোতাবেক হয়ে যায়। আর مَعْنٰى এর দিকে যমীরটি প্রত্যাবর্তিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যই উভয় অর্থের বিশুদ্ধতার উপর সতর্ক করার জন্য মুসান্নিফ রহ. نَفْسُه র যমীরটিকে পুংলিঙ্গ এনেছেন। তবে (যমখশরী রচিত) মুফাস্‌সাল গ্রন্থের ইবারত ; (اَلْاِسْمُ مَادَلَّ مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ دَلَّا مُجَرَّدُهٗ عَنِ الْاِ قْتِرَان) দ্বিতীয় অর্থটিতে স্পষ্ট। আর তা হচ্ছে যমীরটিকে مَعْنٰى র দিকে ফিরানো। কারণ, মুফাসসলের ইবারতের পূর্বে এমন কোনো বস্তু অতিবাহিত হয় নি যে, مَعْنٰى টি নিজ কালিমাতে গ্রহণীয় হওয়ার কথাটি বুঝায়। এ জন্যই কাফিয়ার মুসান্নিফ রহ. সেখানে (ঈযাতে) যমীরটি مَعْنٰى র দিকে ফিরার বিষয়টিকে নিশ্চিত সাব্যস্ত করেছেন। পিছনের তাহকীক দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসমের সংজ্ঞা جَامِع এবং হরফের সংজ্ঞা مَانِع হওয়ার ক্ষেত্রে ইযাফত আবশ্যক ইসমসমূহ, যেমন : فَوْق - تَحْت - قُدَّام - خَلْف - ذُوْ ইত্যাদির কারণে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَبِمَا سَبَقَ مِنَ التَّحْقِيْقِ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, اَسْمَاء لَازِمَة الْاِضَافَة (যে সব ইসমকে তাদের অর্থ বুঝাতে মুযাফ ইলাইহির একান্তই মুখাপেক্ষী হতে হয়) যেমন– فَوْق বা উপরে, تَحْت বা নিচে ইত্যাদি তো ইসম বটে, অথচ এগুলোর অর্থ অন্য শব্দ মিলানো ব্যতীত বুঝে আসে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এ গুলোর মুযাফ ইলাইহির প্রতি লক্ষ্য না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর অর্থ বুঝে আসবে না। সুতরাং এগুলো ইসমের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে হরফে প্রবেশ হয়ে গেল, যার ফলে ইসমের সংজ্ঞাটি جَامِع রইল না এবং হরফের সংজ্ঞা مَانِع রইল না। শারেহ রহ. এ ইবারাতটি দ্বারা তার জবাব দিচ্ছেন যে, اَسْمَاء لَازِمَة الْاِضَافَة বা অর্থ বুঝাতে مَفْهُوْم كُلِّىْ বা সাধারণ অর্থের প্রেক্ষিতে مُسْتَقِل بِالْمَفْهُوْمِيَّة এদের স্বয়ংসম্পূর্ণ। যখন এগুলোকে উল্লেখ করা হয়, তখন এগুলোর সাথে সাথে এদের মুতাআল্লাক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও মোটামুটিভাবে বুঝে এসে যায়, স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন– فَوْق উপরে যখন বলা হয় তখন বুঝে এসে যায় যে, কোনো না কোনো বস্তু উপরে রয়েছে এটি অন্যান্য বাকি ইসমগুলোর অবস্থাও অনুরূপই।

لِاَنَّ مَعَانِيَهَا مَفْهُوْمَاتٌ كُلِّيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ مَلْحُوْظَةٌ فِىْ حَدِّ ذَاتِهَا لَزِمَهَا تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقَاتِهَا اِجْمَالاً وَتَبْعًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى ذِكْرِهَا لٰكِنْ لَمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهَا فِىْ مَفْهُوْمَاتِهَا مُضَافَةً اِلٰى مُتَعَالَّقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ لِاَنَّهَا الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهَا لَزِمَ ذِكْرُهَا لِفَهْمِ هٰذِهِ الْخُصُوْصِيَّاتِ لَا لِاَجْلِ فَهْمِ اَصْلِ الْمَعْنٰى فَهِىَ دَالَّةٌ عَلٰى مَعَانِيْهَا مُعْتَبِرَةً فِىْ حَدِّ اَنْفُسِهَا لَا فِىْ غَيْرِهَا فَهِىَ دَاخِلَةٌ فِىْ حَدِّ الْاِسْمِ لَا فِى الْحَرْفِ وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالاًّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِىِّ اَعْنِى الْحَدَثَ وَكَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مُقْتَرِنًا مَعَ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ فِى الْفَهْمِ عَنْ لَفْظِ الْفِعْلِ اَخْرَجَهُ بِقَوْلِهٖ **غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ ۔**

সহজ তরজমা

কেননা এসব ইসমের অর্থ সাধারণ মর্ম রাখে, যা অর্থ বুঝাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিজ সত্তার প্রতিই আবশ্যিক হয়েছে মোটামোটিভাবে এবং আনুসঙ্গিকভাবে, সেগুলোর উল্লেখের আবশ্যকতা ব্যতিরেকে। কিন্তু যেহেতু এ সব ইসমকে তাদের বিশেষ মুতাআল্লাকাতের প্রতি ইযাফত করে এগুলোকে এদের মর্মে ব্যবহার করার আরবদের রীতি প্রচলিত রয়েছে; কারণ, এ সব ইসম গঠন করার উদ্দেশ্যেই হল (বিশেষ মুতা'আল্লাকের প্রতি) ইযাফত করা; তাই এ সব বিশেষত্ব বুঝার জন্য বিশেষ মুতাআল্লাকসমূহের উল্লেখ আবশ্যক হয়ে গেছে, মূল অর্থ বুঝার জন্য নয়। সুতরাং اَسْمَاء لَازِمَة الْاَضَافَة নিজ অর্থ বুঝাতে এবং নিজ সত্তায় গ্রহণীয় হল, (হরফের মতো সেই অর্থ বুঝানো না) অপর সত্তায় নয়। সুতরাং এ সব ইসম ইসমের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত রইল; হরফের সংজ্ঞায় নয়। আর حَرْف যেহেতু তার تَضَمُّنِى অর্থের তথা حَدَث বা মাসদারী অর্থের প্রেক্ষিতে এমন অর্থ বুঝাত যা তার নিজ সত্তায় রয়েছে এবং যে অর্থটি ফেল থেকে কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো এক কালের সাথে মিলিত ছিল, তাই মুসান্নিফ তাঁর উক্তি **غَيْر مُتَقْرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ** দ্বারা তাকে বের করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لٰكِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ الخ : এটি একটি ধারণার অবসান। ধারণাটি হল, আপনাদের জবাব দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে, যেহেতু এসব ইসমের وَضْع হয়েছে مَفْهُوْمَات كُلِّيَّة -র জন্য এবং এগুলো وَضْعِى অর্থের প্রেক্ষিতে مُسْتَقِل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ مُتَعَلَّقَات مَخْصُوْص র মুখাপেক্ষী নয়, এ জন্য এগুলো ইসম থেকে বের হয় নি। তবে আমরা তো লক্ষ্য করছি যে, এগুলোর ব্যবহার সর্বদাই مَعَانِى جُزْئِيَّه বা বিশেষ অর্থের মধ্যে হয়ে থাক, এমনকি তা তো আপনিও স্বীকার করেন। বলেন, এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ বা مُسْتَقِل নয়। সুতরাং আমাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল, اِسْم এর সংজ্ঞাটি جَامِع এবং حَرْف এর সংজ্ঞাটি مَانِعরইল না। শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, যেহেতু এ সব ইসমের وَضْع র উদ্দেশ্যই এটা যে, এ গুলোর ব্যবহার হবে

مُتَعَلِّقَات مَخْصُوص جُزْئِيَه এর মধ্যে, এ জন্য এগুলোর মুযাফ ইলাইহি্র প্রতি লক্ষ্য করতে হয়। যার কারণে সন্দেহ হয় যে, এগুলো মুযাফ ইলাইহির প্রতি মুখাপেক্ষী। অতএব, এ মুখাপেক্ষিতাটা ব্যবহারের অবস্থায় পেশ হয়েছে, وَضْع এর মধ্যে নয়। আর আমরা বলি এগুলোকে مُسْتَقِل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে وَضْع এর প্রেক্ষিতে, ব্যবহারের প্রেক্ষিতে নয়।

قَوْلُهُ : وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ الخ : যেহেতু اِسْم ও فِعْل উভয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা مُسْتَقِل অর্থ বুঝানোর ক্ষেত্রে শরীক রয়েছে, তবে প্রত্যেকটির অর্থ বুঝানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, ইসম مُسْتَقِل অর্থ বুঝায় مُطَابَقَة আর ফেল বুঝায় تَضَمُّنًا। তবে উদ্দেশ্য এক হওয়ার পর دَلَالَت বা অর্থ বুঝানোর ক্ষেত্রে পার্থক্যটার ধর্তব্য হয় না। সুতরাং যেহেতু এ দুটির মধ্যে اِشْتِرَاك রয়েছে, তাই مَا بِهِ الْاِمْتِيَاز বা পার্থক্য বিধানকারী কোনো বস্তু হওয়া উচিত। এ জন্য মুসান্নিফ রহ. غَيْر مُقْتَرِن بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ এনে فِعْل কে বের করে দিতে চাচ্ছেন যে, ফেলের মধ্যে اِقْتِرَانُ الزَّمَان বা কালের সম্পৃক্ততা থাকে, আর ইসমের মধ্যে তা থাকে না। তাই اِسْم - فِعْل থেকে বের হয়ে গেল।

قَوْلُهُ : وَكَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى الخ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে حَدَث এর প্রতি অর্থাৎ ফে'ল তার حَدَثِى অর্থ তথা মাসদারী অর্থের প্রেক্ষিতে مُسْتَقِل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। فِعْل-র মধ্যে তিনটি জিনিস হয়ে থাকে।

১. মাসদারী বা ক্রিয়ামূলপদীয় অর্থ।

২. نِسْبَت اِلٰى فَاعِلٍ مَّا বা কোনো এক কর্তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া।

৩. زَمَانَه। এ তিনটির মধ্যে কেবল মাসদারী অর্থটার মধ্যেই اِسْتِقْلَال বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তাই শারেহ রহ. ذٰلِكَ الْمَعْنٰى এনে এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার বিশেষণটি শুধু মাসদারী অর্থের মধ্যেই রয়েছে।

اَیْ غَیْرِ مُقْتَرِنٍ مَعَ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ فِی الْفَهْمِ عَنْ لَفْظِهِ الدَّالِّ عَلَیْهِ فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِلْمَعْنٰی فَبِالصِّفَةِ الْاُوْلٰی خَرَجَ الْحَرْفُ عَنْ حَدِّ الْاِسْمِ وَبِالثَّانِیَةِ الْفِعْلُ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْاِقْتِرَانِ اَنْ یَکُوْنَ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْاَوَّلِ فَدَخَلَ فِیْهِ اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ لِاَنَّ جَمِیْعَهَا اِمَّا مَنْقُوْلَةٌ عَنِ الْمَصَادِرِ الْاَصْلِیَّةِ سَوَاءٌ کَانَ النَّقْلُ فِیْهَا صَرِیْحًا نَحْوُ رُوَیْدَ فَاِنَّهٗ قَدْ یَسْتَقِلُّ مَصْدَرًا اَیْضًا اَوْ غَیْرَ صَرِیْحٍ نَحْوُ هَیْهَاتَ فَاِنَّهٗ وَاِنْ لَمْ یُسْتَعْمَلْ مَصْدَرًا اِلَّا اَنَّهٗ عَلٰی وَزْنِ قَوْقَاة مَصْدَرُ قَوْقٰی اَوْ عَنِ الْمَصَادِرِ الَّتِیْ کَانَتْ فِی الْاَصْلِ اَصْوَاتًا نَحْوُ صَهْ ۔

সহজ তরজমা

অর্থাৎ সেই অর্থটি তার ওই শব্দ দ্বারা যার প্রতি নির্দেশ করে তা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি কালের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। সুতরাং মুসান্নিফের غَیْر مُقْتَرِن الخ উক্তিটি مَعْنٰی এর জন্য (প্রথম) সিফত। (فِیْ نَفْسِهٖ) এর পর দ্বিতীয় একটি সিফত। অতএব, প্রথম সিফত দ্বারা اِسْم এর সংজ্ঞা থেকে حَرْف বের হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সিফত দ্বারা فِعْل বের হয়ে গেছে। আর কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার মর্ম হচ্ছে প্রথম وَضْع এর প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত না হওয়া। তাই ইসমের সংজ্ঞায় اَسْمَاء اَفْعَال অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কেননা সকল اَسْمَاء اَفْعَال এর অবস্থা হল এই যে, হয়তো (এ সবের মধ্য থেকে) কয়েকটি আসল মাসদার থেকে স্থানান্তরিত হবে। চাই স্পষ্টভাবে তাতে স্থানান্তর হোক। যেমন– رُوَیْدَ। কারণ, এটি কখনো মাসদার হয়েও ব্যবহৃত হয়। অথবা অস্পষ্টভাবে স্থানান্তর হোক। যেমন– هَیْهَاتَ এটি যদিও মাসদার হয়ে ব্যবহার হয় না বটে, তবে এটি قَوْقَاة (মুরগীর ডিম দেওয়ার সময়কার আওয়াজ) এর ওজনে আসে যেটি قَوْقٰی (ফে'লে মাযীর) মাসদার। অথবা কয়েকটি اَسْمَاء اَفْعَال (اَسْمَاء اَفْعَال) ওই সব মাসদার থেকে স্থানান্তরিত যা মূলত কেবল আওয়াজ ছিল। যেমন– صَهْ (যাকে প্রথমে سُکُوْت মাসদারের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এরপর তা থেকে নির্গত اُسْکُتْ ফে'লে আমরের দিকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَیْ غَیْرِ مُقْتَرِنٍ مَعَ اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ : শারেহ রহ. مَعَ শব্দটি এনে এ কথা বলে দিয়েছেন যে, মুসান্নিফের ইবারত بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ-র মধ্যে بِا বর্ণটি مَعَ-র অর্থে এসেছে।

قَوْلُهٗ : عَنْ لَفْظِهِ الدَّالِّ عَلَیْهِ : অর্থাৎ যে শব্দটি অর্থের প্রতি নির্দেশ করে তার দ্বারাই কাল বুঝে আসে। এর দ্বারা ضَارِب - اَمْس - اَلْاٰنَ ও غَدًا এর মতো উদাহরণসমূহ বের হয়ে গেছে। কারণ, ضَارِب শব্দটি নিজের কাল বুঝাচ্ছে না বরং اَلْاٰنَ-اَمْس ও غَدًا শব্দ দ্বারা কাল বুঝা যাচ্ছে।

قَوْلُهٗ : اَلْمُرَادُ بِعَدَمِ الْاِقْتِرَانِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, اِسْم এর সংজ্ঞায় عَدَم اِقْتِرَان বা কালের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কয়েদ দ্বারা ইসম থেকে اَسْمَاء اَفْعَال বের হয়ে যাবে। কারণ, তাতে কাল পাওয়া যায় না। এ প্রশ্নটির জবাব এই ইবারত দ্বারা দেওয়া হচ্ছে যে, عَدَم اِقْتِرَان দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এগুলোতে

وَضْع বা শব্দ গঠনের সময় কাল না পাওয়া যাওয়া। আর اَسْمَاء اَفْعَال এর মধ্যে وَضْع এর সময় কাল ছিল না, তাই এগুলো ইসম থেকে বের হবে না। لِاَنَّ جَمِيْعَهَا দ্বারা এর দলীল বর্ণনা করছেন যে, اَسْمَاء اَفْعَال এর মধ্যে وَضْع-র সময় কাল ছিল না, ব্যবহারের সময় তাতে কাল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, এগুলো হয়তো مَصَادِر اَصْلِيَه থেকে স্থানান্তরিত। চাই সে স্থানান্তরটি স্পষ্ট হোক অথবা অস্পষ্ট। স্পষ্ট স্থানান্তরের মর্ম হল, সেগুলো তাদের মাসদারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন : رُوَيْدًا এটি اِسْم فِعْل আমরের সীগাহ اَمْهِل এর অর্থে এসেছে, তবে এর ব্যবহার মাসদারী অর্থেও হয়ে থাকে। যেমন : اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا র মধ্যে رُوَيْدًا শব্দটি মাসদার এবং امهل ফে'লের মাফউল মুতলাক হয়েছে। অস্পষ্ট স্থানান্তরের মর্ম হচ্ছে, মাসদারী অর্থে তার ব্যবহার হয় না। যেমন– هَيْهَاتَ এটি اِسْم فِعْل - بَعُدَ (দূর হল) মাযীর অর্থে এসেছে এবং এর ব্যবহার মাসদারী অর্থে হয় না। তবে قَوْقَاة এর ওজনে এসেছে। যেটি قَوْقَى ফেলে মাযীর মাসদার। এর অর্থ হল, মুরগীর আওয়াজ দেওয়া।

قَوْلُهُ : اَوْ عَنِ الْمَصَادِرِ الَّتِى كَانَتْ : এটির আত্ফ হয়েছে عَنِ الْمَصَادِرِ الْاَصْلِيَّةِ এর উপর। অর্থাৎ কিছু اَسْمَاء اَفْعَال এর কম রয়েছে, যেগুলো এরূপ مَصَادِر থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যা মূলত اَصْوَات বা ধ্বনি ছিল। যেমন : صَه একটি আওয়াজ ছিল, এরপর মাসদারী অর্থ তথা سُكُوْت এর দিকে নকল করা হয়েছে। অনন্তর سُكُوْت থেকে اُسْكُتْ এর দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

اَوْ عَنِ الظَّرْفِ اَوِ الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ نَحْوُ اَمَامَكَ زَيْدًا وَعَلَيْكَ زَيْدًا فَلَيْسَ لِشَيْئٍ مِنْهَا اَلدَّلَالَةُ عَلٰى اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْاَوَّلِ وَخَرَجَ عَنْهُ الْاَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِ نَحْوُ عَسٰى وَكَادَ لِاقْتِرَانِ مَعَانِيْهَا بِهٖ بِحَسْبِ اَصْلِ الْوَضْعِ وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُضَارِعُ اَيْضًا فَاِنَّهٗ عَلٰى تَقْدِيْرِ اِشْتِرَاكِهٖ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ يَدُلُّ عَلٰى زَمَانَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ مِنَ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ فَيَدُلُّ عَلٰى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ اَيْضًا فِىْ ضِمْنِهَا اِذْ لَا يَقْدَحُ فِى الدَّلَالَةِ عَلٰى اَحَدٍ مُعَيَّنٍ الدَّلَالَةَ عَلٰى مَا سِوَاهُ نَعَمْ يَقْدَحُ فِىْ اِرَادَةِ الْمُعَيَّنِ اِرَادَةَ مَا سِوَاهُ وَاَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْاِرَادَةِ ـ

সহজ তরজমা

অথবা (এগুলো থেকে কিছু (اَسْمَاء، اَفْعَال) জার-মাজরূর থেকে স্থানান্তরিত। যেমন : عَلَيْكَ ও اَمَامَكَ زَيْدًا زَيْدًا সুতরাং এ সব মাসদার, যরফ ও জার-মাজরূর এর মধ্যে থেকে কোনোটারই প্রথম وَضْع প্রেক্ষিতে কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি কালও বুঝায় না। আর ইসমের সংজ্ঞা থেকে সেই (مُقَارِبَه)اَفْعَال-ও বের হয়ে গেছে, যেগুলোকে কাল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। যেমন : عَسٰى ও كَادَ কেননা এসব اَفْعَال এর অর্থ প্রথম وَضْع-র প্রেক্ষিতে কালের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তেমনিভাবে ফে'লে মুযারেও বের হয়ে গেছে। কারণ, এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে মুশতারাক হওয়াবস্থায় কালত্রয়ের মধ্য থেকে দু'টি নির্দিষ্ট কাল বুঝিয়ে থাকে বটে, তবে এ দু'টি কালের ভিতর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কালও বুঝাচ্ছে। কারণ, একটি নির্দিষ্ট কাল বুঝানোতে অন্য কাল বুঝানোর প্রতিবন্ধক হয় না। হ্যাঁ! তবে একটি সুনির্দিষ্টের ইচ্ছা করার ক্ষেত্রে অপরটির ইচ্ছা করাটা প্রতিবন্ধক। আর دَلَالَت ও ইচ্ছা করার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : عَنِ الظَّرْفِ وَالْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ : কিছু اَسْمَاء، اَفْعَال এর কম রয়েছে যেগুলো যরফ বা জারমাজরূর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। যেমন : اَمَامَكَ একটি একটি যরফ, এরপর تَقَدَّمْ (সামনে অগ্রসর হও) আমরের অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তেমনিভাবে عَلَيْكَ এটি জার মাজরূর। এরপর اَلْزِمْ (আবশ্যক কর) আমরের অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَلَيْسَ لِشَيْئٍ مِنْهَا الدَّلَالَةُ الخ : এখানে যতটি اَسْمَاء، اَفْعَال শোমার করা হয়েছে, এদের কোনো একটির মধ্যেও وَضْع-র প্রেক্ষিতে কাল পাওয়া যাচ্ছে না, ব্যবহারের সময় কাল এসেছে। যেরূপ বিষয়টি পূর্বের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর اِقْتِرَان بِالزَّمَانِ এবং عَدَم اِقْتِرَان হয়ে থাকে وَضْع প্রেক্ষিতে; ব্যবহারের প্রেক্ষিতে নয়।

قَوْلُهٗ : وَخَرَجَ عَنْهُ الْاَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِ : এটি ও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, ইসমের সংজ্ঞা اَفْعَال مُنْسَلِخَه لِلزَّمَانِ তথা افعال مقاربه-র উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। যেমন : عَسٰى - كَادَ ইত্যাদি এ গুলো ফে'ল, তবে এগুলো থেকে কালকে দূর করে দেওয়া হয়েছে, এখন কাল বুঝায় নি। সুতরাং ইসমের

সংজ্ঞা مَانِع রইল না এবং ফে'লের সংজ্ঞা جَامِع রইল না। এ ইবারতে উল্লেখিত প্রশ্নটির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এ গুলোতে وَضْع-র প্রেক্ষিতে কাল পাওয়া যায়। এ জন্য ফে'লের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ইসম থেকে বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُضَارِعُ اَيْضًا الخ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটির কারণ হচ্ছে اَحَد শব্দটি, যেটি غَيْر مُقْتَرِن بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। প্রশ্নটির বিবরণ হল, আপনি ইসমের সংজ্ঞায় বলেছেন : তিনটি কালের মধ্য থেকে কোনো একটি কাল তাতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু مُضَارِع এর মধ্যে দু'টি কাল পাওয়া যায়। সুতরাং এটি غَيْر مُقْتَرِن بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ-র মেসদাক হওয়ার কারণে ইসমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, অথচ এটি ফে'ল। এতে বুঝা যাচ্ছে, ইসমে সংজ্ঞা مَانِع এবং ফে'লের সংজ্ঞা جَامِع হল না। শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন। জবাবটির দু'টি দিক রয়েছে।

১. مُضَارِع উভয়কাল (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) এর মাঝ মুশতারাক নয় বরং শুধু বর্তমান অথবা শুধু ভবিষ্যতের জন্য গঠিত হয়েছে, আর অন্যটির মধ্যে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তো প্রশ্নই দেখা দিবে না। কেননা যেহেতু কালত্রয়ের মধ্য থেকে কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত হল না, তাই غَيْر مُقْتَرِن بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِর মেসদাক হল না।

২. জবাবের দ্বিতীয় দিকটি হল, মুযারেতে উভয় কালের উপর دَلَالَت রয়েছে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, যখন দুই কালের উপর দালালত হবে, তখন এর ভিতর দিয়ে এক কালও বুঝাবে।

قَوْلُهُ اِذْ لَا يَقْدَحُ الخ : একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, যখন এ কথা মেনে নেওয়া হল যে, مُضَارِع এর মধ্যে দু'টি কালের উপর دَلَالَت রয়েছে, তা হলে বুঝা যায় মুশতারাকের মধ্যে عُمُوْم জায়েয রয়েছে, অথচ এটি জায়েয নয়? এর জবাব হল, عُمُوْم مُشْتَرَك লাযিম এসেছে دَلَالَت এর মধ্যে আর তা নাজায়েয নয়। তবে اِرَاد-র মধ্যে নাজায়েয, তা লাযিম আসে নি।

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حَدِّ الْاِسْمِ أَرَادَ اَنْ يَذْكُرَ بَعْضَ خَوَاصِّهِ لِيُفِيْدَ زِيَادَةَ مَعْرِفَةٍ بِهِ فَقَالَ **وَمِنْ خَوَاصِّهِ** مُنَبِّهًا بِصِيْغَةِ جَمْعِ الْكَثْرَةِ عَلٰى كَثْرَتِهَا وَبِمِنَ التَّبْعِيْضِيَّةِ عَلٰى مَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ مِنْهَا وَهِيَ جَمْعُ خَاصَّةٍ وَخَاصَّةُ الشَّيْءِ مَا يَخْتَصُّ بِهٖ وَلَا يُوْجَدُ فِيْ غَيْرِهٖ وَهِيَ اِمَّا شَامِلَةٌ لِجَمِيْعِ اَفْرَادِ مَا هِيَ خَاصَّةٌ لَهٗ كَالْكَاتِبِ بِالْقُوَّةِ لِلْاِنْسَانِ اَوْ غَيْرُ شَامِلَةٍ كَالْكَاتِبِ بِالْفِعْلِ لَهٗ ـ

সহজ তরজমা

মুসান্নিফ রহ. যখন ইসমে সংজ্ঞা থেকে ফারেগ হলেন তখন ইসমে কিছু খাস্‌সা বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার ইচ্ছা করলেন যাতে ইসমের পরিচিতির অতিরিক্ত ফায়দা লাভ হয়। তাই তিনি বললেন : **এটার খাস্‌সাহসমূহ থেকে.....** جَمْعِ كَثْرَت এর সীগাহ এনে ইসমের খাস্‌সাহ বা বৈশিষ্ট্যের আধিক্যের প্রতি এবং مِنْ تَبْعِيْضِيَّه দ্বারা এ কথার প্রতি সতর্ক করেছেন যে, যে সকল খাস্‌সাহ বা বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেছেন, তা সমূহ বৈশিষ্ট্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্য। আর خَوَاص শব্দটি خَاصَّة এর বহুবচন। কোনো বস্তুর خَاصَّة বা বৈশিষ্ট্য হল যা তার মধ্যে পাওয়া যায় এবং তা ছাড়া অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ خَاصَّه আবার দুপ্রকার। ১. شَامِلَه যা খাসকৃত বস্তুর সকল আফরাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন : মানুষের জন্য كَاتِبٌ لِقُوَّة হওয়া। ২. غَيْر شَامِلَه হবে (যা কিছু আফরাদের সাথে খাস হবে এবং কিছু আফরাদের সাথে হবে না) যেমন : মানুষের জন্য كَاتِب بِالْفِعْل হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ حَدِّ الْاِسْمِ الخ : মুসান্নিফ ইতঃপূর্বে ইসমের সংজ্ঞা দান করেছিলেন। এবারে তিনি ইসমের خَوَاص বা বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন। কেননা এর দ্বারা اِسْم পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। সার কথা হল, خَوَاص ও সংজ্ঞার পরিপূরক হয়ে থাকে, সংজ্ঞার বহির্ভূত নয়।

قَوْلُهٗ وَمِنْ خَوَاصِّهٖ : এ ইবারতটির উপর প্রশ্ন হয় যে, خَوَاص শব্দটি তো হল جَمْع كَثْرَت যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, اِسْم এর অনেক خَاصَّه বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে আবার এতে مِنْ শব্দটি এসেছে تَبْعِيْضِيَّه বা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য। যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, বৈশিষ্ট্য হবে স্বল্প। আর এ আধিক্য ও স্বল্পতা এ পরস্পর বিরোধী দুটি মর্ম একত্রিত হতে পারে কেমন করে? এর জবাব হল, ইসমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে অনেক, তবে এখানে কয়েকটি বর্ণনা করা হবে। শারেহ রহ. مِنْهَا الخ দ্বারা এ জবাবটিই দিয়েছেন। خَوَاص শব্দটি خَاصَّة এর বহুবচন। خَاصَّةُ الشَّيْءِ مَا يَخْتَصُّ بِهٖ وَلَا يُوْجَدُ فِيْ غَيْرِهٖ। خَاصَّه দু'প্রকার। ১. شَامِلَه ও ২. غَيْر شَامِلَه এ দুটির সংজ্ঞা ও উদাহরণ শরাহ এর মধ্যে খুবই স্পষ্ট তার সাথে সহজ ইবারতে বর্ণনা করে দিয়েছেন, অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

জেনে রাখবেন, ইসমের বৈশিষ্ট্য অনেক। কেউ কেউ বিশটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ পাঁচটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারন হচ্ছে, ইসমের বৈশিষ্ট্য لَفْظِىْ তথা শাব্দিক হবে অথবা مَعْنَوِى তথা আর্থিক হবে। যদি শাব্দিক হয়, তা হলে ইসমের শুরুতে আসবে কিংবা তা শেষে আসবে। যদি শুরুতে আসে তবে সেটা হচ্ছে لَام تَعْرِيْف আর ইসমের শেষে আসলে সেটা হয় তো হরকত হবে অথবা হরকতের তাবে [অনুগত] হবে; যদি হরকত হয়, তা হলে সেটা হল جَر আর হরকতের তাবে হলে সেটা تَنْوِيْن আর খাসসাহ যদি مَعْنَوِى হয়, তা হলে مُرَكَّب تَام এর ভিতরে হবে অথবা غَيْر تَام এর ভিতরে হবে। প্রথমটি হল اِسْنَاد আর দ্বিতীয়টি হল اِضَافَت।

فَمِنْ خَوَاصِّ الْاِسْمِ **دُخُوْلُ اللَّامِ** اَىْ لَامُ التَّعْرِيْفِ وَلَوْ قَالَ دُخُوْلُ حَرْفِ التَّعْرِيْفِ لَكَانَ شَامِلاً لِلْمِيْمِ فِىْ مِثْلِ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِى امْسَفَرِ لٰكِنَّهٗ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهٗ لِعَدَمِ شُهْرَتِهٖ وَفِى اخْتِيَارِهِ اللَّامَ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَهٗ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ سِيْبَوَيْهِ مِنْ اَنَّ اَدَاةَ التَّعْرِيْفِ هِىَ اللَّامُ وَحْدَهَا زِيْدَتْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِتَعَذُّرِ الْاِبْتِدَاءِ بِالسَّاكِنِ وَاَمَّا الْخَلِيْلُ فَقَدْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّهَا اَلْ كَهَلْ وَالْمُبَرِّدُ اِلٰى اَنَّهَا الْهَمْزَةُ الْمَفْتُوْحَةُ وَحْدَهَا زِيْدَتِ اللَّامُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ ـ

সহজ তরজমা

ইসমের বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে একটি হচ্ছে **لَام تَعْرِيْف** <u>প্রবিষ্ট হওয়া।</u> মুসান্নিফ যদি دُخُوْلُ حَرْفِ التَّعْرِيْف বলতেন তা হলে তাঁর উক্তিটি রাসূলে করীম সা.-এর ইরশাদ لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِى امْسَفَر এর মতো বাক্যের মীমকেও শামিল রাখবে। (অর্থাৎ সফরে রোযা পূণ্য কাজ নয়) তবে মুসান্নিফ রহ. মীমের অপ্রসিদ্ধির কারণে এর পিছনে পড়েন নি। (আর হামযার পরিবর্তে) লামকে গ্রহণ করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মুসান্নিফের মতে তাই পছন্দনীয়, যে মতটি ইমাম সীবওয়াইহ্ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ হরফে তা'রীফ শুধু لَام সাকিনের সাথে শুরু হওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে هَمْزَه وَصْل তার উপর বৃদ্ধি করা হয়েছে। খলীল ইবনে আহমদের মতে حَرْف تَعْرِيْف হচ্ছে اَلْ - هَلْ এর মতো। (অর্থাৎ لام ও الف উভয়টি)। আর মুবাররাদের মতে حَرْف تَعْرِيْف শুধু هَمْزَه مَفْتُوْحَه হামযায়ে মাফতুহা এবং হামযাতে তা'রীফের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য لَام বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : دُخُوْلُ اللَّامِ اَىْ لَامِ التَّعْرِيْفِ প্রশ্ন হত যে, دُخُوْل اللَّامِ কে ইসমের خَاصَّه বা বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, অথচ لَام তো ফে'লের মধ্যেও এসে থাকে।

যেমন : لَام تَاكِيْد - لَام اَمْر। শারেহ রহ. اَىْ لَامِ التَّعْرِيْف বের করে সেই প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন যে, لَام দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে لام التعريف আর তা কেবল ইসমের মধ্যেই পাওয়া যায়। اللَّام এর মধ্যে আলিফ লামটি عَهْد এর জন্য এসেছে অথবা মুযাফ ইলাইহির বদলে এসেছে। যেরূপ শারেহ রহ.-এর বাক্য اَىْ لَامِ التَّعْرِيْف দ্বারা উভয় সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَلَوْ قَالَ دُخُوْلُ حَرْفِ التَّعْرِيْفِ الخ প্রশ্ন হত যে, মুসান্নিফের জন্য دُخُوْلُ اللَّامِ এর পরিবর্তে دُخُوْل حَرْفِ التَّعْرِيْف বলাটা উচিত ছিল, যাতে মীমও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কারণ এটাও তো حَرْف تَعْرِيْف। যেরূপ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِى امْسَفَر এর জবাব হচ্ছে, মীম حَرْف تَعْرِيْف হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ না অথবা হিময়ার গোত্রে ভাষায় মীম حَرْف تَعْرِيْف অন্য কারো ভাষাতে নয়। আর এ লোগাতটি ফাসাহাত সমৃদ্ধ নয়। বাকি এটা যেহেতু ফাসাহত সমৃদ্ধ নয়, তা হলে রাসূলে পাক সা. একে

উচ্চারণ করলেন কেন? তাঁর তো প্রতিটি কথাই ফাসীহ বরং সর্বাধিক ফাসীহ। এর জবাব হল, হিময়ার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিহাদ চলা অবস্থায় যখন মাহে রমাযান শুরু হল, তখন সে রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন : أَمِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِى امْسَفَرِ তিনি তারই ভাষা অনুযায়ী জবাব দিলেন এবং لام এর পরিবর্তে مِيم ব্যবহার করেছেন, যাতে জবাবটি প্রশ্নের মোতাবেক হয়ে যায় এবং শ্রোতা ভালো মতো বুঝে নিতে পারে।

وَفِىْ اِخْتِيَارِهِ اللَّامَ الخ : حَرْف تَعْرِيْف এর সম্পর্কে নাহুবিদগণের তিনটি মাযহাব রয়েছে।

১. সীবওয়াইহ এর মাযহাব হল, حَرْف تَعْرِيْف হচ্ছে শুধু لام সাকিনের সাথে শুরু করা যেহেতু কঠিন, এ জন্য শুরুতে হামযায়ে অসল আনা হয়েছে।

২. খলীল ইবনে আহমদের মাযহাব হল, হরফে তা'রীফ হচ্ছে هَلْ - اَلْ এর ওজনে অর্থাৎ হামযা এবং উভয়টাই حَرْف تَعْرِيْف।

৩. মুবাররাদের মাযহাব হল, حَرْف تَعْرِيْف শুধু হামযা। আর لام এর সংযোজন এ জন্য করা হয়েছে, যাতে همزه এবং حَرْف تَعْرِيْف এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এবং হামযায়ে إِسْتِفْهَام — هَمْزَه إِسْتِفْهَام এবং حَرْف تَعْرِيْف এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

মুসান্নিফ রহ. সীবওয়াইহ এরমাযহাবটি গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই বলেছেন : لام প্রবেশ করা ইসমের خَاصَّه বা বৈশিষ্ট্য। এ মাযহাবটি গ্রহণ করার কারণ হল, حَرْف تَنْكِيْر একটি তথা তানবীন হচ্ছে। তাই হরফে তারীফও একটি হওয়া উচিত আর তা হচ্ছে لام। আর হামযা যদিও একক বটে, তবে সেটা বাক্যের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে যায়, নিদর্শন বিলুপ্ত না হওয়াই বিধেয়। হামযা এবং লাম উভয়টিকে হরফে তা'রীফ মেনে নিলে সেটা এক থাকবে না।

وَاِنَّمَا اخْتُصَّ دُخُوْلُ حَرْفِ التَّعْرِيْفِ بِالْاِسْمِ لِاَنَّهٗ لِتَعْيِيْنِ مَعْنًى مُسْتَقِلٍّ بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مُطَابَقَةً وَالْحَرْفُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُسْتَقِلِّ وَالْفِعْلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَضَمُّنًا لَا مُطَابَقَةً وَهٰذِهِ الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِيْعِ اَفْرَادِ الْاِسْمِ فَاِنَّ حَرْفَ التَّعْرِيْفِ لَا يُدْخِلُ الضَّمَائِرَ وَاَسْمَاءَ الْاِشَارَةِ وَغَيْرَهَا كَالْمَوْصُوْلَاتِ وَكَذٰلِكَ سَائِرُ الْخَوَاصِّ الْخَمْسِ الْمَذْكُوْرَةِ هٰهُنَا وَ مِنْهَا دُخُوْلُ الْجَرِّ اِنَّمَا اخْتُصَّ دُخُوْلُ الْجَرِّ بِالْاِسْمِ لِاَنَّهٗ اَثَرُ حَرْفِ الْجَرِّ فِى الْمَجْرُوْرِ بِهٖ لَفْظًا وَفِى الْمَجْرُوْرِ بِهٖ تَقْدِيْرًا كَمَا فِى الْاِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ ـ

সহজ তরজমা

حَرْف تَعْرِيْف এর প্রবেশ ইসমের সাথে এজন্য খাস করা হয়েছে যে, حَرْف مُعَرِّف ওই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থটিকে নির্দিষ্ট করণের অর্থটি مُطَابَقَة ইসমই বুঝিয়ে থাকে) আর হরফ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝায়ই না এবং ফে'ল এর উপর تَضَمُّنًا বুঝিয়ে থাকে, مُطَابَقَة নয়। আর এ খাস্সাহটি ইসমের সকল আফরাদকে শামিল রাখে না। কেননা حَرْف تَعْرِيْف যমীর, ইসমে ইশারা প্রভৃতি। যেমন, মাওসূলসমূহের উপর প্রবেশই করে না। (কারণ, এগুলো পূর্ব থেকেই মা'রিকা) তেমনিভাবে বাকি পাঁচটি খা-স্সাহ ও (ইসমের সকল আফরাদকে শামির রাখে না) যা এখানে বিবৃত হয়েছে। আর এ সব খাস্সাহর মধ্য থেকে রয়েছে جَرّ প্রবেশ করা। জর প্রবেশ করা ইসমের বৈশিষ্ট্য। জর (যের) مَجْرُوْر بِهٖ (ইসম) এর মধ্যে হরফে জারের প্রভাব চাই মাজরূর বিহি (ইসম)-টি শাব্দিকভাবে হোক কিংবা উহ্যভাবে হোক। যেভাবে مَعْنَوِيَّه এর মধ্যে রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا اخْتُصَّ : لَام تَعْرِيْف ইসমের خَاصَّه কেন, এখানে তার কারণ বর্ণনা করছেন। لَام تَعْرِيْف এর وَضْع বা গঠন হয়েছে এমন অর্থকে নির্দিষ্টকরণের জন্য, যার উপর শব্দ مُطَابَقَة বুঝিয়ে থাকে। আর এ বিষয়টিই শুধু ইসমের মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ, হরফ তো مُسْتَقِل অর্থ বুঝায়ই না, আর ফে'ল مُسْتَقِل অর্থের مُطَابَقَة বুঝায় না বরং تَضَمُّنًا বুঝিয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَهٰذِهِ الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً : এর দ্বারা শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন, دُخُوْلُ اللَّام ইসমের خَاصَّه شَامِلَة নয় যে তার সকল আফরাদকে শামিল রাখবে। যেমন– ইসমে ইশারা, যমীর ও ইসমে মাওসূলসমূহের উপর لَام تَعْرِيْف প্রবেশ করে না। এখানে ইসমের যতটা বৈশিষ্ট্য বা خَاصَّه বর্ণিত হয়েছে। সবক'টির অবস্থা এরকমই; এগুলো خَوَاص شَامِلَه নয়।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا دُخُوْلُ الْجَرِّ : এটা ইসমের দ্বিতীয় خَاصَّه বা বৈশিষ্ট্য। জর প্রবেশ করা ইসমের বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণ, جَرّ হচ্ছে حَرْف جَرّ এর প্রভাব। অর্থাৎ যেটাই মাজরূর হবে তাতে হরফে জার অবশ্যই থাকবে। চাই শব্দে থাকুক। যেমন– مَجْرُوْر بِهٖ র মধ্যে, তা যখন শাব্দিকভাবে হয়ে থাকে। যথা– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ অথবা

وَدُخُولُ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيرًا يَخْتَصُّ بِالْاِسْمِ لِاَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِاِفْضَاءِ مَعْنَى الْفِعْلِ اِلَى الْاِسْمِ فَيَنْبَغِى اَنْ يَدْخُلَ الْاِسْمَ لِيُفْضِىَ مَعْنَى الْفِعْلِ اِلَيْهِ وَاَمَّا الْاِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَهِىَ فَرْعٌ لِلْمَعْنَوِيَّةِ فَيَنْبَغِى اَنْ لَّا يُخَالِفَ الْاَصْلَ بِاَنْ يَخْتَصَّ بِمَا يُخَالِفُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْاَصْلُ اَعْنِى الْفِعْلَ اَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ بِاَنْ يَعُمَّ الْاِسْمَ وَالْفِعْلَ وَمِنْهَا دُخُولُ التَّنْوِيْنِ بِاَقْسَامِهِ اِلَّا تَنْوِيْنَ التَّرَنُّمِ وَسَيَجِيْئُ فِى اٰخِرِ الْكِتَابِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى تَعْرِيْفُهُ وَبَيَانُ اَقْسَامِهِ عَلٰى وَجْهٍ يُظْهِرُ جِهَةَ اخْتِصَاصِ مَا عَدَا تَنْوِيْنِ التَّرَنُّمِ بِهٖ وَجِهَةَ عَدَمِ اخْتِصَاصِ تَنْوِيْنِ التَّرَنُّمِ بِهٖ ـ

সহজ তরজমা

আর হরফে জার প্রবেশ করাটা শাব্দিকভাবে হোক কিংবা উহ্যগতভাবে হোক ইসমের সাথে খাস। কারণ, হরফে জার গঠিত হয়েছে ফে'লের অর্থকে ইসম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাই উচিত হল ইসমের উপর প্রবেশ করবে যাতে ফে'লের অর্থকে ইসম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। রয়ে গেল اِضَافَت لَفْظِيَة-র কথা, সেটা তো اِضَافَت مَعْنَوِيَة-র শাখা। তাই বিধেয় হলো শাখামূলের বিপরীত না হওয়া। (বৈপরিত্ব এই হিসেবে) যে, শাখা খাস হবে তার সাথে তথা ফে'লের সাথে, যেটা তার তথা ইসমের বিপরীত তথা যার সাথে মূল বা اِضَافَت مَعْنَوِيَة খাস রয়েছে। অথবা শাখামূল থেকে আগে বেড়ে যাবে এভাবে যে, ইসম ও ফে'ল উভয়টিকে শামিল রাখবে। আর এই খাস্সাসমূহের থেকে হলো তানবীনে তারান্নুম ব্যতীত সর্বপ্রকার তানবীন প্রবেশ করা। ইনশাআল্লাহ অচিরেই কিতাবের শেষ দিকে তানবীনের সংজ্ঞা এবং তার প্রকারাদির বর্ণনা এভাবে আসবে যে, তানবীনে তারান্নুম ছাড়া সর্বপ্রকার তানবীনে ইসমের সাথে খাস হওয়ার কারণ এবং তানবীনে তারান্নুম তার সাথে খাস না হওয়ার কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

হরফে জার শব্দে না থাকুক বরং গুপ্ত থাকুক। যেমন– مَجْرُوْر بِه এর মধ্যে تَقْدِيرًا বা উহ্যগতভাবে হয়ে থাকে। এর উদাহরণ হচ্ছে غُلَامُ زَيْدٍ। কারণ, এতে لام হরফে জারটি গুপ্ত রয়েছে; মূলত غُلَامٌ لِزَيْدٍ ছিল। আর নাহবীগণের এ বিষয়ে ঐক্যমত্য রয়েছে যে, হরফে জারের প্রবেশ ইসমের সাথেই খাস, চাই শব্দে থাকুক কিংবা উহ্য থাকুক। সুতরাং হরফে জার যেহেতু ইসমের সাথেই খাস, তাই তার اَثَر বা প্রভাবও ইসমের সাথেই খাস হবে। অন্যথায় مُؤَثِّر [ক্রিয়াকারী] ব্যতীত اَثَر [প্রতিক্রিয়া] পাওয়া যাওয়াটা লাযিম আসবে, যা বাতিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَدُخُولُ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا اَوْتَقْدِيرًا يَخْتَصُّ الخ : এখান থেকে এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, হরফে জারের প্রবেশ ইসমের সাথে খাস কেন? এর কারণ হল, হরফে জারের وَضَع হয়েছে এ উদ্দেশ্য যে, ফে'লের অর্থকে ইসম পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। এর দাবি এটাই যে, হরফে জার ইসমের উপরই প্রবেশ করবে।

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْاِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ الخ : প্রশ্ন হয় যে, আপনি এই মাত্র বলে এসেছেন যে, جر হরফে জারের اثر তথা প্রভাব হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেখানে جر হবে সেখানে হরফে জার অবশ্যই হবে। চাই শব্দে থাকুক কিংবা উহ্য থাকুক। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, اضافت لفظيه-র মধ্যে جر (তা রয়েছে তবে ওখানে হরফে জার لَفْظًا-ও হয় না এবং تَقْدِيْرًا-ও না। যেমন : حسن الوجه এর মধ্যে الوجه এর মধ্যে জর হয়েছে বটে, তবে এখানে হরফে জার নেই। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন যে, اضافت لفظى হল اضافت معنوى-র শাখা। আর اضافت معنوى ইসমের সাথে খাস, তাই তার শাখাকেও ইসমের সাথে খাস হওয়া উচিত, যাতে করে মূলের সাথে শাখার বিরুদ্ধাচরণ লাযিম না আসে। বিরুদ্ধাচরণের একটি সূরত তো হল এই যে, اضافت معنوى ইসমের সাথে খাস হলে اضافت لفظى কে ফে'লের সাথে খাস করে নেওয়া যাবে। দ্বিতীয় সূরত হলো এই যে, اضافت معنوى তো শুধু ইসমের সাথে খাস হবে; আর اضافت لفظى কে ব্যাপক করে দেওয়া যাবে; ফে'ল এবং ইসম দুটির মধ্যে পাওয়া যাবে। এই দু'অবস্থায় মূলের সাথে শাখার বিরোধিতা লাযিম আসে, এ জন্য না জায়েয।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا دُخُوْلُ التَّنْوِيْنِ : এটা হচ্ছে ইসমের তৃতীয় خاصه বা বৈশিষ্ট্য। تَنْوِيْن পাঁচ প্রকার। ১. تَمَكُّن , ২. تَنْكِير ৩. عِوَض ৪. مُقَابَلَه ৫. تَرَنُّم তানবীনে তারান্নুম শেরসমূহের শেষে এসে থাকে। এর কাজ হচ্ছে আওয়াজকে দীর্ঘ করা। যে শব্দই শেরের শেষে থাকুক, তার মধ্যে এ তানবীনটি স্বর দীর্ঘকরণের জন্য আসতে পারে; শেষে চাই ফে'ল হোক অথবা ইসম হোক কিংবা হরফ হোক। এ ছাড়া তানবীনের বাকি চার প্রকার ইসমের সাথে খাস। খাস হওয়ার কারণ হল এই যে, তানবীনে তামাক্কুন ইসমকে মুনসারিফ বানানোর জন্য আসে। আর মুনসারিফ হওয়াটা ইসমের خاصه। তানবীনে তানকীর ইসমকে নাকিরা বানানোর জন্য আসে। আর নাকিরা বা মা'রিফা হওয়াটা ইসমের خاصه । তানবীনে عوض মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে মুযাফে আসে। আর মুযাফ হওয়াটা ইসমের خاصة। তানবীনে مقابله - جمع مذكر سالم এর মোকাবিলায় جمع مؤنث سالم এর মধ্যে এসে থাকে। আর جمع مؤنث سالم হচ্ছে ইসম।

قَوْلُهٗ وَسَيَجِيْئُ فِىْ اٰخِرِ الْكِتَابِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعْرِيْفُهٗ الخ : এর আভিধানিক অর্থ হল جَعْلُ الشَّيْئِ ذَانُوْنٍ কোনো বস্তুকে তথা বর্ণকে নূনওয়ালা বানানো। আর নাহবীদের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল : هُوَ نُوْنٌ تَتْبَعُ حَرَكَةَ اٰخِرِ الْكَلِمَةِ لَالِتَاكِيْدِ الْفِعْلِ অর্থাৎ تَنْوِيْن এমন নূনকে বলা হয়, যেটি শব্দের শেষের হরকতের অনুগামী হয় এবং তাকিদের জন্য না হয়।

وَمِنْهَا **اَلْاِسْنَادُ اِلَيْهِ** هُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفُ الدُّخُوْلِ لاَ عَلٰى مَدْخُوْلِهِ لِاَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الدُّخُوْلِ اَلذِّكْرُ فِى الْاَوَّلِ وَاللُّحُوْقُ بِالْاٰخِرِ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِى الْاِسْنَادِ وَكَذَا فِى الْاِضَافَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ كَوْنُ الشَّيْئِ مُسْنَدًا اِلَيْهِ وَاِنَّمَا اخْتُصَّ هٰذَا الْمَعْنٰى بِالْاِسْمِ لِاَنَّ الْفِعْلَ قَدْ وُضِعَ لِاَنْ يَكُوْنَ اَبَدًا مُسْنَدًا فَقَطْ فَلَوْ جُعِلَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ يَلْزَمُ خِلَافُ وَضْعِهِ وَمِنْهَا **اَلْاِضَافَةُ** اَىْ كَوْنُ الشَّيْئِ مُضَافًا بِتَقْدِيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ لَا بِذِكْرِهِ لَفْظًا وَوَجْهُ اِخْتِصَاصِهَا بِالْاِسْمِ اِخْتِصَاصُ لَوَازِمِهَا مِنَ التَّعْرِيْفِ وَالتَّخْصِيْصِ وَالتَّخْفِيْفِ بِهِ ـ

সহজ তরজমা

আর এ সব খাস্সাহ এর মধ্য থেকে হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহি হওয়া। اَلْاِسْنَادُ اِلَيْهِ-র পেশের সাথে دُخُوْل শব্দের উপর আত্ফ হয়েছে, তার মাদখূল (اَللَّام) এর উপর নয়। কেননা دُخُوْل বা প্রবেশ দ্বারা সাধারণত (প্রকৃতভাবে) কোনো বস্তু শুরুতে বর্ণিত হওয়া অথবা (রূপকভাবে) শেষে সংযোজিত হওয়া বুঝায়। আর এ দুটি বিষয়ই ইসনাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তেমনিভাবে اَلْاِضَافَة এর মধ্যেও) اَلْاِسْنَادُ اِلَيْهِ এর উপর আত্ফ হওয়ার দরুন পেশ হয়েছে) আর اَلْاِسْنَاد اِلَيْهِ দ্বারা কোনো বস্তু তথা ইসমের মুসনাদ ইলাইহি হওয়া উদ্দেশ্য। আর এ অর্থটি (মুসনাদ ইলাইহি হওয়াটি) ইসমের সাথে এ জন্য খাস হয়েছে যে, فِعْل গঠন করা হয়েছে সর্বদা কেবল মুসনাদ হওয়ার জন্য। সুতরাং তাকে যদি মুসনাদ ইলাইহি বানানো হয়, তা হলে তার গঠন উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়া লাযিম আসবে। আর এ সব খাস্সাহ এর মধ্য থেকে হচ্ছে ইযাফত। অর্থাৎ কোনো বস্তুর হরফে জার উহ্য থাকাবস্থায় মুযাফ হওয়া, হরফে জার শব্দিকভাবে উল্লেখের সাথে নয়। আর ইযাফত ইসমের সাথে খাস হওয়ার কারণ হল ইযাফনের لَوَازِمَات তথা তা'রীফ, তাখসীসে ও তাখফীফ এর ইসমের সাথে খাস হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمِنْهَا الْاِسْنَادُ اِلَيْهِ هُوَ بِالرَّفْعِ : بِالرَّفْع দ্বারা বুঝা যাচ্ছে এর আত্ফ হয়েছে دُخُوْل এর উপর, তার মাদখূলের উপর নয়। অর্থাৎ শুরুতে وَمِنْهَا دُخُوْلُ اللَّام যে ইবারতটি রয়েছে তাতে دُخُوْل শব্দটি হল মুযাফ, আর اَللَّام শব্দটি মুযাফ ইলাইহি। শারেহ বলেছেন : اَلْاِسْنَادُ اِلَيْهِ এর আত্ফ হয়েছে دُخُوْل শব্দটির উপর যেটি মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহির উপর নয়। অন্যথায় ইবারতের স্বরূপ হবে وَمِنْهَا دُخُوْلُ الْاِسْنَادِ اِلَيْهِ অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহি প্রবেশ করাটা হচ্ছে ইসমের বৈশিষ্ট্য। অথচ মুসনাদ ইলাইহি প্রবেশের কোনো অর্থ নেই। دُخُوْل حَقِيْقِى বা প্রকৃত প্রবেশ হল শুরুতে হওয়া। আর যদি শেষ দিকে সংযোজিত হয়, তবে তাকেও রূপকভাবে প্রবেশ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু اَلْاِسْنَادُ اِلَيْهِ এর মধ্যে এ অবস্থা দুটির কোনোটাই প্রমাণিত হয় না। এজন্য একে دُخُوْل এর মুযাফ ইলাইহি বানানো যেতে পারে না।

قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِهٖ كَوْنُ الشَّيْءِ مُسْنَدًا اِلَيْهِ : অর্থাৎ اَلْاِسْنَادُ اِلَيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসনাদ ইলাইহি হওয়া, মুসনাদ হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা মুসনাদ হওয়া তো হল فِعْل এর বৈশিষ্ট্য।

মুসনাদ ইলাইহি হওয়াটা ইসমের সাথে এ জন্য খাস হয়েছে যে, ফে'লের وَضْع বা গঠন হয়েছে সর্বদা মুসনাদ হওয়ার জন্য। এখন ফে'লও যদি মুসনাদ ইলাইহি অবস্থিত হয়ে যায়, তা হলে وَضْع-র বিপরীত হওয়া লাযিম আসবে। আর حرف এর মধ্যে مَعْنٰى مُسْتَقِل ই থাকে না, তাই এটার মুসনাদ ইলাইহি এবং মুসনাদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْاِضَافَةُ : এটিও الاسناد اليه-র মতো مرفوع হয়েছে এবং এর আত্ফও دُخُوْل এর উপর হয়েছে, তার মাদখূলের উপর নয়। অন্যথায় ইবারতের স্বরূপ হবে دُخُوْلُ الْاِضَافَةِ আর ইযাফত প্রবেশ করার কোনো অর্থ নেই। اضافت-এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে শারেহ বলেছেন : كَوْنُ الشَّيْءِ مُضَافًا بِتَقْدِيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ اضافت ইসমের خاصه বা বৈশিষ্ট্য হয়েছে এজন্য যে, তার لوازم তথা تعريف - تخصيص ও لابذكره لفظ تخفيف ইসমের সাথে খাস রয়েছে। আর لازم যার সাথে খাস হয় ملزوم-ও তারই সাথে খাস হয়ে থাকে। অন্যথায় ملزوم থেকে لازم এর বিচ্ছিন্ন হওয়া লাযিম আসবে। যা নিতান্তই বাতিল। تعريف বা মা'রিফাকরণ এবং تخصيص বা বিশেষিতকরণ হল اضافت معنوى-র বৈশিষ্ট্য আর تخفيف বা সহজীকরণ হচ্ছে اضافت لفظى-র বৈশিষ্ট্য। اضافت معنوى-র মধ্যে যদি মুযাফ ইলাইহি মা'রিফা হয়, তা হলে মুযাফটি মা'রিফা হয়ে যাবে আর যদি মুযাফ ইলাইহি নাকিরা হয় তবে মুযাফের মধ্যে তাখসিস বা বিশেষত্ব অর্জিত হবে। اضافت لفظى-র মধ্যে মুযাফ থেকে তানবীন বিদূরিত হয়ে শুধু (শাব্দিক) সহজতা অর্জন হয়।

وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْإِضَافَةَ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مُضَافًا لِأَنَّ الْفِعْلَ أَوِ الْجُمْلَةَ قَدْ يَقَعُ مُضَافًا إِلَيْهِ كَمَا فِي يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ وَقَدْ يُقَالُ هٰذَا بِتَاوِيْلِ الْمَصْدَرِ أَيْ يَوْمَ نَفْعِ الصَّادِقِيْنَ فَالْإِضَافَةُ بِتَقْدِيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِقَوْلِنَا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ فَإِنَّ مَرَرْتُ مُضَافٌ إِلٰى زَيْدٍ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا

সহজ তরজমা

আর আমরা ইযাফতের ব্যাখ্যা (এখানে) কোনো বস্তুর মাযাফ হওয়ার সাথে এ জন্য করেছি যে, ফে'ল এবং জুমলা ও কখনো মুযাফ ইলাইহি অবস্থিত হয়ে থাকে। যেরূপ (আল্লাহ তা'আলার বাণী) يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ এর মধ্যে অবস্থিত হয়েছে। কখনো বলা হয় যে, (মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি হওয়া ইসমের খাস্সাহ আর আল্লাহর বাণীটির জবাব দেওয়া হয় যে,) এটি মাসদারের তা'বীলে হয়েছে। অর্থাৎ يَوْمَ نَفْعِ الصَّادِقِيْنَ। সুতরাং (এমতাবস্থায়) হরফে জার উহ্যের সাথে (চাই اضافت দ্বারা মুযাফ উদ্দেশ্য হোক অথবা মুযাফ ইলাইহি) সাধারণভাবে ইসমের সাথে খাস হবে। আর আমি كَوْنُ الشَّيْءِ مُضَافًا কে হরফে জার উহ্য থাকার সাথের কয়েদ দ্বারা এ জন্য মুকায়্যাদ করেছি, যাতে সেটি আমাদের উক্তি مَرَرْتُ بِزَيْدٍ দ্বারা ভেঙে না যায়। কেননা مَرَرْتُ (ফে'লটি) زَيْد এর দিকে শাব্দিক হরফে জারের মধ্যস্থতায় মুযাফ হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ إِنَّمَا فَسَّرْنَا الْإِضَافَةَ : শারেহ রহ. إِضَافَت এর ব্যাখ্যা করেছেন, كَوْنُ الشَّيْءِ مُضَافًا দ্বারা। এর কারণ তিনি বর্ণনা করেছেন, মুযাফ হওয়াটা তো ইসমের সাথে তো খাস, তবে মুযাফ ইলাইহি হওয়াটা ইসমের সাথে খাস নয়, ফে'ল এবং জুমলা (বাক্য)-ও মুযাফ ইলাইহি অবস্থিত হয়ে থাকে। যেমন : يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

قَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ هٰذَا بِتَاوِيْلِ الْمَصْدَرِ : কেউ কেউ বলেন, যেখানে ফে'ল বা জুমলা মুযাফ ইলাইহি অবস্থিত হয়েছে, সেখানে মাসদারের তা'বীলে করে নেওয়া হবে। যেমন : উল্লেখিত উদাহরণে يَنْفَعُ ফে'লটি نَفْع মাসদারের অর্থে হয়েছে। আয়াতটির তা'বীল হবে- يَوْمَ نَفْعِ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ এই মতের ভিত্তিতে إِضَافَت এর অর্থ চাই মুযাফ হওয়া করা হোক কিংবা মুযাফ ইলাইহি করা হোক উভয় সুরতই ইসমের সাথে খাস হবে।

قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا بِتَقْدِيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ : শারেহ রহ. اضافت এর ব্যাখ্যায় بِتَقْدِيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ এর কয়েদ লাগিয়েছেন, যার মর্ম হল, ইযাফত ইসমের খাস্সাহ ওই সময় হবে যখন মুযাফ ইলাইহির মধ্যে হরফে জার লুক্কায়িত থাকবে, যদি শব্দে উল্লেখিত থাকে তা হলে ইযাফত ইসমের খাস্সাহ হবে না। এরকম ইযাফত তো ফে'লের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর মধ্যে مَرَرْتُ হচ্ছে ফে'ল এবং زَيْد এর দিকে হরফে জারের মাধ্যমে মুযাফ হয়েছে।

وَهُوَ اَيِ الْاِسْمُ قِسْمَانِ **مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ** ـ لِاَنَّهٗ لَا يَخْلُوْا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ مُرَكَّبًا مَعَ غَيْرِهٖ اَوْ لَا وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَشْبَهَ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ اَوْ لَا وَهٰذَا اَعْنِى الْمُرَكَّبَ الَّذِىْ لَمْ يَشْبَهْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ هُوَ الْمُعْرَبُ وَمَا عَدَاهُ اَعْنِىْ غَيْرَ الْمُرَكَّبِ الَّذِىْ يَشْبَهُ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ مَبْنِيٌّ **فَالْمُعْرَبُ** الَّذِىْ هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ **اَلْمُرَكَّبُ** اَيِ الْاِسْمُ الَّذِىْ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهٖ تَرْكِيْبًا يَتَحَقَّقُ مَعَهٗ عَامِلُهٗ ـ

সহজ তরজমা

আর এটা তথা ইসম দু'প্রকার। ১. মু'রাব। ২. মাবনী। কেননা ইসম দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো অন্যের সাথে মুরাক্কাব হবে অথবা হবে না। প্রথমটি (যেটি অন্যের সাথে মুরাক্কাব হবে) হয়তো মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখবে কিংবা রাখবে না। আর এটি তথা যে মুরাক্কাবটি মাবনী আমলের সদৃশ নয়, সেটিই মু'রাব এবং এতৎভিন্ন যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ যেটি মুরাক্কাবই নয় আর যেটি মুরাক্কাব তো বটে, তবে মাবনী আসলের সদৃশ, সেগুলো মাবনী। **সুতরাং মু'রাব** যেটি ইসমের এক প্রকার বিশেষ **ওই মুরাক্কাবকে বলা হয়** তথা ওই ইসমকে বলা হয়, যা অন্যের সাথে এমন তারকিবের সাথে মুরাক্কাব হয় যে, তার সাথে তার আমিল বিদ্যমান হবে। (চাই আমিলটি শাব্দিক হোক কিংবা আর্থিক হোক)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَهُوَ اَيِ الْاِسْمُ قِسْمَانِ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ : ইসমের সংজ্ঞা এবং তার উপসংহার তথা খা-স্সাহসমূহের বর্ণনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর ইসমের تَقْسِيْم তথা প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। শারেহ রহ. اَيِ الْاِسْمُ قِسْمَانِ বের করে একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, هُوَ যমীর যেটি اِسْم এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে সেটি হল মুবতাদা। আর اِسْم হচ্ছে আম এবং مُعْرَب ও مَبْنِى র মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ইসমের প্রকার বিশেষ, তাই এ দুটি খাস। কেননা اَقْسَام তথা প্রকারাদি مُقْسَم তথা বিভাজ্য থেকে খাস হয়ে থাকে। আর এ দুটি খবর অবস্থিত হয়েছে। আর খবর মুবতাদার উপর হামল হয়ে থাকে, আর এখানে হামল শুদ্ধ নয়। কারণ, 'আমের উপর খাসের হামল জায়েয নয়। শারেহ রহ. قِسْمَان এনে বলে দিয়েছেন, هُوَ-র খবর مُعْرَب ও مَبْنِى নয় বরং তার খবর হচ্ছে قِسْمَانِ যা উহ্য রয়েছে। قِسْمَان দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِسْم এর যে تَقْسِيْم বা বিভক্তিকরণটি করা হচ্ছে, সেটি تَقْسِيْمُ الْكُلِّىِّ اِلَى الْجُزْئِيَّاتِ হয়েছে; تَقْسِيْمُ الْكُلِّ اِلَى الْاَجْزَاءِ নয়। কেননা قِسْم বা প্রকারের ব্যবহারটি جُزْئِى -এর উপর হয়; جُزْء -এর উপর নয়।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّهٗ لَا يَخْلُوْ الخ : এর পূর্বে দাবি করেছিলেন, ইসম দু'প্রকার। ১. মু'রাব ও ২. মাবনী। উল্লেখিত ইবারতটি দ্বারা শারেহ রহ. এই দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার দলীলে হাসর বর্ণনা করছেন। দলীলে হছরটি হচ্ছে, اِسْم অন্যের সাথে মুরাক্কাব হবে অথবা হবে না। যদি মুরাক্কাব হয়, তা হলে এরপর মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখবে কিংবা রাখবে না। যদি মুরাক্কাব হয় এবং মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্য না রাখে, তা

হলে মু'রাব। আর এতৎভিন্ন যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ যদি মুরাক্কাবই না হয় অথবা মুরাক্কাব তো হয় বটে, তবে মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে মাবনী। মু'রাবকে মাবনীর পূর্বে এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, ইসমসমূহের মধ্যে আসল হচ্ছে মু'রাব হওয়া। তা ছাড়া মু'রাবের আলোচনা অধিক। مُعْرَب ও مَبْنِى এর নামকরণ সামনে গিয়ে জানা যাবে, খোদ শারেহই তা বর্ণনা করবেন।

قَوْلُهٗ : فَالْمُعْرَبُ الَّذِىْ هُوَقِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ : প্রশ্ন হয় যে, মুযারে' ও মু'রাব হয়ে থাকে, কিন্তু মুসান্নিফ মু'রাবের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, যেটায় মুযারেকে অন্তর্ভুক্ত রাখে না। শারেহ اَلَّذِىْ هُوَقِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ এনে এর জবাব দিয়েছেন যে, এখানে সাধারণ মু'রাবের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হচ্ছে না বরং ইসমে মু'রাবের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اَلْمُرَكَّبُ اَىِ الْاِسْمُ الَّذِىْ رُكِّبَ الخ : প্রশ্ন হত যে, মু'রাবের সংজ্ঞায় ফে'লে মাযীকে শামি রাখে। উদাহরণত, যেমন : ضَرَبَ زَيْدٌ এর মধ্যে ضَرَبَ মুরাক্কাব হয়েছে زَيْدٌ এর সাথে এবং এটি মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণও নয় বরং খোদ মাবনী আসল। শারেহ রহ. اَىِ الْاِسْمُ الَّذِىْ رُكِّبَ এনে জবাব দিয়েছেন যে, মু'রাক্কাব দ্বারা ইসমে মুরাক্কাব উদ্দেশ্য আর ফে'লে মাযী ইসম নয়। সুতরাং মু'রাবের সংজ্ঞা অন্যের অনুপ্রবেশ থেকে مَانِع রইল, মাযীকে শামিল রাখলো না।

قَوْلُهٗ : تَرْكِيْبًا يَتَحَقَّقُ مَعَهٗ عَامِلُهٗ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, غُلَامُ زَيْدٍ এর মধ্যে غُلَامُ শব্দটি মুরাক্কাব বটে, তবে মুসান্নিফের মতে এটি মু'রাব নয় বরং মাবনী। শারেহ রহ. এ ইবারতটি এনে এর জবাব দিয়েছেন যে, غَيْر দ্বারা আমেল উদ্দেশ্য। এখন সংজ্ঞা দাঁড়াল, মু'রাব এমন ইসমকে বলা হয় যার সাথে তার আমেল পাওয়া যায়। আর غُلَامُ زَيْدٍ এর মধ্যে আমেল নেই।

فَيَدْخُلُ فِيهِ زَيْدٌ وَقَائِمٌ وَهٰؤُلَاءِ فِي قَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِمُرَكَّبٍ اَصْلًا مِنَ الْاَسْمَاءِ الْمَعْدُوْدَةِ نَحْوُ اَلِف، بَا، تَازَيْد عُمَر وَبَكْر وَبِخِلَافِ مَا هُوَ مُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهٖ لٰكِنْ لَا تَرْكِيْبًا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ عَامِلُهُ كَغُلَامٍ فِي غُلَامُ زَيْدٍ فَاِنَّ جَمِيْعَ ذٰلِكَ مِنْ قَبِيْلِ الْمَبْنِيَّاتِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ **اَلَّذِي لَمْ يُشْبِه**

সহজ তরজমা

সুতরাং এ সংজ্ঞা আপনার উক্তি هٰؤُلَاءِ ও قَائِمٌ - زَيْدٌ এর মধ্যকার قَامَ هٰؤُلَاءِ ও زَيْدٌ قَائِمٌ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর বিপরীত হল ওইসব ইসম, যা আগ থেকেই মুরাক্কাব না তথা গণিত ইসমসমূহ। যেমন– اَلِف - بَا - تَا - زَيْد - عُمَر - بَكْر। আর (তেমনিভাবে) এর বিপরীত হল ওইসব ইসম, যেগুলো অন্যের সাথে মুরাক্কাব তো বটে, তবে এরকম তারকিবের সাথে মুরাক্কাব নয় যার সাথে তার আমেল বিদ্যমান থাকে। যেমন : غُلَامُ زَيْدٍ এর মধ্যকার غُلَام। কেননা এ সবই মুসান্নিফের মতে– مَبْنِيَّات এর পর্যায়ভুক্ত। <u>যেটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না</u>

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ فَدَخَلَ فِيْهِ زَيْدٌ وَقَائِمٌ الخ : মু'রাবের সংজ্ঞায় শারেহ রহ. শাখামূলক কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর ইবারত দ্বারা স্পষ্ট।

قَوْلُهٗ اَلَّذِي لَمْ يُشْبِه اَيْ لَمْ يُنَاسِبْ الخ : অর্থাৎ لَمْ يُنَاسِب একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, মুসান্নিফ রহ মু'রাবের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

اَلْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِه مَبْنِيَّ الْاَصْلِ দ্বারা। অর্থাৎ যে মুরাক্কাব মাবনী আসলের সদৃশ হয় না, যেটা মু'রাব। আর مُشَابَهَت বা সাদৃশ্য বলা হয় اِشْتِرَاك فِي الْكَيْف কে। এখন মর্ম হল, যে মুরাক্কাব মাবনী আসলের সাথে كَيْف এর মধ্যে শরীক না হয় তাই মু'রাব। আর এ সংজ্ঞাটি اَيْنَ زَيْد এর মধ্যস্থিত اَيْنَ-র উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কেননা এ তারকীবটির মধ্যে اَيْنَ হচ্ছে খবর এবং زَيْد পশ্চাদবর্তী মুবতাদা। মুব'তাদা ও খবরের মধ্যে আমিলে মা'নাবী হয়ে থাকে তথা ইবতেদা। সুতরাং আমিলের সাথে তারকীব তো পাওয়া গেল এবং মাবনী আসলের সাথে كَيْف এর মধ্যে অংশীদারিত্বও নেই। অতএব, মু'রাবের সংজ্ঞা যেহেতু তার উপর বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই একে মু'রাব হওয়া উচিত, অথচ এটি মাবনী। শারেহ لَمْ يُنَاسِب বলে এর জবাব দিয়েছেন যে, اِنْتِفَاء عَام দ্বারা اِنْتِفَاء خَاص উদ্দেশ্য। এর জন্য করীনা হল, মাবনীর সংজ্ঞা। মুসান্নিফ রহ. মাবনীর সংজ্ঞায় বলেছেন : اَلْمَبْنِيُّ مَانَاسَبَ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ আর মু'রাব হচ্ছে এর বিপরীত। সুতরাং মু'রাবের সংজ্ঞা لَمْ يُنَاسِبْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ। এর তাফসীল হল, দু'টি বস্তুর মধ্যে যা কিছু মুশতারাক বা যৌথ ও সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায় তা চার প্রকার।

১. مُجَانَسَت তথা দুটি বস্তু এক জিন্‌সে শরীক হওয়া। যেমন মানুষ ও গরু প্রাণী হওয়ার মধ্যে উভয়টাই শরীক, حَيَوَان বা প্রাণী উভয়টার জন্য জিন্‌স।

২. مُمَاثَلَت তথা দু'টি বস্তু এক نَوْع-এর মধ্যে শরীক হওয়া। যেমন– যায়েদ ও আমর; এরা দু'জনই اِنْسَانِيَّت বা মানুষ হওয়ার মধ্যে শরীক, আর اِنْسَان উভয়ের জন্য نَوْع

৩. مُشَابَهَتْ তথা : কোনো আবশ্যকীয় গুণের মধ্যে উভয়বস্তুর অংশীদার হওয়া। যেমন– যায়েদ ও সিংহ এ দুটি বীরত্বগুণে অংশীদার; যায়েদ ও বীর বাহাদুর এবং সিংহও বীর বাহাদুর।

৪. مُشَاكَلَتْ তথা সূরত ও আকৃতিতে অংশীদার হওয়া। যেমন– ঘোড়ার ছবির অংশীদারিত্ব মূল ঘোড়ার সাথে। তা শুধু সূরত ও আকৃতিতে অংশীদার।

পঞ্চম একটি প্রকার রয়েছে مُنَاسَبَتْ , যেটি এ সব থেকে আম ও ব্যাপক এবং উল্লেখিত চারটিকেই শামিল রাখে। এখন শারেহ রহ.-এর এ ব্যাখ্যার পর বলেন, মু'রাবের সংজ্ঞা হল, মু'রাব এমন একটি মুরাক্কাবকে বলা হয়, যেটি মাবনী আসলের সাথে মুনাসাবাত বা সামঞ্জস্য রাখে না।

আর أَيْنَ যেহেতু মাবনী আসল তথা হাম্যায়ে ইস্তেফহামের মুনাসিব বা সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ همزه اسْتِفْهَام এর অর্থকে অভ্যন্তরে রাখে, তাই তার উপর মু'রাবের সংজ্ঞা বাস্তবায়িত হবে না। মাবনী আসলের সাথে مُنَاسَبَتْ বা সামঞ্জস্যের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে।

(১) মাবনী আসলের অর্থকে অন্তর্গত রাখা। যেমন : أَيْنَ এটি হামযায়ে ইস্তেফহামের অর্থকে অন্তর্গত রেখেছে।

(২) নিজ অর্থপূর্ণ হওয়াতে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া। أَسْمَاء مَوْصُوْلَات ও أَسْمَاء إِشَارَات। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত صِلَه ও مُشَار إِلَيْه উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ লোর অর্থ বুঝে আসে না। সুতরাং এগুলো হরফের সাথে সামঞ্জস্যশীল হল।

(৩). মাবনী আসলের ক্ষেত্রে অবস্থিত হওয়া। যেমন– نَزَالِ শব্দটি إِنْزِل অর্থে। কারণ, এটি মাবনী আসল তথা আসরের ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়েছে।

(৪) ওই ইসমের আকৃতিতে হওয়া যেটি মাবনী আসলের ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়ে থাকে। যেমন : اَلْفُجُوْرُ এর অর্থে فَجَارِ শব্দটি। কারণ, এটি نَزَالِ-র আকৃতি বিশিষ্ট, আর نَزَالِ بِمَعْنَى إِنْزِل আমরের ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়েছে, আর আমর হচ্ছে মাবনী আসল। ৫. ওই ইসমের স্থানে হওয়া যেটি মাবনী আসলের সদৃশ। যেমন– পেশযুক্ত মুনাদা, যথা يَا زَيْدُ। কারণ, এটি ওই كاف خطاب এর ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়েছে, যেটি كاف حرف এর সদৃশ। আর حرف মাবনী আসল। ৬. মাবনী আসলের দিকে মুযাফ হওয়া। যেমন– يَوْمَئِذٍ। কারণ, এটি মাবনী আসল তথা إذ এর দিকে মুযাফ হয়েছে।

اَىْ لَمْ يُنَاسِبْ مُنَاسَبَةً مُؤَثِّرَةً فِىْ مَنْعِ الْاِعْرَابِ **مَبْنِىَّ الْاَصْلِ** اَىِ الْمَبْنِىَّ الَّذِىْ هُوَ الْاَصْلُ فِى الْبِنَاءِ فَالْاِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَهُوَ الْمَاضِىْ وَالْاَمْرُ بِغَيْرِ اللَّامِ وَالْحَرْفِ وَبِهٰذَا الْقَيْدِ خَرَجَ مِثْلُ هٰؤُلَاءِ فِىْ مِثْلِ قَامَ هٰؤُلَاءِ لِكَوْنِهٖ مُشَابِهًا لِمَبْنِىِّ الْاَصْلِ كَمَا سَيَجِئُ فِىْ بَابِهٖ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

সহজ তরজমা -

তথা এরকম মুনাসবাত রাখে না। যা এ'রাব নিষেধের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়। মাবনী আসলের সাথে। অর্থাৎ ওই মাবনীর মুশাবিহ তথা সদৃশ হবে না, যেটি বেনা তথা মাবনী হওয়াতে আসল। সুতরাং مَبْنِى শব্দের ইযাফত الْاَصْل এর দিকে বয়ানিয়া হয়েছে। আর মাবনী আসল হচ্ছে তিনটি বস্তু : ১. মাযী ২. লামবিহীন আমর ও ৩. হরফ। আর এ (لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِىَّ الْاَصْلِ) কয়েদ দ্বারা قَامَ هٰؤُلَاءِ-র মতো বাক্যাস্থিত هٰؤُلَاءِ এর মা'তা শব্দ মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে মু'রাবের সংজ্ঞা হতে বের হয়ে গেছে। যেরূপ তার আলোচনা তার অধ্যায়ে অচিরেই আসবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مُنَاسَبَةً مُؤَثِّرَةً فِىْ مَنْعِ الْاِعْرَابِ : প্রশ্ন হত যে, গায়রে মুনসারিফ এর উপর মু'রাবের সংজ্ঞা বাস্তবায়িত হয় না। কারণ, মাযীর সাথে তার مُنَاسَبَت বা সাদৃশ্য রয়েছে। যেভাবে ফে'লে মাযীতে দু'টি শাখা বা فرع পাওয়া যায়, তেমনিভাবে গায়রে মুনসারিফের মধ্যেও দু'টি শাখা রয়েছে। সুতরাং যেরূপ মাযী মাবনী, তেমনিভাবে গায়রে মুনসারিফও মাবনী হয়ে যাবে এবং মু'রাব থেকে বের হয়ে যাবে। বিধায় মু'রাবের সংজ্ঞাটি جامع এবং মাবনীর সংজ্ঞাটি مَانِع রইল না বলা আবশ্যক হয়। তবে শারেহ রহ.-এর ইবারত مُنَاسَبَةً مُؤَثِّرَةً الخ দ্বারা প্রশ্নটির রফা-দফা হয়ে যাবে। জবাবের বিবরণটি হল, مُنَاسَبَت বা সামঞ্জস্য দ্বারা এমন মুনাসাবাত উদ্দেশ্য যেটি এ'রাবের জন্য প্রতিবন্ধক হয়। যদি এরকম মুনাসাবাত পাওয়া যায়, তা হলে কালিমাটি মু'রাব হবে না বরং মাবনী হয়ে যাবে। আর এরকম মুনাসাবাতের ছয়টি অবস্থা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু গায়রে মুনসারিফের মধ্যে এ ছয় অবস্থার কোনো অবস্থা পাওয়া যায় না, তাই غَيْر مُنْصَرِف মাবনী হবে না; মু'রাবই থাকবে। এতে বুঝা গেল, মু'রাব ও মাবনীর সংজ্ঞায় যে প্রশ্নটি আরোপ করা হয়েছিল, তা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ : هُوَ الْمَاضِىْ وَالْاَمْرُ بِغَيْرِ اللَّامِ وَالْحَرْفِ : মাবনী আসল এ তিনটি বস্তুই। صَاحِب مُفَصَّل আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী جملة কেও মাবনী আসলের মধ্যে গণ্য করেছেন। মুসান্নিফ রহ. এর দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

اِعْلَمْ اَنَّ صَاحِبَ الْكَشَّافِ جَعَلَ الْاَسْمَاءَ الْمَعْدُوْدَةَ الْعَارِيَةَ عَنِ الْمُشَابَهَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مُعْرَبَةً وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِى الْمُعْرَبِ الَّذِىْ هُوَ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ مِنْ قَوْلِكَ اَعْرَبْتُ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَا يَحْصُلُ اِلَّا بِاِجْرَاءِ الْاِعْرَابِ عَلٰى اٰخِرِ الْكَلِمَةِ بَعْدَ التَّرْكِيْبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْكَلَامِ الْاِمَامِ عَبْدِ الْقَاهِرِ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ مَعَ الصَّلَاحِيَّةِ حُصُوْلَ الْاِسْتِحْقَاقِ بِالْفِعْلِ وَلِهٰذَا اَخَذَ التَّرْكِيْبَ فِىْ تَعْرِيْفِهٖ وَاَمَّا وُجُوْدُ الْاِعْرَابِ بِالْفِعْلِ فِىْ كَوْنِ الْاِسْمِ مُعْرَبًا فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ اَحَدٌ وَلِذٰلِكَ يُقَالُ لَمْ تُعْرَبِ الْكَلِمَةُ وَهِىَ مُعْرَبَةٌ

সহজ তরজমা

....জেনে রাখুন, কাশ্শাফ প্রণেতা গণিত ইসমসমূহকে যেগুলো উল্লেখিত মুশাবাহাত তথা সাদৃশ্য হতে মুক্ত যে গুলোকে মু'রাব সাব্যস্ত করেছেন। আর (আভিধানিক) এ مُعْرَب এর মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই, যেটি আপনার উক্তি اَعْرَبْتُ থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। কারণ, এটি (আভিধানিক مُعْرَب টি) তারকীবের পর অন্তবর্ণে এ'রাব জারি করার পরই অর্জন হয়ে থাকে; বরং মতবিরোধ হচ্ছে পারিভাষিক مُعْرَب এর মধ্যে। সুতরাং আল্লামা যমখশরী তারকীবের পর এ'রাবের উপযুক্ততার জন্য শুধু যোগ্যতাকেই এ'তেবার করেছেন। (এমতাবস্থায় زَيْد তারকীবের পূর্বে যমখশরীর মতে মু'রাব হবে, ইবনে হাজিবের মতে নয়) আর ইমাম আব্দুল কাহির জুরজানীর কথা দ্বারা এটাই স্পষ্ট। অবশ্য কাফিয়ার মুসান্নিফ যোগ্যতার সাথে সাথে بِالْفِعْل এ'রাবের উপযুক্ততা লাভ হওয়ার এ'তেবার করেছেন। (আর بِالْفِعْل এ'রাবের উপযুক্ততা তারকীবের পরই হয়ে থাকে) এজন্যই মুসান্নিফ মু'রাবের সংজ্ঞায় তারকীবকে গ্রহণ করেছেন। আর রয়ে গেল ইসম মু'রাব হওয়ার ক্ষেত্রে بِالْفِعْل এ'রাব বিদ্যমান হওয়ার কথা; একে কেউই এ'তেবার করেন নি। এজন্যই (যখন কেউ جَاءَ زَيْدٌ দালের সুকূনের সাথে বলে, তখন) বলা হয়, কালিমাটিকে এ'রাব দেওয়া হয়নি। অথচ এটি মু'রাব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِعْلَمْ اَنَّ صَاحِبَ الْكَشَّافِ الخ : একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, কাফিয়া কিতাবটি 'মুফাসসালের' অবলম্বনে রচিত। আর মুফাসসালের প্রণেতা مُعْرَب এর সংজ্ঞায় বলেছেন : اَلْمُعْرَبُ مَا لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ তাতে مركب শব্দটি নেই। তা হলে মুসান্নিফ মু'রাবের সংজ্ঞায় المركب এর সংযোজন ঘটালেন কেন? اِعْلَمْ দ্বারা শারেহ এর জবাব দিচ্ছেন যে, মু'রাব সম্বন্ধে মুসান্নিফের দৃষ্টিভঙ্গি মুফাসসাল প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গি হতে ভিন্ন। মুফাসসালে প্রণেতার মতে اَسْمَاء مَعْدُوْدَه বা গণিত ইসমসমূহ তথা الف - با - تا - زَيْدٌ - عَمْرٌو প্রভৃতি মু'রাব, যদিও এগুলো আমিলের সাথে না হয়। এজন্য তিনি مركب শব্দটি মু'রাবের সংজ্ঞায় আনেন নি। مُرَكَّب শব্দটি নিয়ে আসলে اَسْمَاء مَعْدُوْدَه মু'রাব থাকত না। কারণ, এগুলোতে আমিলের সাথে তারকীব নেই। আর এটি তাঁর মতের পরিপন্থি ছিল। আর মুসান্নিফের মতানুসারে اَسْمَاء مَعْدُوْدَه হচ্ছে মাবনী। এ জন্য مُعْرَب এর সংজ্ঞায় مُرَكَّب শব্দের সংযোজন করেছেন, যাতে করে এ কয়েদ দ্বারা اَسْمَاء مَعْدُوْدَه মু'রাব থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারকিবের কয়েদ না লাগাতেন, তা হলে

মুসান্নিফের মতেও أَسْمَاء مَعْدُوْدَه মু'রাব হয়ে যেত, অথচ এটা তাঁর মতের বিপরীত। মুসান্নিফ রহ. এবং আল্লামা যমখশরীর এ মতবিরোধটি অপর একটি মতবিরোধের ভিত্তিতে হয়েছে। মূলত মতবিরোধ চলছে, কোনো শব্দকে মু'রাব সাব্যস্ত করার মাপকাঠি কি? আল্লামা যমখশরীর মতে মু'রাব বলার জন্য এ'রাবের উপযুক্ততার যোগ্যতাই যথেষ্ট। অর্থাৎ যে কালিমাটি আমিল আসার পর মু'রাব হতে পারে, তাকে আমিল আসার পূর্বেও মু'রাব বলা যেতে পারে। ইমাম আবদুল কাহিরের মতও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আর মুসান্নিফের মতে শুধু যোগ্যতা যথেষ্ট নয় বরং এ'রাবের উপযুক্ততা بِالْفِعْل হাসিল হতে হবে। আর এটা হাসিল হয় আমিল আসার পর। এ কারণেই মুসান্নিফ মু'রাবের সংজ্ঞায় اَلْمُرَكَّب শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। যার মর্ম হল, মু'রাব ওই কালিমাকে বলা হবে যেটি তার আমিলের সাথে মুরাক্কাব হয়।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا وُجُوْدُ الْإِعْرَابِ بِالْفِعْلِ الخ : مُعْرَب সম্পর্কে মুসান্নিফ ও আল্লামা যমখশরীর মতবিরোধ এবং মতবিরোধের কারণ এতক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এবার বর্ণনা করছেন, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে যে, মু'রাব হওয়ার জন্য তার উপর যখন এ'রাব আসবে, তখন তাকে মু'রাব বলতে পারা আবশ্যক নয়। সুতরাং যে কালিমাটি মু'রাব তাকে যদি সাকিন পড়া হয়। উদাহরণত যেমন– جَاءَ زَيْدٌ এর মধ্যে دال কে যদি কেউ সাকিন পড়ে, তা হলে তাকে বলা হয় আপনি زَيْد এর উপর এ'রাব কেন প্রকাশ করলেন না? অথচ এটি মু'রাব। লক্ষ্য করুন! زَيْد শব্দটি সাকিন, এতে এ'রাব নেই। তারপরও একে মু'রাব বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, মু'রাব হওয়ার জন্য بِالْفِعْل এ'রাব জরুরি নয়। তবে স্মরণে রাখবেন এ মতবিরোধটি পারিভাষিক مُعْرَب এর মধ্যে, শাব্দিক মু'রাবের মধ্যে তো মতবিরোধের অবকাশ নেই। কেননা লোগাত বা অভিধানের প্রেক্ষিতে তো কালিমাকে মু'রাব তখনই বলা যাবে, যখন তার উপর এ'রাব এসে যাবে। এ'রাব দেওয়ার পর তো সকলই তাকে মু'রাব বলবে। যেরূপ শারেহ রহ.-ও একে وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِى الْمُعْرَبِ الَّذِىْ الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

وَاِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ مِنْ اَنَّ الْمُعْرَبَ مَا اخْتَلَفَ اٰخِرُهٗ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لِاَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَدْوِيْنِ عِلْمِ النَّحْوِ اَنْ يَعْرِفَ بِهٖ اَحْوَالَ اَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ فِى التَّرْكِيْبِ مَنْ لَمْ يَتَتَبَّعْ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْرِفْ اَحْكَامَهَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُمْ فَاِنَّ الْعَارِفَ بِاَحْكَامِهَا كَذٰلِكَ مُسْتَغْنٍ عَنِ النَّحْوِ وَلَا فَائِدَةَ لَهٗ مُعْتَدًّا بِهَا فِىْ مَعْرِفَةِ اِصْطِلَاحَاتِهِمْ فَالْمَقْصُوْدُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُعْرَبِ مَثَلًا اَنْ يَعْرِفَ اَنَّهٗ مِمَّا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ فِىْ كَلَامِهِمْ لِيَجْعَلَ اٰخِرَهٗ مُخْتَلِفًا فَيُطَابِقُ كَلَامُهُمْ فَمَعْرِفَتُهٗ مُتَقَدِّمَةٌ عَلٰى مَعْرِفَةِ اَنَّهٗ مِمَّا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ فَلَوْ كَانَ مَعْرِفَتُهُ الْمُتَقَدِّمَةُ حَاصِلَةً بِمَعْرِفَةِ هٰذَا الْاِخْتِلَافِ وَتَعْرِيْفِهٖ بِهٖ وَجَبَ اَنْ يُعَرَّفَ اَوَّلًا بِاَنَّهٗ مِمَّا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ لِيُعْرَفَ اَنَّهٗ مِمَّا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّئِ عَلٰى نَفْسِهٖ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعَرَّفَ اَوَّلًا بِغَيْرِ مَا عَرَّفَهٗ بِهِ الْجُمْهُوْرُ وَيَجْعَلَ مَا عَرَّفُوْهُ مِنْ جُمْلَةِ اَحْكَامِهٖ كَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ ـ

সহজ তরজমা

আর কাফিয়ার মুসান্নিফ (মু'রাবের) ওই সংজ্ঞা থেকে সরে এসেছেন, যা অধিকাংশ নাহুবিদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আর তা হচ্ছে এই যে, মু'রাব ওই ইসমকে বলা হয় আমিল বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে যার শেষ অক্ষর বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারণ, ইলমে নাহু সংকলনের উদ্দেশ্য হল, তারকীবে (অবস্থিত) কালিমার শেষের অবস্থা ওই ব্যক্তির জানা হয়ে যাওয়া, যে ব্যক্তি আরবি ভাষার দীর্ঘ অনুসন্ধান করে নি এবং না সে আরবদের থেকে আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন জানে, সে ইলমে নাহু হতে অমুখাপেক্ষী এবং নাহবীগণের পরিভাষা জানার মধ্যে তার উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার হবে না। সুতরাং মু'রাবের সংজ্ঞা দ্বারা উদাহরণত উদ্দেশ্য হল, (প্রথমোক্ত ব্যক্তি এ কথা) জানা হয়ে যাওয়া উচিত যে, (আরবি ভাষাতে) মু'রাব এ পর্যায়ে রয়েছে, যার শেষ অক্ষর (আমিলের বিভিন্নতায়) বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। যাতে সে (আমিলের বিভিন্নতার সময়) এর শেষ অক্ষরকে বিভিন্ন রকম করে নেয়। ফলে (তার কথা) আরবদের কথার মোতাবেক হয়ে যাবে। সুতরাং মু'রাবের (সত্তার) পরিচয় এ কথার পরিচয়ের পূর্বে হলো যে, মু'রাব এ পর্যায়ে রয়েছে যার অন্ত্যবর্ণ (আমিলের বিভিন্নভাষায়) বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। (এটা হচ্ছে মু'রাবের অবস্থা, আর সত্তার পরিচয় অবস্থার পরিচয়ের পূর্বে হয়ে থাকে। সুতরাং যদি মু'রাবের পূর্ব পরিচয় (সত্তার পরিচয়) এ বিভিন্নতার (অবস্থার) পরিচয় দ্বারা এবং তার এ সংজ্ঞা (اِخْتِلَاف) দ্বারা হাসিল হয়, তা হলে আবশ্যক হবে প্রথমে মু'রাবের এরকম সংজ্ঞা দান করা যে, মু'রাব এমন পর্যায়ের যার শেষ অক্ষর বিভিন্ন রকম হয়ে যায়; যাতে করে এ কথা জানা হয়ে যায় যে, মু'রাব এ পর্যায়ের যার শেষ অক্ষর বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। অতএব, (এর দ্বার) تَقَدُّمُ الشَّئِ عَلٰى نَفْسِهٖ লাযিম আসে। সুতরাং বিধেয় হল প্রথমে মু'রাবের সংজ্ঞা

জুমহূরের কৃত সংজ্ঞার ভিন্ন করা যাবে এবং যে সংজ্ঞাটি জুমহূর দান করেছেন, তাকে মু'রাবের একটি হুকুম গণ্য করা যাবে। যেরূপ কাফিয়ার মুসান্নিফ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا عَدَلَ الخ : মুসান্নিফের উপর একটি প্রশ্ন হত। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, জুমহূর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহুবিদগণ মু'রাবের সংজ্ঞা দান করেছেন مَا اخْتَلَفَ اٰخِرُهٗ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ দ্বারা। তা হলে মুসান্নিফ তা থেকে সরে এসে اَلْمُرَكَّبُ الَّذِىْ لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِىَّ الْاَصْلِ দ্বারা সংজ্ঞা প্রদান করলেন কেন? শারেহ রহ. জবাবের জন্য একটি ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা হল, ইলমে নাহু সংকলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন অনারবি ব্যক্তি যে আরবি ভাষার অনুসন্ধান করে নি এবং না সে আরবদের থেকে শুনে শুনে এ ভাষার নিয়ম-কানুনের জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে; এমন ব্যক্তির কালিমার অবস্থা জানা যে, এর সাথে কি আচরণ করতে হবে? উদাহরণত এ কথা জানা যে, এটি মু'রাব, যাতে তার শেষ অক্ষরকে যে রকম আমিল আসবে, তার মোতাবেক এ'রাব জারি করবে। আর কালিমা যদি মাবনী হয়, তা হলে তার সাথে মাবনীর জন্য মানানসই আচরণ করতে হবে। এ কথার দাবি হল, মু'রাবের জ্ঞান প্রথম থেকেই হয়ে যাওয়া উচিত। যাতে যখনই বাক্যে মু'রাব আসবে, তখনই তার শেষ বা অন্ত্যবর্ণকে আমিলের চাহিদা মোতাবেক পরিবর্তন করে দিবে। এ কথাটি মুসান্নিফের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী তো হাসিল হতে পারে, তবে জুমহূরের সংজ্ঞা দ্বারা এ বিষয়টি হাসিল হতে পারবে না। কেননা জুমহূরের মতে আমিল আসার পূর্বে মু'রাবের পরিচয়ের কোনো সুরত নেই।

قَوْلُهٗ : فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ الخ : শারেহ রহ. বলছেন, জুমহূরের সংজ্ঞা থেকে সরে আসার এক কারণ, তাঁদের সংজ্ঞার ভিত্তিতে تَقَدُّمُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ র ক্ষতি দেখা দেওয়া। যার বিবরণ হল, কোনো বস্তুর পরিচয় যার দ্বারা লাভ হয়, তা পূর্বে হওয়া উচিত, আর যার দ্বারা উদ্দেশ্যের জ্ঞান লাভ হয় তা পরে হওয়া উচিত। জুমহূর মু'রাবের উদ্দেশ্যকে যাকে পরে রাখা বিধেয় তাকে সংজ্ঞার স্তর দিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলে تَقَدُّمُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ লাযিম আসছে। আর এটা বাতিল, আর যে বাতিলকে আবশ্যক করে, সে নিজেই বাতিল হয়ে থাকে। এ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মুসান্নিফ রহ. মু'রাবের সংজ্ঞা দান করেছেন اَلْمُرَكَّبُ الَّذِىْ الخ দ্বারা। আর জুমহূরের সংজ্ঞাকে মু'রাবের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন, যার দ্বারা تَقَدُّمُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ-র ক্ষতি থেকে বেঁচে গেলেন।

وَحُكْمُهُ اَىْ مِنْ جُمْلَةِ اَحْكَامِ الْمُعْرَبِ وَاٰثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعْرَبٌ اَنْ يَخْتَلِفَ اٰخِرُهُ اَىِ الْحَرْفُ الَّذِىْ هُوَ اٰخِرُ الْمُعْرَبِ ذَاتًا بِاَنْ يَتَبَدَّلَ حَرْفٌ بِحَرْفٍ اٰخَرَ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا اِذَا كَانَ اِعْرَابُهُ بِالْحَرْفِ اَوْ صِفَةً بِاَنْ يَتَبَدَّلَ صِفَةٌ بِصِفَةٍ اُخْرٰى حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا اِذَا كَانَ اِعْرَابُهُ بِالْحَرَكَةِ ـ

সহজ তরজমা

.... আর এর হুকুম হল, অর্থাৎ মু'রাবের হুকুমসমূহের মধ্য থেকে এবং তার যেসব প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে যা মু'রাব হিসেবে মু'রাবের উপর দেখা দেয় এই যে, তার শেষ তথা অন্ত্যবর্ণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অর্থাৎ সেই বর্ণটি যেটি মু'রাবের শেষে রয়েছে, সত্তাগতভাবে বদলে যাবে حَقِيْقَةً অথবা حُكْمًا যখন হরফের সাথে এ'রাব হবে। অথবা সিফত হিসেবে বদলে যাবে, যখন মু'রাবের এ'রাব হবে হরকতের সাথে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُ اَىْ مِنْ جُمْلَةِ اَحْكَامِ الْمُعْرَبِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, حُكْم-টি হল ইসমে যাহির, যেটি ہا যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে। আর কায়দা হল, ইসমে যাহিরের ইযাফত যখন যমীরের দিকে হয়, তখন তার মধ্যে اِسْتِغْرَاق হয়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মু'রাবের সমস্ত হুকুম اَنْ يَخْتَلِفَ اٰخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ বিষয়টি এরকম নয় বরং মু'রাবের অনেক হুকুম রয়েছে, যেগুলো উল্লেখিত হুকুমের মধ্যে প্রবিষ্ট নয়। এ প্রশ্নটির জবাব দিতে গিয়ে শারেহ রহ. مِنْ جُمْلَةِ اَحْكَامِ الْمُعْرَبِ সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ মু'রাবের অনেক হুকুম রয়েছে, এ সবের মধ্য থেকে এটিও একটি হুকুম।

قَوْلُهُ : وَاٰثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, حُكْم তো হল ذَوِى الْعُقُوْل এর বিশেষণ, মু'রাবের দিকে এর নিসবত করাটা ঠিক হয় নি। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, এখানে حُكْم দ্বারা اَثَر উদ্দেশ্য। এখন মর্ম হল, মু'রাবের উপর মু'রাব হিসেবে যে اَثَر বা প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হয়, তা হল, তার অন্ত্যবর্ণ আমিলের বিভিন্নতায় পরিবর্তন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : حَيْثُ هُوَ مُعْرَبٌ : অর্থাৎ عَوَامِل এর ভিন্নতায় মু'রাবের শেষে বিভিন্ন রকম হওয়াটা এ হুকুমটি মু'রাবের মু'রাব হওয়ার হিসেবে। যদি তাতে অন্য কোনো প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, উদারহণত ফায়েল বা মাফউল কিংবা হাল হল। তা হলে এ হুকুম হবে না বরং সেই প্রেক্ষাপটের হিসেবে যে হুকুম হওয়া উচিত, তাই হবে। যেমন : ফায়েল হওয়া হিসেবে তাতে رَفْع আসবে। এমনিভাবে অন্যান্য প্রেক্ষাপটকেও বুঝে নিন।

قَوْلُهُ : اَنْ يَخْتَلِفَ اٰخِرُهُ اَىِ الْحَرْفُ الَّذِىْ هُوَ اٰخِرُ الْمُعْرَبِ الخ : আমিলসমূহের ভিন্নতায় মু'রাবের শেষে যে এখতেলাফ বা বিভিন্ন রকম অবস্থাটা হয়ে থাকে, তা প্রথমত দুই প্রকার। ১. ذَاتِى বা সত্তাগত, ২. صِفَتِى বা গুণগত। اِخْتِلَاف ذَاتِى-র মধ্যে হরফ বিভিন্ন রকম হয়। رَفْع-র অবস্থায় যে হরফটি হয় نَصَب এবং جَرّ এর অবস্থাতে সেটি অন্য হরফ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। اِخْتِلَاف صِفَتِى র মধ্যে একটি হরকত অন্য হরকত দ্বারা বদলে যায়। এরপর এ ইখতেলাফটি হয় তো حَقِيْقَة হবে অথবা حُكْمًا হবে, لَفْظًا হবে কিংবা تَقْدِيْرًا হবে। এভাবে মোট আটটি সুরত হল। চারটি সুরত ইখতেলাফে যাতির এবং চারটি ইখতেলাফে সিফতীর। এখন প্রত্যেকটির উদাহরণ লিখা যাচ্ছে। যথা–

بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اَىْ بِسَبَبِ اِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ فِى الْعَمَلِ بِاَنْ يَعْمَلَ بَعْضٌ مِنْهَا خِلَافَ مَا يَعْمَلُ الْبَعْضُ الْاٰخَرُ وَاِنَّمَا خَصَّصْنَا اِخْتِلَافَهَا بِكَوْنِهٖ فِى الْعَمَلِ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا اِنَّ زَيْدًا مَضْرُوْبٌ وَاِنِّىْ ضَرَبْتُ زَيْدًا وَاِنِّىْ ضَارِبٌ زَيْدًا فَاِنَّ الْعَامِلَ فِىْ زَيْدًا فِىْ هٰذِهِ الصُّوَرِ مُخْتَلِفٌ بِالْاِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ وَالْحَرْفِيَّةِ مَعَ اَنَّ اٰخِرَ الْمُعْرَبِ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِهٖ **لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا** نَصْبٌ عَلَى التَّمْيِيْزِ اَىْ يَخْتَلِفُ لَفْظُ اٰخِرِهٖ اَوْ تَقْدِيْرُهٗ اَوْ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ اَىْ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافَ لَفْظٍ اَوْ تَقْدِيْرٍ وَالْاِخْتِلَافُ لَفْظًا كَمَا فِىْ قَوْلِكَ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا اَوْ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَتَقْدِيْرًا كَمَا فِىْ قَوْلِكَ جَاءَنِىْ فَتًى وَرَأَيْتُ فَتًى وَمَرَرْتُ بِفَتًى فَاِنَّ اَصْلَهٗ فَتَىٌ وَفَتَيًا وَبِفَتَيٍ اِنْقَلَبَتِ الْيَاءُ اَلِفًا فَصَارَ الْاِعْرَابُ تَقْدِيْرِيًّا ـ

সহজ তরজমা

..... আমিলসমূহের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হওয়া। অর্থাৎ ইসমে মু'রাবের উপর প্রবিষ্ট আমিলসমূহের এরূপ আমলে বিভিন্নতার কারণে যে, এদের একটি অপরটির বিপরীত আমল করে। আর আমি আমিলসমূহের বিভিন্নতাকে আমলের মধ্যে হওয়ার সাথে এ জন্য খাস করেছি যে, (এ পরিবর্তনের হুকুমটি) যাতে আমাদের উক্তি : اِنَّ زَيْدًا مَضْرُوْبٌ - اِنِّىْ ضَرَبْتُ زَيْدًا ও اِنِّىْ ضَارِبٌ زَيْدًا এর মতো (বাক্যসমূহ) দ্বারা বিনষ্ট না হয়। কেননা এ সব সুরতের মধ্যে আমিলটি ইসম, ফে'ল ও হরফ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্নরকম হয়েছে এতৎসত্ত্বেও মু'রাবের অন্ত্যবর্ণ আমিলের ভিন্নতায় বিভিন্ন রকম হয় নি। শাব্দিকভাবে অথবা উহ্যভাবে। এ দুটি তামীযের ভিত্তিতে নসব (যবর যুক্ত) হয়েছে। অর্থাৎ মু'রাবের শব্দের শেষাক্ষর বা শেষের تَقْدِيْر এর ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে। আর শাব্দিক বিভিন্নতা, যেমন– আপনার উক্তি : جَاءَنِىْ زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا ও مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর মধ্যে হয়েছে। আর উহ্যভাবে বিভিন্নতা, যেমন– আপনার উক্তি جَاءَنِىْ فَتًى - رَأَيْتُ فَتًى ও مَرَرْتُ بِفَتًى এর মধ্যে হয়েছে। কেননা এগুলোর মূল স্বরূপ হচ্ছে فَتَىٌ - فَتَيًا ও فَتَيٍ এর ইয়া আলিফ দ্বারা পরবর্তিত হয়েছে, তাই এ'রাবটি তাকদীরী বা উহ্যগতভাবে হয়েছে।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

১. اِخْتِلَافٌ لَفْظِيٌّ حَقِيْقِيٌّ مِنْ جِهَةِ الذَّاتِ যেমন : جَاءَنِىْ اَبُوْكَ - رَأَيْتُ اَبَاكَ – مَرَرْتُ بِاَبِيْكَ

২. لَفْظِيٌّ حَقِيْقِيٌّ مِنْ جِهَةِ الصِّفَةِ যেমন : جَاءَنِىْ زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

৩. لَفْظِيٌّ حُكْمِيٌّ مِنْ جِهَةِ الذَّاتِ যেমন : جَاءَنِىْ مُسْلِمَانِ وَمُسْلِمُوْنَ - رَأَيْتُ مُسْلِمَيْنِ وَ مُسْلِمِيْنَ – مَرَرْتُ بِمُسْلِمَيْنِ وَمُسْلِمِيْنَ দ্বিবচন ও বহুবচন উভয়টার প্রেক্ষিতে।

৪. لَفْظِيٌّ حُكْمِيٌّ مِنْ جِهَةِ الصِّفَةِ যেমন : جَاءَنِىْ اَحْمَدُ - رَأَيْتُ اَحْمَدَ - مَرَرْتُ بِاَحْمَدَ

৫. تَقْدِيْرِى حَقِيْقِى مِنْ جِهَةِ الذَّاتِ : যেমন جَاءَنِىْ اَبُو الْقَوْمِ - رَأَيْتُ اَبَا الْقَوْمِ - مَرَرْتُ بِاَبِى الْقَوْمِ

৬. تَقْدِيْرِىْ حَقِيْقِىْ مِنْ جِهَةِ الصِّفَتِه : যেমন جَاءَنِىْ فَتًى - رَأَيْتُ فَتًى - مَرَرْتُ بِفَتًى

৭. تَقْدِيْرِى حُكْمِى مِنْ جِهَةِ الذَّاتِ : যেমন جَاءَنِىْ مُسْلِمُو الْقَوْمِ - رَأَيْتُ مُسْلِمِى الْقَوْمِ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمِى الْقَوْمِ

৮. تَقْدِيْرِىْ حُكْمِى مِنْ جِهَةِ الصِّفَةِ : যেমন جَاءَنِىْ حُبْلٰى - رَأَيْتُ حُبْلٰى - مَرَرْتُ بِحُبْلٰى ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اَىْ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ فِى الْعَمَلِ الخ :

শারেহ রহ. بِسَبَبِ এনে এ কথা বলে দিয়েছেন যে, با বর্ণটি سَبَبِيَّه বা কারণব্যঞ্জক। فِى الْعَمَلِ এর কয়েদটি এনে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল এই যে, মুসান্নিফ বলেছেন : 'আমিলসমূহের ভিন্নতার কারণে মু'রাবের শেষাক্ষরে পরিবর্তন হয়ে যায়। অথচ اِنِّىْ ضَرَبْتُ زَيْدًا - اِنَّ زَيْدًا مَضْرُوْبٌ এবং اِنِّىْ ضَارِبٌ زَيْدًا এর মধ্যে আমিল বিভিন্ন রকম হয়েছে। তারপরও زَيْدًا এর শেষে পরিবর্তন হয় নি, সর্বাবস্থায় মানসূবই থাকছে। এর জবাব দিয়েছেন শারেহ রহ. فِى الْعَمَلِ দ্বারা। আমিল বিভিন্ন রকম হওয়ার সাথে সাথে এটাও জরুরি যে, প্রত্যেকটি আমিল আমলের মধ্যেও বিভিন্ন রকম হতে হবে। আর এখানে আমিলসমূহ তো বিভিন্ন রকম হয়েছে বটে, তবে এ সব আমিলেরই দাবি হচ্ছে نَصَب হওয়া। এ জন্য زَيْدًا এর শেষাক্ষরে পরিবর্তন হয় নি। শারেহ রহ. اِنَّمَا خَصَصْنَا اخْتِلَافَهَا الخ দ্বারা এরই ব্যাখ্যা করেছেন।

قَوْلُهٗ : لَفْظًا اَوْتَقْدِيْرًا نَصَبٌ عَلَى التَّمْيِزْ : এর দ্বারা لَفْظًا ও تَقْدِيْرًا এর উপর نَصَب বা যবর হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। এতে একটি সম্ভাবনা হল এই যে, এ দুটি শব্দ تَمْيِز এর ভিত্তিতে মানসূব হবে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হয় যে, তামীয হয়তো مُحَوَّل عَنِ الْفَاعِلِ হয় নতুবা مُحَوَّل عَنِ الْمَفْعُوْلِ হয়। অর্থাৎ আমলের প্রেক্ষিতে ফায়েল হয় অথবা মাফউল হয়। আর এখানে তা হয় নি। শারেহ রহ. اَىْ يَخْتَلِفُ لَفْظُ اٰخِرِه এনে বলে দিয়েছেন এটি مُحَوَّل عَنِ الْفَاعِلِ হয়েছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হল এই যে, এ দুটি শব্দ মানসূব হবে মাসদার তথা يَخْتَلِفُ-র মাফউল মুতলাক হওয়ার ভিত্তিতে। তখন বাক্যের স্বরূপ হবে : يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافَ لَفْظٍ اَوْ تَقْدِيْرٍ ।

وَالْإِخْتِلَافُ اللَّفْظِيُّ وَالتَّقْدِيرِيُّ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا كَمَا اَشَرْنَا اِلَيْهِ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا رَأَيْتُ اَحْمَدَ وَمَرَرْتُ بِاَحْمَدَ وَقَوْلِنَا رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ مَثْنًى اَوْ مَجْمُوْعًا فَاِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ الْعَوَامِلُ فِيْهِ وَلَا اِخْتِلَافَ فِيْ اٰخِرِ اَحْمَدَ حَقِيْقَةً بَلْ حُكْمًا فَاِنَّ فَتْحَةَ اَحْمَدَ بَعْدَ النَّاصِبِ عَلَامَةُ النَّصَبِ وَبَعْدَ الْجَارِّ عَلَامَةُ الْجَرِّ وَكَذَا الْحَالُ فِى التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَاٰخِرُ الْمُعْرَبِ فِيْ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ حُكْمًا لَاحَقِيْقَةً فَاِنْ قُلْتَ لَا يَتَحَقَّقُ الْاِخْتِلَافُ لَا فِيْ اٰخِرِ الْمُعْرَبِ وَلَا فِى الْعَوَامِلِ اِذَا رُكِّبَ بَعْضُ الْاَسْمَاءِ الْمَعْدُوْدَةِ الْغَيْرِ الْمُشَابِهَةِ لِمَبْنِيِّ الْاَصْلِ مَعَ عَامِلِهِ اِبْتِدَاءً اِذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِخْتِلَافُ الْاِعْرَابِ بَلْ هُنَاكَ حُدُوْثُ الْاِعْرَابِ بِدُخُوْلِ الْعَامِلِ قُلْتُ هٰذَا حُكْمٌ اٰخَرُ مِنْ اَحْكَامِ الْمُعْرَبِ وَالْاِخْتِلَافُ حُكْمٌ اٰخَرُ فَلَوْلَمْ يَدْخُلْ اَحَدُ الْحُكْمَيْنِ فِى الْاٰخِرِ لَا فَسَادَ فِيْهِ فَاِنَّ لِلْمُعْرَبِ اَحْكَامًا كَثِيْرَةً لَمْ تُذْكَرْ هٰهُنَا فَلْيَكُنْ هٰذَا الْحُكْمُ اَيْضًا مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ غَايَةُ الْاَمْرِ اَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ لَا يَكُوْنُ مِنْ خَوَاصِّهِ الشَّامِلَةِ ـ

সহজ তরজমা

.... আর শাব্দিক পরিবর্তন কথাটি ব্যাপক, চাই حَقِيْقَةً হোক কিংবা حُكْمًا হোক। যেরূপ ইতঃপূর্বে আমি এর প্রতি ইঙ্গিত করেছি। যাতে করে (এ পরিবর্তনটি) আমাদের উক্তি : رَأَيْتُ اَحْمَدَ ও مَرَرْتُ بِاَحْمَدَ এবং আমাদের উক্তি رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ ও مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ দ্বিবচন ও বহুবচনাবস্থায় এর অনুরূপ উদাহরণ দ্বারা ভেঙে না যায়। কেননা এতে আমিলসমূহ বিভিন্ন রকম হয়েছে এবং اَحْمَد এর শেষাক্ষরে حَقِيْقَةً কোনো পরিবর্তন হয় নি বরং حُكْمًا হয়েছে। কারণ, نَاصِب বা নসব দাতা আমিলের পর اَحْمَد-র যবরটি নসবের নিদর্শন এবং جَار তথা জরদাতা আমিলের পর জরের নিদর্শন। তেমনি অবস্থা দ্বিবচন ও বহুবচনের (مذكر سالم) মধ্যেও। সুতরাং এসব সূরতের মধ্যে মু'রাবের শেষাক্ষর আমিলসমূহের ভিন্নতার কারণে حُكْمًا বিভিন্নরকম হয়েছে, حَقِيْقَةً নয়। এরপর আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে, (তখন) পরিবর্তন প্রমাণিত হয় না, মু'রাবের শেষাক্ষরেও নয় এবং আমিলের মধ্যেও নয় যখন কিছু اَسْمَاء مَعْدُوْدَه যেগুলো মাবনী আসলের সদৃশ নয়, সেগুলোকে যখন তাদের আমিলের সাথে প্রাথমিকভাবে মুরাক্কাব হয় (যেমন : جَاءَزَيْدٌ বলে নীরব হয়ে গেল এবং زَيْدٌ এর উপর বিরোধী কোনো আমিল আনল না)। কেননা এ মু'রাবটির উপর এ'রাবের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় নি বরং এখানে আমিল প্রবেশের কারণে এ'রাব সৃষ্টি (প্রকাশ) হয়েছে জবাবে আমি বলি, এটি (এ'রাব প্রকাশ হওয়াটি) মু'রাবের বিভিন্ন হুকুমের মধ্যে একটি হুকুম, আর শেষাক্ষরে পরিবর্তন হচ্ছে ভিন্ন একটি হুকুম। সুতরাং যদি দু'টি (পরস্পর বিরোধী) হুকুমের মধ্য

থেকে একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে এতে অন্যায়ের কিছু নেই। কেননা মু'রাবের বিভিন্ন হুকুম রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা হয় নি। সুতরাং এ এ'রাব প্রকাশ হওয়ার হুকুমটিও যে সব হুকুমের একটি হুকুম। সারকথা হল, এ হুকুমটি মু'রাবের خوص شَامِلَة এর মধ্য থেকে হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْاِخْتِلَافُ اللَّفْظِيُّ وَالتَّقْدِيْرِيُّ اَعَمُّ الخ : একে তাফসীলের সাথে উদাহরণসহ এই মাত্র বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

فَاِنْ قُلْتَ لَايَتَحَقَّقُ الْاِخْتِلَافُ الخ : এটি একটি প্রশ্নও তার জবাব। প্রশ্নটি হল, মু'রাবের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, عَوَامِل এর ভিন্নতায় তার শেষাক্ষর বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো সময় না আমিলের ভিন্নতা হয় এবং না মু'রাবের শেষাক্ষরে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়। যেমন– কোনে মু'রাবে এই মাত্র আমিল প্রবেশ করল, এর পূর্বে কোনো আমিল আসেই নি। যেমন : কেউ جَاءَنِىْ زَيْدٌ বলল। সুতরাং এখানে جَاءَ আমিলটি সবেমাত্র প্রবিষ্ট হল এবং زَيْد এর মধ্যে এই মাত্র এ'রাব এসেছে। অতএব, এখানে আমিল প্রবিষ্ট হয়েছে এবং এ'রাব সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু না আমিল বিভিন্ন রকম হয়েছে এবং না মু'রাবের শেষাক্ষরে পরিবর্তন হয়েছে। এর জবাব হল, মু'রাবের অনেক হুকুম রয়েছে। আমরা যা বর্ণনা করেছি, তাও মু'রাবের একটি হুকুম এবং আপনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটিও একটি হুকুম। আমরা মু'রাবের সমস্ত হুকুম বর্ণনা করার দায়িত্ব নেই নি। আপনি বলতে পারেন, মু'রাবের এই হুকুমটি خَوَاصّ شَامِلَة র মধ্য থেকে নয়।

اَلْاِعْرَابُ مَا اَىْ حَرَكَةٌ اَوْ حَرْفٌ **اِخْتَلَفَ اٰخِرُهٗ** اَىْ اٰخِرُ الْمُعْرَبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعْرَبٌ ذَاتًا اَوْ صِفَةً بِهٖ اَىْ بِتِلْكَ الْحَرَكَةِ اَوِ الْحَرْفِ وَحِيْنَ يُرَادُ بِمَا الْمَوْصُوْلَةِ الْحَرَكَةِ اَوِ الْحَرْفِ لَا يَرِدُ النَّقْضُ بِالْعَامِلِ وَالْمَعْنٰى الْمُقْتَضٰى وَلَوْ اُبْقِيَتْ عَلٰى عُمُوْمِهَا خَرَجَا بِالسَّبَبِيَّةِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنْ قَوْلِهٖ بِهٖ فَاِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ السَّبَبِ هُوَ السَّبَبُ هُوَ السَّبَبُ الْقَرِيْبُ وَالْعَامِلُ وَالْمَعْنٰى الْمُقْتَضٰى مِنَ الْاَسْبَابِ الْبَعِيْدَةِ وَبِقَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ خَرَجَ حَرَكَةُ نَحْوِ غُلَامِىَ لِاَنَّهٗ مُعْرَبٌ عَلٰى اخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ لٰكِنَّ اخْتِلَافَ هٰذِهِ الْحَرَكَةِ عَلٰى اٰخِرِ الْمُعْرَبِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مُعْرَبٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَا قَبْلَ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَبِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْاِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا لٰكِنَّ الْمُصَنِّفَ اَرَادَ اَنْ يُنَبِّهَ عَلٰى فَائِدَةِ اخْتِلَافِ وَضْعِ الْاِعْرَابِ فَضَمَّ اِلَيْهِ قَوْلَهٗ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِى الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ ـ

সহজ তরজমা

.... <u>এ'রাব তাকে</u> তথা ওই হরকত ও হরফকে বলা হয় <u>যার দ্বারা তার শেষাক্ষর</u> তথা মু'রাবের শেষাক্ষর পরিবর্তিত হয়। মু'রাব হওয়ার প্রেক্ষিতে সত্তাগতভাবে বা গুণগতভাবে। এর দ্বারা অর্থাৎ ওই হরকত বা হরফের দ্বারা। আর যখন ما موصولة টি দ্বারা হরকত বা হরফ উদ্দেশ্য করা হবে, তখন আমিল ও معنى مقتضى (ফায়েল হওয়া, মাফউল হওয়া এবং মুযাফ ইলাইহি হওয়া) দ্বারা কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না। আর ماموصوله কে যদি তার সাধারণতার উপর বাকি রাখা হয়, তা হলে এ দুটি ওই سببيت এর দ্বারা বের হয়ে যাবে যা মুসান্নিফের উক্তি بـه থেকে বোধগম্য হচ্ছে। কেননা সবব দ্বারা সাধারণত নিকটতম সববই বুঝা যায় আর আমিল ও মা'নায়ে মুকতাযী তো হল দূরবর্তী সববসমূহের মধ্য থেকে। আর حيثيت বা দৃষ্টিকোণের কয়েদ দ্বারা غُلَامِى-র মতো শব্দের হরকত বের হয়ে গেল। কেননা এটি কাফিয়ার মুসান্নিফের পছন্দ অনুযায়ী মু'রাব। তবে মুরাবের শেষাক্ষরে হরকতের বিভিন্নতাটা মু'রাব হিসেবে নয় বরং মুকাল্লিমের ইয়ার পূর্ববর্ণ হিসেবে। এ পরিমাণ শব্দ দ্বারা مانع ও جامع হিসেবে মু'রাবের সংজ্ঞাটি পূর্ণ হয়ে গেল। তবে মুসান্নিফ ইচ্ছা করেছেন এ'রাব গঠনের বিভিন্নতার ফায়দার উপর সতর্ক করতে। এ জন্য মুসান্নিফ মু'রাবের সংজ্ঞার সাথে তাঁর উক্তি لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِى الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ-কে সংযোজিত করে নিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَلْاِعْرَابُ مَا اَىْ حَرَكَةٌ اَوْحَرْفٌ : শারেহ রহ. حركة اوحرف বের করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল এই যে, মুসান্নিফ এ'রাবের সংজ্ঞা দান করেছেন مَااخْتَلَفَ اٰخِرُهٗ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ দ্বারা। অথচ আমিল এবং معنى مقتضى للاعراب তথা ফায়েল হওয়া, মাফউল হওয়া এবং ইযাফত হওয়া– এ দুটির কারণেও

মু'রাবের শেষাক্ষর পরিবর্তন হয়ে যায়, অথচ আমিল এবং মা'নায়ে মুকতাযীর মধ্য থেকে কোনো একটিকেও এ'রাব বলা হয় না। এতে বুঝা গেল, এ'রাবের সংজ্ঞাটি অন্যের অনুপ্রবেশ থেকে বাধা দানকারী হল না। শারেহ রহ. حَرَكَةً اَوْحَرْفً বাড়িয়ে এর জবাব দিয়েছেন, এ'রাবের জন্য আবশ্যক হল হরকত অথবা হরফ হওয়া। আর আমিল হরকতও নয় এবং হরফও নয়। একই অবস্থা মা'নায়ে মুকতাবীর ও। তাই এ দুনোটি এ'রাবের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

قَوْلُهُ : وَلَذَا بَقِيَتْ عَلٰى عُمُوْمِهَا : শারেহ বলেছেন যে, যদি مَا শব্দটিকে আম রাখা হয় এবং হরকতও হরফের সাথে একে খাস না করা হয় তা হলে عامل এবং معنى مقتضى - به র মধ্যস্থিত যে يا বর্ণটি সাবাবের জন্য রয়েছে তার দ্বারা এ'রাবের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা সাবাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিকটতম সাবাব। আর আমিল এবং মা'নায়ে মুকতাযী এ দু'নোটি মু'রাবের মধ্যে শেষাক্ষরের পরিবর্তনের জন্য দূরবর্তী সাবাব বা কারণ।

قَوْلُهُ : وَلِقَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ الخ : শারেহ রহ. এ'রাবের সংজ্ঞায় اِخْتَلَفَ اٰخِرُهُ'র পর مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعْرَبٌ এর কয়েদ লাগিয়েছেন। যার মর্ম হচ্ছে এই যে, اعراب। তাকে বলা হয় যার কারণে মু'রাবের শেষাক্ষর মু'রাব হওয়ার হিসেবে বিভিন্ন রকম হয়। এখান থেকে সেই কয়েদের ফায়দা বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা غُلَامِىْ-র মতো শব্দের মধ্যে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের পূর্বে যে কাসরা (যের) টি রয়েছে তাকে এ'রাব বলা যাবে না। কারণ তার মধ্যে কাসরাটি মু'রাব হওয়ার কারণে আসে নি; বরং ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের পূর্ব বর্ণ হওয়ার কারণে এসেছে। نَحْو غُلَامِى দ্বারা হার ওই ইসম উদ্দেশ্য যেটি ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হয়। তবে শর্ত হলো যেটি مذكر سالم হতে পারবে না।

فَكَأَنَّهُ أَرَادَ هٰذَا الْمَعْنٰى حَيْثُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لَا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْحَدِّ وَاللَّامُ فِىْ قَوْلِهِ لِيَدُلَّ مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْحَدِّ يَعْنِىْ وَضْعَ الْاِعْرَابِ الْمَفْهُوْمُ مِنْ فَحْوَى الْكَلَامِ فَإِنَّهُ بَعِيْدٌ عَنِ الْفَهْمِ غَايَةَ الْبُعْدِ فَاللَّامُ فِيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اخْتَلَفَ اٰخِرُهُ ـ

সহজ তরজমা

.... সুতরাং যেন মুসান্নিফ এই (সতর্কীকরণের) অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন, যেখানে তিনি (এ কিতাবের শরাহ আমালীতে) বলেছেন, এটি (لِيَدُلَّ الخ) সংজ্ঞার পূর্ণতা থেকে তথা সংজ্ঞার অংশ নয়; এ উদ্দেশ্য নয় যে, এটি এ'রাবের সংজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত এবং অসংশ্লিষ্ট এবং لِيَدُلَّ-র লামটি কোনো বাইরের বিষয় তথা وَضْع الْاِعْرَاب এর সাথে সম্পৃক্ত যা বাক্যের ধরণ দ্বারা বোধগম্য হচ্ছে। এ রকম বুঝাটা খুবই দূরবর্তী বিষয়। সুতরাং (বাস্তব কথা হল,) لِيَدُلَّ-র লামটি মুসান্নিফের উক্তি "اِخْتِلَاف اٰخِره" -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَبِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْاِعْرَابِ الخ : এ'রাবের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই শব্দাবলির সাথে اَلْاِعْرَابُ مَا اخْتَلَفَ اٰخِرُهُ بِهٖ এই ইবারত সম্পর্কে কাফিয়ার মুসান্নিফ তাঁরই রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আমালী'তে লিখেছেন : وَبِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْاِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا অর্থাৎ সংজ্ঞার এতটুকু ইবারত দ্বারা اِعْرَاب এর সংজ্ঞা জামে ও মানে হওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ণ হয়ে গেছে, অতিরিক্ত ইবারতের প্রয়োজন নেই। সামনে এগিয়ে لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِى الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ ও সংযোজন করেছেন। এর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : لَيْسَ هٰذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ - এর দ্বারা কেউ কেউ বুঝেছেন যে, لِيَدُلَّ الخ-র এ'রাবের সংজ্ঞার সাথে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি সংজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। শারেহ রহ. এ কথাটি খণ্ডন করতে চাচ্ছেন যে, এ ধারণাটি ঠিক নয়। যদিও এ ইবারতটির সংজ্ঞা জামে' ও মানে' হওয়ার মধ্যে কোনো দখল না-ও থাকে, তথাপি এর মর্ম এটা নয় যে, সংজ্ঞার সাথে তার কোনো রকম সম্পর্কও নেই, এ ইবারতটিকে সংজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে এবং لِيَدُلَّ-র আমিল পৃথক বের করা হবে। যেরূপ এ ধারণাকারী বলেছেন যে, এখানে وُضِعَ الْاِعْرَاب বের করা হবে এবং لِيَدُلَّ কে তার মুতাআল্লিক বানানো হবে। শারেহ রহ. বলেছেন, এ তাকাল্লুফের প্রয়োজন নেই। لِيَدُلَّ-র সম্পর্ক সংজ্ঞার ইবারতের সাথেই হয়েছে এবং اِخْتَلَفَ হচ্ছে তার আমিল। সংজ্ঞাটি জামে' ও মানে' হওয়ার ক্ষেত্রে যখন এ এবারতের দখল নেই, তা হলে একে কি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল? তার কারণ হচ্ছে, মুসান্নিফ এ ইচ্ছা করেছেন এ'রাবের উদ্দেশ্য জানা হয়ে যাক এবং এর সাথে সাথে এ'রাব বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণও জানা হয়ে যাক। তাই তিনি বর্ণনা করেছেন, এ'রাব তো এজন্য وضع করা হয়েছে, যার দ্বারা মু'রাবের শেষাক্ষরের অবস্থা জানা যায় অর্থাৎ তার উপর رفع হয়েছে, নাকি نصب কিংবা جر। আর যেহেতু এ'রাবের দাবিকারক অর্থসমূহ তথা فاعليت - مفعوليت ও اضافت বিভিন্ন রকম, তাই اعراب -ও বিভন্ন রকম হবে। সারকথা হল, مقتضى বিভিন্ন রকম, এ জন্য مقتضى ও হবে বিভিন্ন রকম।

يَعْنِى اخْتَلَفَ اٰخِرُهٗ لِيَدُلَّ الْاِخْتِلَافُ اَوْ مَا بِهِ الْاِخْتِلَافُ عَلَى الْمَعَانِى يَعْنِى الْفَاعِلِيَّةَ وَالْمَفْعُوْلِيَّةَ وَالْاِضَافَةَ الْمُعْتَوِرَةَ عَلٰى صِيْغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ اَىْ عَلَى الْمُعْرَبِ مُتَعَلِّقٌ بِمُعْتَوِرَةٍ عَلٰى تَضْمِيْنِ مِثْلِ مَعْنَى الْوُرُوْدِ اَوِ الْاِسْتِيْلَاءِ يُقَالُ اِعْتَوَرُوْا الشَّئَ وَتَعَاوَرُوْهُ اِذَا تَدَاوَلُوْهُ اَىْ اَخَذَهٗ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُنَاوَبَةِ وَالْبَدْلِيَّةِ لَا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِجْتِمَاعِ فَاِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِىْ الْمُقْتَضِيَّةُ لِلْاِعْرَابِ الْمُعْرَبَ مُتَعَاقِبَةٌ مُتَنَاوِبَةٌ غَيْرُ مُجْتَمِعَةٍ لِتَضَادِّهَا فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَكُوْنَ عَلَامَتُهَا اَيْضًا كَذٰلِكَ فَوَقَعَ بِسَبَبِهَا اخْتِلَافٌ فِىْ اٰخِرِ الْمُعْرَبِ فَوُضِعَ اَصْلُ الْاِعْرَابِ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى تِلْكَ الْمَعَانِىْ وَوُضِعَ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ بِهِ اٰخِرُ الْمُعْرَبِ لِاخْتِلَافِ تِلْكَ الْمَعَانِى وَاِنَّمَا جُعِلَ الْاِعْرَابُ فِىْ اٰخِرِ الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ لِاَنَّ نَفْسَ الْاِسْمِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَمّٰى وَالْاِعْرَابَ عَلٰى صِفَةٍ وَلَا شَكَّ اَنَّ الصِّفَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الْمَوْصُوْفِ فَالْاَنْسَبُ اَنْ يَكُوْنَ الدَّالُّ عَلَيْهَا اَيْضًا مُتَأَخِّرًا عَنِ الدَّالِّ عَلَيْهِ ـ

সহজ তরজমা

..... অর্থাৎ ইসমে মু'রাবের শেষাক্ষর বিভিন্ন রকম হবে, যাতে বিভিন্নতা অথবা যার দ্বারা বিভিন্ন রকম হয় এই অর্থসমূহের উপর বুঝায় তথা ফায়েল হওয়া, মাফউল হওয়া এবং মুযাফ ইলাইহি হওয়ার উপর বুঝায় যে গুলো পর্যায়ক্রমে তার তথা মু'রাবের উপর আসে। مُعْتَوِرَةٌ শব্দটি ইসমে ফায়েলের সীগাহর ওজনে হয়েছে, عَلَيْهِ শব্দটি اِعْتَوَرُوْ এর সাথে وُرُوْد ও اِسْتِيْلَاء-র অর্থকে অভ্যন্তরে রাখার ভিত্তিতে মুতাআল্লিক হয়েছে। বলা হয়- مُعْتَوِرَة الشَّئَ وَتَعَاوَرُوْهُ যখন একটি দল কোনো বস্তুকে একের পর এক পালাক্রমে পৃথকভাবে, সম্মিলিতভাবে নয় গ্রহণ করে। সুতরাং যখন ওইসব অর্থ যেগুলো এ'রাবের দাবি রাখে মু'রাবের উপর একের পর এক পর্যায়ক্রমে আসে, পারস্পরিক বৈপরিত্বের কারণে একত্রিত হয়ে আসে না। তাই উচিত হল এসব (অর্থ) এর নিদর্শনাবলি (رفع - نصب - جر)-ও তেমনিভাবে (একের পর এক পালাক্রমে আগমনকারী) হোক। সুতরাং এ (বিভিন্ন অর্থের) কারণে মু'রাবের শেষাক্ষরে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অতএব, মূল এ'রাবকে এসব অর্থ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর এ'রাবকে এভাবে গঠন করা হয়েছে যে, এর দ্বারা এসব অর্থের ভিন্নতার কারণে মু'রাবের শেষাক্ষর বিভিন্ন রকম হবে। আর এ'রাবকে ইসমে মু'রাবের অন্ত্যবর্ণে এ জন্য রাখা হয়েছে যে, ইসমে মু'রাব নিজে সত্তা বুঝায় এবং এ'রাব বুঝায় তার সিফতকে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সিফত তার মাওসূফের পর হয়ে থাকে। সুতরাং অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হল সিফত নির্দেশককে (এ'রাব) মাওসূফ নির্দেশকের পর হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِى الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ : مَعَانِى مُعْتَوِرَة তথা পর্যায়ক্রমে আগমনকারী অর্থসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফায়েল হওয়া, মাফউল হওয়া এবং মুযাফ ইলাইহি হওয়ার অর্থ। عَلَيْهِ-র মধ্যে ه যমীরটি

معرب এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। ইবারতটির তরজমা হল, যাতে اختلاف তথা বিভিন্নতা অথবা مابه الاختلاف তথা যার দ্বারা বিভিন্নতা হয় এ সব অর্থ বুঝাবে, যেগুলো মু'রাবের উপর পর্যায়ক্রমে আসে। عليه-র আমিল হল معتورة । এর উপর প্রশ্ন হয় যে, اعتوار এর সিলাহ على আসে না বরং له আসে, তা হলে মুসান্নিফ এরকম ইবারত কেন গ্রহণ করলেন? এর জবাব হল এই যে, এখানে صنعت تضمين এর প্রেক্ষিতে اعتوار কে ورود বা استيلاء-র অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ দুটির সিলাহ على এসে থাকে। এখানে تضمين এর সুরত হবে, عليه কে واردة কিংবা مستوليا এর মুতাআল্লিক সাব্যস্ত করা হবে এবং একে معتورة এর যমীর থেকে হাল সাব্যস্ত করা হবে।

قَوْلُهٗ : لِيَدُلَّ الْاِخْتِلَافُ اَوْمَا بِهِ الْاِخْتِلَافُ : ليدل র যমীরের মারজা'র ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দু'টি সম্ভাবনার প্রতিই শারেহ রহ. ইঙ্গিত করেছেন। যথা– ১. اختلف ফে'ল থেকে যে اختلاف মাসদারটি বোধগম্য হচ্ছে, সেটা যমীরটির মারজা'। ২. ما اختلف র মধ্যে যে ما শব্দটি রয়েছে, তার দিকে যমীরটি প্রত্যাবর্তন করছে। শারেহ রহ. الاختلاف শব্দ দ্বারা প্রথম সম্ভাবনাটিকে এবং مابه الاختلاف দ্বারা দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া এ'রাব সম্বন্ধে দু'টি মাযহাব রয়েছে। ১. এ'রাব اختلاف বা বিভিন্নতাকে বলা হয়। ২. এ'রাব হচ্ছে مابه الاختلاف এর নাম। এ ইবারতটিতে এ দুটি মাযহাবের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসান্নিফের মাযহাব হল, এ'রাব হল اختلاف এর নাম, তাই এ সম্ভাবনাটিকে প্রথমে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ : يُقَالُ اعْتَوَرُوا الشَّئَ الخ : এখানে اعتوار শব্দের অর্থের তাহকীক করা হচ্ছে। اعتوار এর অর্থ হল পালাক্রমে বদল হয়ে আসা। মু'রাবের উপর معانى مقتضية-র আগমনটা এমনিভাবে হয়। فاعليت - مفعوليت - اضافت তথা ফায়েল হওয়া, মাফউল হওয়া, মুযাফ ইলাইহি হওয়ার অর্থ মু'রাবের উপর তাদের পারস্পরিক বৈপরিত্বের কারণে একসাথে আসতে পারে না বরং পালাক্রমে আসে। বাকি ইবারতের সারমর্ম পূর্বে গত হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِعْرَابُ فِىْ اٰخِرِ الْاِسْمِ الخ : এই ইবারতটি দ্বারা এ কথা বলতে চাচ্ছেন, এ'রাবের মহল ইসমের শেষাক্ষরকে সাব্যস্ত করা হল কেন, আদ্য বর্ণ বা মধ্যবর্ণ এ'রাবের মহল কেন হল না? শারেহ রহ. এর কারণ বর্ণনা করছেন, ইসম তো তার مسمى তথা সত্তা বুঝায় আর এ'রাব বুঝায় সত্তার সিফত তথা فاعليت - مفعوليت ও اضافت ইত্যাদি। যেহেতু مسمى বা সত্তার স্তর পূর্বে হয় এবং তার সিফতের স্তর হয় পরে, এজন্য সত্তা তথা ইসম নির্দেশকের স্তর পূর্বে হবে এবং সিফত নির্দেশকের স্তর হবে পরে। অর্থাৎ এ'রাবের মহল শেষে হওয়া উচিত। তাই ইসমের এ'রাবের মহল শেষ বা অন্ত্যবর্ণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَهُوَ مَاخُوْذٌ مِنْ اَعْرَبَهُ إِذَا اَوْضَحَهُ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ يُوْضِحُ الْمَعَانِى الْمُقْتَضِيَةَ اَوْ مِنْ عَرِبَتْ مِعْدَتُهُ إِذَا فَسَدَتْ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ فَيَكُوْنُ مَعْنَاهُ اِزَالَةَ الْفَسَادِ وَسُمِّىَ بِهِ لِاَنَّهُ يُزِيْلُ فَسَادَ اِلْتِبَاسِ بَعْضِ الْمَعَانِىْ بِبَعْضٍ **وَاَنْوَاعُهُ** اَىْ اَنْوَاعُ اِعْرَابِ الْاِسْمِ ثَلٰثَةٌ **رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌّ** هٰذِهِ الْاَسْمَاءُ الثَّلٰثَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْحَرَكَاتِ وَالْحُرُوْفِ الْاِعْرَابِيَّةِ وَلَا تُطْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اَصْلًا بِخِلَافِ الضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ فَاِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ غَالِبًا وَفِى الْحَرَكَاتِ الْاِعْرَابِيَّةِ عَلٰى قِلَّةٍ **فَالرَّفْعُ** حَرَكَةً كَانَ اَوْ حَرْفًا **عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ** اَىْ عَلَامَةُ كَوْنِ الشَّيْءِ فَاعِلًا حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا لِيَشْمُلَ الْمُلْحَقَاتِ بِالْفَاعِلِ اَيْضًا كَالْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ وَغَيْرِهِمَا **وَالنَّصْبُ** حَرَكَةً كَانَ اَوْ حَرْفًا عَلَمُ **الْمَفْعُوْلِيَّةِ** اَىْ عَلَامَةُ كَوْنِ الشَّيْءِ مَفْعُوْلًا حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا لِيَشْمُلَ الْمُلْحَقَاتِ بِهِ ـ

সহজ তরজমা

.... আর إِعْرَاب শব্দটি اَعْرَبَهُ পারিভাষিক শব্দটি থেকে নির্গত। তা তখন বলা হয় যখন কেউ কোনো বস্তুকে প্রকাশ ও স্পষ্ট করে দেয়। কেননা এ'রাব দাবিকৃত অর্থসমূহকে (اضافت - مفعوليت - فاعليت) স্পষ্ট করে দেয়। অথবা اِعْرَاب শব্দটি عَرِبَتْ مِعْدَتُهُ থেকে নির্গত, এটি তখন বলা হয় যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায়। এ ভিত্তিতে যে, (باب افعال এর হামযাটি) سلب ماخذ এর জন্য হবে। তখন اعراب এর অর্থ হবে ফাসাদ দূর করা। আর তাকে এ নামটি এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এ'রাব অর্থসমূহকে একটি অপরটির সাথে সংমিশ্রণ ঘটার ফাসাদকে বিদূরিত করে দেয়। <u>আর তার প্রকার</u> তথা ইসমের এ'রাবের প্রকার হচ্ছে তিনটি : **رَفْع - نَصْب - جَر** এ তিনটি নামই হরকাত ও হরূফে এ'রাবিয়ার সাথে খাস এবং হরকতে বেনাইয়ার উপর এগুলোর ব্যবহার মোটেও হয় না। এর বিপরীত হল ضمه - فتحه ও كسره। কারণ, এগুলো সাধারণত حركات بنائيه এর ক্ষেত্রে এবং ঈষৎ পরিমাণে حركات اعرابيه-র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। <u>সুতরাং</u> **رفع** হরকত হোক কিংবা হরফ **فاعليت** <u>এর আলামত।</u> অর্থাৎ কোনো বস্তুর ফায়েল হওয়ার নিদর্শন চাই حقيقة হোক কিংবা حكما যাতে (মুসান্নিফের عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ কথাটি) ওইসব مرفوعات-কেও শামিল রাখে, যেগুলো ফায়েলের সাথে সংযুক্ত। যেমন : মুবতাদা ও খবর প্রভৃতি। <u>আর</u> **نَصْب** হরকত হোক অথবা হরফ **مفعوليت** <u>এর আলামত।</u> অর্থাৎ কোনো বস্তুর মাফউল হওয়ার নিদর্শন, (চাই বস্তুটির মাফউল হওয়াটা) حَقِيْقَةً হোক কিংবা حُكْمًا যাতে (মুসান্নিফের عَلَمُ الْمَفْعُوْلِيَّةِ কথাটি) ওই مَنْصُوْبَات-কে শামিল রাখে যেগুলো মাফউলের সাথে সংযুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَهُوَمَا خُوْذٌ مِنْ اَعْرَبَهٗ الخ : اعراب এর নামকরণের কারণ হয়তো اعراب এর অর্থ হল প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা। যেহেতু এ'রাব معانى مقتضية তথা ফায়েল হওয়া, মাফউল হওয়া এবং মুযাফ ইলাইহি হওয়ার অর্থকে স্পষ্ট করে দেয়; رفع দ্বারা ফায়েলের, نصب দ্বারা মাফউলের এবং جر দ্বারা মুযাফ ইলাইহির জ্ঞান লাভ হয়ে যায়, এজন্য اعراب কে এ'রাব বলা হয়।

قَوْلُهٗ : اَوْ مِنْ عَرِبَتْ مِعْدَتُهٗ : এ ইবারতটি দ্বারা শারেহ রহ. اعراب এর দ্বিতীয় নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ اعراب শব্দটি গৃহীত হয়েছে عَرِبَتْ مِعْدَتُهٗ থেকে, যার অর্থই হল, তার পাকস্থলী ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে গেছে। এ অর্থটি তো হল মুজাররাদের (باب سمع) মধ্যে। কিন্তু اعراب হচ্ছে باب افعال এর মাসদার। আর باب افعال এর একটি খাসিয়ত হল سلب ماخذ । তাই اعراب এর অর্থ, দাঁড়ালো سلب فساد বা ফাসাদ দূর করা। যেহেতু اعراب ও এক অর্থ অন্য অর্থের সাথে সংমিশ্রিত হওয়ার ফাসাদকে দূর করে দেয়, এ জন্য اعراب কে এ'রাব বলা হয়। যদি এ'রাব না হত, তা হলে জানা যেত না এটি ফায়েল, মাফউল নাকি মুযাফ ইলাইহি।

قَوْلُهٗ : وَاَنْوَاعُهٗ اَىْ اَنْوَاعُ اِعْرَابِ الْاِسْمِ ثَلٰثَةٌ الخ : প্রশ্ন হয় যে, মুসান্নিফ রহ. اعراب এর তিনটি মাত্র প্রকার বর্ণনা করেছেন, অথচ جزم-ও একটি এ'রাব। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, এখানে মুসান্নিফ রহ. ইসমের এ'রাব বর্ণনা করেছেন; জযম ফে'লের সাথে খাস। তিনটির মধ্যে এ'রাব সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে, এ'রাব عمده বুঝাবে অথবা فضله বুঝাবে। যদি عمده বুঝায় তবে সেটি হবে رفع আর যদি فضله বুঝায়, তা হলে সরাসরি فضله বুঝাবে অথাব হরফে জারের মাধ্যমে বুঝাবে। যদি সরাসরি বুঝায়, তবে সেটা হল نصب এবং হরফে জারের মাধ্যমে বুঝালে جر।

وَ**الْجَرُّ** حَرَكَةً كَانَ اَوْ حَرْفًا **عَلَمُ الْاِضَافَةِ** اَىْ عَلَامَةُ كَوْنِ الشَّئِ مُضَافًا اِلَيْهِ وَاِذَا كَانَتِ الْاِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا لَمْ تَحْتَجْ اِلَى اِلْحَاقِ الْيَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ اِلَيْهَا كَمَا فِى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ وَاِنَّمَا اخْتُصَّ الرَّفْعُ بِالْفَاعِلِ وَالنَّصْبُ بِالْمَفْعُوْلِ وَالْجَرُّ بِالْمُضَافِ اِلَيْهِ لِاَنَّ الرَّفْعَ ثَقِيْلٌ وَالْفَاعِلَ قَلِيْلٌ لِاَنَّهٗ وَاحِدَةٌ فَاُعْطِىَ الثَّقِيْلُ الْقَلِيْلَ وَالنَّصْبَ خَفِيْفٌ وَالْمَفَاعِيْلَ كَثِيْرَةٌ لِاَنَّهَا خَمْسَةٌ فَاُعْطِىَ الْخَفِيْفُ الْكَثِيْرَ وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُضَافِ اِلَيْهِ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْجَرِّ جُعِلَ عَلَامَةً لَهٗ **اَلْعَامِلُ** لَفْظِيًّا كَانَ اَوْ مَعْنَوِيًّا **مَابِهٖ يَتَقَوَّمُ** اَىْ يَحْصُلُ **الْمَعْنَى الْمُقْتَضِى** اَىْ مَعْنًى مِّنَ الْمَعَانِى الْمُعْتَوِرَةِ عَلَى الْمُعْرَبِ الْمُقْتَضِيَّةِ **لِلْاِعْرَابِ** فَفِىْ جَاءَ زَيْدٌ جَاءَ عَامِلٌ اِذْ بِهٖ حَصَلَ مَعْنَى الْفَاعِلِيَّةِ فِىْ زَيْدٌ فَجُعِلَ الرَّفْعُ عَلَامَةً لَهَا وَفِىْ رَاَيْتُ زَيْدًا رَاَيْتُ عَامِلٌ اِذْ بِهٖ حَصَلَ مَعْنَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ فِىْ زَيْدًا فَجُعِلَ النَّصْبُ عَلَامَةً لَهَا وَفِىْ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَلْبَاءُ عَامِلٌ اِذْ بِهٖ حَصَلَ مَعْنَى الْاِضَافَةِ فِىْ زَيْدٍ فَجُعِلَ عَلَامَةً لَهَا **فَالْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ** اَىْ اِسْمُ الْمُفْرَدِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ مَثْنًى وَلَا مَجْمُوْعًا وَلَا غَيْرَ مُنْصَرِفٍ كَزَيْدٍ وَرَجُلٍ ـ

সহজ তরজমা

আর جر হরকত হোক অথবা হরফ ইযাফতের আলামত, অর্থাৎ কোনো বস্তুর (ইসমের) মুযাফ ইলাইহি হওয়ার নিদর্শন। আর যেহেতু اضافت শব্দটি নিজেই মাসদার ছিল, তাই তার সাথে ইয়ায়ে মাসদারী সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয় নি। যেরূপ فاعليت ও مفعوليت এর মধ্যে প্রয়োজন হয়েছে। আর رفع কে ফায়েলের সাথে, نصب মাফউলের সাথে এবং جر-কে মুযাফ ইলাইহির সাথে এ জন্য খাস করা হয়েছে যে, رفع হচেছ জটিল এবং ফায়েল অনধিক। কেননা (ফায়েল نوع হিসেবে) একটি। (আর অনধিক বস্তু সহজ হয়ে থাকে) তাই জটিলটি অনধিকটি (সহজটি) কে প্রদান করা হয়েছে। (যাতে ব্যাপারটি মধ্যপন্থি হয়ে যায়) আর نصب হচ্ছে সহজ এবং মাফউল অধিক। কেননা মাফউল তো হচ্ছে পাঁচটি। (আর অধিক জটিল হয়ে থাকে) তাই সহজটি দান করা হয়েছে অধিককে। আর মুযাফ ইলাইহির জন্য যেহেতু جر ব্যতীত আর কোনো আলামত বাকি ছিল না, তাই জরকে মুযাফ ইলাইহির আলামত করে দেওয়া হয়েছে। আর **عامل** বলা হয়, শাব্দিক হোক কিংবা আর্থিক যার দ্বারা এ'রাব দাবিকারী অর্থ অর্জিত হয়। অর্থাৎ (নাহবীদের পরিভাষায় আমিল তাকে বলা হয় যার দ্বারা) মু'রাবের উপর পর্যায়ক্রমে আগমনকারী এ'রাবের দাবিকারক অর্থসমূহের কোনো একটি অর্থ অর্জিত হয়। সুতরাং جَاءَ زَيْدٌ এর মধ্যে جَاءَ হচ্ছে আমিল। কারণ, زَيْدٌ এর মধ্যে ফায়েল হওয়ার অর্থটি তার দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। তাই رفع

ফায়ের হওয়ার আলামত বানানো হয়েছে। আর رَأَيْتُ زَيْدًا এর মধ্যে رَأَيْتُ হচ্ছে আমিল। কারণ, زَيْدًا এর মধ্যে মাফউল হওয়ার অর্থটি তার দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। তাই نصب কে মাফউল হওয়ার আলামত বানানো হয়েছে। আর مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর মধ্যে با বর্ণটি হচ্ছে আমিল। কারণ, زيد এর মধ্যে ইযাফতের অর্থ তার দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। তাই জরকে ইযাফতের আলামত বানানো হয়েছে। সুতরাং **مفرد منصرف** তথা ওই ইসমে মুফরাদ যেটি দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না এবং غير منصرف-ও হয় না। যেমন : رَجُلٌ ও زَيْدٌ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِنَّمَا اُخْتُصَّ الرَّفْعُ : মুসান্নিফ রহ. এর পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন, اَلرَّفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ وَالنَّصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُوْلِيَّةِ وَالْجَرُّ عَلَمُ الْاِضَافَةِ শারেহ এর কারণ বর্ণনা করেছেন, যা শারেহর ইবারত দ্বারাই স্পষ্ট; এর ব্যাখ্যার প্রয়োজনই নেই।

قَوْلُهُ : عَلَمُ الْمَفْعُوْلِيَّةِ وَالْجَرُّ عَلَمُ الْاِضَا : এ ব্যাপকতাটি এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে সংজ্ঞাটি আমিলে লফযী ও মানাবী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত রাখে। মু'রাবের শেষাক্ষরে যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তার নিকটতম সবব বা মাধ্যম হল اعراب । এজন্য একে প্রথমে বর্ণনা করেছেন। আর عامل হচ্ছে দূরবর্তী সবব। এ জন্য একে পরে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : يَتَقَوَّمُ اَىْ يَحْصُ : تقوم শব্দটি قيام থেকে নির্গত, যেটি প্রাণীদের গুণ, তদুপরি মুসান্নিফ রহ. তাকে معنى-র দিকে ইসনাদ করলেন কেন? শারেহ রহ. জবাবে বলেছেন : এখানে يتقوم অর্থ হচ্ছে يحصل সুতরাং এখন আর প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

قَوْلُهُ : فَالْمُفْرَدُ الْمُنْصَ : মুসান্নিফ রহ. اعراب এর সংজ্ঞা এবং তার প্রকারভেদের পর এ'রাবের প্রেক্ষিতে ইসমের প্রকারাদি এবারে বর্ণনা করছেন। اعراب দুই প্রকার : ১. اعراب بالحركة ২. اعراب بالحرف এ দুনটির মধ্যে اعراب بالحركة হচ্ছে আসল। এ জন্য প্রথমে তার প্রকারাদি বর্ণনা করেছেন। আবার اعراب بالحركة এর মধ্যেও আসল হল তিন অবস্থার (جر - نصب - رفع) এর মধ্যেই পৃথক পৃথক এ'রাব আসা। এ জন্য প্রথমে এরকম ইসমসমূহের এ'রাব বর্ণনা করেছেন। এরকম ইসম দু'টি। ১. مفرد منصرف ২. جمع مكسر।

قَوْلُهُ : اَلْاِسْمُ الْمُفْ : مفرد এর পূর্বে الاسم যুক্ত করে বলেছেন, مفرد শব্দটি اسم এর সিফত। مفرد এর ব্যবহার চারটি জিনিসের বিপরীতে হয়। ১. مركب ২. جمع و تثنيه ৩. مضاف ৪. جمله। এখানে مفرد শব্দটি جمع ও تثنيه তথা দ্বিবচন ও বহুবচনের বিপরীতে এসেছে। এ দুটির এ'রাবই হরফ দ্বারা হয়। যাকে তিনি সামনে গিয়ে বর্ণনা করবেন। منصرف এর কয়েদ দ্বারা غير منصرف বের হয়ে গেছে, এর এ'রাব এখনই জানা হয়ে যাবে।

وَكَذَا **الْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ** اَيِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ بِنَاءُ الْوَاحِدِ فِيْهِ سَالِمًا وَلَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ كَرِجَالٍ وَطَلَبَةٍ فَالْاِعْرَابُ فِىْ هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْاِسْمِ عَلَى الْاَصْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْاَصْلَ فِى الْاِعْرَابِ اَنْ يَكُوْنَ بِالْحَرَكَةِ وَالْاِعْرَابِ فِيْهِمَا بِالْحَرَكَةِ وَثَانِيْهِمَا اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْاِعْرَابُ بِالْحَرَكَةِ فَالْاَصْلُ اَنْ يَكُوْنَ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلٰثِ فِى الْاَحْوَالِ الثَّلٰثِ وَالْاِعْرَابُ فِيْهِمَا بِالْحَرَكَاتِ الثَّلٰثِ فِى الْاَحْوَالِ الثَّلٰثِ فَالْاِعْرَابُ فِيْهِمَا **بِالضَّمَّةِ رَفْعًا** اَىْ حَالَةَ الرَّفْعِ **وَالْفَتْحَةِ نَصْبًا** اَىْ حَالَةَ النَّصْبِ **وَالْكَسْرَةِ جَرًّا** اَىْ حَالَةَ الْجَرِّ فَنُصِبَ قَوْلُهُ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ بِتَقْدِيْرِ مُضَافٍ وَيَحْتَمِلُ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ اَوِ الْمَصْدَرِيَّةِ فَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِثْلُ جَاءَنِىْ رَجُلٌ وَرَأَيْتُ رَجُلًا وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ وَالْقِسْمُ الثَّانِىْ مِثْلُ جَاءَنِىْ طَلَبَةٌ وَرَأَيْتُ طَلَبَةً وَمَرَرْتُ بِطَلَبَةٍ ـ

সহজ তরজমা

আর তেমনিভাবে **جمع مكسر منصرف** তথা ওই جمع যার মধ্যে واحد এর কাঠামো ঠিক থাকে না এবং যে جمع-টি غير منصرف-ও হয় না। যেমন : رِجَالٌ ও طَلَبَةٌ সুতরাং ইসমের এই দু'প্রকারে দু'কারণে আসলের ভিত্তিতে এ'রাব দেওয়া হয়েছে। একটি কারণ হল, এ'রাব মধ্যে আসল হল হরকতের সাথে হওয়া। আর এ দুটির মধ্যে হরকতের সাথে এ'রাব হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হল, اعراب بالحركة যখন হবে তখন আসল হল অবস্থা তিনটিতে তিন হরকতের সাথে এ'রাব হওয়া। সুতরাং এ দুটিতে এ'রাব হবে **رفع**-র অবস্থায় **ضَمَّه**-র সাথে, **نصب** এর অবস্থায় **فَتْحَه** সাথে এবং **جَر** এর অবস্থায় **كَسْرَه**-র সাথে। সুতরাং মুসান্নিফের উক্তি : رَفْعًا - نَصْبًا ও جَرًّا এর নসব হওয়াটি যরফের ভিত্তিতে মুযাফ উহ্যের সাথে হয়েছে। আবার হাল হওয়ার ভিত্তিতে অথবা মাসদার (মাফউল মুতলাক) হওয়ার ভিত্তিতেও নসব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, প্রথম প্রকারের (مفرد منصرف) উদাহরণ হচ্ছে : جَاءَنِىْ رَجُلٌ - جَاءَنِىْ رَجُلًا ও مَرَرْتُ بِرَجُلٍ এবং দ্বিতীয় প্রকারের (جمع مكسر منصرف) উদাহরণ হল : جَاءَنِىْ طَلَبَةٌ - رَأَيْتُ طَلَبَةً ও مَرَرْتُ بِطَلَبَةٍ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَكَذَا لْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ : শারেহ كَذَا শব্দটি এনে বললেন, جمع مكسر হচ্ছে مشبه আর مفرد منصرف হলো مشبه به । এখানে মুশাব্বাহর আত্‌ফ হয়েছে মুশাব্বা বিহির ওপর।

قَوْلُهُ : اَلَّذِىْ لَمْ يَكُنْ بِنَاءُ الْوَاحِدِ فِيْهِ سَالِمًا : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, مُكَسَّر শব্দটি كسر থেকে নির্গত, যার অর্থ হল ত্রুটি। সুতরাং যে جمع-র মধ্যে বৃদ্ধি হবে তাকে শামিল রাখবে না। যেমন :

رِجَال। কারণ, এর হচ্ছে رَجُل واحد এতে جمع-র সময় আলিফ বৃদ্ধি করে رِجَال - جمع এসেছে। শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, এখানে শাব্দিক جَمْع مُكَسَّر উদ্দেশ্য নয় বরং পারিভাষিক جَمْع مُكَسَّر উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যার মধ্যে একবচনের ওযন ঠিক থাকে না, চাই তাতে বৃদ্ধি হোক, যেমন– رِجَال অথবা হ্রাস হোক, যেমন : طَلَبَة এতে ب-টি পৃথক শব্দ, এটি طَالِب এর বহুবচন, একবচনে আলিফ ছিল বহুবচনে তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَالْإِعْرَابُ فِي هٰذَا يْنِ الْقِسْمَيْ : এর ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

قَوْلُهُ : فَالْإِعْرَابُ فِيْهِمَا بِالضَّمَّ : শারেহ فالاعراب এনে ইঙ্গিত করেছেন, بِالضَّمَّةِ হলো খবর এবং তার মুবতাদা فالاعراب উহ্য রয়েছে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, فالاعراب হবে মুবতাদা আর بِالضَّمَّةِ এর আমিল يَعْرِبَان উহ্য হবে। يَعْرِبَان ফে'ল, তাছনিয়ার যমীর (هُمَا) তার নায়িবে ফায়েল, بِالضَّمَّةِ তার মুতাআল্লিক। يَعْرِبَان ফে'লটি তার নায়িবে ফায়েল এবং মুতআল্লিক মিলে جملہ فعلیہ خبریہ হয়ে الاعراب মুবতাদার খবর হয়েছে। মুবতাদা খবরের সাথে মিলে جملہ اسمیہ خبریہ হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَنُصِبَ قَوْلُهُ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَ : এগুলোর নসবের ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. ظرف ২. حال ৩. مفعول مطلق। ظرف এর অবস্থায় মুযাফ উহ্য থাকবে। অর্থাৎ حالة الرفع - حالة النصب - حالة الجر। হাল হওয়াবস্থায় এগুলোকে ইসমে মাফউল তথা مَرْفُوْع - مَنْصُوْب - مَجْرُوْر এর অর্থে নিতে হবে। যাতে ذو الحال এর উপর حال প্রযোজ্য হতে পারে। মাফউলে মুতলাক হওয়াবস্থায় এগুলোর পূর্বে এদের উপযোগী ফে'ল চয়ন করতে হবে অর্থাৎ– رَفَعَ رَفْعًا - نَصَبَ نَصْبًا - جَرَّ جَرًّا।

جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ بِالْاَلِفِ وَالتَّاءِ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنِ الْمُكَسَّرِ فَاِنَّهٗ قَدْ عُلِمَ **بِالضَّمَّةِ** رَفْعًا **وَالْكَسْرَةِ** نَصْبًا وَجَرًّا فَاِنَّ النَّصْبَ فِيْهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ اِجْرَاءً لِلْفَرْعِ عَلٰى وَتِيْرَةِ الْاَصْلِ الَّذِىْ هُوَ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ فَاِنَّ النَّصْبَ فِيْهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ كَمَا سَيَجِئُ ذِكْرُهٗ مِثْلُ جَاءَتْنِىْ مُسْلِمَاتٌ وَرَاَيْتُ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ بِالضَّمَّةِ** رَفْعًا **وَالْفَتْحَةِ** نَصْبًا وَجَرًّا فَالْجَرُّ فِيْهِ تَابِعٌ لِلنَّصْبِ لِمَا سَنَذْكُرُهٗ نَحْوُ جَاءَنِىْ اَحْمَدُ وَرَاَيْتُ اَحْمَدَ وَمَرَرْتُ بِاَحْمَدَ **اَخُوْكَ وَاَبُوْكَ وَحَمُوْكِ** بِكَسْرِ الْكَافِ لِاَنَّ الْحَمَ قَرِيْبُ الْمَرْأَةِ مِنْ جَانِبِ زَوْجِهَا فَلَا يُضَافُ اِلَّا اِلَيْهَا -

সহজ তরজমা

جمع مؤنث سالم কে, আর জমা মুআন্নাছে সালিম তাকে বলা হয় যেটি আলিফ ও تا-র সাথে হয়। মুসান্নিফ রহ. سَالِم এর কয়েদ দ্বারা مُكَسَّر কে পরিহার করেছেন। কেননা তার অবস্থা পূর্বে জানা হয়ে গেছে। رفع-র অবস্থায় **ضمه**-র সাথে এবং نصب ও جر অবস্থায় **كسره** সাথে এ'রাব দেওয়া হয়। কেননা এতে نصب-কে جر এর অনুগামী করা হয়েছে শাখাকে (তথা جمع مؤنث سالم কে) তার আসল তথা جمع مذكر سالم এর তরীকায় জারি করার জন্য। কেননা জমা মুযাক্কারে সালিমের মধ্যে نصب অনুগামী হয়েছে جر এর, যেরূপ তার আলোচনা অচিরেই আসবে। যেমন : جَاءَتْنِىْ مُسْلِمَاتٌ - رَاَيْتُ مُسْلِمَاتٍ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ ।

غير منصرف কে এ'রাব দেওয়া হয় رفع-র অবস্থায় **ضمه**-র সাথে এবং نصب ও جر এর অবস্থায় **فتحه**র সাথে। এতে جر অনুগামী হয়েছে نصب এর। তার কারণ আমি অচিরেই বর্ণনা করবো। যেমন : جَاءَنِىْ اَحْمَدُ - رَاَيْتُ اَحْمَدَ - مَرَرْتُ بِاَحْمَدَ। **اَخُوْكَ** (তোমার ভাই), **اَبُوْكَ** (তোমার পিতা) **حَمُوْكِ** (তোমার দেবর) কাফের যেরের সাথে। কেননা حم বলা হয় স্বামীর পক্ষের স্ত্রীর নিকটাত্মীয়কে। সুতরাং এর ইযাফত শুধু মহিলার দিকেই হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ : এতে المؤنث শব্দটি جمع এর মুযাফ ইলাইহি হওয়ার দরুন মাজরূর হয়েছে এবং اَلسَّالِم শব্দটি جمع এর সিফত হওয়ার কারণে মারফূ' হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَهُوَ مَا يَكُوْنُ بِالْاَلِفِ وَالتَّاءِ : বাহ্যত শারেহ রহ.-এর এ ইবারতের এ মর্ম বুঝা যেত যে, مفرد مؤنث এবং তার جمع سالم যদি হয়, مُكَسَّر না হয়, তা হলে তার এ'রাব হবে رفع-র অবস্থায় যাম্মার সাথে এবং جر ও نصب এর অবস্থায় কাসরার সাথে। সুতরাং এর দ্বারা مَرْفُوْعَات - مَنْصُوْبَات ও مَجْرُوْرَات বের হয়ে যাবে এবং এগুলোর এ এ'রাব না হওয়া উচিত। কেননা এগুলোর মুফরাদ مذكر তথা مرفوع - منصوب ও مجرور শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন যে, এখানে পারিভাষিক جمع مؤنث سالم উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে جمع-টি الف ও تا-র সাথে আসে তার এ'রাব হচ্ছে এই, চাই তার মুফরাদ مذكر হোক অথবা مؤنث।

قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ منصرف এর এ'রাব ইতঃপূর্বে জানা হয়ে গেছে। এবার غير المنصرف এর এ'রাব বর্ণনা করছেন। غير منصرف এবং جمع مؤنث سالم এ দুটির এ'রাব হরকতের সাথে হয়, তবে তিন অবস্থায়ই পৃথক পৃথক হরকত হয় না। এ জন্য এ দুটিকে مفرد منصرف এবং جمع مكسر এর পরে এনেছেন। আর غير منصرف এর পূর্বে جمع مؤنث سالم কে এজন্য এনেছেন যে, তার এ'রাব কখনো পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে غير منصرف এর এ'রাব ضرورت شعرى এবং اضافت এর কারণে অথবা আলিফ-লাম প্রবেশ করার পর পরিবর্তন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : اَخُوْكَ وَاَبُوْكَ : এর পূর্বে চারটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর এ'রাব হরকতের সাথে হয়ে থাকে। এখন এরকম প্রকারসমূহের এ'রাব বর্ণনা হচ্ছে, যার এ'রাব হয় হরফের মাধ্যমে। সর্বপ্রথম اسماء ستہ مكبره এর এ'রাব বর্ণনা করছেন। এসব ইসমের এ'রাব رفع-র অবস্থায় واو এর সাথে, نصب এর অবস্থায় আলিফের সাথে এবং جر এর অবস্থায় ইয়ার সাথে হয়। তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

১. مكبره হতে হবে। تصغير এর অবস্থায় এ গুলোর এ'রাব হরকতের সাথে হবে। যেমন : جَاءَنِىْ اُخَيُّكَ - رَأَيْتُ اُخَيَّكَ - مَرَرْتُ بِاُخَيِّكَ। ২. একবচন হতে হবে। সুতরাং যদি দ্বিবচন বা বহুবচন হয়, তা হলে দ্বিবচন ও বহুবচনের মতো এ'রাব হবে। ৩. মুযাফ হতে হবে। যদি মুযাফ না হয়, তখনও হরকতের সাথে এ'রাব হবে। যেমন : جَاءَنِىْ اَخٌ - رَأَيْتُ اَخًا - مَرَرْتُ بِاَخٍ। ৪. ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম ছাড়া অন্যের দিকে মুযাফ হতে হবে। যদি ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হয়, তা হলে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হলে অন্যান্য ইসমের যে এ'রাব হয়, এ গুলোরও তাই হবে। এ সব কয়েদ ও শর্তের মধ্য থেকে দু'টি কয়েদ তথা مكبره ও موحد হওয়াকে মুসান্নিফ রহ. স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে নি বরং উদাহরণের উপর যথেষ্ট করেছেন। আর বাকি দু'টি কয়েদ مُضَافَة اِلٰى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّم কে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, উদাহরণের উপর যথেষ্ট কারেন নি। কারণ, উদাহরণগুলোতে كاف এর দিকে ইযাফত করা হচ্ছে, যদি উদাহরণের উপর যথেষ্ট করতেন তা হলে এ কথা বুঝা যেত যে, এসব ইসমের এই এ'রাব ওই সময় হবে, যখন كاف এর দিকে মুযাফ হবে, অথচ বিষয়টি এরকম নয়। যদি গায়েবের যমীর অথবা জমা মুতাকাল্লিমের যমীরের দিকে মুযাফ হয়, তখনও এই اعراب-ই হবে।

وَهَنُوكَ وَالْهَنُ الشَّئُ الْمُنْكَرُ الَّذِىْ يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ كَالْعَوْرَةِ الْغَلِيْظَةِ وَالصِّفَاتِ الذَّمِيْمَةِ وَالْاَفْعَالِ الْقَبِيْحَةِ وَهٰذِهِ الْاَسْمَاءُ الْاَرْبَعَةُ مَنْقُوْصَاتٌ وَاوِيَّةٌ **وَفُوكَ** وَهُوَ اَجْوَفٌ وَاوِيٌّ لَا مُهُ هَاءٌ اِذْ اَصْلُهُ فُوْهٌ **وَذُوْمَالٍ** وَهُوَ لَفِيْفٌ مَقْرُوْنٌ بِالْوَاوَيْنِ اِذْ اَصْلُهُ ذَوَوٌ اِنَّمَا اُضِيْفَ ذُوْ اِلَى الْاِسْمِ الظَّاهِرِ دُوْنَ الْكَافِ لِاَنَّهُ لَا يُضَافُ اِلَّا اِلَى اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ فَاِعْرَابُ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ السِّتَّةِ **بِالْوَاوِ** رَفْعًا **وَالْاَلِفِ** نَصْبًا **وَالْيَاءِ** جَرًّا وَلٰكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ حَالَ كَوْنِهَا مُكَبَّرَةً اِذْ مُصَغَّرَاتُهَا مُعْرَبَةٌ بِالْحَرَكَاتِ نَحْوُ جَاءَنِىْ اُخَيُّكَ وَرَأَيْتُ اُخَيَّكَ وَمَرَرْتُ بِاُخَيِّكَ وَمُوَحَّدَةً اِذِ الْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعُ مِنْهَا مُعْرَبٌ بِاِعْرَابِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَاِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهٰذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ اِكْتِفَاءً بِالْاَمْثِلَةِ **مُضَافَةً** لِاَنَّهَا اِذَا كَانَ مُكَبَّرَةً وَمُوَحَّدَةً وَلَمْ تَكُنْ مُضَافَةً اَصْلًا فَاِعْرَابُهَا بِالْحَرَكَاتِ نَحْوُ جَاءَنِىْ اَخٌ وَرَأَيْتُ اَخًا وَمَرَرْتُ بِاَخٍ فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَكُوْنَ مُضَافَةً وَلٰكِنْ **اِلٰى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ** لِاَنَّهَا اِذَا كَانَتْ مُضَافَةً اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فَحَالُهَا كَسَائِرِ الْاَسْمَاءِ الْمُضَافَةِ اِلَيْهَا وَلَمْ يَكْتَفِ فِىْ هٰذَا الشَّرْطِ بِالْمِثَالِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اِشْتِرَاطُ اِضَافَتِهَا بِكَوْنِهَا اِلَى الْكَافِ اِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ بِالْحُرُوْفِ لِاَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوْا اِعْرَابَ الْمُثَنّٰى وَجَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ بِالْحُرُوْفِ اَرَادُوْا اَنْ يَجْعَلُوْا اِعْرَابَ بَعْضِ الْاٰحَادِ اَيْضًا كَذٰلِكَ لِئَلَّا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْاٰحَادِ وَحْشَةٌ وَمُنَافَرَةٌ تَامَّةٌ ـ

সহজ তরজমা

هَنُوكَ ... (তোমার লজ্জাস্থান) هَنٌ ওই ঘৃণ্যবস্তুকে বলা হয় যার নাম উল্লেখ করাটা অপছন্দনীয় মনে করা হয়। যেমন : লজ্জাস্থান, মন্দ অভ্যাস ও মন্দ কাজসমূহ। এ চারটি ইসম (هَنٌ - حَمٌ - اَبٌ - اَخٌ) নাকেস ওয়াবী ই-(কেননা এগুলো মূলত هَنَوٌ ও حَمَوٌ - اَبَوٌ - اَخَوٌ ছিল)। আর **فوك** (তোমার মুখ) এটি اجوف واوى এর লাম কালিমা হচ্ছে ها কেননা তার আসল হল فُوْهٌ। আর **ذُوْ مَالٍ** (সম্পদের মালিক) এটি لفيف مقرن দু'টি واو এর কারণে। কেননা এর মূল হচ্ছে ذَوَوٌ। আর ذو-কে ইসমে যাহিরের দিকে ইযাফত করা হয়েছে, كاف এর দিকে করা হয় নি। কারণ, এটি কেবল اسماء اجناس এর দিকেই ইযাফত হয়ে থাকে। সুতরাং এ ছয়টি ইসমের এ'রাব হবে رفع-র অবস্থায় واو এর সাথে, نصب এর অবস্থায় **الف** এর সাথে এবং جر অবস্থায় **يا** এর সাথে। তবে সাধারণভাবে নয় বরং مكبره হওয়াবস্থায়। কেননা এগুলোর مصغر সমূহ হরকতের সাথে মু'রাব হয়। যেমন : جَاءَنِىْ اُخَيُّكَ - رَأَيْتُ اُخَيَّكَ - مَرَرْتُ بِاُخَيِّكَ এবং موحده হওয়াবস্থায়। কেননা এগুলোর দ্বিবচন ও বহুবচন দ্বিবচন ও বহুবচনের এ'রাবের সাথে

মু'রাব হয়। আর মুসান্নিফ রহ. উদাহরণের উপর যথেষ্ট করার কারণে এ দু'টি কয়েদ (مُكَبَّرَه و مُوَحَّدَه) কে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন নি। **মুযাফ হওয়াবস্থায়**, কেননা এ ছয়টি ইসম যখন مُوَحَّدَه ও مُكَبَّرَه হবে এবং মুযাফ মোটেই না হবে, তখন এগুলোর এ'রাব হরকতের সাথে হবে। যেমন : جَاءَنِىْ اَخٌ - رَأَيْتُ اَخًا ও مَرَرْتُ بِاَخٍ। তাই উচিত হল এ ছয়টি ইসমের মুযাফ হওয়া, **তবে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে নয়।** কেননা এগুলো যখন ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হবে, তখন এদের অবস্থা সেই সব ইসমের মতো হবে, যেগুলো ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হয়। আর মুসান্নিফ এ শর্তটির ক্ষেত্রে উদাহরণের উপর যথেষ্ট করেন নি; (বরং শর্তটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন) যাতে করে এসব ইসম كاف এর দিকে মুযাফ হওয়ার শর্তের ধারণা করা না হয়। এ সব ইসমের এ'রাব হরফের সাথে এ জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে, নাহবীগণ কিংবা আরবগণ যখন تثنيه ও جمع مذكر سالم এর এ'রাব হরফের সাথে স্থির করলেন, তখন তাঁদের ইচ্ছে হল কতিপয় واحد এর এ'রাবও এরকম (হরফের সাথে) করবেন, যাতে করে تثنيه ও جمع এবং এদের واحد এর মধ্যে বিভিন্নতা এবং পারস্পরিক পূর্ণ ঘৃণা সৃষ্টি না হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِنَّمَا اُضِيْفَ ذُوْ اِلَى الْاِسْمِ الظَّاهِرِ : ذُوْ-র ইযাফত সর্বদাই ইসমে যাহিরের দিকে হয়ে থাকে, যমীরের দিকে হয় না। শারেহ রহ. এর কারণ বর্ণনা করেছেন, ذُوْ শব্দটির وضع এ জন্য হয়েছে যে, এটি ইসমে জিনস্কে অন্য কোনো ইসমের সিফত নির্ধারণ করে দিবে। কেননা সিফত মাওসূফের সাথে কায়েম হয়। আর ইসমে জিন্স মাওসূফের সাথে কায়েম হতে পারে না। এ জন্য ذُوْ কে মাধ্যম বানানো হয়েছে। যাতে এর মাধ্যমে ইসমে জিনস মাওসূফের সাথে কায়েম হয়ে যেতে পারে। যেমন : رَجُلٌ مَالٍ বলা যাবে না বরং رَجُلٌ ذُوْ مَالٍ বলতে হবে।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ بِالْحُرُوْفِ : প্রশ্ন হয় যে, এ اسماء ستہ مكبره مرحده-র এ'রাব তো হরকতের সাথে হওয়া উচিত। কেননা মুফরাদের এ'রাব হরকতের সাথে হয়। শারেহ রহ.-এর জবাব দিচ্ছেন, সমস্ত تثنيه ও جمع-র এ'রাব তো হরফের সাথে হয়। সুতরাং যদি সমস্ত মুফরাদের এ'রাবও হরকতের সাথে হয়ে যায়, কোনো মুফরাদের এ'রাবই হরফের সাথে না হয়, তা হলে جمع - تثنيه এবং مفرد এর মধ্যে পরিপূর্ণ নফরত ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই এ নফরত থেকে বাঁচার জন্য কতিপয় মুফরাদের এ'রাবও হরফের সাথে দেওয়া হয়েছে।

وَاِنَّمَا اخْتَارُوْا اَسْمَاءَ سِتَّةٍ لِاَنَّ اِعْرَابَ كُلٍّ مِّنَ الْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعِ ثَلٰثَةٌ فَجَعَلُوْا فِىْ مُقَابَلَةِ كُلِّ اِعْرَابٍ اِسْمًا وَاِنَّمَا اخْتَارُوْا هٰذِهِ الْاَسْمَاءَ السِّتَّةَ لِمُشَابَهَتِهَا الْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعَ فِىْ كَوْنِ مَعَانِيْهَا مُنْبِئَةً عَنْ تَعَدُّدٍ وَلِوُجُوْدِ حَرْفٍ صَالِحٍ لِلْاِعْرَابِ فِىْ اَوَاخِرِ حِيْنَ الْاِعْرَابِ سَمَاعًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْاَسْمَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ الْاَعْجَازِ كَيَدٍ وَ دَمٍ فَاِنَّهٗ لَمْ يُسْمَعْ فِيْهَا مِنَ الْعَرَبِ اِعَادَةُ الْحُرُوْفِ الْمَحْذُوْفَةِ عِنْدَ الْاِعْرَابِ **الْمُثَنّٰى** وَمَا يَلْحَقُ بِهٖ وَهُوَ **كِلَا** وَكَذَا كِلْتَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهٖ فَرْعَ كِلَا **مُضَافًا** اَىْ حَالَ كَوْنِ كِلَا وَكِلْتَا مُضَافًا **اِلٰى مُضْمَرٍ** وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِذٰلِكَ لِاَنَّ كِلَا بِاعْتِبَارِ لَفْظِهٖ مُفْرَدٌ وَبِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ مُثَنّٰى فَلَفْظُهٗ يَقْتَضِى الْاِعْرَابَ بِالْحَرَكَاتِ وَمَعْنَاهُ يَقْتَضِى الْاِعْرَابَ بِالْحُرُوْفِ فَرُوْعِىَ فِيْهِ كِلَا الْاِعْتِبَارَيْنِ فَاِذَا اُضِيْفَ اِلَى الْمُظْهَرِ الَّذِىْ هُوَ الْاَصْلُ رُوْعِىَ جَانِبُ لَفْظِهِ الَّذِىْ هُوَ الْاَصْلُ وَاُعْرِبَ بِالْحَرَكَاتِ الَّتِىْ هِىَ الْاَصْلُ لٰكِنْ تَكُوْنُ حَرَكَاتُهٗ تَقْدِيْرِيَّةً لِاَنَّ اٰخِرَهٗ اَلِفٌ تَسْقُطُ بِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوُ جَاءَنِىْ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَرَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَمَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ وَاِذَا اُضِيْفَ اِلَى الْمُضْمَرِ الَّذِىْ هُوَ الْفَرْعُ رُوْعِىَ جَانِبُ مَعْنَاهُ الَّذِىْ هُوَ الْفَرْعُ وَاُعْرِبَ بِالْحُرُوْفِ الَّتِىْ هِىَ الْفَرْعُ نَحْوُ جَاءَنِىْ كِلَاهُمَا وَرَأَيْتُ كِلَيْهِمَا وَمَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا فَلِذٰلِكَ قُيِّدَ كَوْنُ اِعْرَابِهٖ بِالْحُرُوْفِ بِكَوْنِهٖ مُضَافًا اِلٰى مُضْمَرٍ **وَاثْنَانِ** وَكَذَا اثْنَتَانِ وَثِنْتَانِ فَاِنَّ هٰذِهِ الْاَلْفَاظَ وَاِنْ كَانَتْ مُفْرَدَةً لٰكِنْ صُوْرَتُهَا صُوْرَةُ التَّثْنِيَةِ وَمَعْنَاهَا مَعْنَى التَّثْنِيَةِ فَاُلْحِقَتْ بِهَا **بِالْاَلِفِ** رَفْعًا **وَالْيَاءِ** الْمَفْتُوْحِ مَاقَبْلَهَا نَصْبًا وَجَرًّا كَمَا سَيَجِئُ -

সহজ তরজমা

.... আর তাঁরা ছয়টি ইসমকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে, تثنية এবং جمع মধ্য থেকে প্রত্যেকটির তিনটি এ'রাব রয়েছে। (অতএব, ৩ * ২ = ৬ হল) আর তাঁরা বিশেষ করে এ ছয়টি ইসমকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে, একাধিকত্বের অর্থের সংবাদ দানে এ ইসমগুলো দ্বিবচন ও বহুবচনের সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং এ'রাব দেওয়ার মুহূর্তে শ্রুত হিসেবে এগুলোর শেষে এ'রাবযোগ্য হরফও বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য শেষাক্ষর বিলুপ্ত ইসমসমূহ এরকম নয়। যেমন : دَمٌ ও يَدٌ। কারণ, এ'রাবকালে এগুলোতে বিলুপ্ত হরফসমূহ ফিরে আসাটা শ্রুত নেই। **مُثَنّٰى** (দ্বিবচন) এবং তার সাথে যা সংযুক্ত তথা **كلا** তেমনিভাবে كِلْتَا। মুসান্নিফ রহ. كِلْتَا কে উল্লে করেন নি। কারণ, এটি كِلَا-র শাখা। **মুযাফ অবস্থায়** অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, كِلَا ও كِلْتَا **যমীরের দিকে**। আ

মুসান্নিফ ইযাফতের কয়েদ এ জন্য লাগিয়েছেন যে, كِلَا তার শব্দের প্রেক্ষিতে মুফরাদ এবং অর্থের প্রেক্ষিতে তাছনিয়া। সুতরাং তার শব্দ হরকতের সাথে এ'রাব চায় এবং তার অর্থ হরফের সাথে এ'রাব চায়। তাই এতে উভয় এ'তেবারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং এটাকে যখন ইসমে যাহিরের দিকে ইযাফত করা হবে, যেটি যমীরের তুলনায় আসল, তখন তার শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হবে, যেটি অর্থ অপেক্ষা আসল এবং হরকতের সাথে এ'রাব দেওয়া হবে যেটি হরফের সাথে এ'রাবের অপেক্ষা আসল। তবে এর হরকতসমূহ তাকদীরী হবে। কেননা তার শেষে আলিফ রয়েছে। যেটি দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে (উচ্চারণ থেকে) বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন : جَاءَنِى كِلَا الرَّجُلَيْنِ - رَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ - مَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ আর যখন ইসমে যমীরের দিকে ইযাফত করা হবে, যেটি (ইসমে যাহিরের) শাখা, তখন তার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হবে, যেটি (শব্দের) শাখা এবং তাকে হরফের সাথে এ'রাব দেওয়া হবে। যেটি (হরকতের সাথে এ'রাবের) শাখা। যেমন : جَاءَنِى كِلَاهُمَا - رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا - مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا। এ জন্যই মুসান্নিফ রহ. তার হরফের সাথে এ'রাবের বিষয়টিকে যমীরের দিকে মুযাফ হওয়ার সাথে কয়েদযুক্ত করেছেন। <u>আর اِثْنَانِ</u> তেমনিভাবে اِثْنَتَانِ এবং ثِنْتَانِ-ও। কারণ, এসব শব্দ যদিও মুফরাদ বটে, তবে এগুলোর আকৃতি তাছনিয়ার আকৃতি সদৃশ এবং এগুলোর অর্থ তাছনিয়ার অর্থের অনুরূপ। এ জন্য এগুলোকে তাছনিয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ সবের এ'রাব হবে رفع-র অবস্থায় **<u>الف এর সাথে</u>** এবং نصب ও جر অবস্থায় **<u>ইয়ার সাথে</u>**, যার পূর্ব বর্ণ যবরযুক্ত হবে। যেরূপ তার আলোচনা অচিরেই আসবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ ছয়টি ইসমকে কেন গ্রহণ করলেন? এর কারণ হল, তাছনিয়ার তিনটি অবস্থা রয়েছে। ১. رفع ২. نصب ৩. جر। তেমনিভাবে جمع-র ও তিনটি অবস্থা। উভয়টির অবস্থা মিলিয়ে ছয়টি অবস্থা হল। এ জন্য প্রতি অবস্থার মোকাবিলায় একেকটি ইসমে মুফরাদ গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় ছয়টি ইসম হয়েছে। আর বিশেষ করে اسماء مفردة-র মধ্যে কেবল এ ছয়টি ইসমই এ রকম ছিল, যাদের তাছনিয়া এবং জমা'র সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। যেভাবে تثنية এবং جمع একাধিকত্য বুঝায়, এ ইসমগুলোও একাধিকত্য বুঝায়। যেটি এগুলোর অর্থ দ্বারা স্পষ্ট। তা ছাড়া এগুলোর শেষে এমন হরফ রয়েছে, যার মধ্যে হরফের সাথে এ'রাবে যোগ্যতা রয়েছে। اَسْمَاءُ مَحْذُوْفَةُ الْاَعْجَازِ তথা শেষাক্ষর বিলুপ্ত ইসমসমূহ যদিও একাধিকত্য বুঝায়, তথাপি এগুলোর শেষাক্ষর এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে যে, এগুলো ব্যবহারে কখনো ফিরে আসে না। এ জন্য এ সব ইসমের মধ্যে হরফের সাথে এ'রাব গ্রহণের যোগ্যতা নেই।

قَوْلُهُ : اَلْمُثَنّٰى وَمَا يَلْحَقُ بِهٖ وَهُوَ كِلَا وَكَذَا كِلْتَا الخ : তাছনিয়া এবং তাছনিয়ার ملحقات এর এ'রাব رفع-র অবস্থায় আলিফের সাথে এবং نصب ও جر এর অবস্থায় এমন ইয়ার সাথে হয়, যার পূর্ববর্ণ যবরযুক্ত থাকে। তবে শর্ত হল كِلَا এবং كِلْتَا যমীরের দিকে মুযাফ হতে হবে, অন্যথায় এগুলোর এ'রাব তাছনিয়ার মতো হবে না। এর কারণ হল, كِلَا শব্দের প্রেক্ষিতে মুফরাদ এবং অর্থের প্রেক্ষিতে তাছনিয়া। আর ইযাফতের প্রেক্ষিতেও দুই অবস্থা। ১. ইসমে যাহিরের দিকে মুযাফ হবে। ২. ইসমে যমীরের দিকে মুযাফ হবে। ইসমে যাহিরের দিকে ইযাফতটি হচ্ছে আসল এবং যমীরের দিকে ইযাফত হল প্রথমটির শাখা। তেমনিভাবে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে শব্দ হচ্ছে আসল এবং অর্থ তার শাখা আর كِلَا-র ব্যবহারটা ইযাফত ব্যতীত হয় না। সুতরাং যখন ইসমে যাহির তথা আসলের দিকে মুযাফ হবে, তখন শব্দের প্রতি তথা আসলের প্রতি লক্ষ্য করা হবে এবং হরকতের সাথে তথা আসল এ'রাব দেওয়া হবে। আর যখন যমীর তথা শাখার দিকে মুযাফ হবে, তখন অর্থের তথা শাখার প্রতি লক্ষ্য করা হবে এবং হরফের সাথে তথা শাখা এ'রাব দেওয়া হবে। মোটকথা, যদি ব্যবহারে আসলের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়ে থাকে, তা হলে এ'রাবও আসলের মোতাবেক হবে, আর যদি ব্যবহারটা শাখাগত হয়, তা হলে এ'রাবটিও শাখাগত হবে।

جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَالْمُرَادُ بِهٖ مَا سُمِّىَ بِهٖ اِصْطِلَاحًا وَهُوَ الْجَمْعُ بِالْوَاوِ وَالنُّوْنِ فَيَدْخُلُ فِيْهِ نَحْوُ سِنِيْنَ وَاَرْضِيْنَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ وَاحِدَةٌ مُذَكَّرًا لٰكِنْ يُجْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنُّوْنِ وَمَا اُلْحِقَ بِهٖ وَهُوَ اُولُوْ جَمْعُ ذُوْ لَا عَنْ لَفْظِهٖ **وَعِشْرُوْنَ وَاَخْوَاتُهَا** اَىْ نَظَائِرُهَا السَّبْعُ وَهِىَ ثَلٰثُوْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ وَلَيْسَ عِشْرُوْنَ جَمْعَ عَشَرَةٍ وَلَا ثَلٰثُوْنَ جَمْعَ ثَلٰثَةٍ وَاِلَّا تَصِحُّ اِطْلَاقُ عِشْرِيْنَ عَلٰى ثَلٰثِيْنَ لِاَنَّهٗ ثَلٰثَةُ مَقَادِيْرِ الْعَشَرَةِ وَاِطْلَاقُ ثَلٰثِيْنَ عَلَى التِّسْعَةِ لِاَنَّهَا ثَلٰثَةُ مَقَادِيْرِ الثَّلٰثَةِ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ الْبَوَاقِىْ وَاَيْضًا هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلٰى مَعَانٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا تَعْيِيْنَ فِىْ فِى الْجُمُوْعِ **بِالْوَاوِ** رَفْعًا **وَالْيَاءِ** الْمَكْسُوْرِ مَا قَبْلَهَا نَصْبًا وَجَرًّا وَاِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ الْمُثَنّٰى مَعَ مُلْحَقَاتِهٖ وَالْجَمْعِ مَعَ مُلْحَقَاتِهٖ بِالْحُرُوْفِ لِاَنَّهُمَا فَرْعَانِ لِلْوَاحِدِ وَفِىْ اٰخِرِهِمَا حَرْفٌ يَصْلُحُ لِلْاِعْرَابِ وَهُوَ عَلَامَةُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَنَاسَبَ اَنْ يُجْعَلَ ذٰلِكَ الْحَرْفُ وَاِعْرَابُهُمَا لِيَكُوْنَ اِعْرَابُهُمَا فَرْعًا لِاِعْرَابِهٖ كَمَا اَنَّهُمَا فَرْعَانِ لَهٗ لِاَنَّ الْاِعْرَابَ بِالْحُرُوْفِ فَرْعٌ لِلْاِعْرَابِ بِالْحَرَكَاتِ ۔

সহজ তরজমা

جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِم .... আর এ জমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ নামে পারিভাষিকভাবে যেটি চিহ্নিত, (আভিধানিকভাবে নয়) আর তা হচ্ছে ওই জমা' যেটি واو ও নূনের সাথে হয়ে থাকে। সুতরাং তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে سِنِيْنَ ও اَرْضِيْنَ র মতো বহুবচনসমূহ ও যার একবচন পুংলিঙ্গ ছিল না, তবে তার বহুবচন واو ও نون এর সাথে এবং যা তার সাথে সংযুক্ত। যেমন, **الو** এটি ذو এর جمع من غير لفظه এবং عِشْرُوْنَ ও তার ভ্রাতৃগণ তথা তার সাতটি নজিরসমূহ। আর তা হচ্ছে ثَلٰثُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত। আর عِشْرُوْنَ শব্দটি عَشَرَةٌ এর বহুবচন নয় এবং ثَلٰثُوْن শব্দটি ثَلٰثَة এর বহুবচন নয়। অন্যথায় বিশের প্রয়োগ ত্রিশের উপর সহীহ হয়ে যাবে। কেননা ত্রিশ দশের তিন গুণ। আর ثَلٰثُوْن (যদি ثَلٰثَة এর বহুবচন হয়) ত্রিশের প্রয়োগ নয়ের উপর সহীহ হয়ে যাবে। কেননা ثَلٰثِيْنَ - ثَلٰثَة এর তিনগুণ। আর এই অনুপাতেই বাকিগুলোও। তা ছাড়া এ সব শব্দ (সংখ্যা) নির্দিষ্ট অর্থ বুঝায়, অথচ বহুবচনে কোনো রকম নির্দিষ্ট নেই। (এগুলোর এ'রাব হবে) رفع-র অবস্থায় واو এর সাথে এবং نصب ও جر এর অবস্থায় يا এর সাথে, যার পূববর্ণটি যেরযুক্ত হয়। আর তাছনিয়া ও মূল হাকাতের এ'রাব এবং جمع ও তার মুলহাকাতের এ'রাব হরফের সাথে এ জন্য ধার্য করা হয়েছে যে, তাছনিয়া ও জমা হলো ওয়াহিদের শাখা এবং এ দুটির সাথে এরকম হরফও বিদ্যমান রয়েছে, যেটি এ'রাবের যোগ্যতা রাখে। আর সেই হরফটি হলো তাছনিয়া ও জমা'র আলামত। তাই উচিত হলো সেই হরফটিতে তাছনিয়া ও জমা'র এ'রাব স্থির করে নেওয়া। যাতে এ দুটির

এ'রাবই ওয়াহিদের এ'রাবের শাখা হয়ে যায়। যেরূপ খোদ এ দুটি ওয়াহিদের শাখা। কেননা হরফের সাথে এ'রাব শাখা হচ্ছে হরকতের সাথে এ'রাবের।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ : اَلْمُذَكَّر শব্দটি মুযাফ ইলাইহি এবং اَلسَّالِم হল جمع এর সিফত। এখান থেকে جمع مذكر سالم এবং তার ملحقات তথা الو - عِشْرُوْن - ثَلٰثُوْن প্রভৃতি দশকসমূহের এ'রাব বর্ণনা করছেন। এগুলোর এ'রাব رفع-র অবস্থায় واو এর সাথে এবং نصب ও جر এর অবস্থায় يا-র সাথে হবে, যার পূর্ববর্ণ হবে যের যুক্ত। جمع المذكر السالم এর শব্দ দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, এ এরাবটি তখন হবে, যখন মুযাক্কারের جمع হবে। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। কেননা سَنَةٌ শাব্দিক স্ত্রীলিঙ্গ আর اَرْض শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ এবং এগুলোর জমা'র এ'রাবও এটাই। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, পারিভাষিক جمع مذكر سالم উদ্দেশ্য। আর পারিভাষিক জমা' হচ্ছে ওই جمع যা واو ও نون এর সাথে হয়, চাই এর মুফরাদ পুংলিঙ্গ হোক অথবা স্ত্রীলিঙ্গ। سالم এর কয়েদটি দ্বারা مكسر কে বের করা উদ্দেশ্য। جمع مكسر এর এ'রাবের কথা পূর্বে গত হয়েছে। عِشْرُوْن - ثَلٰثُوْن - اَرْبَعُوْنَ প্রভৃতি দশকসমূহ বহুবচন নয়, এর কারণ খোদ শারেহ রহ.-ই বর্ণনা করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ الْمُثَنّٰى مَعَ مُلْحَقَاتِهٖ الخ : এখান থেকে শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন, তাছনিয়া এবং তার مُلْحَقَات তেমনিভাবে جمع এবং তার مُلْحَقَات এর এ'রাব হরফের সাথে এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাছনিয়া এবং জমা' হচ্ছে ওয়াহিদের শাখা। সুতরাং এগুলোর এ'রাব ওয়াহিদের শাখার এ'রাবের মতো হওয়া উচিত।

وَلَمَّا جُعِلَ إِعْرَابُهُمَا بِالْحُرُوْفِ وَكَانَ حُرُوْفُ الْإِعْرَابِ ثَلٰثَةً وَاِعْرَابُهُمَا سِتَّةً ثَلٰثَةً لِلْمُثَنّٰى وَثَلٰثَةٌ لِلْمَجْمُوْعِ فَلَوْ جُعِلَ إِعْرَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِتِلْكَ الْحُرُوْفِ وَالثَّلٰثَةِ لَوَقَعَ الْاِلْتِبَاسُ وَلَوْ خُصَّ الْمُثَنّٰى بِهَا بَقِيَ الْمَجْمُوْعُ بِلَا إِعْرَابٍ وَلَوْ خُصَّ الْمَجْمُوْعُ بِهَا بَقِيَ الْمُثَنّٰى بِلَا اِعْرَابٍ فَوُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِاَنْ جَعَلُوا الْأَلِفَ عَلَامَةَ الرَّفْعِ فِي الْمُثَنّٰى لِاَنَّهُ الضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ لِلتَّثْنِيَةِ فِي الْفِعْلِ نَحْوُ يَضْرِبَانِ وَضَرَبَا وَالْوَاوَ عَلَامَةَ الرَّفْعِ فِي الْمَجْمُوْعِ لِاَنَّهُ الضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ لِلْجَمْعِ فِي الْفِعْلِ نَحْوُ يَضْرِبُوْنَ وَضَرَبُوْا وَجَعَلُوْا إِعْرَابَهُمَا بِالْيَاءِ حَالَ الْجَرِّ عَلَى الْاَصْلِ وَفَرَّقُوْا بَيْنَهُمَا بِاَنْ فَتَحُوْا مَا قَبْلَ الْيَاءِ فِي التَّثْنِيَةِ لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ وَكَثْرَةِ التَّثْنِيَةِ وَكَسَرُوْهُ فِي الْجَمْعِ لِثِقْلِ الْكَسْرَةِ وَقِلَّةِ الْمَجْمُوْعِ وَحَمَلُوا النَّصْبَ عَلَى الْجَرِّ لَا عَلَى الرَّفْعِ لِمُنَاسَبَةِ النَّصْبِ بِالْجَرِّ لِوُقُوْعِ كُلٍّ مِّنْهُمَا فَضْلَةً فِي الْكَلَامِ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيْمِ الْاِعْرَابِ اِلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ وَبَيَانِ مَوَاضِعِهِمَا الْمُخْتَلِفَةِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ مَوَاضِعِ الْاِعْرَابِ اللَّفْظِيِّ وَالتَّقْدِيْرِيِّ الَّذِيْنَ اُشِيْرَ اِلٰى تَقْسِيْمِهِ اِلَيْهِمَا فِيْمَا سَبَقَ وَلَمَّا كَانَ التَّقْدِيْرِيُّ اَقَلَّ اَشَارَ اِلَيْهِ اَوَّلًا ثُمَّ بَيَّنَ اَنَّ اللَّفْظِيَّ فِيْمَا عَدَاهُ ـ

সহজ তরজমা

...... আর যখন তাছনিয়া ও জমা'র এ'রাব হরফের সাথে করে দেওয়া হলো। আর এ'রাবের হরফ হচ্ছে তিনটি (يا - الف - واو) এবং এ দু'টির এ'রাব ছয়টি, তিনটি তাছনিয়ার এবং তিনটি জমা'র। সুতরাং যদি এ দু'টির মধ্য থেকে প্রত্যেকটির এ'রাব এ তিনটি হরফের সাথেই দেওয়া হয়, তা হলে (তাছনিয়া ও জমা'র মধ্যে) সংমিশ্রণ ঘটে যাবে। তদ্রূপ যদি তাছনিয়াকে এ সব হরফের সাথে খাস করে দেওয়া হয়, তা হলে জমা' এ'রাব শূন্য থেকে যায়, আর যদি জমা'কে এসব হরফের সাথে খাস করে দেওয়া হয়, তা হলে তাছনিয়া এ'রাব শূন্য থেকে যায়। (অথচ এ দু'টি অবস্থায়ই ঠিক নয়)। সুতরাং এ তিনটি হরফকে তাছনিয়া এবং জমা'র উপর এভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে যে, الف-কে তাছনিয়াতে رفع-র আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা الف ফে'লের মধ্যে তাছনিয়ার ضمير مرفوع হয়ে থাকে। যেমন : يَضْرِبَانِ ও ضَرَبَا এবং واو কে জমা'র মধ্যে رفع-র আলামত ঠিক করা হয়েছে। কেননা ফে'লের মধ্যে واو জমা'র যমীরে মারফু' হয়ে থাকে। যেমন : يَضْرِبُوْنَ ও ضَرَبُوْا। আর নাহবীগণ তাছনিয়া ও জমা উভয়টার এ'রাব جر এর অবস্থায় আসলের ভিত্তিতে يا এর সাথে ঠিক করেছেন। (কেননা يا যের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং যের ইয়ার আসল সাব্যস্ত হলো) আর তাছনিয়া ও জমা'র মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা হয়েছে যে, তাঁরা তাছনিয়াতে فتحه এর সহজতা এবং তাছনিয়ার আধিক্যের কারণে يا এর

পূর্ব বর্ণকে যবর দিয়েছেন এবং জমা' এর মধ্যে کسرہ জটিল এবং জমা' স্বল্প হওয়ার কারণে یا-র পূর্ববর্ণকে যের দিয়েছেন। আর নাহবীগণ (তাছনিয়া ও জমা'র) نصب কে جر এর উপর হামল করেছেন, رفع-র উপর নয়। কারণ, نصب এর یا এর সাথে (এক রকম) সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা نصب ও جر এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই বাক্যে فضلة অবস্থিত হয়ে থাকে।

এরপর মুসান্নিফ রহ. যখন হরফ ও হরফের দিকে এ'রাবের বিভক্তিকরণ থেকে এবং এ দুটির বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা থেকে ফারেগ হলেন, তখন তিনি লফযী এবং তাকদীরী এ'রাবের বর্ণনা শুরু করে দিলেন, যে দু'টি প্রকারের দিকে বিভক্তিকরণের প্রতি ইঙ্গিত ইতঃপূর্বে তাঁর কথায় করা হয়েছে। আর যেহেতু তাকদীরী এ'রাব লফ্যী এ'রাব অপেক্ষা কম, এ জন্য তিনি প্রথমে এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এরপর বর্ণনা করেছেন, এ ছাড়া যা রয়েছে তার সবটাই এ'রাবে লফযী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যেহেতু তাছনিয়া ও জমা'র এ'রাব হয় হরফের সাথে আর এ'রাবের হরফ মোট তিনটি এবং তাছনিয়া ও জমা'র তিন তিনটি অবস্থায় রয়েছে, এভাবে সর্বমোট ছয়টি অবস্থার সৃষ্টি হল। তিনটি অবস্থা তাছনিয়ার এবং তিনটি জমা'র। আর এ'রাবের হরফ মোট তিনটি : ১. الف ২. واو ৩. یا তাই এখন যদি এ তিনটি হরফকে তাছনিয়া এবং জমা'র যৌথ এ'রাব সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে তাছনিয়া এবং জমা'র মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে যাবে, সুনির্দিষ্টভাবে কোনোটিকে তাছনিয়াও বলা যাবে না এবং জমা'ও বলা যাবে না। আর যদি এ তিনটি হরফ তাছনিয়াকে দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে জমা' এ'রাব বিহীন এবং জমাকে দিয়ে দিলে তাছনিয়া এ'রাব বিহীন বাকি থেকে যাবে। তাই এ'রাবে এ তিনটি হরফকে তাছনিয়া এবং জমা'র মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। বণ্টনের ক্ষেত্রে এসে الف কে তাছনিয়ার মধ্যে رفع-র আলামত স্থির করা হয়েছে। কেননা এটি ফেলের মধ্যে رفع-র আলামত হয়ে থাকে। واو-কে জমা'র মধ্যে رفع-র আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা এটি ফে'লের মধ্যে رفع-র আলামত হয়ে থাকে। এখন শুধু একটি হরফ یا অবশিষ্ট রইল। আর অবস্থা রয়েছে চারটি : তাছনিয়ার نصب ও جر এর অবস্থা এবং জমা'র نصب ও جر এর অবস্থা। এর বণ্টনে তাছনিয়ার এবং জমা'র جر এর অবস্থায় یا দেওয়া হয়েছে আর এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে এভাবে যে, তাছনিয়াতে یا-র পূর্ববর্ণ যবরযুক্ত হবে এবং জমা'র মধ্যে یا-র পূর্ববর্ণ যেরযুক্ত হবে। এ দুটির نصب এর অবস্থাকে প্রত্যেকটির জরের অবস্থার অনুগামী করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيْمِ الْإِعْرَابِ الخ : ইতঃপূর্বে এ'রাবের বণ্টনটি ছিল اعراب بالحركت এবং اعراب بالحرف এর দিকে। আর এ দু' প্রকার এ'রাব কখনো لفظی বা শব্দগতভাবে হয় এবং কখনো تقدیری বা উহ্যভাবে হয়। এ জন্য এবার এ দুটির ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা করছেন। আর বর্ণনার বেলায় তাকদীরী এ'রাবের ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবের বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং اعراب لفظی সম্পর্কে وَاللَّفْظِيُّ فِيْمَا عَدَاهُ বলে দিয়েছেন। এতে উদ্দেশ্যও সাধন হয়ে গেল এবং সংক্ষেপণও নষ্ট হল না।

فَقَالَ **اَلتَّقْدِيْرُ** اَىْ تَقْدِيْرُ الْاِعْرَابِ فِيْمَا اَىْ فِى الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ الَّذِىْ **تَعَذَّرَ** الْاِعْرَابُ فِيْهِ اَيِ امْتَنَعَ ظُهُوْرُهٗ فِىْ لَفْظِهٖ وَذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفُ الَّذِىْ هُوَ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرَكَةِ الْاِعْرَابِيَّةِ كَمَا فِى الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ الَّذِىْ فِىْ اٰخِرِهٖ اَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْجُوْدَةً فِى اللَّفْظِ بِلَامِ التَّعْرِيْفِ اَوْ مَحْذُوْفَةً بِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ **كَعَصًا** بِالتَّنْوِيْنِ فَاِنَّ الْاَلِفَ الْمَقْصُوْرَةَ فِى الصُّوْرَتَيْنِ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْحَرَكَةِ وَكَمَا فِى الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ الْمُضَافِ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ نَحْوُ **غُلَامِىْ** فَاِنَّهٗ لَمَّا اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْكَسْرَةِ لِلْمُنَاسَبَةِ قَبْلَ دُخُوْلِ الْعَامِلِ امْتَنَعَ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ حَرَكَةٌ اُخْرٰى بَعْدَ دُخُوْلِهٖ مُوَافِقَةً لَهَا اَوْ مُخَالِفَةً فَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ مِنْ اَنَّ اِعْرَابَ مِثْلِ هٰذَا الْاِسْمِ فِىْ حَالَةِ الْجَرِّ لَفْظِىٌّ غَيْرُ مَرْضِيٍّ **مُطْلَقًا** اَىْ فِى الْاَحْوَالِ الثَّلٰثِ يَعْنِى كَوْنُ الْاِعْرَابِ تَقْدِيْرِيًّا فِىْ هٰذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ اِنَّمَا هُوَ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ غَيْرِ مُخْتَصٍّ بِبَعْضِهَا **اَوِ اسْتُثْقِلَ** عَطْفٌ عَلٰى تَعَذَّرَ اَىْ تَقْدِيْرُ الْاِعْرَابِ فِيْمَا تَعَذَّرَ اَوْ فِى الْاِسْمِ الَّذِىْ اسْتُثْقِلَ ظُهُوْرُ الْاِعْرَابِ فِىْ لَفْظِهٖ وَذٰلِكَ اِذَا كَانَ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرَكَةِ الْاِعْرَابِيَّةِ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ ظُهُوْرُهٗ فِى اللَّفْظِ ثَقِيْلًا عَلَى اللِّسَانِ كَمَا فِى الْاِسْمِ الَّذِىْ فِىْ اٰخِرِهٖ يَاءٌ مَكْسُوْرٌ مَاقَبْلَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْذُوْفَةً بِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ **كَقَاضٍ** اَوْ غَيْرَ مَحْذُوْفَةٍ كَالْقَضِىْ رَفْعًا وَجَرًّا اَىْ فِىْ حَالَتِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ لَا فِىْ حَالَةِ النَّصْبِ لِاسْتِثْقَالِ الضَّمَّةِ وَالْكَسْرَةِ عَلَى الْيَاءِ دُوْنَ الْفَتْحَةِ ـ

সহজ তরজমা

...... সুতরাং মুসান্নিফ রহ. বলেছেন : **تَقْدِيْر** তথা এ'রাবের উহ্য থাকাটা তাতে হয়ে থাকে অর্থাৎ ইসমে মু'রাবের মধ্যে হয়ে থাকে, যার মধ্যে লফযী এ'রাব অসম্ভব হয়। অর্থাৎ ইসমে (মু'রাবের) শব্দের মধ্যে এ'রাব প্রকাশ হওয়াটা অসম্ভব হয়। আর এটা তখন হবে, যখন এ'রাবের মহল বর্ণটি হরকতে এ'রাবিয়ার যোগ্য হবে না। যেমন– ওই ইসমে, যেটি হরকতের সাথে মু'রাব, যার শেষে اَلِف مَقْصُوْرَہ রয়েছে। চাই আলিফে মাকসূরা শব্দে বিদ্যমান থাকুক, যেমন– **اَلْعَصَا** লামে তা'রিফের সাথে অথবা দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার দরুন বিলুপ্ত থাকুক, যেমন– عَصًا তানবীনের সাথে। উভয় অবস্থাতে اَلِف مَقْصُوْرَہটি হরকতের যোগ্য নয়। আর যেমন– (لَفْظِى

(اعراب ওই ইসমে (অসম্ভব হয়) যেটি মুতাকাল্লিমের يا র দিকে মুযাফ হয়, যেমন– غُلَامِى । কেননা يائے متكلم টির পূর্ববর্ণ আমিল প্রবেশ করার পূর্বেই يا এর সামঞ্জস্যতায় যেরের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই এখন আমিল প্রবেশের পর غُلَامِى এর উপর অন্য কোনো হরকত প্রবেশ করা সম্ভব নয়, চাই সে হরকতটি কাসরার অনুকূলে হোক কিংবা প্রতিকূলে হোক। সুতরাং সেই মতটি, যা কতিপয় তত্ত্বজ্ঞানী পোষণ করেছেন অর্থাৎ এ غُلَامِى-র মতো ইসমের এ'রাব جر অবস্থায় لفظى হয়ে থাকে, যে মতটি অপছন্দসই। সাধারণভাবে, অর্থাৎ তিন অবস্থাতেই। অর্থাৎ ইসমে মু'রাবের এ দুনোটি প্রকারে এ'রাবে তাকদীরী সকল অবস্থাতেই হয়ে থাকে, কোনো বিশেষ অবস্থার সাথে খাস নয়। অথবা যাতে কঠিন হয়। এটি تَعَذَّرَ এর উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ এ'রাবে তাকদীরী ওই ইসমে মু'রাবের মধ্যে হবে, যাতে এ'রাব প্রকাশ হওয়াটা সম্ভব নয় অথবা ওই ইসমে হবে যার শব্দে এ'রাব প্রকাশ হওয়াটা কঠিন হয়। আর এ'রাবের এই কাঠিন্য তখন হয়, যখন এ'রাবের মহলটি হরকতে এ'রাবিয়ার উপযুক্ত তো হয় বটে, তবে তার শব্দে এ'রাব প্রকাশ হওয়াটা যবানে ভারি হয়। যেমন– ওই ইসমের মধ্যে কঠিন হয়, যার শেষে يا হয় এবং يا-এর পূর্ব বর্ণে যের হয়। চাই يا-টি দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার দরুন বিলুপ্ত হয়ে যাক। যেমন– قَاضٍ অথবা বিলুপ্ত না হোক, যেমন– اَلْقَاضِى - رفع ও جر এর মধ্যে তথা رفع ও جر এর দুই অবস্থাতে, نصب এর অবস্থাতে নয়। ضمه ও كسره - يا এর উপর কঠিন হওয়ার কারণে, فتحه নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اعراب تقديرى-র ক্ষেত্র দু'টি। ১. যেখানে اعراب لفظى অসম্ভব হয়। ২. যেখানে اعراب لفظى কঠিন হয়। تعذر এর মর্ম হল এই যে, ওখানে এ'রাব আসতেই পারে না এবং কঠিন হওয়ার মর্ম হচ্ছে, এ'রাব তো আসতে পারে বটে, তবে যবানে ভারী [উচ্চারণ কষ্টসসাধ্য] হয়ে যায়। যেখানে اعراب - متعذر বা অসম্ভব হয়, তার মহল দু'টি। ১. اسم مقصور অর্থাৎ যার শেষে الف مقصوره হয়। চাই শব্দে বাকি থাকুক, যেমন– اَلْعَصَا অথবা বিলুপ্ত হয়ে যাক, যেমন– عصا। ২. جمع مذكر سالم নয় এমন ইসম যেটি يائے متكلم এর দিকে মুযাফ হয়। যেমন : غُلَامِىْ। تَعَذَّرَ এর এ দুটি প্রকার এরকম, যার মধ্যে جر - نصب - رفع তিন অবস্থায় اعراب تقديرى হবে। যেখানে اعراب কঠিন হয়, তারও মহল দু'টি। ১. اسم منقوص অর্থাৎ যে ইসমের শেসে ياماقبل مكسور হয় চাই সেটি বিলুপ্ত হয়ে যাক, যেমন : قَاضٍ অথবা বিদ্যমান থাকুক, যেমন– اَلْقَاضِىُ। এতে رفع ও جر এর অবস্থায় এ'রাবে তাকদীরী হয়, نصب এর অবস্থায় এ'রাবে তাকদীরী হয় না। কেননা يا এর উপর পেশ ও যের কঠিন হয়ে থাকে, যবর কঠিন হয় না। ২. جمع مذكر سالم যেটি يائے متكلم এর দিকে মুযাফ হয়। এতে رفع-র অবস্থায় ইযাফতের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এরপর واو এবং يا একত্রিত হওয়ার কারণে واو কে يا বানিয়ে يا-কে يا-র মধ্যে এদগাম হয়ে যাবে এবং واو এর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। এখন اعراب আসবে কোথায়? তাই এ'রাবে তাকদীরী বা উহ্যভাবে হয়ে গেছে। نصرب এবং جر এর অবস্থায় جمع-র এ'রাব يا-র সাথে হয়ে থাকে। আর সেটি বিদ্যমান রয়েছে। তাই يا তো ইদগামই মাত্র হয়েছে, তবে কি ইদগামের مدغم এর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়? কখনো না। এ জন্য যে يا -এর সাথে এ'রাব দেওয়া হয়েছে, সেটি যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, তাই اعراب لفظى হল, تقديرى নয়।

وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ كَقَاضٍ يَعْنِىْ تَقْدِيْرُ الْاِعْرَابِ لِلْاِسْتِثْقَالِ قَدْ يَكُوْنُ فِى الْاِعْرَابِ بِالْحَرَكَةِ وَقَدْ يَكُوْنُ فِى الْاِعْرَابِ بِالْحَرْفِ نَحْوُ مُسْلِمِيَّ بِخِلَافِ تَقْدِيْرِ الْاِعْرَابِ لِلتَّعَذُّرِ فَاِنَّهٗ مُخْتَصٌّ بِالْاِعْرَابِ بِالْحَرَكَةِ **رَفْعًا** يَعْنِىْ تَقْدِيْرَ الْاِعْرَابِ فِىْ نَحْوِ مُسْلِمِيَّ اِنَّمَا هُوَ فِىْ حَالَةِ الرَّفْعِ فَقَطْ دُوْنَ النَّصْبِ وَالْجَرِّ نَحْوُ جَاءَنِىْ مُسْلِمِيَّ فَاِنَّ اَصْلَهٗ مُسْلِمُوْنَ بِسُقُوْطِ النُّوْنِ بِالْاِضَافَةِ فَاجْتَمَعَ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَالسَّابِقُ مِنْهُمَا سَاكِنٌ فَانْقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَاُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِى الْيَاءِ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ الْيَاءِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَامَةَ الرَّفْعِ الَّتِىْ هِىَ الْوَاوُ فِى اللَّفْظِ فَصَارَ الْاِعْرَابُ فِىْ حَالَةِ الرَّفْعِ تَقْدِيْرِيًّا بِخِلَافِ حَالَتَى النَّصْبِ وَالْجَرِّ فَاِنَّ الْاِدْغَامَ لَا يُخْرِجُ الْيَاءَ عَنْ حَقِيْقَتِهَا فَاِنَّ الْيَاءَ الْمُدْغَمَةَ اَيْضًا يَاءٌ وَقَدْ يَكُوْنُ الْاِعْرَابُ بِالْحُرُوْفِ تَقْدِيْرِيًّا فِى الْاَحْوَالِ الثَّلٰثِ فِىْ مِثْلِ جَاءَنِىْ اَبُوالْقَوْمِ وَرَاَيْتُ اَبَا الْقَوْمِ وَمَرَرْتُ بِاَبِى الْقَوْمِ فَاِنَّهٗ لَمَّا سَقَطَ حُرُوْفُ الْاِعْرَابِ عَنِ اللَّفْظِ بِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَمْ يَبْقَ الْاِعْرَابُ لَفْظًا بَلْ صَارَ تَقْدِيْرِيًّا **وَاللَّفْظِىُّ** اَىِ الْاِعْرَابُ الْمُتَلَفَّظُ بِهٖ **فِيْمَا عَدَاهُ** يَعْنِىْ فِيْمَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِمَّا تَعَذَّرَ فِيْهِ الْاِعْرَابُ اَوِ اسْتُثْقِلَ ـ

সহজ তরজমা

আর مُسْلِمِيَّ এর মতো ইসমসমূহ। এটি মুসান্নিফের উক্তি كَقَاضٍ এর উপর আত্‌ফ হয়েছে। অর্থাৎ اعراب تقديرى যেটি কাঠিন্যের দরুন হয়ে থাকে, সেটা তো কখনো اعراب بالحركت এর মধ্যে হয়ে থাকে এবং কখনো اعراب بالحرف এর মধ্যে। যেমন : مُسْلِمِيَّ। এটি সেই তাকদীরী এ'রাবের বিপরীত, যেটি تَعَذَّرْ বা অসম্ভব্যতার কারণে হয়ে থাকে। কারণ সেটি اعراب بالحركة এর সাথে খাস। رفع এর মধ্যে। অর্থাৎ مُسْلِمِيَّ -র মতো শব্দে তাকদীরী এ'রাব رفع অবস্থায়ই হয়, نصب এবং جر এর অবস্থায় হয় না। যেমন : جَاءَنِىْ مُسْلِمِيَّ। কেননা তার আমল হচ্ছে مُسْلِمُوْيَ , ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে। এরপর واو এবং يا একত্রিত হয়েছে এবং এ দু'টির মধ্যে প্রথমটি সাকিন হয়েছে, তাই واو টি يا দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং يا কে ر মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে এবং يا র পূর্বাক্ষরে যের দেওয়া হয়েছে। অতএব, শব্দের মধ্যে رفع র আলামত যেটি واو ছিল তা আর বাকি রইল না। তাই رفع র অবস্থায় এ'রাবে তাকদীরী হয়ে গেল। جر ও نصب এর দু'টি অবস্থা এর বিপরীত। (কারণ, এ দুটিতে লফ্‌যী এ'রাব হবে) কেননা ইদগাম (مدغمه) কে তার হাকীকত থেকে বের করে দেয় না। কারণ, ইদগামযুক্ত يا টি ও ই يا। আবার اعراب بالحرف কখনো جَاءَنِىْ اَبُو الْقَوْمِ - رَاَيْتُ اَبَا الْقَوْمِ এবং مَرَرْتُ بِاَبِى الْقَوْمِ এর মতো উদাহরণে তিন অবস্থায় (رفع - نصب - جر) তাকদীরী হয়ে থাকে। কেননা

যখন দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার দরুন এ'রাবের হরফসমূহ (وا – الف – يا)-ই শব্দ তথা উচ্চারণ থেকে (লিখা থেকে নয়) বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন লফযী এ'রাব বাকি রইল না বরং তাকদীরী হয়ে গেল। **আর লফযী** তথা ওই এ'রাব যাকে উচ্চারণ করা যায়, এগুলো ব্যতীত অন্য সবের মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ لفظى বা উচ্চারণযোগ্য এ'রাব উল্লেখিত ইসমে মু'রাব ব্যতীত তথা যার মধ্যে এ'রাব অসম্ভব অথবা ভারী হয়, সেগুলো ব্যতীত অন্যান্য ইসমের মধ্যে হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ كَقَاضٍ يَعْنِى تَقْدِيْرُ الْاِعْرَابِ الخ : এই মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে, এ'রাবে তাকদীরী কখনো تَعَذُّرْ তথা অসম্ভাব্যতার কারণে হয়ে থাকে এবং কখনো ثقل বা কাঠিন্যের কারণে হয়ে থাকে। تَعَذُّرْ এর কারণে এ'রাবে তাকদীরী কেবল اعراب بالحركة এর মধ্যে হয় এবং তিন অবস্থাতেই হয়। আর ثقل এর কারণে এ'রাবে তাকদীরী اعراب بالحركة এবং اعراب بالحرف উভয়টাতে হয়। তবে তিনে অবস্থাতেই হয় না বরং اعراب بالحركة এর সূরতে رفع ও جر এর মধ্যে তাকদীরী হয়ে থাকে এবং اعراب بالحرف এর সূরতে শুধু رفع-এর অবস্থাতে হয়। অবশ্য কখনো কখনো اعراب بالحرف এর সুরতে তিন অবস্থাতেই এ'রাবে তাকদীরী হয়ে থাকে। যেমন– جَاءَنِى اَبُو الْقَوْمِ - رَاَيْتُ اَبَا الْقَوْمِ - مَرَرْتُ بِاَبِى الْقَوْمِ তবে এরকম হওয়াটা বিরল।

قَوْلُهُ : وَاللَّفْظِيُّ اَىِ الْاِعْرَابُ الْمُتَلَفَّظُ بِهٖ فِيْمَا عَدَاهُ : اعراب تقديرى যে সব ইসমে হয়ে থাকে, যেগুলোর বর্ণনা মুসান্নিফ রহ. ইতঃপূর্বে করেছেন। সেগুলো ছাড়া বাকি সমস্ত ক্ষেত্র হচ্ছে এ'রাবে লফ্যীর। এজন্য সংক্ষিপ্ত ভাষায় وَاللَّفْظِيُّ فِيْمَا عَدَاهُ বলে اعراب এর আলোচনার ইতি টেনেছেন। যদি এ'রাবে লফ্যীর ক্ষেত্রসমূহকে সবিস্তারে বর্ণনা করতেন, তা হলে অনর্থক আলোচনা দীর্ঘায়িত হত। যখন সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়, তা হলে অকারণে দীর্ঘায়িত করণে কিসের ফায়দা? لفظى র ব্যাখ্যা শারেহ রহ. اَلْاِعْرَابُ الْمُتَلَفَّظُ بِهٖ র সাথে এ কারণে করেছেন যে, নাহুর একটি ফায়দা হল যখন কোনো ইসমে ياء نسبتى হয়, তখন হুকুম হয় مشتقات এর। আর প্রত্যেক اسم مشتق-এর জন্য মাওসূফ হয়ে থাকে, তাই لفظى এর মাওসূফ الاعراب শব্দটি বের করেছেন। এবার ইবারতটির অর্থ দাঁড়াল– এমন এ'রাব যার উচ্চারণ করা যায়।

وَلَمَّا ذَكَرَ فِىْ تَفْصِيْلِ الْمُعْرَبِ الْمُنْصَرِفَ وَغَيْرَ الْمُنْصَرِفِ وَكَانَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ اَقَلَّ مِنَ الْمُنْصَرِفِ وَبِمَعْرِفَتِهٖ يُعْرَفُ الْمُنْصَرِفُ عَلٰى قِيَاسِ الْاِعْرَابِ التَّقْدِيْرِىِّ وَاللَّفْظِىِّ عَرَّفَ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ وَاكْتَفٰى بِتَعْرِيْفِهٖ فَقَالَ

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ

مَا اَىْ اِسْمٌ مُعْرَبٌ فِيْهِ عِلَّتَانِ تُؤَثِّرَانِ ـ

সহজ তরজমা

...... আর মুসান্নিফ রহ. যেহেতু মু'রাবের তাফসীলে منصرف এবং غير منصرف এর কথা উল্লেখ করেছেন আর غير منصرف ছিল منصرف অপেক্ষা কম, তা ছাড়া এ'রাবে তাকদীরী ও লফ্যী কিয়ামানুযায়ী غير منصرف এর পরিচয় দ্বারাও منصرف এর পরিচিতি লাভ হয়ে যায়, তাই তিনি غير منصرف এর সংজ্ঞাদান করেছেন এবং তার সংজ্ঞার উপরই যথেষ্ট করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন : **غير منصرف** তাকে তথা ওই ইসমে মু'রাবকে বলা হয়, যার মধ্যে দু'টি ক্রিয়াশীল দু'টি সাবাব থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فِيْمَا عَدَاهُ : প্রশ্ন হত, এ'রাবে তাকদীরীর ক্ষেত্র তো দু'প্রকার। ১. যেখানে এ'রাব متعذر বা অসম্ভব হয়। ২. যেখানে এ'রাব কঠিন হয়। এ কথার দাবি ছিল فِيْمَا عَدَاهُمَا বলা। কিন্তু দ্বিবচনের যমীরের পরিবর্তে একবচনের যমীর এনেছেন কেন? এর জবাব হল, ه একবচনের যমীরটি ما শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে যেটি مَا تَعَذَّرَ র মধ্যে রয়েছে। আর ما শব্দটি তো একবচন এবং পুংলিঙ্গ। তাই যমীর এর মারজা'র মধ্যে عَدَمِ مُطَابَقَت বা সামঞ্জস্য না হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিবে না। এখন ইবারতটির তরজমা হবে, যে সকল ইসমে এ'রাব অসম্ভব বা কঠিন হয়, যেসব ইসম ব্যতীত অন্যান্য ইসমে এ'রাবে লফযী হয়ে থাকে। সুতরাং مَا -র মেসদাক তো অনেক ইসম হল, তবে এটি শব্দের প্রেক্ষিতে একবচন। এ জন্য عَدَاهُ -র যমীরটি তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে।

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ : ইসমে মু'রাব দুই প্রকার : ১. منصرف ও ২. غير منصرف। মুসান্নিফ রহ. এ দুটি প্রকারকে বর্ণনা করছেন। غير منصرف এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এ কারণে منصرف অপেক্ষা غير منصرف এর সংখ্যা কম। তাই মুসান্নিফ রহ. একে পূর্বে উল্লেখ করেছেন। যখন غير منصرف এর পরিচয় লাভ হয়ে যাবে, তখন তা দ্বারা منصرف পরিচয় করাটা সহজ হবে।

قَوْلُهٗ : مَا اَىْ اِسْمٌ مُعْرَبٌ : غير منصرف-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে– ما فيه علتان من علل تسع الخ। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, ضربت এর মধ্যেও দু'টি ইল্লাত রয়েছে : تانيث এবং وزن فعل অথচ এটি মাবনী, غير منصرف নয়। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন اسم বলে অর্থাৎ ما শব্দটি তার ব্যাপক অর্থে নয় বরং তার দ্বারা ইসম উদ্দেশ্য। আর ضربت শব্দটি হচ্ছে ফে'ল, ইসম নয়। এরপরও প্রশ্ন হত, حضار ইসম এবং তার মধ্যে দু'টি সাবাবও পাওয়া যাচ্ছে : علميت এবং تانيث। তারপরও এটি غير منصرف নয় বরং মাবনী।

بِاجْتِمَاعِهِمَا وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِمَا فِيْهِ اَثَرًا سَيَجِيْئُ ذِكْرُهٗ مِنْ عِلَلٍ تِسْعٍ اَوْ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهَا اَىْ مِنْ تِلْكَ التِّسْعِ تَقُوْمُ هٰذِهِ الْعِلَّةُ الْوَاحِدَةُ مَقَامَهُمَا اَىْ مَقَامَ هَاتَيْنِ الْعِلَّتَيْنِ بِاَنْ تُؤَثِّرَ وَحْدَهَا تَاْثِيْرَهُمَا وَهِىَ اَىِ الْعِلَلُ التِّسْعُ مَجْمُوْعُ مَا فِىْ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ مِنَ الْاُمُوْرِ التِّسْعَةِ لَا كُلُّ وَاحِدٍ حَتّٰى يُقَالَ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَى الْعِلَلِ التِّسْعِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ وَذٰلِكَ الْمَجْمُوْعُ شِعْرٌ :

عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَانِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ + وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبٌ

সহজ তরজমা

যে দু'টি সবব দ্বারা উভয়টির একত্রিত হওন এবং নিজেদের শর্তসমূহকে একত্রিত করণের কারণে এরকম اَثَر বা ক্রিয়া করে, যার আলোচনা অচিরেই আসছে। নয়টি সববের মধ্য থেকে অথবা তা থেকে তথা এই নয়টির মধ্য থেকে এমন একটি সবব বিদ্যমান থাকে, যেটি তথা যে একটি সববই দু'টি সববের তথা ওই দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ একাই দু'টি সববের ক্রিয়া করে। আর তা তথা সেই নয়টি সবব হচ্ছে এ দু'টি পঙ্ক্তিতে সন্নিবেশিত এর সমষ্টি, প্রত্যেকটি নয়। যাতে (প্রশ্ন হিসেবে এ কথা) বলা যাবে যে, এ নয়টি সববের উপর এ নয়টির প্রত্যেকটি দ্বারা হুকুম লাগানো শুদ্ধই হবে না। আর যেই সমষ্টি হচ্ছে এই : কবিতা : ১. عَدْل ২. وَصْف ৩. تَانِيْث ৪. مَعْرِفَة ৫. عُجْمَة ৬. تَرْكِيْب

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন معرب বলে অর্থাৎ غير منصرف হল ইসমে মু'রাবে একটি প্রকার; যে ইসমে মু'রাবের মধ্যে দু'টি সবব পাওয়া যাবে, সেটি غير منصرف হবে। আর حَضَارِ হচ্ছে ইসমে মাবনী। সুতরাং তার উপর غير منصرف এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهٗ : فِيْهِ عِلَّتَانِ تُؤَثِّرَانِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, قائمة এর মধ্যে দু'টি সবব পাওয়া যাচ্ছে : تانيث এবং وصفيت । তদুপরি এটি غير منصرف নয়। শারেহ রহ. এর জবাব تُؤَثِّرَانِ দ্বারা দিয়েছেন। অর্থাৎ দু'টি সবব এরকম হবে, যেগুলো ক্রিয়াশীল হবে। আর قَائِمَة এর মধ্যে تانيث - موثره বা ক্রিয়াশীল নয়। কেননা غير منصرف - تانيث এর সবব ওই সময় হয়, যখন সেটি عَلَم বা নামবাচক বিশেষ্য হয়। আর এখানে এটি علم নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ بِاجْتِمَاعِهِمَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, দু'টি সবব একত্রে موثر বা ক্রিয়াশীল হয়, প্রত্যেকটি সবব স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল নয়।

قَوْلُهٗ وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِمَا : এটাও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, نوح এর মধ্যে দু'টি সবব ক্রিয়াশীল পাওয়া যায়– عَلَمِيَّت ও عُجْمَه । তারপরও এটি গ্রহণযোগ্য মতানুসারে غيرمنصرف নয়। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, দু'টি সবব এরকম হতে হবে, যেগুলোর মধ্যে তাদের ক্রিয়াশীলতার

শর্তসমূহও পাওয়া যায়। আর عُجْمَه ক্রিয়াশীলতার জন্য শর্ত হল متحرك الاوسط বা মধ্যবর্ণ হরকতযুক্ত হওয়া অথবা তিন বর্ণের অধিক হওয়া। আর نُوح শব্দটির মধ্যে এ দু'টি বিষয়ের কোনো একটিও পাওয়া যাচ্ছে না।

قَوْلُهُ : بِاَنْ تُؤَثِّرَ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, قِيَام এর নিসবত علت এর দিকে করাটা ঠিক হয় নি। কারণ قِيَام তো দেহ বিশিষ্ট এর মধ্যে কল্পনা করা যায়। সুতরাং تَقُوْمُ এর ফায়েল علت কে বানানো যেতে পারে না। علت তো হলো اَعْرَاض এর অন্তর্ভুক্ত; اَجْسَام এর অন্তর্ভুক্ত নয়। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন بِاَنْ تُؤَثِّرَ দ্বারা অর্থাৎ قَائِم مَقَام বা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মর্ম হল, এর মতো ক্রিয়া করবে। এখান মর্ম হবে, عِلَّت তো হবে একটি, তবে দু'টি عِلَّت একত্রিত হয়ে যে ক্রিয়া করে, এ একটিই সেই ক্রিয়া করবে।

قَوْلُهُ : وَهِيَ اَيِ الْعِلَلُ التِّسْعُ مَجْمُوْعِ الخ : প্রশ্ন হয় যে, هِيَ যমীরটি হলো মুবতাদা। যেটি عَلٰى تِسْعَه প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং عَدْل - وَصْف ইত্যাদি হচ্ছে খবর। আর মুবতাদার উপর খবর হামল হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, নয়টি সাবাব হচ্ছে عَدْل ، وَصْف অর্থাৎ প্রত্যেকটিই নয় সবব। অথচ এটি অশুদ্ধ। শারেহ রহ. مَجْمُوْع শব্দটি বৃদ্ধি করে এ প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন অর্থাৎ নয়টি সববের সমষ্টি যেগুলো এই শেরটির মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যেগুলোর হামল হয়েছে هِيَ যমীরের ওপর; প্রত্যেক সাবাবকে নয় عِلَّت বলা হচ্ছে না। জবাবের সারকথা হল, এখানে عَطْف মুকাদ্দাম হয়েছে رَبْط তথা হুকুমের ওপর।

قَوْلُهُ : عَدْلٌ وَوَصْفٌ الخ : এ সম্পর্কিত পূর্ণ কবিতাটি হল এই :

مَوَا نِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ كُلَّمَا اجْتَمَعَتْ × ثِنْتَانِ مِنْهَا فَمَالِلصَّرْفِ تَصْوِيْبُ
عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَانِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ × وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ
وَالنُّوْنُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا اَلِف × وَوَزْنُ فِعْلٍ وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبُ

এগুলোর মর্ম স্পষ্ট।

وَالْعُدُوْلُ فِیْ عَطْفِ هَاتَيْنِ الْعِلَّتَيْنِ مِنَ الْوَاوِ اِلٰى ثُمَّ لِمُجَرَّدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَزْنِ **وَالنُّوْنُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ ـ وَوَزْنُ فِعْلٍ وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبٌ ـ** فَقَوْلُهٗ زَائِدَةً مَنْصُوْبٌ عَلٰى اَنَّهٗ حَالٌ اِذِ الْمَعْنٰى وَتَمْنَعُ النُّوْنُ الصَّرْفَ حَالَ كَوْنِهَا زَائِدَةً وَقَوْلُهٗ اَلِفٌ فَاعِلُ الظَّرْفِ اَعْنِىْ مِنْ قَبْلِهَا اَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الظَّرْفُ الْمُتَقَدِّمُ وَلَا يَخْفٰى اَنَّهٗ لَا يُفْهَمُ مِنْ هٰذَا التَّوْجِيْهِ زِيَادَةُ الْاَلِفِ فَاعِلًا لِقَوْلِهٖ زَائِدَةً وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقًا بِالزِّيَادَةِ وَاُرِيْدَ بِزِيَادَةِ الْاَلِفِ قَبْلَ النُّوْنِ اِشْتِرَاكُهُمَا فِیْ وَصْفِ الزِّيَادَةِ وَتَقَدُّمُ الْاَلِفِ عَلَيْهَا فِیْ هٰذَا الْوَصْفِ فُهِمَ زِيَادَتُهَا جَمِيْعًا وَهٰذَا كَمَا اِذَا قُلْتَ جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا مِنْ قَبْلِهٖ اَخُوْهُ فَاِنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى اشْتِرَاكِهِمَا فِیْ وَصْفِ الرُّكُوْبِ وَتَقَدُّمِ اَخِيْهِ عَلَيْهِ فِیْ هٰذَا الْوَصْفِ ـ

সহজ তরজমা

আর মুসান্নিফের جمع ও تركيب দু'টি সাবাবের عطف এর মধ্যে واو থেকে ثم দিকে সরে আসাটা কেবল ওযনে শে'রের হেফাযতের জন্য হয়েছে। **৮. এবং অতিরিক্ত নূন যার পূর্বে আলিফ হবে ও ৯. ওযনে ফে'ল।** আর এ **উক্তিটি সঠিকতার নিকটবর্তী।** মুসান্নিফের زائدة কথাটি 'হাল' হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব হয়েছে। কেননা মর্ম হচ্ছে, 'আর নূন মুনসারিফ হতে নিষেধ করে এমতাবস্থায় যে, এটি অতিরিক্ত।' আর মুসান্নিফের الف কথাটি যরফ তথা قبلها ফায়ের হয়েছে। অথবা الف শব্দটি পরে উক্ত মুবতাদা যার খবর হল পূর্বোক্ত যরফ (مِنْ قَبْلِهَا)। আর এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, এই (তারকিবী) ব্যাখ্যা দ্বারা الف টি অতিরিক্ত হওয়া বুঝা যাচ্ছে না, অথচ এটিও অতিরিক্ত। আর এ কারণে এ দুটিকে (نون ও الف কে) الف و نون زائدتين বলে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। আর যদি الف টিকে মুসান্নিফের কথা زائدة এর ফায়েল এবং যরফ (من قبلها) কে زيادة এর সাথে মুতাআল্লিক করা হয় এবং الف এর نون থেকে পূর্বে অতিরিক্ত হওয়া দ্বারা উভয়টির অতিরিক্ত হওয়ার বিশেষণে শরীফ হওয়া এবং الف এর এ অতিরিক্ত বিশেষণে نون থেকে পূর্বে হওয়া উদ্দেশ্য করা হয় ,তা হলে উভয়টার একত্রে অতিরিক্ত হওয়া বুঝা যাবে। আর এ ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এরূপ, যেমন : আপনি বললেন, جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا مِنْ قَبْلِهَا اَخُوْهُ 'যায়েদ এসেছে আরোহীবস্থায়, তার ভাই এসেছে তার পূর্বে। সুতরাং এ বাক্যটি নিঃসন্দেহে যায়েদ এবং তার ভাইয়ের আরোহণ বিশেষণে শরীক হওয়া এবং এ বিশেষণটিতে যায়েদের ভাই যায়েদের পূর্বে হওয়ার উপর বুঝাচ্ছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْعُدُوْلُ فِیْ عَطْفِهَا بَيْنَ الخ একটি সন্দেহ হত যে, ثُمَّ তো تَرَاخِى বা বিলম্ব বুঝাতে আসে, যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, غير منصرف – عُجْمَه এর সাবাব প্রথমে হয় এবং তারপরে جمع সাবাব হয়। তেমনিভাবে ثم تركيب এর মধ্যেও প্রশ্ন হয়। শারেহ জবাব দিয়েছেন, এখানে ثُمَّ শব্দটি কেবল ওযনে শে'রের হেফাজতের জন্য আনা হয়েছে, تَرَاخِىْ র জন্য নয় বরং এটি واو এর অর্থেই এসেছে।

فَقَوْلُهٗ زَائِدَةٌ مَنْصُوْب الخ : زَائِدَة এর মধ্যে তারকিবের প্রেক্ষিতে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ণ পঙক্তিটাই লিখা যাচ্ছে, যাতে তারকীবটি বুঝা সহজ হয়ে যায়। وَالنُّوْنُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ । শারেহ হিন্দী লিখেছেন, النون শব্দটি সিফত এবং زائدة হলো তার সিফত। এর উপর প্রশ্ন হয়, النون হল معرفه আর زائدة হচ্ছে نكره এ দুটির মধ্যে মা'রিফা ও নাকিরা হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে না। তাই শারেহ হিন্দীর পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, النون এর মধ্যে আলিফ-লামটি অতিরিক্ত এবং এটি নাকিরা। যেভাবে غير منصرف এর অন্যান্য সববকে নাকিরা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; এগুলোর মধ্যে কোনোটিকে معرف باللام উল্লেখ করা হয় নি। অথবা আলিম লামটি عهد ذهنى এর হবে, যেটি নাকিরার হুকুমে হয়ে থাকে। ২. النون শব্দটি تَمْنَعُ উহ্য ফে'লের ফায়েল এবং الصرف হচ্ছে উহ্য মাফউল النون 'زائدة'হাল' হয়েছে, من قبلها জার-মাজরূরটি মুতা'আল্লিক হয়েছে كائنة এর এবং الف শব্দটি كائنة এর ফায়েল। كائنة তার মুতাআল্লিক ও ফায়েল মিলে দ্বিতীয় حال হয়েছে النون থেকে অথবা زائدة এর যমীর থেকে প্রথমাবস্থায় দুটি حال - مترادفه হবে এবং দ্বিতীয়াবস্থায় حال متداخلة হবে। ৩. زائدة - النون থেকে حال হয়েছে, আর من قبلها - كائنة এর মুতাআল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম এবং الف মুবতাদায়ে মুআখখার হয়েছে। এরপর এ جمله اسميه خبريه টি মহলের প্রেক্ষিতে النون অথবা زائدة এর যমীর থেকে حال অবস্থিত হয়েছে। এ তিনটি অবস্থায়ই الف অতিরিক্ত হওয়াটি বুঝা যাচ্ছে না, অথচ এটিও অতিরিক্ত। এ জন্য الف ونون زائدتان বলা হয়। ৪. مِنْ قَبْلِهَا জার মাজরূরটি زَائِدَة এর মুতাআল্লিক হয়েছে এবং زائدة - الف এর ফায়েল হয়েছে। এমতাবস্থায় বাহ্যত শুধু الف এর অতিরিক্ত হওয়াটা বুঝা যায় এবং نون এর অতিরিক্ত হওয়াটা বুঝা যায় না। তবে এর জবাব হচ্ছে, এ ইবারতটি : جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا مِنْ قَبْلِهٖ اَخُوْهُ এর মতো। যেরূপ এ ইবারতটির মর্ম হচ্ছে, যায়েদ এবং তার ভাই উভয়ই আরোহী হয়ে এসেছে, তবে আসার মধ্যে তার ভাই পূর্বে ছিল এবং যায়েদ পরে। তেমনিভাবে এ ইবারতটির মর্ম হবে, অতিরিক্ত হওয়ার বিশেষণে الف এবং نون উভয়টিই শরীক রয়েছে, তবে আলিফটি পূর্বে এবং নূনটি তার পরে হয়েছে। এই চতুর্থ সুরতটাই তারকিবের প্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ। তিনটি তারকিব যা পূর্বের বর্ণনা করা হয়েছে যেটি উদ্দেশ্যের জন্য ফায়দাকর নয়।

وَقَوْلُهُ وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ يَعْنِى اَنَّ ذِكْرَ الْعِلَلِ بِصُوْرَةِ النَّظْمِ تَقْرِيبٌ لَهَا اِلَى الْحِفْظِ لِاَنَّ حِفْظَ النَّظْمِ اَسْهَلُ اَوِ الْقَوْلِ بِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاُمُوْرِ التِّسْعَةِ عِلَّةٌ قَوْلٌ تَقْرِيبِيٌّ لَا تَحْقِيْقِيٌّ اِذِا لْعِلَّةُ فِى الْحَقِيْقَةِ اِثْنَانِ مِنْهَا لَا وَاحِدٌ وَالْقَوْلُ بِاَنَّهَا تِسْعٌ تَقْرِيبٌ لَهَا اِلَى الصَّوَابِ لِاَنَّ فِىْ عَدَدِهَا خِلَافًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهَا تِسْعٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِثْنَانِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَحَدَ عَشَرَ لٰكِنَّ الْقَوْلَ بِاَنَّهَا تِسْعٌ تَقْرِيبٌ لَهَا اِلٰى مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنَ الْمَذَاهِبِ الثَّلٰثَةِ ـ

সহজ তরজমা

.... আর মুসান্নিফের উক্তি : وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ 'এ মতটি সঠিকতার নিকটবর্তী' দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, সাবাব গুলোকে কবিতাকারে উল্লেখ করাটা এগুলো মুখস্থ করার নিকটবর্তী। কেননা কবিতা মুখস্থ করা অধিক সহজ। (অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে,) নয়টি সাবাবের মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে علت বলাটা قَوْل تَقْرِيبِىْ তথা একটি অনুমান ভিত্তিক বা সাধারণ কথা; تَحْقِيْقِىْ বা নিশ্চিত কোনো কথা নয়। কেননা মূলত (غير منصرف এর) علت সাবাব এগুলোর মধ্য থেকে দু'টি, একটি নয়। অথবা (উদ্দেশ্য হচ্ছে,) সাবাব নয়টি বলা সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা সাবাবের সংখ্যায় মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন : সাবাব নয়টি এবং কারো কারো মতে দু'টি আবার কেউ কেউ বলেছেন এগারটি। তবে সাবাব নয়টি বলা এ তিনটি মাযহাবের মধ্য থেকে সঠিক মাযহাবের নিকটবর্তী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ : প্রশ্ন হয় যে, هٰذَا الْقَوْلُ হচ্ছে মুবতাদা এবং تقريب খবর, আর খবর মুবতাদার উপর হামল হয়ে থাকে। তবে এখানে হামল সহীহ হচ্ছে না। কারণ تقريب মাসদার, আর মাসদারের হামল জায়েয নয়। এর জবাব হল, تقريب মাসদারটি ইসমে ফায়েল তথা مقرب (নিকটবর্তীকারী) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল স্বরূপ مُقَرِّبٌ اِلَى الصَّوَابِ অথবা مُقَرِّبٌ اِلَى الْحِفْظِ চয়ন করা যাবে। এমতাবস্থায় মর্ম হবে, এ মতটি তথা علت সমূহকে কবিতাকারে বর্ণনা করা, মুখস্থ করার অধিক নিকটবর্তীকারক। কেননা কবিতা গদ্যের তুলনায় মুখস্থ করে নেওয়া অনেক সহজ।

قَوْلُهُ اَوِ الْقَوْلُ بِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْاُمُوْرِ التِّسْعَةِ الخ : এটিও উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব। জবাবটির সারকথা হল, এখানে تقريب এর মধ্যে ياء نسبتى উহ্য রয়েছে। মূলত শব্দটি হচ্ছে تقريبى যার অর্থ হল مجازى অর্থাৎ এ নয়টি সাবাবের মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে সাবাব বলা একটি রূপক কথা, হাকীকী কথা নয়। কেননা সাবাব হচ্ছে মূলত দু'টি মিলিত হয়ে, প্রত্যেকটি নয়।

قَوْلُهُ تَقْرِيبٌ لَهَا اِلَى الصَّوَابِ : এর মর্ম হচ্ছে, غير منصرف এর সাবাবসমূহের সংখ্যায় মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন : দু'টি, আবার কেউ কেউ বলেছেন : এগারটি এবং কারো কারো মতে নয়টি। প্রথম মতটি تَفْرِيْط বা ত্রুটি রয়েছে এবং দ্বিতীয় মতটিতে اِفْرَاط সীমালঙ্ঘন রয়েছে। অবশ্য তৃতীয় মতটি হচ্ছে মধ্যপন্থী। আর خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا এর কায়দার প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী মতটি তথা নয় সাবাব হওয়ার মতটি

অধিক উত্তম। এজন্য মুসান্নিফ রহ. নয়টি সাবাব বর্ণনা করেছেন। যারা বলেন : غير منصرف সাবাব মাত্র দু'টি অর্থাৎ ১. حكايت তথা ফে'ল থেকে ইসমের দিকে স্থানান্তরিত করা। যেভাবে স্থানান্তরিত করার পূর্বে এতে كسره ও تنوين প্রবেশ করত না, তেমনিভাবে স্থানান্তরিত করার পরও প্রবেশ করবে না। ২. - تركيب শুধু حكايت وزن فعل এর মধ্যে পাওয়া যায়, চাই وزن فعل টি وصف এর সাথে হোক, যেমন : اعلم অথবা علميت এর সাথে হোক, যেমন : يَشْكُر যখন এটা কারো নামবাচক বিশেষ্য তথা علم হবে। বাকি علت সমূহ تركيب এর অন্তর্ভুক্ত। যারা বলেন : غير منصرف এর علت বা সাবাব এগারটি তাদের মতে নয়টি হলো তা-ই, যেগুলোকে মুসান্নিফ রহ. বর্ণনা করেছেন এবং বাকি দু'টি হচ্ছে : ১. নাকিরা করার পর অফ্সে আসলীর এ'তেবার করা। যেমন– আখফাশের মাযহাব। ২. الف تانيث এর সাথে সামঞ্জস্য। অর্থাৎ সেই الف টি تانيث এর জন্য হবে না এবং ইসমের শেষে আসবে। চাই ইলহাকের জন্য হোক, যেমন : ارطى এটি جعفر এর সাথে ملحق। ارطي একটি বৃক্ষ যার ছাল দ্বারা চামড়ার দাবাগাত হয়। অথবা ইলাহাকের জন্য না হোক, যেমন : قَبَعْثَرٰى এ দু' প্রকার আলিফই تانيث এর জন্য নয়। কেননা : ارطى এর স্ত্রীলিঙ্গ ارطاة এবং قَبَعْثَرٰى র স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে قَبَعْثَرَات যদি এ আলিফটি تانيث এর জন্য হত তা হলে এর স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে تا আনার প্রয়োজন হতে না। মুসান্নিফ রহ. মধ্যপন্থী তথা সাবাব নয়টি হওয়ার উক্তিটিকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে, বাকি দু'টি উক্তি ত্রুটি মুক্ত নয়। কারণ, حكايت তথা فعل থেকে নকল হয়ে আসা এটি اَشْكَل - اَعْلَم ও اَحْمَر এর মতো শব্দকে শামিল রাখে না। কেননা اَشْكَل এর মধ্যে ফে'লের ওযন পাওয়া যায় না। যেরূপ প্রসিদ্ধ অভিধান صحاح এর মধ্যে একে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আর اَحْمَر ও اَعْمَل এ দুটি ইসমে তাফযীলের সীগাহ। আর ইসমে তাফযীলের সীগাহ নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, এটি ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত নয়। তেমনিভাবে সাবাব এগারটি হওয়ার উক্তিটিও দুর্বল। এতে দু'টি। সাবাব সংযোজন করা হয়েছে। ১. নাকিরা করার পর وصف এর এ'তেবার করা এবং ২. الف تانيث এর সাদৃশ্য। এ দুটিই ঠিক নয়। কারণ علميت এর কারণে وصف বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল, এখন কোনো কারণবশত যদি علم বিদূরিত হয়ে যায় এবং ইসমটি নাকিরা হয়ে যায়, তা হলে وصف এর এ'তেবার কিভাবে করা যাবে, সেটি তো বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। وَالزَّائِلُ لَايَعُوْدُ 'আর বিদূরিতটি ফিরে আসে না'। আর দ্বিতীয় সাবাব الف تانيث এর সাদৃশ্য তো تانيث حكمى এর অন্তর্ভুক্ত, তা হলে পৃথক সাবাব সাব্যস্ত করার প্রয়োজন কিসের?

ثُمَّ اَنَّهٗ ذَكَرَ اَمْثِلَةَ الْعِلَلِ الْمَذْكُوْرَةِ عَلٰى تَرْتِيْبِ ذِكْرِهَا فِى الْبَيْتَيْنِ فَقَالَ **مِثْلُ عُمَرَ** مِثَالٌ لِلْعَدْلِ **وَاَحْمَرَ** مِثَالٌ لِلْوَصْفِ **وَطَلْحَةَ** مِثَالٌ لِلتَّانِيْثِ **وَزَيْنَبَ** مِثَالٌ لِلْمَعْرِفَةِ وَفِىْ اِيْرَادِ زَيْنَبَ مِثَالًا لِلْمَعْرِفَةِ بَعْدَ طَلْحَةَ اِشَارَةٌ اِلٰى قِسْمَيِ التَّانِيْثِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ **وَاِبْرَاهِيْمَ** مِثَالٌ لِلْعُجْمَةِ **وَمَسَاجِدَ** مِثَالٌ لِلْجَمْعِ **وَمَعْدِى كَرْبَ** مِثَالٌ لِلتَّرْكِيْبِ **وَعِمْرَانَ** مِثَالٌ لِلْاَلِفِ وَالنُّوْنِ **وَاَحْمَدَ** مِثَالٌ لِوَزْنِ الْفِعْلِ ـ

সহজ তরজমা

এরপর মুসান্নিফ রহ. উল্লেখিত সাবাব সমূহের উদাহরণগুলোকে শে'রদ্বয়ে বর্ণিত ক্রমানুসারে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বললেন : যেমন : **عُمَرُ** এটি عدل এর উদাহরণ, **اَحْمَرُ** এটি وصف এর উদাহরণ, **طَلْحَةُ** এটি تانيث এর উদাহরণ, **زَيْنَبُ** এটি معرفة এর উদাহরণ, طَلْحَةُ র পর মা'রিফার জন্য زَيْنَبُ এর (দ্বিতীয়) উদাহরণ পেশ করার মধ্যে تانيث এর দুই প্রকার لفظى ও معنوى এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর **اِبْرَاهِيْمُ** এটি عُجْمَة র উদাহরণ, **مَسَاجِدُ** এটি جمع র উদাহরণ **مَعْدِى كَرْبَ** এটি تركيب এর উদাহরণ, **عِمْرَانُ** এটি الف ও نون এর উদাহরণ এবং **اَحْمَدُ** এটি وزن فعل এর উদাহরণ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : مِثْلُ عُمَرَ : মুসান্নিফ غير منصرف এর নয়টি সাবাব বর্ণনা করার পর প্রত্যেকটির বর্ণনাক্রমানুযায়ী উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। এর ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

وَحُكْمُهُ اَىْ حُكْمُ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ وَالْاَثَرُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالِهِ عَلٰى عِلَّتَيْنِ اَوْ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا تَقُوْمُ مَقَامَهُمَا **اَنْ لَا كَسْرَةَ فِيْهِ وَلَا تَنْوِيْنَ** وَذٰلِكَ لِاَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً فَاِذَا وَقَعَ فِى الْاِسْمِ عِلَّتَانِ حَصَلَ فِيْهِ فَرْعِيَّتَانِ فَيُشْبِهُ الْفِعْلَ مِنْ حَيْثُ اَنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاِسْمِ اِحْدَاهُمَا اِفْتِقَارُهُ اِلَى الْفَاعِلِ وَاُخْرَاهُمَا اِشْتِقَاقُهُ مِنَ الْمَصْدَرِ فَمُنِعَ مِنْهُ الْاِعْرَابُ الْمُخْتَصُّ بِالْاِسْمِ وَهُوَ الْجَرُّ وَالتَّنْوِيْنُ الَّذِىْ هُوَ عَلَامَةُ التَّمَكُّنِ وَاِنَّمَا قُلْنَا لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً لِاَنَّ الْعَدْلَ فَرْعٌ مِّنَ الْمَعْدُوْلِ عَنْهُ وَالْوَصْفَ فَرْعُ الْمَوْصُوْفِ وَالتَّانِيْثُ فَرْعُ التَّذْكِيْرِ لِاَنَّكَ تَقُوْلُ قَائِمٌ ثُمَّ قَائِمَةٌ وَالتَّعْرِيْفَ فَرْعُ التَّنْكِيْرِ لِاَنَّكَ تَقُوْلُ رَجُلٌ ثُمَّ الرَّجُلُ وَالْعُجْمَةَ فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ فَرْعُ الْعَرَبِيَّةِ اِذِ الْاَصْلُ فِىْ كُلِّ كَلَامٍ اَنْ لَّا يُخَالِطَهُ لِسَانٌ اٰخَرُ وَالْجَمْعَ فَرْعُ الْوَاحِدِ وَالتَّرْكِيْبَ فَرْعُ الْاِفْرَادِ وَالْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَيْنِ فَرْعُ مَا زِيْدَتَا عَلَيْهِ وَوَزْنُ الْفِعْلِ فَرْعُ وَزْنِ الْاِسْمِ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِىْ كُلِّ نَوْعٍ اَنْ لَّا يَكُوْنَ فِيْهِ الْوَزْنُ الْمُخْتَصُّ بِنَوْعٍ اٰخَرَ فَاِذَا وُجِدَ فِيْهِ هٰذَا الْوَزْنُ كَانَ فَرْعًا لِوَزْنِهِ الْاَصْلِيِّ ـ

সহজ তরজমা

আর তার তথা غير منصرف এর হুকুম এবং নয় সাবাবের মধ্য থেকে দু'টি সাবাবকে অথবা দু'টির স্থলাভিষিক্ত একটিকে শামিল রাখার প্রেক্ষিতে তার উপর সৃষ্ট ক্রিয়া হল, তাতে যের এবং তানবীন হয় না। আর তা এ জন্য যে, প্রত্যেকটি সাবাবের জন্য فرع বা শাখা হওয়া রয়েছে। সুতরাং যখন ইসমের মধ্যে দু'টি সাবাব অবস্থিত হবে।

তখন তার মধ্যে দু'টি শাখা হাসিল হবে। সুতরাং এটি এ হিসেবে فعل এর সদৃশ হবে যে, ফে'লের জন্য ইসম এর অনুপাতে দু'টি শাখা হওয়া রয়েছে। একটি হল ফে'ল ফায়েলের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং দ্বিতীয়টিই হল ফে'ল এর মাসদার থেকে মুশতাক বা নির্গত হওয়া। সুতরাং ওই ইসম থেকে সেই এ'রাব নিষিদ্ধ হয়ে গেল, যা ইসমের সাথে খাস। আর তা হচ্ছে, যের ও তানবীন যেটি ইসমের মুতামাক্কিন হওয়ার আলামত। আর আমরা যে বলেছি, প্রতিটি علت বা সাবাবের জন্য একটি শাখা বা فرع হওয়া রয়েছে, তা এজন্য বলেছি, عدل হচ্ছে اسم معدول عنه এর শাখা, وصف মাওসূফ এর শাখা, تانيث تذكير বা পুংলিঙ্গের শাখা। কেননা আপনি বলে থাকেন, قائم এরপর قائمة। আর تعريف হল تنكير এর فرع কেননা আপনি বলে থাকেন رجل এরপর الرجل। عجمة টি আরবি ভাষায় فرع। কেননা প্রত্যেক ভাষাতে আমল হল, তার সাথে অন্য কোনো ভাষা মিশ্রিত না হওয়া। আর جمع টি واحد এর فرع – تركيب টি افراد এর فرع – نون ও الف যে দু'টি অতিরিক্ততার فرع যার উপর অতিরিক্ত করা হয়েছে। আর وزن فعل টি وزن اسم এর فرع। কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে আমলই হচ্ছে,

তার মধ্যে এমন কোনো ওযন না হওয়া যেটি অন্য কোনো প্রকারের সাথে খাস। সুতরাং যখন কোনো প্রকার (তথা ইসম) এর মধ্যে এমন ওযন (যেটি ফে'লের প্রকারের সাথে খাস) পাওয়া যাবে, তখন এটি তার আসল ওযনের فرع তথা শাখা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَحُكْمُهٗ : ها যমীরটি غير منصرف এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, حكم তো হচেছ حاكم এর সিফত, তাই غير منصرف এর দিকে এর ইযাফতটি ঠিক নয়। শারেহ এর জবাব দিয়েছেন الاثر المترتب غير منصرف দ্বারা। অর্থাৎ এখানে حكم দ্বারা اثر বা ক্রিয়া উদ্দেশ্য, যা غير منصرف এর উপর হওয়ার কারণে দেকা দেয়।

قَوْلُهٗ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالِهٖ الخ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো এই যে, আপনি حكم দ্বারা اثر উদ্দেশ্য নিয়েছেন এর উপর আমাদের প্রশ্ন হয় যে, এ অর্থের প্রেক্ষিতেও غير منصرف এর দিকে حكم এর ইযাফত হতে পারে না। কেননা حكم দ্বারা যেহেতু اثر উদ্দেশ্য, তা হলে اثر এর নিসবত হবে مؤثر এর দিকে, আর مؤثر হচ্ছে দু'টি সবব বা এমন একটি সবব যেটি দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়, غير منصرف নয়। শারেহ এর জবাব দিয়েছেন مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالِهٖ الخ দ্বারা। অর্থাৎ غير منصرف এর দিকে حكم এর নিসবত হয়েছে এ হিসেবে যে, এটি শামিল রাখছে দু'টি সববকে অথবা এমন একটি সববকে, যা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়।

قَوْلُهٗ اَنْ لَا كَسْرَةَ فِيْهِ : এতে لا টি نفى جنس এর জন্য এবং كسرة তার ইসম, আর فيه তার উহ্য খবর।

قَوْلُهٗ وَذٰلِكَ لِاَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً : এর এ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে যের এবং তানবীন আসা নিষিদ্ধ। শারেহ এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেভাবে ফে'লের মধ্যে ইসমের প্রেক্ষিতে দু'টি فرع বা শাখা রয়েছে :

১. معنى مصدرى বা ক্রিয়ামূলপদীয় অর্থ, যার কারণে ফে'ল মাসদারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

২. ফায়েলের দিকে নিসবত, যার মধ্যে ফে'ল ফায়েলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তেমনিভাবে غير منصرف এর মধ্যে দু'টি সবব পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক সবব তার আমলের فرع তথা শাখা।

এভাবে فرع হওয়ার কারণে غير منصرف ফে'লের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেল। আর ফে'লের মধ্যে যের এবং তানবীন নিষিদ্ধ, তাই غير منصرف এর মধ্যেও নিষিদ্ধ হবে।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا قُلْنَا لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً : এ ইবারতটি দ্বারা শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন, غير منصرف এর মধ্যে দু'টি সবব পাওয়া যায়, আর প্রতিটি সবব فرع বা শাখা। এখান থেকে শারেহ প্রত্যেক সববের আমল বর্ণনা করছেন। যাতে فرعيت বা শাখা হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু শারেহ এর বর্ণনাটি স্পষ্ট, তাই এ ইবারতটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

وَيَجُوْزُ اَىْ لَا يَمْتَنِعُ سَوَاءٌ كَانَ ضَرُوْرِيًّا اَوْ غَيْرَ ضَرُوْرِيٍّ صَرْفُهٗ اَىْ جَعْلُهٗ فِىْ حُكْمِ الْمُنْصَرِفِ بِاِدْخَالِ الْكَسْرَةِ وَالتَّنْوِيْنِ فِيْهِ لَاجَعْلُهٗ مُنْصَرِفًا حَقِيْقَةً فَاِنَّ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مَا فِيْهِ عِلَّتَانِ اَوْ وَاحِدَةٌ تَقُوْمُ مَقَامَهُمَا وَبِاِدْخَالِ الْكَسْرَةِ وَالتَّنْوِيْنِ لَا يَلْزَمُ خُلُوُّ الْاِسْمِ عَنْهُمَا وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالصَّرْفِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ لَا الْاِصْطِلَاحِيُّ وَالضَّمِيْرُ فِىْ صَرْفِهٖ رَاجِعٌ اِلٰى حُكْمِهٖ ـ

সহজ তরজমা

আর জায়েয রয়েছে, তথা নাজায়েয নয় চাই আবশ্যক হোক অথবা আবশ্যক না হোক তাকে মুনসারিফ করা। অর্থাৎ তাতে যের ও তানবীন প্রবেশ করিয়ে মুনসারিফের হুকুমে করে দেওয়া, (জায়েয রয়েছে) প্রকৃতভাবে মুনসারিফ করে দেওয়া নয়। কেননা মুসান্নিফের মতে গায়রে মুনসারিফ ওই ইসমকে বলা হয়, যার মধ্যে দু'টি সবব হয় অথবা দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত একটি সবব হয়। আর যের ও তানবীনের প্রবেশ দ্বারা ইসমে গায়রে মুনসারিফের এ দু'টি সবব থেকে শূন্য হয়ে যাওয়াটা আবশ্যক হয় না। (সুতরাং গায়রে মুনসারিফ হুকুমের দিক দিয়ে মুনসারিফ হল, প্রকৃতভাবে নয়)। কথিত আছে, (صَرْفُهٗ-এর মধ্যে) صَرْف দ্বারা তার শাব্দিক অর্থ (নিষেধ করা) উদ্দেশ্য, পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর صَرْفُهٗ র মধ্যে যমীরটি গায়রে মুনসারিফের হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَيَجُوْزُ اَىْ لَا يَمْتَنِعُ : মুসান্নিফের ইবারত হচ্ছে يَجُوْزُ صَرْفُهٗ لِلضَّرُوْرَةِ اَوْ لِلتَّنَاسُبِ যার মর্ম হল, শে'রের প্রয়োজনে অথবা মুনসারিফের সামঞ্জস্যের কারণে গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ করে দেওয়া জায়েয রয়েছে। আর جَوَاز বা জায়েয হওয়ার মধ্যে উভয় দিক সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং এ অবস্থাটি تَنَاسُب এর মধ্যে তো ঠিক রয়েছে, তবে শে'রের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তো গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ করে দেওয়াটা ওয়াজিব তথা আবশ্যক। তাই يَجُوْز এর অর্থে ضَرُوْرَت شِعْرِىْ কে শামিল রাখবে না। শারেহ এর জবাব দিয়েছেন لَايَمْتَنِعُ যোগ করে। জবাবটির সারকথা হল, এখানে جَوَاز দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اِمْكَان عَام যেটি বিদ্যমান হওয়ার দিকটির সাথে কয়েদযুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ منصرف পড়াটা নাজায়েয নয়, চাই আবশ্যক হোক, যেরূপ ضَرُوْرَت شِعْرِىْ তে অথবা আবশ্যক না হোক, যেমন– تَنَاسُب এর অবস্থাতে।

ফায়দা : اِمْكَان দুই প্রকার : ১. اِمْكَان خَاص ২. اِمْكَان عَام

امكان خاص এমন সম্ভাবনাকে বলা হয় যার মধ্যে উভয় দিক থেকে আবশ্যকতা দূর করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার বিদ্যমান হওয়াটাও আবশ্যক হয় না এবং না হওয়াটাও আবশ্যক হয় না।

امكان عام এমন সম্ভাবনাকে বলা হয় যার মধ্যে আবশ্যক না হওয়াটা এক দিক থেকে হয়ে থাকে। এরপর امكان عام আবার দু'প্রকার : ১. اِمْكَان عَام مُقَيَّد بِجَانِبِ الْعَدَمِ ২. اِمْكَان عَام مُقَيَّد بِجَانِبِ الْفُجُوْرِ প্রথমটির মধ্যে আবশ্যক না হওয়াটা হয়ে থাকে عَدَم এর দিক থেকে। অর্থাৎ না হওয়াটা আবশ্যক নয়, চাই বিদ্যমান হওয়াটা আবশ্যক হোক কিংবা না হোক। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে سَلْب ضَرُوْرَت তথা আবশ্যক না হওয়াটা وجود এর দিক থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিদ্যমান হওয়াটা আবশ্যক না, চাই না হওয়াটা আবশ্যক হোক অথবা না হোক।

لِلضَّرُوْرَةِ اَیْ لِضَرُوْرَةِ وَزْنِ الشِّعْرِ اَوْ رِعَايَةِ الْقَافِيَةِ فَاِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ فِى الشِّعْرِ فَكَثِيْرًا امَّا يَقَعُ مِنْ مَنْعِ صَرْفِهٖ اِنْكِسَارٌ يُخْرِجُهٗ عَنِ الْوَزْنِ اَوِ انْزِحَافٌ يُخْرِجُهٗ عَنِ السَّلَاسَةِ اَمَّا الْاَوَّلُ فَكَقَوْلِهٖ شِعْرٌ : صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوْ اَنَّهَا + صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيًا ـ وَاَمَّا الثَّانِىْ فَكَقَوْلِهٖ شِعْرٌ : اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اَنَّ ذِكْرَهٗ + هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهٗ يَتَضَوَّعُ ـ فَاِنَّهٗ لَوْ فُتِحَ نُوْنُ نُعْمَانَ مِنْ غَيْرِ تَنْوِيْنٍ يَسْتَقِيْمُ الْوَزْنُ وَلٰكِنْ يَقَعُ فِيْهِ زِحَافٌ يُخْرِجُهٗ عَنِ السَّلَاسَةِ كَمَا يَحْكُمُ بِهٖ سَلَامَةُ الطَّبْعِ ـ

সহজ তরজমা

<u>প্রয়োজনে</u>, অর্থাৎ ওযনে শে'র এর প্রয়োজনে অথবা অন্ত্যমিলের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য। সুতরাং যখন গায়রে মুনসারিফ শে'র অবস্থিত হয়, তখন অনেক সময় তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়ার কারণে ভাঙন সৃষ্টি হয়, যে ভাঙন শে'রকে তার ওযন থেকে বের করে দেয় অথবা পরিবর্তন দেখা দেয়, শে'রকে তার সাবলীল তা থেকে বের করে দেয়। প্রথমটির উদাহরণ, যেমন– কবির উক্তি কবিতা :

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوْ اَنَّهَا × صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيًا

(অর্থাৎ আমার উপর এমন মসিবতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, তা যদি দিন সমূহের উপর অবতীর্ণ হত, তা হলে রাতে পরিণত হয়ে যেত। এতে গায়রে মুনসারিফ হওয়া সত্ত্বেও مَصَائِب এর উপর তানবীন প্রবেশ করেছে, অন্যথায় শে'রের ওযন বিনষ্ট হয়ে যেত।)

আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ, যেমন : কবির উক্তি কবিতা :

اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اَنَّ ذِكْرَهٗ × هُوَ الْمِسْكُ مَاكَرَّرْتَهٗ يَتَضَوَّعُ

(অর্থাৎ আবূ হানীফা নোমান রহ.-এর স্তুতি বর্ণনা করতে থাক। কারণ, তাঁর প্রশংসা বর্ণনা মেশক সদৃশ যতই এর পুনরাবৃত্তি করবে, ততই তার সুবাস বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।)

এতে نُعْمَان এর উপর গায়রে মুনসারিফ হওয়া সত্ত্বেও তানবীন দেওয়া হয়েছে।) সুতরাং نُعْمَان কে যদি তানবীন ব্যতীত যবর দেওয়া হত, তা হলে শে'রটির ওযন ঠিক থাকত বটে, তবে ছন্দের মাপে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিত, এ পরিবর্তন শে'রটিকে তার সাবলীলতা থেকে বের করে দিত। যেরূপ বিশুদ্ধ রুচিশীল ব্যক্তি এর ফয়সালা দিয়ে থাকে।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ : صَرْفُهٗ اَیْ جَعْلُهٗ فِیْ حُكْمِ الْمُنْصَرِفِ : প্রশ্ন হয় যে, মুসান্নিফের মতে غير منصرف এর সংজ্ঞা হল, যার মধ্যে দু'টি সবব হয় অথবা এমন একটি সবব হয় যেটি দুই সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। আর كسره ও تنوين প্রবেশ করার কারণে যেই দু'টি সবব বা একটি সবব নিঃশেষ হয়ে যায় না, তা হলে শব্দটি মুনসারিফ হয়ে যাবে কেমন কার? সুতরাং صرفه বলাটা ঠিক হবে না। শারেহ রহ. জবাবে বলেছেন, صرف র অর্থ হচ্ছে

এখানে ضَرُوْرَتِ شِعْرِىْ এবং تَنَاسُبْ এর কারণে কালিমাকে মুনসারিফের অর্থাৎ جَعْلُهٗ فِىْ حُكْمِ الْمُنْصَرِفِ হুকুমে করে নেওয়া হয়, প্রকৃত রূপে মুনসারিফ হয় না। দ্বিতীয় জবাব হল, صرف দ্বারা তার শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য, যার অর্থ হচ্ছে ফেরা আর با যমীরটি প্রত্যাবর্তন করেছে حكم এর দিকে। যার মর্ম হবে, এই মাত্র غير منصرف এর যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার মধ্যে যের এবং তানবীনে আসে না, তার হুকুমটি ضرورت شعرى এবং تناسب এর কারণে পালটে দেওয়া জায়েয রয়েছে অর্থাৎ তার মধ্যে كسره এবং تنوين আসতে পারে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لِلضَّرُوْرَةِ الخ : এর কারণে ضرورت شعرى এর উপর যের এবং তানবীন এসে যায়। অর্থাৎ কখনো কখনো গায়রে মুনসারিফের হুকুমে পড়া হলে শে'রের ওযনে ভাঙেন অথবা যেহাফ তথা ছন্দের মাপে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং কখনো قافيه বা ছন্দের অন্ত্যমিল গায়রে মুনসারিফ না পড়ার দাবি করে। اِنْكِسَار এর মধ্যে শে'রের ওযন ভেঙে যায়, আর زِحَاف এর মধ্যে ওযন ভাঙে না, তবে সহজতা ও সাবলীলতা বাকি থাকে না। اِنْكِسَار এর উদাহরণ, যেমন : صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبُ لَوْ اَنَّهَا الخ এতে যদি مَصَائِبُ এর উপর তানবীন না পড়া হয় বরং গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়, তা হলে مُتَفَاعِلُنْ এর ওযনটি বাকি থাকবে না। কেননা এ শে'রটির ওযন হচ্ছে ছয়বার مُتَفَاعِلُنْ সম্বলিত। এ শে'রগুলো হযরত ফাতিমা রাযি.-এর আবৃত্ত, যেগুলো তিনি রাসূলে করীম সা.-এর ইন্তেকালে বলেছিলেন। আর যদি অন্য কারোও হয়ে থাকে, তবে তিনি পাঠ করেছিলেন। এর পূববর্তী শে'রটি হল :

مَا ذَا عَلٰى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَ + اِنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيًا

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبُ لَوْ اَنَّهَا + صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَا لِيًا

তরজমা : যে ব্যক্তি রাসূলে করীম সা.-এর কবর মোবারকের পবিত্র মাটি শোঁকেছে, সে যদি সারা জীবন 'গালিয়া' সুগন্ধি না শোঁকে তা হলে কোনো অসুবিধে নেই। অর্থাৎ তার অন্য কোনো সুগন্ধি শোঁকার প্রয়োজন নাই। চাই গালিয়ার মতো মূল্যবান ও উন্নতমানের সুগন্ধিই হোক না কেন। আমার উপর এরকম মুসিবতসমূহ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যদি সেই মুসিবতগুলো দিনে নিক্ষেপ করা হত, তবে দিন রজনীতে রূপান্তরিত হয়ে যেত। অর্থাৎ মুসিবতের অন্ধকারের দরুন দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে যেত।

زِحَاف এর উদাহরণ এ শে'রটি :

أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا أَنَّ ذِكْرَهٗ + هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهٗ يَتَضَوَّعُ

এটি হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর আবৃত্ত শে'র, যাতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রশংসা করা হয়েছে। এর ঘটনাটি হল, হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. কূফায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কোনো শিষ্যকে বললেন, ইমাম সাহেবের অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর ইমাম শাফেয়ী রহ. বললেন : আরো বর্ণনা করুন। শিষ্য আবারো বর্ণনা করলেন। অনন্তর তিনি আবারো বললেন : আরো বর্ণনা করুন। শিষ্য বললেন : কোনো কথা যদি বারংবার বলা হয়, তা হলে লোকেরা বিরক্তিবোধ করে আর আপনি বারংবার শোনার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। ওই সময় ইমাম শাফেয়ী রহ. এ শে'রটি বলেছিলেন : اَعِدْ ذِكْرَ الخ তরজমা : নোমান তথা আবূ হানিফা রহ.-এর আলোচনা আমাদের সামনে বারং বার করতে থাক। কেননা এটি হচ্ছে মিশক, যত ঘর্ষণ করবে ততই সুবাস বিচ্ছুরিত হবে। এ শে'রটিতে যদি نُعْمَانٍ এর উপর তানবীন না পড়া হয় বরং গায়রে মুনসারিফ পাঠ করা হয়, তা হলে তার ওযন তো ভঙ্গ হবে না ঠিক, তবে সহজতা ও সাবলীলতা বাকি থাকবে না, যাকে রুচিশীলরাই অনুধাবন করতে পারে।

فَاِنْ قُلْتَ اَلْاِحْتِرَازُ عَنِ الزِّحَافِ لَيْسَ بِضَرُوْرِيٍّ فَكَيْفَ يَشْمُلُهُ قَوْلُهُ لِلضَّرُوْرَةِ قُلْنَا الْاِحْتِرَازُ عَنْ بَعْضِ الزِّحَافَاتِ اِذَا اَمْكَنَ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ ضَرُوْرِيٌّ عِنْدَ الشُّعَرَاءِ وَاَمَّا الضَّرُوْرَةُ الْوَاقِعَةُ لِرِعَايَةِ الْقَافِيَةِ فَكَمَا فِيْ قَوْلِهِ شِعْرٌ : سَلَامٌ عَلٰى خَيْرِ الْاَنَامِ وَسَيِّدٍ + حَبِيْبِ اِلٰهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ + بَشِيْرٍ نَذِيْرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ + عَطُوْفٍ رَؤُفٍ مَنْ يُسَمَّى بِاَحْمَدٍ . فَاِنَّهُ لَوْقَالَ بِاَحْمَدَ بِالْفَتْحِ لَا يَخِلُّ بِالْوَزْنِ وَلٰكِنَّهُ يَخِلُّ بِالْقَافِيَةِ فَاِنَّ حَرْفَ الرَّدْفِ فِيْ سَائِرِ الْاَبْيَاتِ الدَّالُ الْمَكْسُوْرَةُ **اَوْ لِلتَّنَاسُبِ** اَىْ وَيَجُوْزُ صَرْفُ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ لِيَحْصُلَ التَّنَاسُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرِفِ لِاَنَّ رِعَايَةَ التَّنَاسُبِ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ اَمْرٌ مُهِمٌّ عِنْدَهُمْ وَاِنْ لَمْ يَصِلْ اِلٰى حَدِّ الضَّرُوْرَةِ مِثْلُ **سَلَاسِلًا وَّاَغْلَالًا** حَيْثُ صُرِفَ سَلَاسِلًا لِتَنَاسُبِ الْمُنْصَرِفِ الَّذِىْ يَلِيْهِ اَعْنِىْ اَغْلَالًا فَقَوْلُهُ سَلَاسِلًا وَّاَغْلَالًا مِثَالٌ لِمَجْمُوْعِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ الَّذِىْ صُرِفَ وَالْمُنْصَرِفُ الَّذِىْ صُرِفَ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ لِتَنَاسُبِهِ .

সহজ তরজমা

..... এরপর আপনি যদি প্রশ্ন করেন, زِحَاف থেকে বাঁচা তো জরুরি নয়, তা হলে একে মুসান্নিফের উক্তি : لِلضَّرُوْرَةِ কেমন করে শামিল রাখবে? আমরা জবাবে বলব : কবিদের দৃষ্টিতে কিছু যেহাক থেকে বাঁচা জরুরি যদি তা থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। রয়ে গেল قَافِيَه বা ছন্দের অন্ত্যমিলের জন্য অবস্থিত প্রয়োজনটি। তার উদাহরণ, যেমন : কবির উক্তি :

سَلَامٌ عَلٰى خَيْرِ الْاَنَامِ وَسَيِّدٍ + حَبِيْبِ اِلٰهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ
بَشِيْرٍ نَذِيْرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ + عَطُوْفٍ رَؤُوْفٍ مَنْ يُسَمَّى بِاَحْمَدٍ

"শান্তি বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সত্তা ও আমার সরদারের উপর, যিনি বিশ্ব প্রভুর পরম বন্ধু মুহাম্মদ সা., যিনি সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, হাশিম বংশীয়, সুমহান ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতিশীল, দয়ালু; যাকে আহমদ নামে ডাকা হয়।"

সুতরাং কবি যদি এখানে اَحْمَد যবরের সাথে বলতেন, তা হলে শে'রটির ওযনে কোনো ত্রুটি দেখা দিত না বটে, তবে قَافِيَه তে বা ছন্দের অন্ত্যমিলে ত্রুটি দেখা দিত। কেননা হরফে রদী বা অন্ত্যবর্ণ সকল শে'রের মধ্যেই যের যুক্ত دال রয়েছে।

<u>অথবা সামঞ্জস্যের জন্য</u>, অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ পড়া জায়েয, যাতে গায়রে মুনসারিফ এবং মুনসারিফের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জিত হয়ে যায়। কেননা আরবদের কাছে শব্দাবলির মাঝে পারস্পরিক সামঞ্জস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদিও সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাটা আবশ্যকতার পর্যায়ে না পৌছায়। <u>যেমন :</u> **سَلَاسِلًا**

وَاَغْلَالًا কেননা سَلَاسِلًا কে ওই মুনসারিফের সামঞ্জস্যের কারণে মুনসারিফ করা হয়েছে, যেটি তার সাথে সংযুক্ত রয়েছে তথা اَغْلَالًا। অতএব, আল্লাহ তা'আলার বাণী : سَلَاسِلًا وَّاَغْلَالًا হচ্ছে ওই গায়রে মুনসারিফ, যাকে মুনসারিফ করা হয়েছে এবং ওই মুনসারিফ যার সামঞ্জস্য রক্ষায় গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ করা হয়েছে, এর সমষ্টির উদাহরণ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَاِنْ قُلْتَ الْاِحْتِرَازُ عَنِ الزِّحَافِ الخ : প্রশ্নের বিবরণটা হচ্ছে, زِحَاف থেকে বাঁচা জরুরি না হলে একে لِلضَّرُوْرَة এর অধীনে দাখিল করা হল কেন? অর্থাৎ ضَرُوْرَة এর একটি ফরয সাব্যস্ত করা হল কেন? শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, কতিপয় زِحَاف এরকম রয়েছে, যেগুলো থেকে সম্ভব বাঁচা জরুরি। তাই زِحَاف কে ضَرُوْرَت এর একটি ফরদ সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا الضَّرُوْرَةُ الرَّابِعَةُ لِرِعَايَةِ الْقَافِيَةِ : قَافِيَه র প্রতি লক্ষ রাখার জন্যও কখনো কালিমাকে গায়রে মুনসারিফের পরিবর্তে মুনসারিফ পড়া হয়ে থাকে। যেমন : سَلَامٌ عَلٰى خَيْرِ الْاَنَامِ الخ এর বিবরণ স্পষ্ট।

قَوْلُهُ : اَوْ لِلتَّنَاسُبِ : কখনো মুনসারিফের সামঞ্জস্যে গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ করে নেওয়া হয়। যেমন : سَلَا سِلًا وَّاَغْلَالًا এতে سَلَاسِل শব্দটি গায়রে মুনসারিফ। কারণ, এটি جمع منتهى الجموع এর ওযনে হয়েছে مَسَاجِد এর মতো। তবে اَغْلَال এর সাথে তার শাব্দিক ও আর্থিক সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই যেভাবে اَغْلَال মুনসারিফ তেমনিভাবে سَلَاسِل কেও মুনসারিফ করে নেওয়া হয়েছে। শাব্দিক সামঞ্জস্য তো হল, اَغْلَال এর সাথে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থগত সামঞ্জস্য হল, اَغْلَال হাতকড়াকে বলা হয় এবং سَلَاسِل বলা হয় পায়ের শিকলকে। আর এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যটি স্পষ্ট।

وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا اَىِ الْعِلَّةُ الْوَاحِدَةُ الَّتِىْ تَقُوْمُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ مِنَ الْعِلَلِ التِّسْعِ عِلَّتَانِ مُكَرَّرَتَانِ قَامَتْ كُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الْعِلتين لتكرارهما احداهما **اَلْجَمْعُ** الْبَالِغُ اِلٰى صِيْغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ فَاِنَّهُ قَدْ تَكَرَّرَ فِيْهِ الْجَمْعِيَّةُ حَقِيْقَةً كَاَكَالِبَ وَاَسَاوِرَ وَاَنَاعِيْمَ اَوْ حُكْمًا كَالْجُمُوْعِ الْمُوَافَقَةِ لَهَا فِىْ عَدَدِ الْحُرُوْفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ كَمَسَاجِدَ وَمَصَابِيْحَ وَثَانِيَتُهُمَا اَلتَّانِيْثُ لٰكِنْ لَّا مُطْلَقًا بَلْ بَعْضُ اَقْسَامِهِ وَهُوَ **اَلِفَا التَّانِيْثِ** اَلْمَقْصُوْرَةِ وَالْمَمْدُوْدَةِ اَىْ كُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَحُبْلٰى وَحَمْرَاءَ لِاَنَّهُمَا لَازِمَتَانِ لِلْكَلِمَةِ وَضْعًا لَا تُفَارِقَانِهَا اَصْلًا فَلَا يُقَالُ فِىْ حُبْلٰى حُبْل وَلَا فِىْ حَمْرَاءَ حَمْر فَيُجْعَلُ لُزُوْمُهُمَا لِلْكَلِمَةِ بِمَنْزِلَةِ تَانِيْثٍ اُخَرَ فَصَارَ التَّانِيْثُ مُكَرَّرًا بِخِلَافِ التَّاءِ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً لِلْكَلِمَةِ بِحَسْبِ اَصْلِ الْوَضْعِ فَاِنَّهَا وُضِعَتْ فَارِقَةً بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فَلَوْ عُرِضَ اللُّزُوْمُ بِعَارِضٍ كَالْعَلَمِيَّةِ مَثَلًا لَمْ يَقُوْقُوَّةَ اللُّزُوْمِ الْوَضْعِيِّ ـ

সহজ তরজমা

<u>আর যেটি দুই সবরের স্থলাভিষিক্ত হয়</u>, অর্থাৎ সেই একটি সবব যেটি নয় সবরের মধ্যে দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়, তা হচ্ছে সেই পুনরাবৃত্ত দু'টি সবব, যার প্রত্যেকটিই পুনরাবৃত্তির কারণে দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। এ দু'টির একটি হল **جَمْع** যেটি جمع منتهى الجموع এর ওযনে হয়। কারণ, এতে প্রকৃতভাবেই جَمْع বা বহুবচন হওয়ার বিষয়টি পুনরাবৃত্ত হয়। যেমন : اَكَالِب - اَسَاوِر ও اَنَاعِيْم অথবা হুকুম এর দিক দিয়ে جَمْع পুনরাবৃত্ত হয়। যেমন : ওই সকল جَمْع বা বহুবচন, যেগুলো হরফ, হরকত ও সুকূনের সংখ্যায় جمع حقيقى বা প্রকৃত বহুবচনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যেমন : مَسَاجِد ও مَصَابِيْح। আর এ দু'টি সববের দ্বিতীয়টি হচ্ছে تانيث। তবে সাধারণভাবে নয় বরং تانيث বা স্ত্রী লিঙ্গের প্রকার বিশেষ। <u>আর তা হচ্ছে تَانِيْث এর উভয় আলিফ</u> তথা الف مقصره ও ممدوده। অর্থাৎ এ দুটি আলিফের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র সবব। যেমন : حبلى ও حمراء। কেননা এ দুটি আলিফ (تانيث এর) কালিমার জন্য وضع-এর প্রেক্ষিতেই লাযিম, তা থেকে মোটেই পৃথক হয় না। সুতরাং حبلى র মধ্যে حبل এবং حمراء মধ্যে حمر বলা যাবে না। অতএব, এ দুটি আলিফের কালিমার জন্য لزوم বা আবশ্যক হওয়াটাকে দ্বিতীয় تانيث এর স্তরে ধরে নেওয়া যায়। তাই تانيث পুনর্বার হল। পক্ষান্তরে تاء تانيث এর বিপরীত। কারণ, এটি মূল وضع র প্রেক্ষিতে কালিমার জন্য আবশ্যক নয়। কেননা এটাকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী হিসেবে রচনা করা হয়েছে। সুতরাং علميت এর মতো কোনো কারণবশত যদি لزوم বা আবশ্যকতা দেখা দেয়, তা হলে সেটি وضعى (প্রণীত) আবশ্যক হওয়ার মতো শক্তিশালী হতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا : غير منصرف এর সংজ্ঞা এটা দেওয়া হয়েছে যে, তার মধ্যে দু'টি সবব হবে অথবা এমন একটি সবব হবে, যেটি দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত হবে। এখান থেকে শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন. একটি সবব যে দুটি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়, তার সংখ্যা দু'টি।

১. جمع منتهى الجموع ২. تانيث এর দু'টি আলিফ তথা আলিফে মাকসূরা ও আলিফে মামদূদা। جمع منتهى الجموع দুই যবরের স্থলাভিষিক্ত এ জন্য যে, এই ওজনে যে সকল جمع বা বহুবচনের সীগাহ রয়েছে, তার কিছু তো এরকম, যার মধ্যে حقيقة পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়। যেমন : أَكَالِب এটি أَكْلُب এর বহুবচন, আর أَكْلُب হচ্ছে كَلْب এর বহুবচন। أَسَاوِر এটি أَسْوِرَة এর বহুবচন আর اسورة হচ্ছে سوار (হাতের বালা) এর বহুবচন। أَنَاعِيْم এটি أَنْعَام এর বহুবচন, আর أَنْعَام হচ্ছে نَعَم (গবাদি পশু) এর বহুবচন। এ তিটি উদাহরণে حقيقة-ই বহুবচনটি বারংবার হয়েছে। مَسَاجِد ও مَصَابِح এর মধ্যে বহুবচন حقيقة বা প্রকৃতভাবে বারংবার হয় নি বটে, তবে এগুলো যে-সব বহুবচনের ওজনে হয়েছে, যার মধ্যে প্রকৃতভাবে পুনরাবৃত্তি রয়েছে। مَسَاجِد এটি أَكَالِب এর ওজনে এবং مَصَابِح এটি أَنَاعِيْم এর ওজনে হয়েছে। আর أَكَالِبُ ও أَنَاعِيْم এর মধ্যে প্রকৃতভাবেই বহুবচন পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তাই এগুলোর সম ওজনে যে শব্দগুলো হবে, সেগুলোর মধ্যেও বহুবচন পুনরাবৃত্তির হুকুম লাগানো হবে। আর উভয় রকম সীগাহই تكراء جمع বা বহুবচনের পুনরাবৃত্তির কারণে দুটি فرع বা শাখা হবে, যার ফলে ফে'লের সদৃশ হয়ে যাবে। যেভাবে ফে'লের মধ্যে দু'টি فرعيت বা শাখা হওয়ার বিষয় রয়েছে, যেমনিভাবে এ ওজনে বহুবচনের যে-সব সীগাহ আসবে, সেগুলোর মধ্যে দু'টি فرعيت হয়ে যাবে এবং ফে'লের সাদৃশ্যের কারণে যের এবং তানবীন আসবে না। تانيث-এর مقصوره এবং الف ممدوده এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি দুই সববের স্থলাভিষিক্ত হয় এ কারণে যে, এ দুটির মধ্যেই تانيث বা স্ত্রী লিঙ্গ হওয়াটা وضع-এর সময়ই পাওয়া যায়। তাই কালিমার জন্য তা আবশ্যক হয়ে যাবে এবং আবশ্যকতার দরুণ তাকে দ্বিতীয় تانيث এর স্তরে মনে করা হবে। সুতরাং যেন تانيث-টি বারংবার হয়ে গেল। যার কারণে এ দু'রকম আলিফের মধ্যে দু'টি فرعيت পাওয়া গেল এবং ফে'লের সদৃশ হয়ে যাওয়ার কারণে এতেও যের এবং তানবীন নিষিদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ : بِخِلَافِ التَّاءِ : অর্থাৎ শব্দ যদি تانيث এর কারণে مؤنث হয়, তা হলে সে تانيث-টি দুটি সববের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা وضع এর সময় تاء تانيث পাওয়া যায় নি। এ জন্য এটি কালিমার জন্য লাযিম তথা আবশ্যক হবে না। তাকে তো কেবল পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আনা হয়েছে। সুতরাং যেহেতু এটি কালিমার জন্য আবশ্যক হল না, তাই এটি দ্বিতীয় تانيث এর স্তরে হবে না। এ কারণেই تاء تانيث এর দরুন مونث শব্দ যদি কারো علم বা নামবাচক বিশেষ্য হয়ে যায় এবং علميت এর কারণে تانيث আবশ্যক হয়ে যায়, তবুও তাকে দুই যবরের স্থলাভিষিক্ত করা যাবে না। কেননা এ لزوم বা অবশ্যকতাটি সাময়িক, যা علميت এর কারণে অর্জিত হয়েছে। তাই এটার ধর্তব্য হবে না। ধর্তব্য হয়ে থাকে সেই تانيث এর, যেটি মৌলিক হয় এবং وضع এর সময় পাওয়া যায়। আর এখানে সেটি পাওয়া যায় নি।

فَالْعَدْلُ مَصْدَرٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُوْلِ اَیْ كَوْنُ الْاِسْمِ مَعْدُوْلًا **وَلَا خُرُوْجُهٗ** اَیْ خُرُوْجُ الْاِسْمِ اَیْ كَوْنُهٗ مُخْرَجًا **عَنْ صِيْغَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ** اَیْ عَنْ صُوْرَتِهِ الَّتِیْ يَقْتَضِى الْاَصْلُ وَالْقَاعِدَةُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْاِسْمُ عَلَيْهَا ـ

সহজ তরজমা

এরপর عَدْل হল (ইসম তার প্রকৃত রূপ থেকে বের হওয়া) عدل শব্দটি মাসদারে মাজহুল। অর্থাৎ ইসমের বহিষ্কৃত হওয়া। তার বের হওয়া, অর্থাৎ ইসমের বের হওয়া তথা তার বহিষ্কৃত হওয়া তার মূল সীগাহ থেকে অর্থাৎ তার ওইরূপ থেকে, যার উপর এ ইসমটি হওয়ার জন্য আসল ও কায়দা চায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فَالْعَدْلُ مَصْدَرٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُوْلِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, عدل তো متكلم (বক্তা) এর সিফত বা বিশেষণ হয়, অথচ خروج বা বের হওয়া হচ্ছে لفظ বা শব্দের সিফত। আর এ দুটি পরস্পর বিপরীত। সুতরাং خروج এর হামল عدل এর উপর সহীহ হবে না। এতে বুঝা গেল, عدل এর ব্যাখ্যা خروج এর সাথে করাটা শুদ্ধ নয়। শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, عدل শব্দটি مصدر مبنى للمفعول অর্থাৎ মাসদারে মাজহুল معدول এর অর্থে এসেছে, আর এটি ইসমের সিফত। এ জবাবের উপর আবার প্রশ্ন হয় যে, معدول তো হল ذات مع الوصف এর নাম, কিন্তু خروج শুধু وصف। আর শুধু وصف এর হামল ذات مع الوصف এর উপর ঠিক নয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়, গায়রে মুনসারিফের যতটি সবব রয়েছে, সবক'টিই শুধু وصف আর معدول হচ্ছে ذات مع الوصف তাই عدل এর তা'বীল যদি معدول এর সাথে করা হয়, তা হলে সেগুলো গায়রে মুনসারিফের সবব হতে পারবে না? শারেহ اَیْ كَوْنُ الْاِسْمِ مَعْدُوْلًا দ্বারা এ দুটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন। যার সারকথা হল, معدول দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসম এর معدول হওয়া, আর এটি শুধু وصف সুতরাং প্রশ্ন দুটির অবসান হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ : خُرُوْجُهٗ اَیْ خُرُوْجُ الْاِسْمِ اَیْ كَوْنُهٗ مُخْرَجًا : خُرُوْجُ الْاِسْمِ এনে শারেহ রহ. বলেছেন, যমীরটি اسم এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। কেননা এ সব আলোচনাই ইসম এর হচ্ছে, তাই স্পষ্টরূপে اسم এর উল্লেখ না হলেও তার দিকে যমীর প্রত্যাবর্তন হতে পারে।

كَوْنُهٗ مُخْرَجًا একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, عدل এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে كَوْنُ الْاِسْمِ مَعْدُوْلًا দ্বারা। আর এটি হচ্ছে মু'তাআদ্দি বা সকর্মক ক্রিয়া এবং خروج হল লাযিম বা অকর্মক ক্রিয়া। অথচ মুতাআদ্দির ব্যাখ্যা লাযিম দ্বারা করাটা ঠিক নয়? শারেহ রহ. এর জবাব এ দিয়েছেন, خُرُوْج দ্বারা উদ্দেশ্য হল كَوْنُ الْاِسْمِ مُخْرَجًا আর এটি মুতাআদ্দি। অতএব, মুতাআদ্দির ব্যাখ্যা মুতাআদ্দি দ্বারাই হল।

قَوْلُهٗ : عَنْ صِيْغَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ اَیْ عَنْ صُوْرَتِهٖ : প্রশ্ন হত যে, صيغه (তো হল সুরত এবং শব্দমূলের নাম, আর ইসম এ দুটির সমষ্টির নাম। সুতরাং এ ইবারতটির তরজমা হবে : ইসমের তথা সুরত ও শব্দমূলের সুরত ও শব্দ মূল থেকে বের হওয়া। এমতাবস্থায় اِخْرَاجُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ লাযিম আসে। অথচ তা নাজায়েয। শারেহ রহ. عَنْ صُوْرَتِهٖ যুক্ত করে এর জবাব দিয়েছেন, صيغه দ্বারা উদ্দেশ্য হল সুরত বা আকৃতি। এর উপর আবার প্রশ্ন হয়, اسم হল ماده এবং صورت এর সমষ্টির নাম ,তা যখন সুরত থেকে বের হবে তখন خُرُوْجُ اَلْكُلِّ عَنِ الْجُزْءِ লাযিম আসবে। আর এটিও নাজায়েয। এর জবাব হল, اسم এর পূর্বে ماده শব্দটি উহ্য মুযাফ রয়েছে। এবার ইবারত হবে, خُرُوْجُ مَادَّةِ الْاِسْمِ عَنْ صُوْرَتِهٖ অর্থাৎ ইসমের ধাতু তার সুরত থেকে বের হওয়া। এতে কোনো অসুবিধা লাযিম আসে নি।

وَلا يَخْفى اَنَّ صِيغَةَ الْمَصْدَرِ لَيْسَتْ صِيغَةَ الْمُشْتَقَّاتِ فَبِاِضَافَةِ الصِّيغَةِ اِلى ضَمِيْرِ الْاِسْمِ خَرَجَتِ الْمُشْتَقَّاتُ كُلُّهَا وَاَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ خُرُوْجِهِ عَنْ صِيغَةِ الْاَصْلِيَّةِ اَنْ تَكُوْنَ الْمَادَّةُ بَاقِيَةً وَالتَّغَيُّرُ اِنَّمَا وَقَعَ فِى الصُّوْرَةِ فَقَطْ فَلَا يَنْتَقِضُ بِمَاحُذِفَ عَنْهُ بَعْضُ الْحُرُوْفِ كَالْاَسْمَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ الْاَعْجَازِ مِثْلُ يَدٍ وَ دَمٍ فَاِنَّ الْمَادَّةَ لَيْسَتْ بَاقِيَةً فِيْهَا ـ

সহজ তরজমা

আর এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, মাসদারের সীগাহ মুশতকের সীগাহ নয়। সুতরাং صيغه কে اسم এর যমীরের দিকে ইযাফত করা দ্বারা সমস্ত মুশতাক عدل এর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, اسم خُرُوْجُهٗ عَنْ صِيْغَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ দ্বারা স্বাভাবিক উদ্দেশ্য এটাই যে, ماده বা শব্দ মূল বাকী থাকবে এবং معدول এর মধ্যে পরিবর্তনটা শুধু সুরতে হবে। সুতরাং عدل এর সংজ্ঞাটি ওই সকল শব্দ দ্বারা ভেঙ্গে যাবে না, যা থেকে কিছু হরফ বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্ত্যবর্ণ বিলুপ্ত ইসমসমূহ। যথা– لد ও دم এর মতো ইসমসমূহ। কেননা এ গুলোতে ماده বা শব্দমূল বাকী থাকে নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلَايَخْفى اَنَّ صِيغَةَ الْمَصْدَرِ : প্রশ্ন হয়, عدل এর সংজ্ঞা مشتقات এর উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কেননা মুশতাকসমূহকে মূল সীগাহ তথা মাসদার থেকে বের করা হয়। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, صيغه শব্দটির ইযাফত হচ্ছে ہا যমীরের দিকে। যার مرجع হল ইসম। তাই এর মর্ম হবে, ইসমকে তার আমলী [কার্যত] সুরত থেকে বের করার নাম হচ্ছে عدل। আর مشتقات ও مصدر এর সুরত হয় ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং مشتقات সম্বন্ধে বলা যায় না যে, এগুলোকে তাদের আমলী সূরত থেকে বের করা হয়।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّ الْمُتَبَادِرَ الخ : এটির আতফ হয়েছে ان صيغة المصدر এর উপর এবং এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, عدل এর সংজ্ঞা اَسْمَاءُ مَحْذُوْفَةِ الْاَعْجَازِ অর্থাৎ ওই সকল ইসম, যার শেষ বর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। যেমন : يد (হাত) ও دم (রক্ত)। এগুলোকে তাদের আসল يدو ও دمو থেকে বের করা হয়েছে। এর জবাব হল, মুসান্নিফের ইবারত عن صيغته দ্বারা বুঝা যায়, বের হওয়াটা শুধু صيغه থেকে হবে এবং ماده বাকি থাকবে, তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। আর اَسْمَاءُ مَحْذُوْفَةِ الْاَعْجَازِ এর মধ্যে ماده বা ধাতু বাকি থাকে নি।

وَاَنَّ خُرُوْجَهٗ عَنْ صِيْغَةِ الْاَصْلِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ دُخُوْلَهٗ فِىْ صِيْغَةٍ اُخْرٰى اَىْ مُغَايِرَةٍ لِلْاُوْلٰى وَلَا يُبْعَدُ اَنْ يُعْتَبَرَ مُغَايَرَتُهَا لَهَا فِىْ كَوْنِهَا غَيْرَ دَاخِلَةٍ تَحْتَ اَصْلٍ وَقَاعِدَةٍ كَمَا كَانَتِ الْاُوْلٰى دَاخِلَةً تَحْتَهٗ فَخَرَجَتْ عَنْهُ الْمُغَيَّرَاتُ الْقِيَاسِيَّةُ وَاَمَّا الْمُغَيَّرَاتُ الشَّاذَّةُ فَلَا نُسَلِّمُ اَنَّهَا مُخْرَجَةٌ عَنِ الصِّيَغِ الْاَصْلِيَّةِ فَاِنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ مِثْلَ اَقْوُسَ وَاَنْيُبَ مِنَ الْجُمُوْعِ الشَّاذَّةِ لَيْسَتْ مُخْرَجَةً عَمَّا هُوَ الْقِيَاسُ فِيْهَا اَعْنِىْ اَقْوَاسًا وَاَنْيَابًا بَلْ اِنَّمَا جَمْعُ الْقَوْسِ وَالنَّابِ اِبْتِدَاءً عَلٰى اَقْوُسٍ وَاَنْيُبٍ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْتَبَرَ جَمْعُهُمَا اَوَّلًا عَلٰى اَقْوَاسٍ وَاَنْيَابٍ وَاِخْرَاجِ اَقْوُسٍ وَاَنْيُبٍ عَنْهُمَا ـ

সহজ তরজমা

...... আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসম তার আসল সীগাহ বা সুরত থেকে বের হওয়ায় লাযিম বা আবশ্যক করে তাকে অন্য কোনো সীগাহতে তথা এমন সীগায় যেটি প্রথমটি থেকে ভিন্ন হয়, তার মধ্যে প্রবেশ করাকে। আর এটা অসম্ভব নয় যে, দ্বিতীয় সীগাহর প্রথম সীগাহর সাথে ভিন্নতা ওই বিষয়ে ধর্তব্য হবে যে, দ্বিতীয় সীগাহটি যেটি مَعْدُوْلُه কোনো নিয়ম-কানুনের অধীনে হবে না, যেভাবে প্রথম সীগাহ مَعْدُوْل عَنْهَا-টি নিয়ম কানুনের অধীনে ছিল। সুতরাং (এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে) مغيرات قياسيه - عَدْل এর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। আর রয়ে গেল مغيرات شاذه এর বিষয়টি। তার ব্যাপারে আমরা এ কথা সমর্থন করি না যে, এগুলোকে তাদের আসল সীগাহ থেকে বের করা হয়েছে। কেননা স্পষ্ট কথা হল, اَنْيُبْ ও اَقْوُس এর মতো যে সমস্ত جموع شاذه বা নিয়মবহির্ভূত বহুবচন রয়েছে, এ গুলোকে اَنْيَاب ও اَقْوَاس থেকে বের করা হয় নি, যেগুলো নিয়মমাফিক রয়েছে বরং প্রথম থেকেই নিয়মবহির্ভূতভাবে قَوْس (ধনুক) ও نَاب (হাতির দাঁত) এর বহুবচন اَنْيُبْ ও اَقْوُس আনা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاَنَّ خُرُوْجَهٗ عَنْ صِيْغَتِهِ الْاَصْلِيَّتِ الخ : এটির আত্ফও পূর্বের মতো ان صيغة المصدر এর উপর হয়েছে এবং لايحقى-র ফায়েল হয়েছে। এর দ্বারাও একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হল, عدل এর সংজ্ঞা مغيرات قياسيه এর উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কেননা এগুলোকে তাদের আসল সুরত থেকে বের করা হয়ে থাকে। যেমন مَبِيْع - مَقُوْل - يَقُوْلُ - قَالَ এ গুলোকে আসল সুরত তথা يَقْوُلُ - قَوَلَ - مَقْوُوْل - مَبْيُوْع থেকে বের করা হয়েছে। অথচ এগুলো مَعْدُوْل নয়? এর জবাব হল, صيغه اصليه তথা আসল সুরত থেকে বের হওয়ায় অন্য সুরতে প্রবেশ হওয়াকে আবশ্যক করে। আরও আবশ্যক করে যে, এ দুটি সুরতের মধ্যে পার্থক্য হবে; প্রথম সুরত যা থেকে বের করা হবে, সেটি নিয়ম মোতাবেক হবে এবং দ্বিতীয় সুরত যার মধ্যে দাখিল করা হয়েছে, সেটি নিয়ম বহির্ভূত হবে।

আর مغيرات قياسيه র মধ্যে দুটি সীগাহ্ বা সুরতই হয়। অর্থাৎ تعليل এর পূর্বে যে সুরতটি ছিল সেটিও কানুনের মোতাবেক এবং تعليل এর পরে যে সুরতটি অর্জিত হয়েছে, সেটিও নিয়ম মাফিক। উদাহরণত যেমন : قال আসল হচ্ছে قول এতে قول-ও কানুনের মোতাবেক এবং تعليل করার পর যখন قال হল, তখন এটাও কানুনের মোতাবেক।

قَوْلُهٗ : وَاَمَّا الْمُغَيَّرَاتُ الشَّاذَّةُ : এখান থেকে শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন যে, مغيرات شاذة (নিয়ম বহির্ভূত শব্দাবলি) এর উপর عدل এর সংজ্ঞা এ কারণে বাস্তবায়িত হয় না, عدل এর মধ্যে ইসমকে তার আসল সুরত থেকে বের করে ভিন্ন সুরতে প্রবেশ করা হয়, যেটি আসল নয়। পক্ষান্তরে مغيرات شاذة র মধ্যে শুরু থেকে غير اصلى صورت এর মধ্যে প্রবেশ করে দেওয়া হয়। যেমন : اَنْيُب ও اَقْوُس - مغيرات شاذة এর মধ্য থেকে এ দুটি যথাক্রমে نَاب ও قَوْس এর বহুবচন। এ দুটিই জিনস হিসেবে اجوف ; قوس হল اجوف واوى এবং اجوف يائى- ناب আর اجوف যখন فعل এর ওজনে হয়, তখন তার বহুবচন আসে; افعال এর ওজনে হয়, তখন তার বহুবচন আসে افعال এর ওজনে। তাই নিয়ম মোতাবেক এ দুটির বহুবচন انياب ও اقواس আসার কথা, কিন্তু এ রকম হয় নি। কেননা এর বহুবচন আনা হয়েছে নিয়মবহির্ভূতভাবে انيب ও اقوس। আর عدل তখন হত, যদি প্রথমে اَنْيَاب ও اَقْوَاس বহুবচন আনা হত এবং তারপর তা থেকে عدول করে انيب ও اقوس আনা হত। এ গুলোকে شاذ বলার কারণও এটাই যে, এ جمع সমূহ নিয়ম বহির্ভূত। এর উপর যদি কেউ বলেন, شاذ এটা নয় যা আপনি বলেছেন বরং شاذ এ কারণে বলা হয় যে, ইসমকে আসল সুরত থেকে বের করার যে নিয়ম-কানুন রয়েছে, جموع شاذة এর বিপরীত করা হয়। এ জন্য এগুলোকে شاذ বলা হয়। শারেহ রহ. لَاقَاعِدَةَ لِلْاِسْمِ الْمُخْرَجِ দ্বারা এর জবাব দিয়েছেন যে, اسم مخرج এর জন্য আসল সুরত থেকে বের করার কোনো কায়দা-কানুন নেই, যার খেলাফ করার কারণে এগুলোকে شاذ বলা হয়। এতে বুঝা গেল, شاذ বলার কারণ তাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি অর্থাৎ এগুলোর বহুবচন কায়দা-কানুনের খেলাফ এসেছে।

وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ قَدْ جَوَّزَ بَعْضُهُمْ تَعْرِيْفَ الشَّيْئِ بِمَا هُوَ اَعَمُّ مِنْهُ اِذَا كَانَ الْمَقْصُوْدُ تَمْيِيْزَهُ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ فَيُمْكِنُ اَنْ يُقَالَ اَلْمَقْصُوْدُ هٰهُنَا تَمْيِيْزُ الْعَدْلِ عَنْ سَائِرِ الْعِلَلِ لَا عَنْ كُلِّ مَاعَدَاهُ فَحَيْثُ حَصَلَ بِتَعْرِيْفِهٖ هٰذَا التَّمْيِيْزُ لَا بَأْسَ بِكَوْنِهٖ اَعَمَّ مِنْهُ فَحِيْنَئِذٍ لَا حَاجَةَ فِى ا لتَّصْحِيْحِ هٰذَا التَّعْرِيْفَ اِلٰى ارْتِكَابِ تِلْكَ التَّكَلُّفَاتِ وَاعْلَمْ اَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا اَنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوْا ثُلٰثَ وَمَثْلَثَ وَاُخَرَ وَجُمَعَ وَعُمَرَ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ وَلَمْ يَجِدُوْا فِيْهَا سَبَبًا ظَاهِرًا غَيْرَ الْوَصْفِيَّةِ اَوِ الْعَلَمِيَّةِ اِحْتَاجُوْا اِلَى اعْتِبَارِ سَبَبٍ اٰخَرَ وَ لَمْ يَصْلُحْ لِلْاِعْتِبَارِ اِلَّا الْعَدْلُ فَاعْتَبَرُوْهُ فِيْهَا لَا اَنَّهُمْ تَبَنَّهُوا لِلْعَدْلِ فِيْمَاعَدَا عُمَرَ مِنْ هٰذِهِ الْاَمْثِلَةِ فَجَعَلُوْهُ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ لِلْعَدْلِ وَسَبَبٍ اٰخَرَ وَلٰكِنْ لَابُدَّ فِى اعْتِبَارِ الْعَدْلِ مِنْ اَمْرَيْنِ اَحَدُهُمَا وُجُوْدُ اَصْلٍ لِلْاِسْمِ الْمَعْدُوْلِ وَثَانِيْهِمَا اِعْتِبَارُ اِخْرَاجِهٖ عَنْ ذٰلِكَ الْاَصْلِ اِذْ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَرْعِيَّةُ بِدُوْنِ اعْتِبَارِ ذٰلِكَ الْاِخْرَاجِ فَفِىْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَمْثِلَةِ يُوْجَدُ دَلِيْلٌ غَيْرُ مَنْعِ الصَّرْفِ عَلٰى وُجُوْدِ الْاَصْلِ الْمَعْدُوْلِ عَنْهُ فَوُجُوْدُهٗ مُحَقَّقٌ بِلَاشَكٍّ وَفِىْ بَعْضِهَا لَا دَلِيْلَ غَيْرُ مَنْعِ الصَّرْفِ فَيُعْرَضُ لَهٗ اَصْلٌ لِيَتَحَقَّقَ الْعَدْلُ بِاِخْرَاجِهٖ عَنْ ذٰلِكَ الْاَصْلِ فَانْقِسَامُ الْعَدْلِ اِلَى التَّحْقِيْقِيِّ وَالتَّقْدِيْرِيِّ اِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ ذٰلِكَ الْاَصْلِ مُحَقَّقًا اَوْ مُقَدَّرًا وَاَمَّا اِعْتِبَارُ اِخْرَاجِ الْمَعْدُوْلِ عَنْ ذٰلِكَ الْاَصْلِ لِيَتَحَقَّقَ الْعَدْلُ فَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ اِلَّا مَنْعَ الصَّرْفِ فَعَلٰى هٰذَا قَوْلُهٗ ـ

সহজ তরজমা

..... কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন : কিছু সংখ্যক সংজ্ঞাদাতা বস্তুর সংজ্ঞা এমন معرف দ্বারা জায়েয বলেছেন, যেটি معرف থেকে ব্যাপক হয়, যখন معرف কে তার কিছু ভিন্ন বস্তু হতে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং বলা চলে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে عدل কে অন্যান্য সবব থেকে পার্থক্য করে দেওয়া; عدل ভিন্ন সমস্ত কিছু থেকে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং عدل এর সংজ্ঞা দ্বারা যেহেতু এ পার্থক্যটা অর্জিত হয়ে গেছে, তাই تعريف-টি معرف হতে ব্যাপক হওয়াতে কোনো অসুবিধে নেই। সুতরাং এ সংজ্ঞাটিকে বিশুদ্ধকরণে এসব তাকাল্লুফের আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জেনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, নাহবীগণ যখন ثُلٰثُ - مَثْلَثُ - اُخَر - جُمَع ও عُمَرُ ..-কে গায়রে মুনসারিফ পেলেন এবং তাঁরা এগুলোর মধ্যে وصفيت অথবা علميت ব্যতীত অন্য কোনো স্পষ্ট সববও পান নি। তখন তাঁরা অপর একটি সবব গ্রহণের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। আর যেটা এ'তেবার করার জন্য عدل ব্যতীত অন্য কোনো সবব উপযুক্ত ছিল না। তাই তাঁরা এ ইসম

পাঁচটিতে عدل এর এ'তেবার করে নিয়েছেন। এরকম নয় যে, তাঁরা عمر ব্যতীত বাকি উদাহরণগুলোতে عدلএর অস্তিত্বের উপর অবহিত হয়েছেন, যার ফলে একে عدل এবং অন্য একটি সববের কারণে গায়রে মুনসারিফ করে দিয়েছেন। তবে عدل এ'তেবার করার মধ্যে দু'টি জিনিস হওয়া আবশ্যক। একটিই اسم معدول -এর জন্য আসল তথা معدول عنه এর অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয়টি হলো اسم معدول টিকে সেই আসল থেকে বের করার এ'তেবার করা। কেননা এ বের করার এ'তেবার করা ব্যতীত فرعيت বা শাখা হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হতে পারে না। এরপর এ উদাহরণসমূহের কয়েকটির মধ্যে তো গায়রে মুনসারিফ হওয়া ব্যতীত আসল মা'দূল আনহুর অস্তিত্বের উপর দলীর পাওয়া যায়। তখন তার বিদ্যমানতাটি নিঃসন্দেহে হাকীকত নির্ভর হল। আর এগুলো কয়েকটির মধ্যে গায়রে মুনসারিফ হওয়া ব্যতীত আর কোনো দলীল নেই। তখন তার জন্য একটি আসল ধরে নেওয়া যাবে, যাতে معدول-টির এই আসল থেকে اخراج এর কারণে عدل প্রমাণিত হতে পারে। সুতরাং عدلএর তাহকীকী ও তাকদিরীর দিকে বিভক্ত হওয়াটা আসল এবং محقق ও مقدر হওয়ার প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। অবশ্য রয়ে গেল معدول এর এ আসল থেকে اخراج-এর এ'তেবার করার বিষয়টি, যাতে عدل প্রমাণিত হতে পারে– তার উপর গায়রে মুনসারিফ ছাড়া কোনো দলীল নেই। সুতরাং এ عدل বিভক্তির ভিত্তিতেই মুসান্নিফের উক্তি : تَحْقِيْقًا

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ الخ : কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, تعريف বা সংজ্ঞার জন্য معرف (সংজ্ঞিত) কে তার সকল ভিন্ন বস্তু হতে পার্থক্য করা জরুরি নয়। এমতাবস্থায় যদি معرف (সংজ্ঞা) معرف (সংজ্ঞিত) হতে ব্যাপক হয়ে যায়, তা হলে কোনো অসুবিধে নেই। এখানেও সংজ্ঞা দ্বারা عدل এর গায়রে মুনসারিফের অন্যান্য সবব থেকে পার্থক্যের বিষয়টি অর্জিত হয়ে গেছে। এটাই যথেষ্ট। সুতরাং এ সব তাকাল্লুফের বা লৌকিকতার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ : اِعْلَمْ اَنَّا تَعْلَمُ قَطْعًا الخ : এখান থেকে বলতে চাচ্ছেন, عدل দুই প্রকার تحقيقى ও تقديرى হয়েছে معدول عنه এর প্রেক্ষিতে। অন্যথায় عدل তো শুধু তাকদিরী তথা ধরে নেওয়াই হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, عدل এর অবস্থা গায়রে মুনসারিফের অন্যান্য অবস্থা হতে ভিন্ন রকম। আদল ব্যতীত যে সকল সবব রয়েছে, সেগুলোর অবস্থা তো হল, গায়রে মুনসারিফ ছাড়াও যেগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে, প্রয়োজনে গায়রে মুনসারিফের সববও হয়ে যায়। পক্ষান্তরে عدل এর অবস্থানটি এরকম যে, গায়রে মুনসারিফ ছাড়া অন্য কিছুতেও এর ব্যবহার হবে এবং প্রয়োজনে গায়রে মুনসারিফের সবব বনে যাবে, একে তো কেবল গায়রে মুনসারিফের প্রয়োজনের ভিত্তিতে মেনে নেওয়া হয়। রয়ে গেল এ কথা যে, عدل যেহেতু শুধু মেনে নেওয়া বিষয়, তার অস্তিত্ব পূর্ব থেকে নেই, তা হলে দুটি প্রকার তাহকীকী ও তাকদিরী অর্জন হবে কেমন করে? এর কারণ হচ্ছে, عدل এর জন্য তার কোনো معدول عنه হওয়াটা আবশ্যক যাকে তার আসল সাব্যস্ত করা যাবে এবং তা থেকে বের হওয়ার ভিত্তিতে আদল এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে। আর এ আসল তথা মা'দূল আনহুর অবস্থা হচ্ছে, কখনো কখনো তার অস্তিত্বের উপর গায়রে মুনসারিফ ছাড়াও দলীল বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফ ছাড়াও তার ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার কখনো তার ব্যবহার পূর্ব থেকে হয় না, শুধু গায়রে মুনসারিফের ভিত্তিতে عدل এর কারণে তাকে মেনে নেওয়া হয়। কেননা عدل এর অস্তিত্ব যদিও فرضى বা মেনে নেওয়া বিষয়, তবে তার জন্য معدول عنه আবশ্যক। যেভাবে ইতঃপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। প্রথম প্রকারের معدول عنه -টি হয় হাকিকী তথা হাকিকত নির্ভর আর দ্বিতীয় প্রকারের মা'দূল আনহু হয় فرضى তথা মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে। অতএব, তাহকিকী ও তাকদিরী মূলত معدول عنه এর দুটি প্রকার। এর মধ্যস্থতায় عدل এরও দুটি প্রকার হয়ে যায়। যে عدل এর আসল হাকিকত নির্ভর হবে, সেই আদলকে তাহকিকী বলা হবে এবং যে عدل-এর আসল মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে হবে, সেই আদলকে তাকদিরী বলা হবে, আর স্বয়ং আদল দু' অবস্থাতেই فرضى তথা মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে হবে।

تَحْقِيقًا مَعْنَاهُ خُرُوْجًا كَائِنًا عَنْ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ يَدُلُّ غَيْرَ مَنْعِ الصَّرْفِ **كَثُلَثَ وَمَثْلَثَ** وَالدَّلِيْلُ عَلٰى اَصْلِهِمَا اَنَّ فِىْ مَعْنَاهُمَا تَكْرَارٌ دُوْنَ لَفْظِهِمَا وَالْاَصْلُ اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَعْنٰى مُكَرَّرًا يَكُوْنُ اللَّفْظُ اَيْضًا مُكَرَّرًا كَمَا فِىْ جَاءَنِى الْقَوْمُ ثَلٰثَةً ثَلٰثَةً فَعُلِمَ اَنَّ اَصْلَهَا لَفْظٌ مُكَرَّرٌ وَهُوَ ثَلٰثَةٌ ثَلٰثَةٌ وَكَذَا الْحَالُ فِىْ اُحَادٍ وَمَوْحَدٍ وَثُنَاءٍ وَمَثْنٰى اِلٰى رُبَاعٍ وَمَرْبَعٍ بِلَا خِلَافٍ وَفِيْمَا وَرَاءَهَا اِلٰى عُشَارٍ وَمَعْشَرٍ خِلَافٌ وَالصَّوَابُ مَجِيْئُهَا وَالسَّلْبُ فِىْ مَنْعِ صَرْفِ ثُلٰثَ وَمَثْلَثَ وَاَخَوَاتِهِمَا الْعَدْلُ وَالْوَصْفُ لِاَنَّ الْوَصْفِيَّةَ الْعَرْضِيَّةَ الَّتِىْ كَانَتْ فِىْ ثَلٰثَةٍ ثَلٰثَةٍ صَارَتْ اَصْلِيَّةً فِىْ ثَلٰثٍ وَمَثْلَثٍ لِاعْتِبَارِهَا فِيْمَا وُضِعَا لَهُ ـ

সহজ তরজমা

(এ আদলটি) <u>বাস্তবে হবে</u>, এর মর্ম হল (ইসমটির) বাস্তবে প্রমাণিত আসল থেকে বের হওয়া যার প্রতি গায়রে মুনসারিফ ছাড়া কোনো দলীল নির্দেশ করে থাকে। <u>যেমন : مَثْلَث ও ثُلث।</u>

আর এ দুটির আসলের উপর দলীল হল, এদের অর্থের মধ্যে পুনরাবৃত্তি রয়েছে, শব্দে পুনরাবৃত্তি নেই। আর নিয়ম হচ্ছে, যখন অর্থ পুনরাবৃত্ত হয় তখন শব্দও পুনরাবৃত্ত হবে। যেমন : جَاءَنِى الْقَوْمُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً (আমার নিকট তিন তিনজন করে সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে) এর মধ্যে রয়েছে। এতে বুঝা গেল, এ দুটির মূল শব্দ পুনরাবৃত্ত তথা ثَلٰثَة ثَلٰثَة (তিন তিন)। আর أُحَاد - مَوْحَد - ثُنَاء - مَثْنٰى, مَثْلَث - ثُلث, رُبَاع - مَرْبَع পর্যন্ত ঐকমত্যে এ অবস্থাই এবং এর পরবর্তীগুলোতে عُشَار - مَعْشَر পর্যন্ত এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, এগুলোর গায়রে মুনসারিফ আসাই। আর ثُلث - مَثْلَث এবং এর নজিরসমূহের গায়রে মুনসারিফ হওয়ার সবব হল عدل ও وصف لازم। কেননা ثَلَاثَة ثَلَاثَة এর মধ্যে যে وصفيت غرضيه-টি ছিল, সেটি এর ওই অর্থের মধ্যে, যার জন্য ثُلَاث - مَثْلَث-কে وضع করা হয়েছে, গৃহীত হওয়ার কারণে مثلث - ثلاث এর মধ্যে اصليه (لازمه). হয়ে গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : تَحْقِيقًا مَعْنَاهُ خُرُوْجًا كَائِنًا عَنْ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ : শারেহ রহ. এ ইবারতটি এনে বলতে চাচ্ছেন, تَحْقِيقًا শব্দ মাসদার এবং ইসমে মাফউল তথা محقق এর অর্থে এসেছে। এরপর এটি خُرُوْجًا এর সিফত হয়েছে। আর خُرُوْجًا তার সিফতের সাথে মিলিত হয়ে اَلْعَدْلُ خُرُوْجُهُ-এর মধ্যস্থিত خُرُوْج মাসদারটির মাফউল মুতলাক হয়েছে। عَنْ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ এনে বলেছেন, تَحْقِيقًا শব্দটি مُحَقَّقًا এর অর্থে হয়ে خُرُوْج এর হাকিকী সিফত হয় নি বরং তার আসল محقق হয়েছে। এ জন্য خُرُوْج - (عدل) কেও محقق বলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : كَثُلٰثَ وَمَثْلَثَ : এটা عدل تحقيقى এর উদাহরণ। আর এই মাত্র আপনি জেনে এসেছেন, এতে আদলে তাহকিকী এ কারণে হয়েছে যে, তার আসল محقق তথা হাকিকত নির্ভর রয়েছে। অর্থাৎ তার অস্তিত্বের

উপর গায়রে মুনসারিফ ছাড়াও দলিল পাওয়া যায়। যেমন, ثَلٰث এর অর্থ (তিন তিন) এর মধ্যে পুনরাবৃত্তি রয়েছে। কেননা তার অর্থ হল তিন তিন। আর নিয়ম হল, যখন অর্থ পুনরাবৃত্ত হয়, তখন শব্দও পুনরাবৃত্ত হওয়া উচিত, অথচ ثَلٰث পুনরাবৃত্ত নয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, এর আসল এমন শব্দ যেটি পুনরাবৃত্ত। আর তা হচ্ছে ثلثة ثلثة (তিন তিন)। مَثْلَثَ-র আসল ও ثَلٰثَةٌ ثَلٰثَةٌ। একই অবস্থা أُحَاد - مَوْحَد - ثُنَاء - مَثْنٰى , رُبَاع - مَرْبَع-এর ও যার মধ্যে সকল নাহবীর ঐকমত্য রয়েছে। এরপর خُمَاس - مَخْمَس , سُدَاس - مَسْدَس , سُبَاع - مَسْبَع , ثُمَان - مَثْمَن , تُسَاع - مَتْسَع , عُشَار - مَعْشَر পর্যন্তের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শারেহ রহ. বলেছেন : বিশুদ্ধ মতে এগুলোর অবস্থাও ثَلٰث এবং مَثْلَثَ এর মতোই অর্থাৎ এ সবেরই মূল হচ্ছে পুনরাবৃত্ত শব্দ।

أُحَاد - مَوْحَد এর মূল হল وَاحِدَة - وَاحِدَة (এক এক), ثُنَاء - مَثْنٰى-এর মূল إِثْنَان - إِثْنَان দুই দুই) এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত। আর مثلث - ثلث তেমনিভাবে এর নজিরসমূহের মধ্যে এক সবব হল عدل এবং অপর সবব হল وصف এ কারণে এ সকল শব্দই গায়রে মুনসারিফ। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, গায়রে মুনসারিফের সবব তো وصف اصلى হয়ে থাকে। আর এগুলোর মধ্যে তো وصفيت عارضى রয়েছে? এর জবাব হল, ثلثة ثلثة এবং واحدة, وَاحِدة ও إِثْنَانِ إِثْنَانِ ইত্যাদি যেগুলো معدول عنه সেগুলোর মধ্যে তো অবশ্যই وصفيت অস্থায়ী হয়েছে ঠিক, কিন্তু معدول তথা ثُلٰث - مَثْلَث , أُحَاد- مَوْحَد প্রভৃতির মধ্যে وصفيت-টি তো মৌলিক। কেননা আদলের সময় এগুলোর মধ্যে وصفيت এর এ'তেবার করে নেওয়া হয়েছে। আর عدل হল দ্বিতীয় وضع তাই আদলের সময় যে وصفيت-টি পাওয়া যাবে, তার স্তর হবে এমন যেন وضع-র সময়ই পাওয়া গেছে। আর وضع এর সময় যে وصفيت-টি হবে, সেটি আসলী এবং মৌলিক হবে।

وَأُخَرُ جَمْعُ أُخْرٰى مُؤَنَّثُ اٰخَرَ وَاٰخَرُ اِسْمُ التَّفْضِيْلِ لِاَنَّ مَعْنَاهُ فِى الْاَصْلِ اَشَدُّ تَاَخُّرًا ثُمَّ نُقِلَ اِلٰى مَعْنٰى غَيْرِ وَقِيَاسُ اسْمُ التَّفْضِيْلِ اَنْ يُسْتَعْمَلَ بِاللَّامِ اَوِ الْاِضَافَةِ اَوْ كَلِمَةِ مِنْ وَحَيْثُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا عُلِمَ اَنَّهُ مَعْدُوْلٌ مِنْ اَحَدِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَّهُ مَعْدُوْلٌ عَمَّا فِيْهِ اللَّامُ اَىْ عَنِ الْاُخَرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ مَعْدُوْلٌ عَمَّا ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ اَىْ عَنْ اُخَرَ مِنْ وَاِنَّمَا لَمْ يَذْهَبْ اِلٰى تَقْدِيْرِ الْاِضَافَةِ لِاَنَّهَا تُوْجِبُ التَّنْوِيْنَ اَوِ الْبِنَاءَ اَوْ اِضَافَةَ اُخْرٰى مِثْلَهَا نَحْوُ حِيْنَئِذٍ وَقَبْلُ وَيَاتَيْمَ تَيْمِ عَدِيٍّ وَلَيْسَ فِىْ اُخَرَ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَتَعَيَّنَ اَنْ يَكُوْنَ مَعْدُوْلًا عَنْ اَحَدِ الْاٰخِرَيْنِ . **وَجُمَعُ** جَمْعُ جُمْعَا مُؤَنَّثُ اَجْمَعُ وَكَذٰلِكَ كُتَعُ وَتُبَعُ وَبُصَعُ وَقِيَاسُ فَعْلَاءَ مُؤَنَّثُ اَفْعَلَ اِنْ كَانَتْ صِفَةً اَنْ تُجْمَعَ عَلٰى فُعْلٍ كَحَمْرَاءَ عَلٰى حُمْرٍ وَاِنْ كَانَتْ اِسْمًا اَنْ تُجْمَعَ عَلٰى فَعَالٰى اَوْ فَعْلَاوَاتٍ كَصَحْرَاءَ عَلٰى صَحَارٰى اَوْ صَحْرَوَاتٍ فَاَصْلُهَا اِمَّا جُمْعُ اَوْ جَمَاعٰى اَوْ جَمْعَاوَات فَاِذَا اعْتُبِرَ اِخْرَاجُهَا عَنْ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا تَحَقَّقَ الْعَدْلُ فَاَحَدُ السَّبَبَيْنِ فِيْهَا اَلْعَدْلُ التَّحْقِيْقِيُّ وَالْاٰخَرُ الصِّفَةُ الْاَصْلِيَّةُ وَاِنْ صَارَتْ بِالْغَلَبَةِ فِىْ بَابِ التَّاكِيْدِ اِسْمًا فِىْ اَجْمَعَ وَاَخَوَاتِهِ اَحَدُ السَّبَبَيْنِ وَزْنُ الْفِعْلِ وَالْاٰخَرُ الصِّفَةُ الْاَصْلِيَّةُ وَعَلٰى مَا ذَكَرْنَا لَا يَرِدُ الْجُمُوْعُ الشَّاذَّةُ كَاَنْيُبٍ وَاَقْوُسٍ فَاِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ اِخْرَاجُهُمَا عَمَّا هُوَ الْقِيَاسُ فِيْهِمَا كَالْاَنْيَابِ وَالْاَقْوَاسِ كَيْفَ وَلَوِ اعْتُبِرَ جَمْعُهُمَا اَوَّلًا عَلٰى اَنْيَابٍ وَاَقْوَاسٍ فَلَا شُذُوْذَ فِىْ هٰذِهِ الْجَمْعِيَّةِ وَلَا قَاعِدَةَ لِلْاِسْمِ الْمُخْرَجِ لِيَلْزَمَ مِنْ مُخَالَفَتِهَا الشُّذُوْذُ فَمِنْ اَيْنَ يُحْكَمُ فِيْمَا بِالشُّذُوْذِ وَمِنْ هٰذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّاذِّ وَالْمَعْدُوْلِ **اَوْ تَقْدِيْرًا** اَىْ خُرُوْجًا كَائِنًا عَنْ اَصْلٍ مُقَدَّرٍ مَفْرُوْضٍ يَكُوْنُ الدَّاعِىْ اِلٰى تَقْدِيْرِهِ وَفَرْضِهِ مَنْعُ الصَّرْفِ لَا غَيْرُ **كَعُمَرَ** وَكَذٰلِكَ زُفَرَ فَاِنَّهُمَا لَمَّا وُجِدَا غَيْرَ مُنْصَرِفَيْنِ وَلَمْ يُوْجَدْ فِيْهِمَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ اِلَّا الْعَلَمِيَّةُ اعْتُبِرَ فِيْهِمَا الْعَدْلُ وَلَمَّا تُوَقِّفَ اِعْتِبَارُ الْعَدْلِ عَلٰى وُجُوْدِ الْاَصْلِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا دَلِيْلٌ عَلٰى وُجُوْدِهِ غَيْرَ مَنْعِ الصَّرْفِ قُدِّرَ فِيْهِمَا اَنَّ اَصْلَهَا عَامِرٌ وَزَافِرٌ عُدِلَا عَنْهُمَا اِلٰى عُمَرَ وَ زُفَرَ .

সহজ তরজমা

আর أُخَرُ , এটি أُخْرٰى র বহুবচন, আর أُخْرٰى হল أٰخَرُ এর স্ত্রীলিঙ্গ এবং اخر হচ্ছে ইসমে তাফযীল। কেননা এর মূল অর্থ হচ্ছে, অতি পশ্চাৎগামী। এরপর তা থেকে (শাব্দিক অর্থ থেকে) غير তথা অন্য/ভিন্ন এর অর্থের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর ইসমে তাফযীলের নিয়ম হল, لام - اضافت অথবা من শব্দের সাথে ব্যবহার হওয়া। কিন্তু যেখানে এ তিনটির মধ্য থেকে কোনো একটি ব্যবহৃত না হবে, সেখানে বুঝা যাবে, এটি তিন পদ্ধতির যে কোনো একটি হতে معدول বা বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং কেউ বলেন, লামের পদ্ধতি তথা الاخر থেকে معدول হয়েছে, আবার কেউ বলেন : এটি من এর পদ্ধতি হতে তথা اخر من থেকে বেরিয়ে এসেছে। ইযাফতের পদ্ধতির মতটি কেউ গ্রহণ করেন নি। কারণ, ইযাফত তানবীনকে অথবা মুযাফের মাবনী হওয়াকে কিংবা এর মতো দ্বিতীয় ইযাফতকে আবশ্যকীয় করে দেয়। যেমন : حينئذ - قبل এবং يا تيم تيم عدى। আর اخر এর মধ্যে এ সবের কোনোটিই নেই। তাই এ কথা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, اخر শব্দটি الاخر অথবা اخر من থেকে معدول হয়েছে।

আর جمع, এটি جمعاء এর বহুবচন। যেটি اجمع স্ত্রী লিঙ্গ। তেমনিভাবে كتع - تبع ও بصع। আর فعلاء এর ওজনের শব্দ যেটি افعل এর স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তার নিয়ম হল, যদি এটি (فعلاء-টি) সিফত হয় তা হলে তার বহুবচন আসবে فعل এর ওযনে। যেমন : حمراء-র বহুবচন حمر (এসে থাকে), আর যদি এটি (فعلاء-টি) ইসম হয়, তা হলে তার বহুবচন فعالى এবং فعلاوات এর ওজনে আসবে। যেমন : صحراء এর বহুবচন صحارى ও صحراوات এর ওজনে এসে থাকে। অতএব, جمع এর আসল হয়তো جمع অথবা جماعى বা جمعوات সুতরাং جمع কে এ দুটির কোনো একটি থেকে বের করার এ'তেবার করা হবে; তখন عدل প্রমাণিত হয়ে যাবে। সুতরাং এতে দুই সববের একটি হল عدل تحقيقى এবং অপরটি হল صفت اصليه যদিও جمع তাকিদ অধ্যায়ে ইসম হয়ে গেছে। আর اجمع এবং তার নজিরসমূহের মধ্যে দুই সববের একটি হল وزن فعل এবং অপরটি হল صفت اصليه।

সুতরাং (مَعْنٰى خُرُوْجِهٖ عَنْ صِيْغَةِ الْاَصْلِيَّةِ এর ব্যাখ্যায়) আমরা যা বর্ণনা করেছি, তার উপর انيب ও اقوس এর মতো নিয়মবহির্ভূত বহুবচন এর আপত্তি দেখা যায় না। কেননা এ বহুবচন দুটির মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক جمع যেমন انياب ও اقواس থেকে বের করার এ'তেবার করা হয় নি আর কেমন করে এ'তেবার করা যেতে পারে। কারণ, যদি এ দুটির বহুবচন প্রথমে انياب ও اقواس ধরে নেওয়া হয়, তা হলে তো এ বহুবচনের মধ্যে شذوذ বা বিরলতা থাকবে না। তা ছাড়া যে ইসমটিকে বের করা হয়েছে (এই বের করার) কোনো নিয়ম-কানুনই নেই, যার বিপরীত করার দরুন شذوذ লাযিম আসবে। সুতরাং (যেহেতু কোনো নিয়ম-কানুন নেই) কিভাবে তা হলে এগুলোর মধ্যে নিয়মবহির্ভূত হওয়ার হুকুম লাগানো যাবে? আর এ বিবরণ দ্বারা شاذ এবং معدول এর মধ্যকার পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে গেল। অথবা কল্পিতভাবে হবে, অর্থাৎ ইসমের এমন আসল থেকে বের হওয়া যেটি মেনে নেওয়া ও ধরে নেওয়া হয়, তার মেনে নেওয়া ও ধরে নেওয়ার কারণ গায়রে মুনসারিফ হওয়া ব্যতীত অন্য বস্তু হয় না। যেমন : عمر তেমনিভাবে زفر ও। কেননা এ দুটি ইসমকে যখন গায়রে মুনসারিফ পাওয়া গেল এবং علميت ছাড়া এ দুটির মধ্যে অন্য কোনো স্পষ্ট সবব পাওয়া গেল না। তাই এ দুটির মধ্যে عدل এর এ'তেবার করে নেওয়া হয়েছে। আর عادل এর এ'তেবার করাটা যেহেতু আসলের বিদ্যমানতার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এ দুটির আসল বিদ্যমান হওয়ার উপর গায়রে মুনসারিফ হওয়া ছাড়া কোনো দলীল ছিল না, তাই এ দুটির মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছে। এর আসল عامر এবং زافر ছিল এবং এ দুটিকে عامر ও زافر থেকে معدول করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَأُخَرُ : এতেও عدل تحقيقى হয়েছে। কেননা তার আসলের উপরও গায়রে মুনসারিফ ব্যতীত দলীল বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হচ্ছে, أُخَرُ শব্দটি أُخْرٰى র বহুবচন। أُخْرٰى শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বোধক। এর পুংলিঙ্গ হচ্ছে اخر। যেটি ইসমে তাফযীল। আর ইসমে তাফযীলের ব্যবহারের তিনটি অবস্থা রয়েছে।

১. لام এর সাথে ২. ইযাফতের সাথে ৩. من এর সাথে। এখানে অবস্থা তিনটির একটিও হয় নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, এ অবস্থাসমূহের যে কোনো একটি হতে معدول হয়েছে তথা সরে এসেছে। ইযাফতের অবস্থা থেকে এখানে معدول হওয়ার সম্বাবনা নেই। কেননা মুযাফকে যখন ইযাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন মুযাফকে হয়তো পেশের উপর মাবনী বা স্থির করা হয়, যেমন : قبل ও بعد অথবা তার উপর তানবীন আসে, যেমন : حينئذ - يومئذ। নয়তো ইযাফত একাধিকবার হয়, যেমন : ياتيم تيم عدى আর এখানে এ তিনটি সুরতের কোনোটাই নাই। এ জন্য এ সম্ভাবনাটি ঠিক নয়। তাই একে الاخر অথবা اخر من থেকে معدول মানা হবে। কেউ কেউ الاخر কে معرف باللام থেকে মা'দূল মেনেছেন। তাদের দলীল হল, اخر। শব্দটি সর্বদাই তার মাওসূফের মোতাবেক হয়ে থাকে; যদি মাওসূফ মুফরাদ হয়, তা হলে اخر ও মুফরাদ হয়, মাওসূফ দ্বিবচন বা বহুবচন হলে اخر-ও দ্বিবচন ও বহুবচন হয়। যেমন : رجل اخر - رجلان اخران - رجال اخرون । তেমনিভাবে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গেও ইসমে তাফযীল তার মাওসূফের মোতাবেক হয়ে থাকে। আর মাওসূফের সাথে এসব বিষয়ে সামঞ্জস্য ইসমে তাফযীল معرف باللام এর মধ্যেই হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ اخر من থেকে অর্থাৎ ওই ইসমে তাফযীল থেকে মা'দূল মেনেছেন যার ব্যবহার من এর সাথে হয়ে থাকে। তাদের দলীল হচ্ছে, এমতাবস্থায় معدول এবং معدول عنه-র মধ্যে মারিফা, নাকিরা হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বাকি থাকে। কেননা معدول তথা اخر শব্দটি নাকিরা এবং তার معدول عنه তথা اخر من এটিও নাকিরা। আর معرف باللام-টি হয় معدول عنه এর সুতরটিতে الاخر তথা معرف باللام এবং معدول তথা اخر এটি হয় غير معرف باللام এবং নাকিরা এতে معدول عنه এবং معدول. এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

وجمع এটিও আদলে তাহকিকীর উদাহরণ। কেননা তার আসল তথা মা'দূল আনহুর অস্তিত্বের উপর গায়রে মুনসারিফ পড়া ব্যতীতও দলীল পাওয়া যায়। এর তাফসীর হল, جمع শব্দটি جمعاء এর বহুবচন। যেটি اجمع-র স্ত্রীলিঙ্গ। فعلاء যেটি افعل-র স্ত্রীলিঙ্গ হয়, এটি ব্যবহারের দু'টি অবস্থা রয়েছে।

১. কখনো তার ব্যবহারে معنى وصفى বা বিশেষণীয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। তখন তার বহুবচন আসে فعل এর ওজনে। যেমন : حَمْرَاء-র বহুবচন حمر।

২. আবার কখনো معنى اسمى বা বিশেষ্যের অর্থ লক্ষণীয় হয়, বিশেষণীয় অর্থ নয়, তখন তার বহুবচন আসে فعلاوات বা فعالى এর ওজনে। এ নিয়মের ভিত্তিতে جمعاءএর বহুবচন হয়তো فعل এর ওজনে حمر আসত অথবা جمعاوات বা جماعى । আর যখন এ তিটির কোনো একটিও নয়, তাই বুঝা গেল, এ তিটির মধ্য থেকে যে কোনো একটি হতে معدول হয়েছে। এ দলীলটি এমন, যদি একে গায়রে মুনসারিফ না-ও পড়া হয় তবুও এ তিনটির মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে আসল মানতে হবে। একই অবস্থা أَجْمَع-র নজীরসমূহ أَكْتَع - أَبْتَع - أَبْصَع-রও কারণ, এগুলোর স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে كَتْعَاء - بَتْعَاء - بَصْعَاء আর নিয়মানুসারে এগুলোর বহুবচন হয়তো كُتَع - بُتَع - بُصَع আসত অথবা كَتَاعِى - كَتْعَاوَات , بَتَاعِى - بَتْعَاوَات এবং بَصْعَاوَات بَصَاعِى..। কিন্তু যেহেতু এরকম নয়, তাই বুঝা গেল, এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি হতে معدول হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَاذَا عُتْبِرَ الخ : অর্থাৎ بُصَعُ - بُتَعُ - جُمَعُ-র গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণ হচ্ছে, এগুলোর মধ্যে একটি সবব হল عدل এবং অপরটি হল وصف اصلى যদি এই সময় তাকিদের মধ্যে ব্যবহার হওয়ার কারণে ইসম হওয়ার বিষয়টি প্রভাবশালী হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَفِىْ اَجْمَعَ : اَجْمَع - اَكْتَع ইত্যাদির গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণ হল, এতে একটি সবব তো হচ্ছে وصف اصلى যেরূপ جُمَع - كُتَع প্রভৃতির মধ্যে হয়েছে এবং দ্বিতীয় সবব হল وزن فعل।

قَوْلُهُ : وَعَلٰى مَاذَكَرْنَا : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, যেভাবে اخر - جمع-র মধ্যে এ কারণে عدل تحقيقى পাওয়া যাচ্ছে যে, এগুলোর আসলের উপর গায়রে মুনসারিফ ব্যতীত দলীল রয়েছে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে جموع شاذة যেমন : انيب ও اقوس এর মধ্যেও আদলে তাহকীকী হওয়া উচিত। কেননা এগুলোর আসলের উপরও গায়রে মুনসারিফ ব্যতীত দলীল পাওয়া যায়। যেমন : এ দুটি قوس ও ناب এর বহুবচন এবং দুটিই فعل এর ওজনে হয়েছে। আর নিয়ম হচ্ছে, اجوف واوى হোক অথবা يائى হোক, যদি فعل এর ওজনে হয়, তা হলে তার বহুবচন افعال এর ওজনে আসে। তাই নিয়ম অনুযায়ী قوس ও ناب বহুবচন اقواس ও انياب আসা উচিত ছিল; কিন্তু এর পরিবর্তে এর বহুবচন আসে انيب ও اقوس আসে। তাই বুঝা গেল, اقوس ও انيب এ দুটিই اقواس ও انياب থেকে معدول হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যেও আদলে তাহকিকী হওয়া উচিত। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, وعلى ما ذكرنا দ্বারা। জবাবের সারকথা হল, عدل এর জন্য দু'টি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথমত তার কোনো আসল থাকতে হবে, যাকে معدول عنه বলা হয়। দ্বিতীয়ত আসল থেকে বের করার এ'তেবার করা। এখানে আসলের অস্তিত্বের উপর তো দলীল রয়েছে বটে, তবে আসল থেকে বের করার এ'তেবার করা হয় নি অর্থাৎ এরকম করা হয় নি যে, قوس ও ناب এর বহুবচন প্রথমে اقواس ও انياب এসেছে, এরপর তা থেকে عدول করে اقيس ও انيب আনা হয়েছে বরং প্রথম থেকেই قوس ও ناب এর বহুবচন انيب ও اقوس এসেছে। এরকম বহুবচনকে شاذ বলার একমাত্র কারণ, এর বহুবচন খেলাফে কিয়াস বা নিয়মবহির্ভূতভাবে আসে।

قَوْلُهُ : وَلَا قَاعِدَةَ لِلْاِسْمِ الْمُخْرَجِ : এর দ্বারা একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, جموع شاذه কে খেলাফে কিয়াস হওয়ার কারণে شاذ বলা হয় নি বরং شاذ বলার কারণ হল, اسم معدول কে তার معدول عنه থেকে বের করার যে নিয়ম রয়েছে, جموع شاذه তে তার বিপরীত করা হয়েছে, এ জন্য شاذ বলা হয়। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, معدول কে তার আসল থেকে বের করার কোনো নির্ধারিত নিয়ম নেই, যার বিপরীত করার কারণে شاذ বলা হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, شاذ বলার কারণ উপরিউক্ত সেটাই অর্থাৎ এ বহুবচনটি কিয়াসের খেলাফ।

قَوْلُهُ : اَوْ تَقْدِيْرًا اَىْ خُرُوْجًا كَائِنًا عَنْ اَصْلٍ مُقَدَّرٍ مَفْرُوْضٍ : এর ব্যাখ্যা تحقيقا এর মধ্যে হয়ে গেছে। সারকথা হল, যেভাবে تحقيقا শব্দটি محقق এর অর্থে হয়ে خروجا এর সিফত হয়েছে এবং خروجا শব্দটি আদলের সংজ্ঞায় উল্লেখিত خروجه এর মাফউল মুতলাক হয়েছে, তেমনিভাবে تقديرا এর তারকীবটিও হবে। আর ইতঃপূর্বে জানতে পেরেছেন, محقق ও مقدر হওয়া মূলত معدول عنه-র সিফত, তার মাধ্যমে عدل এরও সিফত হয়ে যায়। পূর্বে عدل تحقيقى-র মর্ম বর্ণনা করা হয়েছিল যে, তার আসল তথা معدول عنه টি محقق হয়। আর এ কথাটির মর্ম হচ্ছে, তার অস্তিত্বের উপর গায়রে মুনসারিফ ব্যতীতও দলীল থাকে। এ

وَمِثْلُ بَابِ قَطَامِ الْمَعْدُوْلَةِ عَنْ قَاطِمَةٍ وَاَرَادَ بِبَابِهَا كُلَّ مَا هُوَ عَلٰى فَعَالِ عَلَمًا لِلْاَعْيَانِ الْمُؤَنَّثَةِ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الرَّاءِ فِىْ لُغَةِ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَاِنَّهُمْ اعْتَبَرُوْا الْعَدْلَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَمْلًا لَهٗ عَلٰى ذَوَاتِ الرَّاءِ فِى الْاَعْلَامِ الْمُؤَنَّثَةِ مِثْلُ حَضَارِ وَطِمَارِ فَاِنَّهُمَا مَبْنِيَّتَانِ وَلَيْسَ فِيْهَا اِلَّا سَبَبَانِ اَلْعَلَمِيَّةُ وَالتَّانِيْثُ وَالسَّبَبَانِ لَا يُوْجِبَانِ الْبِنَاءَ فَاعْتَبَرُوْا فِيْهِمَا الْعَدْلَ لِتَحْصِيْلِ سَبَبِ الْبِنَاءِ فَلَمَّا اعْتَبَرُوْا فِيْهِمَا الْعَدْلَ لِتَحْصِيْلِ سَبَبِ الْبِنَاءِ اعْتَبَرُوْا فِيْمَا عَدَاهُمَا مِمَّا جَعَلُوْهُ مُعْرَبًا غَيْرَ مُنْصَرِفٍ اَيْضًا حَمْلًا لَهٗ عَلٰى نَظَائِرِهٖ مَعَ عَدَمِ الْاِحْتِيَاجِ اِلَيْهِ لِتَحَقُّقِ السَّبَبَيْنِ لِمَنْعِ الصَّرْفِ اَلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ فَاعْتِبَارُ الْعَدْلِ فِيْهِ اِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ عَلٰى نَظَائِرِهٖ لَا لِتَحْصِيْلِ سَبَبِ مَنْعِ الصَّرْفِ وَلِهٰذَا يُقَالُ ذِكْرُ بَابِ قَطَامِ هٰهُنَا لَيْسَ فِىْ مَحَلِّهٖ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْمَا قُدِّرَ فِيْهِ الْعَدْلُ لِتَحْصِيْلِ سَبَبِ مَنْعِ الصَّرْفِ وَاِنَّمَا قَالَ فِىْ تَمِيْمٍ لِاَنَّ الْحِجَازِيِّيْنَ يَبْنُوْنَهٗ فَلَا يَكُوْنُ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ وَالْمُرَادُ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ اَكْثَرُهُمْ فَاِنَّ الْاَقَلِّيِّيْنَ مِنْهُمْ لَمْ يَجْعَلُوْا ذَوَاتَ الرَّاءِ مَبْنِيَّةً بَلْ جَعَلُوْهَا غَيْرَ مُنْصَرِفَةٍ فَلَا حَاجَةَ اِلَى اعْتِبَارِ الْعَدْلِ فِيْهَا لِتَحْصِيْلِ سَبَبِ الْبِنَاءِ وَحَمْلِ مَاعَدَاهَا عَلَيْهَا ـ

সহজ তরজমা

আর بَابُ قَطَامِ এর মতো শব্দাবলি (বনী তামীমের লোগাতানুযায়ী যেরের উপর মাবনী হবে) এটি قاطمة থেকে معدول হয়েছে। আর মুসান্নিফ রহ. باب দ্বারা হার ওই শব্দ উদ্দেশ্য করেছেন, যেটি فعال এর ওজনে راء বিহীন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যক্তির নামবাচক বিশেষ্য হয়। বনী তামীমের লোগাতানুযায়ী। কেননা, বনী তামীমের নাহবীগণ باب قطام-এর মধ্যে একে راء বিশিষ্ট اعلام مونثه-র উপর হামল করার কারণে عدل গণ্য করেছেন। যেমন : حضار (নক্ষত্ররের নাম বিশেষ) ও طمار (উঁচু স্থান)। কেননা এ দুটি যেরের উপর মাবনী হয়েছে। আর এগুলোতে দু'টি সবব علمية ও تانيث ব্যতীত অন্য কোনো সবব নেই। আর দু'টি সবব এগুলোকে মাবনী প্রমাণিত করে না। তাই বনী তামীমের নাহবীগণ মাবনীর সবব অর্জনের জন্য এ দুটির মধ্যে عدل গণ্য করেছেন। এরপর বনী তামীমের নাহবীগণ যখন মাবনীর সবব অর্জনের জন্য حَضَارِ ও طِمَارِ-র মধ্যে عدل গণ্য করলেন, এ জন্য তারা এ দুটির ভিন্ন (فعال) যাকে তারা মু'রাব গায়রে মুনসারিফ বলেন, তাতেও عدل গণ্য করে নিয়েছেন, যাতে এ মু'রাব গায়রে মুনসারিফের তার নজীরসমূহের উপর হামল হয়ে যায় যদিও গায়রে মুনসারিফের দুই সবব علمية ও تانيث বিদ্যমান থাকার কারণে عدل কে গণ্য করার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং باب قطام এর মধ্যে

عدل গণ্য করাটা তাকে তার নজীরসমূহের উপর হামল করার লক্ষ্যে হয়েছে, গায়রে মুনসারিফের সবব হাসিলের জন্য নয়। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, মুসান্নিফের এখানে بَاب قَطَامِ উল্লেখ করাটা তার ক্ষেত্রমতে হয় নি (কেননা এর ক্ষেত্র হচ্ছে اسماء افعال এর অধ্যায়)। (একটি সবব علميت পাওয়া যায় এবং) গায়রে মুনসারিফের দ্বিতীয় সবব অর্জনের জন্য আদলে তাকদিরী মেনে নেওয়া হয়। আর কাফিয়ার মুসান্নিফ রহ. فى تميم এ জন্য বলেছেন যে, হেজাযী নাহবীগণ فعال কে মাবনী বলেন, তখন এটি আমাদের আলোচ্য প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে না (কেননা আমাদের আলোচনা হচ্ছে গায়রে মুনসারিফের মধ্যে, মাবনীর মধ্যে নয়)। আর বনী তামীম দ্বারা অধিকাংশ বনী তামীম উদ্দেশ্য। কেননা বনী তামীমের কিছু সংখ্যক নাহবী এরকম রয়েছেন যারা را বিশিষ্টকে মাবনী বলেন না বরং তারা باب قطام কে (চাই راء বিশিষ্ট হোক অথবা না হোক) গায়রে মুনসারিফ বলে থাকেন। সুতরাং এতে মাবনীর সবব অর্জনের জন্য راء বিশিষ্টের মধ্যে عدل গণ্য করা এবং এতৎভিন্নকে (راء বিহীনকে) راء বিশিষ্টের উপর হামল বা প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা باب قطام তাদের মতে মু'রাব।

১৬৮নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

হিসেবে عدل تقديرى-র মর্ম হবে, যার আসল مقدر হয়। অর্থাৎ তার বিদ্যমান হওয়ার উপর গায়রে মুনসারিফ ছাড়া অন্য কোনো দলীর নেই। গায়রে মুনসারিফের কারণে عدل ধরে নেওয়া হয়েছে। আর عدل তো معدول عنه ব্যতীত হতে পারে না। এ জন্য معدول عنه-ও ধরে নেওয়া হয়েছে। عدل এর এ দুটি প্রকারের মধ্যে পার্থক্য হল, عدل تحقيقى-র মধ্যে عدل তো فرضى বা কল্পিত হয়, তবে معدول عنه হাকীকী হয় আর عدل تقديرى মধ্যে عدل এবং معدول عنه দুটাই فرضى-ও কল্পিত হয়। عدل تقديرى উদাহরণ হল عمر । কারণ, একে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়। তবে গায়রে মুনসারিফের জন্য দু'টি সববের প্রয়োজন। আর عمر-র মধ্যে শুধু علميت রয়েছে ।এ ছাড়া গায়রে মুনসারিফের সববসমূহের মধ্য থেকে আর কোনো সবব এতে নেই। এ জন্য বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় সবব عدل মেনে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু عدل এর অর্থ হল নিজের আসলী সুরত থেকে বের হওয়া, এ জন্য তার আসলও মেনে নিতে হয়েছে عامر । এরপর তা থেকে عدول বা বের করে عمر করা হয়েছে। এমনিভাবে زفر কেও বুঝে নিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مِثْلُ بَابِ قَطَامِ بَاب قَطَامِ দ্বারা প্রত্যেক ওই শব্দ উদ্দেশ্য, যেটি فعال র ওজনে হয়, স্ত্রীলিঙ্গের নামবাচক বিশেষ্য হয় এবং শেষে راء বর্ণটি না হয়। এরকম শব্দেও কতিপয় বনী তামীমের মতে عدل تقديرى হয়ে থাকে। কেননা হয় তার জন্য তাফসীলের প্রয়োজন হয়। এর ব্যাখ্যা হল, فعال চার প্রকার। ১. فعال যেটি امر এর অর্থ দান করে। যেমন : نزال - انزل এর অর্থে। এটি মাবনী হওয়ার ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এটি মাবনী আসলের অর্থে হয়েছে। ২. فعال যেটি নির্দিষ্ট মাসদারের অর্থে হয়। যেমন : فَجَارِ - اَلْفُجُوْر এর অর্থে। ৩. فعال যেটি স্ত্রীলিঙ্গের সিফত হয়। যেমন : فساق - فساقة এর অর্থে যার অর্থ হল কুকর্মকারী মহিলা। এ দুটিও মাবনী। কারণ, এ দুটির فعال যেটি امر এর অর্থ দান করে, তার সাথে ওজন এবং আদলের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখে। ৪. فعال যেটি স্ত্রী লিঙ্গের الم তথা নামবাচক বিশেষ্য হয়, চাই راء বিশিষ্ট হোক অথবা না হোক, তার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হেজাযী নাহবীগণ উভয়টাকেই মাবনী পড়েন। তবে এতে শুধু দু'টি সবব পাওয়া যায় : علم ও تانيث আর মাবনী হওয়ার জন্য শুধু দুটি সবব হওয়া যথেষ্ট নয় বরং মাবনী আসলের সাথে সামঞ্জস্য থাকাও আবশ্যক। তাই সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য এ সুরত

এখতিয়ার করা হয়েছে যে, এটাকে نزال يعنى انزل এর সাদৃশ্যপূর্ণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর نزال-র মধ্যে দু'টি বস্তু রয়েছে। ১. فعال এর ওজন ২. عدل কেননা এটাকে انزل আমরের সীগাহ থেকে معدول করা হয়েছে, যেটি مبنى الوصل। যেহেতু হেজাযী নাহবীগণ فعال-র ওজনের কালিমাসমূহকে যেগুলো স্ত্রীলিঙ্গের علم হয়, চাই راء বিশিষ্ট হোক কিংবা না হোক উভয়টিকে মাবনী পড়েন, এ জন্য তারা উভয়টিতে عدل মেনে থাকেন। যাতে وزن এবং عدل দুটির মধ্যে نزال-র সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায় এবং যেভাবে نزال মাবনী হয়, তেমনিভাবে এটিও মাবনী হয়ে যাবে। অধিকাংশ বনী তামীমের মতে ذوات الراء এবং غير ذوات الراء এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। راء বিশিষ্টকে তারা মাবনী পড়েন, তাই তাদের মতে عدل মেনে নেওয়া আবশ্যক। যাতে نزال এর সাথে ওজন এবং আদল উভয়টার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়ে যায়, যার ফলে একে মাবনী সাব্যস্ত করাটা শুদ্ধ হয়ে যায়। غير ذوات الراء কে তারা মাবনী পড়েন না বরং গায়রে মুনসারিফ পড়েন। আর গায়রে মুনসারিফের জন্য দু'টি সববই যথেষ্ট। এগুলোর মধ্যে দু'টি সবব علم ও تانيث বিদ্যমান রয়েছে। তাই عدل এর প্রয়োজন নেই। তবে ذوات الراء-র মধ্যে মাবনী হওয়ার প্রয়োজনে তাদের মতেও عدل মেনে নেওয়া হয়েছে। এ জন্য غير ذوات الراء-র মধ্যে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কেবল নজীরসমূহের উপর হামল করার দরুন عدل মেনে নেওয়া হয়েছে। যাতে ذوات الراء এবং غير ذوات الراء উভয়টার হুকুম একরকম হয়ে যায়। কমসংখ্যক বনী তামীম ذوات الراء এবং غير ذوات الراء উভয়টাকে গায়রে মুনসারিফ পড়ে থাকেন। কারণ, তাদের মতে উভয়টির মধ্যে عدل এর প্রয়োজন নেই। কেননা গায়রে মুনসারিফের জন্য দু'টি সববের প্রয়োজন। আর এগুলোতে দু'টি সবব বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلِهٰذَا يُقَالُ ذِكْرُ بَابِ قَطَامِ : মুসান্নিফের উপর একটি প্রশ্ন আরোপিত হয়। শারেহ তা বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নটি হল, এখানে তো বলা হচ্ছে, কোনো শব্দকে গায়রে মুনসারিফ পড়া হলে এবং তার মধ্যে শুধু একটি সবব পাওয়া গেলে দ্বিতীয় সবব عدل মেনে নেওয়া হয়, চাই তাহকিকী হোক অথবা তাকদিরী। যাতে গায়রে মুনসারিফ পড়াটা শুদ্ধ হয়ে যায়। আর باب قطام-র মধ্যে যে عدل-টি মেনে নেওয়া হয় তা তো নিজের নজীরসমূহের উপর হামল করার জন্য; গায়রে মুনসারিফের সবব অর্জনের জন্য নয়। তাই এটাকে এখানে উল্লেখ না করাই উচিত? এর এই জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, মুসান্নিফ عدل تقديرى-র সকল সুরতকে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন, কখনো একে গণ্য করা হয় গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার কারণে, যেমন : عمر - زفر। আবার কখনো মানবী হওয়ার জন্য গণ্য করা হয়ে থাকে এবং কখনো নজীরসমূহের উপর হামল করার জন্য গণ্য করা হয়ে থাকে।

اَلْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُ الْاِسْمِ دَالًّا عَلٰى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ مَاخُوْذَةٍ مَعَ بَعْضِ صِفَاتِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ هٰذِهِ الدَّلَالَةُ بِحَسْبِ الْوَضْعِ مِثْلُ اَحْمَرَ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِذَاتٍ مَّا اُخِذَتْ مَعَ بَعْضِ صِفَاتِهَا الَّتِىْ هِىَ الْحُمْرَةُ اَوْ بِحَسْبِ الْاِسْتِعْمَالِ مِثْلُ اَرْبَعٍ فِىْ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعٍ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ لِمَرْتَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْعَدَدِ فَلَا وَصْفِيَّةَ فِيْهِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ بَلْ قَدْ تَعْرِضُهُ الْوَصْفِيَّةُ كَمَا فِى الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ فَاِنَّهٗ لَمَّا اُجْرِىَ فِيْهِ عَلَى النِّسْوَةِ الَّتِىْ هِىَ مِنْ قَبِيْلِ الْمَعْدُوْدَاتِ لَا الْاَعْدَادِ عُلِمَ اَنَّ مَعْنَاهُ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ مَوْصُوْفَةٍ بِاَرْبَعِيَّةٍ وَهٰذَا مَعْنًى وَصْفِىٌّ عُرِضَ لَهٗ فِى الْاِسْتِعْمَالِ لَا اَصْلِىٌّ بِحَسْبِ الْوَضْعِ وَالْمُعْتَبَرُ فِىْ سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ هُوَ الْوَصْفُ الْاَصْلِىُّ لِاِصَالَتِهٖ لَا الْعَرَضِىُّ لِعَرَضِيَّتِهٖ فَلِذٰلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ **شَرْطُهٗ** اَىْ شَرْطُ الْوَصْفِ فِىْ سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ **اَنْ يَكُوْنَ** وَصْفًا **فِى الْاَصْلِ** الَّذِىْ هُوَ الْوَضْعُ بِاَنْ يَكُوْنَ وَضْعُهٗ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ لِاَنَّ تَعْرِضُهُ الْوَصْفِيَّةُ بَعْدَ الْوَضْعِ فِى الْاِسْتِعْمَالِ سَوَاءٌ بَقِىَ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ الْاَصْلِيَّتِهٖ اَوْ زَالَتْ عَنْهُ **فَلَا تَضُرُّهٗ** بِاَنْ تُخْرِجُهٗ عَنْ سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ **اَلْغَلَبَةُ** اَىْ غَلَبَةُ الْاِسْمِيَّةِ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ وَمَعْنَى الْغَلَبَةِ اِخْتِصَاصُهٗ بِبَعْضِ اَفْرَادِهٖ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ فِى الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ اِلٰى قَرِيْنَةٍ كَمَا اَنَّ اَسْوَدَ كَانَ مَوْضُوْعًا لِكُلِّ مَا فِيْهِ سَوَادٌ ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهٗ فِى الْحَيَّةِ السَّوْدَاءِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ فِى الْفَهْمِ عَنْهُ اِلٰى قَرِيْنَةٍ **فَلِذٰلِكَ** الْمَذْكُوْرِ مِنَ اشْتِرَاطِ اِصَالَةِ الْوَصْفِيَّةِ وَعَدَمِ مَضَرَّةِ الْغَلَبَةِ **صُرِفَ** لِعَدَمِ اِصَالَةِ الْوَصْفِيَّةِ بِاَرْبَعٍ فِىْ قَوْلِهِمْ **مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعٍ وَامْتَنَعَ** مِنَ الصَّرْفِ لِعَدَمِ مَضَرَّةِ الْغَلَبَةِ **اَسْوَدُ وَاَرْقَمُ** حَيْثُ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ الْاَوَّلُ لِلْحَيَّةِ السَّوْدَاءِ وَالثَّانِىْ لِلْحَيَّةِ الَّتِىْ فِيْهَا سَوَادٌ وَبَيَاضٌ **وَاَدْهَمُ** حَيْثُ صَارَ اسْمًا **لِلْقَيْدِ** مِنَ الْحَدِيْدِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الدُّهْمَةِ اَعْنِى السَّوَادَ فَاِنَّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءَ وَاِنْ خَرَجَتْ عَنِ الْوَصْفِيَّةِ بِغَلَبَةِ الْاِسْمِيَّةِ لٰكِنَّهَا بِحَسْبِ اَصْلِ الْوَضْعِ اَوْصَافٌ لَمْ يُهْجَرْ اِسْتِعْمَالُهَا فِىْ مَعَانِيْهَا الْاَصْلِيَّةِ اَيْضًا بِالْكُلِّيَّةِ فَالْمَانِعُ مِنَ الصَّرْفِ فِىْ هٰذِهٖ

الْأَسْمَاءِ الصِّفَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا فِيْ مَعَانِيْهَا الْأَصْلِيَّةِ فَلَا إِشْكَالَ فِيْ مَنْعِ صَرْفِهَا لِوَزْنِ الْفِعْلِ وَالْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَالْحَالِ **وَضُعِّفَ مَنْعُ أَفْعٰى** اِسْمًا **لِلْحَيَّةِ** عَلٰى زَعْمِ وَصْفِيَّتِهٖ لِتَوَهُّمِ اشْتِقَاقِهٖ مِنَ الْفَعْوَةِ الَّتِيْ هِيَ الْخُبْثُ وَكَذٰلِكَ مَنْعُ **أَجْدَلَ لِلصَّقْرِ** عَلٰى زَعْمِ وَصْفِيَّتِهٖ لِتَوَهُّمِ اِشْتِقَاقِهٖ مِنَ الْجَدْلِ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ **وَأَخْيَلِ لِلطَّائِرِ** أَيْ لِطَائِرٍ ذِيْ خَيْلَانٍ عَلٰى زَعْمِ وَصْفِيَّتِهٖ لِتَوَهُّمِ اشْتِقَاقِهٖ مِنَ الْخَالِ وَوَجْهُ ضُعْفِ مَنْعِ الصَّرْفِ فِيْ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ عَدَمُ الْجَزْمِ بِكَوْنِهَا أَوْصَافًا أَصْلِيَّةً فَإِنَّهَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَعَانِي الْوَصْفِيَّةُ مُطْلَقًا لَا فِي الْأَصْلِ وَلَا فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِسْمِ الصَّرْفُ ـ

সহজ তরজমা

اَلْوَصْفُ আর وصف বা বিশেষণ হল ইসমের এমন অস্পষ্ট সত্তা বুঝানোর নাম, যেটি তার কিছু সিফাতের সাথে সংগৃহীত হয়। চাই সে বুঝানোটা وضع বা গঠনের প্রেক্ষিতে হোক, যেমন : احمر এটি এমন একটি সত্তার জন্য গঠিত হয়েছে, যেটি তার কোনো সিফত তথা حمرت বা লালের সাথে গণ্য হয়েছে। অথবা সেই বুঝানোটি ব্যবহারের প্রেক্ষিতে হোক, যেমন : مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ এর মধ্যে اربع শব্দটি। কেননা এটি সংখ্যার স্তরসমূহের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট স্তরের জন্য موضوع বা গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে গঠনের প্রেক্ষিতে কোনো وصفيت নেই। তবে কখনো (ব্যবহারিকভাবে) وصفيت সাময়িকভাবে দেখা দিয়ে দেয়। যেরূপ উল্লেখিত উদাহরণে রয়েছে। কেননা যখন اربع বা চারকে উল্লেখিত উদাহরণে نسوة (মহিলাগণ) এর উপর প্রয়োগ করা হল, যেটি গণিত বস্তুর পর্যায়ভুক্ত; গণনার পর্যায়ভুক্ত নয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, এর অর্থ হল– مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ مَوْصُوْفَةٍ بِالْأَرْبَعِيَّةِ "আমি সেই মহিলাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যারা চারের সাথে বিশেষিত।' এটি وصفى বা বিশেষণীয় অর্থ যা اربع এর সাথে ব্যবহারের মধ্যে মিলিত হয়েছে, وضع-র প্রেক্ষিতে আসলী নয়। আর গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার মধ্যে যে وصف-টি গৃহীত সেটা হচ্ছে وصف اصلى মৌলিক হওয়ার কারণে (বিধান ও নিয়মাবলীতে মৌলিক ওয়াসফ বা বিশেষণ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে), وصف عرضى হওয়ার কারণে নয় (ক্রিয়াশীল নয়)। এ জন্যই মুসান্নিফ বলেছেন : <u>এর শর্ত হল</u> অর্থাৎ ওয়াসফের গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য শর্ত হল **<u>ওয়াসফটি মূল গঠনে ওয়াসফ হওয়া।</u>** এভাবে যে, وصفيت এর উপর তার গঠনই হবে; এভাবে নয় যে, গঠনের পর ব্যবহারে وصفيت সংযুক্ত হবে। (মোটকথা, গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য وصف اصلى-র গণ্যতা রয়েছে) চাই সেটা وصفيت اصليه-র উপর বহাল থাকুক অথবা তা থেকে وصفيت اصليه বিদূরিত হয়ে যাক। **<u>সুতরাং তাকে ক্ষতি পৌঁছাবে না</u>**, তাকে গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়া থেকে বের করে দিয়ে **<u>প্রবলতায়</u>** অর্থাৎ ওয়াসফিয়্যাতের উপর ইসমিয়্যাতের প্রবলতায় (ওয়াসফিয়্যাতের জন্য ক্ষতিকর হবে না) আর غلبة বা প্রবল হওয়ার মর্ম হল ইসম তার কোনো ফরদের সাথে এমনভাবে খাস হয়ে যাওয়া যে, এ ফরদটি বুঝাতে কোনো করীনার মুখাপেক্ষী হবে না। যেমন : اَسْوَد প্রত্যেক ওই বস্তুর জন্য গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে কালো রং হয়। এরপর তার ব্যবহার কালোসাপের মধ্যে এত বহুল হয়ে গেছে যে, اَسْوَد শব্দ দ্বারা কালোসাপ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো

করীনার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এ কারণেই যার আলোচনা উপরে গত হয়েছে যে, وصف-টি আসলী হতে হবে এবং ইসমিয়্যাতের প্রবলতা ক্ষতিকারক নয়, মুনসারিফ পড়া হয়েছে وصفيت اصليه না হওয়ার কারণে আরবদের উক্তি : مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ এর মধ্যস্থিত أَرْبَع শব্দটি। আর ইসমিয়্যাতের প্রবলতা ক্ষতিকর না হওয়ার কারণে أَسْوَد ও أَرْقَم কে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়েছে। কেননা এ দুটি সাপের নাম হয়ে গেছে, প্রথমটি কালো সাপের জন্য এবং দ্বিতীয়টি ডোরাকাটা সাপের জন্য। আর أَدْهَم কেননা এটি নাম হয়ে গেছে লৌহ নির্মিত হাতকড়ার জন্য। কারণ, এতে دهمة তথা কালো রং রয়েছে। সুতরাং এসব ইসম যদিও ইসমিয়্যাতের প্রবলতার দরুন ওয়াসফিয়্যাত থেকে বের হয়ে গেছে বটে, তবে মূল গঠনের প্রেক্ষিতে اوصاف রয়েছে, এ গুলোর ব্যবহার তাদের মূল অর্থেও সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় নি। অতএব, এ সব ইসমে মুনসারিফ হতে বাধা দানকারী সবব হল صفت اصليه ও وزن فعل। আর এ সব ইসমকে তাদের আসলী অর্থে ব্যবহারের সময় মূল গঠন এবং বর্তমান ব্যবহারে ওজনে ফে'ল এবং ওয়াসফের কারণে গায়রে মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। আর افعى শব্দটির গায়রে মুনসারিফ হওয়াটা দুর্বল। (কেননা) এটি নাম হয়ে গেছে সাপের জন্য। এটির ওয়াসফিয়্যাতের ধারণার ভিত্তিতে। কারণ, ধারণা করা হয় যে, এটি নির্গত হয়েছে فعوة তথা خبث থেকে। তেমনিভাবে اجدل যেটি বাজপাখীর নাম তাকেও গায়রে মুনসারিফ পড়া দুর্বল। কেননা এটি جدل তথা শক্তি হতে নির্গত হওয়া কল্পিত হয়। আর اخيل যেটি তিল বিশিষ্ট পাখীর নাম, যেটি خال তথা তিল হতে নির্গত হওয়ার ধারণায় ওয়াসফিয়্যাতের ধারণার ভিত্তিতে গায়রে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়টি দুর্বল। আর এসব ইসমে গায়রে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়টি দুর্বল হওয়ার কারণ হল এগুলোর اوصاف اصليه হওয়ার অনিশ্চয়তা। কেননা এসব ইসম দ্বারা তাদের ওয়াসসিয়্যাতের অর্থ মোটেই উদ্দেশ্য করা হয় নি, মূল গঠনের প্রেক্ষিতেও না এবং বর্তমান ব্যবহারের প্রেক্ষিতেও না, অথচ ইসমের মধ্যে আসল হল মুনসারিফ হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُ الْاِسْمِ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, وصف হচ্ছে ذات বা সত্তা। কেননা এর অর্থ হল اسم دال على ذات مبهمة ماخوذة مع بعض صفاتها আর গায়রে মুনসারিফের সববসমূহ হচ্ছে اعراض ও اوضاف। كون الاسم দ্বারা শারেহ এর জবাব দিচ্ছেন। এখন وصف এর অর্থ اسم دال على ذات مبهمة রইল না বরং كون الاسم دالا على ذات مبهمة হয়ে গেল। যেহেতু كون শব্দটি মাসদার। আর মাসদার وصف হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল, وصف এর হামল وصف এর উপরই হয়েছে; ذات বা সত্তার উপর নয় বরং গায়রে মুনসারিফের অন্যান্য সববের মতো এটিও عرض ও وصف হয়েছে। وصف এর মধ্যে অস্পষ্ট সত্তা বুঝানোটা কখনো মূল গঠনের প্রেক্ষিতে হয়। যেমন : احمر এটি এমন সত্তা বুঝাচ্ছে, যার মধ্যে حمرت তথা লাল রং পাওয়া যায়। অথবা এ বুঝানোটা ব্যবহারের প্রেক্ষিতে হবে। যেমন : مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ এর মধ্যস্থিত اربع। এখানে اربع এর মধ্যে وصفيت-টি عارضى হয়েছে اصلى নয়। কারণ, اربع (চার) সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়, আর وصف এর মধ্যে নির্দিষ্টতা থাকে না। তাই اربع এর وصف اصلى হতে পারে না। তবে উল্লেখিত উদাহরণটিতে اربع শব্দটি نسوة এর সিফত হয়েছে। আর সিফত মাওসূফের উপর হামল হয়ে থাকে, অথচ এখানে এটি ঠিক নয়। কেননা اربع হচ্ছে عدد বা সংখ্যা এবং نسوة হচ্ছে معدود বা সংখ্যাত। হামলের অবস্থাতে عدد ও معدود এক হওয়া লাযিম আসবে। তাই তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে যে, মূল ইবারত হল : مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ مَوْصُوْفَةٍ بِأَرْبَعٍ এভাবে اربع এর মধ্যে অমৌলিকভাবে ওয়াসফের অর্থ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ : شَرْطُهٗ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْاَصْلِ : ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, وصف দু'প্রকার : ১. اصلى ও ২. عارضى। এখান থেকে বলতে চাচ্ছেন, গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার মধ্যে وصف اصلى এর ধর্তব্য যা وضع বা গঠনের সময় হয়। যদি গঠনের সময় وصف না হয়, পরে ব্যবহারের মধ্যে ওয়াসফিয়্যাত এসে যায়, তা হলে এর কোনো ধর্তব্য নেই। আর যদি وضع বা গঠনের সময় এবং পরে ইসমিয়্যাতের প্রবলতার কারণে وصفيت দূর হয়ে যায়, তা হলে এতে কোনো অসুবিধে নেই, সেই وصف-টি যথারীতি গায়রে মুনসারিফের সবব থাকবে। এটাই হচ্ছে মর্ম মুসান্নিফের উক্তি فلا تضره الغبلة এর।

قَوْلُهٗ : وَهِـىَ الْغَلَبَةُ : ইসমিয়্যাত প্রবল হওয়ার মর্ম হল, ইসমটি তার কোনো ফরদের সাথে এমনভাবে খাস হয়ে যাওয়া যে, এ ফরদটি বুঝাতে কোনো করীনার প্রয়োজন হয় না। যেমন : اسود শব্দটি। কারণ, এটি কালো সাপের সাথে এভাবে খাস হয়েছে যে, যখনই اسود শব্দটি হয় তখন কালো সাপের দিকেই মন চলে যায়। আর যদি এর বিপরীত কোনো করীনা পাওয়া যায়, তা হলে যেরকম করীনা হবে সে হিসেবে অন্য অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন, বলা হল : অমুকের মাথায় اسود ভালো রকম বেঁধেছে। এ কথা স্পষ্ট যে, তখন اَسْوَد দ্বারা কালো পাগড়ী উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهٗ : بِبَعْضِ اَفْرَادِهٖ : এ কয়েদটি দ্বারা একটি প্রশ্নের অবসান হল। সেই প্রশ্নটি হল, যদি ইসমিয়্যাতের প্রবলতা ওয়াসফিয়্যাতের জন্য ক্ষতিকর না হয় এবং তখনও وصف اصلى গায়রে মুনসারিফের সবব যথারীতি বহাল থাকে, তা হলে যদি সাদা পুরুষের নাম اسود (কালো) রেখে দেওয়া হয়, তা হলে তো আপনার কথানুযায়ী তখনও ওয়াসফের এ'তেবার থাকবে। তা হলে তো এটার গায়রে মুনসারিফ হওয়ার সবব وصف اصلى এবং وزن فعل হওয়া উচিত। অথচ বিষয়টি এরকম নয় বরং এটি গায়রে মুনসারিফ হওয়ার সবব হল علميت ও وزن فعل। এতে বুঝে যাচ্ছে, ইসমিয়্যাতের প্রবল হওয়াটা ক্ষতিকর। যার দরুন وصفيت اصلى বাকি থাকে নি। শারেহ রহ. ببعض افراده-র যে কয়েদ লাগিয়ে দিয়েছেন, এর দ্বারা এ প্রশ্নটি দূর হয়ে যাবে। কেননা নিজেরই কোনো ফরদ এর সাথে খাস হওয়া উচিত আর رجل ابيض বা সাদা পুরুষ اسود এর আফরাদের মধ্য থেকে নয়।

قَوْلُهٗ : فَلِذٰلِكَ صُرِفَ : পূর্বে বলা হয়েছিল, গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার মধ্যে وصف اصلى ধর্তব্য। যদি আসলের মধ্যে তথা وضع এর সময় وصف হয় এবং পরবর্তী ইসমিয়্যাতের প্রবলতার দরুন وصفيت দূর হয়ে যায়, তা হলে এর কোনো প্রভাব পড়বে না বরং وصف اصلى ধর্তব্য থাকবে এবং এটি যথারীতি গায়রে মুনসারিফের সবব থাকবে। আর যদি اصل وضع বা মূল গঠনে وصف না হয় বরং পরবর্তীসময়ে ব্যবহারের সাময়িকভাবে وصفيت সৃষ্টি হয়ে যায়, তা হলে এরকম وصف এর কোনো ধর্তব্য হবে না। এরই উপর মুসান্নিফ তাফরী করেছেন যে, اربع এর মধ্যে মূল গঠনের সময় وصفيت ছিল না, এর গঠন তো হয়েছে সংখ্যার জন্য। কিন্তু مررت بنسوة اربع এর মধ্যে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে وصفيت এসে গেছে। এজন্য তার ধর্তব্য হবে না এবং এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া যাবে না। এর বিবরণও ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে। আর اسود - ارقم - ادهم এর মধ্যে وضع বা গঠনের সময় وصفيت ছিল, পরবর্তী ইসমিয়্যাত প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে ওয়াসফিয়্যাত বিদূরিত হয়ে গেছে। তাই এ প্রবলতার কোনো প্রভাব পড়বে না বরং এ শব্দগুলো যথারীতি গায়রে মুনসারিফ থাকবে। এ শব্দগুলোতে ইসমিয়্যাত এর প্রবলতা এভাবে হয়েছে যে, اسود কালো সাপের, ارقم ডোরাকাটা সাপের এবং ادهم হাতকড়ার নাম হয়ে গেছে। তবে যেরূপ এই মাত্র জেনে এসেছেন যে, এ প্রবলতার কোনো প্রভাব নেই এ জন্য এ শব্দগুলো وصف اصلى এবং وزن فعل এর কারণে গায়রে মুনসারিফ। যদি ইসমের অর্থে এগুলোর ব্যবহার না হয় বরং নিজেদের আসল অর্থে ব্যবহৃত

হয়, যার মধ্যে ইসমিয়্যাতের মিশ্রণ থাকে না, তবে তো এগুলোর গায়রে মুনসারিফ হওয়াটা একেবারেই স্পষ্ট। কেননা وصف اصلى বা মৌলিক ওয়াসফ এবং وصف حالى বা বর্তমান ওয়াসফের সাথে দ্বিতীয় সবব وزن فعل রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَضَعُفَ مَنْعُ اَفْعٰى الخ : এ ইবারতটি দ্বারা শারেহ একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, আপনি وصف সম্বন্ধে বলেছেন, যদি اصل وضع তথা মূল গঠনের মধ্যে وصف পাওয়া যায় এবং পরবর্তীসময়ে ইসমিয়্যাত প্রবল হয়ে যায়, তা হলে সেটি ক্ষতিকর হবে না; وصف اصلى-র এ'তেবার করে সেটি গায়রে মুনসারিফ হতে পারবে। এ কথার ভিত্তিতে افعى - اجدل - اخيل-কে গায়রে মুনসারিফ পড়া উচিত। কেননা এগুলোতে একটি সবব হল وصف اصلى এবং অপরটি হল وزن فعل। কেননা এগুলোতে যদিও ইসমিয়্যাত প্রবল, যেমন : افعى। বিষধর সাপের নাম হয়ে গেছে, اجدل। বাজপাখী বিশেষের নাম এবং اخيل। একটি পাখীর নাম, যার পাখার মধ্যে তিলের মতো দাগ থাকে। তবে আপনার মতে তো ইসমিয়্যাতের প্রবলতা ক্ষতিকর নয় বরং ওয়াসফে আসলী গণ্য করে গায়রে মুনসারিফ পড়া জায়েয, তা হলে এগুলোতে দুর্বলতার কারণ কি? মুসান্নিফ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন। জবাবের ইবারতটি হল : وضعف منع افعى। এর দ্বারা দু'টি কথা বুঝা যাচ্ছে। একটি হল, এগুলোকে গায়রে মুনসারিফ পড়া যেতে পারে। দ্বিতীয় কথা হল, গায়রে মুনসারিফ পড়াটা দুর্বল। গায়রে মুনসারিফ এ কারণে পড়া যেতে পারে যে, এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে وصفيت এর ধারণা হয়। اَفْعٰى-র মধ্যে এ কারণে যে, এটাকে فعوة থেকে মুশতাক মেনে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে خبث তথা নোংরামী, নিকৃষ্টতা। আর এটি ওয়াসফী অর্থ। তেমনিভাবে اجدل। কে جدل থেকে মুশতাক মানা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে শক্তি এবং اخيل কে خال থেকে মুশতাক মানা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে তিল। মোটকথা, এগুলোর মধ্যে ওয়াসফী অর্থের ধারণা রয়েছে। দ্বিতীয়ত বুঝা যাচ্ছে, এগুলোকে গায়রে মুনসারিফ পড়াটা দুর্বল। তার কারণ হল, এগুলোর মধ্যে وصفيت এর শুধু ধারণা রয়েছে; নিশ্চয়তা নেই। কেননা এগুলোর ব্যবহার ওয়াসফী অর্থে না পূর্বে হয়েছে এবং না এখন হচ্ছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত গায়রে মুনসারিফের কোনো নিশ্চিত কারণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কালিমাকে মুনসারিফ পড়াটাই বিধেয়। কেননা ইসমের মধ্যে মুনসারিফ হওয়াটাই আসল ও স্বাভাবিক।

اَلتَّانِيثُ اللَّفْظِيُّ الْحَاصِلُ **بِالتَّاءِ** لَا بِالْاَلِفِ فَاِنَّهُ لَا شَرْطَ لَهُ **شَرْطُهُ** فِىْ سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ **اَلْعَلَمِيَّةُ** اَىْ عَلَمِيَّةُ الْاِسْمِ الْمُؤَنَّثِ لِيَصِيْرَ التَّانِيْثُ لَازِمًا لِاَنَّ الْاَعْلَامَ مَحْفُوْظَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ وَلِاَنَّ الْعَلَمِيَّةَ وَضْعٌ ثَانٍ وَكُلُّ حَرْفٍ وُضِعَتِ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْكَلِمَةِ وَالتَّانِيْثُ الْمَعْنَوِىُّ **كَذٰلِكَ** اَىْ كَالتَّانِيْثِ اللَّفْظِىِّ بِالتَّاءِ فِى اشْتِرَاطِ الْعَلَمِيَّةِ فِيْهِ اِلَّا اَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فَاِنَّهَا فِى التَّانِيْثِ اللَّفْظِىِّ بِالتَّاءِ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ مَنْعِ الصَّرْفِ وَفِى الْمَعْنَوِىِّ شَرْطٌ لِجَوَازِهٖ وَلَابُدَّ فِىْ وُجُوْبِهٖ مِنْ شَرْطٍ لِوُجُوْبِ مَنْعِ الصَّرْفِ وَفِى الْمَعْنَوِىِّ شَرْطٌ لِجَوَازِهٖ وَلَابُدَّ فِىْ وُجُوْبِهٖ مِنْ شَرْطٍ اٰخَرَ كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ **وَشَرْطُهُ تَحَتُّمُ تَاثِيْرِهٖ** اَىْ شَرْطُ وُجُوْبِ تَاثِيْرِ التَّانِيْثِ الْمَعْنَوِىِّ فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ اَحَدًا لِاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ **اَلزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ** اَىْ زِيَادَةُ حُرُوْفِ الْكَلِمَةِ عَلٰى ثَلٰثَةٍ مِثْلُ زَيْنَبَ **اَوْ تَحَرُّكُ** الْحَرْفِ **الْاَوْسَطِ** مِنْ حُرُوْفِهَا الثَّلٰثَةِ مِثْلُ سَقَرَ **اَوِ الْعُجْمَةُ** مِثْلُ مَاه وُجُوْر وَاِنَّمَا اشْتُرِطَ فِىْ وُجُوْبِ تَاثِيْرِ التَّانِيْثِ الْمَعْنَوِىِّ اَحَدًا لِاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ لِيَخْرُجَ الْكَلِمَةُ بِثِقَلِ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ عَنِ الْخِفَّةِ الَّتِىْ مِنْ شَانِهَا اَنْ تُعَارِضَ ثِقَلَ اَحَدِ السَّبَبَيْنِ فَتُزَاحِمُ تَاثِيْرَهٗ وَثِقَلُ الْاَوَّلَيْنِ ظَاهِرٌ وَكَذَا الْعُجْمَةُ لِاَنَّ لِسَانَ الْعَجَمِ ثَقِيْلٌ عَلَى الْعَرَبِ **فَهِنْدٌ يَجُوْزُ صَرْفُهُ** نَظَرًا اِلَى انْتِفَاءِ شَرْطِ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِ التَّانِيْثِ الْمَعْنَوِىِّ اَعْنِىْ اَحَدَ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ وَيَجُوْزُ عَدَمُ صَرْفِهٖ نَظَرًا اِلٰى وُجُوْدِ السَّبَبَيْنِ فِيْهِ **وَزَيْنَبُ وَسَقَرُ** عَلَمًا لِطَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ النَّارِ **وَمَاهُ وَجُوْرُ** عَلَمَيْنِ لِبَلْدَتَيْنِ **مُمْتَنِعٌ** صَرْفُهَا اَمَّا زَيْنَبُ فَلِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ الْمَعْنَوِىِّ مَعَ شَرْطِ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِهٖ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ وَاَمَّا سَقَرُ فَلِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ الْمَعْنَوِىِّ مَعَ شَرْطِ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِهٖ وَهُوَ تَحَرُّكُ الْاَوْسَطِ وَاَمَّا مَاهُ وَجُوْر فَلِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ الْمَعْنَوِىِّ مَعَ شَرْطِ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِهٖ وَهُوَ الْعُجْمَةُ **فَاِنْ سُمِّىَ بِهٖ** اَىْ بِالْمُؤَنَّثِ الْمَعْنَوِىِّ **مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ** فِىْ سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ **اَلزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ** لِاَنَّ الْحَرْفَ الرَّابِعَ فِىْ حُكْمِ تَاءِ التَّانِيْثِ قَائِمٌ

مَقَامَهَا **فَقَدَمٌ** وَهُوَ مُؤَنَّثٌ مَعْنَوِيٌّ سَمَاعِيٌّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِيِّ إِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ **مُنْصَرِفٌ** لِأَنَّ التَّانِيْثَ الْأَصْلِيَّ زَالَ بِالْعَلَمِيَّةِ لِلْمُذَكَّرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُوْمَ شَيْءٌ مَقَامَهُ وَالْعَلَمِيَّةُ وَحْدَهَا لَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ **وَعَقْرَبُ** وَهُوَ مُؤَنَّثٌ مَعْنَوِيٌّ سَمَاعِيٌّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِيِّ إِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ **مُمْتَنِعٌ** صَرْفُهَا لِأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ التَّانِيْثُ بِعَلَمِيَّتِهِ لِلْمُذَكَّرِ فَالْحَرْفُ الرَّابِعُ قَائِمٌ مَقَامَهُ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ إِذَا صُغِّرَ قَدَمٌ ظَهَرَ التَّاءُ الْمُقَدَّرَةُ كَمَا تَقْتَضِيْهِ قَاعِدَةُ التَّصْغِيْرِ فَيُقَالُ قُدَيْمَةٌ بِخِلَافِ عَقْرَبَ فَإِنَّهُ إِذَا صُغِّرَ يُقَالُ عُقَيْرِبٌ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ التَّاءِ لِأَنَّ الْحَرْفَ الرَّابِعَ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَعَقْرَبُ إِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ اِمْتَنَعَ صَرْفُهُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ الْحُكْمِيِّ ـ

সহজ তরজমা

শাব্দিক تانيث (স্ত্রীলিঙ্গ) যা ت বর্ণ দ্বারা অর্জিত হয়, আলিফ দ্বারা নয়। কেননা আলিফ দ্বারা تانيث এর (গায়রে মুনসারিফ হওয়ার) জন্য কোনো শর্ত নেই। গায়রে মুনসারিফ হওয়ার জন্য তার শর্ত হল علم তথা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ বোধক ইসমটির علم হওয়া শর্ত, যাতে করে تانيث-টি আবশ্যকীয় হয়ে যায়। কেননা اعلام তথা নামবাচক বিশেষ্যসমূহ যথাসম্ভব পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং এ কারণে যে, علم হওয়াটা وضع ثانى বা দ্বিতীয় গঠন হয়ে থাকে। আর যে অক্ষরের উপর শব্দের وضع বা গঠন হয় তা থেকে শব্দ (যথাসম্ভব) পৃথক হয় না। আর تانيث معنوى বা অর্থগত স্ত্রীলিঙ্গও অনুরূপই। অর্থাৎ علميت শর্ত হওয়ার ব্যাপারে তানীছে মা'নাবী ت যোগে তানিছে লফযীর মতোই। তবে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, ت যোগে تانيث لفظى-র মধ্যে علميت শর্ত হয়েছে গায়রে মুনসারিফ আবশ্যক হওয়ার জন্য এবং تانيث معنوى-র মধ্যে শর্ত হয়েছে গায়রে মুনসারিফ জায়েয হওয়ার জন্য। আর (تانيث معنوى-র মধ্যে) গায়রে মুনসারিফ আবশ্যক হওয়ার জন্য অন্য শর্ত জরুরি রয়েছে। যেরূপ মুসান্নিফ তার প্রতি তাঁর উক্তিটি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। আর তার প্রতি ক্রিয়া আবশ্যক হওয়ার শর্ত হল অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফে تانيث معنوى-র প্রতিক্রিয়া ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল তিনটি বস্তু হতে যে কোনো একটি। ১. তিনের অধিক হওয়া অর্থাৎ শব্দের অক্ষর তিনের অধিক হওয়া। যেমন : زينب। ২. অথবা মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া তার তিন অক্ষরের মধ্য থেকে। যেমন : سقر। ৩. অথবা عجمه (অনারবি) হওয়া। যেমন : ماه - جور। আর تانيث معنوى-র প্রতিক্রিয়া ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি হওয়া এ জন্য শর্ত করা হয়েছে, যাতে (গায়রে মুনসারিফ হওয়ার মতো) কালিমা তিন বস্তুর যে কোনো একটির কারণে সেই সহজতা থেকে বেরিয়ে যায়। যার অবস্থা হল, দুই সববের একটির জটিলতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে تانيث معنوى-র প্রতিক্রিয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দু'টির জটিলতা তো স্পষ্ট। তেমনিভাবে عجمه-ও। কেননা অনারবি ভাষা জটিল। সুতরাং সুতরাং هند কে মুনসারিফ পড়া জায়েয, تانيث معنوى-র প্রতিক্রিয়া আবশ্যক হওয়ার শর্ত তথা বস্তু তিনটির যে কোনো একটি না হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে এবং এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়াও জায়েয তাতে দু'টি সবব বিদ্যমান থাকার প্রতি

লক্ষ্য করে। আর زينب এবং سقر দোযখের একটি স্তরের নাম হওয়াবস্থায়, আর ماه ও جور দুটি শহরের নাম হওয়াবস্থায় মুনসারিফ পড়া নিষিদ্ধ তথা গায়রে মুনসারিফ পড়তে হবে।

زينب-র মুনসারিফ হওয়ার নিষিদ্ধতা তো علم এবং تانيث معنوى-এর কারণে, যেটি তার প্রতিক্রিয়া ওয়াজিব হওয়ার শর্তের সাথে রয়েছে। আর তা হচ্ছে তিনাক্ষরের অধিক হওয়া। আর سقر শব্দটি علميت এবং تانيث معنوى-এর কারণে, যেটি তার প্রতিক্রিয়া আবশ্যক হওয়ার শর্তের সাথে রয়েছে। আর তা হচ্ছে মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া। আর ماه ও جور শব্দ علميت এবং تانيث معنوى-এর কারণে যেটি তার প্রতিক্রিয়া আবশ্যক হওয়ার শর্তের সাথে আর সেটা হচ্ছে অনারবি হওয়া। এরপর যদি এর সাথে তথা مؤنث معنوى-এর সাথে مذكره বা পুংলিঙ্গের নাম রেখে দেওয়া হয়, তখন এর তথা গায়রে মুনসারিফের সববের জন্য শর্ত কেবল তিনাক্ষরের অধিক হওয়া। কেননা চতুর্থ অক্ষর যেটি تاء تانيث এর হুকুমে রয়েছে তার স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং قدم তার জিনসি অর্থের প্রেক্ষিতে مؤنث سماعى যখন তার সাথে কোনো পুরুষের নাম রাখা হবে ,তখন মুনসারিফ হবে। কেননা تانيث اصلى পুরুষের নাম হওয়ার কারণে তার কোনো স্থলাভিষিক্ত না রেখে বিদূরিত হয়ে গেছে। আর একা علميت মুনসারিফ হওয়াকে রুখতে পারে না। আর عقرب (বিচ্ছু) তার জিনসি অর্থের প্রেক্ষিতে مؤنث سماعى যখন তার সাথে কোনো পুরুষের নাম রেখে দেওয়া হবে, তখন মুনসারিফ পড়া জায়েয হবে না। কেননা تانيث যদিও পুংলিঙ্গের নাম হওয়ার কারণে বিদূরিত হয়ে গেছে বটে, তবে চতুর্থাক্ষর তার স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। দলীল হল, যখন قدم এর তাসগীর করা হয় তখন উহ্য تا-টি প্রকাশিত হয়ে যায়, যেরূপ তাসগীরের নিয়ম এর দাবি রাখে। যেমন : বলা হয়, قديمة। عقرب এর বিপরীত। যখন তার তাসগীর করা হয়, তখন বলা হয়– عقيرب - تا প্রকাশ না করে। কেননা عقرب-এর চতুর্থাক্ষর تا-র স্থলাভিষিক্ত (তাই تا ফিরে আসে না) সুতরাং عقرب এর সাথে যখন কোনো পুরুষের নাম রেখে দেওয়া হবে, তখন তাকে علميت এবং تانيث حكمى-র কারণে মুনসারিফ পড়া জায়েয হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ : تانيث দুই প্রকার : لفظى ও معنوى। এরপর تانيث لفظى আবার দু'প্রকার : تانيث لفظى بالتاء এবং تانيث لفظى بالالف المقصوره والممدوده। تانيث এর এসব প্রকার গায়রে মুনসারিফের সবব হয়ে থাকে। যে تانيث-টি الف مقصوره ও ممدوده দ্বারা অর্জিত হয়, সেটির গায়রে মুনসারিফ হওয়ার জন্য কোনো রকম শর্ত নেই। تانيث لفظى بالتاء এবং تانيث معنوى গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে। তবে এ দু'টি শর্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ জন্য এগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। تانيث بالتاء-র জন্য শর্ত হল علم বা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া, চাই পুংলিঙ্গের হোক, যেমন : طلحة এটি পুরুষের নাম। অথবা স্ত্রী লিঙ্গের হোক, যেমন : فاطمة। علميت এ জন্য শর্ত হয়েছে যে, কোনো শব্দ যখন علم হয়ে যাবে, তখন তার মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন হতে পারে না এবং تانيث আবশ্যকীয় হয়ে যাবে, দূর হতে পারবে না। তা ছাড়া علميت শব্দের জন্য وضع لانى বা দ্বিতীয় গঠনের পর্যায় রাখে। আর وضع বা গঠনের সময় যে সব অক্ষর থাকে, সেগুলো অক্ষুণ্ন থাকে; তাতে পরিবর্তন হয় না। এভাবে تانيث এর মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে, যার ফলে এটি গায়রে মুনসারিফের সবব হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَالْمَعْنَوِيُّ كَذٰلِكَ : অর্থাৎ যেভাবে تانيث لفظى بالتاء র মধ্যে علميت শর্ত, তেমনিভাবে تانيث

معنوى-র মধ্যেও علميت শর্ত। তবে উভয়টার মধ্যে পার্থক্য হল, تانيث لفظى-র মধ্যে গায়রে মুনসারিফ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, আর تانيث معنى-র মধ্যে জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত। যদি تانيث بالتاء-র সাথে علميت পাওয়া যায়, তা হলে তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া আবশ্যক, আর تانيث معنوى-র সাথে পাওয়া গেলে গায়রে মুনসারিফ পড়া জায়েয, ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ : وَشَرْطُ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِهِ الخ : এই মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, تانيث معنوى-র সাথে যদি علميت পাওয়া যায় তবে তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া জায়েয; ওয়াজিব নয়। এবারে মুসান্নিফ তার ওয়াজিব হওয়ার শর্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ تانيث معنوى-র ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল, على بسبيل ملع الخلو তিন বস্তুর মধ্য হতে যে কোনো একটি হওয়া উচিত। আর তা হচ্ছে, ১. তিনাক্ষরের অধিক হওয়া। ২. মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া। ৩. عجمه বা অনারবি হওয়া। এ বিষয়গুলো এমন যার ফলে শব্দের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এ জটিলতাই গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার কারণ হবে। তিনাক্ষরের অধিক হওয়া এবং মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়ার জটিলতা তো স্পষ্ট। কারণ, তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ তিনাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের অপেক্ষা জটিল। তেমনিভাবে মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট শব্দ মধ্যাক্ষর সাকিন বিশিষ্ট শব্দের তুলনায় জটিল। عجمه তে জটিলতার কারণ, প্রত্যেক ভাষাভাষীদের উপর অন্য ভাষার শব্দ জটিল ও কঠিন হয়ে থাকে, এ জন্য আরবদের কাছেও অনারবী ভাষার শব্দ কঠিন হবে। যদি এ তিনটি বস্তুর কোনোটি না হয়, তা হলে শব্দ তিনাক্ষর বিশিষ্ট, মধ্যাক্ষর সাকিন বিশিষ্ট অথবা আরবী হবে, যার ফলে সহজতা অর্জন হবে, যেটি গায়রে মুনসারিফের সবব হতে প্রতিবন্ধক হবে।

قَوْلُهُ : فَهِنْدٌ يَجُوْزُ صَرْفُهُ : এর দ্বারা উল্লেখিত শর্তসমূহের শাখা বের করছেন। অর্থাৎ هند এর মধ্যে গায়রে মুনসারিফ জায়েয হওয়ার শর্ত পাওয়া যাচ্ছে। যথা– تانيث ও علميت । এ জন্য তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া জায়েয এবং ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া যাচ্ছে না, এ জন্য গায়রে মুনসারিফ পড়া ওয়াজিব নয়। আর زينب - سقر - ماه - جور এর মধ্যে জায়েয হওয়ার শর্ত তথা تانيث ও علميت এর সাথে ওয়াজিব হওয়ার শর্তও পাওয়া যাচ্ছে, এ জন্য এগুলোকে গায়রে মুনসারিফ পড়া ওয়াজিব। زينب-র মধ্যে তিনোক্ষরের অধিক হয়েছে, سقر-র মধ্যে মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হয়েছে এবং ماه ও جور অনাবরী হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَإِنْ سُمِّىَ بِهِ مُذَكَّرٌ : এ কথা তো জানাই আছে যে, تانيث দু'প্রকার : تانيث لفظى এবং تانيث معنوى। এরপর تانيث এর আরো দু'টি প্রকার রয়েছে, আলিমে মাকসূরা ও আলিফে মামদূদা যোগে تانيث। এ দুটি শর্তহীনভাবে গায়রে মুনসারিফের সবব। প্রত্যেক تانيث بالتاء র মধ্যে علم হওয়ার শর্ত রয়েছে, চাই পুংলিঙ্গের علم হোক অথবা স্ত্রীলিঙ্গের علم হোক; দু'অবস্থাতে এটি গায়রে মুনসারিফের সবব থাকবে। কেননা এতে স্ত্রীলিঙ্গের আলামত শব্দের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। শারেহ রহ. উল্লেখিত ইবারতটি দ্বারা বলতে চাচ্ছেন, যদি تانيث معنوى-র সাথে পুংলিঙ্গের নাম রেখে দেওয়া হয়, তা হলে সেটির গায়রে মুনসারিফের সববের জন্য শর্ত হল হয়তো তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হতে হবে; মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া কিংবা তো عجمه বা অনারবী হওয়া যথেষ্ট নয়। কেননা তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট শব্দে যে অক্ষরটি চতুর্থ হবে সেটি تانيث এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। যার ফলে حكما তার تانيث টি বাকি থাকবে। আর মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট ও অনারবীর মধ্যে এমন কোনো সুরত নেই, যার দরুন তানিছে হুকমীর বিদ্যমানতার হুকুম লাগানো যাবে।

اَلْمَعْرِفَةُ اَيِ التَّعْرِيْفُ لِاَنَّ سَبَبَ مَنْعِ الصَّرْفِ هُوَ وَصْفُ التَّعْرِيْفِ لَا ذَاتُ الْمَعْرِفَةِ شَرْطُهَا اَىْ شَرْطُ تَاثِيْرِهَا فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ اَنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّةً اَىْ كَوْنُ هٰذَا النَّوْعِ مِنْ جِنْسِ التَّعْرِيْفِ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْيَاءُ مَصْدَرِيَّةً اَوْ مَنْسُوْبَةً اِلَى الْعَلَمِ بِاَنْ تَكُوْنَ حَاصِلَةً فِىْ ضِمْنِهِ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْيَاءُ لِلنِّسْبَةِ وَاِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوْطَةً بِالْعَلَمِيَّةِ لِاَنَّ تَعْرِيْفَ الْمُضْمَرَاتِ وَالْمُبْهَمَاتِ لَا يُوْجَدُ اِلَّا فِى الْمَبْنِيَّاتِ وَمَنْعُ الصَّرْفِ مِنْ اَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ وَالتَّعْرِيْفَاتُ بِاللَّامِ اَوِ الْاِضَافَةِ يَجْعَلُ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ مُنْصَرِفًا كَمَا سَيَجِئُ فَلَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ سَبَبًا لِمَنْعِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا التَّعْرِيْفُ الْعَلَمِيُّ وَاِنَّمَا جُعِلَ الْمَعْرِفَةُ سَبَبًا وَالْعَلَمِيَّةُ شَرْطَهَا وَلَمْ يُجْعَلِ الْعَلَمِيَّةُ سَبَبًا كَمَا جَعَلَ الْبَعْضُ لِاَنَّ فَرْعِيَّةَ التَّعْرِيْفِ لِلتَّنْكِيْرِ اَظْهَرُ مِنْ فَرْعِيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ لَهٗ ـ

সহজ তরজমা

مَعْرِفَه তথা تَعْرِيْف । কেননা গায়রে মুনসারিফের সবব হচ্ছে وصف تعريف - ذات معرفه নয়। তার শর্ত হল অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফে তার প্রতিক্রিয়ার শর্ত হল علم হওয়া। অর্থাৎ এ প্রকারটি (معرفه) জিনসে (علم) تعريف থেকে হওয়া শর্ত। এ ভিত্তিতে যে, علميت শব্দটির মধ্যে يا বর্ণটি হয় তো মাসদারী অথবা علم এর দিকে সম্পৃক্ত হবে এ হিসেবে যে, معرفه-টি علم-এর ভিতরে অর্জিত হবে يا টি নিসবতের জন্য হওয়ার ভিত্তিতে। আর معرفه কে علم হওয়ার সাথে শর্ত লাগানো হয়েছে। কেননা যমীরসমূহ এবং ইসমে মাওসূল ও ইসমে ইশারার মা'রিফা হওয়ার বিষয়টি مبنيات এর মধ্যেই পাওয়া যায়। আর গায়রে মুনসারিফ হওয়াটা معربات এর হুকুমসমূহের মধ্য থেকে। আর লাম যোগে এবং ইযাফত যোগের تعريف গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ বানিয়ে দেয়, যেরূপ তার আলোচনা অচিরেই আসবে। সুতরাং লামযোগে এবং ইযাফত যোগের تعريف-টি গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়াটা কল্পনা করা যায় না। তাই সমূহ মা'রিফার মধ্য থেকে علمى تعريف-ই বাকি রয়ে গেল। আর মুসান্নিফ রহ. معرفه কে সবব এবং علميت কে তার শর্ত সাব্যস্ত করেছেন এবং শুধু علميت কে সবব সাব্যস্ত করেন নি, যেরূপ কেউ কেউ করেছেন। তার কারণ হল, تنكير تعريف এর শাখা হওয়ার বিষয়টি علميت - تنكير এর শাখা হওয়ার তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট।

১৭৮ নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فَقَدَمٌ مُنْصَرِفٌ الخ : এর দ্বারা পূর্বে যে শর্তটি বর্ণনা করা হয়েছে, তার উপর শাখা বের করা হচ্ছে যে, যদি تانيث معنوى-র সাথে কোনো পুংলিঙ্গের নাম রেখে দেওয়া হয়, তা হলে তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়ার জন্য জরুরি হল তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হওয়া। আর এ শর্তটি قدم এর মধ্যে পাওয় যাচ্ছে না। তাই এটি মুনসারিফ এবং عقرب এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, তাই এটি গায়রে মুনসারিফ। রয়ে গেল, তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হওয়াবস্থায় চতুর্থ অক্ষর যে تانيث এর স্থলাভিষিক্ত এর দলীল কি? এর দলীল

হল, তাসগীরের অবস্থায় বিলুপ্ত হরফে আসলী ফিরে আসে। যদি হরফে আসলীসমূহের কোনো হরফ ফিরে না আসে, তা হলে বুঝা যাবে, এর কোনো স্থলাভিষিক্ত রয়েছে যার কারণে হরফে আসলীটি ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। এ নিয়মের ভিত্তিতে যখন আমরা দেখতে পেলাম যে, قدم এর তাসগীর আসে قديمة এবং عقرب এর عقيرب , এতে বুঝা যাচ্ছে قدم এর মধ্যে এমন কোনো হরফ নেই। যেটি تاء تانيث এর স্থলাভিষিক্ত হবে, অন্যথায় তাসগীরের মধ্যে تا আসত না। পক্ষান্তরে عقرب এর মধ্যে স্থলাভিষিক্ত রয়েছে, যার কারণে عقيرب এর মধ্যে তাসগীরের সময় تاء تانيث আনার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْمَعْرِفَةُ اَيِ التَّعْرِيْفُ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হল, معرفة তো হচ্ছে ذات বা সত্তা, আর গায়রে মুনসারিফের সববসমূহ اوصاف এর মধ্য থেকে। শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, معرفة দ্বারা تعريف (নির্দিষ্টকরণ) উদ্দেশ্য, আর এটি ওয়াসফ তথা বিশেষণ, সত্তা নয়।

قَوْلُهُ : شَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّةً : মুসান্নিফের এই ইবারতটির উপর প্রশ্ন হয় যে, ان تكون র মধ্যে ان ناصبه টি মাসদারী যার কারণে تكون - كون এর অর্থে হবে এবং علميت এর মধ্যেও يا-টি মাসদারী, তাকেও كون এর তা'বীলে করা যাবে। এবারে ইবারতটির স্বরূপ হবে شرطها كونها كونها علما। এতে كون বারংবার হয়েছে, যা ঠিক নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়, যখন এর তা'বীল হল كونها علما এর সাথে, তবে তো এতে علما শব্দটি كون এর খবর হল; যার হামল তার ইসমের উপর জরুরি। আর كون এর ইসম হচ্ছে যমীর যেটি معرفة-র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর معرفة কে تعريف এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। যেরূপ শারেহ المعرفة-র পর اى التعريف দ্বারা একে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর تعريف হচ্ছে وصف যার উপর علما - ذات এর হামল হতে পারে না। শারেহ উভয় প্রশ্নের জবাব : اى كون هذا النوع عن جنس التعريف দ্বারা দিয়েছেন। জবাবটির বিবরণ হল, علميت-এর তা'বীল করা হয়েছে هذا النوع এর সাথে। যার মর্ম হচ্ছে, معرفة গায়রে মুনসারিফের সবব ওই সময় হবে, যখন তার সাত প্রকারের মধ্য থেকে علم এ প্রকারটি পাওয়া যাবে, অন্যান্য প্রকার গায়রে মুনসারিফের সবব হতে পারে না যার তাফসীল অচিরেই এসে যাবে। আর যখন এর তা'বীল هذا النوع এর সাথে করা হল, তবে তো كون এর ইসমের উপর হামল বা প্রয়োগ ঠিক হয়ে গেল এবং كون এর পুনরাবৃত্তিও লাযিম আসবে না। দ্বিতীয় জবাব দিয়েছেন– او منسوبة الى العلم দ্বারা। যার বিবরণ হল, আমরা এ কথা সমর্থন করি না যে, يا-টি মাসদারী এবং يا-টি নিসবতের জন্য এসেছে। এমতাবস্থায় ইবারতের স্বরূপ হবে : شرطها كونها منسوبة الى العلم। এ সুরতেও كون এর পুনরাবৃত্তি হয় না আর منسوبة এর হামলও كون এর ইসমের শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا جُعِلَتْ الخ : এখান থেকে শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন, معرفة -র জন্য علم হওয়াকে কোনো শর্ত লাগানো হল, মা'রিফার অন্যান্য প্রকারসমূহের গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য নেই কেন? এর কারণ শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন, معرفة-র বাকি যে সকল প্রকার রয়েছে, তন্মধ্যে তিনটি প্রকার : তথা ১. مضمرات ২ اسماء اشاره ৩. اسماء موصوله (তো মাবনী। তাই এ গুলো গায়রে মুনসারিফের সবব হতে পারে না। কেননা গায়রে মুনসারিফ হচ্ছে মু'রাব। আর মু'রাব ও মাবনীর মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে; একটি বস্তু তার বিপরীতের সবব হতে পারে কেমন করে? আর মা'রিফার দু'টি প্রকার তথা معرف باللام

اَلْعُجْمَةُ وَهِىَ كَوْنُ اللَّفْظِ مِمَّا وَضَعَهُ غَيْرُ الْعَرَبِ وَلِتَاثِيْرِهَا فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ شَرْطَانِ **شَرْطُهَا** اَلْاَوَّلُ **اَنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّةً** اَىْ مَنْسُوْبَةً اِلَى الْعَلَمِ **فِى اللُّغَةِ الْعُجْمِيَّةِ** بِاَنْ تَكُوْنَ مُتَحَقِّقَةً فِىْ ضِمْنِ الْعَلَمِ فِى الْعَجَمِ حَقِيْقَةً كَاِبْرَاهِيْمَ اَوْ حُكْمًا بِاَنْ يَنْقُلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ اِلَى الْعَلَمِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيْهِ قَبْلَ النَّقْلِ كَقَالُوْن فَاِنَّهُ كَانَ فِى الْعَجَمِ اِسْمَ جِنْسٍ سُمِّىَ بِهِ اَحَدُ رُوَاةِ الْقُرَّاءِ لِجَوْدَةِ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَّتَصَرَّفَ فِيْهِ الْعَرَبُ فَكَاَنَّهُ كَانَ عَلَمًا فِى الْعُجْمَةِ وَاِنَّمَا جُعِلَتْ شَرْطًا لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيْهَا الْعَرَبُ مِثْلَ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِىْ كَلَامِهِمْ فَتَضْعُفُ فِيْهِ الْعُجْمَةُ فَلَا تَصْلُحُ سَبَبًا لِمَنْعِ الصَّرْفِ فَعَلٰى هٰذَا الْوَسْمِىَ بِمِثْلِ لِجَامٍ لَايَمْتَنِعُ صَرْفُهُ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ فِى الْعُجْمَةِ وَشَرْطُهَا الثَّانِىْ اَحَدُ الْاَمْرَيْنِ تَحَرُّكُ الْحَرْفِ **الْاَوْسَطِ اَوِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ** اَىْ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَحْرُفٍ لِئَلَّا يُعَارِضَ الْخِفَّةُ اَحَدَ السَّبَبَيْنِ **فَنُوْحٌ مُنْصَرِفٌ** هٰذَا تَفْرِيْعٌ بِالنَّظَرِ اِلَى الشَّرْطِ الثَّانِىْ فَانْصِرَافُ نُوْحٍ اِنَّمَا هُوَ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الثَّانِىْ وَهٰذَا اِخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ لِاَنَّ الْعُجْمَةَ سَبَبٌ ضَعِيْفٌ لِاَنَّهُ اَمْرٌ مَعْنَوِىٌّ فَلَا يَجُوْزُ اِعْتِبَارُهَا مَعَ سُكُوْنِ الْاَوْسَطِ وَاَمَّا التَّانِيْثُ فَاِنَّ لَهُ عَلَامَةً مُقَدَّرَةً تَظْهَرُ فِىْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فَلَهُ نَوْعُ قُوَّةٍ فَجَازَ اَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ سُكُوْنِ الْاَوْسَطِ وَاَنْ لَا يُعْتَبَرَ فَاِنْ قُلْتَ قَدِ اعْتُبِرَتِ الْعُجْمَةُ فِىْ مَاه وَجُوْر مَعَ سُكُوْنِ الْاَوْسَطِ فِيْمَا سَبَقَ فَلِمَ لَمْ تُعْتَبَرْ هٰهُنَا قُلْنَا اِعْتِبَارُهَا فِيْمَا سَبَقَ اِنَّمَا هُوَ لِتَقْوِيَتِهِ سَبَبَيْنِ اٰخَرَيْنِ لِئَلَّا يُقَاوِمَ سُكُوْنُ الْاَوْسَطِ اَحَدَهُمَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِعْتِبَارِهَا لِتَقْوِيَةِ سَبَبٍ اٰخَرَ اِعْتِبَارُ سَبَبِيَّتِهَا بِالْاِسْتِقْلَالِ **وَشَتَرُ** وَهُوَ اِسْمُ حِصْنٍ بِدِيَارِ بَكْرٍ **وَاِبْرَاهِيْمُ مُمْتَنِعٌ** صَرْفُهُمَا لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ الثَّانِىْ فِيْهِمَا فَاِنَّ فِىْ شَتَرِ تَحَرُّكَ الْاَوْسَطِ وَفِىْ اِبْرَاهِيْمَ اَلزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلٰثَةِ وَاِنَّمَا خَصَّ التَّفْرِيْعَ بِالشَّرْطِ الثَّانِىْ لِاَنَّ غَرَضَهُ التَّنْبِيْهُ عَلٰى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَهُ مِنِ انْصِرَافِ نَحْوِ نُوْحٍ وَلِهٰذَا قَدَّمَ انْصِرَافَهُ مَعَ اَنَّهُ مُتَفَرِّعٌ عَلَى انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الثَّانِىْ وَالْاَوْلٰى تَقْدِيْمُ مَا هُوَ مُتَفَرِّعٌ عَلٰى وُجُوْدِهِ كَمَا لَا يَخْفٰى

وَاعْلَمْ اَنَّ اَسْمَاءَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُمْتَنِعَةٌ عَنِ الصَّرْفِ اِلَّا سِتَّةٌ مُحَمَّدٌ وَصَالِحٌ وَشُعَيْبٌ وَهُوْدٌ لِكَوْنِهَا عَرَبِيَّةً وَنُوْحٌ وَلُوْطٌ لِخِفَّتِهِمَا وَقِيْلَ اِنَّ هُوْدًا كَنُوْحٍ لِاَنَّ سِيْبَوَيْهِ قَرَنَهُ مَعَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يُقَالُ مِنْ اَنَّ الْعَرَبَ مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَمَنْ كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَهُوْدٌ قَبْلَ اِسْمٰعِيْلَ فِيْمَا يُذْكَرُ فَكَانَ كَنُوْحٍ ـ

সহজ তরজমা

عُجْمَةٌ আর عُجْمَه হল শব্দ অনারবিদের রচিত শব্দাবলীর মধ্য থেকে হওয়া। আর গায়রে মুনসারি হওয়ার ক্ষেত্রে عجمه-র প্রতিক্রিয়ার দু'টি শর্ত রয়েছে। তার প্রথম শর্ত হল عَلَم হওয়া তথা علم এর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া অনারবি ভাষাতে। এভাবে যে, عُجْمَه-টি অনারবি ভাষায় علم এর ভিতরে حقيقة বিদ্যমান হবে। যেমন : ابراهيم অথবা حكما বিদ্যমান হবে, এভাবে আরবগণ তাতে নকলের পূর্বে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা ব্যতীত অনারবি ভাষা থেকে علم এর দিকে স্থানান্তরিত করে দেওয়া। যেমন : قالون। কেননা এটি অনারবি রোমানভাষায় (ইত্তম অর্থে) ইসমে জিন্স ছিল। এরপর আরবরেদ হস্তক্ষেপের পূর্বে কেরাতের উত্তমতার কারণে কারীগণের এক রাবীর নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। যেন এটি অনারবি ভাষাতেই علم ছিল। আর علم হওয়াকে عجمه-র জন্য শর্ত লাগানো হয়েছে। যাতে আরবি তাতে হস্তক্ষেপ না করে যে ভাবে তারা নিজেদের ভাষায় করে থাকে। ফলে এ হস্তক্ষেপ দ্বারা এ ইসমটিতে عجمه দুর্বল হয়ে যাবে এবং সেটি গায়রে মুনাসারিফ হওয়ার যোগ্যতা রাখবে না। সুতরাং এর ভিত্তিতে যদি لجام এর মতো শব্দের সাথে কোনো পুরুষের নাম রেখে দেওয়া হয়, তা হলে তার মুনসারিফ হওয়াটা নিষিদ্ধ হবে না অনারবি ভাষাতে علم না হওয়ার কারণে। আর তার দ্বিতীয় শর্ত হল দু'টি বস্তুর যে কোনো একটি হওয়া তথা মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া অথবা তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হওয়া। যাতে সহজতার বিরোধী দুই সববের কোনো একটি না হয়। সুতরাং نُوْح মুনসারিফ। এটা দ্বিতীয় শর্তের প্রেক্ষিতে শাখা বের করা হচ্ছে। অতএব, نوح-এর মুনসারিফ হওয়াটা দ্বিতীয় শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হয়েছে আর এটা হচ্ছে মুসান্নিফের পছন্দনীয় মাযহাব। কারণ, عجمه হচ্ছে দুর্বল সবব। কেননা এটি একটি معنوى বা অবাহ্যিক বিষয়। তাই মধ্যাক্ষর সাকিনের সাথে এর কোনো ধর্তব্য হবে না। রইল تانيث معنوى-র কথা; তার জন্য তো একপ্রকার শক্তি রয়েছে, তাই মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়ার সাথে তার এ'তেবার করা এবং না করা উভয়টা জায়েয রয়েছে। এরপর যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, ইতঃপূর্বে جور ও ماه এর মধ্যে মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়া সত্ত্বেও عجمه-র গণ্য করা হয়েছে, তা হলে এখানে نوح এর মধ্যে عجمه-র গণ্য করা হল না কেন? আমরা এর জবাবে বলব, পূর্বের (جور ও ماه) মধ্যে عدمه-র গণ্য করা হয়েছিল, অন্য দুটি সবব (علميت ও تانيث) কে শক্তিশালী করার জন্য। যাতে মধ্যাক্ষরের সাকিন হওয়াটা দুই সববের একটির বিরোধী ও প্রতিবন্ধক না হয়। সুতরাং অন্য সববকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে عجمه এ'তেবার করার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে عجمه কে সবব এ'তেবার করা লাযিম আসে না। আর شتر এটি বকর নগরীর একটি দুর্গের নাম এবং اِبْرَاهِيْم এ দুটিকে মুনসারিফ পড়া নিষিদ্ধ। কারণ এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয় শর্তটি বিদ্যমান রয়েছে। কেননা شتر এর মধ্যে মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট রয়েছে এবং ابراهيم-র মধ্যে তিনাক্ষরের অধিক রয়েছে। আর تقريع কে দ্বিতীয় শর্তটির সাথে খাস করেছেন। কারণ, মুসান্নিফের উদ্দেশ্য হল তাঁর মতে যদি হক তথা نوح এর মুনসারিফ হওয়া সে বিষয়টির প্রতি সতর্ক করা। এ জন্যই তিনি এটির

মুনসারিফ হওয়াকে পূর্বে উল্লেখ করেছেন, অথচ نُوح এর মুনসারিফ হওয়াটা দ্বিতীয় শর্তটির অবর্তমানের উপর নির্গত। অথচ উত্তম ছিল ওই বস্তুকে পূর্বে উল্লেখ করা, যা শর্ত বর্তমানের উপর নির্গত। (কারণ, বর্তমান অবর্তমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) যা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। জেনে রাখা আবশ্যক যে, ছয়জন ব্যতীত সমস্ত নবীর নাম গায়রে মুনসারিফ। (সেই ছয়টি নাম হল :) ১. مُحَمَّد ২. صَالِح ৩. شُعَيْب ৪. هُوْد কারণ, এই নামগুলো আরবি। (আর شُعَيْب ও نُوح এর ওজনে এবং شُعَيْب - نُوح এর মতো মধ্যাক্ষর সাকিন বিশিষ্ট হওয়ার কারণে عُزَيْر شُعَيْب এর হুকুমেই এসে গেছে। সুতরাং ছয় নামের মধ্যে সীমাবদ্ধতা সঠিক রয়েছে।) আর ৫. نُوح ও ৬. لُوْط এ দুটি সহজ হওয়ার কারণে। কথিত আছে, هُوْد শব্দটি نُوح এর মতো (মুনসারিফ)। কেননা ইমাম সীবওয়াইহ هُوْد কে نُوح এর সাথে সংযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। আর এটি ওই কথার সমর্থন করে যা বর্ণিত আছে যে, আরবগণ হযরত ইসমাঈল আ.-এর বংশধর থেকে; কিন্তু যারা ইসমাঈলের পূর্বেকার তারা আরবি নন। আর ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী هُوْد ইসমাঈলের পূর্বেকার নবী। সুতরাং هُوْد - نُوح এর মতো হল।

১৮২নং পৃষ্ঠার দাশরীহ

এবং معرف بالاضافة গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ অথবা মুনসারিফের হুকুমের মধ্যে করে দেয়। তাই এ দুটিও গায়রে মুনসারিফের সবব হতে পারে না। এতে বুঝা যাচ্ছে, মা'রিফার প্রকারাদির মধ্য থেকে শুধু علم-ই এরূপ, যেটি গায়রে মুনসারিফের সবব হতে পারে।

قَوْلُهُ : اِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا الخ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, معرفة-র প্রকারাদির মধ্য থেকে যেহেতু কেবল علم-ই গায়রে মুনসারিফের সবব, তা হলে মুনসারিফের এত দীর্ঘ করার প্রয়োজন কি ছিল? প্রথম থেকেই বলে দিতেন যে, গায়রে মুনসারিফের সববসমূহের মধ্য থেকে একটি সবব হল علم। শারেহ রহ. এর যে জবাব দিচ্ছেন, তার সারকথা হল, গায়রে মুনসারিফের যত সবব রয়েছে, সবক'টাই নির্ভরশীল হয়েছে فرعيت তথা শাখা হওয়ার ওপর। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সববের কোনো না কোনো আসল রয়েছে। এ সববটি তারই فرع বা শাখা। এখানে, معرفة যেটি গায়রে মুনসারিফের সবব, এটি نكره-র فرع কথাটি অধিক স্পষ্ট علم নাকিরার فرع বলার চেয়ে। এ জন্য মুসান্নিফ রহ. معرفة কে গায়রে মুনসারিফের সবব এবং علم কে তার শর্ত বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْعُجْمَةُ وَهِىَ كَوْنُ اللَّفْظِ : এটিও একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, عجمه হল ذات বা সত্তা। আর গায়রে মুনসারিফের যত সবব রয়েছে, সবই وصف বা বিশেষণ। এর জবাব দিচ্ছেন শারেহ রহ. وهى كون الفظ দ্বারা। যার সারকথা হল, كون এর তা'বীলের পর এটি وصف হয়ে গেছে, ذات থাকে নি।

قَوْلُهُ : وَلِتَاثِيْرِهَا فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ : এ ইবারতটি এনে শারেহ রহ. একথা বলে দিয়েছেন যে, সামনে যে শর্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তা عجمه -র অস্তিত্বের জন্য নয় বরং গায়রে মুনসারিফের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার জন্য।

قَوْلُهُ : شَرْطَانِ : عجمه গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হল, এটি لغت عجم বা অনারবি ভাষায় কারো علم বা নামবাচক বিশেষ্য হতে হবে। কেননা, অনারবি শব্দ আরবদের নিকট কঠিন হয়ে থাকে, তাই হতে পারে তারা সহজ করার জন্য কোনো পরিবর্তন করতে চাইবে। সুতরাং علم হওয়ার কারণে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না এবং শব্দের মধ্যে জটিলতা ও কাঠিন্য যথারীতি বাকি থাকবে। আর এই কাঠিন্যই কারণ হবে গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার। তবে علم এর মধ্যে ব্যাপকতা

রয়েছে। চাই حقيقة ই علم হোক। যেমন : ابراهيم। কারণ এটি অনারবি ভাষাতেও علم বা নামবাচক বিশেষ্য। অথবা حكما হোক। অর্থাৎ অনারবি ভাষায় তো علم ছিল, তবে যখন একে নকল করা হয়েছে তখন আহলে আরব এতে কোনো পরিবর্তন করে নি, তাই একেও حكما - علم বলা যাবে। যেমন : قالون অনারবি ভাষায় প্রত্যেক উত্তম বস্তুকে قالون বলা হয়, কিন্তু আরবিতে জনৈক কারীর নাম রেখে দেওয়া হয়েছে, তার কেরাত উত্তম হওয়ার কারণে। সুতরাং এটি যদিও অনারবির মধ্যে علم ছিল না, নকলের পর علم হয়েছে। তবে নকল করার সময় তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয় নি, তাই একেও حكما একেও علم বলা যাবে এবং এটিও গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। দ্বিতীয় শর্তটি দু'টি বিষয়ের মধ্যে আবর্তনশীল। ১. হয়তো মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হবে। ২. অথবা তিনাক্ষরের অধিক হবে। এ দুটি বিষয় এ রকম, যার কারণে শব্দ কঠিন হয়ে যায়। আর কাঠিন্যই গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

এ দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে যদি কোনো একটিও না পাওয়া যায়, তা হলে শব্দটি সহজ হবে আর সহজতা সবব হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। আর যখন গায়রে মুনসারিফের সবব পাওয়া যাবে না, তখন তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ : اَنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّتُهُ اَىْ مَنْسُوْبَةً اِلَى الْعَلَمِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, علميت এর মধ্যে يا-টি নিসবতের জন্য এসেছে, يا টি মাসদারী নয় যে, كون এর পুনরাবৃত্তি লাযিম আসবে। এর বিস্তারিত আলোচনা এর পূর্বে المعرفة شرطها ان تكون علمية অধীনে গত হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَعَلٰى هٰذَا الْوَسْمَىِ لِجَام : যেহেতু عجمه-র গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য একটি শর্ত হল যেটির অনারবি ভাষায় علم হওয়া। চাই حقيقة হোক অথবা حكما যেরূপ তার তাফসীল এই মাত্র অতিবাহিত হল। আর لجام এটি অনারবি ভাষার শব্দ, যেটি মূলত لگام (লাগাম) এটি علم নয় এবং আরবির দিকে যখন তাকে নকল করা হয়, তখন তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে, كاف কে جيم দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে, তাই এটাকে حكما ও علم বলা যেতে পারে না। সুতরাং এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া যাবে না।

قَوْلُهُ : فَنُوْحٌ مُنْصَرِفٌ : এটি দ্বিতীয় শর্ত অবর্তমানের উপর শাখা বের করা হচ্ছে। দ্বিতীয় শর্ত ছিল, মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট অথবা তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হতে হবে। আর نوح এর মধ্যে এ দুটি শর্তের কোনা একটিও নেই। এ জন্য এটি মুনসারিফ।

قَوْلُهُ : هٰذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ : আল্লামা যমখশরী প্রমুখ نوح-কে هند এর উপর তুলনা করে মুনসারিফ এবং গায়রে মুনসারিফ দুটাই পড়েছেন। পক্ষান্তরে মুসান্নিফের মতে نوح কে মুনসারিফ পড়া যাবে, গায়রে মুনসারিফ পড়া যাবে না। তার কারণ হলো এই যে, عجمه একটি امر معنوى। তথা অবাহ্যিক বিষয়, এর প্রতক্রিয়া শব্দে প্রকাশ হয় না, এ জন্য তার সবব হওয়ার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে– মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়ার সাথে তাকে গণ্য করা যেতে পারে না।

আর هند এর মধ্যে একটি সবব হচ্ছে علم যেটি শক্তিশালী সবব এবং দ্বিতীয় সববটি হল تانيث معنوى সেটি যদিও تانيث لفظى অপেক্ষা দুর্বল বটে, তবে কোনো কোনো অবস্থাতে এটি প্রকাশ হয়ে যায়, যেমন : তাসগীরের অবস্থায়। এ জন্য তার মধ্যে কিছু না কিছু শক্তি রয়েছে। তাই মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়ার সাথে

তাকে গণ্য করে নেওয়া হবে এবং তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়াও জায়েয হবে। সুতরাং نوح কে هند এর সাথে কিয়াস করাটা قياس مع الفارق হবে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ قُلْتَ قَدِ اعْتُبِرَتِ الْعُجْمَةُ الخ : প্রশ্ন হয়, আপনি বলেছেন, মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়ার সাথে عجمه কে গণ্য করা যাবে না, অথচ ماه ও جور ও তো মধ্যাক্ষর সাকিন বিশিষ্ট। তাতে তো عجمه গণ্য করা হয়েছে। তেমনিভাবে نوح এর মধ্যে মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়ার সাথে عجمه কে গণ্য করে তাকে গায়রে মুনসারিফ কেন পড়া হয় না? শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, ماه ও جور এর মধ্যে দুটি সবব পূর্ব থেকে বিদ্যমান রয়েছে– علم ও تانيث معنوى কিন্তু تانيث معنوىটি দুর্বল সবব। কেননা মধ্যাক্ষর সাকিন হওয়ার সহজতা তার প্রতিবন্ধক রয়েছে। এ জন্য তাকে শক্তিশালী করার জন্য عدمه কে গণ্য করে নেওয়া হয়েছে, যাতে تانيث معنوى এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, عجمه কে স্বতন্ত্র সবব সাব্যস্ত করা হয় নি। আর نوح এর মধ্যে عجمه-র এ'তেবার হলে তো স্বতন্ত্র সবব হওয়ার হিসেবে হত, কিন্তু মধ্যাক্ষর সাকিনের সাথে এটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সবব হতে পারে না। সুতরাং ماه এবং جور-র মধ্যে কোনো সববকে শক্তিশালী করণের জন্য মধ্যাক্ষর সাকিনের সাথে عجمه-র এ'তেবার করে নিলে এর দ্বারা এ কথা কোথায় লাযিম আসে যে, মধ্যাক্ষর সাকিনের সাথে তাকে স্বতন্ত্র সববও সাব্যস্ত করে দেওয়া যাবে? সুতরাং এ কিয়াসটি ঠিক নয়।

قَوْلُهُ : وَشَتَر وَ اِبْرَاهِيْمُ مُمْتَنِعٌ : এটি দ্বিতীয় শর্তের বর্তমানের উপর নির্গত শাখা। شتر-র মধ্যে মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হয়েছে এবং ابراهيم-র মধ্যে তিনাক্ষর অধিক বর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ : اِنَّمَا خَصَّ التَّفْرِيْعَ : শারেহ রহ. এর দ্বারা বলতে চাচ্ছেন, মুসান্নিফ রহ. বর্ণনা করেছেন, عجمه গায়রে মুনসারিফের সবব ওই সময় হতে পারে, যখন তার মধ্যে দু'টি শর্ত পাওয়া যাবে।

১. علم হওয়া। ২. মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট অথবা তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হওয়া। তবে تفريع বা শাখা বের করার সময় তিনি প্রথম শর্তের উপর কোনো শাখা বের করেন নি; দ্বিতীয় শর্তের উপর তাফরী করেছেন। প্রথমে শর্তটি না হওয়ার উপর, এরপর শর্তটি বিদ্যমান থাকার উপর শাখামূলক বিষয় বর্ণনা করেছেন। অথচ তারতিবের দাবি ছিল শর্ত বিদ্যমানতার উপর যে বিষয়টি নির্গত হয়, তাকে প্রথমে বর্ণনা করা এবং শর্ত বিদ্যমান না থাকার উপর যে বিষয়টি নির্গত হয়, তাকে পরে বর্ণনা করা। শারেহ রহ. এর কারণ বর্ণনা করেছেন, মুসান্নিফের উদ্দেশ্য এখানে শর্তসমূহের উপর শাখামূলক বিষয়াদি বের করা নয় বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল نوح এর মতো শব্দের মুনসারিফ হওয়ার বিষয়টিকে বর্ণনা করা। আর এটি নির্গত হয় দ্বিতীয় শর্ত না হওয়ার ওপর। এ জন্য এটাকে পূর্বে বর্ণনা করেছেন। আর যখন দ্বিতীয় শর্তের নেতিবাচক দিকটির উপর তাফরী' বর্ণনা করলেন, তাই তার ইতিবাচক দিকটার উপর যে বিষয়টি নির্গত হয় তা-ও বর্ণনা করে দিলেন, যাতে কমপক্ষে একটি শর্তের উভয় দিক এসে যায়।

قَوْلُهُ : اِعْلَمْ اَنَّ اَسْمَاءَ الْاَنْبِيَاءِ : শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন, নবীগণের নামসমূহের মধ্যে কতটি মুনসারিফ এবং কতটি নাম গায়রে মুনসারিফ। তিনি বলছেন : ছয়টি নাম মুনসারিফ এবং সমস্ত নাম গায়রে মুনসারিফ। ফার্সি ভাষায় জনৈক কবি এগুলোকে ছন্দাকারে বর্ণনা করেছেন। ছন্দটি হল এ :

گر ہمی خواہی کہ اسم ہر پیغمبرے + تاکدام است اے برادر نزد نحوی منصرف

صَالِح وہُوْد ومُحَمَّد باشُعَيْب ونُوْح ولُوْط + منصرف داں باقی ہمہ لاینصرف

اَلْجَمْعُ وَهُوَ سَبَبٌ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ **شَرْطُهُ** اَىْ شَرْطُ قِيَامِهِ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ **صِيغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ** وَهِىَ صِيغَةُ الَّتِىْ كَانَ اَوَّلُهَا مَفْتُوْحًا وَثَالِثُهَا اَلِفًا وَبَعْدَ الْاَلِفِ حَرْفَانِ اَوْ ثَلٰثَةٌ اَوْسَطُهَا سَاكِنٌ وَهِىَ الَّتِىْ لَا تَجْمَعُ جَمْعَ التَّكْسِيْرِ مَرَّةً اُخْرٰى وَلِهٰذَا سُمِّيَتْ صِيغَةَ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ لِاَنَّهَا جُمِعَتْ فِىْ بَعْضِ الصُّوَرِ مَرَّتَيْنِ تَكْسِيْرًا فَانْتَهٰى تَكْسِيْرُهَا الْمُغَيِّرُ لِلصِّيغَةِ فَاَمَّا جَمْعُ السَّلَامَةِ فَاِنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الصِّيغَةَ فَيَجُوْزُ اَنْ تُجْمَعَ جَمْعَ السَّلَامَةِ كَمَا تُجْمَعُ اَيَامِنُ جَمْعُ اَيْمَنُ عَلٰى اَيَامِنِيْنَ وَصَوَاحِبُ جَمْعُ صَاحِبَةٍ عَلٰى صَوَاحِبَاتٍ وَاِنَّمَا اشْتُرِطَتْ لِتَكُوْنَ صِيغَتُهُ مَصُوْنَةً عَنْ قَبُوْلِ التَّغَيُّرِ فَتُوَثِّرُ **بِغَيْرِهَاءٍ** مُنْقَلِبَةٍ عَنْ تَاءِ التَّانِيْثِ حَالَةَ الْوَقْفِ فَلَا يُرَدُّ نَحْوُ فَوَارِهَ جَمْعُ فَارِهَةٍ وَاِنَّمَا اشْتُرِطَ كَوْنُهَا بِغَيْرِ هَاءٍ لِاَنَّهَا لَوْكَانَتْ مَعَ هَاءٍ كَانَتْ عَلٰى زِنَةِ الْمُفْرَدَاتِ كَفَرَازِنَةَ فَاِنَّهَا عَلٰى زِنَةِ كَرَاهِيَةٍ وَطَوَاعِيَةٍ بِمَعْنَى الْكَرَاهَةِ وَالطَّاعَةِ فَيَدْخُلُ فِىْ قُوَّةِ جَمْعِيَّتِهِ فُتُوْرٌ وَلَا حَاجَةَ اِلٰى اِخْرَاجِ نَحْوِ مَدَائِنِى فَاِنَّهُ مُفْرَدٌ مَحْضٌ لَيْسَ جَمْعًا لَا فِى الْحَالِ وَلَا فِى الْمَآلِ وَاِنَّمَا الْجَمْعُ مَدَائِنُ وَهُوَ لَفْظٌ اٰخَرُ بِخِلَافِ فَرَازِنَةَ فَاِنَّهَا جَمْعُ فِرْزِيْنٍ اَوْ فِرْزَانٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ فَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ اَنَّ صِيغَةَ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ عَلٰى قِسْمَيْنِ اَحَدُهُمَا مَا يَكُوْنُ بِغَيْرِ هَاءٍ وَثَانِيْهِمَا مَا يَكُوْنُ بِهَاءٍ فَاَمَّا مَا كَانَ بِغَيْرِ هَاءٍ فَمُمْتَنِعٌ صَرْفُهُ لِوُجُوْدِ شَرْطِ تَاثِيْرِهَا **كَمَسَاجِدَ** مِثَالٌ لِمَا بَعْدَ اَلِفِهِ حَرْفَانِ **وَمَصَابِيْحَ** مِثَالٌ لِمَا بَعْدَ اَلِفِهِ ثَلٰثَةُ اَحْرُفٍ اَوْسَطُهَا سَاكِنٌ وَاَمَّا **فَرَازِنَةُ** وَاَمْثَالُهَا مِمَّا هِىَ عَلٰى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ مَعَ الْهَاءِ **فَمُنْصَرِفٌ** لِفَوَاتِ شَرْطِ تَاثِيْرِ الْجَمْعِيَّةِ وَهُوَ كَوْنُهَا بِلَا هَاءٍ **وَحَضَاجِرُ عَلَمًا لِلضَّبُعِ** هٰذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيْرُهُ اَنَّ حَضَاجِرَ عَلَمُ جِنْسٍ لِلضَّبُعِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيْرِ كَمَا اَنَّ اُسَامَةَ عَلَمُ جِنْسٍ لِلْاَسَدِ فَلَا جَمْعِيَّةَ فِيْهِ وَصِيغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ لَيْسَتْ مِنْ اَسْبَابِ مَنْعِ الصَّرْفِ بَلْ هِىَ شَرْطٌ لِلْجَمْعِيَّةِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ مُنْصَرِفًا لٰكِنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَتَقْرِيْرُ الْجَوَابِ اَنَّ حَضَاجِرَ حَالَ كَوْنِهِ

عَلَمًا لِلضَّبُعِ **غَيْرُ مُنْصَرِفٍ** لَا لِلْجَمْعِيَّةِ الْحَالِيَّةِ بَلْ لِلْجَمْعِيَّةِ الْاَصْلِيَّةِ **لِاَنَّهُ مَنْقُوْلٌ عَنِ الْجَمْعِ** فَاِنَّهُ كَانَ فِى الْاَصْلِ جَمْعُ حَضْجَرٍ بِمَعْنٰى عَظِيْمِ الْبَطْنِ سُمِّىَ بِهِ الضَّبُعُ مُبَالَغَةً فِىْ عِظَمِ بَطْنِهَا كَاَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ هٰذَا الْجِنْسِ فَالْمُعْتَبَرُ فِىْ مَنْعِ صَرْفِهٖ هُوَ الْجَمْعِيَّةُ الْاَصْلِيَّةُ فَاِنْ قُلْتَ لَا حَاجَةَ فِىْ مَنْعِ صَرْفِهٖ فَاِنَّ فِيْهِ الْعَلَمِيَّةَ وَالتَّانِيْثَ لِاَنَّ الضَّبُعَ هِىَ اُنْثَى الضَّبْعَانِ قُلْنَا عَلَمِيَّةٌ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ وَاِلَّا لَكَانَ بَعْدَ التَّنْكِيْرِ مُنْصَرِفٌ وَالتَّانِيْثُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِاَنَّهُ لِجِنْسِ الضَّبُعِ مُذَكَّرًا كَانَ اَوْ مُؤَنَّثًا وَاِنَّمَا اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ فِى التَّنْبِيْهِ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْاَصْلِيَّةِ بِهٰذَا الْقَوْلِ وَلَمْ يَقُلْ اَلْجَمْعُ شَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْاَصْلِ كَمَا قَالَ فِى الْوَصْفِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اَنَّ الْجَمْعِيَّةَ كَالْوَصْفِ قَدْ تَكُوْنُ اَصْلِيَّةً مُعْتَبَرَةً وَقَدْ تَكُوْنُ عَارِضَةً غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ وَلَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْعُرُوْضُ فِى الْجَمْعِيَّةِ ـ

সহজ তরজমা

اَلْجَمْعُ (বহুবচন) আর এটি এমন একটি খবর যেটি দুটি সবারে স্থলাভিষিক্ত। তার তথা দুই সবারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার <u>শর্ত হল مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ এর সীগাহ হওয়া।</u> আর তা হচ্ছে সীগাহ যার প্রথম অক্ষর যবর যুক্ত, তৃতীয়াক্ষর আলিফ এবং আলিফের পর দুই অক্ষর হয়। অথবা তিন অক্ষর হয়, যাদের মধ্যাক্ষর সাকিন। আর যেটা ওই সীগাহ যেটি দ্বিতীয়বার جمع تكسير হতে পারে না। আর এ কারণেই এই সীগাহর নাম صيغه منتهى الجموع রাখা হয়েছে। কেননা এ সীগাহটি কোনো কোনো অবস্থায় تكسير হিসেবে দু'বার বহুবচন বানানো হয়েছে। সুতরাং এর تكسير যা সীগাহর জন্য পরিবর্তন সৃষ্টিকারী তা শেষ হয়ে গেল। রয়ে গেল جمع سالم এর কথা; এটা তো সীগাহকে পরিবর্তন করে না। তাই جمع منتهى الجموع এর সীগাহকে হিসেবে দ্বিতীয়বার جمع বানানো জায়েয হবে। যেমন : ايمن এর বহুবচন ايامن-এর ওজনে আনা হয় এবং صاحبة-এর বহুবচন صواحب এরও جمع আসে صواحبة এর ওযনে। আর منتهى الجموع এর সীগাহর এ জন্য লাগানো হয়েছে যাতে এই বহুবচনীয় সীগাহটি পরিবর্তন গ্রহণ করা থেকে সংরক্ষিত হয়ে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। ة <u>ব্যতীত</u>, যেটি ওয়াকফের অবস্থায় تاء تانيث উদ্দেশ্য। (মোটকথা, এর সাথে ওয়াকফের অবস্থায় এবং আসলের অবস্থায় تاء হবে না। সুতরাং فارهة এর বহুবচন فواره এর মত শব্দ দ্বারা প্রশ্ন আরোপিত হবে না। আর جمع منتهى الجموع এর সীগাহ এর هاء ব্যতীত হওয়ার জন্য শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে, কারণ যদি এটি هاء এর সাথে হয়, তা হলে মুফরাদের ওযন হয়ে যাবে। যেমন : فرازنة কেননা এটি كراهة (অপছন্দ) ও طاعة (আনুগত্য) এর অর্থে كراهية ও طواعية এর ওযনে এসেছে। তাই এর বহুবচনের শক্তিতে দুর্বলতা ও ত্রুটি প্রবেশ হয়ে যাবে। আর مدائنى এর মতো শব্দকে বের করার প্রয়োজনই নেই। কেননা مدائنى শুধুই মুফরাদ; বর্তমানেও বহুবচন নয় এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতেও বহুবচন নয়। আর (مدينة) এর বহুবচন হল مدائن ; (هاء) ব্যতীত। আর এটি তো

ভিন্ন শব্দ। فرازنة-এর বিপরীত। কারণ, এটি فا، বর্ণের যেরের সাথে فرزين বা فرازن এর বহুবচন। অতএব পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা হলো যে, منتهى الجموع এর সীগাহ দুই প্রকার : এক প্রকার হল যেটি ها، ব্যতীত হয় এবং দ্বিতীয় প্রকার হল যেটি ها، এর সাথে হয়। যেটি ها، ব্যতীত হয়, সেটি গাইরে মুনসারিফ তার প্রতিক্রিয়ার শর্ত বিদ্যমান হওয়ার দরুন। যেমন : مَسَاجِدُ এটি ওই جمع منتهى الجموع صيغة এর উদাহরণ যার আলিফের পর দুটি অক্ষর হয়ে থাকে এবং مَصَابِيْحُ এটি ওই جمع منتهى الجموع এর সীগাহের উদাহরণ যার আলিফের পর তিনটি অক্ষর হয়ে থাকে এবং মধ্যাক্ষর সাকিন হয়ে থাকে। আর فرازنة এবং তার অনুরূপ শব্দাবলী যেগুলো صيغة منتهى الجموع এর ওজনে ها، ব্যতীত হয়ে থাকে। এগুলো মুনসারিফ। جمع এর প্রতিক্রিয়ার শর্ত না থাকার কারণে। আর তা হচ্ছে ها، ব্যতীত হওয়া। আর حضاجر গোরখোদক জন্তুর নাম বিশেষের অবস্থায়। এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নের বিবরণটি হল, حضاجر جنس ضبع এর علم যেটি একটি এবং অনেকটির উপর ব্যবহার হয়। যেমন : اسامه সিংহের শ্রেণীর علم সুতরাং এতে তো جمعيت বা বহু-বচন হওয়াটা নেই। আর صيغة منتهى الجموع গাইরে মুনসারিফের কোনো সবব নয় বরং جمع এর জন্য শর্ত। (আর এটা শর্ত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না যতক্ষণ না যবরের সাথে হবে। তাই حضاجر মুনসারিফ হওয়া উচিত। জবাবের বিবরণ হল, حضاجر গোরখোদকের علم হওয়া অবস্থায় গাইরে মুনসারিফ হয়েছে। বর্তমানে جمع হওয়ার কারণে নয় বরং মূলত جمع হওয়ার কারণে। কেননা এটি جمع হতে স্থানান্তরিত। কেননা এটা মূলত حضجر তথা عظيم البطن (বড় পেটওয়ালা) এর جمع বৃশ্চিকের পেট বড় হওয়ায় আতিশয্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে এর সাথে বৃশ্চিকের নাম রেখে দেওয়া হয়েছে, যেন حضاجر এর প্রতিটি ফরদ এই শ্রেণীর এক দল। তাই এটার গায়রে মুনসারিফ হওয়ার মধ্যে গণ্য হল এর جمعية اصلية এরপর আপনি আপত্তি স্বরূপ বলেন, যদি বলেন যে, جمعية اصلية গণ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এতে علميت ও تانيث রয়েছে। কারণ, ضبع ; ضبعان এর স্ত্রীলিঙ্গ। জবাবে আমরা বলব, এর علميت প্রতিক্রিয়াশীল নয়। (কেননা এটি علم جنس) অন্যথায় এটি নাকিরা করার পর মুনসারিফ হবে। (অথচ বিষয়টি এ রকম নয়।) আর স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত নয়। কেননা এটি جنس ضبع এর علم ; চাই পুংলিঙ্গ হোক অথবা স্ত্রীলিঙ্গ হোক। মুসান্নিফ রহ. جمعية اصلية গণ্য করার সতর্কীকরণে এই উক্তিটির উপর (لِاَنَّهُ مَنْقُوْلٌ عَنِ الْجَمْعِ) যথেষ্ট করেছেন এবং الجمع شرطه ان يكون فى الاصل বলেন নি, যেরূপ وصف এর মধ্যে বলেছিলেন। যাতে করে এ ধারণা না হয় যে, جمعيت ও وصف এর মতো কখনো আসলী গণ্য হয়। আবার কখনো عارضى গণ্য হয়। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা جمعيت এর মধ্যে عارضى হওয়ার কল্পনা করা যায় না।

১৮৭ নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

مُحَمَّدٌ - صَالِحٌ - شُعَيْبٌ - هُوْدٌ এ চারটি নাম এ কারণে মুনসারিফ যে, এগুলোতে শুধু একটি সবব علم রয়েছে, অন্য কোনো সবব নেই। নয় সববের মধ্য থেকে কেবল عجمه -এর সম্ভাবনাই ছিল, তবে যেহেতু এগুলো আরবি তাই এ সম্ভাবনাটিও শেষ হয়ে গেল। আর শুধু علم দ্বারা কোনো শব্দ গায়রে মুনসারিফ হয় না। আর نُوحٌ ও لُوطٌ যদিও আজমি বা অনারবি শব্দ বটে, তবে عجمه-র জন্য علم হওয়ার সাথে এ শর্তও রয়েছে যে, মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হতে হবে অথবা তিনাক্ষরের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হবে। আর এ দুটি শব্দে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটিও নেই, এ জন্য মুনসারিফ।

قَوْلُهُ : قِيْلَ اَنَّ هُوْدًا كَنُحُوْحٍ الخ : শারেহ রহ. পূর্বে বর্ণনা করেছেন, هود এর মুনসারিফ হওয়ার কারণ হল, তার

আরবি হওয়া। আর এ উক্তিটিতে তা খণ্ডন করছেন যে, আহলে আরব তো হল ইসমাঈল আ.-এর বংশধরগণ। আর هُوْد আ. এর যামানা ইসমাঈল আ.-এর পূর্বে। তাই এটি আরবি নয়। এতে বুঝা গেল هود এর মুনসারিফ হওয়ার কারণ তার আরবি হওয়া নয় বরং এটি نُوْح এর মতো মধ্যাক্ষর সাকিন বিশিষ্ট, এ জন্য এটি মুনসারিফ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْجَمْعُ : এটা একাই দুই সববের স্থলাভিষিক্ত। এর সাথে অন্য কোনো সবব মিলানোর প্রয়োজন নেই। তবে এটি দুই সববের স্থলাভিষিক্ত তখন হবে, যখন এ দুটি বিষয় পাওয়া যাবে।

(১) صيغة منتهى الجموع হওয়া।

(২) এর শেষে এমন تاء না হওয়া, যেটি ওয়াকফের অবস্থায় هاء হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : وَهِيَ الصِّيْغَةُ الَّتِيْ الخ : صيغه منتهى الجموع এমন সীগাহকে বলা হয়, যার প্রথমাক্ষর যবরযুক্ত হয়, তৃতীয়াক্ষর আলিফ হয় এবং আলিফের পর দুই অক্ষর হলে প্রথমটি যেরযুক্ত হয়। যেমন, مَسَاجِدُ আর আলিফের পর তিন অক্ষর হলে মধ্যাক্ষর সাকিন বিশিষ্ট হয়। যেমন : مَصَابِيْحُ

শারেহ রহ. وهى الصيغة الخ দ্বারা এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, صيغة দ্বারা وزن عروضى (ছন্দ শাস্ত্রীয় ওযন) উদ্দেশ্য অর্থাৎ হরকতসমূহ এবং সুকূনসমূহের মধ্যে সমতা হওয়া; وزن صرفى উদ্দেশ্য নয় যে, অতিরিক্ত বর্ণের মুকাবিলায় অতিরিক্ত বর্ণ হতে হবে এবং হরফে আসলীর মুকাবিলায় হরফে আসলী হতে হবে। এমতাবস্থায় صَوَارِبُ، جَوَافِرُ ، اَسَاوِرُ এবং اَنَاعِيْمُ ; جمع منتهى الجموع এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, এগুলো তো مَسَاجِدُ ও مَصَابِيْحُ এর ওজনে হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَهِيَ الَّتِيْ لاَ تُجْمَعُ جَمْعَ التَّكْسِيْرِ مَرَّةً اُخْرٰى : প্রথম সংজ্ঞাটি جمع منتهى الجموع এর শব্দের প্রেক্ষিতে হয়েছে। এবং এ সংজ্ঞাটি অর্থের প্রেক্ষিতে হয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে এই যে, এই ওযনে যে جمع বা বহুবচন হবে, তার جمع تكسير এর ধারাবাহিকতা সামনে যেতে পারবে না। যেন এর جمع-এর সীমা সমাপ্ত হয়ে গেছে। এজন্যই একে منتهى الجموع বা চূড়ান্ত বহুবচন বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ : اَمَّا جَمْعُ السَّلاَمَةِ الخ : এর মর্ম হল, যে সীগাহটি جمع এর হবে, তার جمع تكسير তো এখন আর আসতে পারবে না। কেননা এর দ্বারা ওযনে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যায়। আর পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেলে তাতে দৃঢ়তা বাকি থাকবে না আর যখন দৃঢ়তা বাকি থাকবে না, তখন দুই সবরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। আর جمع سالم এর মধ্যে সীগাহ পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত থাকে। কারণ جمع-এর সীগাহটি এই ওজনে হবে। তার جمع سالم সামনেও আসতে পারবে। যেমন : يَمِيْن এর জমা اَيْمَن এরপর اَيَامِن এর জমা এবং اَيَامِن এর জমা ايامين আসে। তেমনিভাবে صَاحِبَة এর জমা صَوَاحِب এবং صَوَاحِب এর জমা صَوَاحِبَات আসে।

قَوْلُهُ : لِغَيْرِ هَاءٍ : جمع যেটি গাইরে মুনসারিফের দুই সাবাবেরস্থলাভিষিক্ত হয় তার জন্য একটি শর্ত তো এই ছিল যে, صيغه টি منتهى الجموع এর হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, তার শেষে এমন تاء না হওয়া যেটি ওয়াকফের অবস্থায় هاء হয়ে যায়। কেননা এ রকম تاء এর কারণে শব্দ মুফরাদের ওযনে হয়ে যাবে। যার ফলে جمعيت এর মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং

দুই খবরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। যেমন : فَرَازِنَة এটি كَرَاهِيَة এর ওযনে হয়েছে, যেটি كَرَاهَة (অপছন্দ) এর অর্থে এসেছে। এতে صيغة منتهى الجموع টি এর হয়েছে। তবে تاء কে গ্রহণ করার কারণে মুনসারিফ হয় নি।

قَوْلُهُ : وَلَا حَاجَةَ اِلَى اِخْرَاجِ مَدَائِنِى : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফকে একটি কয়েদ এটাও লাগানো উচিত এবং بغير النسبة বলা উচিত। যাতে এর দ্বারা مَدَائِنِى এর মতো শব্দ বের হয়ে যায়। কেননা এতে صيغه منتهى الجموع টি এর এবং هاء ও নেই। সুতরাং মুসান্নিফের বর্ণিত শর্ত-শরায়িত পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা গাইরে মুনসারিফ হওয়া উচিত, অথচ এটি মুনসারিফ। এতে বুঝা গেল ياء نسبتى ও গাইরে মুনসারিফ হওয়ার প্রতিবন্ধক। এজন্য এই কয়েদটা হওয়া অত্যাবশ্যক। শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন যে, مداءني- শব্দটি جمع ই নয়। সুতরাং এটি যেহেতু جمع র অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হলে বের করার প্রয়োজন কিসের? এটা তো মুফরাদ جمع বা বহুবচন নয়। তবে مَدَائِن শব্দটি جمع এটি ভিন্ন শব্দ مداءني এর সাথে কিসের সম্পর্ক? فَرَازِنَة এর বিপরীত। এটি فِرْزَان বা فِرْزِين এর বহুবচন। (এটি দাবার একটি খুঁটির নাম যেটিকে وزير বা বড় খুঁটি বলে।) এতে যদিও صيغه منتهى الجموع রয়েছে বটে, তবে هاء কে গ্রহণকরণে মুনসারিফ, যেরূপ তার তাফসীলে গত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَحَضَاجِرُ عَلَمًا لِلضَّبُعِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল এই যে, মুসান্নিফ جمع কে গাইরে মুনসারিফের সাবাব এবং صيغه منتهى الجموع কে তার শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। আর حضاجر এর মধ্যে ওযন তো রয়েছে। সুতরাং যেহেতু তার মধ্যে جمع পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এটি গাইরে মুনসারিফ না হওয়া উচিত। এর জবাব দিচ্ছেন যে, حضاجر যদিও বৃশ্চিকের اسم جنس এবং جمع নয়, তবে এটি جمع থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। কেননা এটি قمطر ওযনে حضجر এর বহুবচন, যার অর্থ হল عظيم البطن (বড় পেটওয়ালা)

সারকথা, যদিও এতে বর্তমানে جمع এর অর্থ নেই, তবে আসলে جمع হওয়ার কারণে এতে جمعيت এর এ'তেবার করে গাইরে মুনসারিফ পড়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : كَاَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ هٰذَا الْجِنْسِ الخ : অর্থাৎ حَضَاجِر যেটি বৃশ্চিকের علم جنس – তার নামকরণের কারণ হল, তার পেট অনেক বড় হয়ে থাকে। তার একা খাদ্য কয়েকটি প্রাণীর খাদ্যের সমান হয়ে থাকে। যেন তার প্রতিটি فرد বড় পেটওয়ালাদের একটি দল।

ফায়দা : اسم তিন প্রকার। যথা: ১. اسم جنس যার মধ্যে افراد থেকে দৃষ্টি সরিয়ে مفهوم كلى বা সামগ্রিক অর্থের জন্য وضع হয়ে থাকে। যেমন : اَسَد (সিংহ) শব্দটি একে হিংস্র প্রাণীর মাহিয়্যাতের জন وضع বা গঠন করা হয়েছে। افراد এর প্রতি লক্ষ্য করা হয় নি।

২. علم جنس – তার وضع ও হয় মাহিয়্যাতের জন্য, তবে وضع এর সময় মাহিয়্যাতের সাথে خصوصية ذهنية-র প্রতি লক্ষ্য করা হয়। যেমন : حَضَاجِر (বৃশ্চিক)-এর وضع হয়েছে ضع বা বৃশ্চিকের জন্য, তার মধ্যে বড় পেট হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

৩. علم – যার وضع হয় সুনির্দিষ্ট সত্তার জন্য। অর্থাৎ وضع-র সময় যার شخصيات خارجية-র প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْتَ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, حَضَاجِر এর গাইরে মুনসারিফ হওয়ার মধ্যে এত কষ্টস্বীকার করার প্রয়োজন কি? তার মধ্যে যদিও ضَبُع এর علم হওয়ার সময় جمعية বাকি থাকে নি, কিন্তু যেহেতু এটি আসলে جمع তাই جمعية اصلية -র এ'তেবার করে থাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়েছে। এই তা'বীল ছাড়াও তার গায়রে মুনসারিফ হওয়ার সবব বিদ্যমান রয়েছে। তথা علميت ও تانيث কেননা ضبع – ضَبُعَان এর স্ত্রীলিঙ্গ। এ দুটির এ'তেবার করে থাকে গায়রে মুনসারিফ পড়েন না কেন?

শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, এতে علميت এর প্রতিক্রিয়াও স্বীকৃত নয় এবং تانيث এর অস্তিত্বও স্বীকৃত নয়। علميت এর প্রতিক্রিয়া এ কারণে স্বীকৃত নয় যে, যেখানে علميت এর প্রতিক্রিয়া হয়, সেখানে যদি علميت কে দূর করে দেওয়া হয়, তা হলে শব্দটি মুনসারিফ হয়ে যায়। আর এখানে বিষয়টি এ রকম নয়। যদি حَضَاجِر থেকে علميت দূর করে দেওয়া হয় এবং তাকে নাকিরা করে নেওয়া হয়, তবুও গায়রে মুনসারিফ থাকে। এতে বুঝা গেল, এটি গাইরে মুনসারিফ হওয়ার মধ্যে علميت এর কোনো দখল নেই। তেমনিভাবে تانيث ও স্বীকৃত নয়। কেননা حَضَاجِر জিনসে বৃশ্চিকের علم جنس চাই পুংলিঙ্গ হোক বা স্ত্রীলিঙ্গ।

قَوْلُهُ : اِنَّمَا اِكْتَفَي الْمُصَنِّفُ الخ : প্রশ্ন হয় যে, মুসান্নিফ রহ. جمعيت اصليه এর এ'তেবার করতে গিয়ে لِاَنَّهُ مَنْقُوْلٌ عَنِ الْجَمْعِ শিরোনাম গ্রহণ করলেন কেন? وصف اصلى কে এ'তেবার করার মধ্যে যে শিরোনামটি গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, اَلْوَصْفُ شَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْاَصْلِ ওই তারিফটি এখানেও এখতিয়ার করতেন, এবং বলতেন, اَلْجَمْعُ شَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْاَصْلِ তা হলেই তো চলত?

শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, وصف এর তরীকা অবলম্বন করার মধ্যে অনুমিত হয় যে, যেভাবে وصف এর দুটি প্রকার রয়েছে : ১. وصف اصلى ও

২. وصف عارضى এবং গায়রে মুনসারিফের সাবাব হওয়ার মধ্যে وصف اصلى-র এ'তেবার, وصف عارضى - র নয়, তেমনিভাবে جمع ও দুই প্রকার হয়ে থাকে। جمع اصلى ও جمع عارضى অথচ جمع عارضى বলতে কোন জিনিসি নেই। جمع তো শুধু এক প্রকারই অর্থাৎ اصلى – عارضى -র তো এতে কল্পনাও করা যায় না।

و **سَرَاوِيْل** جَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيْرُهُ اَنْ يُقَالَ قَدْ تَفَصَّيْتَ عَنِ الْاِشْكَالِ الْوَارِدِ عَلٰى قَاعِدَةِ الْجَمْعِ بِحَضَاجِرَ بِجَعْلِ الْجَمْعِ اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْحَالِ اَوْ فِى الْاَصْلِ فَمَا تَقُوْلُ فِىْ سَرَاوِيْلَ فَاِنَّهُ اِسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيْرِ وَلَا جَمْعِيَّةَ فِيْهِ لَا فِى الْحَالِ وَلَا فِى الْاَصْلِ فَاَجَابَ بِاَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِىْ صَرْفِهٖ وَمَنْعِهٖ مِنْهُ فَهُوَ **اِذَا لَمْ يُصْرَفْ وَهُوَ لِلْاَكْثَرِ** فِىْ مَوَارِدِ الْاِسْتِعْمَالِ فَيَرِدُ بِهِ الْاِشْكَالُ عَلٰى قَاعِدَةِ الْجَمْعِ كَمَا قُلْتَ **فَقَدْ قِيْلَ** فِى التَّفَصِّىْ عَنْهُ اَنَّهُ اِسْمٌ **اَعْجَمِىٌّ** لَيْسَ بِجَمْعٍ لَا فِى الْحَالِ وَلَا فِى الْاَصْلِ حُمِلَ فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ **عَلٰى مُوَازِنِهٖ** اَىْ عَلٰى مَا يُوَازِنُهُ مِنَ الْجُمُوْعِ الْعَرَبِيَّةِ كَاَنَاعِيْمَ وَمَصَابِيْحَ فَاِنَّهُ فِىْ حُكْمِهَا مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ فَهُوَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيْلِ الْجَمْعِ حَقِيْقَةً لٰكِنَّهُ مِنْ قَبِيْلِهٖ حُكْمًا فَالْجَمْعِيَّةُ عَلٰى هٰذَا التَّقْدِيْرِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا فَبِنَاءُ هٰذَا الْجَوَابِ عَلٰى تَعْمِيْمِ الْجَمْعِيَّةِ لَا عَلٰى زِيَادَةِ سَبَبٍ اٰخَرَ عَلَى الْاَسْبَابِ التِّسْعَةِ وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى الْمُوَازِنِ **وَقِيْلَ** هُوَ اِسْمٌ **عَرَبِىٌّ** لَيْسَ بِجَمْعٍ تَحْقِيْقًا لِاَنَّهُ اِسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيْرِ لٰكِنَّهُ **جَمْعُ سِرْوَالَةٍ تَقْدِيْرًا** وَفَرْضًا فَاِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ وَمِنْ قَاعِدَتِهِمْ اَنَّ هٰذَا الْوَزْنَ بِدُوْنِ الْجَمْعِيَّةِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّرْفَ قُدِّرَ حِفْظًا لِهٰذِهِ الْقَاعِدَةِ اَنَّهُ جَمْعُ سِرْوَالَةٍ فَكَاَنَّهُ سُمِّىَ كُلُّ قِطْعَةٍ مِنَ السَّرَاوِيْلِ سِرْوَالَةً ثُمَّ جُمِعَتْ سِرْوَالَةٌ عَلٰى سَرَاوِيْلَ **وَاِذَا صُرِفَ** اَىْ سَرَاوِيْلَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ جَمْعِيَّتِهٖ تَحْقِيْقًا وَالْاَصْلُ فِى الْاَسْمَاءِ الصَّرْفُ **فَلَا اِشْكَالَ** بِالنَّقْضِ بِهٖ عَلٰى قَاعِدَةِ الْجَمْعِ لِيُحْتَاجَ اِلَى التَّفَصِّىْ عَنْهُ ـ

সহজ তরজমা

<u>এবং</u> **سَرَاوِيْل** এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নের বিবরণটি হল, বলা যায়, আপনি তো جمع কে جمع -র সাথে ব্যাপক করে حَضَاجِر সম্পর্কে جمع -র নিয়মের উপর আরোপিত প্রশ্ন হতে মুক্তি জমع اصلى এবং حالى

পেয়ে গেছেন। এবার আপনি سَرَاوِيْل সম্পর্কে কি বলবেন? কেননা سَرَاوِيْل তো হচ্ছে ইসমে জিনস। যেটি এক এবং একাধিকের উপর ব্যবহৃত হয়, অথচ এর মধ্যে جمعيت নেই; বর্তমানেও নেই এবং মূলতও নেই। তাই মুসান্নিফ রাহ. জবাব দিয়েছেন, سَرَاوِيْل মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং سَرَاوِيْلকে যখন গায়রে মুনসারিফ পড়া যাবে। ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহেও এটাই অধিক প্রচলিত, তখন جمع -র নিয়মের উপর প্রশ্ন উত্তোলিত হয়, যেভাবে আপনি বলেছেন। এই প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বলা হয়েছে, এ سَرَاوِيْل শব্দটি একটি অনারবি ইসম। বর্তমানেও جمع নয় এবং মূলতও جمع ছিল না। এটাকে প্রয়োগ করা হয়েছে গায়রে মুনসারিফ হওয়ার ক্ষেত্রে তার ওযনসমূহের ওপর অর্থাৎ তার সমওযনের আরবি জমাসমূহের ওপর। যেমন : مَصَابِيْح ও اَنَاعِم –

সুতরাং سَرَاوِيْل ওযনের প্রেক্ষিতে আরবি জমাসমূহের হুকুম হল। তাই এটি যদিও প্রকৃতভাবে جمع -র অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে হুকুমের দিক থেকে جمع এর মধ্য থেকে। অতএব এ জবাবের বিবরণ মোতাবেক جمعটি ব্যাপক। চাই حقيقة হোক কিংবা حكما হোক।

সুতরাং এ জবাবটির ভিত্তি হয়েছে جمع কে ব্যাপক বানানোর উপর, নয় সববের উপর অতিরিক্ত কোনো সবব বৃদ্ধির উপর নয়। (আর সেটি হচ্ছে প্রশ্নকারীর ধারণা মোতাবেক।) সমওযনের جمع এর উপর হামল করা।

কেউ কেউ বলেছেন : এটি একটি আরবি ইসম, বাস্তবিকরূপে جمع বা বহুবচন নয়, কেননা এটি এক এবং একাধিকের উপর ব্যবহৃত হয়। তবে এটি ধরে নেওয়া এবং মেনে নেওয়ার প্রেক্ষিতে سَرَاوِلَة এর جمع বা বহুবচন। কেননা এটাকে যখন গায়রে মুনসারিফ পাওয়া গেল এবং নাহুবীদের একটি নিয়ম হল, এ ওযনটি جمعيت ব্যতীত গায়রে মুনসারিফ হয় না। তাই এ নিয়মটি রক্ষার জন্য মেনে নেওয়া হয়েছে যে, سَرَاوِيْل (পাজামা), سَرَوَالَة (পাজামার টুকরা) -এর বহুবচন। যেন سَرَاوِيْل -এর প্রতিটি টুকরাকে سَرَاوِلَة করে নাম রাখা হয়েছে। এরপর سَرَاوِلَة কে মুনসারিফ পড়া হয় বাস্তবিকরূপে তার বহুবচন প্রমাণিত না হওয়ার কারণে, অথচ ইসমসমূহের মধ্যে আসল হল মুনসারিফ হওয়া, তবে কোনো সমস্যা নেই। جمع -র নিয়মের উপর এর দ্বারা ভাঙন সৃষ্টি হওয়ার ফলে তা থেকে মুক্তির পথের প্রয়োজন পড়বে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَسَرَاوِيْلُ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, حَضَاجِرُ গায়রে মুনসারিফ পড়ার ব্যাপারে যখন প্রশ্ন হল, এতে শুধু جمع বা ওজন রয়েছে এবং جمع অর্থ পাওয়া যায় না। তখন আপনি এ জবাব দিলেন যে, বর্তমানে অবশ্যই جمع নয়, তবে جمع থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। যার সারকথা ছিল, جمع حالى তো অবশ্যই নয়, তবে جمع اصلى যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে, এ জন্য গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়েছে। কিন্তু سَرَاوِيْلُ র মধ্যে তো এ তা'বীলেরও অবকাশ নেই। কেননা এতে না جمع حالى রয়েছে এবং না রয়েছে جمع اصلى। অর্থাৎ এটি কখনো جمع ছিল না। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, এর মধ্যে দু'টি মাযহাব রয়েছে। একটি মাযহাব হল, এটি মুনসারিফ। এমতাবস্থায় তো প্রশ্নই দেখা দেয় না। যেরূপ এ বিষয়টিকে তিনি তাঁর উক্তি : وَاِذَا صُرِفَ فَلَا اِشْكَالَ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় মাযহাব হল, سَرَاوِيْل শব্দটি গায়রে মুনসারিফ। এ অবস্থাতে প্রশ্ন হবে। কেননা যেহেতু جمع নয় তা হলে গায়রে মুনসারিফ পড়া হবে কেন? শারেহ বলেন: এর তা'বীল বা ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: এ শব্দটি অনারবি, আরবি নয়। তবে আরবী শব্দসমূহ যেগুলো এ ওজনে রয়েছে যেগুলো গায়রে মুনসারিফ এ জন্য

যেগুলোর উপর হামল করে একেও গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়, যদিও جمع নয়। কেননা যে সকল পাবন্দি ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা তো আরবি শব্দসমূহের জন্য, অনারবি আজমী শব্দসমূহের জন্য নয়। কেউ কেউ বলেন, এটি আরবি শব্দ। এতে প্রশ্ন হবে যে, যেহেতু আরবি শব্দ, তা হলে এমতাবস্থায় গায়রে মুনসারিফ পড়ার জন্য جمع বা বহুবচন হওয়া আবশ্যক। আর এটা তো অনুপস্থিত, তা হলে কেন গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়? এর জবাব দিয়েছেন, এর মধ্যে حقيقة বা প্রকৃতভাবে তো جمع নেই, তবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এটি سِرْوَالَة এর جمع; পাজামার প্রত্যেকটি টুকরা হল سِرْوَالَة এবং পূর্ণ পাজামা হল سَرَاوِيْل -

এ জবাবটির সারকথা হল, গায়রে মুনসারিফের সাবাব তো হল جمع منتهى الجموع- তবে এতে ব্যাপকতা রয়েছে। চাই প্রকৃত جمع হোক অথবা কাল্পনিক।

قَوْلُهٗ : فَبِنَاءُ هٰذَا الْجَوَابِ : ইতঃপূর্বে তাবীল করা হয়েছে যে, سَرَاوِيْل আজমী তথা অনারবি শব্দ। তবে আরবি শব্দসমূহ যেগুলো এ ওযনে রয়েছে, সেগুলো গায়রে মুনসারিফ; এজন্য এটাকেও গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, গাইরে মুনসারিফের প্রসিদ্ধ সবব তো নয়টি, যেগুলোকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আপনার এ তাবীল দ্বারা একটি নতুন বিষয় উদ্ভাসিত হল যে, حُمِلَ عَلَى الْمُوَازِن ও গাইরে মুনসারিফের একটি সবব। শারেহ রহ. তার উক্তি: فَبِنَاءُ هٰذَاالْجَوَابِ দ্বারা এ প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছেন, এ তাবীলের মধ্যে جمعية এর মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ جمع-র দুটি প্রকার রয়েছে; চাই হাকীকী হোক অথবা হুকমী। আর سَرَاوِيْل শব্দটি হাকীকী جمع তো নয় বটে, হুকমী جمع - এতে কোনো নতুন সববেবর সংযোজন করা হয় নি। সুতরাং উল্লোখিত প্রশ্নটি অর্থহীন।

نَحْوُ جَوَارٍ اَىْ كُلُّ جَمْعٍ مَنْقُوْصٍ عَلٰى فَوَاعِلَ يَائِيًّا كَانَ اَوْ وَاوِيًّا كَالْجَوَارِىْ وَالدَّوَاعِىْ **رَفْعًا وَجَرًّا** اَىْ فِىْ حَالَتَىِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ **كَقَاضٍ** اَىْ حُكْمُهُ حُكْمُ قَاضٍ بِحَسْبِ الصُّوْرَةِ فِىْ حَذْفِ الْيَاءِ عَنْهُ وَاِدْخَالِ التَّنْوِيْنِ عَلَيْهِ تَقُوْلُ جَاءَتْنِىْ جَوَارٍ وَمَرَرْتُ بِجَوَارٍ كَمَا تَقُوْلُ جَاءَنِىْ قَاضٍ وَمَرَرْتُ بِقَاضٍ وَاَمَّا فِىْ حَالَةِ النَّصْبِ فَالْيَاءُ مُتَحَرِّكَةٌ مَفْتُوْحَةٌ نَحْوُ رَأَيْتُ جَوَارِىَ فَلَا اِشْكَالَ فِىْ حَالَةِ النَّصْبِ لِاَنَّ الْاِسْمَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْجَمْعِيَّةِ مَعَ صِيْغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ بِخِلَافِ حَالَتَىِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ فَاِنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيْهِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ الْاِسْمَ مُنْصَرِفٌ وَالتَّنْوِيْنُ فِيْهِ تَنْوِيْنُ الصَّرْفِ لِاَنَّ الْاِعْلَالَ الْمُتَعَلِّقَ بِجَوْهَرِ الْكَلِمَةِ مُقَدَّمٌ عَلٰى مَنْعِ الصَّرْفِ الَّذِىْ هُوَ مِنْ اَحْوَالِ الْكَلِمَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا فَاَصْلُ جَوَارٍ فِىْ قَوْلِكَ جَاءَتْنِىْ جَوَارٍ جَوَارِىٌ بِالضَّمِّ اَوِ التَّنْوِيْنِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْاَصْلَ فِى الْاِسْمِ الصَّرْفُ فَبُنِىَ الْاِعْلَالُ عَلٰى مَا هُوَ الْاَصْلُ ثُمَّ اُسْقِطَتِ الضَّمَّةُ لِلثِّقْلِ وَالْيَاءُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَصَارَ جَوَارٍ عَلٰى وَزْنِ سَلَامٍ وَكَلَامٍ فَلَمْ يَبْقَ عَلٰى صِيْغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ فَهُوَ بَعْدَ الْاِعْلَالِ اَيْضًا مُنْصَرِفٌ وَالتَّنْوِيْنُ فِيْهِ لِلصَّرْفِ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْاِعْلَالِ كَذٰلِكَ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّهُ بَعْدَ الْاِعْلَالِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِاَنَّ فِيْهِ الْجَمْعِيَّةَ مَعَ صِيْغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ لِاَنَّ الْمَحْذُوْفَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَدَّرِ وَلِهٰذَا لَا يَجْرِىْ الْاِعْرَابُ عَلَى الرَّاءِ وَالتَّنْوِيْنُ فِيْهِ تَنْوِيْنُ الْعِوَضِ فَاِنَّهُ لَمَّا اُسْقِطَ تَنْوِيْنُ الصَّرْفِ عُوِّضَ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ اَوْ عَنْ حَرَكَتِهَا هٰذَا التَّنْوِيْنُ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ حَالَةُ الْجَرِّ بِلَا تَفَاوُتٍ فِىْ لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ اِثْبَاتُ الْيَاءِ فِىْ حَالَةِ الْجَرِّ كَمَا فِىْ حَالَةِ النَّصْبِ كَقَوْلِ مَرَرْتُ بِجَوَارِىَ كَمَا تَقُوْلُ رَأَيْتُ جَوَارِىَ وَبِنَاءُ هٰذِهِ اللُّغَةِ عَلٰى تَقْدِيْمِ مَنْعِ الصَّرْفِ عَلَى الْاِعْلَالِ فَاِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ الْيَاءُ مَفْتُوْحَةً فِىْ حَالَةِ الْجَرِّ وَالْفَتْحَةُ خَفِيْفَةٌ فَمَا وَقَعَ فِيْهِ اِعْلَالٌ وَاَمَّا فِىْ حَالَةِ الرَّفْعِ فَاَصْلُ جَوَارٍ جَوَارِىٌ بِالضَّمَّةِ بِلَا تَنْوِيْنٍ حُذِفَتِ الضَّمَّةُ لِلثِّقْلِ وَعُوِّضَ

عَنْهُمَا التَّنْوِيْنُ فَسَقَطَتِ الْيَاءُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَصَارَ جَوَارٍ وَعَلٰى هٰذِهِ اللُّغَةِ لَا إِعْلَالَ إِلَّا فِيْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ اللُّغَةِ الْمَشْهُوْرَةِ فَإِنَّ فِيْهِ الْإِعْلَالُ فِيْ حَالَتَيْنِ كَمَا عَرَفْتَ.

সহজ তরজমা

আর جَوَارٍ এর মতো শব্দ, অর্থাৎ প্রত্যেক ওই جمع منقوص যেটি فَوَاعِل-এর ওযনে হয়, চাই ناقص يائى অথবা واوى হোক, যেমন : دعواوى ও جَوَارِى - رفع ও جر এর দু'অবস্থায়ই قَاضٍ এর মতো হয়ে থাকে। অর্থাৎ আকৃতির প্রেক্ষিতে তার থেকে يا বিলুপ্তিকরণে এবং তানবীন প্রবেশকরণে তার হুকুম قَاضٍ এর হুকুমের মতো। আপনি বলবেন , جَاءَنِىْ جَوَارٍ - ও مَرَرْتُ بِجَوَارٍ যেরূপ বলে থাকেন : جَاءَنِيْ قَاضٍ ও مَرَرْتُ بِقَاضٍ আর نصب এর অবস্থায় ياء টি যবরের সাথে হরকতযুক্ত হবে। যেমন : رَأَيْتُ جَوَارِىَ

সুতরাং নসবের অবস্থায় কোনো সমস্যা নেই। কেননা ইসমটি গায়রে মুনসারিফ হয়েছে; منتهى الجموع এর সীগাহ সহ جمع-র কারণে। তবে رفع ও جر এর দুটি অবস্থার বিপরীত। কেননা মতবিরোধ রয়েছে।

সুতরাং (যাজ্জাজ এবং তার অনুসারী) কতিপয় নাহুবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ ইসমটি মুনসারিফ এবং এর তানবীনটি মুনসারিফের তানবীন। কেননা اعلال। যেটি কালিমার সত্তার সাথে সম্পর্ক রাখে, সেটি গাইরে মুনসারিফের উপর মুকাদ্দাম হয় যেটি কালিমা পূর্ণ হওয়ার পর তার অবস্থার একটি। সুতরাং আপনার উক্তি : جَاءَتْنِىْ جَوَارٍ এর মধ্যকার جَوَارٍ এর আসল جَوَارِيٌ হবে পেশ ও তানবীনের সাথে। এ কথার ভিত্তিতে যে, ইসম (মু'রাব)-এর মধ্যে আসল হল মুনসারিফ হওয়া। সুতরাং اعلال। এর ভিত্তি রাখা হয়েছে তার উপর যেটি সরফ শাস্ত্রে আসল তথা নিয়ম। এরপর কাঠিণ্যের কারণে পেশকে এবং দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে ياء কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে كَلَام ও سَلَام এর ওযনে جَوَارٍ হয়ে গেছে।

সুতরাং এটি صيغة منتهى الجموع ওযনে বাকি রইল না। তাই এটি اعلال এর পর ও (اعلال-এর পূর্বের মত) মুনসারিফ। আর এতে তানবীনটি মুনসারিফের তানবীন যেরূপ اعلال-এর পূর্বে (মুনসারিফের জন্য) ছিল। আর (সীবওয়াই ও খললে এর কম) কতিপয় নাহবীদের মতো হল এটি (جَوَارٍ-এর মত শব্দ) اعلال-এরপর গাইরে মুনসারিফ (যেরূপ اعلال-এর পূর্বে গাইরে মুনসারিফ ছিল।) কেননা এতে صيغة منتهي الجموع-র সাথে جمع রয়েছে। কারণ محذوفটি مقدر-এর মতো। এজন্যই এতে راء এর উপর এ'রাব জারি হয় না। আর এতে তানবীনটি হল তানবীনে عوض (যেটি গাইরে মুনসারিফের উপর দাখিল হয়ে থাকে, تنوين صرف নয়।) সুতরাং যখন তানবীনে সরফ বিলুপ্ত করে দেওয়া হল, তখন বিলুপ্ত يا এর বদলে (সীবওয়াইহ ও খলীলের মতে অথবা বিলুপ্ত يا-র হরকতের বদলে (মুবাররাদের মতে) এ তানবিনটি আনা হয়েছে। আর جر এর অবস্থা কোনো রকম পার্থক্য ব্যতিরকে এই অনুপাতেই হবে। কতিপয় আরবদের ভাষায় (যাকে ইমাম কাসাই, আবূ যায়েদ, ঈসা ইবনে আমর গ্রহণ করেছেন)। جر-এর অবস্থায় يا টি বহাল থাকবে যেরূপ نصب-এর অবস্থায় থাকে। আপনি বলবেন, مررت بجوارى (তানবীন ব্যতীত يا-র যবরের সাথে) যেরূপ আপনি বলে থাকেন, رَأَيْتُ جَوَارِىَ- আর এ লোগাতটির ভিত্তি হল اعلال এর উপর গাইরে মুনসারিফ মুকাদ্দাম হওয়ার ওপর। তখন حالت جر এর মধ্যে يا যবর যুক্ত হবে। (কেননা গাইরে মুনসারিফের جر যবর দ্বারা হয়।) আর فتحه বা যবর হচ্ছে সহজতর হরকত। সুতরাং

جر-এর অবস্থায় اعلال সংঘটিতই হল না। আর رفع-র অবস্থায় তাফসীল হল, جَوَارٍ-এর আসল হল جَوَارِيٌ-(তানবীনবিহীন পেশের সাথে) জটিলতার কারণে পেশকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তানবীন আনা হয়েছে। অত:পর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে يَا টি পড়ে গেছে। ফলে جَوَارٍ হয়ে গেছে। আর এই লোগাত অনুযায়ী اعلال শুধু একটি (رفع-র) অবস্থাতেই হবে প্রসিদ্ধ লোগাতের বিপরীত। কেননা তাতে اعلال হয় দুই (رفع ও جر এর) অবস্থাতে যেরূপ আপনি জেনে এসেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : نَحْوُ جَوَارٍ : ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ রহ. বর্ণনা করেছে, سَرَاوِيْل শব্দটির মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ পড়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেহেতু جَوَارٍএর মতো শব্দের মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ পড়ার মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। এ সামঞ্জস্যে سَرَاوِيْل-র পর একে বর্ণনা করেছেন। نَحْوُ جَوَارٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক ওই جمع বা বহুবচন যেটি فَوَاعِل-এর ওযনে হয়, চাই ناقص واوى হোক। যেমন- اَلدَّوَاعِىْ অথবা ناقص يائى হোক, যেমন : اَلْجَوَارِى– মুসান্নিফ বলেন, এই রকম جمع-র হুকুম হল رفعى ও جرى অবস্থায় يا বিলুপ্তি এবং তানবীন প্রবেশ করার মধ্যে قاض এর মতো। حالت نصبى-র বর্ণনা পরে আসছে। মুসান্নিফের ইবরতে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। এগুলোর জবাবের পর এ ইবারতটির তাশরীহ করা হবে।

প্রশ্ন এক : قَاضٍ এর সাথে جَوَارٍ-এর তুলনাটা শুদ্ধ নয়। কেননা جَوَارٍ হচ্ছে বহুবচন, আর قاض একবচন। এর জবাব হল, তুলনাটি হয়েছে হুকুমের মধ্যে সীগাহ্‌র মধ্যে নয়।

প্রশ্ন দুই : হুকুমের মধ্যেও তুলনাটা ঠিক নয়। কেননা قَاضٍ-এর মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। আর جَوَارٍ-এর মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

এর জবাব হল, তুলনাটা হয়েছে আকৃতির প্রেক্ষিতে, মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ হওয়ার মধ্যে নয়। এ জবাবটির সারকথা হল, যেভাবে قَاضٍ এর মধে رفع ও جر এর অবস্থাতে يا বিলুপ্ত হয়ে তানবীন চলে আসে, তেমনিভাবে এ দু'অবস্থায়ই جَوَار এর মতো শব্দের মধ্যে يا বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তানবীন এসে যাবে।

প্রশ্ন : আকৃতির প্রেক্ষিতেও তুলনাটি ঠিক হয় নি। কেননা جَوَار এর আকৃতি তা'লীলের পূর্বে فَوَاعِل এর যেটি বহুবচন। আর قاض এর আকৃতি হল তালীলের পূর্বে فاعل-এর যেটি একবচন। এর জবাব এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আকৃতির প্রেক্ষিতে তুলনা দেওয়ার মর্ম হল, قَاضٍ এর মতো جَوَارٍ এর মধ্যেও رفعى ও جرى অবস্থাতে يَا বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তানবীন এসে যাবে। এরপর অনুধাবন করুন! মুসান্নিফ রহ. جوار এর মতো শব্দের ব্যবহার পদ্ধতি তো বর্ণনা করলেন যে, এটাকে رفع ও جر- এর অবস্থাতে قاض এর মতো পড়া যাবে অর্থাৎ يَا বিলুপ্ত করে দিয়ে তানবীনের সাথে পড়া যাবে, তবে এটির মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ হওয়ার কথা বর্ণনা করেন নি। অথচ এটি বর্ণনা করা অধিক সমীচীন ছিল। কেননা আলোচনা চলছে মুনসারিফ ও গাইরে মুনসারিফ সম্বন্ধে। এর জবাবে বলা যায়, এটির মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। এ জন্য মুসান্নিফ রহ. সংক্ষেপণকে সামনে রেখে ব্যবহার পদ্ধতির উপর যথেষ্ট করেছেন এবং মুনসারিফ ও গাইরে মুনসারিফের দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে দিয়েছেন। এবার শারেহ এর বর্ণনা অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা শুনুন! শারেহ বলেছেন, جَوَارٍ এর মতো শব্দকে نصب এর অবস্থায় গাইরে মুনসারিফ পড়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কেননা এমতাবস্থায় يَا-র উপর যবর হবে যেটি সহজ হরকত, এতে তা'লীলের প্রয়োজন নেই। কারণ, جمعيت তো এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেই এবং حالت نصبى তে

তা'লীল না হওয়ার কারণে صيغة منتهى الجموع ও স্ব অবস্থায় বহাল রয়েছে। তাই গাইরে মুনসারিফ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যা! তবে حالت رفعى ও جرى-র মধ্যে তাকে মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফ পড়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, যাকে শারেহ রহ. بخلاف حالتي الرفع والجر দ্বারা বর্ণনা করছেন। এর তাফসীল হল, جَوَار এর মতো শব্দের মধ্যে حالت رفع ও جر এর মধ্যে মুনসারিফ এবং গাইরে মুনসারিফের ব্যাপারে নাহবীদের মতবিরোধটি অপর একটি মতবিরোধের উপর ভিত্তি করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, কালিমার মুনসারিফ ও গাইরে মুনসারিফ হওয়াটা তা'লীলের উপর মুকাদ্দাম, না কি তা'লীলে দুটির উপর মুকাদ্দাম? এর ব্যাখ্যা হল, কালিমার অবস্থা দেখে প্রথমে এটির মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ পড়ার ফায়সালা করা হবে। অর্থা এ বিষয়টি দেখা যাবে যে, এতে গাইরে মুনসারিফের اسباب আছে কি-না? যদি থাকে, তা হলে তাকে গাইরে মুনসারিফ পড়া যাবে, আর যদি দুই সবব না থাকে, তবে মুনসারিফ পড়া যাবে। এরপর দু'অবস্থাতে দেখা হবে তা'লীলের প্রয়োজন আছে কি-না? যদি থাকে তা হলে তা'লীল করা হবে, অন্যথায় করা হবে না। তাদের দলীল হচ্ছে, তা'লীল তো শব্দের ভারিত্ব ও কাঠিন্য দূর করার জন্য করা হয়ে থাকে। আর কাঠিন্য আছে কি-না, তা তো উচ্চারণের পরই জানা যেতে পারে। আর উচ্চারণের সময় হয়তো এটাকে মুনসারিফ পড়া হবে অথবা গাইরে মুনসারিফ। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো সূরত নেই। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ হওয়াটা তা'লীলের উপর মুকাদ্দাম।

কতিপয় নাহবী বলেন : তা'লীল মুকাদ্দাম। এরপর মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফের ফায়সালা হবে। তা'লীলের পর যদি দুটি সবব থাকে, তা হলে গাইরে মুনসারিফ হবে; অন্যথায় মুনসারিফ হবে। তাদের দলীল হল, তা'লীলের সম্পর্ক হল কালিমার সত্তার সাথে, আর মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ হওয়াটা হচ্ছে কালিমার সিফাত। আর সিফাত ذات বা সত্তার পরে হয়ে থাকে। সুতরাং সম্পর্ক সত্তার সাথে রয়েছে (تعليل), তাকে মুকাদ্দাম করা হবে এবং যার সম্পর্ক সিফাতের সাথে রয়েছে (মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ হওয়া), তাকে পরে রাখা হবে। এরপর এবার মুসান্নিফের ইবারতের তাশরীহ করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اَنَّ الْإِسْمَ مُنْصَرِفٌ وَالتَّنْوِيْنُ فِيْهِ تَنْوِيْنُ الصَّرْفِ الخ : بَعض দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাজ্জাজ ও সীবওয়াইহ্। এ মাযহাবটির ভিত্তি হচ্ছে এ কথার উপর যে, তা'লীলটি মুকাদ্দাম মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ হওয়ার ওপর। এ মতটির সারকথা হল, যেহেতু তা'লীল মুকাদ্দাম, এজন্য جَوَارٍ-এর মতো শব্দের رفع-র অবস্থাতে এ তা'লীল করা হয়েছে যে, جَوَارٍ মূলত جَوَارِىٌّ ছিল। অর্থাৎ يا-র উপর পেশ ও তানবীন ছিল। আর يا-র উপর পেশ কঠিন হয়ে থাকে, এজন্য তাকে সাকিন করা হয়েছে, এরপর اجتماع ساكنين হয়েছে يا এবং তানবীনের মাঝে। তাই يا-কে বিলুপ্ত করে দেয়ওা হয়েছে; ফলে جوار হয়ে গেছে كَلَام ও سَلَام-এর ওযনে। আর এ ওযনটি মুফরাদের।

সুতরাং صيغة منتهى الجموع যেটি গাইরে মুনসারিফের শর্ত, সেটি যেহেতু বাকি রইল না। তাই এটাকে মুনসারিফ পড়া যাবে। এ মাযহাবের ভিত্তিতে এ শব্দটি তালীলের পূর্বে তো এ কারণে মুনসারিফ যে, ইসমের মধ্যে আসল হল মুনসারিফ হওয়া। আর তালীলের পর যেহেতু جمع এর ওযন বাকি থাকে না, এ জন্য মুনসারিফ।

قَوْلُهُ : وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اَنَّهُ بَعْدَ الْاِعْلَالِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ الخ : কোনো কোনো শারেহ লিখেছেন, জমহূর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহবীদের মত এটাই। এ মাযহাবের ভিত্তিও তাই, যা এই মাত্র বর্ণিত হল অর্থাৎ তা'লীলটি

মুকাদ্দাম মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফের ওপর। তবে তা'লীলের পর তারা এ ধরনের কালিমাকে গাইরে মুনসারিফ পড়ে থাকেন। এ মতটির সারকথা হল, যেহেতু ইসমের মধ্যে আসল হল মুনসারিফ হওয়া, তাই তা'লীলের পূর্বে তো মুনসারিফ পড়া যাবে বটে, তবে তা'লীলের পর এটাকে গাইরে মুনসারিফ পড়তে হবে। কেননা جمع-র অর্থ তো তার মধ্যে সর্বাবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছেই। বাকি صيغه منتهى الجموع তে তা'লীলের পর বাহ্যত সেই ওযনটি বাকি রইল না। তবে حكما এটাকে বিদ্যমান ধরা হবে। কেননা يا টি যে ইজতেমায়ে সাকিনাইন এর কারণে বিলুপ্ত করা হয়েছে, তাকে বিদ্যমান ধরে নেওয়া হবে।

وَالْمُقَدَّرُ كَالْمَلْفُوْظِ-এর কায়দার আলোকে যেন يا টি বিদ্যমান রয়েছে। আর يا যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, তবে তো صيغه منتهى الجموع পাওয়া গেল।

সুতরাং جمع তখন তার শর্ত সমেত বিদ্যমান রইল। তা হলে এটাকে গাইরে মুনসারিফ পড়া হবে না কেন? এ নাহবীগণ যে দাবি করেছেন, يا টিকে বিদ্যমান ধরে নেওয়া হবে, তার দলীল হল, যদি يا টি একেবারেই বিদ্যমান না হয় বরং نَسْيًا مَنْسِيًّا তথা নিশ্চিহ্নরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে جَوَارٍ-এর راء টি হবে কালিমার শেষাক্ষর। আর শেষাক্ষরে এ'রাব জারী হয়। সুতরাং আমিলের চাহিদা অনুযায়ী তার উপর رفع-نصب-جر তিনটি এ'রাবই আসা উচিত। অথচ তিন অবস্থাতেই এর মধ্যে راء-তে যেরই থাকে। এতে বুঝা যাচ্ছে, راء -কে শেষাক্ষর সাব্যস্ত করা হয় নি এবং يا যেটি শেষাক্ষর ছিল তাকে বিদ্যমান ধরে নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَالتَّنْوِيْنُ فِيْهِ تَنْوِيْنُ الْعِوَضِ : যেসব নহবীগণ তা'লীলের পর جَوَارٍ-এর মতো শব্দকে গাইরে মুনসারিফ সাব্যস্ত করেছেন, তাদের উপর প্রশ্ন হয় যে, যদি এটি গাইরে মুনসারিফ হয়, তা হলে এতে তানবীন দেন কেন? শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, এটি تَنْوِيْن صَرْف নয়, যেটি গাইরে মুনসারিফের জন্য প্রতিবন্ধক বরং এটি تَنْوِيْن عِوَض অর্থাৎ তা'লীলের পর যখন اجتماع ساكنين এর কারণে ياء কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল, তখন ওই বিলুপ্ত يا অথবা তার হরকতের বদলে عَلٰى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ এ তানবীনটি আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ : عِوَضٌ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ اَوْ عَنْ حَرَكَتِهَا الخ : এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, جَوَارٍ-এর মতো শব্দে যে تنوين عوضটি রয়েছে, সেটি বিলুপ্ত يا-র বদলে এসেছে, নাকি তার হরকতের বদলে? এ বিষয়ে সীবওয়াইহ্ ও খলীলের মত হল এ তানবীনটি বিলুপ্ত ইয়া'র পরিবর্তে এসেছে। মুবাররাদের মত হল, এটি বিলুপ্ত ইয়া'র হারকাতের পরিবর্তে এসেছে। সীবওয়াই এবং খলীলের মতের উপর প্রশ্ন হয় যে, তানবীনের কারণে তো ইয়া-কে বিলুপ্ত করা হল, তা হলে তার পরিবর্তে তানবীন কেমন করে আসতে পারে? তাই মুবাররাদের মতটি বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ : وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ حَالَةُ الْجَرِّ : যেহেতু এ মাযহাবটির ভিত্তি হচ্ছে এ কথার উপর যে, তা'লীলকে মুকাদ্দাম করা হবে, এরপর মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফের ফায়সালা করা হবে। যেরূপর সবিস্তারে এই মাত্র তার আলোচনা গত হল। তাই جر -এর অবস্থায় جَوَارٍ-এর আসল হবে جَوَارِيٍ এর যের ও তানবীনের সাথে। আর যেভাবে يا-র উপর পেশ কঠিন হয়, তেমনিভাবে যেরও কঠিন হয়ে থাকে। এজন্য এটাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন اجتماع ساكنين হয়েছে يا এবং তানবীনের মাঝে, এজন্য يا কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে جَوَارٍ হয়ে গেছে। আর যেভাবে رفع-র অবস্থায় এর মধ্যে দুটি দল ছিল; কতিপয় নাহবী –যেমন : যাজ্জাজ ও সীবওয়াইহ্ এটাকে তা'লীলের পূর্বে এবং তালীলের পরে দুঅবস্থাতেই মুনসারিফ পড়ে

থাকেন। তেমনিভাবে جر -এর অবস্থাতেও তালীলের পূর্বে এবং পরে মুনসারিফ পড়বেন। কেননা صيغة منتهى الجموع-র ওযন পার্থক্যের কারণে মুফরাদের ওযন হবে। আর এ ধরনের শব্দ গাইরে মুনসারিফ হওয়ার জন্য আবশ্যক হল, صيغه منتهى الجموعএর ওযনে হওয়া। পক্ষান্তরে যারা رفع-র অবস্থাতে তালীলের পূর্বে মুনসারিফ পড়েন এবং তা'লীলের পর গাইরে মুনসারিফ পড়েন, তারা جر এর অবস্থায়ও তালীলের পূর্বে মুনসারিফ পড়বেন আর তালীলের পর গাইরে মুনসারিফ।

قَوْلُهُ : وَ فِىْ بَعْضِ لُغَةِ الْعَرَبِ : এটা কাসাই এবং আবূ আমের বসরী প্রমুখদের মাযহাব। এ মাযহাবের ভিত্তি হচ্ছে, মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ হওয়াটা তা'লীলের উপর মুকাদ্দাম। এ মাযহাবের সারকথা হল, প্রথমে দেখা হবে, কালিমাটিকে মুনসারিফ পড়া যাবে, নাকি গাইরে মুনসারিফ পড়া যাবে? যদি দুটি সবব অথবা দুই সববের স্থলাভিষিক্ত একটি সবব পাওয়া যায়, তা হলে গাইরে মুনসারিফ পড়তে হবে, অন্যথায় মুনসারিফ পড়া হবে। এরপর তা'লীলের প্রয়োজন হলে তা'লীল করা হবে, না হলে করা হবে না। এ মূলনীতির ভিত্তিতে جوار-এর মতো শব্দকে যখন তারা দেখলেন, তখন তাতে جمع منتهى الجموع তার ওযনসহ পাওয়া গেল। তাই গাইরে মুনসারিফ হওয়ার ফায়সালা করা হল। আর গাইরে মুনসারিফের ই'রাব جر -এর অবস্থায় যবর যুক্ত يا-র সাথে হয়, যেরূপ নসবের অবস্থায় হয়ে থাকে। আর يا-র উপর যবর কঠিন হয় না, তাই এর মধ্যে যেভাবে نصب-এর অবস্থাতে তা'লীল হয় নি, তেমনিভাবে جر -এর অবস্থাতেও তা'লীল হবে না। কেননা এ দু'অবস্থায়ই গাইরে মুনসারিফের সূরতে তানবিন বিহীন যবর আসবে। আর যবর يا-র উপর কঠিন নয়। এজন্য তা'লীলের প্রয়োজন নেই। মোটকথা হল, এ লোগাতে نصب এবং جر -এর অবস্থাতে তা'লীল হবে না; শুধু رفع-র অবস্থায় হবে; কিন্তু প্রসিদ্ধ লোগাতে رفع ও جر দু' অবস্থায় হবে, শুধু নসবের অবস্থাতে তা'লীল হবে না।

اَلتَّرْكِيْبُ وَ هُوَ صَيْرُوْرَةُ كَلِمَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ حَرْفِيَّةِ جُزْءٍ فَلَا يَرِدُ النَّجْمُ وَبَصْرَىٰ عَلَمَيْنِ **شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ** لِيَامَنَ مِنَ الزَّوَالِ فَيَحْصُلُ لَهُ قُوَّةٌ فَيُؤَثِّرُ بِهَا فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ **وَاَنْ لَا يَكُوْنَ بِاِضَافَةٍ** لِاَنَّ الْاِضَافَةَ تُخْرِجُ الْمُضَافَ اِلَى الصَّرْفِ اَوْ اِلٰى حُكْمِهٖ فَكَيْفَ تُؤَثِّرُ فِى الْمُضَافِ اِلَيْهِ مَا يُضَادُّهُ اَعْنِىْ مَعْنَى الصَّرْفِ **وَلَا اِسْنَادٍ** لِاَنَّ الْاَعْلَامَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْاِسْنَادِ مِنْ قَبِيْلِ الْمَبْنِيَّاتِ نَحْوُ تَابَّطَ شَرًّا فَاِنَّهَا بَاقِيَةٌ فِىْ حَالَةِ الْعَلَمِيَّةِ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ فَاِنَّ التَّسْمِيَةَ بِهَا اِنَّمَا هِىَ لِدَلَالَتِهَا عَلٰى قِصَّةٍ غَرِيْبَةٍ فَلَوْ تَطَرَّقَ اِلَيْهَا التَّغْيِيْرُ يُمْكِنُ اَنْ تَفُوْتَ تِلْكَ الدَّلَالَةُ وَاِذَا كَانَتْ مِنْ قَبِيْلِ الْمَبْنِيَّاتِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيْهَا مَنْعُ الصَّرْفِ الَّذِىْ هُوَ مِنْ اَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ فَاِنْ قُلْتَ كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ اَنْ يَقُوْلَ وَاَنْ لَّا يَكُوْنَ الْجُزْءُ الثَّانِىْ مِنَ الْمُرَكَّبِ صَوْتًا وَلَا مُتَضَمِّنًا بِحَرْفِ الْعَطْفِ لِيَخْرُجَ مِثْلُ سِيْبَوَيْهِ وَنِفْطَوَيْهِ وَمِثْلُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ عَشَرَ عَلَمَيْنِ قُلْنَا كَاَنَّهُ اكْتَفٰى فِىْ ذٰلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ فِيْمَا بَعْدُ اَنَّهُمَا مِنْ قَبِيْلِ الْمَبْنِيَّاتِ وَاَمَّا الْاَعْلَامُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْاِسْنَادِ فَلَمْ يَذْكُرْ بِنَاءَهَا اَصْلًا فَلِذٰلِكَ احْتَاجَ اِلٰى اِخْرَاجِهَا **مِثْلُ بَعْلَبَكَّ** فَاِنَّهُ عَلَمٌ لِبَلْدَةٍ مُرَكَّبٍ مِنْ بَعْلٍ هُوَ اِسْمُ صَنَمٍ وَبَكَّ وَهُوَ اِسْمُ صَاحِبِ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ جُعِلَا اِسْمًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُقْصَدَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ اِضَافِيَّةٌ اَوْ اِسْنَادِيَّةٌ اَوْ غَيْرُهُمَا ـ

সহজ তরজমা

আর তারকীব হল দুই বা ততোধিক শব্দের এক শব্দ হয়ে যাওয়া কোনো অংশ হরফ না হয়ে। সুতরাং اَلنَّجْم ও بَصْرٰى দুটির عَلَم হওয়াবস্থায় আপত্তি দেখা দিবে না। তার শর্ত হল عَلَم হওয়া।

যাতে তারকিবটি বিদূরণ (ও বিঘ্নতা) থেকে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং তার জন্য শক্তি অর্জিত হয়ে যায়।

ফলে এটি দ্বারা গাইরে মুনসারিফের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল হবে এবং ইযাফাতের সাথে না হওয়া। কেননা ইযাফাত মুযাফকে (যেটি ইযাফাতের পূর্বে গাইরে মুনসারিফ ছিল) মুনসারিফ হওয়ার দিকে অথবা মুনসারিফ হওয়ার হুকুমের দিকে বের করে দেয়, তা হলে ইযাফাত কেমন করে মুযাফ ইলাইহির মধ্যে তার তথা মুযাফের বিপরীত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ গাইরে মুনসারিফ করতে পারে?

এবং ইসনাদের সাথে না হওয়া (শর্ত)। কেননা যেসব علم ইসনাদকে শামিল রাখে, যেগুলো مبنيات -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : تَأَبَّطَ شَرًّا সুতরাং উল্লেখিত আলমসমূহ حالت علميت -এর মধ্যে যেই অবস্থাতে বহাল রয়েছে, যার উপর علميت -এর পূর্বে ছিল। কেননা এসব علم-এর সাথে কারো নাম রাখাটা এগুলোর আশ্চর্যপূর্ণ কিচ্ছার প্রতি নির্দেশের জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং এ সব علم-এর দিকে যদি পরিবর্তনের পথ সৃষ্টি হয়ে যায়, তা হলে সেই দালালাতটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যখন এসব علم مبنيات -এর মধ্য থেকে হল, তা হলে এগুলোর মধ্যে গাইরে মুনসারিফ কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে, যেটি مُعْرَبَات -এর হুকুমসমূহের মধ্য থেকে। এরপর আপনি যদি (আপত্তি হিসেবে) বলেন যে, মুসান্নিফের জন্য আবশ্যক ছিল এ রকম বলা : "আর মুরাক্কাবের দ্বিতীয়াংশ صوت (আওয়াজ) না হওয়া এবং হরফে আতফে অভ্যন্তরে না রাখা (শর্ত)। যাতে سِيْبَوَيْه ও نِفْطَوَيْه-এর মতো এবং خَمْسَةَ عَشَرَ ও سِتَّةَ عَشَرَ-র মতো মুরাক্কাব علم অবস্থায় (গাইরে মুনসারিফের তারকীবের সংজ্ঞা হতে) বের হয়ে যেত। আমরা জবাবে বলব, মুসান্নিফ রহ. দুটি কয়েদই উল্লেখ না করে তার পরবর্তী ওই কথার উপর যথেষ্ট করেছেন যে, এ দুটিই مبنيات -এর অন্তর্ভুক্ত। বাকি রইল ইসনাদকে অন্তর্ভুক্ত রাখে এ রকম আলমসমূহের কথা, মুসান্নিফ রহ. যেহেতু এগুলোর মাবনী হওয়ার কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি, তাই এটাকে মুসান্নিফের বের করার প্রয়োজন হল। যেমন : بَعْلَبَكَّ – এটি একটি শহরের নাম। যেটি بَعْل তথা মূর্তির নাম এবং بَكَّ তথা ওই শহরের মালিক (বাদশাহ) এর নাম দ্বারা মুরাক্কাব হয়েছে অনন্তর এ দুটিকেই একটি নাম করে দেওয়া হয়েছে। এ দুটির মাঝে نصبت اضافيه কিংবা نسبت اسناديه অথবা এ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিবন্ধকের প্রতি ইচ্ছা না করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلتَّرْكِيْبُ : গাইরে মুনসারিফের সববসমূহের মধ্যে একটি সবব হল তারকীব। মুসান্নিফ রহ. একে বর্ণনা করেছেন। নাহুর পরিভাষায় তারকীব বলা হয় দুই বা ততোধিক শব্দকে কোনো হরফকে অংশ না বানিয়ে এক করে নেওয়া।

قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ النَّجْمُ وَ بَصْرٰى : প্রশ্ন হত যে, اَلنَّجْمُ ও بَصْرٰى -এর মতো উদাহরণসমূহে تركيب তো পাওয়া যাচ্ছে। তাই এগুলোকে গাইরে মুনসারিফ পড়া উচিত। অথচ এগুলো মুনসারিফ? শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, তারকীবের সংজ্ঞায় مِنْ غَيْرِ حَرْفِيَّةِ جُزْءٍ-এর কয়েদ লাগানো হয়েছে অর্থাৎ কোনো হরফ অংশ হবে না। আর এখানে اَلنَّجْم-এর মধ্যে আলিফ-লাম অংশ হয়েছে আর بصرى -এর মধ্যে با অংশ হয়েছে। এজন্য এ রকম তারকীব গাইরে মুনসারিফের সবব হবে না।

قَوْلُهُ : شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ : যেভাবে গাইরে মুনসারিফের অন্যান্য সবব নিজেদের প্রতিক্রিয়ার শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ যদি এ শর্তগুলো পাওয়া যায়, তা হলে গাইরে মুনসারিফের সবব হবে, অন্যথায় নয় তেমনিভাবে তারকীবও শর্তযুক্ত। তার জন্য প্রথম শর্ত হল, علم হওয়া। কেননা তারকীবের মধ্যে অংশসমূহ পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে থাকে। অথচ আসল হল প্রতিটি অংশ পৃথকভাবে সংযুক্তি ও মুখাপেক্ষী ব্যতিরেকে পাওয়া যাওয়া। কেননা প্রত্যেক শব্দের وضع বা গঠন হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। এতে বুঝা গেল, তারকীব একটি عارضى বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই عارض বা কারণটা পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব থাকবে আর عارض বা কারণটি দূর হয়ে গেলে তারকীব ও বিদূরিত হয়ে যাবে। তাই علم হওয়ার শর্ত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারকীবের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং বিদূরণ থেকে সংরক্ষিত হয়ে যায়। لِأَنَّ الْأَعْلَامَ لَا يَتَغَيَّرُ (কেননা আলমসমূহ পরিবর্তনকে গ্রহণ করে না।)

قَوْلُهُ : اَنْ لَا يَكُوْنَ بِاِضَافَةٍ وَ لَا اِسْنَادٍ : এটি তারকীবের দ্বিতীয় শর্ত। প্রথম শর্তটি ছিল ইতিবাচক, আর এটি নেতিবাচক। আর এ শর্তটি এজন্য লাগানো হয়েছে যে, تركيب اضفى-এর মধ্যে ইযাফাত মুযাফকে মুনসারিফ অথবা মুনসারিফের হুকুমে করে দেয়। সুতরাং যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত গাইরে মুনসারিফ ইযাফাতের কারণে মুনসারিফ হয়ে যায়, তা হলে এটি শুরু থেকে নতুন করে গাইরে মুনসারিফের খবর হতে পারে কেমন করে? আর تركيب اسنادى যেটি علم কে শামিল রাখে, সেটি তো مبنيات -এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুনসারিফ বা গাইরে মুনসারিফ হওয়াটা মু'রাবের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য تركيب اسنادى গাইরে মুনসারিফের সবব হতে পারে না।

قَوْلُهُ : نَحْوُ تَأَبَّطَ شَرًّا : এর অর্থ হল, যে বগলের মধ্যে অনিষ্ট ধারণ করেছে। এর ঘটনা হল, জনৈক ব্যক্তি জঙ্গল থেকে লাকড়ি তুলে একটি গাঠরি বেঁধে আনে। ঘরে যখন ওই লাকড়ি গাঠরি ঢালা হল, তখন তার ভিতর থেকে সাপ বেরিয়ে আসল। ওই সময় কেউ এ বাক্যটি বলেছিল। এরপর তার নাম এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। এখন যদি এর মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়, তা হলে এটির قصه غريبة বা অভিনব ঘটনার উপর দালালাতটি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ قُلْتَ : প্রশ্ন হয় যে, মুসান্নিফ রহ. নেতিবাচক শর্ত কেবল দুটি বর্ণনা করেছেন। যথা– تركيب اضافى হবে না এবং تركيب اسنادى হবে না। কিন্তু তাঁর উচিত ছিল এতে সংযোজন করে এটিও বলা– وان لَا يَكُوْنَ الْجُزْءُ الثَّانِى مِنَ الْمُرَكَّبِ صَوْتًا وَلَا مُتَضَمِّنًا بِحَرْفِ الْعَطْفِ অর্থাৎ মুরাক্কাবটির দ্বিতীয় অংশ صوت বা আওয়াজ হতে পারবে না এবং হরফে আতফ্‌কে অভ্যন্তরেও রাখতে পারবে না। যাতে سِيْبَوَيْهِ; نِفْطَوَيْهِ এবং خَمْسَةَ عَشَرَ ও سِتَّةَ عَشَرَ -এর মতো শব্দাবলী, যখন কারো علم হয়, তখন গাইরে মুনসারিফ হওয়া থেকে বের হয়ে যায়। কেননা এ সবই মাবনী। কিন্তু এগুলোর বের হওয়াটা তখনই হতে পারে, যখন এ দুটি কয়েদই সংযোজন করা হবে।

قَوْلُهُ : قُلْنَا كَاَنَّهُ اكْتَفٰى الخ : এর দ্বারা শারেহ রহ. উল্লেখিত প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ মুসান্নিফ মুরাক্কাবের এ দুটি প্রকারকেই مَبْنِيَّات এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তাই এখানে এগুলোকে বের করার জন্য কয়েদ লাগানোর প্রয়োজন নেই। আর مركب اسنادى র বর্ণনা مبنيات এর আলোচনায় উল্লেখ করেন নি, এ জন্য এগুলোকে বের করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

قَوْلُهُ : مِثْلُ بَعْلَبَكَّ : এটি مركب এবং علم এতে تركيب اضافى ও হয় নি এবং تركيب اسنادى ও হয় নি। এ জন্য এটি গায়রে মুনসারিফ। এর নামকরণের কারণ শারেহ রহ.-এর ইবারত দ্বারাই স্পষ্ট।

اَلْاَلِفُ وَالنُّوْنُ اَلْمَعْدُوْدَتَانِ مِنْ اَسْبَابِ مَنْعِ الصَّرْفِ تُسَمَّيَانِ مَزِيْدَتَيْنِ لِاَنَّهُمَا مِنَ الْحُرُوْفِ الزَّوَائِدِ وَتُسَمَّيَانِ مُضَارَعَتَيْنِ اَيْضًا لِمُضَارَعَتِهِمَا لِاَلِفَيِ التَّانِيْثِ فِىْ مَنْعِ دُخُوْلِ تَاءِ التَّانِيْثِ عَلَيْهِمَا وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ فِىْ اَنَّ سَبَبِيَّتَهُمَا لِمَنْعِ الصَّرْفِ اِمَّا لِكَوْنِهِمَا مَزِيْدَتَيْنِ وَفَرْعِيَّتِهِمَا لِلْمَزِيْدِ عَلَيْهِ وَاِمَّا لِمُشَابَهَتِهِمَا لِاَلِفَيِ التَّانِيْثِ وَالرَّاجِحُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِىْ ثُمَّ اِنَّهُمَا **كَانَتَا فِىْ اِسْمٍ** يَعْنِىْ بِهٖ مَا يُقَابِلُ الصِّفَةَ فَاِنَّ الْاِسْمَ الْمُقَابِلَ لِلْفِعْلِ وَالْحَرْفِ اِمَّا اَنْ لَّا يَدُلَّ عَلٰى ذَاتٍ مَا لُوْ حِظَ مَعَهَا صِفَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ اَوْ يَدُلُّ كَاَحْمَرَ وَضَارِبٍ وَمَضْرُوْبٍ فَالْاَوَّلُ يُسَمّٰى اِسْمًا وَالثَّانِىْ صِفَةً فَالْمُرَادُ بِالْاِسْمِ الْمَذْكُوْرِ هٰهُنَا هُوَ هٰذَا الْمَعْنٰى لَا الْاِسْمُ الشَّامِلُ لِلْاِسْمِ وَالصِّفَةِ **فَشَرْطُهٗ** اَىْ شَرْطُ الْاَلِفِ وَالنُّوْنِ فِىْ مَنْعِهِمَا مِنَ الصَّرْفِ وَاِفْرَادُ الضَّمِيْرِ بِاعْتِبَارِ اَنَّهُمَا سَبَبٌ وَاحِدٌ اَوْ شَرْطُ ذٰلِكَ الْاِسْمِ فِىْ امْتِنَاعِهٖ مِنَ الصَّرْفِ **اَلْعَلَمِيَّةُ** تَحْقِيْقًا لِلُزُوْمِ زِيَادَتِهَا اَوْ لِيَمْتَنِعَ دُخُوْلُ التَّاءِ فَيَتَحَقَّقُ شَبَهُهُمَا بِالنَّفْيِ التَّانِيْثِ **كَعِمْرَانَ** اَوْ كَانَتَا **فِىْ صِفَةٍ فَانْتِفَاءُ فَعْلَانَةٍ** اَىْ اِنْ كَانَ الْاَلِفُ وَالنُّوْنُ فِىْ صِفَةٍ فَشَرْطُهٗ اِنْتِفَاءُ فَعْلَانَةٍ يَعْنِى امْتِنَاعُ دُخُوْلِ تَاءِ التَّانِيْثِ عَلَيْهِ لِيَبْقٰى مُشَابَهَتُهُمَا لِاَلِفَيِ التَّانِيْثِ عَلٰى حَالِهَا وَلِذَا انْصُرِفَ عُرْيَانٌ مَعَ اَنَّهٗ صِفَةٌ لِاَنَّ مُؤَنَّثَهٗ عُرْيَانَةٌ وَقِيْلَ شَرْطُهٗ **وُجُوْدُ فَعْلٰى** لِاَنَّهٗ مَتٰى كَانَ مُؤَنَّثُهٗ فَعْلٰى لَا يَكُوْنُ فَعْلَانَةٌ فَيَبْقٰى مُشَابَهَتُهُمَا لِاَلِفَيِ التَّانِيْثِ عَلٰى حَالِهَا

وَمِنْ ثَمَّ اَىْ وَمِنْ اَجْلِ الْمُخَالَفَةِ فِى الشَّرْطِ **اخْتُلِفَ فِىْ رَحْمٰنَ** فِىْ اَنَّهٗ مُنْصَرِفٌ اَوْ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ مُؤَنَّثٌ لَارَحْمٰى وَلَا رَحْمَانَةٌ لِاَنَّهٗ صِفَةٌ خَاصَّةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى لَا يُطْلَقُ عَلٰى غَيْرِهٖ تَعَالٰى لَا عَلٰى مُذَكَّرٍ وَلَا عَلٰى مُؤَنَّثٍ فَعَلٰى مَذْهَبِ مَنْ شَرَطَ اِنْتِفَاءَ فَعْلَانَةٍ فَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَعَلٰى مَذْهَبِ مَنْ شَرَطَ وُجُوْدَ فَعْلٰى فَهُوَ مُنْصَرِفٌ دُوْنَ **سَكْرَانَ** فَاِنَّهٗ لَا خِلَافَ فِىْ مَنْعِ صَرْفِهٖ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ فَاِنَّهٗ مُؤَنَّثُهٗ سَكْرٰى لَا سَكْرَانَةٌ وَدُوْنَ نَدْمَانٍ فَاِنَّهٗ لَا خِلَافَ فِىْ صَرْفِهٖ لِانْتِفَاءِ

الشَّرْطِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ لِاَنَّ مُؤَنَّثَهُ نَدْمَانَةٌ لَا نَدْمٰى هٰذَا اِذَا كَانَ نَدْمَانُ بِمَعْنٰى النَّدِيْمِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ بِمَعْنَى النَّادِمِ فَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّ مُؤَنَّثَهُ نَدْمٰى لَانَدْمَانَةٌ ـ

সহজ তরজমা

যে (زَائِدَ تَان) اَلِف وَنُوْن দুটিকে গায়রে মুনসারিফের সববসমূহ থেকে গণনা করা হয়, এ দু'টির নাম مزيدتان (অতিরিক্ত) রাখা হয়। কেননা এ দুটি (نون و الف) حروف زوائد বা অতিরিক্ত বর্ণসমূহের মধ্য থেকে। আর এ দুটির নাম مُضَارِعَتَيْنِ (সদৃশ) ও রাখা হয়। কেননা এ দুটি তাদের উপর تاء تانيث এর প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে تانيث এর আলিফ দুটির (مقصوره ও ممدوده) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আর اَلِف و نُوْن زَائِدَان এর গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার ব্যাপারে নাহবীগণের মতবিরোধ রয়েছে। হয়তো এ দুটি مَزِيْدَيْتَيْنِ এবং مزيد عليه এর فرع তথা শাখা হওয়ার কারণে (গায়রে মুনসারিফের সবব হয়েছে। এটি কূফীদের মত) অথবা এ দুটি تانيث এর উভয় আলিফের সদৃশ হওয়ার কারণে। (সবব হয়েছে। এটি বসরীদের মত) তবে দ্বিতীয় মতটি অগ্রগণ্য। এরপর এ দুটি যদি ইসমের মধ্যে হয়– ইসম দ্বারা মুসান্নিফের উদ্দেশ্য হলো সিফতের বিপরীত ইসম। কেননা ফে'ল ও হরফের বিপরীত ইসম হয়তো এমন সত্তা বুঝাবে না, যার সাথে সিফতসমূহের মধ্য থেকে কোন্ সিফতের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, যেমন : فَرَسٌ ও رَجُلٌ অথবা এমন সত্তা বুঝাবে। যেমন : اَحْمر - ضَارِب ও مَضْرُوْب। সুতরাং প্রথমটির নাম রাখা হয় اسم করে এবং দ্বিতীয়টির নাম রাখা হয় صفت করে। অতএব, এখানে উল্লেখিত ইসম দ্বারা অর্থটাই উদ্দেশ্য, যেটি اسم ও صفت উভয়টিকে শামিল রাখে। সুতরাং এর শর্ত হল, অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফ হওয়ার মধ্যে الف ও نون এর শর্ত। আর شرطه র মধ্যে যমীর (ه) টিকে একবচন আনা (হয়েছে দু'টি কারণ প্রথমত) হয়তো এ হিসেবে যে, (الف ও نون) দুটি মিলে এক সবব অথবা (দ্বিতীয়ত) এ ইসমটি গায়রে মুনাসারিফ হওয়ার জন্য তার علم হওয়া শর্ত।

عَلَم হওয়া। الف ও نون এর অতিরিক্ততার অপরিহার্যতা প্রমাণিত করার জন্য অথবা تاءتانيث এর প্রবেশ নিষিদ্ধতার জন্য। যার ফলে এ দুটির সাদৃশ্যতা تانيث এর উভয় আলিফের সাথে প্রমাণপুষ্ট ও তাকিদপূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন : عِمْرَان । অথবা الف ও نون সিফতের মধ্যে হবে, তখন فَعْلَانَة না হওয়া। অর্থাৎ الف ও نون যদি সিফতের মধ্যে হয়, তবে তার শর্ত হল فعلانة না হওয়া তথা তার উপর تاءتانيث এর প্রবেশ নিষিদ্ধ শর্ত। যাতে আলিফ ও নূনের সাদৃশ্য تانيث এর উভয় আলিফের সাথে স্বঅবস্থায় বহাল থেকে যায়। এ জন্যই সিফত হওয়া সত্ত্বেও عُرْيَان মুনসারিফ হয়েছে। কেননা তার স্ত্রীলিঙ্গ عُرْيَانَةٌ আসে। আর কথিত আছে, এর শর্ত হল فَعْلٰى পাওয়া যাওয়া। কেননা যখন তার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلٰى হবে, তখন فَعْلَانَة হবে না। (কারণ, একই ইসমের দুই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না)। ফলে আলিফ ও নূনের সাদৃশ্য تانيث এর উভয় আলিফের সাথে আপন অবস্থায় বাকি থাকবে। আর এ কারণেই তথা শর্তের মধ্যে মতানৈক্যের কারণেই رَحْمٰن শব্দের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, এটি মুনসারিফ নাকি গায়রে মুনসারিফ? কারণ, رَحْمٰن এর কোনো স্ত্রীলিঙ্গই নেই, না رَحْمٰن এবং না رَحْمَانَة। কেননা এটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সিফত বা গুণ; আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উপর এর প্রয়োগ হয় না; পুংলিঙ্গের উপরও নয় এবং স্ত্রীলিঙ্গের উপরও নয়। সুতরাং যারা فَعْلَانَة না হওয়ার শর্ত লাগিয়েছেন, তাদের

মতানুসারে এটি গায়রে মুনসারিফ আর যারা فَعْلٰى পাওয়া যাওয়ার শর্ত লাগিয়েছেন, তাদের মতানুসারে মুনাসারিফ। سَكْرَان এর (ব্যাপারে মতবিরোধ) নয়। কেননা উভয় মতের ভিত্তিতে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার কারণে এটির গায়রে মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। কেননা স্ত্রীলিঙ্গ سَكْرٰى আসে سَكْرَانَة আসে না। এবং نَدْمَان এর ব্যাপারেও নয়। কেননা উভয় মতের ভিত্তিতে শর্ত না থাকার কারণে এর মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নই! কারণ, তার স্ত্রীলিঙ্গ আসে نَدْمَانَة ، نَدْمٰى নয়। আর ঐকমত্যে نَدْمَان এর মুনসারিফ হওয়াটা তখন হবে, যখন نَدْمَان শব্দটি نَدِيْم (সাথী) এর অর্থে হবে; কিন্তু যখন نَادِم (লজ্জিত) এর অর্থে হবে, তখন এটি সর্বসম্মতভাবে গায়রে মুনসারিফ হবে। কেননা نَدْمَان যেটি نَادِم এর অর্থ দান করে, তার স্ত্রীলিঙ্গ نَدْمٰى আসে, نَدْمَانَه নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَلْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الخ : এটিও গায়রে মুনসারিফের সবব। তবে সবব ওই সময় হবে, যখন এ দুটি زَائِد তথা অতিরিক্ত হবে। حسان এর মধ্যে الف ও نون পাওয়া যায় বটে, তবে এটি আসলী زائد বা অতিরিক্ত নয়, তাই এটি গায়রে মুনসারিফ নয়। এ দুটিকে زَائِدَتَيْن এ জন্য বলা হয় যে, এ দুটি حروف روائد বা অতিরিক্ত বর্ণের মধ্য থেকে যেগুলোর সমষ্টি হল : اَلْيَوْمَ تَنْسَاهُ এ দুটিকে مُضَارَعَتَيْن বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে সদৃশ। যেহেতু এ দুটি (نون ও الف) تاءتانيث না আসার ব্যাপারে আলিফে মামদূদা ও আলিফে মাকসূরার সদৃশ, এ জন্য এ দুটিকে مُضَارَعَتَيْن ও বলা হয়। যেভাবে الف ممدوده এবং الف مقصوره এর সাথে تاءنيث আসে না, তেমনিভাবে الف ونون زائدتان এর সাথেও تاء تانيث আসে না।

قَوْلُهٗ : وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ : এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে যে, الف ও نون কে زَائِدَاتَيْن বলা হয় এবং مُضَارَعَتَيْن তথা مشابهتين ও বলা হয়। এবার শারেহ রহ. বর্ণনা করতে চাচ্ছেন, নাহবীদের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ দুটির زائد বা অতিরিক্ত হওয়াটা গায়রে মুনসারিফের সবব, না-কি الف ممدود ও الف مقصور এর সাথে সাদৃশ্যটা গায়রে মুনসারিফের সবব উভয়টাই সহীহ হয়েছে। কেননা গায়রে মুনসারিফ নির্ভরশীল হয়েছে فرعيت বা শাখা হওয়ার ওপর। প্রত্যেকটি সবব কোনো না কোনো কিছুর فرع বা শাখা। যেরূপ পূর্বে যথাস্থানে একে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি দুঅবস্থাতেই বিদ্যমান আছে। কেননা مزيد হল مزيد عليه এর ফরা' বা শাখা। কারণ الف ও نون যে ইসমটির শেষে অতিরিক্ত করা হয়েছে, সেই ইসমটি আসলী হবে এবং এ দুটি তার فرع হবে। তেমনি مشبة টা فرع হয়ে থাকে مشبه به এর। যেহেতু الف ও نون - الف مقصوره ও الف ممدوده এর مشابه বা সদৃশ, তাই এ দুটি الف তানيث এর مقصوره ও ممدوده দুটির فرع তথা শাখা হবে।

قَوْلُهٗ : وَالرَّاجِعُ هُوَالْقَوْلُ الثَّانِىْ : অর্থাৎ অগ্রাধিকারযোগ্য মত হল, الف و نون زائدان এর تاء نيث না আসার মধ্যে الف مقصوره ও ممدوده এর সাথে যে সাদৃশ্যটা রয়েছে, সেই সাদৃশ্যটা গায়রে মুনসারিফের সবব বা কারণ। কেননা সামনে এগিয়ে যেখানে তাফরী করবেন, সেখানে বলেছেন যে, نَدْمَانَة মুনসারিফ। আর তার কারণ হল, এতে تاء এসে গেছে। যার ফলে الف مقصوره ও ممدوده র সাথে সাদৃশ্য বাকি থাকে নি। যদি এ দুটির (الف و نون) অতিরিক্ত হওয়াটা গায়রে মুনসারিফের সবব হত তা হলে نَدْمَانَه গায়রে মুনসারিফ হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এতে الف ও نون বিদ্যমান রয়েছে এবং এ দুটি অতিরিক্তও বটে। এতে বুঝা যাচ্ছে, الف ممدوده ও مقصوره এর সাদৃশ্যটাই গায়রে মুনসারিফের সবব বা কারণ।

قَوْلُهُ : ثُمَّ اِنَّهُمَا اِنْ كَانَتَا فِىْ اِسْمٍ الخ : الف ও نون ব্যবহারের দুটি সুরত রয়েছে। ১. কখনো ইসমের শেষে আসে। ২. আবার কখনো সিফতের শেষে আসে। যদি ইসমের শেষে আসে, তা হলে শর্ত হল عَلَم হওয়া। আর যদি সিফতের শেষে আসে, তবে কারো মতে শর্ত হল তার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلَانَةٌ এর ওজনে না হওয়া অর্থাৎ শেষে تاء না আসা আবার কারো মতে শর্ত হল তার স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلٰى -র ওজনে আসা।

قَوْلُهُ : يَعْنِىْ بِهٖ مَا يُقَابِلُ الصِّفَةَ : এটি একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, নাহবীদের পরিভাষায় اسم এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে–

مَادَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ দ্বারা। আর বিষয়টি صفت এর মধ্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং যেহেতু সিফত ও ইসমের ভিতরে দাখিল রয়েছে, তাই এটাকে পরে আবার او فى صفة বলে উল্লেখ করাটা অর্থহীন, তদুপরি মুসান্নিফ রহ. এটাকে উল্লেখ করলেন কেন? শারেহ এ প্রশ্নটির যে জবাব দিচ্ছেন, তার সারকথা হল, اسم এর দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি ব্যাপক যেটি فعل এবং حرف এর মোকাবিলায় ব্যবহার হয় এবং আরেকটি অর্থ হলো খাস, যেটি صفت এর মোকাবিলায় ব্যবহার হয়। আর এখানে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য। অন্য কথায়, এখানে صفت ইসমের قسم নয় বরং قَسِيْم এ জন্য মোকাবিলায় উল্লেখ করাটা শুদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকেই শারেহ রহ. فَاِنَّ الْاِسْمَ الْمُقَابِلَ لِلْفِعْلِ وَالْحَرْفِ اَمَّا اَنْ لَا يَدُلَّ বলে বর্ণনা করেছেন। এর মর্ম স্পষ্ট। এ জন্য তাশরীহ এর প্রয়োজন নেই, তাই সারমর্ম বর্ণনা করে দিয়েছি।

قَوْلُهُ : شَرْطُهُ اَىْ شَرْطُ الْاَلِفِ وَالنُّوْنِ فِىْ مَنْعِهِمَا فِى الصَّرْفِ الخ : শারেহ রহ. এখানে দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত علم হওয়ার শর্তটি الف ও نون এর অস্তিত্বের জন্য নয় বরং গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত شرطه এর মধ্যে যমীরটি الف ও نون এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। এতে প্রশ্ন হত যে, مرجع তো হচ্ছে দ্বিবচনের; কিন্তু যমীরটি কেন একবচনের? এর জবাব হল, الف ও نون পৃথক পৃথক সবব নয় বরং দুটি মিলিত হয়ে এক সবব। এ জন্য একবচনের যমীর এনেছেন।

قَوْلُهُ : اَلْعَلَمِيَّةُ تَحْقِيْقًا لِلُزُوْمِ زِيَادَتِهَا الخ : শারেহ রহ. এতে علم হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করছেন। আপনার হয়তো স্মরণ আছে, الف ও نون গায়রে মুনসারিফের সবব কেন? এ ব্যাপারে দু'টি মত বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন : زَائِد বা অতিরিক্ত হওয়ার কারণে সবব হয়েছ। আবার কেউ কেউ বলেন : تانيث এর উভয় (الف مقصوره و الف ممدوده) الف এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে সবব হয়েছে। এর সবিস্তর আলোচনা গত হয়ে গেছে। যাই হোক! عَلَم হওয়ার শর্ত এ জন্য আবশ্যক যে, যদি অতিরিক্ত হওয়ার কারণে সবব হয়, তা হলে এর অতিরিক্ত সুদৃঢ় হয়ে যাবে। আর যদি সাদৃশ্যের কারণে সবব হয়, তা হলে সাদৃশ্যটি শক্তিশালী হয়ে যাবে। কেননা عَلَم হয়ে যাওয়ার পর কোনোরকম পরিবর্তন হয় না, যে অবস্থা রয়েছে তাই বাকি থাকে।

قَوْلُهُ : اَوْ كَانَتَا فِىْ صِفَةٍ فَانْتِفَاءُ فَعْلَانَةَ : অর্থাৎ যদি نون ও الف টি صفت এর মধ্যে হয় অর্থাৎ এমন সত্তার মধ্যে পাওয়া যায়, যার মধ্যে وصف এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তা হলে তার গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য শর্ত হল তার স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে تاء না আসা। انتفاء فعلانة এর মর্ম এটাই। যখন تاء আসবে না, তা হলে تانيث এর উভয় আলিফের সাথে সাদৃশ্যটা নিজ অবস্থাতে বহাল থেকে যাবে। যেভাবে الف مقصوره ও ممدوده র সাথে تاء نيث আসে না, তেমনিভাবে نون ও الف এর সাথও আসবে না।

قَوْلُهُ : شَرْطُهُ وُجُوْدُ فَعْلٰى : এ মতটি পোষণকারীরও উদ্দেশ্য এটাই যে, نون ও الف এর সাথে تا ، আসতে পারবে না।

قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ فِىْ رَحْمٰن الخ : এই মাত্র আপনার সামনে পেশ করা হয়েছে যে, اِنْتِفَا ، فَعْلَانَة এবং وُجُوْد فَعْلٰى উভয় মত পোষণকারীদের উদ্দেশ্য একটাই অর্থাৎ এর স্ত্রীলিঙ্গে تا ، না আসা। তবে ব্যক্তকরণে পার্থক্য রয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া رَحْمٰن এর মধ্যে প্রকাশ পাবে। কেননা رَحْمٰن এর স্ত্রীলিঙ্গ আসে না। অতএব, যাদের মতে اِنْتِفَا ، فَعْلَانَة শর্ত তাদের নিকট তো একটি গায়রে মুনসারিফ। কারণ, যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ আসে না, তবে তো কোনো ওজনেই আসবে না। তাই اِنْتِفَا ، فَعْلَانَة এর শর্ত পাওয়া গেল এবং যাদের মতে وُجُوْد فَعْلٰى শর্ত তাদের নিকট মুনসারিফ হবে। কারণ, যেহেতু رَحْمٰن এর স্ত্রীলিঙ্গই আসে না, তা হলে فَعْلٰى র ওজনে আসবে কেমন করে?

قَوْلُهُ : دُوْنَ سَكْرَانَ وَنَدْمَانَ : অর্থাৎ سَكْرَان এর গায়রে মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই; উভয়দল একে গায়রে মুনসারিফ পড়েন। কারণ, উভয় দলের শর্ত পাওয়া যায়। اِنْتِفَا ، فَعْلَانَة ও রয়েছে এবং وُجُوْدفَعْلٰى ও রয়েছে। কেননা এর স্ত্রীলিঙ্গ فَعْلٰى র ওজনে سَكْرٰى আসে, سَكْرَانَة এর ওজনে فَعْلَانَة আসে না। তেমনিভাবে نَدْمَان এর মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে উভয় দল একমত। কেননা উভয় দলের শর্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এর স্ত্রীলিঙ্গ نَدْمَانَة আসে, نَدْمٰى আসে না। তবে উল্লেখ্য যে, نَدْمَان এর মুনসারিফ হওয়াটা ওই সময় হবে, যখন এটি نَدِيْم তথা সাথীর অর্থে আসবে আর যদি এটি نَادِم তথা লজ্জিতের অর্থে আসে, তা হলে উভয় দলের মতে গায়রে মুনসারিফ হবে। কারণ, এটির স্ত্রীলিঙ্গ نَدْمٰى আসে, نَدْمَانَة নয়।

وَزْنُ الْفِعْلِ وَهُوَ كَوْنُ الاِسْمِ عَلٰى وَزْنٍ يُعَدُّ مِنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ وَهٰذَا الْقَدْرُ لاَ يَكْفِىْ فِىْ سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ بَلْ **شَرْطُهٗ** فِيْهَا اَحَدُ الاَمْرَيْنِ اِمَّا **اَنْ يَخْتَصَّ** فِى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ **بِهٖ** اَىْ بِالْفِعْلِ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ لاَ يُوْجَدُ فِى الْاِسْمِ الْعَرَبِىِّ اِلاَّ مَنْقُوْلاً مِنَ الْفِعْلِ **كَشَمَّرَ** عَلٰى صِيْغَةِ الْمَاضِى الْمَعْلُوْمِ مِنَ التَّشْمِيْرِ فَاِنَّهٗ نُقِلَ مِنْ هٰذِهِ الصِّيْغَةِ وَجُعِلَ عَلَمًا لِلْفَرَسِ وَكَذٰلِكَ بَذَّرَ لِمَاءٍ وَعَثَّرَ لِمَوْضِعٍ وَخَضَّمَ لِرَجُلٍ اَفْعَالٌ نُقِلَتْ اِلَى الْاِسْمِيَّةِ وَاَمَّا نَحْوُ بَقَّمَ اِسْمًا لِصِبْغٍ مَعْرُوْفٍ وَهُوَ الْعَنْدَمُ وَشَلَّمَ عَلَمًا لِمَوْضِعٍ بِالشَّامِ فَهُوَ مِنَ الاَسْمَاءِ الْعَجَمِيَّةِ الْمَنْقُوْلَةِ اِلَى الْعَرَبِيَّةِ فَلاَ يَقْدَحُ فِىْ ذٰلِكَ الْاِخْتِصَاصِ وَمِثْلُ **ضُرِبَ** عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ اِذْ **جُعِلَ عَلَمًا** لِشَخْصٍ فَاِنَّهٗ اَيْضًا غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ وَاِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ فَاِنَّهٗ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْفِعْلِ وَلَمْ يَذْهَبْ اِلٰى مَنْعِ صَرْفِهٖ اِلاَّ بَعْضُ النُّحَاةِ **اَوْ يَكُوْنَ** غَيْرَ مُخْتَصٍّ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ **فِىْ اَوَّلِهٖ** اَىْ فِىْ اَوَّلِ وَزْنِ الْفِعْلِ وَاَوَّلِ مَا كَانَ عَلٰى وَزْنِ الْفِعْلِ **زِيَادَةٌ** اَىْ زِيَادَةُ حَرْفٍ اَوْ حَرْفٌ زَائِدٌ مِنْ حُرُوْفِ اَتَيْنَ **كَزِيَادَتِهٖ** اَىْ مِثْلُ زِيَادَةِ حَرْفٍ اَوْ حَرْفٍ زَائِدٍ فِىْ اَوَّلِ الْفِعْلِ **غَيْرَ قَابِلٍ** اَىْ حَالَ كَوْنِ وَزْنِ الْفِعْلِ اَوْ مَا كَانَ عَلٰى وَزْنِهٖ غَيْرَ قَابِلٍ **لِلتَّاءِ** لِاَنَّهٗ يَخْرُجُ الْوَزْنُ بِهٰذِهِ التَّاءِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْاِسْمِ عَنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ وَلَوْ قَالَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّاءِ قِيَاسًا وَبِالْاِعْتِبَارِ الَّذِىْ امْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِاَجْلِهٖ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ اَرْبَعٌ اِذَا سُمِّىَ بِهٖ فَاِنَّ لُحُوْقَ التَّاءِ بِهٖ لِلتَّذْكِيْرِ فَلاَ يَكُوْنُ قِيَاسًا وَلاَ اَسْوَدَ فَاِنَّ مَجِىْءَ التَّاءِ فِىْ اَسْوَدَةَ لِلْحَيَّةِ الْاُنْثٰى لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْاَصْلِىِّ الَّذِىْ لِاَجْلِهٖ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّرْفِ بَلْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ الْاِسْمِيَّةِ الْعَارِضِيَّةِ **وَمِنْ ثَمَّ** اَىْ وَمِنْ اَجْلِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ قَبُوْلِ التَّاءِ **اِمْتَنَعَ اَحْمَرُ** عَنِ الصَّرْفِ لِوُجُوْدِ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مَعَ عَدَمِ قَبُوْلِ التَّاءِ **وَانْصَرَفَ يَعْمَلٌ** لِقَبُوْلِهِ التَّاءَ لِمَجِىْءِ يَعْمَلَةٍ لِلنَّاقَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى الْعَمَلِ وَالسَّيْرِ ـ

সহজ তরজমা

আর ওজনে ফে'ল হল ইসমের এমন ওজনে হওয়া, যাকে ফে'লের ওজনসমূহের মধ্য থেকে শোমার করা হয়। আর এতটুকু গায়রে মুনসারিফের (প্রতিক্রিয়ার) জন্য যথেষ্ট নয় বরং **তার শর্ত হল** সবব হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি বস্তুর যে কোনো একটি হওয়া। ১. একটি হল, হয়তো এ ওজনটি আরবি ভাষায় **এর সাথে** তথা ফে'লের সাথে **খাস হবে এ অর্থে যে**, এ ওজনটি আরবি ইসমের মধ্যে কেবল ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত হয়েই পাওয়া যায়। **যেমন** **شَمَّرَ :** মাযী মা'রূফের সীগাহর ওজনে تَشْمِيْر (অচঁল গুছানো) থেকে নির্গত। কেননা এটি এ ফে'লের সীগাহ হতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং (হাজ্জাজের) ঘোড়ার নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে بَذَّرَ (মক্কা মুকাররামার) একটি কূপের নাম, عَثَّرَ একটি (টিলা) স্থানের নাম এবং خَضَّمَ জনৈক অধিকাহারী লোকের নাম স্থির হয়ে গেছে। এসবই মূলত ফে'ল ইসম এর দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর بَقَّمَ একটি প্রসিদ্ধ রং তথা গাঢ় রংয়ের নাম হওয়াবস্থায় এবং شَلَّمَ সিরিয়ার একটি স্থানের নাম হওয়াবস্থায় তো আজমী বা অনারবি ইসমসমূহের মধ্য থেকে হবে, যেগুলোকে আরবির দিকে নকল করে আনা হয়েছে।

সুতরাং এসব ইসম গায়রে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়ে ফে'লের সাথে খাস হওয়ার উত্থাপন করা যায় না **এবং** ضُرِبَ ফে'লে মাজহূলের ভিত্তির উপর, যখন এটাকে কোনো ব্যক্তির নাম রেখে দেওয়া হবে, তখন এটিও علميت ও وزن فعل এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হবে। আর মাজহূলের ওজনের কয়েদ এ জন্য লাগিয়েছি যে, এটি মা'রূফের ওজনে ফে'লের সাথে খাস নয়। (কারণ, এটি ইসমের মধ্যেও পাওয়া যায়) যেমন : فرس - مجر ইত্যাদি।) আর মারূ'ফের ওজনটির গায়রে মুনসারিফ হওয়ার প্রতি (ইউনুস এবং ঈসা ইবনে আমরের মতো) কতিপয় নাহুবিদই মত পোষণ করেছেন। ২. **অথবা এটি** ফে'লের সাথে খাস না হবে, **তবে তার শুরুতে** তথা ওজনে ফে'লের শুরুতে অথবা তার শুরুতে যেটি ফে'লের ওজনে হয় **অতিরিক্ততা হবে** তথা কোনো হরফের অতিরিক্ত হবে কিংবা حروف اقين এর মধ্য থেকে কোনো হরফ অতিরিক্ত হবে **তার অতিরিক্ততার মতো** অর্থাৎ কোনো হরফের অতিরিক্ততার মতো কিংবা তা ফে'লের শুরুতে অতিরিক্ত হরফের মতো। এমতাবস্থায় যে, تاء **গ্রহণকারী হবে না।** অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, ওজনে ফে'ল অথবা যেটি যেটি ফে'লের ওজনে হয় **تاء কে অগ্রহণকারী হবে।** কেননা ওজনটি এই تاء এর ইসমের সাথে খাস হওয়ার কারণে ফে'লের ওজনসমূহ থেকে বের হয়ে যাবে।

মুসান্নিফ যদি غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّاءِ قِيَاسًا

وَبِالَّا غَيْرِ اعْتِبَارِ الَّذِيْ امْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِأَجْلِهِ. (অর্থাৎ ওই ওজনে ফে'ল যেটি নিয়মানুসারে হয় এবং ওই হিসেবে হয়, যে কারণে এটি গায়রে মুনসারিফ হয়ে থাকে تاء কে গ্রহণকারী হয় না) তা হলে মুসান্নিফের উপর اربع এর প্রশ্ন দেখা দিত না, যখন এর সাথে কারো নাম রেখে দেওয়া হয়। কেননা أَرْبَع এর সাথে (যেমন : اربعة رجال এর মধ্যে) تاء টি সংযুক্ত হওয়া পুংলিঙ্গের কারণে হয়েছে। সুতরাং এটি কিয়াস বা নিয়মানুসারে হল না। আর না মুসান্নিফের উপর أَسْوَد এর প্রশ্ন হত। কেননা أَسْوَدَة স্ত্রীলিঙ্গ সাপের নামের মধ্যে تاء আসাটা সেই ওয়াসফে আসলীর এ'তেবারে নয়, যার কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়; বরং এর মধ্যে تاء আসাটা হয়েছে وصفيت اصليه এর উপর اسميت عارضيه প্রভাবশালী হওয়ার এ'তেবারে। **আর এ কারণেই** অর্থাৎ تاء গ্রহণ না করার শর্ত লাগানোর কারণেই **أَحْمَر গায়রে মুনসারিফ হয়েছে।** কেননা শুরুতে ফে'লের মতো হরফ অতিরিক্ত হয়েছে। সাথে تاء কে গ্রহণ না করাও পাওয়া গেছে। **আর يَعْمَلْ মুনসারিফ হয়েছে।** কারণ, এটি تاء কে গ্রহণ করেছে। কেননা يَعْمَلَةٌ এমন উটনীর জন্য আসে, যেটি কাজ এবং চলার উপর শক্তি রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَزْنُ الْفِعْلِ وَهُوَكَوْنُ الْاِسْمِ الخ : শারেহ রহ. وَهُوَكَوْنُ الْاِسْمِ এনে প্রসিদ্ধ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফের সববসমূহ তো اَوْصَاف এর মধ্য থেকে। আর وَزْن فِعْل হচ্ছে ذَات বা সত্তা, এর জবাব দিয়েছেন كَوْنُ الْاِسْمِ দ্বারা অর্থাৎ وَزْنُ فِعْل – كَوْنُ الْاِسْمِ الخ এর তা'বীলে হয়ে وَصْف হয়েছে। সুতরাং গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়াটা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : شَرْطُهُ اَنْ يَخْتَصَّ الخ : وَزْن فِعْل গায়রে মুনসারিফের সবব ওই সময় হবে, যখন এ ওজনটি ফে'লের সাথে খা'স হবে। অর্থাৎ যে ইসমটি এন ওজনে হবে যাকে ফে'লের ওজনসমূহের মধ্য থেকে শোমার করা হয়। আর খাস হওয়ার মর্ম হল, এটির وَضْع তো হবে ফে'লের জন্য আর ইসমে আরবির মধ্যে তার ব্যবহার হবে ফে'ল থেকে مَنْقُوْل তথা স্থানান্তরিত হয়ে। এ মর্ম নয় যে, এটি ফে'ল ব্যতীত ইসমের মধ্যে ব্যবহারই হয় না। এ শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করার কারণ হচ্ছে, যেহেতু এ ওজনটি وَضْع বা গঠিত হয়েছে ফে'লের জন্য, ইসমের জন্য গঠিত হয় নি, তাই ইসমের মধ্যে তার ব্যবহার স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে ভারি হবে, যার কারণে এটি গায়রে মুনসারিফের সবব হতে পারবে। কেননা গায়রে মুনসারিফের সকল সববের ভিত্তিই হয়েছে ভারত্ব ও কাঠিন্যের ওপর। প্রত্যেকটি সববের মধ্যে ভারত্ব ও কাঠিন্য পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ كُشَمَّرَ : এটি ওজনে ফে'লের সাথে খাস হওয়ার উদাহরণ। এটি মাযী মা'রূফের সীগাহ। এর মাসদার হল تَشْمِيْر যার অর্থ, আঁচল গুছানো। এরপর ইসমের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার নাম হয়ে গেছে। আর সামঞ্জস্যটা হল, মানুষ দ্রুত চলার ইচ্ছা করে তখন সে আঁচল গুছিয়ে নেয়। এটি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ঘোড়ার নাম ছিল। এতে عَلَمِيَّت ও وَزْن فِعْل রয়েছে, এ জন্য গায়রে মুনসারিফ।

قَوْلُهُ : بَذَّرَ : এটি تَبْذِيْر থেকে নির্গত, যার অর্থ হল অপচয় করা। এরপর ইসমের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে পানির নাম হয়ে গেছে। সামঞ্জস্যের কারণ স্পষ্ট। কেননা অপচয়ের মধ্যেও লোকেরা সম্পদকে পানির মতো নির্দ্বিধায় খরচ করে। بَذَّرَ যমযম কূপের নাম।

قَوْلُهُ : عَشَّرَ : এটি থেকে নির্গত, যার অর্থ হল হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া। এখন ইসমের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে টিলার নাম হয়ে গেছে। সামঞ্জস্যটা হল, মানুষ টিলা থেকে পদস্খলিত হয়ে পড়ে থাকে।

قَوْلُهُ : خَضَّمَ : এটি تَخْضِيْم থেকে নির্গত। তার অর্থ হল মুখ ভরে খাওয়া। এরপর বনী তামীমের এক ব্যক্তি আমর ইবনে আবূসের নাম হয়ে গেছে। সে একেবারেই অনেক খাবার মুখে ঢুকিয়ে দিত। এ সব ইসমই ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ফায়দা : اَوْزَان فِعْل আটটি। দু'টি ইসম ও ফে'লের মাঝে যৌথ। ১. ছুলাছী মুঝাররাদ মা'রূফ। যেমন : رجب فرس। ২. রুবাঈ মুজাররাদ মা'রূফ। যেমন جَعْفَر । আর ছয়টি ফে'লের সাথে খাস, সেগুলো ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ইসমের মধ্যে পাওয়া যাবে। ১. ছুলাছী মুজাররাদ মাজহূল। ২. রুবাই মুজাররাদ মাজহুল। ৩. ছুলাছী মাযীদ মা'রূফ। ৪. ছুলাছী মাযীদ মাজহূল। ৫. রুবাঈ মাযীদ মা'রূফ। ৬. রুবাঈ মাযীদ মাজহূল।

قَوْلُهُ : اَمَّانَحْوُ يَقُمَ الخ : এর পূর্বে মুসান্নিফের ইবারত ছিল : شَرْطُهُ اَنْ يَخْتَصَّ بِهِ اَىْ بِالْفِعْلِ এর মধ্যে শারেহ اَنْ يَخْتَصَّ-এর পর فِى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ এর কয়েদ লাগিয়েছিলেন। وَاَمَّانَحْوُيَقُمَ দ্বারা সেই কয়েদটির উপকারিতা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। অথবা এরকম বলেন যে, তিনি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে চাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি বলেছিলেন যে, ফে'লের সাথে এই ওজনটির খাস হওয়ার মর্ম হল, ইসমের মধ্যে তার ব্যবহার

প্রাথমিকভাবে হয় না; বরং ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি بَقَّمَ ও سَلَّمَ এ দুটিই ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত না হয়ে শুরু থেকেই ইসমের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। بقم একটি রঙের নাম যাকে عَنْدَم বা গাঢ় লাল বলা হয়। আর سَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাসের নাম। শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, আমরা খাস হওয়ার শর্ত লাগিয়েছি ইসমে আরবির মধ্যে অর্থাৎ আরবি ইসমের মধ্যে এ ওজনটির ব্যবহার শুরুতেই হবে না বরং ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে হবে, আজমী বা অনারবি ইসমসমূহের মধ্যে এ শর্ত নয়। আর سَلَّمَ ও بَقَّمَ এবং এরকম যে কোনো ইসম, যেগুলোর ব্যবহার ফে'ল থেকে স্থানান্তরিত না হয়ে শুরু থেকেই ইসমের মধ্যে পাওয়া যায়, সেগুলো অনারবি ইসমসমূহের মধ্য থেকে। সুতরাং খাস হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই হবে না।

قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ضُرِبَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ : بِنَاء مَفْعُوْل মাজহূলের সীগাহকে বলা হয়। এ কয়েদটি এ জন্য লাগানো হয়েছে যে, ثلاثى مجرد معروف এর ওজনটি ফে'লের সাথে খাস নয়। যেরূপ ফায়দা শিরোনামের অধীনে এর সবিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَلَمْ يَذْهَبْ اِلٰى مَنْعِ صَرْفِهٖ اِلَّا بَعْضُ النُّحَاةِ : بَعْضُ نُحَاة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইউনুস এবং ঈসা ইবনে আমর নাহবী।

قَوْلُهُ : اَوْ يَكُوْنُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ فِىْ اَوَّلِهٖ الخ : মুসান্নিফের ইবারত হল شَرْطُهُ اَنْ يَخْتَصَّ بِهٖ اَوْ এরপর اَوْيَكُوْنُ শারেহ রহ. غَيْرَمُخْتَصٍّ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ الخ يَكُوْنُ فِىْ اَوَّلِهٖ الخ সংযোজিত করে বুঝিয়েছেন যে, এটি قضيه منفصله حقيقيه যার সারমর্ম হল, এ দুটি শর্তের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি থাকা আবশ্যক, এ দুটি একত্রিত হবে না এবং দুটি এ সাথে উড্ডও হবে না। অথচ বিষয়টি এরকম নয়, বরং দুটি একত্রিত হয়ে যায়। যেমন : يَزِيْد ও يَسْكِر এ দুটি وزن فعل এর সাথে খাস এবং তার শুরুতে ফে'লের মতো অতিরিক্ততাও রয়েছে। অর্থাৎ শুরুতে يَاء বিদ্যমান রয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, এটি قضيه منفصله مانعة الخلق - منفصله حقيقيه নয়। দ্বিতীয় শর্তের মর্ম হল, যদি এটি ওজনে ফে'লের সাথে খাস না হয়, তা হলে তার শুরুতে এরকম অতিরিক্ততা হবে, যা ফে'লের শুরুতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ حروف اقين এর মধ্য থেকে কোন্ হরফ তার শুরুতে হবে এবং শেষে تَاء আসবে না। ফে'লের মতো অতিরিক্ততার কারণে এ ওজনটির ফে'লের বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং تَاء সংযুক্ত না হওয়ার কারণে ইসম হওয়ার প্রবলতা হতে পারবে না।

قَوْلُهُ : فِى الْاَوَّلِ اَىْ فِىْ اَوَّلِ وَزْنِ الْفِعْلِ اَوْ اَوَّلِ مَاكَانَ عَلٰى وَزْنِ الْفِعْلِ : শারেহ রহ. اَوَّلِهٖ র যমীরের مرجع সম্বন্ধে দু'টি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। ১. مرجع - وزن فعل হবে ২. অথবা ওই ইসম হবে, যেটি ফে'লের ওজনে হয়। তবে প্রথম مرجع টি রূপক, আর দ্বিতীয়টি হাকীকী। কেননা অতিরিক্ততা ফে'লের ওজনের উপর হয় না বরং ওই ইসমের উপর হয়, যা ফে'লের ওজনে হয়ে থাকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে مرجع টি রূপক, সেটি স্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে, আর যে مرجع টি হাকীকী সেটি স্পষ্টরূপে বর্ণিত নেই।

قَوْلُهُ : اَىْ زِيَادَةُ حَرْفٍ اَوْحَرْفٌ زَائِدٌ : ইতঃপূর্বে মুসান্নিফের ইবারত فى اوله এর মধ্যস্থিত যমীরের مرجع সম্বন্ধে দু'টি সম্ভাবনা বর্ণনা করা হয়েছিল। অর্থাৎ হয়তো যমীরটি وزن فعل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে অথবা مَاكَانَ عَلٰى وَزْنِ الْفِعْلِ এর দিকে। যেভাবে তার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা, তেমনিভাবে মুসান্নিফের زِيَادَة কথাটির মধ্যেও দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। যদি اَوَّلِهٖ র যমীর وزن فعل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে زِيَادَة এর তা'বীল করা হবে زِيَادَةُ حَرْفٍ এর সাথে। এটি تركيب اضافى এর তানবীনটি মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে হবে, যার প্রতি শারেহ রহ. حرف সংযোজন করে ইঙ্গিত করেছেন। আর اَوَّلِهٖ যমীরটি যদি مَاكَانَ عَلٰى وَزْنِ

تركيب توصيفى এটি الْفِعْل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে زِيَادَة এর তা'বীল حَرَف زَائِد এর সাথে। এটি এতে زِيَادَة মাসদারকে ইসমে ফায়েল زَائِد এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটি صفت এর সীগাহ; যার জন্য মাওসূফ থাকা আবশ্যক এ জন্য শারেহ তার পূর্বে حرف বের করে তার মওসূফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ : كَزِيَادَتِه اَىْ مِثْلِ زِيَادَةِ حَرْفٍ اَوْحَرْفٍ زَائِدٍ : শারেহ مثل শব্দ এনে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি كاف اسمى - مثل (মতো) এর অর্থে এসেছে এবং তার পূর্বের زِيَادَة এর صفت হয়েছে। এতে زِيَادَة এর যমীরটি وزن فعل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : غَيْرَ قَابِلٍ اَىْ حَالَ كَوْنِ وَزْنِ الْفِعْلِ اَوْمَا كَانَ عَلٰى وَزْنِه الخ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, غَيْرَ قَابِلٍ, তারকীবের মধ্যে اوله র যমীর থেকে حال অবস্থিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ : لِلتَّاءِ : এ কয়েদটির সাথে এ জন্য মুকায়্যাদ করা হয়েছে যে, যে ইসমটি ফে'লের ওজনে হয় এবং তার শুরুতে اتين র হরফসমূহের মধ্য থেকে কোনো হরফ পাওয়া যায়, তবে তার শেষে تاء সংযুক্ত হয়, তা হলে এ ওজনটি ওজনে ফে'ল থাকবে না।

قَوْلُهٗ : وَلَوْقَالَ غَيْرَقَابِلٍ لِلتَّاءِ قِيَاسًا الخ : শারেহ রহ. বলেছেন মুসান্নিফের জন্য উচিত ছিল غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّاءِ এরপর এসব কয়েদ সংযোজন করে দেওয়া। একটি কয়েদ হল قِيَاسًا এর সংযোজন করা এবং দ্বিতীয় কয়েদ এটি লাগাতেন যে, وَبِالْاِعْتِبَارِ الَّذِىْ امْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِاَجْلِه এ সংযোজনের উপকার এটা হত যে, اَرْبَع ও اَسْوَد এর মতো শব্দ দ্বারা যে প্রশ্ন করা হয়, তা দেখা দিত না। প্রশ্নটি হল, اَرْبَع যখন কোনো পুরুষের নাম রেখে দেওয়া হয়, তখন علميت ও وزن فعل এর কারণে গায়রে মুনসারিফ পড়া যাবে। অথচ এর শেষে تاء আসে। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. যদি قياسا তথা নিয়মানুসারে কয়েদটির সংযোজন করে দিতেন, তা হলে ভালো হত। এ প্রশ্নটির জবাবে বলা হয় যে, এতে تاء টি কিয়াসী বা নিয়মসঙ্গত নয়। কেননা تاء قياسى তো স্ত্রীলিঙ্গের জন্য হয় এবং اَرْبَعَة এর মধ্যে تاء টি স্ত্রীলিঙ্গের জন্য নয় বরং পুংলিঙ্গের জন্য। যেমন : اَرْبَعَة رجال বলা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন এটি করা হয় যে, اَسْوَد কে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়; অথচ এতে تاء টি কেননা স্ত্রী সাপের জন্য اَسْوَدَة বলা হয়। সুতরাং মুসান্নিফ যদি قياسى بِالْاِعْتِبَارِ الَّذِىْ امْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِاَجْلِه এর কয়েদ লাগিয়ে দিতেন, তবে এ প্রশ্নটি দেখা দিত না। কেননা اَسْوَد কে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়, তার وصف اصلى এর কারণে এবং এতে تاء টি এসেছে غلبه اسميت বা ইসমের প্রবলতার কারণে। সুতরাং বেহিসেবে এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয় সে হিসেবে تاء আসে না আর যে হিসেবে تاء আসে, সে হিসেবে এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয় না।

قَوْلُهٗ : وَمِنْ ثَمَّ : এর পূর্বে ওজনে ফে'লকে غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّاءِ এর শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছিল। এবারে এ শর্তটির উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির উপর তা'ফরী' বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ اَحْمَر এর গায়রে মুনসারিফ হওয়াটা শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে হয়েছে। কার,ণ এতে حُرُوْفَ اَتَيْنَ এর মধ্য থেকে একটি হরফ পাওয়া যাচ্ছে এবং শেষে تاء এর মধ্য থেকে একটি হরফ পাওয়া যাচ্ছে এবং শেষে تاء আসে না, তাই এটি গায়রে মুনসারিফ। আর يَعْمَل এর মধ্যে উল্লেখিত অতিরিক্ততাও রয়েছে এবং শেষে تاء ও আসে এবং يَعْمَلَة বলা হয়। তাই এটি মুনসারিফ। আরবে يعملة ওই উটনীকে বলা হয়, যেটি কাজ এবং চলায় অধিক শক্তিশালী।

وَمَا فِيْهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اَىْ كُلُّ اِسْمٍ غَيْرِ مُنْصَرِفٍ تَكُوْنُ فِيْهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ فِى مَنْعِ الصَّرْفِ بِالسَّبَبِيَّةِ الْمَحْضَةِ اَوْمَعَ الشَّرْطِيَّةِ بِسَبَبٍ اٰخَرَ وَاحْتَرَزَ بِذٰلِكَ عَمَّا تُجَامِعُ اَلِفَي التَّانِيْثِ اَوْ صِيْغَةَ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ فَاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَافٍ فِى مَنْعِ الصَّرْفِ لَاتَاثِيْرَ فِيْهِ لِلْعَلَمِيَّةِ **اِذَا نُكِّرَ** بِاَنْ يُوَوَّلَ الْعَلَمُ بِوَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُسَمَّاةِ بِهٖ نَحْوُ هٰذَا زَيْدٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا اٰخَرَ فَاِنَّهٗ اُرِيْدَ بِهِ الْمُسَمّٰى بِزَيْدٍ اَوْ يُجْعَلَ عِبَارَةً عَنِ الْوَصْفِ الْمُشْتَهِرِ صَاحِبُهٗ بِهٖ نَحْوُ قَوْلِهِمْ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوْسٰى اَىْ لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٌّ **صُرِفَ لِمَاتَبَيَّنَ** اَىْ ظَهَرَ حِيْنَ بَيَّنَ اَسْبَابَ مَنْعِ الصَّرْفِ وَشَرَائِطَهَا فِيْمَا سَبَقَ مِنْ اَنَّهَا اَ ىِ الْعَلَمِيَّةَ **لَاتُجَامِعُ مُؤَثِّرَةً اِلَّا مَا** اَىِ السَّبَبُ الَّذِىْ هِىَ اَىِ الْعَلَمِيَّةُ **شَرْطُهٗ فِيْهِ** وَذٰلِكَ فِى التَّانِيْثِ بِالتَّاءِ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيْبُ وَالْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الْمَزِيْدَتَيْنِ فَاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَسْبَابِ الْاَرْبَعَةِ مَشْرُوْطٌ بِالْعَلَمِيَّةِ **اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ** اِسْتِثْنَاءٌ مِمَّابَقِىَ مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ الْاَوَّلِ اَىْ لَاتُجَامِعُ غَيْرَ مَاهِىَ شَرْطٌ فِيْهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ فَاِنَّ الْعَلَمِيَّةَ تُجَامِعُهَا مُؤَثِّرَةً كَمَا فِىْ عُمَرَ وَاَحْمَدَ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيْهِمَا كَمَا فِىْ ثُلٰثَ وَاَحْمَرَ **وَهُمَا** اَىِ الْعَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ **مُتَضَادَّانِ** لِاَنَّ الْاَسْمَاءَ الْمَعْدُوْلَةَ بِالْاِسْتِقْرَاءِ عَلٰى اَوْزَانٍ مَخْصُوْصَةٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مِنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ الْمُعْتَبَرَةِ فِىْ مَنْعِ الصَّرْفِ **فَلَا يَكُوْنُ مَعَهَا** اَىْ لَا يُوْجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الْاَمْرِ الدَّائِرِ بَيْنَ مَجْمُوْعِ هٰذَيْنِ السَّبَبَيْنِ وَبَيْنَ اَحَدِهِمَا فَقَطْ **اِلَّا اَحَدُهُمَا** فَقَطْ لَا مَجْمُوْعُهُمَا فَاِذَا نُكِّرَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ الَّذِى اَحَدُ اَسْبَابِهِ الْعَلَمِيَّةُ بَقِىَ **بِلَا سَبَبٍ** اَىْ لَمْ يَبْقَ فِيْهِ سَبَبٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَبَبٌ فِيْهَا هِىَ شَرْطٌ فِيْهِ مِنَ الْاَسْبَابِ الْاَرْبَعَةِ الْمَذْكُوْرَةِ لِاَنَّهٗ قَدِ انْتَفٰى اَحَدُ السَّبَبَيْنِ الَّذِىْ هُوَ الْعَلَمِيَّةُ بِذَاتِهَا وَالسَّبَبُ الْاٰخَرُ الْمَشْرُوْطُ بِالْعَلَمِيَّةِ مِنْ حَيْثُ وَصْفِ سَبَبِيَّةٍ فَلَا يَبْقٰى فِيْهِ سَبَبٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَبَبٌ **اَوْ عَلٰى سَبَبٍ وَاحِدٍ** فَمَا هِىَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيْهِ مِنَ الْعَدْلِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ هٰذَا وَقَدْ قِيْلَ عَلٰى قَوْلِهٖ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ اِنَّ اِصْمِتْ

بِكَسْرَتَيْنِ عَلَمًا لِلْمَفَازَةِ مِنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ مَعَ وُجُوْدِ الْعَدْلِ فِيْهِ فَاِنَّهٗ اَمْرٌ مِنْ صَمَتَ يَصْمُتُ وَقِيَاسُهٗ اَنْ سَيَجِئُ بِضَمَّتَيْنِ فَلَمَّا جَاءَ بِكَسْرَتَيْنِ عُلِمَ اَنَّهٗ مَعْدُوْلٌ عَنْهُ وَالْجَوَابُ اَنَّ هٰذَا اَمْرٌ غَيْرُ مُحَقَّقٍ لِجَوَازِ وُرُوْدِ اِصْمِتْ بِكَسْرَتَيْنِ وَاِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ فَالْاَوْزَانُ الَّتِىْ تُحَقِّقُ فِيْهَا الْعَدْلُ تَحْقِيْقًا كَانَ اَوْ تَقْدِيْرًا لَمْ تُجَامِعُ مِنْ وَزْنِ الْفِعْلِ وَاَيْضًا قَدْ عَرَفْتَ فِيْمَا تَقَدَّمَ اَنَّ مُجَرَّدَ وُجُوْدِ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ لَا يَكْفِىْ فِىْ اعْتِبَارِ الْعَدْلِ التَّحْقِيْقِىِّ بِدُوْنِ اقْتِضَاءِ مَنْعِ الصَّرْفِ اِيَّاهُ وَاعْتِبَارِ خُرُوْجِ الصِّيْغَةِ عَنْ ذٰلِكَ الْاَصْلِ وَهٰهُنَا لَا يَقْتَضِيْهِ لِوُجُوْدِ السَّبَبَيْنِ فِىْ اِصْمِتْ وَرَاءَ الْعَدْلِ وَهُمَا الْعَلَمِيَّةُ وَالتَّانِيْثُ ثُمَّ اَنَّهٗ اَشَارَ اِلَى اسْتِثْنَاءِ مِثْلَ اَحْمَرَ عَلَمًا اِذَا نُكِّرَ عَنْ هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ عَلٰى قَوْلِهٖ سِيْبَوَيْهِ بِقَوْلِهٖ ـ

সহজ তরজমা

আর যে সকল সববের মধ্যে علميت প্রতিক্রিয়াকারী হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ওই গায়রে মুনসারিফ ইসম, যার গায়রে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়ে علميت অথবা অন্য সববের জন্য শর্ত হওয়ার কারণে। মুসান্নিফ রহ. مُؤَثِّرَةٌ এর কয়েদ দ্বারা সেই علميت কে পরিহার করেছেন, যেটি تانيت এর উভয় আলিফ অথবা صيغه جمع منتهى الجموع এর সাথে একত্রিত হয়। কেননা এ দুটির মধ্য থেকে প্রত্যেকটি গায়রে মুনসারিফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, এতে علميت এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। **যখন তাকে নাকিরা করা হবে,** এ হিসেবে যে, এ علم এর নামওয়ালা দলের মধ্য থেকে কোনো একটির (অনির্দিষ্ট ফরদ) সাথে তার তা'বীল করা হবে। যেমন– رَأَيْتُ زَيْدًا ও هٰذَا زَيْدٌ এর দ্বারা এমন এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে زَيْد নামে অভিহিত। অথবা এভাবে (নাকিরা বানানো হবে) যে, এ علم কে এমন وصف দ্বারা ব্যক্ত করা হবে যার সাথে ওয়াসফের অধিকারী প্রসিদ্ধ। যেমন– হকপন্থিদের উক্তি : لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوْسٰى অর্থাৎ প্রত্যেক বাতিলপূজারীর (মোকাবিলার) জন্য এক হকপূজারী থাকে না। **তখন তাকে মুনসারিফ পড়া হবে সেই দলীলের কারণে, যা স্পষ্ট।** অর্থাৎ যা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তখন মুসান্নিফ পূর্বে গায়রে মুনসারিফের সবব ও শর্তসমূহ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এটি তথা علميت প্রতিক্রিয়াকারী হিসেবে একত্রিত হয় না; কিন্তু তার সাথে তথা ওই সববের সাথে (প্রতি ক্রিয়াকারী) হিসেবে একত্রিত হয়। **যার মধ্যে এটি** তথা علميت **শর্ত।** আর علميت শর্ত হয়ে থাকে تانيث بالتاء, عجمة, تركيب ও الف و نون এর মধ্যে, লফযী হোক অথবা মা'নাবী, نائدان এর মধ্যে। কেননা এ সবব চারটির প্রত্যেকটির علميت এর সাথে শর্তযুক্ত। عدل ও وزن فعل ব্যতীত, এটি প্রথম ইস্তেছনার অবশিষ্টাংশ থেকে ইস্তেছনা হয়েছে। অর্থাৎ علميت সেই সববের মধ্যে শর্ত তা ব্যতীত অন্য কোনো সববের সাথে علميت একত্রি হয় না, **তবে عدل ও وزن فعل ব্যতীত।** কারণ, علميت এ দুটির সাথে প্রতিক্রিয়াকারী হয়ে একত্রিত হয়। যেমন– عُمَر ও اَحْمَد এর মধ্যে, অথচ এ দুটির মধ্যে علميت শর্ত নয়। যেভাবে (عدل একত্রিত হয় নি) ثُلَاثُ ও اَحْمَرُ এর মধ্যে। **আর এ দু'টি** তথা عدل ও وزن فعل **পরস্পর**

বিপরীতমুখী। কেননা اَسْمَاء مَعْدُوْلَه অনুসন্ধান অনুযায়ী বিশেষ কয়েকটি ওজনে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিও ফে'লের সে সব ওজনের মধ্য থেকে নয়, যা গায়রে মুনসারিফের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং علميت এর সাথে হবে না অর্থাৎ علميت এর সাথে যা এ দুটি সবব عدل ও وزن فعل এর সমষ্টির মাঝে এবং এ দুটির মধ্য থেকে কেবল একটির মাঝে আবর্তনশীল হয় কোনো একটিও পাওয়া যাবে না, তবে এ দুটির মধ্য থেকে শুধু একটি উভয়টির সমষ্টি নয়। সুতরাং যখন নাকেরা করা হবে ওই গায়রে মুনসারিফকে, যার একটি সবব علميت তখন সেটি সবব বিহীন বাকী থেকে যাবে। অর্থাৎ সেই গায়রে মুনসারিফটির মধ্যে কোনো সবব এ হিসেবে বাকি থাকবে না যে, সেটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত সবব চারটির মধ্য থেকে একটি সবব, যার মধ্যে علميت শর্ত রয়েছে। কেননা দুই সববের মধ্য থেকে একটি সবব, যেটি স্বয়ং علميت সেটি (নাকিরা করার কারণে) এবং দ্বিতীয় সববটি যেটি علميت এর সাথে শর্তযুক্ত ছিল, সেটি তার সবব হওয়ার وصف বা বিশেষণ হিসেবে বিদূরিত হয়ে গেছে। সুতরাং এর মধ্যে সবব হওয়ার হিসেবে কোনো সবব বাকি থাকে নি। অথবা এক সববের উপর বাকি থাকবে ওই ক্ষেত্রে, যেখানে علميت শর্ত নয় তথা عدل ও وزن فعل এর মধ্যে। একে ধারণ কর (এবং ভালোভাবে স্মরণে রেখো) আর মুসান্নিফের উক্তি : وَهُمَا مُتَضَادَّانِ এর উপর প্রশ্ন করা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে اصمت দুই যেরের সাথে (হামযা ও মীমের যেরের সাথে) মরু ময়দানের নামের অবস্থায় اوزان فعل এর মধ্য থেকে, অথচ এতে عدل রয়েছে। কেননা এটি صَمَتَ يَصْمُتُ থেকে امر এর সীগাহ আর তার কিয়াস হল দুই পেশের সাথে (اُصْمُتُ) আসা। এরপর যখন দুই যেরের সাথে আসল, এতে বুঝা গেল, দুই পেশ (نصر يَنْصُرُ) থেকে معدول হয়েছে। জবাব হল, এ বিষয়টি নিশ্চিত করা। কেননা اِصْمِتُ যদিও এটি প্রসিদ্ধ নয়। সুতরাং যে-সব ওজনে عدل প্রমাণিত রয়েছে, তাহকীকী হোক কিংবা তাকদীরী, সেগুলো ওজনে ফে'লের সাথে একত্রিত হল না। তা ছাড়া আপনি পূর্বে জেনে এসেছেন যে, কেবল اصل محقق বিদ্যমান হওয়াটা عدل تحقيقى গন্য করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয় গায়রে মুনসারিফের عدل এর দাবি করা ব্যতীত এবং সেই اصل থেকে সীগাহর বের হওয়ার এ'তেবার ব্যতীত। আর এখানে (দুই যেরের সাথে اِصْمِتُ) عدل এর দাবি করে না। কেননা اصمت এর মধ্যে عدل ব্যতীত দু'টি সবব বিদ্যমান রয়েছে। আর সেই দু'টি সবব হলো علميت ও تانيث । এরপর মুসান্নিফ اَحْمَر এর মতো শব্দে علم অবস্থায় যখন নাকিরা করা হয় সীবওয়াইহ এর মতানুসারে এ ফায়দা থেকে আপন উক্তি দ্বারা একটি ইস্তেছনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمَا فِيْهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ الخ : এর দ্বারা মুসান্নিফ রহ. একটি قاعده كليه বা সামগ্রিক নিয়ম বর্ণনা করছেন অর্থাৎ যে ইসমে মুনসারিফটির মধ্যে علميت প্রতিক্রিয়াকারী হয়, তাকে নাকেরা করে নিলে অর্থাৎ তার علميت দূর করে দিলে সেটি মুনসারিফ হয়ে যাবে। তার কারণ অচিরেই জানা হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : بِالسَّبَبِيَّةِ الْمَحْضَةِ اَوْمَعَ الشَّرْطِيَّةِ بِسَبَبٍ اٰخَرَ : গায়রে মুনসারিফের মধ্যে علميت এর প্রতিক্রিয়াকারী হওয়ার দু'টি সুরত রয়েছে। একটি হল, শুধু সবব হবে, অন্য কোনো সববের জন্য শর্ত হব না। দ্বিতীয় সুরত হল, সববও হবে এবং অন্য সববের জন্য শর্তও হবে। দু'টি সবব এমন রয়েছে, যেখানে علميت শুধু সবব হয়, শর্ত হয় না। আর তা হচ্ছে عدل ও وزن فعل । চারটি ক্ষেত্র এমন রয়েছে, যেখানে علميت সবব ও শর্ত দুটাই হয়। আর সেই চারটি স্থান হচ্ছে :

১. تركيب ২. تانيث بالناء ৩. تانيث معنوى ৪. عجمه এগুলোর মধ্যে علميت স্বতন্ত্র সববও এবং এ গুলোর প্রত্যেকটির জন্য শর্তও বটে।

قَوْلُهُ : وَاحْتَرَزَ بِذٰلِكَ الخ : মুসান্নিফ রহ. علمية এর পর مُؤَثِّرَة এর সংযোজন করেছিলেন, শারেহ রহ. এ কয়েদটির ফায়দা বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ যেখানে علميت - مُؤَثِّر বা প্রতিক্রিয়াকারী নয় তথা সববও নয় এবং শর্তও নয় যেখানে যদি علميت কে দূর করে দেওয়া হয়, তা হলে এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না। যেমন : الف معصوره ও ممدوده এবং جمع منتهى الجموع এগুলোর মধ্যে علميت পাওয়া যাক অথবা না পাওয়া যাক উভয় অবস্থাতেই গায়রে মুনসারিফ থাকবে। কেননা علميت এগুলোর সাথে একত্রিত হয় তো বটে, তবে এর কোনো প্রতক্রিয়া নেই; সববও নয় এবং শর্তও নয়। কারণ, এগুলো নিজেই দুই সববের স্থলাভিষিক্ত; এগুলোর গায়রে মুনসারিফ হওয়ার জন্য অন্য কোনো সববের প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ : إِذَا نُكِّرَ : علميت কে নাকেরা করার মর্ম হল, علميت কে দূর করে দেওয়া হবে এবং তার সুনির্দিষ্ট তা শেষ করে দেওয়া হবে। এর দু'টি সুরত রয়েছে। একটি হল, এ নামের দলের একটি অনির্দিষ্ট ফরদ বা সদস্য উদ্দেশ্য করা হবে। এটা ব্যাখ্যা করার জন্য শারেহ রহ. هٰذَا زَيْدٌ وَرَاَيْتُ زَيْدًا اٰخَرَ উদাহরণটি বর্ণনা করেছেন। প্রথম উদাহরণটিতে زيد মা'রিফা এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে زَيْدًا নাকিরা, اٰخَرَ কে তার সিফত এনে নাকিরা হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কেননা اخر শব্দটি সর্বদা নাকেরার সিফত অবস্থিত হয়ে থাকে। এতে زَيْد - علم এবং সুনির্দিষ্ট নয়। কেননা যায়েদ দ্বারা যায়েদ নামীয় দলের এক অনির্দিষ্ট فرد বা সদস্য উদ্দেশ্য। علميت দূর করার দ্বিতীয় সুরত হল, علم দ্বারা কানো সুনির্দিষ্ট ফরদ উদ্দেশ্য হবে না বরং তার প্রসিদ্ধ وصف উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন– لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوْسٰى এর মধ্যে فِرْعَوْن এর সত্তা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার প্রসিদ্ধ وصف - مُبْطِل বা বাতিল পন্থি হওয়া উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে হযরত মূসা আ. এর সত্তা উদ্দেশ্য নয় বরং তাঁর প্রসিদ্ধ ওয়াসক তথা مُحِقٌّ বা হকপন্থি হওয়া উদ্দেশ্য। এবার এই প্রবচনটির উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক বাতিলপূজারীর মোকাবিলায় হকপূজারী হয়ে থাকেন, যিনি বাতিলের শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন।

قَوْلُهُ : لِمَا تَبَيَّنَ : এর পূর্বে যে কায়দা তথা নিয়মটি বর্ণনা করা হয়েছে, যে গায়রে মুনসারিফ ইসমের মধ্যে علميت প্রতিক্রিয়াকারী হিসেবে পাওয়া যায়, চাই সবব হোক অথবা সবব হওয়ার সাথে অন্য সববের জন্য শর্ত হোক, এ দু' সুরতেই যখন علميت কে দূর করে দেওয়া হবে, তখন সেই ইসমটি মুনসারিফ হয়ে যাবে। কারণ, যেখানে علميت সবব ও শর্ত উভয়টাই হয়, সেখানে علميت দূর হয়ে যাওয়ার পর সবব হিসেবে কোনো সবব বাকি থাকবে না। আর যেখানে علميت শর্ত নয়, শুধু সবব হয় যেখানে علميت দূর হয়ে যাওয়ার পর একটি সবব বাকি থাকবে। আর কেবল এক সববে ইসম গায়রে মুনসারিফ হয় না।

قَوْلُهُ : إِلَّا الْعَدْلَ وَ وَزْنَ الْفِعْلِ اِسْتِثْنَاءٌ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ الْاَوَّلِ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, এখানে مستثنى منه এক এবং مستثنى একাধিক। একটিই হল اِلَّامَاهِيَ شَرْطٌ فِيْهِ এবং দ্বিতীয়টি হল اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ এবং উভয়টির মাঝে হরফে আতফও নেই। আর নিয়ম হল দুই মুস্তাছনার মাঝে যদি হরফে আতফ না আনা হয়, তা হলে দ্বিতীয় মুস্তাছনা প্রথম মুস্তাছনা থেকে بدل غلط অবস্থিত হয়। যার মর্ম হবে এখানে এই যে, اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيْهِ কে ভুলবশত উল্লেখ করে দিয়েছেন, উদ্দেশ্য শুধু اِلَّا الْعَدْلَ মূল ইবারত যেন এ রকম যে, لَا تُجَامِعُ مُؤَثِّرَةٌ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ –যার মর্ম হচ্ছে, وَوَزْنَ الْفِعْلِ علميت প্রতিক্রিয়াকারী হয়ে শুধু দু'টি সববের মধ্যে পাওয়া যায়, একটি হল عدل এবং অপরটি হল وزن فعل। অথচ এটি বাস্তবতার পরিপন্থি। কেননা যেভাবে علميت এ দু'টি সববের মধ্যে প্রতিক্রিয়াকারী

তেমনিভাবে এগুলো ছাড়া আরো চারটি সবব রয়েছে, সেখানেও প্রতিক্রিয়াকারী। আর সেই চারটি সবব হল এই : ১. تركيب .২ تانيث بالتاء .৩ تانيث معنوى .৪ عجمه এই প্রশ্নের জবাব হল, যেভাবে- مستثنى একাধিক হয়েছে, তেমনিভাবে مستثنى منه ও একাধিক। এর তাফসীল হচ্ছে, لَاتُجَامِعُ مُؤَثِّرَةً اِلَّامَا هِيَ شَرْطٌ فِيْهِ

এ ইবারতটি স্বতন্ত্র اِلَّاالْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে একটি مستثنى এবং একটি مستثنى منه রয়েছে। এর মর্ম হল, علميت প্রতিক্রিয়াকারী হয়ে শুধু যে-সব সববের মধ্যে পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে শর্ত। এ ইবারতটি থেকে একটি قضيا سالبه বোধগম্য হয় তথা যেখানে علميت শর্ত নয়, সেখানে প্রতিক্রিয়াকারী হয়ে পাওয়া যাবে না। এটি مستثنى منه হবে এবং اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ তার مستثنى হবে। এবার এ ইবারতটির মর্ম দাঁড়াবে, যেখানে علميت শর্ত নয়, সেখানে مُؤَثِّر বা প্রতিক্রিয়াকারী হয়ে পাওয়া যাবে না, তবে عدل ও وزن فعل এ দু'টি সবব এরকম যেগুলোর মধ্যে علميت শর্ত নয়; কিন্তু مُؤَثِّر তথা সবব অবস্থিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, اِلَّاالْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ এর مستثنى منه টি ভিন্ন এবং اِلَّامَاهِيَ شَرْطٌ فِيْهِ এর مستثنى منه ভিন্ন। সুতরাং উল্লেখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ : فِيْ عُمَرَ وَاحِدٍ : عُمَر এর মধ্যে عَلَم ও عَدْل রয়েছে, اَحْمَد এর মধ্যে عَلَم ও وَزْن فِعْل রয়েছে। এমনিভাবে اَحْمَر ও ثُلْثُ কে বুঝে নিন।

قَوْلُهُ : وَهُمَا اَيِ الْعَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ مُتَضَادَّانِ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি مَافِيْهِ عَلَمِيَّت مُؤَثِّرَة اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ দ্বারা যে একটি قاعده كلبه বর্ণনা করেছেন, তা আমাদের কাছে স্বীকৃত নয়। কেননা হতে পারে কোনো সময় علم , عدل ও وزن فعل তিটেরই সমাবেশ ঘটে যাবে। তখন যদি علميت কে দূর করে দেওয়া হয়, তা হলে কালিমা মুনসারি হবে না বরং عدل ও وزن فعل পাওয়া যাওয়ার কারণে তখনো গায়রে মুনসারিফ থাকবে। এতে বুঝে যাচ্ছে, আপনার قاعده كلبه টি সঠিক নয়। মুসান্নিফ রহ. وَهُمَامُتَضَادَّانِ দ্বারা এ প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন, عدل ও وزن فعل দু'নোটি একটি অপরটির বিপরীতমুখী। এ দুনোটি কখনো একত্রিত হতে পারে না। সুতরাং علم এর সাতে এ দুটির মধ্য থেকে একটি হবে, দু'টিই পাওয়া যাবে না। এতে বুঝা গেল, আমাদের বর্ণিত قاعده كلبه টি বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الْاَسْمَاءَ الْمَعْدُوْلَةَ الخ : মুসান্নিফ রহ. وَهُمَا مُتَضَادَّانِ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, عدل ও وزن فعل একটি অপরটির বিপরীতমুখী। শারেহ রহ. তার কারণ বর্ণনা করছেন যে, নাহবীগণ যখন সেসব শব্দ অনুসন্ধান করলেন, যেগুলোর মধ্যে عدل পাওয়া যায়, তখন সেগুলোর মধ্য থেকে একটিকেও فعل এর ওজনে মিলে নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, এ দুটির একটি অপরটির সাথে একত্রিত হয় না। عدل এর ওজনসমূহকে জনৈক কবি এ কবিতার মধ্যে একত্রে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

اَوْزَان عَدْل را تو تمامى شش شمر مَفْعَلُ ، فُعَلُ مِثَا لُهُمَا مَثْلَثُ ، عُمَرُ

فَعَلِ است مِثْلُ اَمْسِ فَعَالِ ست چوں ثَلَاثِ مِثْلُ فَعَالِ داں تو قَطَامِ وفِعَل سِحَر

قَوْلُهُ : يَكُوْنُ مَعَهَا اَىْ لَايُوْجَدُ مِنْهَا شَيْئٌ مِنَ الْاَمْرَا لِدَّائِرِ الخ : এর ব্যাখ্যা لَايُوْجَدُ দ্বারা করে শারেহ রহ. এ কথা বলে দিয়েছেন যে, كان টি تامه হয়েছে। মুসান্নিফের ইবারত فَلَايَكُوْنُ مَعَهَا اِلَّا اَحَدُهُمَا এর উপর

একটি প্রশ্ন হয়, শারেহ রহ. তার জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, لَايَكُوْنُ এর যমীরটি হয় তো সাধারণ সববের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে অথবা عدل ও وزن فعل উভয়টির সমষ্টির দিকে হবে কিংবা তো اَحَدُهُمَا তথা عدل ও وزن فعل এর মধ্য থেকে অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর এ তিটি সম্ভাবনাই বাতিল। যদি সাধারণ সববের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তা হলে মর্ম হবে, গায়রে মুনসারিফের সববসমূহের মধ্য থেকে علميت এর সাথে عدل ও وزن فعل ব্যতীত অন্য কোনো সবব পাওয়া যায় না। অথচ এটি বাস্তবতার পরিপন্থী যেরূপ ইতঃপূর্বে জানা হয়েছে যে, علميت ছয়টি সববের মধ্যে পাওয়া যায়। চারটিতে সবব ও শর্ত দুটি হবে এবং দু'জায়গায় তথা عدل ও وزن فعل এর মধ্যে শুধু সবব হবে, শর্ত নয়। আর যদি لَايَكُوْنُ এর যমীরটি عدل ও وزن فعل এর সমষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে যমীর এবং مرجع এর মধ্যে مطابقت বা সামঞ্জস্য হবে না। কেননা مرجعটি হয়েছে দ্বিবচন এবং যমীরটি একবচন। আর যদি اَحَدِهِمَا তথা عدل বা وزن فعل এর কোনো একটির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে اِسْتِثْنَاءُ الشَّيْئِ مِنْ نَفْسِهٖ অথবা اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ লাযিম আসে। কেননা لَايَكُوْنُ-র যমীরটি مستثنى منه আর তা হচ্ছে اَحَدُهُمَا এবং مستثنى ও احدهما ই। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, لَايَكُوْنُ র যমীরের مرجع হল الامر الدائر আর সেটি একবচন। তাই যমীর এবং مرجع এর মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে গেল। আর যেহেতু সেই امر বা বিষয়টি عدل ও وزن فعل এর সমষ্টি এবং اَحَدُهُمَا فَقَطْ এর মাঝে আবর্তনশীল, তাই استثناء الشئ من نفسه লাযিম আসবে না। কেননা مستثنى منه তা হল দু'টির সমষ্টি এবং اَحَدُهُمَا فَقَطْ যেটি ব্যাপক আর مستثنى হচ্ছে শুধু اَحَدُهُمَا فَقَط যেটি খাস। অতএব, عام থেকে خاص এর ইস্তেছনা হল, اِسْتِثْنَاءُ الشَّيْئِ مِنْ نَفْسِهٖ হল না।

قَوْلُهٗ : فَاِذَا نُكِّرَ بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ اَوْعَلٰى سَبَبٍ وَاحِدٍ الخ : পূর্বোক্ত কথার উপর তাফরী বর্ণনা করছেন, যার তাশরীহ ইতঃপূর্বে গত হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ قِيْلَ عَلٰى قَوْلِهٖ مُتَضَادَّانِ : এটি একটি প্রশ্নের বিবরণ। অর্থাৎ আপনি বলেছেন, عدل ও وزن فعل দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী। অথচ اِصْمِتُ এর মধ্যে দুটি একত্রিত হয়ে গেছে। وزن فعل তো স্পষ্টই। আর عدل এ কারণে যে, এটি باب نَصَرَ থেকে আসে, যার 'আমর' اُصْمُتُ হামযার পেশের সাথে انصر এর ওজনে হওয়া উচিত। আর যেহেতু এ ওজনে আসে নি; বরং যেরের সাথে এসেছে। তাই বুঝা গেল যে, এটি اصمت بضم الهمزه থেকে معدول হয়েছে। শারেহ রহ.-এর জবাব দিচ্ছেন, এতে عدل এর কথাটি ঠিক নয়। কেননা হতে পারে এটি نَصَرَ ও ضَرَبَ উভয় باب থেকেই এসে থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি আসলের উপর হল, কোনোটি কোনোটি থেকে مَعْدُوْل হল না। তা ছাড়া শুধু اصل পাওয়া যাওয়াটাই عدل গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয় বরং কোনো مقتضى বা দাবিদার থাকা জরুরি যে আসল থেকে عُدُوْل বা পরিবর্তিত আসার দাবি রাখে। আর এখানে কোনো مقتضى নেই। কারণ, এতে দু'টি সবব علم ও تانيث বিদ্যমান রয়েছে। তা হলে অনর্থক عدل এর প্রয়োজন কিসের?

وَخَالَفَ سِيْبَوَيْهِ الْاَخْفَشُ الْمَشْهُوْرُ هُوَ اَبُو الْحَسَنِ تِلْمِيْذُ سِيْبَوَيْهِ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ التِّلْمِيْذِ اَظْهَرَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْقَاعِدَةِ جَعَلَهُ اَصْلًا وَاَسْنَدَ الْمُخَالَفَةَ اِلَى الْاُسْتَاذِ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحْسَنٍ تَنْبِيْهًا عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ انْصِرَافِ **مِثْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا اِذَا نُكِّرَ** وَالْمُرَادُ بِمِثْلِ اَحْمَرَ مَا كَانَ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ فِيْهِ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ ظَاهِرًا غَيْرَ خَفِيٍّ فَيَدْخُلُ فِيْهِ سَكْرَانُ وَاَمْثَالُهُ وَيَخْرُجُ عَنْهُ اَفْعَلُ التَّاكِيْدِ نَحْوُ اَجْمَعُ فَاِنَّهُ مُنْصَرِفٌ عِنْدَ التَّنْكِيْرِ بِالْاِتِّفَاقِ لِضُعْفِ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ فِيْهِ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ لِكَوْنِهِ بِمَعْنٰى كُلٍّ وَكَذٰلِكَ اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُجَرَّدُ عَنْ مِنِ التَّفْضِيْلِيَّةِ فَاِنَّهُ بَعْدَ التَّنْكِيْرِ مُنْصَرِفٌ بِالْاِتِّفَاقِ لِضُعْفِ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ فِيْهِ حَتّٰى صَارَا فَعَلُ اِسْمًا وَاِنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ فَلَا يَنْصَرِفُ بِلَا خِلَافٍ لِظُهُوْرِ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ فِيْهِ بِسَبَبِ مِنِ التَّفْضِيْلِيَّةِ **اِعْتِبَارًا لِلصِّفَةِ الْاَصْلِيَّةِ** اَىْ اِنَّمَا خَالَفَ سِيْبَوَيْهِ الْاَخْفَشَ لِاَجْلِ اعْتِبَارِهِ الْوَصْفِيَّةَ الْاَصْلِيَّةَ **بَعْدَ التَّنْكِيْرِ** فَاِنَّهُ لَمَّازَالَتِ الْعَلَمِيَّةُ بِالتَّنْكِيْرِ لَمْ يَبْقَ فِيْهِ مَانِعٌ مِنْ اِعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّةِ فَاعْتَبَرَهَا وَجَعَلَهُ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ لِلصِّفَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَسَبَبٍ اٰخَرَ كَوَزْنِ الْفِعْلِ وَالْاَلِفِ وَالنُّوْنِ الْمَزِيْدَتَيْنِ فَاِنْ قُلْتَ كَمَا اَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنِ اعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّةِ الْاَصْلِيَّةِ لَا بَاعِثَ عَلٰى اعْتِبَارِهَا اَيْضًا فَلِمَ اعْتَبَرَهَا وَذَهَبَ اِلٰى مَاهُوَ خِلَافُ الْاَصْلِ اَعْنِىْ مَنْعَ الصَّرْفِ قِيْلَ اَلْبَاعِثُ عَلٰى اعْتِبَارِهَا اِمْتِنَاعُ اَسْوَدَ وَاَرْقَمَ مَعَ زَوَالِ الْوَصْفِيَّةِ عَنْهَا حِيْنَئِذٍ وَفِيْهِ بَحْثٌ لِاَنَّ الْوَصْفِيَّةَ لَمْ تَزُلْ عَنْهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ بَقِىَ فِيْهِمَا شَائِبَةٌ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ لِاَنَّ الْاَسْوَدَ اِسْمٌ لِلْحَيَّةِ السَّوْدَاءِ وَالْاَرْقَمُ اِسْمٌ لِلْحَيَّةِ الَّتِىْ فِيْهَا سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَفِيْهِمَا شَمَّةٌ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنِ اعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّةِ فِيْهِمَا اِعْتِبَارُهَا فِىْ اَحْمَرَ بَعْدَ التَّنْكِيْرِ لِاَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بِالْكُلِّيَّةِ وَاَمَّا الْاَخْفَشُ فَذَهَبَ اِلٰى اَنَّهُ مُنْصَرِفٌ فَاِنَّ الْوَصْفِيَّةَ قَدْ زَالَتْ بِالْعَلَمِيَّةِ وَالْعَلَمِيَّةُ بِالتَّنْكِيْرِ وَالزَّائِلُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ فَلَمْ يَبْقَ فِيْهِ اِلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ هُوَ وَزْنُ الْفِعْلِ وَالْاَلِفُ وَالنُّوْنُ وَهٰذَا الْقَوْلُ اَظْهَرُ وَلَمَّا اعْتَبَرَ سِيْبَوَيْهِ

الْوَصْفَ الْأَصْلِيَّ بَعْدَ التَّنْكِيْرِ وَإِنْ كَانَ زَائِلًا لَزِمَهُ أَنْ يَعْتَبِرَهُ فِيْ حَالِ الْعَلَمِيَّةِ أَيْضًا فَيَمْتَنِعُ نَحْوُ حَاتِمٍ مِنَ الصَّرْفِ لِلْوَصْفِ الْأَصْلِيِّ وَالْعَلَمِيَّةِ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ **وَلَا يَلْزَمُهُ** أَيْ سِيْبَوَيْهِ مِنِ اعْتِبَارِهِ الْوَصْفِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ بَعْدَ التَّنْكِيْرِ فِيْ مِثْلِ أَحْمَرَ عَلَمًا بَابُ حَاتِمٍ أَيْ كُلُّ عَلَمٍ كَانَ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا مَعَ بَقَاءِ الْعَلَمِيَّةِ بِأَنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ أَيْضًا الْوَصْفِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ وَحُكِمَ بِمَنْعِ صَرْفِهِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ **لِمَا يَلْزَمُ** فِيْ بَابِ حَاتِمٍ عَلٰى تَقْدِيْرِ مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ **مِنِ اعْتِبَارِ لِلْمُتَضَادَّيْنِ** يَعْنِي الْوَصْفِيَّةَ وَالْعَلَمِيَّةَ فَإِنَّ الْعَلَمَ لِلْخُصُوْصِ وَالْوَصْفَ لِلْعُمُوْمِ **فِيْ حُكْمٍ وَاحِدٍ** وَهُوَ مَنْعُ الصَّرْفِ لَفْظٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا اعْتُبِرَتِ الْوَصْفِيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ مَعَ سَبَبٍ اٰخَرَ كَمَا فِيْ أَسْوَدَ وَأَرْقَمَ فَإِنْ قُلْتَ التَّضَادُّ إِنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْوَصْفِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ لَا بَيْنَ الْوَصْفِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ الزَّائِلَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ فَلَوِ اعْتُبِرَتِ الْوَصْفِيَّةُ وَالْعَلَمِيَّةُ فِيْ مَنْعِ صَرْفِ مِثْلِ حَاتِمٍ فَلَا يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الْمُتَضَادَّيْنِ قُلْنَا تَقْدِيْرُ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ بَعْدَ زَوَالِهِ مَعَ ضِدٍّ اٰخَرَ فِيْ حُكْمٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيْلِ اجْتِمَاعِ الْمُتَضَادَّيْنِ لٰكِنَّهُ شَبِيْهٌ بِهِ فَاعْتِبَارُهُمَا مَعًا غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ ـ

সহজ তরজমা

আর সীবাওয়াইহ আখফাশের বিরোধিতা করেছেন, ওনি প্রসিদ্ধ আখফাশ যার উপনাম আবুল হাসান, যিনি সীবাওয়াইহ এর শিষ্য। আর যেহেতু শিষ্যের মতটি (সীবাওয়াই এর মত অপেক্ষা) অধিক স্পষ্ট ছিল। তা ছাড়া মুসান্নিফের বর্ণিত কায়দামাফিকও হচ্ছে আখফাশের মতটি, তাই মুসান্নিফ আখফাশের মতটিকে আসল সাব্যস্ত করেছেন এবং বিরোধিতার সম্পর্ক উস্তাদের দিকে করে দিয়েছেন। যদিও ছাত্রের মতকে আসল সাব্যস্ত করে বিরোধিতার সম্পর্ক উস্তাদের দিকে করাটা উত্তম বিবেচিত নয়, তবে মুসান্নিফ রহ. এরকম করেছেন ছাত্রের মতটিকে অধিকতর স্পষ্ট এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য, নাকিরা করার সময় أَحْمَر এর মতো শব্দ عَلَم অবস্থায় মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে। أَحْمَر এর মতো শব্দ দ্বারা প্রত্যেক ওই ইসম উদ্দেশ্য, যার মধ্যে علميت এর পূর্বে معنى وصفيت স্পষ্ট থাকে অস্পষ্ট থাকে না। অতএব, এ মতবিরোধের মধ্যে سَكْرَان এবং তার মতো শব্দাবলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং তা থেকে তাকিদের أَفْعَل যেমন, أَجْمَعُ বের হয়ে গেল। কারণ, এটি সর্বসম্মতভাবে নাকিরা করার সময় মুনসারিফ। কেননা এতে علميت এর পূর্বে وصفيت এর অর্থটি দুর্বল। কারণ, أَجْمَعُ - كُلُ (সমস্তের) এর অর্থ দান করে। তেমনিভাবে من تفضليه মুক্ত তাফযীলের أَفْعَل-ও বের হয়ে গেছে।

কারণ, এটি নাকিরা করার পর (সীবাওয়াইহ ও আখফাশের) ঐকমত্যে মুনসারিফ। কেননা এতে (علميت এর পূর্বে) وصفيت এর অর্থটি দুর্বল। ফলে افعل-টি ইসম হয়ে গেছে। আর যদি এ أَفْعَلُ টির সাথে مِنْ থাকে, তা হলে এটি ঐকমত্যে মুনসারিফ হবে না (গায়রে মুনসারিফ হবে)। কারণ, من تفضليه এর কারণে এতে وصفيت এর অর্থটি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

وصفيت اصليه <u>কে গণ্য করার কারণে</u> অর্থাৎ সীবাওয়াইহ আখফাশের বিরোধিতা وصفيت اصليه কে গণ্য করার কারণেই করেছেন। **<u>নাকেরা করার পর।</u>** কেননা যখন নাকেরা করার পর علميت বিদূরিত হয়ে গেল, তখন তাতে وصفيت اصليه কে গণ্য করতে কোনো প্রতিবন্ধক বাকি রইল না। তাই সীবাওয়াইহ وصفيت اصليه কে গণ্য করেছেন এবং أَحْمَر এর মতো শব্দাবলিকে صفت اصليه এবং অন্য সবব, যেমন– ওজনে ফে'লের কারণে এবং (سَكْرَان এর মতো শব্দকে) الف ونون زائدان এর কারণে গায়রে মুনসারিফ সাব্যস্ত করেছেন। এরপর যদি আপনি বলেন, যেভাবে وصفيت اصليه কে গণ্য করতে কোনো প্রতিবন্ধক নেই; তেমনিভাবে তাকে গণ্য করার জন্য কোনো উদ্দীপকহেতুও নেই। তারপরও সীবাওয়াইহ এটাকে গণ্য করলেন কেন এবং সেই পথে চললেন কেন, যেটি আসলের বিপরীত তথা গায়রে মুনসারিফ হওয়া? জবাবে বলা হয়েছে, صفت اصليه কে গণ্য করার জন্য উদ্দীপক হেতু হল اسود ও ارقم এর গায়রে মুনসারিফ হওয়া। অথচ এ দু'টি থেকেই তখন (সাপের নাম হওয়ার সময়) وصفيت বিদূরিত হয়ে গেছে। এ জবাবটিতে আলোচনা ও আপত্তি রয়েছে। কারণ, এ দু'টি থেকে وصفيت সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায় নি বরং এ দু'টিতে وصفيت এর গন্ধ বাকি রয়ে গেছে। কেননা أَسْوَد কালো সাপের নাম এবং أَرْقَم জোড়া কাটা সাপের নাম, যার মধ্যে সাদা-কালো রং থাকে। আর এ দু'টির মধ্যে وصفيت এর গন্ধ রয়েছে। সুতরাং أَسْوَد ও أَرْقَم এর মধ্যে وصفيت কে গণ্য করা দ্বারা أَحْمَر এর মধ্যে নাকেরা করার পর وصفيت গণ্য করা লাযিম আসে না। কেননা أَحْمَر এর وصفيت (علميت এর কারণে) সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেছে। আর আখফাশ এ মত পোষণ করেছেন যে, أَحْمَر নাকেরা করার পর মুনসারিফ। কেননা وصفيت – علميت এর কারণে বিদূরিত হয়ে গেছে এবং علميت দূর হয়ে গেছে নাকেরা করার কারণে। আর অপ্রয়োজনে বিদূরিত বস্তুর গণ্য করা যায় না। (আর এখানে তার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসমে মু'রাবের মধ্যে আসল হল মুনসারিফ হওয়া)। সুতরাং أَحْمَر এর মধ্যে একটি সববই বাকি রয়ে গেল, আর তা হচ্ছে ওজনে ফে'ল। আর (سَكْرَان এর মধ্যে) الف و نون زائدان। আখফাশের এ মতটি সীবাওয়াইহ এর মত অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। আর যখন সীবাওয়াইহ (مثل أَحْمَر এর মধ্যে) ওয়াসফে আসলীর নাকেরা করার পর গণ্য করলেন, যদিও ওয়াসফে আসলীটা দূর হয়ে গিয়েছিল, তবে তো সীবাওয়াইহ এর জন্য আবশ্যক হল তিনি عَلَم হওয়াবস্থায়ও وصف اصلى-র গণ্য করবেন। সুতরাং (এভাবে) وصف اصلى এবং علميت এর কারণে حَاتِم এর মতো শব্দ গায়রে মুনসারিফ হয়ে যাবে। অতএব, মুসান্নিফ সীবাওয়াইহ এর পক্ষ থেকে তাঁর উক্তি দ্বারা জবাব দিয়েছেন, আর তাঁর জন্য আবশ্যক হয় না অর্থাৎ সীবাওয়াইহকে مثل أَحْمَر এর মধ্যে عَلَم অবস্থায় নাকেরা করার পর وصف اصلى-র গণ্য করা দ্বারা **باب حَاتِم <u>গায়রে মুনসারিফ হওয়া আবশ্যক হয় না।</u>** আর باب حَاتِم দ্বারা প্রত্যেক ওই علم উদ্দেশ্য, যা عَلَم থাকাবস্থায় মূলত وصف ছিল। এভাবে আবশ্যক হয় না যে, তার মধ্যেও وصفيت اصليه গণ্য করতে হবে এবং علميت ও وصفيت اصليه-র কারণে এটির গায়রে মুনসারিফ হওয়ার হুকম লাগানো যাবে। **<u>কেননা আবশ্যক হয়</u>** باب حَاتِم এর মধ্যে এটাকে গায়রে মুনসারিফ ধরে নেওয়াবস্থায় **<u>পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তুর গণ্য করা</u>** তথা وصفيت ও علميت (এর গণ্য করা আবশ্যক হয়)। কেননা عَلَم বিশেষত্ব এবং وصف ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য আসে। **<u>একই হুকুমে।</u>** আর একই হুকমু দ্বারা উদ্দেশ্য হল একই শব্দের গায়রে মুনসারিফ হওয়া। এর বিপরীত হল যখন وصفيت اصليه-র গণ্য করা হবে অন্য কোনো সববের সাথে। যেমন : أَسْوَد ও

أَرْقَم এর মধ্যে (অন্য সবব হচ্ছে وزن فعل)। এরপর আপনি যদি বলেন, পরস্পর বৈপরিত্ব তো হল বিদ্যমান وصفيت এবং علميت এর মাঝে বিদূরিত وصفيت اصليه এবং علميت এর মাঝে। সুতরাং যদি حَاتِم এর মতো শব্দের গায়রে মুনসারিফ হওয়ার মধ্যে (বিদূরিত) وصفيت اصليه এবং علميت এর গণ্য করা হয়, তা হলে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বিষয়ের একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে না। আমরা জবাবে বলব : পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয়ের একটি বিদূরিত হয়ে যাওয়ার পর একই হুকুমে দ্বিতীয় বিপরীতের সাথে গণ্য করা যদিও পরস্পর বিরোধী দু'টি বস্তুর একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয় না বটে, তবে এটি ضِدَّيْن একত্রিত হওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই এ দু'টির একত্রে গণ্য করা (যদিও নাজায়েয নয় তবে) ভালোও নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَخَالَفَ سِيْبَوَيْهِ الْاَخْفَشُ : আখফাশের উপনাম হল আবুল হাসান। ওনি সীবাওয়াইহ এর ছাত্র। তাঁর কথা সঠিক এবং সীবাওয়াইহ এর কথাটি সঠিক নয়। এ জন্য مخالفت বা বিরোধীতার সম্পর্ক করা হয়েছে উস্তাদের দিকে। এখানে মুসান্নিফ রহ. সত্য এবং অসত্যের প্রতি লক্ষ্য করেছেন, উস্তাদ ও ছাত্রের সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করেন নি। মুসান্নিফ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা বলেছেন, مَافِيْهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ বলে যে সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ যে গায়রে মুনসারিফ ইসমের মধ্যে علميت প্রতিক্রিয়াকারী হিসেবে পাওয়া যায়, যখন তাকে নাকেরা করে নেওয়া হবে তথা علميت কে দূর করে দেওয়া হবে, তখন সেটি মুনসারিফ হয়ে যাবে। এবারে وَخَالَفَ سِيْبَوَيْهِ দ্বারা বলতে চাচ্ছেন, এ নিয়মটি اَحْمَر এর মতো শব্দ ব্যতীত অন্যান্য ইসমের মধ্যে তো সর্বসম্মতই, তবে مِثْلُ اَحْمَرَ এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। مِثْلُ اَحْمَر দ্বারা প্রত্যেক ওই ইসমে গায়রে মুনসারিফ উদ্দেশ্য, যার মধ্যে علميت এর পূর্বে معنى وصفى টা স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোনোরকম অস্পষ্টতা থাকে না। এরকম ইসমের ব্যাপারে সীবাওয়াইহ এর মত হল, যখন তার থেকে علميت বিদূরিত হয়ে যাবে, তখন وصف اصلى পুনরায় ফিরে আসবে; যার কারণে শব্দটি গায়রে মুনসারিফ থাকবে। পূর্বে علميت এবং অন্য কোনো কারণে গায়রে মুনসারিফ ছিল, এখন وصف এবং অন্য কোনো কারণে গায়রে মুনসারিফ হবে। আখফাশের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহবীদের মোতাবেক। তিনি বলেন : وصف اصلى যখন বিদূরিত হয়ে গেছে এবং নিয়ম হল اَلزَّائِلُ لَايَعُوْدُ তা হলে وصف اصلى এখন কেমন করে ফিরত আসবে?

قَوْلُهٗ : وَالْمُرَادُ بِمِثْلِ اَحْمَرَ : এ ইবারতটি দ্বারা শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন, مِثْلُ اَحْمَرَ দ্বারা ওই কালিমা উদ্দেশ্য নয়, যেটি افعل এর ওজনে হয় বরং তা দ্বারা প্রত্যেক ওই ইসম উদ্দেশ্য, যার মধ্যে علميت এর পূর্বে معنى وصفى প্রতিক্রিয়াকারী হিসেবে পাওয়া যায়, চাই اَفْعَلُ এর ওজনে হোক অথবা না হোক। যদি افعل এর ওজনে হয়, তবে এতে معنى وصفىটি দুর্বল হয়, তা হলে এটাকে সীবাওয়াইহ ও علميت দূর হয়ে যাওয়ার পর মুনসারিফ পড়েন। সুতরাং نَدْمَان ও سَكْرَان যদিও افعل এর ওজনে নয়, তবে এগুলোর মধ্যে وصف এর অর্থ স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, তাই এ দুটি যদি কারো علم হয় এবং علميت দূর হয়ে যায়, তা হলে সীবাওয়াইহ এর মতে এদের وصف اصلى ফিরে এসে যাবে এবং এগুলোকে গায়রে মুনসারিফ পড়া হবে। পক্ষান্তরে اجمع যদিও افعل ওজনে হয়েছে কিন্তু এটি যদি কারো علم হয় এবং পরে علميت দূরিভূত হয়ে যায়, তা হলে সীবাওয়াইহ এর মতেও এটাকে মুনসারিফ পড়া হবে। কারণ, এতে وصف এর অর্থটি দুর্বল। কেননা এটি তাকিদের জন্য এবং كل বা সমস্তের অর্থে এসেছে, যার মধ্যে وصف নেই। তেমনিভাবে ইসমে তাফযীলের افعل যেটি من تفضليه থেকে মুক্ত হয়, তার মধ্যেও وصفيت নেই বরং এটি একটি ইসমের

স্তরের। এ জন্য এটিও সকলের মতে এমনকি সীবাওয়াইহ এর মতেও মুনসারিফ। আর যদি ইসমে তাফযীলের افعال-টি مِنْ এর সাথে হয়, তবে তাতে যেহেতু وصفيت স্পষ্ট এবং দূরিভূতও হয় নি, তাই এটি সর্বসম্মতভাবে গায়রে মুনসারিফ।

قَوْلُهُ : اِعْتِبَارًا لِلصِّفَةِ الْاَصْلِيَّةِ : এটি خَالَفَ ফে'লের مفعول له হয়েছে। সীবাওয়াইহ مِثْلُ اَحْمَر এর মধ্যে নাকেরা করার পর মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে যে মতবিরোধ করেছেন, তার কারণ বর্ণনা করছেন। সীবাওয়াইহ علميت দূর হয়ে যাওয়ার পর وصف اصلى-র গণ্য করেন مِثْلُ اَحْمَر এর মধ্যে। তাই وصف এবং অন্য একটি সববের কারণে এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়েন। اِعْتِبَارًا لِلصِّفَةِ الْاَصْلِيَّةِ দ্বারা একটি বিষয় এটা জানা গেল যে, خَالَفَ এর ফায়েল اَخْفَش , سِيْبَوَيْهِ নয়। কেননা মাফউলে লাহুর ফায়েল এবং তার ফে'লের ফায়েল একই হয়ে থাকে। আর নাকেরা করার পর وصف اصلى-র গণ্যকারী হলেন সীবাওয়াইহ। এতে বুঝা যাচ্ছে, خَالَفَ এর ফায়েল ও সীবাওয়াইহ। সুতরাং এ ব্যাখ্যা এখানে চলবে না যে, خَالَفَ-র ফায়েল আখফাশকে করা হোক এবং সীবাওয়াইহকে مفعول مقدم বলা হোক, যাতে বিরোধিতার সম্পর্কটি ছাত্রের দিকে হয়; উস্তাদের দিকে না হয়। এর আলোচনা পূর্বেও হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ قُلْتَ كَمَا اَنَّهُ لَامَانِعَ الخ : এ প্রশ্নটি হয় সীবাওয়াইহ এর ওপর অর্থাৎ নাকেরা করার পর علميت দূর হয়ে যাওয়ার কারণে وصف اصلى-র গণ্য করার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা যদিও নেই, তথাপি উদ্দীপক হেতুও তো নেই। তা হলে খামাখা وصف-র গণ্য করে একে গায়রে মুনসারিফ কেন পড়া হচ্ছে? অথচ ইসমের মধ্যে আসল হলো মুনসারিফ হওয়া। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত গায়রে মুনসারিফ হওয়ার শক্তিশালী সবব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে মুনসারিফ পড়া উচিত। قِيْلَ اَلْبَاعِثُ দ্বারা শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন যে, সীবাওয়াইহ مِثْلُ اَحْمَر কে اَرْقَم ও اَسْوَد এর উপর কিয়াস করেছেন, এ দুটির মধ্যে غلبه اسميت বা ইসমের প্রবলতার কারণে وصفيت বিদূরিত হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও وصف اصلى গণ্য করে একে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়।

قَوْلُهُ : وَفِيْهِ بَحْثٌ : সীবাওয়াইহ এর উপর প্রশ্ন হয় যে, مِثْلُ اَحْمَر কে اَسْوَد ও اَرْقَم এর উপর কিয়াস করাটা ঠিক নয়। কারণ, এ দুটির মধ্যেই وصفيت সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নি বরং এতে وصفيت এর গন্ধ বাকি রয়েছে। কেননা اَسْوَد যে কোনো সাপকে বলা হয় না বরং শুধু কালো সাপকে বলা হয়। তেমনিভাবে اَرْقَم শুধু ওই সাপকে বলা হয়, যার মধ্যে সাদা-কালো রং থাকে তথা ডোড়াকাটা সাপ। আর مِثْلُ اَحْمَر এর মধ্যে তো وصفيت নাকেরা করার পর সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত হয়ে গেছে। সুতরাং এ কিয়াসটি قِيَاس مَعَ الْفَارِق বা অসম কিয়াস হল।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا الْاَخْفَشُ : আখফাশের মাযহাবটি জমহুরের মোতাবেক। এর বর্ণনা পূর্বে হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব, যা আখফাশের পক্ষ থেকে সীবাওয়াইহ এর উপর উত্থাপিত করা হয়। প্রশ্নটি হল, সীবাওয়াইহ যেভাবে اَحْمَر এর মতো উদাহরণে নাকেরা করার পর তথা علميت বিদূরিত হয়ে যাওয়ার পর وصفيت এর গণ্য করেছেন। অথচ وصفيت বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। তা হলে তিনি حَاتِم এর মতো উদাহরণেও وصفيت এর গণ্য করে নিতেন। অর্থাৎ علميت এর সাথে وصف এর গণ্য করে একেও গায়রে মুনসারিফ পড়ে নিতেন?

بَاب حَاتِم দ্বারা প্রত্যেক ওই শব্দ উদ্দেশ্য, যেটি আসলে وصف হয় এবং علميت তাতে বাকি থাকে। শারেহ

রহ. এর যে জবাব দিচ্ছেন, তার সারকথা হল, بَاب حَاتِم এর মধ্যে যদি وصفيت এর গণ্য করা হয়, তা হলে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু এক হুকুমের মধ্যে গণ্য করা লাযিম আসে। অথচ এটি অসম্ভব। আর পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু হল وصفيت ও علميت। এ দুটির মধ্যেই বৈপরিত্ব হয়েছে এ কারণে যে, عَلَم বিশেষত্বের জন্য এবং وصف ব্যাপকতার জন্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : فِىْ حُكْمٍ وَاحِدٍ : সেই একই হুকুম হল একই শব্দকে গায়রে মুনসারিফ পড়া। এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, حكم واحد দ্বারা গায়রে মুনসারিফ উদ্দেশ্য। আর গায়রে মুনসারিফের মধ্যে তো وصفيت ও علميت উভয়টির গণ্য করা হয়েছে। عُمَر-র মধ্যে علميت এর গণ্য করা হয়েছে এবং مَثْلَث ও ثَلْث-র মধ্যে وصفيت এর গণ্য করা হয়েছে আর عُمَر - ثَلْث ও مَثْلَث গায়রে মুনসারিফ। এতে বুঝা যাচ্ছে, আপনার বক্তব্য অর্থাৎ গায়রে মুনসারিফের মধ্যে وصفيت ও علميت এর গণ্য করাটা ঠিক নয়, অন্যথায় পরস্পর বৈপরীত্য লাযিম আসবে, এ কথাটি ঠিক নয়? শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, حُكْم وَاحِد দ্বারা উদ্দেশ্য হল একই শব্দ গায়রে মুনসারিফ হওয়া। আর عُمَر ও ثَلْث এ দুটি শব্দই ভিন্ন ভিন্ন, একটির মধ্যে علميت এবং অপরটির মধ্যে وصفيت রয়েছে।

قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْتَ التَّضَاد الخ : আখফাশের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সীবাওয়াইহ এর পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয়েছে, علميت ও وصفيت গণ্য করার মধ্যে বৈপরিত্ব লাযিম আসে, এ জন্য بَاب حَاتِم এর মধ্যে এ দুটির লক্ষ রেখে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয় নি। এ জবাবটির উপর একটি প্রশ্ন হয়, যাকে فَإِنْ قُلْتَ الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নটি হল, দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তুকে একই সময়ে যদি একত্রিত করা হয়, তা হলে অসম্ভব হয়, আর باب حَاتِم এরকম নয়। কেননা علميت ও وصفيت দুটি একই সময়ে প্রকৃতভাবে বিদ্যমান নয়, এখানে তো শুধু علميت প্রকৃতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর وصف এর শুধু লক্ষ্য রাখা হবে, সেটি প্রকৃতরূপে বিদ্যমান নয়। সারকথা হল, علميت حقيقى এবং وصف হচ্ছে اعتبارى এ দুটির মধ্যে বৈপরিত্ব নেই। বৈপরিত্ব তো হল علميت حقيقى এবং وصف حقيقى এর মধ্যে ।আর সেটা এখানে বিদ্যমান নেই।

قَوْلُهُ : قُلْنَا الخ : এটি উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব। যার সারকথা হল, উল্লেখিত অবস্থাতে প্রকৃতভাবে তো বৈপরিত্ব নেই বটে, তবে বৈপরিত্বের সাদৃশ্য অবশ্যই রয়েছে। আর যথাসম্ভব তা থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

وَجَمِيْعُ الْبَابِ اَىْ بَابُ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ **بِاللَّامِ** اَىْ بِدُخُوْلِ لَامِ التَّعْرِيْفِ عَلَيْهِ **اَوِ الْاِضَافَةِ** اَىْ اِضَافَةٍ اِلٰى غَيْرِهٖ **يَنْجَرُّ** اَىْ يَصِيْرُ مَجْرُوْرًا **بِالْكَسْرِ** اَىْ بِصُوْرَةِ الْكَسْرِ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَاِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهٖ يَنْجَرُّ لِاَنَّ الْاِنْجِرَارَ قَدْ يَكُوْنُ بِالْفَتْحِ وَلَا بِاَنْ يَقُوْلَ يَنْكَسِرُ لِاَنَّ الْكَسْرَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اَيْضًا وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ فِىْ اَنَّ هٰذَا الْاِسْمَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ مُنْصَرِفٌ اَوْ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّهٗ مُنْصَرِفٌ مُطْلَقًا لِاَنَّ عَدَمَ انْصِرَافِهٖ اِنَّمَا كَانَ لِمُشَابَهَتِهِ الْفِعْلَ فَلَمَّا ضَعُفَتْ هٰذِهِ الْمُشَابَهَةُ بِدُخُوْلِ مَاهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْاِسْمِ اَعْنِى اللَّامَ اَوِ الْاِضَافَةَ قَوِيَتْ جِهَةُ الْاِسْمِيَّةِ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْلِهِ الَّذِىْ هُوَ الصَّرْفُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرُ دُوْنَ التَّنْوِيْنِ لِاَنَّهٗ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ اللَّامِ وَالْاِضَافَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّهٗ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ مُطْلَقًا وَالْمَمْنُوْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ بِالْاِصَالَةِ هُوَ التَّنْوِيْنُ وَسُقُوْطُ الْكَسْرِ اِنَّمَا هُوَ بِتَبْعِيَّةِ التَّنْوِيْنِ وَحَيْثُ ضَعُفَتْ مُشَابَهَتُهٗ لِلْفِعْلِ لَمْ تُؤَثِّرْ اِلَّا فِىْ سُقُوْطِ التَّنْوِيْنِ دُوْنَ تَابِعِهِ الَّذِىْ هُوَ الْكَسْرُ اِلٰى حَالِهٖ وَسَقَطَ التَّنْوِيْنُ لِامْتِنَاعِهٖ مِنَ الصَّرْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْعِلَّتَيْنِ اِنْ كَانَتَا بَاقِيَتَيْنِ مَعَ اللَّامِ اَوِ الْاِضَافَةِ كَانَ الْاِسْمُ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ وَاِنْ زَالَتَا مَعًا اَوْ زَالَتْ اَحَدُهُمَا كَانَ مُنْصَرِفًا وَبَيَانُ ذٰلِكَ اَنَّ الْعَلَمِيَّةَ تَزُوْلُ بِاللَّامِ وَالْاِضَافَةِ فَاِنْ كَانَتِ الْعَلَمِيَّةُ شَرْطًا لِلسَّبَبِ الْاٰخَرِ زَالَتَا مَعًا كَمَا فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ شَرْطًا كَمَا فِىْ اَحْمَدَ زَالَتْ اِحْدُهُمَا اِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَلَمِيَّةٌ كَمَا فِىْ اَحْمَرَ بَقِيَتِ الْعِلَّتَانِ عَلٰى حَالِهِمَا وَهٰذَا الْقَوْلُ اَنْسَبُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ الْمُصَنِّفُ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ ـ

সহজ তরজমা

সমুহ অধ্যায় তথা গায়রে মুনসারিফের অধ্যায় **লাম** দ্বারা তথা তার উপর لام تعريف প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে অথবা ইযাফতের কারণে তথা গায়রে মুনসারিফকে অন্যের দিকে ইযাফতের কারণে **كَسْرَه** এর সাথে মাজরূর হয় তথা كسره এর সূরতে মাজরূর হয়ে যাবে, চাই শাব্দিকভাবে হোক অথবা উহ্যগতভাবে হোক। আর মুসান্নিফ তাঁর উক্তি يَنْجَرُّ এর উপর যথেষ্ট করেন নি; (বরং بالكسر এর সংযোজন করে দিয়েছেন) কেননা মাজরূর হওয়াটা কখনো সববের সাথে হয়ে থাকে। (যেমন : مَرَرْتُ بِعُمَرَ) এবং يَنْكَسِرُ বলার উপরও যথেষ্ট করেন নি। কারণ, كَسْرَه

এর ব্যবহার মাবনীর হরকত সমূহের উপরও হয়ে থাকে। আর নাহবীগণের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ ইসমটি (গায়রে মুনসারিফটি লাম প্রবিষ্ট হওয়ার এবং ইযাফতের) এ অবস্থাতে মুনসারিফ না-কি গায়রে মুনসারিফ? সুতরাং কতিপয় নাহবী এ মত পোষণ করেছেন যে, এটি সর্বাবস্থায় মুনসারিফ। কেননা এটির গায়রে মুনসারিফ হওয়াটা ছিল ফে'লের সাথে তার সাদৃশ্যের কারণে। আর যখন এ সাদৃশ্যটি দুর্বল হয়ে গেছে ইসমের বৈশিষ্ট্য তথা লাম-ও ইযাফত প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে তখন ইসমের দিকটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। তাই ইসমে মু'রাবটি তার আসলের দিকে ফিরে এসেছে আর তা হচ্ছে মুনসারিফ হওয়া। সুতরাং তার উপর كسره প্রবিষ্ট হয়ে গেল, তানবীন নয়। কেননা তানবীন লাম এবং ইযাফতের সাথে একত্রিত হতে পারে না। আবার কিছু সংখ্যক নাহবী এ মত পোষণ করেছেন যে, সে ইসমটি সাধারণভাবে (তথা তিন অবস্থাতেই) গায়রে মুনসারিফ। আর গায়রে মুনসারিফ থেকে মৌলিকভাবে তানবীনই নিষিদ্ধ, আর كسره নয় আসাটা তানবীনের অনুগামী হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। আর যেখানে গায়রে মুনসারিফের ফে'লের সাথে সাদৃশ্যটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা হলে এ সাদৃশ্যটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা হলে এ সাদৃশ্যটা (গায়রে মুনসারিফ থেকে) তানবীন পড়ে যাওয়ার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া করতে পারে, তানবীনের অনুগামীর মধ্যে নয়। আর সেই অনুগামী হচ্ছে كسره। সুতরাং كسره তার অবস্থার দিকে ফিরে আসে। আর এ অবস্থায় তানবীন না আসাটা ইসমের গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে হয়েছে। আর কতিপয় নাহবী এ মত পোষণ করেছেন যে, লাম-ও ইযাফত সত্ত্বেও যদি (গায়রে মুনসারিফের) দু'টি সবব বাকি থাকে, তা হলে ইসমটি গায়রে মুনসারিফ হবে, আর যদি দুটি সবব দূরিভূত হয়ে যায় অথবা একটি সবব বিদূরিত হয়ে যায়, তা হলে মুনসারিফ হবে। আর তৃতীয় মাযহাবটির ব্যাখ্যা হল, علميت - লাম ও ইযাফতের কারণে বিদূরিত হয়ে যায়, এরপর علميت যদি অন্য সববের জন্য শর্ত হয়, তা হলে দুটি সবব এক সাথে বিদূরিত হয়ে যাবে। যেমন : اِبْرَاهِيْم এর মধ্যে। আর যদি শর্ত না হয়, যেমন : اَحْمَد এর মধ্যে, তা হলে এ দুটি সববের একটি বিদূরিত হয়ে যাবে। আর যদি ওখানে (ইসমে গায়রে মুনারিফের মধ্যে) علميت না হয়, যেমন : اَحْمَر এর মধ্যে তা হলে দুটি সবব তার অবস্থায় বহাল থাকে। আর এ (তৃতীয়) মতটি (প্রথম দু'টি মত অপেক্ষা) তার সাথে অধিক সামঞ্জস্য রাখে, যার সাথে মুসান্নিফ রহ. গায়রে মুনসারিফের সংজ্ঞা দান করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : جَمِيْعُ الْبَابِ : اَلْبَاب দ্বারা গায়রে মুনসারিফের بَاب তথা অধ্যায় উদ্দেশ্য। এখান থেকে একটি নিয়ম বর্ণনা করছেন যে, গায়রে মুনসারিফের উপর যদি لام تعريف এসে যায় অথবা গায়রে মুনসারিফের মুযাফ করা হয় তা হলে এ দু'বস্থাতেই جر এর অবস্থায় এতে فتحه বা সবর আসবে না বরং جر বা যের আসবে।

قَوْلُهٗ : اَىْ بَابُ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, الباب এর মধ্যে الف ولام টি عهدى অথবা মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে এসেছে।

قَوْلُهٗ : اَىْ بِدُخُوْلِ لَامِ التَّعْرِيْفِ : মুসান্নিফের ইবারত– باللام এর মধ্যে প্রশ্ন হত যে, باء এবং لام দুটাই হরফ, আর হরফের প্রবেশ হরফের উপর হয় না। শারেহ রহ. اللام এর পূর্বে دُخُوْل এনে বলে দিয়েছেন যে, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে এবং باء টি لام এর উপর প্রবিষ্ঠ নয় বরং دُخُوْل শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, আর সেটি মুযাফ হয়েছে اللام এর দিকে। এরপর একটি প্রশ্ন হয় যে, لام امر – لام ابتداء - لام جاره যদি গায়রে মুনসারিফের উপর প্রবিষ্ট হয়, তা হলে তো গায়রে মুনসারিফের উপর جر (যের) আসে না। যেমন : اَلْمَالُ لِاَحْمَدَ এর মধ্যে اَحْمَد এর উপর لام جاره প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু اَحْمَد এর উপর যের আসে নি। শারেহ রহ. لام التعريف এনে এর জবাব দিয়েছেন যে, لام দ্বারা لام تعريف উদ্দেশ্য। সুতরাং এ সমস্ত لام বের হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ : اَىْ اِضَافَةِ اِلٰى غَيْرِهٖ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি তো বলেন, ইযাফতের অবস্থায় গায়রে মুনসারিফের উপর جر (যের) আসে, অথচ غُلَامُ اَحْمَدَ এর মধ্যে غُلَام মুযাফ হয়েছে اَحْمَد গায়রে মুনসারিফের এর দিকে। তারপরও اَحْمَد এর উপর যের আসে নি। এর জবাব দিতে গিয়ে শারেহ রহ. বলেছেন, ইযাফত এর মর্ম হল গায়রে মুনসারিফটি মুযাফ হওয়া। গায়রে মুনসারিফ মুযাফ হলে جر এর অবস্থায় তার মধ্যে যের আসবে। আর উল্লেখিত উদাহরণে اَحْمَد যেটি গায়রে মুনসারিফ সেটি মুযাফ ইলাইহি হয়েছে, মুযাফ নয়।

قَوْلُهٗ : اَىْ بِصُوْرَةِ الْكَسْرِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব যা মুসান্নিফের ইবারত يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ এর উপর আরোপিত হয়। প্রশ্নটি হল, جر হচ্ছে মু'রাবের হরকত এবং كسر মাবনীর হরকতকে বলা হয়। আর মুসান্নিফ এখানে উভয়টিকে একত্রিত করে দিয়েছেন। যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, গায়রে মুনসারিফের উপর لام تعريف প্রবিষ্ট হলে অথবা তাকে মুযাফ করা হলে সেটি মু'রাব ও মাবনী দুটি হয়ে যাবে, অথচ এটা ভুলে এবং উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। এর জবাব শারেহ রহ. بِصُوْرَةِ الْكَسْرِ দ্বারা দিচ্ছেন। যার মর্ম হল لام دخول এবং اضافت এর কারণে গায়রে মুনসারিফ মাজরূর হয়ে যাবে এবং মু'রাব থাকবে, যেরূপ يَنْجَرُّ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। আর بالكسر দ্বারা তার মাবনী হওয়ার সন্দেহ না করা উচিত। কারণ, এমতাবস্থায় তার মধ্যে كسره এর সুরত হবে; حقيقة তার উপর كسره এর ব্যবহার করা যাবে না।

قَوْلُهٗ : لَفْظًا اَوْتَقْدِيْرًا : একটি প্রশ্ন হতো এর দ্বারা তার জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, مَرَرْتُ بِالْحُبْلٰى এর মধ্যে حُبْلٰى শব্দটি গায়রে মুনসারিফ এবং এতে আলিফ-লাম প্রবিষ্ট হয়েছে। আর مَرَرْتُ بِحُبْلٰكُمْ এর মধ্যে حُبْلٰى গায়রে মুনসারিফ মুযাফ হয়েছে। তারপরও এতে كسره নেই। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, كسره কথাটি ব্যাপক চাই لفظى হোক অথবা تقديرى হোক। আর এ দুটি উদাহরণে كسره তাকদীরী বা উহ্যগতভাবে হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ الخ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফ রহ. يَنْجَرُّ এর পর بِالْكَسْرِ এনে অনর্থক ইবারতটিকে দীর্ঘায়িত করেছেন, শুধু يَنْجَرُّ বলে দিলেও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যেত। শারেহ রহ. এর জবাবের সারকথা হল, يَنْجَرُّ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। কেননা গায়রে মুনসারিফের উপর তো جر এসেই থাকে, চাই لام তার উপর প্রবিষ্ট হোক বা না হোক। তেমনিভাবে এটি মুযাফ হোক কিংবা না হোক। হ্যা। তবে جر টি সববের সুরতে হয়ে থাকে। যখন তার উপর لام প্রবিষ্ট হবে অথব মুযাফ হবে, তখন তার উপর جر আসবে كسره এর সুরতে, এ উদ্দেশ্যের জন্য بِالْكَسْرِ এর সংযোজন করেছেন। এর উপর আবার প্রশ্ন হয়, এ উদ্দেশ্যের জন্য তো শুধু يَنْكَسِرُ বলে দেওয়াটাই যথেষ্ট ছিল; يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ বলার কিসের প্রয়োজন ছিল? এর জবাব দিয়েছেন শারেহ রহ. তাঁর ইবারত, لِاَنَّ الْكَسْرَ দ্বারা। যার মর্ম হল, যদি শুধু يَنْكَسِر বলতেন, তা হলে এ সন্দেহ করা যেত যে, لام দাখিল হওয়ার এবং ইযাফতের কারণে গায়রে মুনসারিফ كسره র উপর মাবনী হয়ে যাবে। কেননা كسره এর ব্যবহার হয় মাবনীর হরকতের ওপর।

قَوْلُهٗ : وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ الخ : গায়রে মুনসারিফের উপর لام প্রবিষ্ট হওয়ার অথবা এটি মুযাফ হওয়ার পর সেটি মুনসারিফ হয়ে যাবে, না-কি গায়রে মুনসারিফ থাকবে, এ ব্যাপারে নাহবীগণের মতবিরোধ রয়েছে। এখানে তার প্রতিই আলোকপাত করেছেন শারেহ রহ.। তিনি বলেছেন, কতিপয় নাহবী তো এমতাবস্থায় এটাকে মুনসারিফ পড়েন, চাই এতে দুই সবব বাকি থাকুক অথবা না থাকুক। তাদের দলীল হল, কালিমা গায়রে

মুনসারিফ তো হয় ফে'লের সাথে সাদৃশ্যের কারণে। আর لام প্রবেশ করা এবং ইযাফত তো হল ইসমের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে এ দু'বস্থায়ই ফে'লের সাথে সাদৃশ্যটি দুর্বল হয়ে যাবে এবং ইসমিয়্যাতের দিকটি শক্তিশালী হয়ে যাবে। যার ফলে কালিমা তার আসলী অবস্থার দিকে ফিরে এসে যাবে। অর্থাৎ মুনসারিফ হয়ে যাবে এবং তার উপর كسره এসে যাবে। আর তানবীন এ কারণে আসবে না যে, لام এবং ইযাফতের সাথে তানবীন একত্রিত হয় না। কতিপয় নাহবী বলেন : دُخُول لَام এবং اضافت এর পর কালিমাটি গায়রে মুনসারিফ থাকবে, চাই দুই সবব বাকি থাকুক অথবা না থাকুক। এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এমতাবস্থায় যেহেতু কালিমাটি আপনার মতে গায়রে মুনসারিফ, তা হলে তো এর উপর كسره না আসা উচিত ছিল। কেননা গায়রে মুনসারিফের উপর তানবীন এবং কাসরা (যের) উভয়টিই নিষিদ্ধ। এর জবাব তাঁরা এটা দেন যে, গায়রে মুনসারিফের মধ্যে মূলত তানবীনই নিষিদ্ধ। আর তা এখনও নেই। অবশ্য كسره যেহেতু তানবীনের تابع বা অনুগামী হয়ে থাকে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে كسره তানবীন ব্যতীত আসে না। আর دُخُوْل لَام ও اضافت এর কারণে ফে'লের সাথে গাযরে মুনসারিফের مُشَابَهَت সাদৃশ্যটা যদিও দুর্বল হয়ে গেছে বটে, তবে একেবারে শেষ হয় নি। এ দুর্বলতার এ প্রতিক্রিয়া হবে যে, كسره যেটি অনুগামী হিসেবে নিষিদ্ধ ছিল, সেটি এসে যাবে। আর সাদৃশ্যটা যেহেতু সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় নি, এ জন্য যেটি মূলত নিষেধ ছিল সেটি এখনও নিষিদ্ধ থাকবে। সারকথা, তানবীনে যেহেতু تمكن তথা ইসমের মুনসারিফ হওয়ার আলামত, তাই এটি গায়রে মুনসারিফের মধ্যে মৌলিকভাবেই নিষিদ্ধ এবং لام প্রবেশ করার পর এবং মুযাফ হওয়ার পরও তানবীন আসে না। তাই যেভাবে কালিমা এ দু'বস্থায় পূর্বে গায়রে মুনসারিফ ছিল, এ দুটির পরও গায়রে মুনসারিফ থাকবে। তৃতীয় মাযহাবটি হল এ দুটির মধ্যবর্তী। আর তা হচ্ছে, গায়রে মুনসারিফ যেটি দুই সববের উপর রয়েছে, যদি دخول لام এবং اضافت এর পর দুটি সবব বিদ্যমান থাকে, তা হলে এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া যাবে। আর যদি দুটি সবব না থাকে অথবা এ দুটির মধ্য থেকে একটি সবব না থাকে, তা হলে কালিমাটি মুনসারিফ হয়ে যাবে।

বাকি دخول لام এবং اضافت এর পর দুটি সবব বাকি রইল কি-না, এটা জানা যাবে কেমন করে? এর জন্য শারেহ রহ. وبيان ذلك দ্বারা একটি মাপকাঠি বর্ণনা করে দিয়েছেন। যার সারকথা হল, لام এবং اضافت এর কারণে علميت দূর হয়ে যায়। সুতরাং যেখানে علميت শর্ত এবং সবব দুটি হয়। যেমন : تانيث لفظى ও معنوى - تركيب ও عجمه অথবা যেখানে শুধু সবব হয়, শর্ত না হয়, যেমন : عدل ও وزن فعل এর মধ্যে এ ছয়টি স্থানের যে কোনোটিতে যদি لام প্রবিষ্ট হয়ে যায় অথবা তাকে মুযাফ করে দেওয়া হয়, তা হলে علميت দূর হয়ে যাওয়ার কারণে কালিমাটিতে দু'টি সবব বাকি থাকবে না, তাই এটি মুনসারিফ হয়ে যাবে। আর এ ছয়টি সবব ব্যতীত গায়রে মুনসারিফের অন্য কোনো সববের মধ্যে علاميت শর্তও নয় এবং সববও নয় এ জন্য এ ছয়টি ছাড়া যে কোনো সবব দ্বারা যদি কালিমা গায়রে মুনসারিফ হয় এবং তাতে لام দাখিল হয়ে যায় অথবা মুযাফ হয়, তা হলে কালিমাটি গায়রে মুনসারিফ থাকবে। কেননা তার কোনো সবব বিদূরিত হয় নি। শারেহ রহ. এ তৃতীয় মাযহাবটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন : هٰذَا الْقَوْلُ اَنْسَبُ الخ (এ মতটাই অধিক সঙ্গতিপূর্ণ)

اَلْـمَـرْفُـوْعَـاتُ

جَمْعُ الْمَرْفُوْعِ لَا الْمَرْفُوْعَةِ لِاَنَّ مَوْصُوْفَهُ الْاِسْمُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ لَا يَعْقِلُ وَيُجْمَعُ هٰذَا الْجَمْعُ مُطَّرِدًا صِفَةَ الْمُذَكَّرِ الَّذِىْ لَا يَعْقِلُ كَالصَّافِنَاتِ لِلذُّكُوْرِ مِنَ الْخَيْلِ وَجِمَالٍ سَجِلَاتٍ اَىْ ضَخْمَاتٍ وَكَالْاَيَّامِ الْخَالِيَاتِ هُوَ اَىِ الْمَرْفُوْعُ الدَّالُّ عَلَيْهِ الْمَرْفُوْعَاتُ ۔

সহজ তরজমা

اَلْمَرْفُوْعَات শব্দটি اَلْمَرْفُوْعُ এর বহুবচন, اَلْمَرْفُوْعَةُ এর নয়। কেননা مَرْفُوْع এর মাওসূফ হচ্ছে اسم। আর اسم শব্দটি غَيْر ذَوِى الْعُقُوْل পুংলিঙ্গ। আর غَيْر ذَوِى الْعُقُوْل পুংলিঙ্গের সিফতের বহুবচন সর্বদা الف ও تا এর সাথে আসে। যেমন : صَافِنَات (صَافِن নর ঘোড়া)-এর বহুবচন, جَمَال سَجَلَاتٍ তথা স্থূলকায় উটসমূহ এবং اَيَّام خَالِيَات (বিগত দিনসমূহ)। তা তথা مرفوع যার উপর مرفوعات দালালত করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এর পূর্বে মুনসারিফ হওয়া এবং গায়রে মুনসারিফ হওয়ার প্রেক্ষিতে মু'রাবের প্রকারভেদের বর্ণনা ছিল। এখন এ'রাবের প্রকারাদির প্রেক্ষিতে প্রকারভেদ বর্ণনা করা হচ্ছে। مرفوعات কে পেশযুক্ত, যবরযুক্ত এবং জযরমযুক্ত তিনভাবেই পড়া যায়। পেশের অবস্থায় এটি মুবতাদা হবে এবং খবর হবে উহ্য هذه। বাক্যের স্বরূপ হবে اَلْمَرْفُوْعَاتُ هٰذِهٖ যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে এটি উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

যবরযুক্ত হওয়াবস্থায় এটাকে خُذْ অথবা اَشْرَعْ ফে'লের মাফউল সাব্যস্ত করা হবে। তখন বাক্যের স্বরূপ হবে : اَشْرَعُ الْمَرْفُوْعَاتِ বা خُذِ الْمَرْفُوْعَاتِ। আর জযমের অবস্থায় এটাকে فصل এরস্তরে ধরে নেওয়া হবে। আর فصل শব্দে কোনো এ'রাব জারি হয় না। مَرْفُوْعَات হচ্ছে عمده বা বাক্যের শেষাংশে আর مَنْصُوْبَات ও مَجْرُوْرَات হচ্ছে فضله বা অতিরিক্তাংশ। এ জন্য مَرْفُوْعَات এর আলোচনা পূর্বে এনেছেন। আর তার প্রকারাদি যেহেতু অধিক এ জন্য বহুবচন এনেছেন।

اَلْمَرْفُوْعَات শব্দটি مرفوع এর বহুবচন। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, مرفوع তো পুংলিঙ্গ, এর বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ আসতে পারে কেমন করে? এর জবাব হল, مرفوع শব্দটি اسم এর সিফত। আর اسم শব্দটি غير ذوى العقول এর মধ্য থেকে। আর বলা বাহুল্য, غير ذوى العقول এর সিফতের বহুবচন الف ও تا এর সাথে আসে। যেমন : خَيْلٌ صَافِنَاتٌ - جِمَالٌ سَجَلَاتٌ।

এ উদাহরণগুলোতে غَيْرذَوِى الْعُقُوْل আর خَيْل (ঘোড়া) এর সিফত صَافِن পুংলিঙ্গ, তার বহুবচন এসেছে صَافِنَات তেমনিভাবে جَمَال এর একবচন হল جَمَل (উট) তার সিফত হল سَجَل তথা স্থূলকায় এবং তার বহুবচন এসেছে سَجَلَات। اَىْ ضَخْمَات এটি سَجَلٰتٌ এর ব্যাখ্যা, এর অর্থ হল মোটা, বড়।

قَوْلُهٗ : كَالْاَيَّامِ الْخَالِيَاتِ : خَالِيَات বহুবচন خَالِى এর, এটি পুংলিঙ্গ। আর এটি يَوْم (দিন) এর সিফত। যেহেতু يَوْم শব্দটি غَيْر ذَوِى الْعُقُوْل এর মধ্য থেকে, তাই এর সিফতের বহুবচন خَالِيَات এসে গেছে।

لِاَنَّ التَّعْرِيْفَ اِنَّمَا يَكُوْنُ لِلْمَاهِيَةِ لَا لِلْاَفْرَادِ مَا **اشْتَمَلَ** اَىْ اِسْمٌ اشْتَمَلَ **عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ** اَىْ عَلَامَةِ كَوْنِ الْاِسْمِ فَاعِلًا وَهِىَ الضَّمَّةُ وَالْوَاوُ وَالْاَلِفُ وَالْمُرَادُ بِاشْتِمَالِ الْاِسْمِ عَلَيْهَا اَنْ يَكُوْنَ مَوْصُوْفًا بِهَا لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا اَوْ مَحَلًّا وَلَا شَكَّ اَنَّ الْاِسْمَ مَوْصُوْفٌ بِالرَّفْعِ الْمَحَلِّيِّ اِذْ مَعْنَى الرَّفْعِ الْمَحَلِّيِّ اَنَّهٗ فِىْ مَحَلٍّ لَوْ كَانَ ثَمَّه مُعْرَبٌ لَكَانَ مَرْفُوْعًا لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا فَكَيْفَ يَخْتَصُّ الرَّفْعُ بِمَا عَدَا الرَّفْعِ الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ يَبْحَثُ مَثَلًا عَنْ اَحْوَالِ الْفَاعِلِ اِذَا كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا كَمَا سَيَجِئُ

সহজ তরজমা

কেননা تعريف বা সংজ্ঞা হয় ماهيت এর; افراد এর নয়। **(مرفوع) হল ওই বস্তু** তথা এমন ইসম, **যেটি ফায়েল হওয়ার আলামতকে শামিল রাখে।** অর্থাৎ ইসমের ফায়েল হওয়ার আলামতকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর ফায়েল হওয়ার আলামত হল পেশ, واو ও الف। আর ইসমের ফায়েল হওয়ার আলামতকে অন্তর্ভুক্ত রাখার মর্ম হল ইসমের এ আলামতের সাথে মাওসূফ তথা বিশেষিত হওয়া, শব্দগতভাবে হোক, উহ্যগতভাবে হোক অথবা স্থানগতভাবে হোক আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসম رفع محلى-র সাথে বিশেষিত হয়। কেনেনা رفع محلى-র মর্ম হচ্ছে, ইসমটির এমন মহল বা স্থানে হওয়া যে, যদি সেখানে ইসমে মু'রাব হত তা হলে সেটি لَفْظًا বা تَقْدِيْرًا মারফূ' হত। সুতরাং رفع - رفع محلى-র ভিন্নের সাথে কেমন করে খাস হতে পারে? অথচ মুসান্নিফ রহ. ফায়েলের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন যখন ফায়েলটি যমীরে মুত্তাসিল হয়। যেরূপ তার আলোচনা সামনে আসবে।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ : هُوَ اَىِ الْمَرْفُوْعُ الدَّالُّ عَلَيْهِ الْمَرْفُوْعَاتُ : একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, هُوَ-র পূর্বে المرفوعات বর্ণিত রয়েছে, সেটি هُوَ যমীরের مرجع হতে পারে না। কারণ, هُوَ যমীরটি পুংলিঙ্গ এবং একবচন, আর المرفوعات বহুবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং যমীর ও مرجع এর মধ্যে সামঞ্জস্য হবে না। তার مرجع - مرفوع হতে পারে, তবে সেটি উল্লেখিত নেই। সারকথা, যেটি উল্লেখিত সেটি مرجع হতে পারে না এবং যেটি مرجع হতে পারে সেটি উল্লেখিত নেই। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, هُوَ যমীরটি مرفوع এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে اَلْمَرْفُوْعَات এর مَدْلُوْل বা মর্ম। যেহেতু دال উল্লেখিত রয়েছে, এ জন্য حُكْمًا - مَدْلُوْل কেও উল্লেখিত মনে করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لِاَنَّ التَّعْرِيْفَ اِنَّمَا يَكُوْنُ لِلْمَاهِيَةِ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফ রহ. যদি هُوَ-র পরিবর্তে هِىَ আনতেন, তা হলে এর مرجع হত مرفوعات এবং সেটি বর্ণিত রয়েছে। এতে এই তা'বীলের প্রয়োজন পড়ত না যে, هُوَ যমীরের মারজা' হচ্ছে ওই مرفوع যার উপর اَلْمَرْفُوْعَات দালালত করে। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, যদি مرفوعات কে مرجع বানানো যেত, তা হলে সেটা যেহেতু বহুবচন, আর

বহুবচন أَفْرَاد বুঝিয়ে থাকে, সুতরাং এ সংজ্ঞাটি أَفْرَاد এর হত, অথচ تعريف বা সংজ্ঞা হয় ماهيت এর, أَفْرَاد এর নয়।

قَوْلُهُ : مَا اشْتَمَلَ اَىْ اِسْمٌ اشْتَمَلَ : শারেহ রহ. اسم শব্দটি এনে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, ما শব্দটির মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে; ইসম, ফে'ল ও হরফ সবটিকেই শামিল রাখে। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি اسم এর শেষে হরফ হয়ে থাকে, তাকেও অন্তর্ভুক্ত রাখবে। যেমন : جَائَنِىْ زَيْدٌ এর মধ্যে زَيْد এর دال এর مرفوع এর উপর যেটি হরফ তার উপর مرفوع এর সংজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কেননা এটিও علامت رفع-র উপর তথা পেশের উপর উপর অন্তর্ভুক্ত। অথচ এটি হরফ, আর হরফ مرفوع হয় না, مرفوع তো শুধু ইসমই হয়ে থাকে। শারেহ রহ. اسم শব্দটি এনে এর জবাব দিয়েছেন, ما দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসম। আর زَيْد এর دال ইসম নয়। সুতরাং একে مرفوع বলা যাবে না। বাকি ما যখন ব্যাপকতার জন্য আসে, তখন এর দ্বারা শুধু ইসম উদ্দেশ্য নেওয়ার জন্য কোনো করীনা থাকা উচিত। এর জবাব হল, এটা ইসমের আলোচনা, তাই এটাই করীনা যে, ما দ্বারা اسم উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে।

قَوْلُهُ : عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ اَىْ عَلَامَةِ كَوْنِ الْاِسْمِ فَاعِلًا : এর কয়েকটি অর্থ হয়। ১. নির্দিষ্ট ব্যক্তি। যেমন : زَيْد ২. পাহাড়কেও আরবিতে علم বলা হয়। ৩. আলামত। শারেহ রহ. اَىْ عَلَامَةِ এনে বলছেন, এখানে علم দ্বারা আলামত উদ্দেশ্য। كَوْنُ الْاِسْمِ فَاعِلًا এনে বলছেন, فاعليت এর মধ্যে يا-টি মাসদারী, নিসবতী নয়। باء مصدريه এর নিদর্শন হল, এটাকে كون দ্বারা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। আর যার সাথে এ يا টি সংযুক্ত হয়, সেটি كون এর খবর অবস্থিত হয়। যেমন : এ ইবারতটির মধ্যে يا فاعل এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং ব্যক্ত করার সময় كون - فاعل এর খবর অবস্থিত হয়েছে এবং মানসূব হয়েছে। باء نستى-র মধ্যে يا কে منسوب শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয় এবং যার সাথে يا সংযুক্ত হয়, তার দিকে الى-র মাধ্যমে منسوب কে মুযাফ করা হয়। যেমন : بصرى এর মধ্যে يا কে منسوب দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং بصره-র দিকে الى-র মাধ্যমে মুযাফ করে مَنْسُوْبٌ اِلَى الْبَصْرَه বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِاشْتِمَالِ الْاِسْمِ الخ : اشتمال বা অন্তর্ভুক্তিকরণের কয়েকটি সুরত হয়ে থাকে। ১. اِشْتِمَالُ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ২. اِشْتِمَالُ ظَرْفٍ عَلَى الظُّرُوْفِ ৩. اِشْتِمَالُ مَوْصُوْفٍ عَلَى الصِّفَةِ ৪. اِشْتِمَالُ ذِى الْحَالِ عَلَى الْحَالِ শারেহ রহ. এ ইবারত দ্বারা বলে দিয়েছেন যে, এখানে اِشْتِمَالُ مَوْصُوْفٍ عَلَى الصِّفَتِه উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যেভাবে মাওসূফ সিফতকে অন্তর্ভুক্ত রাখে, তেমনিভাবে ইসম ফায়িল হওয়ার আলামত তথা ضمه - واو - الف কে অন্তর্ভুক্ত রাখে। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, اشتمال এর এ প্রকারটি যদি উদ্দেশ্য করা হয়, তা হলে اسم মাওসূফ হবে এবং حركات ও حروف اعرابيه তথা ضمه - واو ও الف সিফত হবে। আর সিফত মাওসূফের উপর হামল হয়ে থাকে, তাই এমতাবস্থায় حركات ও حروف اعرابيه এর হামল হবে ইসমের ওপর। অথচ ইসম স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং حركات ও حروف اعرابيه অস্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং غير مستقل এর হামল مستقل এর উপর হওয়া লাযিম আসবে যেটি জায়েয নয়। এর জবাব হল, حركات ও حروف اعرابيه - علامت اوصاف নয়; বরং اوصاف এর মত। অর্থাৎ যেভাবে সিফত মাওসূফের পর হয়ে থাকে তেমনিভাবে حركات এবং حروف اعرابيه ইসমের শেষে হয়ে থাকে। সুতরাং যখন حركات এবং حروف اعرابيه অর্থাৎ فاعليت ওয়াসফ নয় বরং ওয়াসফের মতো, তাই ইসম মূলত মাওসূফ হবে না বরং মাওসূফের মতো হবে। আর সিফতের হামল হয় মাওসূফের উপর, مثل صفت এর হামল مثل موصوف এর উপর হয় না। সুতরাং

উল্লেখিত প্রশ্নটি আরোপিত হবে না। لَفْظًا যেমন : جَاءَنِىْ زَيْدٌ - تَقْدِيْرًا যেমন, جَاءَنِىْ فَتًى - مَحَلًّا যেমন, قَامَ هٰؤُلَاءِ।

قَوْلُهُ : وَلَاشَكَّ اَنَّ الْاِسْمَ مَوْصُوْفٌ بِالرَّفْعِ الْمَحَلِّىِّ : শারেহ হিন্দী رَفْع مَحَلِّى-র কথা অস্বীকার করেছেন। শারেহ জামী রহ. তা খণ্ডন করছেন যে, এই অস্বীকার করাটা ঠিক নয়। কেননা ইসম رفع محلى র সাথে موصوف তথা বিশেষিত হয়। رفع محلى মর্ম হল, যদি এ জায়গায় ইসমে মু'রাব হত, তা হলে সেটি مرفوع হত, চাই لَفْظًا - رَفْع হোক অথবা تَقْدِيْرًا যেরূপ ইতঃপূর্বে এর উদাহরণসমূহ গত হয়ে গেছে। رفع محلى-র উদাহরণ হচ্ছে قَامَ هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ هٰؤُلَاءِ মাবনীটির স্থানে যদি কোনো ইসমে মু'রাব হত, তবে তার উপর এ'রাব আসত। উদাহরণত যদি هٰؤُلَاءِ হত, তা হলে তার উপর زيد আসত এবং اعراب لفظى হলে তার উপর তাকদীরী এ'রাব আসত।

قَوْلُهُ : فَكَيْفَ يُخَصُّ : এর মর্ম হচ্ছে, যেহেতু رفع محلى অবস্থিত হয়ে থাকে, যেরূপ তা উল্লেখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝা গেল, তা হলে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, رفع এর শুধু দু'টি সুরত রয়েছে : ১. لفظى ও ২. تقديرى এবং رفع محلى বলতে কোনো কিছু নেই।

قَوْلُهُ : وَهُوَ يَبْحَثُ عَنْ اَحْوَالِ الْفَاعِلِ : মর্ম হচ্ছে, সামনে এগিয়ে মুসান্নিফ যখন ফায়েলের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করবেন, তখন সেখানে যে অবস্থায় ফায়ের যমীরে মুত্তাসিল হয় তার ও অবস্থা বর্ণনা করবেন। আর যমীরে মুত্তাসিল মাবনী এবং সেটি ফায়েল অবস্থিত হয়ে থাকে। আর ফায়েলের উপর رفع (পেশ) হয়। সুতরাং এ যমীরটিও مرفوع হবে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, ضمير متصل এর উপর رفع محلى-ই হবে।

نَمِنْهُ اَىْ مِنَ الْمَرْفُوْعِ اَوْمِمَّا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ **اَلْفَاعِلُ** وَاِنَّمَا قَدَّمَهُ لِاَنَّهُ اَصْلُ الْمَرْفُوْعَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ لِاَنَّهُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِىْ هِىَ اَصْلُ الْجُمَلِ وَلِاَنَّ عَامِلَهُ اَقْوٰى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَاءِ وَقِيْلَ اَصْلُ الْمَرْفُوْعَاتِ اَلْمُبْتَدَاءُ لِاَنَّهُ بَاقٍ عَلٰى مَا هُوَ الْاَصْلُ فِى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَهُوَ التَّقَدُّمُ بِخِلَافِ الْفَاعِلِ وَلِاَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حُكْمٍ جَامِدٍ اَوْ مُشْتَقٍّ فَكَانَ اَقْوٰى بِخِلَافِ الْفَاعِلِ فَاِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ اِلَّا بِالْمُشْتَقِّ **وَهُوَ** اَىِ الْفَاعِلُ **مَا** اَىْ اِسْمٌ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ فِيْهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ اَعْجَبَنِىْ اَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا **اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ** بِالْاِصَالَةِ لَا بِالتَّبْعِيَّةِ لِيَخْرُجَ عَنِ الْحَدِّ تَوَابِعُ الْفَاعِلِ وَكَذَا الْمُرَادُ فِىْ جَمِيْعِ حُدُوْدِ الْمَرْفُوْعَاتِ وَ الْمَنْصُوْبَاتِ وَالْمَجْرُوْرَاتِ غَيْرَ التَّابِعِ بِقَرِيْنَةِ ذِكْرِ التَّوَابِعِ بَعْدَهَا **اَوْ شِبْهُهُ** اَىْ مَا يُشْبِهُهُ فِى الْعَمَلِ وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ لِيَتَنَاوَلَ فَاعِلَ اِسْمِ الْفَاعِلِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَالْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْفِعْلِ وَاَفْعَلِ التَّفْضِيْلِ وَالظَّرْفِ **وَقُدِّمَ** اَىِ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهُ **عَلَيْهِ** اَىْ عَلٰى ذٰلِكَ الْاِسْمِ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ نَحْوِ فِىْ زَيْدٌ ضَرَبَ لِاَنَّهُ مِمَّا اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ لِاَنَّ الْاِسْنَادَ اِلٰى ضَمِيْرِ شَيْءٍ اِسْنَادٌ اِلَيْهِ فِى الْحَقِيْقَةِ لٰكِنَّهُ مُؤَخَّرٌ عَنْهُ وَالْمُرَادُ تَقْدِيْمُهُ عَلَيْهِ وُجُوْبًا لِيَخْرُجَ عَنْهُ الْمُبْتَدَاءُ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِ خَبَرُهُ نَحْوُ كَرِيْمٌ مَنْ يُكْرِمُكَ فَاِنْ قُلْتَ قَدْ يَجِبُ تَقْدِيْمُهُ اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَاءُ نَكِرَةً وَالْخَبَرُ ظَرْفًا نَحْوُ فِى الدَّارِ رَجُلٌ قُلْتُ اَلْمُرَادُ وُجُوْبُ تَقْدِيْمِ نَوْعِهِ وَلَيْسَ نَوْعُ الْخَبَرِ مِمَّا يَجِبُ تَقْدِيْمُهُ بِخِلَافِ نَوْعِ مَا اُسْنِدَ اِلَى الْفَاعِلِ **عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ** اَىْ اِسْنَادًا وَاقِعًا عَلٰى طَرِيْقَةِ قِيَامِ الْفِعْلِ اَوْ شِبْهِهٖ بِهٖ اَىْ بِالْفَاعِلِ فَطَرِيْقُ قِيَامِهٖ بِهٖ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى صِيْغَةِ الْمَعْلُوْمِ اَوْ عَلٰى مَا فِىْ حُكْمِهَا كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَاحْتَرَزَ بِهٰذَا الْقَيْدِ عَنْ مَفْعُوْلِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ كَزَيْدٍ فِىْ ضُرِبَ زَيْدٌ عَلٰى صِيْغَةِ الْمَجْهُوْلِ وَالْاِحْتِيَاجُ اِلٰى هٰذَا الْقَيْدِ اِنَّمَا هُوَ عَلٰى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ دَاخِلًا فِى الْفَاعِلِ كَالْمُصَنِّفِ وَاَمَّا عَلٰى مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا فِيْهِ كَصَاحِبِ الْمُفَصَّلِ فَلَا حَاجَةَ

إِلَى هٰذَا الْقَيْدِ بَلْ يَجِبُ اَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهِ مِثْلُ زَيْدٌ فِى قَامَ زَيْدٌ فَهٰذَا مِثَالٌ لِمَا اُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ وَمِثْلُ اَبُوْهُ فِى زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ فَهٰذَا مِثَالٌ لِمَا اسْنِدَ إِلَيْهِ شِبْهُ الْفِعْلِ۔

সহজ তরজমা

সুতরাং এর মধ্য থেকে হল অর্থাৎ মারফূ'র মধ্য থেকে অথবা ফায়েল হওয়ার আলামতকে যে অন্তর্ভুক্ত রাখে তার মধ্য থেকে হল **ফায়েল।** মুসান্নিফ রহ. ফায়েলকে (অন্যান্য মারফূ'র) পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কারণ, জুমহূরের মতানুসারে ফায়েল সমস্ত مرفوعات এর আসল। কেননা ফায়েল جملہ فعلیہ অংশ যেটি সমস্ত জুমলার আসল। তেমনিভাবে ফায়েলের আমেল মুবতাদার আমেল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কথিত আছে, সমস্ত مرفوعات এর আসল হল মুবতাদা। কেননা এটি ওই জিনিসের উপর (সাধারণত) বহাল থাকে, যা মুসনাদ ইলাইহির মধ্যে আসল হয়ে থাকে, আর তা হচ্ছে মুকাদ্দাম হওয়া। ফায়েলের বিপরীত। আর এ কারণে যে, মুবতাদার উপর প্রত্যেক রকম হুকুমের সাথে হুকুম লাগানো যায়, চাই জামিদের সাথে হোক অথবা মুশতাকের সাথে হোক। সুতরাং মুবতাদা অধিক শক্তি হল ফায়েলের অপেক্ষা। কারণ, ফায়েলের উপর মুশতাকের সাথেই শুধু হুকুম লাগানো যায়। **আর তা** তথা ফায়েল **সেটাকে** তথা সেই ইসমকে বলা হয়, حقيقة হোক বা حكما যাতে ইসমের মধ্যে নাহবীদের উক্তি : اَعْجَبَنِى اَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। **যার দিকে ফে'লের** (অথবা শিবহে ফেলের) **সম্পর্ক করা হয়** আসল হিসেবে, তাবে' তথা অনুগামী হিসেবে নয়। যাতে ফায়েলের সংজ্ঞা থেকে ফায়েলের থেকে توابع বের হয়ে যায়। তেমনিভাবে উদ্দেশ্য হল منصوبات - مرفوعات ও مجرورات এর সমস্ত সংজ্ঞার মধ্যে, تابع. উদ্দেশ্য নয়। এ প্রকার তিনোটির পর توابع কে উল্লেখ করার করীনার কারণে। **অথবা** (যে ইসমের দিকে) **শিবহে ফে'লের সম্পর্ক করা হয়।** অর্থাৎ আমলের মধ্যে যে ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর মুসান্নিফ শিবহে ফে'লের কথা এ জন্য বলেছেন, যাতে ফায়েলের সংজ্ঞা ইসমে ফায়েল, সিফতে মুশাব্বাহ, মাসদার, ইসমে ফে'ল, ইসমে তাফযীল এবং যরফের ফায়েলকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। এ অবস্থায় যে, **তাকে** তথা ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে **তার উপর** তথা সেই ইসমের উপর **মুকাদ্দাম করা হবে।** আর মুসান্নিফ রহ. وَقُدِّمَ عَلَيْهِ এর এ কয়েদটি দ্বারা زَيْدٌ ضَرَبَ র মধ্যস্থিত زَيْدٌ এর মতো ইসমকে পরিহার করেছেন। কেননা এটি এর মধ্যে থেকে যার দিকে ফে'লের সম্পর্ক করা হয়েছে। কারণ, কোনো বস্তু যমীরের দিকে ইসনাদ করা প্রকৃতপক্ষে ওই বস্তুর দিকে ইসনাদ করারই নামান্তর তবে এ ফে'লটি এই ইসম থেকে পরে উক্ত হয়েছে। আর ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের ইসমটির উপর মুকাদ্দাম হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল আবশ্যিকভাবে মুকাদ্দাম হওয়া। যাতে এ সংজ্ঞা থেকে ওই মুবতাদা বের হয়ে যায় যার খবর তার উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। যেমন: كَرِيْمٌ مَنْ يُكْرِمُكَ। সুতরাং আপনি যদি বলেন কখনো খবরের মুকাদ্দাম হওয়াটা ওয়াজিব হয়, যখন মুবতাদা নাকেরা হয় এবং খবর যরফ হয়। যেমন : فِى الدَّارِ رَجُلٌ আমি জবাবে বলব : ওয়াজিব মুকাদ্দাম দ্বারা ফে'ল বা শিবহে ফে'লের শ্রেণী মুকাদ্দাম হওয়া উদ্দেশ্য (তার ফরদ নয়)।

আর খবরের শ্রেণীটা এরকম নয় যে, যাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। مَا اُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ এর শ্রেণী এর বিপরীত। **তার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিক দিয়ে,** অর্থাৎ এমন ইসনাদ যেটি ফে'ল বা শিবহে ফে'লের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিতে অবস্থিত হয় **তার সাথে** তথা ফায়েলের সাথে। সুতরাং ফে'ল বা শিবহে ফেলের ফায়েলের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি হল, ফে'ল বা শিবহে ফে'ল মা'রূফের সীগাহর উপর অথবা তার হুকুমের মধ্যে হওয়া। যেমন : ইসমে ফায়েল ও সিফতে মুশাব্বাহ। মুসান্নিফ রহ. عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهِ بِهِ এর কয়েদটি দ্বারা مَفْعُوْل مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ কে পরিহার করেছেন। যেমন : ضُرِبَ زَيْدٌ মাজহূলের সীগাহর ওজনে। আর এ কয়েদটির

প্রয়োজন তার মাযহাবের ভিত্তিতে যিনি مفعول مالم يسم فاعله কে ফায়েলের অন্তর্ভুক্ত করেন না, যেমন মুসান্নিফ রহ.। তবে যিনি مفعول مالم يسم فاعله কে ফায়েলের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন, যেমন সাহেবে মুফাস্সাল তাঁর মাযহাবানুযায়ী এ কয়েদটির কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আবশ্যক হল ফায়েলের সংজ্ঞাকে এর দ্বারা কয়েদযুক্ত না করা। যেমন : زَيْدٌ ইসমটি قَامَ زَيْدٌ এর মধ্যে। সুতরাং এটা তার উদাহরণ, যার দিকে ফে'লের ইসনাদ করা হয়েছে এবং যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ এর মধ্যে। সুতরাং এটি তার উদাহরণ, যার দিকে শিবহে ফে'লের ইসনাদ করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَمِنْهُ اَىْ مِنَ الْمَرْفُوْعِ اَوْ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ : مِنْهُ এর যমীরের মারজা'র মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এটির মারজা' হল مرفوع যা اَلْمَرْفُوْعَات এর ভিতর থেকে বুঝা যায়। যেভাবে هُوَ مَا اشْتَمَلَ এর মধ্যে هُوَ যমীরটির মারজা' مرفوع এমতাবস্থায় উভয় যমীরের মারজা'র মধ্যে একত্বতা হবে। ২. مَااشْتَمَلَ র মধ্যে যে ما শব্দটি রয়েছে, যার দ্বারা ইসম উদ্দেশ্য তার দিকে যমীরটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এমতাবস্থায় যমীরের মারজা'টি নিকটবর্তী হবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখিত হবে।

قَوْلُهُ : وَاَنَّمَا قَدَّمَهُ الخ : এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, مَرْفُوْعَات এর মধ্যে এর মধ্যে আসল কোন্‌টি; ফায়েল না কি মুবতাদা। জুমহূর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহবীদের মাযহাব হল ফায়েল আসল। তাদের দলীল হচ্ছে, ফায়েল جمله فعليه এর অংশ হয়ে থাকে যেটি সমস্ত জুমলার মধ্যে আসল। কেননা জুমলা বা বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শ্রোতাকে ফায়দা পৌঁছানো। আর فعليه র মধ্যে কালও জানা হয়ে থাকে, তাই এর দ্বারা শ্রোতার অধিক উপকার অর্জিত হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ফায়েলের আমেল ফে'ল হয় এবং লফযী হয়, পক্ষান্তরে মুবতাদার আমেল মা'নাবী হয়। আর লফযী মা'নাবী অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন : مرفوعات এর মধ্যে আসল হল মুবতাদা। তাঁদের দলীল হচ্ছে, মুবতাদা তার আসল অবস্থায় রয়েছে। কেননা মুসনাদ ইলাইহির মধ্যে মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ফায়েল যদিও মুসনাদ ইলাইহি বটে, তবে পরে উক্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ হল, মুবতাদার উপর সব ধরণের হুকুম লাগানো যায়, চাই মুশতাক হোক অথবা জামিদ। যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ এর মধ্যে قائم মুশতাক। আর যেমন : هٰذَا حَجَرٌ এর মধ্যে حَجَر জামিদ। পক্ষান্তরে ফায়েলের মধ্যে শুধু মুশতাকের হুকুম লাগানো যায়। মোটকথা, উভয় দলের নিকট আপন আপন মাযহাবের উপর দলীল প্রমাণ রয়েছে। মুসান্নিফ রহ. যেহেতু জুমহূরের মাযহাবটি গ্রহণ করেছেন এজন্য مَرْفُوْعَات এর বর্ণনায় ফায়েলকে মুকাদ্দাম করেছেন। আর জুমহূরের পক্ষ থেকে মুসান্নিফ রহ. বিরোধীগণের তথা আল্লামা যমখশরী প্রমুখদের জবাব দিবেন, মুসনাদ ইলাইহির মধ্যে মুকাদ্দাম হওয়া আসল এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা; কিন্তু এতে শর্ত হল, কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। আর ফায়েলের মধ্যে মুকাদ্দাম হওয়ার ক্ষেত্রে এ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যে, যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা হয় তা হলে মুবতাদার সাথে সংমিশ্রণ লাযিম এসে যায়। এমতাবস্থায় জানা যাবে না যে, এটাকে ফায়েল বলা হবে, না কি মুবতাদা? দ্বিতীয় দলীল আল্লামা যমখশরী প্রমুখদের এই ছিল যে, মুবতাদার উপর সব রকম হুকুম লাগানো যায়। অর্থাৎ মুশতাক ও জামিদ উভয়টিই মাহকূম বিহি হয়, পক্ষান্তরে ফায়েলের মাহকূম বিহি শুধু মুশতক হয়ে থাকে। জুমহূরের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হচ্ছে, আপনাদের কথা দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে যে, মুবতাদার মাহকূম বিহি ব্যাপক, আর ব্যাপকতা শক্তিশালী হওয়ার দলীল নয়। অর্থাৎ ব্যাপকের জন্য এটা জরুরি নয় যে, সেটা শক্তিশালীও হবে। অথচ ফায়েলের মাহকূম বিহি মুশতাক এবং সেটা শক্তিশালী যদিও ব্যাপক নয়। সুতরাং ফায়েলকে মুবতাদার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا اَیْ اِسْمٌ حَقِيْقَةً اَوْحُكْمًا : ফায়েলের সংজ্ঞা বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফের বর্ণনা মোতাবেক ফায়েলের সংজ্ঞা হল এই যে, ফায়েল এমন ইসমকে বলা হয় যার দিকে এরকম ফে'ল বা শিবহে ফে'লের ইসনাদ করা হবে, যা এ ইসমটির উপর মুকাদ্দাম হয় এবং ইসমটির সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাই তার থেকে প্রকাশিত হোক, যেমন : قَتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا অথবা প্রকাশিত না হোক, যেমন : مَاتَ زَيْدٌ। এবার শারেহ রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী এর শরাহ করা যাচ্ছে।

قَوْلُهُ : اَیْ اِسْمٌ حَقِيْقَةً اَوْحُكْمًا : এ ব্যাপকতা সৃষ্টি দ্বারা একটি প্রশ্নের জববা দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হল, اَعْجَبَنِیْ اَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا এর মধ্যে اَنْ ضَرَبْتَ ফায়েল হয়েছে অথচ এটি ইসম নয় বরং এটি جُمْلَةٌ আর ইসম মুফরাদ হয়ে থাকে। এর জবাব এ ইবাতরটি দ্বারা দিচ্ছেন যে, এটি মাসদারের তা'বীলের মধ্যে হয়ে ইসমে মুফরাদ হয়েছে। এর স্বরূপ হচ্ছে– اَعْجَبَنِیْ ضَرْبُكَ زَيْدًا - আর ضَرْب হচ্ছে ইসমে মুফরাদ।

قَوْلُهُ : بِالْاِصَالَةِ لَا بِالتَّبْعِيَّةِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, ফায়েলের সংজ্ঞা তার تَوَابِع যেমন : معطوف ইত্যাদির উপরও বাস্তবায়িত হয়ে যায়। যেমন : جَاءَنِیْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو এতে عَمْرو হচ্ছে معطوف এবং ফায়েলের সংজ্ঞা তার উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা তার পূর্বে جَاءَنِیْ ফেল রয়েছে, যেটি عَمْرو এর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, ইসনাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল بِالْاِصَالَةِ বা মূলগতভাবে ইসনাদ بِالتَّبْعِ বা অনুগামী হিসেবে ইসনাদ উদ্দেশ্য নয়। আর মা'তূফের দিকে যে ইসনাদটি হয় যেটা মা'তূফ আলাইহির তাবে' এবং অনুগামী হয়ে হয়। সুতরাং عَمْرو এর দিকে جَاءَ ফে'লের যে ইসনাদটি হয়েছে সেটা زَيْد এর দিকে কৃত ইসনাদের তাবে' হয়েছে। বাকি ইসনাদ দ্বারা যে اِسْنَاد بِالْاِصَالَةِ উদ্দেশ্য, এটা বুঝা গেল কেমন করে? এর জবাব হল, توابع র স্বতন্ত্র আলোচনা সামনে আসছে এটাই হচ্ছে করীনা যে, مرفوعات ، منصوبات এবং مجرورات এর সংজ্ঞায় توابع উদ্দেশ্য হবে না। সুতরাং যে কোনো مرفوع ، منصوب বা مجرور এর সংজ্ঞা প্রদাণ করা হলে তাতে তার توابع অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ : اَوْشِبْهِهِ : এ او (অথবা) টি تنويع প্রকার বুঝাতে এসেছে, تشكيك বা সন্দেহ সৃষ্টির জন্য নয়। এর দ্বারা فاعل এর দু'টি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১. তার দিকে فعل এর ইসনাদ হবে। ২. شبه فعل এর ইসনাদ তার দিকে হবে। شبه فعل দ্বারা এমন ইসম উদ্দেশ্য যেটি আমলের মধ্যে ফে'লের মত বা সদৃশ হয়। যেভাবে فعل আমল করে, তেমনিভাবে সেই ইসমটিও আমল করে। এ ব্যাপকতা সৃষ্টির ফায়দা হচ্ছে, فاعل এর সংজ্ঞা ইসমে ফায়েল, সিফতে মুশাব্বাহ, মাসদার, ইসমে ফে'ল, ইসমে তাফযীল এবং যরফের ফায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ - زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ - اَعْجَبَنِیْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا - رُوَيْدَ زَيْدًا - زَيْدٌ اَضْرَبُ مِنْ عَمْرٍو - فِی الدَّارِ زَيْدٌ - এ উদাহরণগুলোর মধ্যে قَائِم ইসমে ফায়েল এবং اَبُوْهُ তার ফায়েল হয়েছে। حَسَن সিফতে মুশাব্বাহ এবং وَجْهُهُ তার ফায়েল হয়েছে। اَعْجَبَنِیْ ضَرْبُ زَيْدٍ এর মধ্যে ضَرْب মাসদার এবং زَيْدٍ তার ফায়েল হয়েছে, যার দিকে ضَرْب মাসদারের ইযাফত হচ্ছে رُوَيْدَ زَيْد এর মধ্যে رُوَيْدَ ইসমে ফে'ল হয়েছে এবং اَمْهِلْ এর অর্থ দান করেছে। এতে লুকায়িত اَنْتَ যমীরটি তার ফায়েল হয়েছে। زَيْدًا اَضْرَبُ مِنْ عَمْرٍو এর মধ্যে ইসমে তাফযীল এবং তাতে উহ্য هُوَ যমীরটি তার ফায়েল হয়েছে। فِی الدَّارِ زَيْدٌ এর মধ্যে فِی الدَّارِ এর আমেল اِسْتَقَرَّ এর زَيْد এর ফায়েল অবস্থিত হয়েছে। ظرف নিজে আমেল হয় না। যেহেতু সেটি আমিলের স্থানে হয়ে থাকে, এ জন্য আমলের সম্বন্ধ তার দিকে রূপকভাবে করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ : وَقُدِّمَ : অর্থাৎ فعل ও شبه فعل যাকে ইসমের দিকে ইসনাদ করা হয়, তাকে ইসমটির উপরে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। এর দ্বারা زَيْدٌ ضَرَبَ এর মতো উদাহরণ থেকে বেঁচে গেলেন। এতে زَيْد এর দিকে ضَرَبَ র ইসনাদ হচ্ছে। কেননা ضَرَبَ ফায়েল হল هُوَ যমীর যা زَيْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আ কোনো বস্তুর যমীরের দিকে ইসনাদ করা স্বয়ং ওই বস্তুটির দিকে ইসনাদ করারই নামান্তর। তাই زَيْد এর দিকে এতে ইসনাদ তো হয়েছে বটে, তবে যে ফে'লটির ইসনাদ হচ্ছে সেটি মুকাদ্দাম নয়; বরং পরে এসেছে, যেরূপ উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট।

قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ تَقْدِيْمُهُ عَلَيْهِ وُجُوْبًا الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, فاعل এর সংজ্ঞা এমন মুবতাদার উপর বাস্তবায়িত হয়ে যায় যার খবর শিবহে ফে'ল হয় এবং তার উপর মুকাদ্দাম হয়। যেমন : كَرِيْمٌ مَنْ يُكْرِمُكَ। এতে مَنْ শব্দটি ইসমে মাওসূল এবং يُكْرِمُكَ جملہ فعلیہ টি তার সিলাহ, মাওসূল-সিলাহ মিলিত হয়ে মুবতাদায়ে মুআখ্খার এবং كَرِيْم তার খবরে মুকাদ্দাম। কিন্তু এ মুবতাদার উপর ফায়েলের সংজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়। কেননা مَنْ এর পূর্বে শিবহে ফে'ল (كَرِيْم) রয়েছে এবং তার ইসনাদ مَنْ এর দিকে হচ্ছে। সুতরাং مَنْ কে ফায়েল বলা উচিত। অথচ এটি ফায়েল নয়; বরং মুবতাদা। শারেহ রহ. উল্লেখিত ইবারতটি দ্বারা তার জবাব দিচ্ছেন যে, ফায়েলের সংজ্ঞায় যেই ফে'ল বা ফে'ল এর ইসনাদ তার দিকে হবে, ওই فعل বা شبه فعل কে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর উল্লেখিত উদাহরণে كَرِيْم শিবহে ফে'লটিকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ : فَانْ قُلْتَ قَدْ يَجِبُ تَقْدِيْمُهُ : এটিও একটি প্রশ্ন, যার জবাব قُلْتَ দ্বারা দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হল, যদি মুবতাদা নাকেরা হয় এবং খবর যরফ হয়, তা হলে খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেহেতু এ খবরের আমেল ফে'ল বা শিবহে ফে'ল হবে এবং তাতে একটি যমীর হবে যেটি মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তা হলে তো এমন মুবতাদার উপর ফায়েলের সংজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। সুতরাং ফায়েলের সংজ্ঞাটি অন্যের অনুপ্রবেশ থেকে বাধাদানকারী হল না। উদাহরণত فِى الدَّارِ رَجُلٌ এর মধ্যে رَجُلٌ মুবতাদা মুআখ্খার হয়েছে এবং فِى الدَّارِ হয়েছে তার খবরে মুকাদ্দাম। তাতে জার মাজরূরকে আমেল اِسْتَقَرَّ ফেল কিংবা كَائِنٌ، مُسْتَقِرٌّ، ثَابِتٌ ইত্যাদি ইসমে ফায়েল মেনে নেওয়া হবে এবং তাতে একটি যমীর রয়েছে, যেটি رَجُل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। সুতরাং رَجُل এর উপর ফায়েলের এ সংজ্ঞাটি বাস্তবায়িত হল। কারণ, এটি ইসম হয়েছে, তার দিকে ফে'ল বা শিবহে ফে'লের ইসনাদ করা হয়েছে এবং মুকাদ্দাম হয়েছে। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, ফায়েলের দিকে যার ইসনাদ হয়, তার نوع বা শ্রেণীটা এমন হওয়া দরকার যাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর খবরের نوع বা শ্রেণীটা এরকম নয় ,যাকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়। কোনো কারণবশত যদি মুকাদ্দাম হওয়াটা ওয়াজিব হয়ে যায়, তবে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে ফে'ল অথবা শিবহে ফে'ল এর نوع বা শ্রেণীটাই এরকম, যাকে ফায়েলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ : عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهِ اَىْ اِسْنَادًا وَاقِعًا الخ : اِسْنَادًا وَاقِعًا এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি তারকিবের মধ্যে মাফউলের মুতলাক অবস্থিত হয়েছে। عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهِ এর সম্পর্ক اِسْنَاد এর সাথে হতে পারত না। এ জন্য তার আমেল وَاقِعًا বের করেছেন আর وَاقِعًا শব্দটি اِسْنَادًا এর সিফত হয়েছে।

اِسْنَادًا তার সিফতের সাথে মিলিত হয়ে মাফউলে মুতলক হয়েছে। جِهَة এর ব্যাখ্যা طريقة দ্বারা করে বুঝিয়েছেন, এখানে جِهَات سِتَّه দ্বারা جِهَات বা ছয় দিক উদ্দেশ্য নয়।

وَالْاَصْلُ فِى الْفَاعِلِ اَىْ مَايَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْفَاعِلُ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ **اَنْ يَلِىَ الْفِعْلَ** الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ اَىْ يَكُوْنُ بَعْدَهٗ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ شَيْئٌ اٰخَرُ مِنْ مَعْمُوْلَاتِهٖ لِاَنَّهٗ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ لِشِدَّةِ احْتِيَاجِ الْفِعْلِ اِلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ اِسْكَانُ اللَّامِ فِىْ ضَرَبْتُ لِاَنَّهٗ لِدَفْعِ تَوَالِىْ اَرْبَعِ حَرَكَاتٍ فِيْمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ **فَلِذٰلِكَ** الْاَصْلِ الَّذِىْ يَقْتَضِىْ تَقَدُّمَ الْفَاعِلِ عَلٰى سَائِرِ مَعْمُوْلَاتِ الْفِعْلِ **جَازَ ضَرَبَ غُلَامَهٗ زَيْدٌ** لِتَقَدُّمِ مَرْجِعِ الضَّمِيْرِ وَ هُوَ زَيْدٌ رُتْبَةً فَلَا يَلْزَمُ الْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ مُطْلَقًا بَلْ لَفْظًا فَقَطْ وَذٰلِكَ جَائِزٌ **وَامْتَنَعَ ضَرَبَ غُلَامُهٗ زَيْدًا** لِتَاَخُّرِ مَرْجِعِ الضَّمِيْرِ وَهُوَ زَيْدٌ لَفْظًا وَرُتْبَةً فَيَلْزَمُ الْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً وَذٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ خِلَافًا لِلْاَخْفَشِ وَابْنِ جِنِّىْ وَمُسْتَنَدُهُمَا فِىْ ذٰلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ . شِعْرٌ

جَزٰى رَبُّهٗ عَنِّىْ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ + جَزَاءَ الْكِلَابِ الْعَادِيَاتِ وَقَدْ فَعَلَ

وَاُجِيْبَ عَنْهُ بِاَنَّ هٰذَا لِضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ اَوِ الْمُرَادُ عَدَمُ جَوَازِهٖ فِىْ سَعَةِ الْكَلَامِ وَبِاَنَّهٗ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الضَّمِيْرَ يَرْجِعُ اِلَى الْعَدِىِّ بَلْ اِلَى الْمَصْدَرِ الَّذِىْ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ اَىْ جَزٰى رَبُّ الْجَزَاءِ .

সহজ তরজমা

আর ফায়েলের মধ্যে আসল হল অর্থাৎ কোনো বাধাদানকারী বাধা না দিলে যার উপর ফায়েল হওয়াটা বিধেয় তা হচ্ছে, **ফায়েল ফে'লের সাথে মিলিত থাকবে** ফায়েলের দিকে যার ইসনাদ করা হয়। অর্থাৎ ফে'লের পর ফায়েল হবে, ফে'লের مَعْمُوْلَات এর মধ্য থেকে অন্য কোনো বস্তুকে ফায়েলের উপর মুকাদ্দাম না করে। কেননা ফে'লের ফায়েলের প্রতি তীব্র প্রয়োজনীয়তার কারণে ফায়েল ফে'লের অংশের মতো। আর এর উপর ضَرَبْتُ এর লাম সাকিন হওয়াটা দালত করে। কেননা লাম কালিমা সাকিন করাটা একই কালিমার স্তরের শব্দে লাগাতার চার হরকতের ধারাবাহিকতা দূর করার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং এ আসলের কারণেই যে ফে'লের সকল মা'মূলের মধ্যে ফায়েলকে মুকাদ্দাম হওয়ার দাবি করে, জায়েয রয়েছে ضَرَبَ غُلَامَهٗ زَيْدٌ বাক্যটি। যমীরের মরজع তথা زَيْد স্তরগতভাবে মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে। সুতরাং সর্বাবস্থায় মারজা' উল্লেখের পূর্বে যমীর আনাটা লাযিম আসবে না বরং শুধু শব্দগতভাবে লাযিম আসে। আর তা তো জায়েয রয়েছে। আর ضَرَبَ غُلَامُهٗ زَيْدًا তারকীবটি নাজায়েয। যমীরের মারজা'টি তথা زَيْد শব্দ এবং স্তর উভয় দিক দিয়ে মুআখখার হওয়ার কারণে। সুতরাং এমতাবস্থায় শব্দ ও স্তর গত দিক থেকে মারজা' উল্লেখের পূর্বে যমীর আনা লাযিম আসবে, আর এটি নাজায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম আখফাশ ও ইবনে জিন্নী এটাকে জায়েয বলেন। আর এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল কবির উক্তি :

جَزٰى رَبُّهٗ عَنِّىْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ + جَزَاءَ الْكِلَابِ الْعَادِيَاتِ وَقَدْ فَعَلَ

কবিতা : (তরজমা:) আদি ইবনে হাতিমের প্রভু তাকে আমার পক্ষ থেকে ঘেউ ঘেউ কারী কুকুরের মতো শাস্তি দিয়েছেন, আর তিনি করে দিয়েছেন।

তাদের দলীলের এ জবাব দেওয়া হয় যে, এটি শে'রের প্রয়োজনে হয়েছে। আর اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ নাজায়েয হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রশস্ত কালামে। আর দ্বিতীয় জবাব হল এই যে, আমরা সমর্থন করি না যে যমীরটি عَدِى র দিকে প্রত্যাবর্তন করছে বরং সেই মাসদারের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে, যার উপর (جَزٰى) ফে'লটি দালালত করছে। অর্থাৎ جَزٰى رَبُّ الْجَزَاءِ

২৪০ নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهٗ : قَطَرِيْقُ قِيَامِهٖ الخ : ফায়েলের সাথে ফে'ল বা শিবহে ফে'লের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি হল, ফায়েলের দিকে যার ইসনাদ করা হচ্ছে, সেটা মা'রুফের সীগাহ হবে; মাজহূলের নয়। এর দ্বারা مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ কে বের করা উদ্দেশ্য। কারণ, তার দিকে ফে'লে মাজহূলের ইসনাদ হয়।

قَوْلُهٗ : وَالْاِحْتِيَاجُ اِلٰى هٰذَا الْقَيْدِ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, কাফিয়া মুফাস্সলের। অবলম্বনে রচিত। আর মুফাস্সলে عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ র কয়েদটি নেই। তা হলে মুসান্নিফ রহ. এটাকে কেন উল্লেখ করলেন? এর জবাব হল, মুসান্নিফ রহ. এবং মুফাস্সাল প্রণেতার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মুফাস্সাল প্রণেতার মতে مَفْعُوْل مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ ফায়েলেরই হুকুমের মধ্যে। এ জন্য তিনি এ কয়েদটি লাগান নি, যাতে ফায়েলের সংজ্ঞার মধ্যে مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর মুসান্নিফের মতে مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ ফায়েলের বহির্ভূত। এ জন্য মুসান্নিফ রহ. এ কয়েদটি লাগিয়ে ফায়েলের সংজ্ঞা থেকে একে বের করে দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْاَصْلُ فِى الْفَاعِلِ الخ : اَصْل এর বিভিন্ন অর্থ এসে থাকে। ১. قاعده كليه বা সাধারণ নিয়মম। ২. দলিল ৩. দেয়াল ৪. সমীচীন বা বিধেয়। শারেহ রহ. اَىْ مَايَنْبَغِىْ দ্বারা বলে দিয়েছেন যে, এখানে اصل দ্বারা উদ্দেশ্য হল সমীচীন বা বিধেয়।

قَوْلُهٗ اِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ : অর্থাৎ ফায়েলের জন্য যে আসল বা বিধেয় বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ যে ফে'লটি এ ফায়েলের দিকে ইসনাদ হয় ফায়েলটি ওই ফেলের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এ বিধেয় নিয়মটি ওই সময় যখন কোনো প্রতিবন্ধক না থাকবে। যদি সংযুক্ত থাকতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, তা হলে এ নিয়মের উপর আমল হবে না। যেমন : ضَرَبَ زَيْدٌ এর মধ্যে زَيْدٌ ফায়েরটি তার ফে'ল ضَرَبَ সাথে এ কারণে সংযুক্ত নয় যে, এতে যমীরে মাফউল ىٰ এর সংযুক্তি তার পূর্বে হয়ে আছে। এখন যদি زَيْد কে ضَرَبَ সাথে সংযুক্ত করা হয়, তা হলে যমীরে মুত্তাসিলকে মুনফাসিল করা লাযিম আসবে।

قَوْلُهٗ : اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَهٗ الخ : অর্থাৎ ফায়েলের ফে'লের সাথে মিলিত থাকার মর্ম হচ্ছে, ফে'লের পর ফায়েল অবস্থিত হবে এবং ফে'লের مَفْعُوْلَات এর মধ্য থেকে কোনো مَفْعُوْل ফায়েলের উপর মুকাদ্দাম হবে না।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّهٗ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ الخ : এর দ্বারা উল্লেখিত আসলটির কারণ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ফায়েলের ফে'লের সাথে মিলিত থাকা এ জন্য বিধেয় যে, ফায়েল ফে'লের অংশের মতো। কেননা ফে'লের প্রতি ফায়েলের মুখাপেক্ষীতা অন্যান্য مَعْمُوْلَات অপেক্ষা রয়েছে অধিক; ফায়েল ব্যতীত ফে'লের অর্থপূর্ণ হয় না।

قَوْلُهٗ : وَيَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ اِسْكَانُ اللَّامِ الخ : ইতঃপূর্বে দাবি করেছিলেন, ফায়েল ফে'লের অংশের মতো, এখানে তার দলীল বর্ণনা করেছেন যে, যখন ফে'লের সাথে ضمير فاعل مرفوع متصل সংযুক্ত হয় তখন লাম কালিমা সাকিন হয়ে যায়। যেমন : ضَرَبْتَ এর মধ্যে با লাম কালিমাটিকে সাকিন করে একই শব্দ করে নেওয়া হয়েছে, আর এক শব্দে লাগাতার চারটি না আসা উচিত।

قَوْلُهٗ : فَلِذٰلِكَ : উল্লেখিত আসল বা নিয়মটির উপর তাফরী বর্ণনা করছেন। যার সারকথা হল, যেহেতু আসল হল ফায়েল ফে'লের সাথে সংযুক্ত থাকা, এ জন্য ضَرَبَ غُلَامُهٗ زَيْدٌ তারকীবটি জায়েয। কেননা زَيْد হচ্ছে ফায়েল এবং সেটা স্তর হিসেবে ضَرَبَ র সাথে সংযুক্ত। এতে اِضْمَارقَبْلَ الذِّكْرِ শুধু لَفْظًا লাযিম আসবে, رُتْبَه লাযিম আসবে না। আর এটি না জায়েয নয়।

قَوْلُهٗ : وَامْتَنَعَ ضَرَبَ غُلَامُهٗ زَيْدًا : امتناع বা নাজায়েয হওয়ার কারণ হল, غُلَامُهٗ হচ্ছে ফায়েল যেটি তার ফে'লের সাথে মিলিত রয়েছে, তাতে যমীরটি زَيْدًا এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর زَيْدًا মাফউল বিহি এবং মুআখখার হয়েছে। তাই اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا ও رُتْبَةً উভয়রকমে লাযিম আসবে, সেটি নাজায়েয।

قَوْلُهٗ : خِلَافًا لِلْاَخْفَشِ وَابْنِ جِنِّى : خِلَافًا শব্দটি خالت উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক। এর পূর্বে এ কথা জানা হয়েছে, اِضْمَار قَبْلَ الذِّكْرِ - لَفْظًا ও رُتْبَةً দুভাবে লাযিম আসলে নাজায়েয। এতে আখফাশ ও ইবনে জিন্নীর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের মতে এটা নাজায়েয নয়। এ বিষয়ে তাদের দলীল হল কবির এ উক্তিটি :

جَزٰى رَبُّهٗ عَنِّىْ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ

এর দ্বারা প্রমাণ পেশের কারণ হচ্ছে, এ ছন্দটিতে رَبُّهٗ র যমীরটি عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যেটি মাফউল এবং পরে উক্ত হয়েছে। সুতরাং اِضْمَار قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا ও رُتْبَةً যদি না জায়েয হত, তা হলে কবি তার কথার মধ্যে একে কেন গ্রহণ করতেন? শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, কবি শে'রের প্রয়োজনে এরকম করেছেন, আর اضمار قبل الذكر لفظا ورتبة গদ্যের মধ্যে না জায়েয। দ্বিতীয় জবাব হল, আমরা সমর্থন করি না যে, رَبُّهٗ র যমীরটি عدى-র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে বরং جزى ফে'লটি থেকে যে اَلْجَزَاء মাসদার বুঝা যায়, তার দিকে যমীরটি প্রত্যবর্তিত হয়েছে। বাক্যের স্বরূপ হবেই- جَزٰى رَبُّ الْجَزَاءِ। শে'রটির তারকীব হল : جزى ফে'ল, رَبُّهٗ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে جزى র ফায়েল, عَنِّىْ জার মাজরূর جَزٰى র মুতাআল্লিক, عدى মুযাফ এবং اِبْنَ حَاتِمٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে عدى র সিফত; মাওসূফ সিফত মিলে جَزٰى এর মাফউল। جَزَاءَ الْكِلَابِ এর মধ্যে جزاء মুযাফ, اَلْكِلَابِ হল اَلْعَادِيَاتِ মওসূফের সিফত। মাওসূফ-সিফত মিলে جزاء র মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলিত হয়ে جزى ফেলের মাফউলে মুতলাক। جَزٰى ফে'ল তার ফায়েল, মাফউল বিহি এবং মাফউলে মুতলাকের সাথে মিলিত হয়ে বাহ্যত جملة فعلية خبرية এবং অর্থে انشائية হয়েছে। وَقَدْ فَعَلَ এটিও বাহ্যত جملة فعلية خبرية এবং অর্থে انشائية হয়েছে।

তরজমা "প্রতিদান দিক প্রতিদানের মালিক অথবা আদি ইবনে হাতিমের প্রভু আমার পক্ষ থেকে আদি ইবনে হাতিমকে ঘেউ ঘেউকারী কুকুরের মতো শাস্তি।"

وَاِذَا انْتَفَى الْاِعْرَابُ الدَّالُّ عَلٰى فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ وَمَفْعُوْلِيَّةِ الْمَفْعُوْلِ بِالْوَضْعِ **لَفْظًا فِيْهِمَا** اَىْ فِى الْفَاعِلِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهٗ صَرِيْحًا وَفِىْ ضِمْنِ الْاَمْثِلَةِ وَالْمَفْعُوْلِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهٗ فِىْ ضِمْنِ الْاَمْثِلَةِ **وَالْقَرِيْنَةُ** اَيِ الْاَمْرُ الدَّالُّ عَلَيْهِمَا لَا بِالْوَضْعِ اِذْ لَا يُعْهَدُ اَنْ يُطْلَقَ عَلٰى مَا وُضِعَ بِازَاءِ شَيْئٍ اَنَّهٗ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّ ذِكْرَ الْاِعْرَابِ مُسْتَغْنِى عَنْهُ اِذِ الْقَرِيْنَةُ شَامِلَةٌ وَهِىَ اِمَّا لَفْظِيَّةٌ نَحْوُ ضَرَبَتْ مُوْسٰى حُبْلٰى اَوْ مَعْنَوِيَّةٌ نَحْوُ اَكَلَ الْكُمَّثْرٰى يَحْيٰى **اَوْ كَانَ** الْفَاعِلُ **مُضْمَرًا مُتَّصِلًا** بِالْفِعْلِ بَارِزًا كَضَرَبْتُ زَيْدًا اَوْ مُسْتَكِنًّا كَزَيْدٌ ضَرَبَ غُلَامَهٗ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَفْعُوْلُ مُتَاَخِّرًا عَنِ الْفِعْلِ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِمِثْلِ زَيْدًا ضَرَبْتُ **اَوْ وَقَعَ مَفْعُوْلُهٗ** اَىْ مَفْعُوْلُ الْفَاعِلِ **بَعْدَ اِلَّا** بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِىْ صُوْرَتَيِ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ نَحْوُ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا اَوْبَعْدَ **مَعْنَاهَا** نَحْوُ اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا **وَجَبَ تَقْدِيْمُهٗ** اَىْ تَقْدِيْمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ فِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الصُّوَرِ اَمَّا فِىْ صُوْرَةِ اِنْتِفَاءِ الْاِعْرَابِ فِيْهِمَا وَالْقَرِيْنَةِ فَلِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْاِلْتِبَاسِ وَاَمَّا فِىْ صُوْرَةِ كَوْنِ الْفَاعِلِ ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا فَلِمُنَافَاتِ الْاِتِّصَالِ الْاِنْفِصَالَ وَاَمَّا فِىْ صُوْرَةِ وُقُوْعِ الْمَفْعُوْلِ بَعْدَ اِلَّا لٰكِنْ بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِىْ صُوْرَتَيِ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ فَلِئَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوْبُ فَاِنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنْ قَوْلِهٖ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا اِنْحِصَارُ ضَارِبِيَّةِ زَيْدٍ فِىْ عَمْرٍ ومَعَ جَوَازِ اَنْ يَكُوْنَ عَمْرٌو مَضْرُوْبًا لِشَخْصٍ اٰخَرَ وَالْمَفْهُوْمُ مِنْ قَوْلِهٖ مَا ضَرَبَ عَمْرًا اِلَّا زَيْدٌ اِنْحِصَارُ مَضْرُوْبِيَّةِ عَمْرٍو فِىْ زَيْدٍ مَعَ جَوَازِ اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ ضَارِبًا لِشَخْصٍ اٰخَرَ فَلَوِ انْقَلَبَ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ لَانْقَلَبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوْبُ وَاِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِىْ صُوْرَتَيِ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ لِاَنَّهٗ لَوْ قُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ عَلَى الْفَاعِلِ مَعَ اِلَّا فَيُقَالُ مَا ضَرَبَ اِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ فَالظَّاهِرُ اَنَّ مَعْنَاهُ اِنْحِصَارُ ضَارِبِيَّةِ زَيْدٍ فِىْ عَمْرٍو اِذِالْحَصْرُ اِنَّمَا هُوَ فِىْ مَا يَلِى اِلَّا فَلَا يَنْقَلِبُ الْحَصْرُالْمَطْلُوْبُ فَلَا يَجِبُ تَقْدِيْمُ الْفَاعِلِ لٰكِنْ لَمْ يَسْتَحْسِنْهُ بَعْضُهُمْ

لِاَنَّهُ مِنْ قَبِيْلِ قَصْرِ الصِّفَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا وَاِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ اَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا لِاحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ مَا ضَرَبَ اَحَدًا اَحَدٌ اِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ فَيُفِيْدُ انْحِصَارَ صِفَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى الْاٰخَرِ وَهُوَ اَيْضًا خِلَافُ الْمَقْصُوْدِ وَاَمَّا وُجُوْبُ تَقْدِيْمِهِ عَلَيْهِ فِىْ صُوْرَةِ وُقُوْعِ الْمَفْعُوْلِ بَعْدَ مَعْنًى اِلَّا لِاَنَّ الْحَصْرَ هٰهُنَا فِى الْجُزْءِ الْاٰخِيْرِ فَلَوْ اُخِّرَ الْفَاعِلُ لَانْقَلَبَ الْمَعْنٰى قَطْعًا .

সহজ তরজমা

আর যখন এ'রাব পাওয়া না যায় যে ফায়েলের ফায়েল হওয়ার এবং মাফউলের মাফউল হওয়ার উপর وضع বা গঠনের প্রেক্ষিতে দালালত করে উভয়টির মধ্যে শাব্দিকভাবে অর্থাৎ ফায়েলের মধ্যে যার আলোচনা পূর্বে স্পষ্টরূপে এবং উদাহরণসমূহের ভিতরে এবং মাফউলের মধ্যে যার আলোচনা শুধু উদারহণগুলোর মধ্যে গত হয়েছে। এবং করীনা (পাওয়া না যায়) অর্থাৎ ওই বস্তু যেটি ফায়েল এবং মাফউলের উপর وضع ব্যতীত দালালত করে। কেননা এটা জানা যায় নি যে, যা কোনো বস্তুর মোকাবিলায় وضع বা গঠিত হয়েছে, তার উপর করীনার প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং করীনা উল্লেখের উপর এ আপত্তি দেখা দিবে না যে, এ'রাব উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, করীনা এ'রাবকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। (অথচ অন্তর্ভুক্ত রাখে নি)। আর করীনা হয় তো শাব্দিক হবে, যেমন ضَرَبَتْ مُوْسٰى حُبْلٰى অথবা অর্থগত হবে, যেমন– اَكَلَ الْكُمَّثْرٰى يَحْيٰى অথবা যখন এটা তথা ফায়েল ফেলের সাথে যমীরে মুত্তাসীল হয়, চাই স্পষ্ট যমীর হোক, যেমন ضَرَبْتُ زَيْدًا অথবা লুকায়িত যমীর হোক, যেমন زَيْدٌ ضَرَبَ غُلَامَهُ। তবে শর্ত হল মাফউল বিহি ফে'লের পরে হওয়া, যাতে زَيْدًا ضَرَبْتُ এর মতো উদাহরণ দ্বারা মুসান্নিফের কথাটি ভেঙ্গে না যায়। অথবা যখন তার মাফউল তথা ফায়েলের মাফউল اِلَّا র পর পতিত হয়। তবে শর্ত হল পূর্বে ও পরে উল্লেখ করার দু'অবস্থাতেই اِلَّا টি ফায়েল ও মাফউলের মধ্যে হওয়া। যেমন : مَاضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا। অথবা اِلَّا র সমার্থবোধক হরফের পর যখন অবস্থিত হয়। যেমন : اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا তখন তাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। অর্থাৎ এ সব সুরতে ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। ফায়েল ও মাফউলের মধ্যে এ'রাব ও করীনা না থাকলে ফায়েলের মুকাদ্দাম হওয়াটা তো (ফায়েল ও মাফউলের মাঝে) সংমিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্য (জরুরি)। আর ফায়েল যমীরে মুত্তাসিল হওয়াবস্থায় (মুকাদ্দাম হওয়াটা) তো মুত্তাসিল মুনফাসিলের বিপরীত হওয়ার কারণে (জরুরি)। আর মাফউল اِلَّا পর অবস্থিত হওয়াবস্থায় (ফায়েল মুকাদ্দাম হওয়া) তবে শর্ত হল পূর্বে ও পরে হওয়ার দু'বস্থায় اِلَّا ফায়ের ও মাফউলের করণ পাল্টে না যায়। কেননা বক্তার مَاضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرٌ। এর মর্ম হল যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা আমরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ কথার বৈধতার সাথে যে, আমর অন্য কোনো ব্যক্তির প্রহৃত। আমরের প্রহৃত হওয়াটা যায়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এ কথার বৈধতার সাথে যে, যায়েদ অন্য কোনো ব্যক্তির প্রহারকারী হতে পারবে। সুতরাং এ দুয়ের একটি যদি অপরটির দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা হলে উদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধকরণ পাল্টে যাবে। আর আমরা পূর্বে এবং পরে করার দুই অবস্থানে اِلَّا টি ফায়েল এবং মাফউলের মাঝে হওয়ার শর্তের সাথে এ জন্য বলেছি যে, যদি اِلَّا সহ মাফউলকে ফায়েলের উপর মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় مَاضَرَبَ اِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ তবে স্পষ্ট কথা হল, এর অর্থই হলো যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা আমরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা সীমাবদ্ধতা তার মধ্যেই হয় যেটি اِلَّا র সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং উদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধকরণটা পরিবর্তন হবে না। তাই ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না।

তবে মিফতাহ প্রণেতাসহ কতিপয় নাহবী এটাকে উত্তম বিবেচনা করেন নি। কেননা এটি সিফত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার সীমাবদ্ধ তার নামান্তর। আর আমরা اَلظَّاهِرُ اَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا এ কথার সম্ভাবনার কারণে বলেছি যে, এটির অর্থ হতে পারে, "مَا ضَرَبَ اَحَدٌ اَحَدًا اِلَّا عَمْرًوا زَيْدٌ" (কেউ কাউকে প্রহার করে নি তবে যায়েদ আমরকে প্রহার করেছে)। সুতরাং এ অর্থটি যেটি স্পষ্ট নয় ফায়েল ও মাফউলের মধ্য থেকে প্রত্যেকটির সিফতের দ্বিতীয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ তার ফায়দা দিবে এবং এটিও উদ্দেশ্যের বিপরীত। আর মাফউল لا-র সমার্থবোধক হরফ (انما) র পর অবস্থিত হওয়াবস্থায় মাফউলের উপর ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব এ কারণে যে, এখানে সীমাবদ্ধকরণটা হয় শেষাংশে। সুতরাং যদি ফায়েলকে মুআখ্খার করে দেওয়া হয়, তা হলে মর্ম অবশ্যই পাল্টে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاِذَا انْتَفَى الْاِعْرَابُ الخ : পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন, ফায়েলের জন্য বিধেয় হলো সেটি তার ফে'লের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং ফে'লের অন্যান্য সকল مَعْمُوْلَات এর উপর মুকাদ্দাম হবে। তবে তা দ্বারা মুকাদ্দাম হওয়াটা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এবার বর্ণনা করছেন, কখনো এরকম হয় যে, ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে এ পূর্বে হওয়াটা অথবা পরে হওয়াটা কোনো কারণবশত হবে। এখানে মুকাদ্দাম বা পূর্বে উল্লেখ করার চারটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ১. ফায়েল এবং মাফউলের মধ্যে শাব্দিক এ'রাব হবে না এবং ফায়েল হওয়া এবং মাফউল হওয়ার প্রতি নির্দেশক করীনাও থাকবে না। ২. ফায়েল যমীরে মুত্তাসিল হবে। ৩. ফায়েলের মাফউলটি لا-র পর অবস্থিত হবে। ৪. ফায়েলের মাফউলটি اِنَّمَا -র পর অবস্থিত হবে, তথা مَعْنَى اِلَّا এবারে প্রত্যেকটির কারণ বর্ণনা করা যাচ্ছে।

প্রথমাবস্থায় যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব না হয়, তা হলে ফায়েল এবং মাফউলের মধ্যে সংমিশ্রণ লাযিম আসবে। জানা যাবে না যে, কোন্‌টি ফায়েল এবং কোন্‌টি মাফউল? দ্বিতীয়াবস্থায় ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ, ফায়েল যেহেতু যমীরে মুত্তাসিল, তাই এটাকে যদি মুকাদ্দাম না করা হয় এবং মুআখখার করে দেওয়া হয়, তা হলে এমতাবস্থায় মুত্তাসিল থাকবে না এবং মুত্তাসিলকে মুনফাসিল করা লাযিম আসবে। তৃতীয়াবস্থায় মুকাদ্দাম করার হল, ফায়েল এবং মাফউল এর মধ্য থেকে اِلَّا-এর পর যেটি অবস্থিত হবে, তার মধ্যে حَصْر বা সীমাবদ্ধতা হবে। এ জন্য মাফউলের মধ্যে সীমাবদ্ধতার অবস্থায় ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে। যদি এর বিপরীত করা হয়, তা হলে ফায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধতা হয়ে যাবে। আর এটা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। চতুর্থাবস্থায় ফায়েলকে মুকাদ্দাম করার কারণ হল, اِنَّمَا-র অবস্থা হল এই যে, যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় তাকে শেষে আনা হয়ে থাকে। সুতরাং যদি মাফউলের মধ্যে ফায়েলের সীমাবদ্ধতা হয় তা হলে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা হবে এবং মাফউলকে পরে আনা হবে, অন্যথায় উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়া লাযিম আসবে। এরপর শারেহ বর্ণনা অনুযায়ী ইবারতের তাশরীহ লক্ষ্য করুন।

قَوْلُهُ : اِذَا انْتَفَى الْاِعْرَابُ لَفْظًا فِيْهِمَا وَالْقَرِيْنَةُ : এ'রাবের দালালত ফায়েল এবং মাফউল হওয়ার উপর وَضْعِى এবং করীণার দালালত এ দুটির উপর غَيْرُوَضْعِىْ

قَوْلُهُ : فَلَايَرِدُ عَلَيْهِ الخ : প্রশ্ন হত যে, করীনা হচ্ছে عَام বা ব্যাপক এবং এ'রাব হচ্ছে خَاص বা বিশেষ। করীনা এ'রাব ব্যতীতও পাওয়া যায়। আর ফায়দা হল আম বিষয়টি না থাকায় খাস বিষয়টি না থাকাকে লাযিম ও আবশ্যক করে। সুতরাং যেহেতু قرينم না থাকা দ্বারা اِعْرَاب না থাকাটাও বুঝে এসে যায়, তা হলে পরবর্তীসময়ে আবার اِنْتَفَى الْاِعْرَابُ বলার প্রয়োজন কিসের? এর জবাব হল, এ দুটির মধ্যে عَام ও خَاص এর নিসবত নয় বরং দুটির মাঝে تَبَايُن বা বৈপরিত্বের নিসবত বা সম্পর্ক যেরূপ উভয়টির সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা

গিয়েছে যে, إِعْرَاب এর দালালতটি হল وَضْعِى এবং قَرِيْنَه র দালালতটি হচ্ছে غَيْر وَضْعِىْ । সুতরাং এ দুটির মধ্যে যেহেতু বৈপরিত্বের সম্পর্ক তাই একটির উল্লেখ দ্বারা দ্বিতীয়টির জন্য যথেষ্ট হবে না বরং উভয়টির না থাকার বিষয়টিকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক।

قَوْلُهٗ : وَهِىَ اِمَّا لَفْظِيَّةٌ الخ : قرينه দুই প্রকার। ১. لَفْظِيَّة বা শব্দগত। ২. مَعْنَوِيَّه বা অর্থগত। قَرِيْنَه لَفْظِيَه উদাহরণ হচ্ছে- ضَرَبَتْ مُوْسٰى حُبْلٰى (গর্ভবতী মহিলা মূসাকে প্রহার করেছে) এতে تاء تانيث ফায়েলের স্ত্রী লিঙ্গ হওয়া বুঝাচ্ছে। যার দ্বারা বুঝা গেল, এতে حُبْلٰى হচ্ছে ফায়েল। যদি এটাকে মুআখখার করে দেওয়া হয় তবুও এটির ফায়েল হওয়া বুঝা যাবে। قرينه معنوية এর উদাহরণ হল اَكَلَ الْكُمَّثْرٰى يَحْيٰى (ইয়াহইয়া নাশপাতি খেয়েছে।) এতে كُمَّثْرٰى (একটি ফল নাশপাতি) হল মাফউল এবং يَحْيٰى হচ্ছে ফায়েল। এখানে বিবেক দ্বারা বুঝে নেওয়া যায় যে, ইয়াহইয়াই ফায়েল। কারণ, খাওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যেই রয়েছে।

قَوْلُهٗ : شَرْطُ اَنْ يَكُوْنَ الْمَفْعُوْلُ مُتَاَخِّرًا الخ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি বলেছেন, ফায়েল যমীরে মুত্তাসিল হলে তাকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করবেন, অথচ زَيْدًا ضَرَبْتُ এর মধ্যে ফায়েল যমীরে মুত্তাসিল হয়েছে, তবে তাকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা হয় নি; বরং মাফউলটি ফায়েল এবং ফে'ল উভয়টির উপর মুকাদ্দাম হয়েছে। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, ফায়েল যমীরে মুত্তাসিল হলে তাকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা তখন ওয়াজিব হয়, যখন মাফউলটি ফে'লের পর হয়। সুতরাং এতে তারকিব হবে, ফায়েল যেটি যমীরে মুত্তাসিল তাকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা হবে এবং মাফউলকে মুআখখার করা হবে, যাতে মুত্তাসিলটি মুনফাসিল হওয়া লাযিম না আসে। আর উল্লেখিত উদাহরণটিতে মাফউল ফে'লের উপর মুকাদ্দাম হয়েছে এবং ফায়েল যথারীতি ফে'লের সাথে মুত্তাসিল রয়েছে; তাই ফায়েলকে মুকাদদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না। কেননা এমতাবস্থায় মুত্তাসিলের মুনফাসিল হওয়া লাযিম আসে না।

قَوْلُهٗ : بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِىْ صُوْرَتَىِ التَّقَدُّمِ وَالتَّاَخِيْرِ : এটিও একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি বলেছেন, মাফউল যখন اِلَّا র পর অবস্থিত হয় তখন ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। অথচ مَا ضَرَبَ اِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ এর মধ্যে عَمْرًا মাফউলটি اِلَّا র পর অবস্থিত হয়েছে, তারপরও ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয় নি বরং মুআখখার হয়েছে, যা উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট। শারেহ রহ. এর জবাব এই ইবারত দ্বারা দিচ্ছেন যে, ফায়েল মুকাদ্দাম হওয়া ওয়াজিবের জন্য শর্ত হল, اَلَّا শব্দটি ফায়েল এবং মাফউলের মধ্যে অবস্থিত হওয়া। আর উল্লেখিত অবস্থায় اِلَّا শব্দটি ফায়েল এবং মাফউলের মাঝে অবস্থিত হয় নি; বরং ফে'ল এবং মাফউলের মাঝে অবস্থিত হয়েছে। আর এ শর্তটি ফায়েলের মুকাদ্দাম এবং মুআখখার হওয়ার উভয় অবস্থাতেই জরুরি। অর্থাৎ যখন ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা হবে, তখন শর্ত, اِلَّا টি ফায়েল ও মাফউলের মাঝেই অবস্থিত হবে। তাতে ফায়েল اِلَّا র পূর্বে হবে এবং মাফউল হবে পরে, যাতে মাফউলের মধ্যে ফায়েলের সীমাবদ্ধতা হয়। আর যখন ফায়েলকে মুআখখার করা তথা পরে আনা ওয়াজিব হয়, যার আলোচনা পরে আসছে, তখনো اِلَّا এ দুটির মাঝে অবস্থিত হবে। হ্যাঁ! তবে মুআখখারের অবস্থায় মাফউলটি اِلَّا র পূর্বে হবে এবং ফায়েল হবে الا র পর, যাতে ফায়েলের মধ্যে মাফউলের সীমাবদ্ধতা হয়।

قَوْلُهٗ : اَمَّا فِىْ صُوْرَةِ انْتِفَاءِ الْاِعْرَابِ فِيْهِمَا الخ : এর দ্বারা যে সকল অবস্থাতে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব তার কারণ বর্ণনা করছেন। আমি তা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে দিয়েছি।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا الخ : তার পূর্বে শারেহ রহ. أَوْوَقَعَ مَفْعُوْلُهٗ بَعْدَ اَنْ র পর বলেছিলেন بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِى صُوْرَتَى الْقَدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ এখানে সেই শর্তটির কারণ বর্ণনা করছেন। আমি ইতঃপূর্বে তা বর্ণনা করে দিয়েছি।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ : এর পূর্বে فَالظَّاهِرُ اَنَّ مَعْنَاهُ الخ দ্বারা বর্ণনা করেছিলেন, মাফউলযে যদি اِلَّا সহ ফায়েলের উপর মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয়। যেমন : مَاضَرَبَ اِلَّاعَمْرُوا زَيْدٌ যদি বলা হয়, তা হলে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, এমতাবস্থায়ও যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা সীমাবদ্ধ হবে আমরের প্রহৃত হওয়ার মধ্যে; যেভাবে مَاضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرُوا এর অবস্থাতে হয়ে থাকে। কেননা حَصَر বা সীমাবদ্ধতা সেই ইসমের মধ্যে হয়, যেটি ۷। -র সাথে মিলিত থাকে, চাই ফায়েল হোক অথবা মাফউল। কারণ, এ অবস্থায় উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়া লাযিম আসবে না। কিন্তু কতিপয় নাহুবিদ, যেমন : ইমাম আখফাশ, আবদুল কাহির, সাক্কাকী প্রমুখ এটাকে পছন্দ করেন নি। কারণ, এমতাবস্থায় قَصْرُ صِفَةٍ قَبْلَ تَمَامِهَا অর্থাৎ ফায়েলকে উল্লেখ করার পূর্বেই ফায়েল হওয়ার সীমাবদ্ধতা লাযিম আসে। আর এটি যদিও জায়েয রয়েছে বটে, তবে উত্তম নয়।

وَاِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ : ظَاهِر দ্বারা যা বুঝা যায় তার মর্ম বর্ণনা করা হয়ে গেছে। শারেহ্ রহ.-এর ظَاهِر শব্দটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, অন্য কোনো সম্ভাবনাও রয়েছে যদিও তা স্পষ্ট নয়। এ ইবারতটিতে সেই সম্ভাবনাটি বর্ণনা করছেন অর্থাৎ যেভাবে مَاضَرَبَ اِلَّاعَمْرُوا زَيْدٌ এর মধ্যে বাহ্যত বুঝা যায় এর মর্ম হবে, যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা সীমাবদ্ধ হয়েছে আমরের প্রহৃত হওয়ার মধ্যে। তেমনিভাবে এ ইবারতটিতে আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে। কাজেই এর স্বরূপ হবে مَاضَرَبَ اَحَدًا اَحَدٌ اِلَّاعَمْرُوا زَيْدٌ তখন উভয় পক্ষ থেকে সীমাবদ্ধ হবে। অর্থাৎ যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা সীমাবদ্ধ হবে আমরের প্রহৃত হওয়ার মধ্যে এবং আমরের প্রহৃত হওয়াটা সীমাবদ্ধ হবে যায়েদের প্রহারকারী হওয়ার মধ্যে।

وَاِذَا اتَّصَلَ بِهٖ اَىْ بِالْفَاعِلِ **ضَمِيْرُ مَفْعُوْلٍ** نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدًا غُلَامُهٗ **اَوْ وَقَعَ** اَىِ الْفَاعِلُ **بَعْدَ اِلَّا** الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَهُمَا فِىْ صُوْرَتَىِ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ نَحْوُ مَا ضَرَبَ عَمْرًا اِلَّا زَيْدٌ وَفَائِدَةُ هٰذَا الْقَيْدِ مِثْلَ مَا عَرَفْتَ اٰنِفًا **اَوْ** وَقَعَ الْفَاعِلُ بَعْدَ **مَعْنَاهَا** اَىْ مَعْنٰى اِلَّا نَحْوُ اِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدًا **اَوِ اتَّصَلَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ** بِاَنْ يَكُوْنَ الْمَفْعُوْلُ ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ **وَهُوَ** اَىِ الْفَاعِلُ **غَيْرُ** ضَمِيْرٍ **مُتَّصِلٍ** بِهٖ نَحْوُ ضَرَبَكَ زَيْدٌ **وَجَبَ تَاخِيْرُهٗ** اَىْ تَاخِيْرُ الْفَاعِلِ عَنِ الْمَفْعُوْلِ فِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الصُّوَرِ اَمَّا فِىْ صُوْرَةِ اتِّصَالِ ضَمِيْرِ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً وَاَمَّا فِىْ صُوْرَةِ وُقُوْعِهٖ بَعْدَ اِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا لِئَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوْبُ وَاَمَّا فِىْ صُوْرَةِ كَوْنِ الْمَفْعُوْلِ ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا وَالْفَاعِلُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِمُنَافَاةِ الْاِتِّصَالِ الْاِنْفِصَالَ بِتَوَسُّطِ الْفَاعِلِ الْغَيْرِ الْمُتَّصِلِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ الْفَاعِلُ اَيْضًا ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا فَاِنَّهٗ حِيْنَئِذٍ يَجِبُ تَقْدِيْمُ الْفَاعِلِ نَحْوُ ضَرَبْتُكَ ـ

সহজ তরজমা

আর যখন তার সাথে তথা ফায়েলের সাথে মাফউলের যমীর মিলিত (সংযুক্ত) হয়। যেমন : ضَرَبَ زَيْدًا غُلَامُهٗ অথবা তা তথা ফায়েল অবস্থিত হয় اِلَّا র পর, যেটি মুকাদ্দাম ও মুআখখরের উভয় অবস্থাতে ফায়েল এবং মাফউলের মাঝে হয়ে থাকে। যেমন : مَاضَرَبَ عَمْرًوا اِلَّازَيْدٌ। আর (اِلَّا মাঝে হওয়ার) এ কয়েদটির ফায়দা তদ্রূপই যা আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে জেনে এসেছেন। অথবা ফায়েল যখন অবস্থিত হয় اِلَّا র সমার্থবোধক হরফের পর, যেমন : اِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ। অথবা ফায়েলের মাফউল যখন তার সাথে মুত্তাসিল হয়, এভাবে যে, মাফউল ফে'লের যমীরে মুত্তাসীল হয়, অথচ সেটি তথা ফায়েলটি ফে'লের সাথে যমীরে মুত্তাসিল না হয়। যেমন : ضَرَبَكَ زَيْدٌ তখন এ সকল অবস্থায় তাকে অর্থাৎ মাফউল থেকে ফায়েলকে মুআখখার করা ওয়াজিব। মাফউলের যমীর ফায়েলের মুত্তাসিল (মিলিত) থাকাবস্থায় মাফউলের পর ফায়েলকে আনাটা এ জন্য ওয়াজিব, যাতে اِضْمَار قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً লাযিম না আসে। আর ফায়েল اِلَّا অথবা তার সমার্থবোধক হরফ (اِنَّمَا) এরপর অবস্থিত হওয়াবস্থায় ফায়েলকে পরে আনাটা এ জন্য ওয়াজিব, যাতে উদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা পাল্টে না যায়। আর মাফউল যমীরে মুত্তাসিল এবং ফায়েল গায়রে মুত্তাসিল হওয়াবস্থায় ফায়েলকে পরে আনাটা এ জন্য ওয়াজিব যে, মুত্তাসিল মুনফাসিলের বিপরীত। গায়রে মুত্তাসিল ফায়েল মাফউল ও ফেলের মাঝে হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ফায়েলও যখন (ফেলের সাথে) যমীরে মুত্তাসিল হয়, তখন ফায়েল পূর্বে আনা আবশ্যক হবে। যেমন : ضَرَبْتُكَ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاِذَا اتَّصَلَ بِهٖ اَىْ بِالْفَاعِلِ ضَمِيْرُ مَفْعُوْلٍ الخ : মুসান্নিফ রহ. ইতঃপূর্বে সেসব অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন, যেখানে ফায়েলকে মাফউলের পূর্বে আনা ওয়াজিব। এবার তিনি সেসব অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেখানে

ফায়েলের পূর্বে মাফউলকে আনা ওয়াজিব। এরও চারটি অবস্থা রয়েছে। ১. যখন ফায়েলের সাথে মাফউলের যমীর মুত্তাসিল হবে। অর্থাৎ সেই যমীরটি মাফউলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। যেমন : ضَرَبَ زَيْدًا غُلَامُهٗ এমতাবস্থায় মাফউলকে মুকাদ্দাম করা তথা পূর্বে আনা এ কারণে ওয়াজিব যে, যদি মাফউলকে ফায়েলের উল্লেখ করা হয় এবং ضَرَبَ غُلَامُهٗ زَيْدًا বলা হয়, তা হলে إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً উভয়ভাবে লাযিম আসবে। ২. ফায়েল إِلَّا পর অবস্থিত হলে। তখন মাফউলের সীমাবদ্ধতা হয় ফায়েলের মধ্যে। যেমন : مَاضَرَبَ عَمْرًوا إِلَّازَيْدٌ। যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয়, তা হলে ফায়েলের সীমাবদ্ধতা মাফউলের মধ্যে হয়ে যাবে। যেটি উদ্দেশ্যের বিপরীত। ৩. إِنَّمَا সাথে ফায়েল এবং মাফউলের ব্যবহার হলে এবং ফায়েলের মধ্যে মাফউলের সীমাবদ্ধতা হলে তখন ফায়েলকে মুআখখার করা ওয়াজিব। যেমন : إِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًوا زَيْدٌ এতে আমরের প্রহৃত হওয়াটা সীমাবদ্ধ হচ্ছে যায়েদের প্রহারকারী হওয়ার মধ্যে। যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয় তা হলে যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা সীমাবদ্ধ হবে আমরের প্রহৃত হওয়ার মধ্যে। আর এটা তো উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ৪. ফে'লের সাথে মাফউলের যমীর মুত্তাসিল হলে এবং ফায়েলের যমীর মুত্তাসিল না হলে। যেমন : ضَرَبَكَ زَيْدٌ। এমতাবস্থায়ও ফায়েল থেকে মুআখখার করা তথা পরে আনা ওয়াজিব। যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয়, তা হলে "ك" যমীরে মুত্তাসিলটিকে ফে'ল থেকে পৃথক করে বর্ণনা করতে হবে। তখন মুত্তাসিলকে মুনফাসিল হওয়া লাযিম আসবে।

قَوْلُهٗ : وَاَمَّا فِىْ صُوْرَةِ اِتِّصَالِ ضَمِيْرِ الْمَفْعُوْلِ الخ : শারেহ রহ. উল্লেখিত সুরতসমূহের মধ্যে ফায়েল মুআখখার হওয়াটা ওয়াজিব হওয়ার কারণাসমূহ বর্ণনা করছেন। আমি প্রত্যেকটির কারণ এ সব সুরতের সাথে বর্ণনা করে দিয়েছি।

وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ **لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ** دَالَّةٍ عَلٰى تَعْيِيْنِ الْمَحْذُوْفِ **جَوَازًا** اَىْ حَذْفًا جَائِزًا فِىْ **مِثْلِ زَيْدٌ** اَىْ فِيْمَا كَانَ جَوَابًا لِسُوَالٍ مُحَقَّقٍ **لِمَنْ قَالَ مَنْ قَامَ** سَائِلًا عَمَّنْ يَقُوْمُ بِهِ الْقِيَامُ فَيَجُوْزُ اَنْ تَقُوْلَ زَيْدٌ بِحَذْفِ قَامَ اَىْ قَامَ زَيْدٌ وَيَجُوْزُ اَنْ تَقُوْلَ قَامَ زَيْدٌ بِذِكْرِهٖ وَاِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ دُوْنَ الْخَبَرِ لِاَنَّ تَقْدِيْرَ الْخَبَرِ يُوْجِبُ حَذْفَ الْجُمْلَةِ وَتَقْدِيْرَ الْفِعْلِ حَذْفَ اَحَدِ جُزْئَيْهَا وَالتَّقْلِيْلُ فِىْ حَذْفٍ اَوْلٰى وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوْزًا فِيْمَا كَانَ جَوَابًا لِسُوَالٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ قَالَ الشَّاعِرُ فِىْ مَرْثِيَةِ يَزِيْدَ بْنِ نَهْشَلٍ **لِيُبْكَ** عَلَى الْبِنَاءِ الْمَفْعُوْلِ **يَزِيْدُ** مَرْفُوْعٌ عَلٰى اَنَّهٗ مَفْعُوْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ **ضَارِعٌ** اَىْ عَاجِزٌ ذَلِيْلٌ وَهُوَ فَاعِلُ الْفِعْلِ الْمَحْذُوْفِ اَىْ يَبْكِيْهِ ضَارِعٌ بِقَرِيْنَةِ السُّوَالِ الْمُقَدَّرِ وَهُوَ مَنْ يَبْكِيْهِ وَاَمَّا عَلٰى رِوَايَةِ لِيَبْكِ يَزِيْدَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَنَصْبِ يَزِيْدَ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ **لِخُصُوْمَةٍ** مُتَعَلِّقٌ بِضَارِعٍ اَىْ يَبْكِيْهِ مَنْ يَذُلُّ وَيَعْجِزُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْخُصَمَاءِ لِاَنَّهٗ كَانَ ظَهِيْرًا لِلْعَجَزَةِ وَالْاَذِلَّاءِ وَاٰخِرُ الْبَيْتِ **وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ** وَالْمُخْتَبِطُ السَّائِلُ مِنْ غَيْرِ وَسِيْلَةٍ وَالْاِطَاحَةُ اَلْاِهْلَاكُ وَالطَّوَائِحُ جَمْعُ مُطِيْحَةٍ عَلٰى غَيْرِ الْقِيَاسِ كَلَوَاقِحَ جَمْعُ مُلْقِحَةٍ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمُخْتَبِطٍ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ يَعْنِىْ وَيَبْكِيْهِ اَيْضًا مَنْ يَسْاَلُ بِغَيْرِ وَسِيْلَةٍ مِنْ اَجْلِ اِهْلَاكِ الْمُهْلِكَاتِ مَالَهٗ وَمَا يَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلٰى تَحْصِيْلِ الْمَالِ لِاَنَّهٗ كَانَ مُعْطِى السَّائِلِيْنَ بِغَيْرِ وَسِيْلَةٍ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ لِقَرِيْنَةٍ دَالَّةٍ عَلٰى تَعَيُّنِهٖ **وُجُوْبًا** اَىْ حَذْفًا وَاجِبًا **فِىْ مِثْلِ** قَوْلِهٖ تَعَالٰى **وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ** اَىْ فِىْ كُلِّ مَوْضَعٍ حُذِفَ الْفِعْلُ ثُمَّ فُسِّرَ لِرَفْعِ الْاِبْهَامِ النَّاشِىْ مِنَ الْحَذْفِ فَاِنَّهٗ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ لَمْ يَبْقَ الْمُفَسِّرُ مُفَسِّرًا بَلْ صَارَ حَشْوًا بِخِلَافِ الْمُفَسَّرِ الَّذِىْ فِيْهِ اِبْهَامٌ دُوْنَ حَذْفِهٖ فَاِنَّهٗ يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مُفَسِّرِهٖ كَقَوْلِكَ جَاءَنِىْ رَجُلٌ اَىْ زَيْدٌ فَتَقْدِيْرُ الْاٰيَةِ وَاِنِ اسْتَجَارَكَ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَحَدٌ فِيْهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوْفٍ وُجُوْبًا وَهُوَ اسْتَجَارَكَ الْاَوَّلُ الْمُفَسَّرُ بِاسْتَجَارَكَ

الثَّانِى وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ لِاَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ مُغْنٍ عَنْهُ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ مَرْفُوْعًا بِالْاِبْتِدَاءِ لِامْتِنَاعِ دُخُوْلِ حَرْفِ الشَّرْطِ عَلَى الْاِسْمِ بَلْ لَابُدَّ لَهُ مِنَ الْفِعْلِ **وَقَدْ يُحْذَفَانِ** اَىِ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ **مَعًا** دُوْنَ الْفَاعِلِ وَحْدَهُ **فِىْ مِثْلِ نَعَمْ** جَوَابًا **لِمَنْ قَالَ اَقَامَ زَيْدٌ** اَىْ نَعَمْ قَامَ زَيْدٌ فَحُذِفَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ وَذُكِرَ نَعَمْ فِىْ مَقَامِهَا وَهٰذَا الْحَذْفُ جَائِزٌ بِقَرِيْنَةِ السُّؤَالِ لَا وَاجِبٌ لِعَدَمِ قِيَامِ مَا يُؤَدِّىْ مُؤَادَهُ فِىْ مَقَامِهِ كَالْمُفَسِّرِ فَيَلْزَمُ فِى الْكَلَامِ اِسْتِدْرَاكٌ وَاِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَا الْاِسْمِيَّةُ بِاَنْ يُقَالَ اَىْ نَعَمْ زَيْدٌ قَامَ لِيَكُوْنَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ فِىْ كَوْنِهِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً ـ

সহজ তরজমা

আর কখনো ফায়েলের জন্য رفع দানকারী **ফে'লকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় করীনা পাওয়া যাওয়ার সময়,** যে করীনা বিলুপ্ত ফে'ল নির্ধারণে নির্দেশক হয়ে থাকে **জায়েয হিসেবে** তথা জায়েয বিলোপ হিসেবে। زَيْد এর মতো ফায়েল এর উত্তরের মধ্যে অর্থাৎ বিদ্যমান প্রশ্নের জবাবে অবস্থিত তারকীবের মধ্যে, **তার উত্তরে যে বলেছে : কে দাঁড়িয়েছে?** যার সাথে দণ্ডায়মান প্রতিষ্ঠিত তার সম্বন্ধে প্রশ্নকারী হয়ে। সুতরাং আপনাকে (এর জবাব) قَامَ কে বিলুপ্ত করে زَيْدٌ অর্থাৎ قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়িয়েছে) বলা জায়েয হবে এবং قَامَ উল্লেখ করত ও قَامَ زَيْدٌ বলা জায়েয হবে। আর (قَامَ) ফে'লটিকে উহ্য মানা হয়েছে, খবরকে নয়। কেননা খবর উহ্য মেনে নেওয়াতে جملة র বিলোপন আবশ্যক হয় এবং ফে'ল উহ্য মেনে নেওয়াতে جملة -এর দুই অংশের একাংশ বিলোপদ আবশ্যক হয়। আর বিলুপ্তিকরণে কম করাটাই উত্তম। তেমনিভাবে জায়েয হিসেবে ওই তারকীবে ফে'ল বিলুপ্ত করা হয়, যেটি উহ্য প্রশ্নের জবাবে অবস্থিত হয়। যেমন : ইয়াযীদ ইবনে নাহশালের মরযিয়াতে কবি (যেরার ইবনে নাহশাল) এর উক্তি **لِيُبْكَ** মাজহূলের ভিত্তিতে **يَزِيْدُ** এটি مفعول ما لم يسم فاعله-এর ভিত্তিতে মারফূ হয়েছে। **ضَارِعٌ** অর্থাৎ ইয়াযীদের জন্য অক্ষম, দুর্বল ব্যক্তির ক্রন্দন করা উচিত। ضَارِع শব্দটি উহ্য يَبْكِيْهِ ফে'লের ফায়েল হয়েছে অনুল্লেখিত প্রশ্নের করীনার কারণে। আর তা হচ্ছে مَنْ يَبْكِيْهِ (তার জন্য কে ক্রন্দন করবে?) আর এক বর্ণনার ভিত্তিতে يَبْكِ মা'রূফের সীগাহর উপর এবং يَزِيْد র যবরের সাথে পড়াটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্য থেকে হবে না। **لِخُصُوْمَةٍ** (ঝগড়ার জন্য) এটি ضَارِع এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াযীদ ইবনে নাহশালের জন্য প্রত্যেক ওই ব্যক্তির ক্রন্দন করা উচিত যে প্রতিপক্ষ শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে অক্ষম ও দুর্বল। শে'রের শেষপংক্তিটি হল : **وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ** - مُخْتَبِط অর্থ অসীলাবিহীন ভিক্ষাপ্রার্থী, اَلْاِطَاحَه অর্থ ধ্বংস করা, طَوَائِحُ খেলাফে কিয়াস مُطِيْحَه এর বহুবচন। যেমন لَوَاقِح শব্দটি খেলাফে কিয়াস منقحة এর বহুবচন। আর مِمَّا - مُخْتَبِط এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর (مِمَّا এর মধ্যস্থিত) مَا টি মাসদারী। অর্থাৎ ইয়াযীদের জন্য সেই ব্যক্তিরও ক্রন্দন করা উচিত, যে অসীলা বিহীন ভিক্ষা প্রার্থনা করত। আবার কখনো ফায়েলের জন্য رفع দানকারী ফে'লকে ফে'ল নির্ধারক করীনা থাকার সময় **ওয়াজিব হিসেবে** বিলুপ্ত করা হয় তথা ওয়াজিব বিলোপ হিসেবে। **আল্লাহর বাণীটির মতো তারকীব :** **وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ** (যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করে) অর্থাৎ ওই স্থানে (ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব)

যেখানে ফে'লকে বিলুপ্ত করা হয়, এরপর বিলুপ্তির কারণে সৃষ্ট অস্পষ্টতা দূর করার জন্য তার ব্যাখ্যা করা হয়। কেননা যদি مُفَسِّر কে উল্লেখ করে দেওয়া হয় ,তা হলে مُفَسِّر টি مُفَسِّر হিসেবে বাকি থাকবে না বরং অর্থহীন অতিরঞ্জন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে মুফাস্সারের মধ্যে বিলোপ ছাড়া (আভিধানিক বা পারিভাষিক অর্থের ভিত্তিতে) অন্য কোনো অস্পষ্টতা থাকে তবে তার মধ্যে এবং তার মুফাসসিরের মধ্যে একত্রিত করণ জায়েয হবে। যেমন : আপনার উক্তি : جَاءَنِيْ رَجُلٌ اَيْ زَيْدٌ । সুতরাং আয়াতটির স্বরূপ হবে : وَاِنِ اسْتَجَارَكَ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ অতএব, এতে احد শব্দটি ওয়াজিব হিসেবে বিলুপ্ত ফে'লের ফায়েল। আর সেই বিলুপ্ত ফে'লটি হল প্রথম اِسْتَجَارَكَ যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় اِسْتَجَارَكَ দ্বারা। আর প্রথম اِسْتَجَارَكَ টি বিলোপ করা এ জন্য যে, তার মুফাস্সিরটি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং প্রথমটি থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছে। আর احد শব্দটি মুবতাদা হওয়ার কারণে মারফূ' হওয়া জায়েয হবে না। কারণ, ইসমের উপর হরফে শর্তের প্রবেশ করাটা না জায়েয বরং হরফে শর্তের জন্য ফে'ল হওয়া আবশ্যক।

আবার কখনো দুটিই তথা ফে'ল ও ফায়েল একসাথে, কেবল ফায়েল নয় **বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় نَعَمْ এর মতো তারকীবে, যা ওই ব্যক্তির জবাবে আসে যে বলে : اَقَامَ زَيْدٌ؟ যায়েদ কি দণ্ডায়মান হয়েছে?** অর্থাৎ نَعَمْ قَامَ زَيْدٌ –হ্যাঁ। যায়েদ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং جمله فعليه কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তার স্থানে نَعَمْ কে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। আর এ বিলোপটি জায়েয প্রশ্নের করীনার কারণে ওয়াজিব নয়। কেননা قَامَ زَيْدٌ এর স্থানে এমন কোনো কিছু রাখা হয় নি যে, মুফাস্সিরের মতো তার মর্মকে আদায় করতে পারবে, যার ফলে বাক্যে অনর্থক অতিরঞ্জন লাযিম আসবে। আর جمله فعليه উহ্য মানা হয়েছে, جمله اسميه নয় অর্থাৎ نَعَمْ زَيْدٌ قَامَ এভাবে বলা যাবে না। যাতে جمله فعليه হওয়ার মধ্যে জবাবটি প্রশ্নের মোতাবেক হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الخ : এখান থেকে বর্ণনা করছেন যে, ফে'ল যেটি ফায়েলের জন্য رفع (পেশ) দানকারী তাকে কখনো বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। তবে শর্ত হল করীনা দ্বারা তার জ্ঞান লাভ হয়ে যেতে হবে।

قَوْلُهٗ : جَوَازًا اَيْ حَذْفًا جَائِزًا : এর দ্বারা শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন যে, جَوَازًا এর মাওসূফ حَذْفًا উহ্য রয়েছে এবং সেটি يُحْذَفُ ফে'লের মাফউলে মুতলাক হয়েছে। جَوَازًا কে جَائِزًا এর অর্থে এজন্য নেওয়া হয়েছে, যাতে তার এর সিফত হওয়া সহীহ হয়ে যায়। কেননা جَوَازًا শব্দটি মাসদার আর মাসদার সিফত হতে পারে না। যেখানেই মাসদার সিফত হয়, সেখানে তাকে ইসমে ফায়েলের অর্থে নেওয়া হয়।

قَوْلُهٗ : فِيْ مِثْلِ زَيْدٌ اَيْ فِيْمَا كَانَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ الخ : র কারণে ফে'ল বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ বর্ণনা করছেন। সুতরাং এ উদাহরণটিতে سُؤَال مُحَقَّق বা বিদ্যমান প্রশ্নটি হচ্ছে করীনা, এ জন্য ফে'লকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ : একটি প্রশ্ন হয় যে, এখানে زَيْد এর পূর্বে ফে'ল উহ্য মানার প্রয়োজনটা কিসের? এর মূল স্বরূপ قَامَ زَيْدٌ বের করার আবশ্যকতা কেন? এর মূল স্বরূপ তো زَيْدٌ قَامَ ও হতে পারে। এমতাবস্থায় زَيْد মুবতাদা এবং قَامَ ফে'লও ফায়েল মিলিত হয়ে زَيْد এর খবর হবে। তখন উদাহরণটি খবর উহ্য হওয়ার হবে, ফে'লের নয় যার ফায়েল زَيْد কে বানানো যাবে। শারেহ لِاَنَّ تَقْدِيْرَ الْخَبَرِ দ্বারা জবাব দিচ্ছেন যে, বিলোপে কম করাটা উত্তম। আর যদি ফে'লকে পরে বের করে তাকে زَيْد মুবতাদার খবর সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়, তা হলে جمله র বিলোপ লাযিম আসে। কেননা তখন قَامَ ফে'ল এবং তার মধ্যকার هُوَ যমীর ফায়েল হবে, এরপর ফে'ল ও ফায়েল মিলিত হয়ে زَيْد এর খবর হবে। আর যদি زَيْد এর পূর্বে ফে'ল বের করা হয়, তা হলে তখন শুধু ফে'লের حَذْف লাযিম আসবে, جمله র নয়। কেননা زَيْد ফায়েল তো বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ : এর আগের উদাহরণটি ছিল, যেখানে سُوَالُ مُحَقَّقٍ এর জবাবে ফে'লকে حذف করা হয়েছে। এখন বর্ণনা করছেন যে, কখনো سُوَالُ مُقَدَّرٍ বা উহ্য প্রশ্নের জবাবেও ফে'লকে বিলুপ্ত করা হয়ে থাকে। যেমন : وَلِيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ - وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ

তরজমা : ইয়াযীদের জন্য এমন ব্যক্তির ক্রন্দন করা উচিত, যে শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম এবং সেই ব্যক্তিরও ক্রন্দন করা উচিত, যে অসীলাবিহীন ভিক্ষা প্রার্থনা করত। কেননা কালের ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং সম্পদ অর্জন করার মতো উপকরণাদিও ধ্বংস করে দিয়েছে।

তারকীব : لِيُبْكَ ফে'লে মাজহুল, يَزِيْد তার নায়েবে ফায়েল। ফে'ল তার নায়েবে ফায়েলের সাথে মিলিত হয়ে جملہ فعلیہ خبریہ হয়েছে। ضَارِعٌ হল يَبْكِيْهِ উহ্য ফে'লের ফায়েল, ہ যমীরটি মাফউল বিহি, لِخُصُوْمَةٍ জার-মাজরূর মিলিত হয়ে ضارع শিবহে ফে'লের মুতা'আল্লিক, ضَارِع শিভহে ফে'ল তার মুতা'আল্লিকের সাথে মিলে মা'তূফ আলাইহি, ومخبط এর মধ্যে واو টি عاطفه - مُخْتَبِط শিবহে ফে'ল, مِن جارہ টি مَا মাসদারিয়া, تطيح ফে'ল, طوائح ফায়েল। ফে'ল-ফায়েল মিলে মাসদারের তা'বীলে হয়ে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে مخبط এর মুতা'আল্লিক হয়েছে। مخبط শিবহে ফে'ল তার মুতাআল্লিকের সাথে মিলিত হয়ে মা'তূফ হয়েছে ضَارِع মা'তূফ আলাইহির। মা'তূফ আলাইহি তার মা'তূফের সাথে মিলে ফায়েল হয়েছে يَبْكِيْهِ ফে'লের, ফে'ল-ফায়েল মিলিত হয়ে جملہ فعلیہ خبرہ হয়েছে। এ উদাহরণটিতে وَلِيُبْكَ يَزِيْد-এর উপর প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, ইয়াযীদের জন্য কে ক্রন্দন করবে? ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ الخ দ্বারা তার জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে উহ্য প্রশ্নে يَبْكِيْ ফে'ল রয়েছে এবং জবাবের মধ্যেও এ ফে'লটিই হয়েছে। তাই سُوَالُ مُقَدَّرٍ এর করীনার কারণে ফে'লটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

يُحْذَفُ الْفِعْلُ এরপর শারেহ রহ. اَلرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফে'ল দ্বারা তা وصف বা বিশেষণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফায়েলকে رفع (পেশ) দানকারী, চাই ফে'ল হোক অথবা শিবহে ফে'ল।

قَوْلُهُ : وُجُوْبًا اَىْ حَذْفًا وَاجِبًا : حَذْفًا جَائِزًا বের করার কারণ তাই, যা حَذْفًا وَاجِبًا এর ছিল। এখান থেকে বলতে চাচ্ছেন, কখনো ফে'লকে وُجُوْبًا অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, যখন বিলোপ করা বা حذف এর করীনা বিদ্যমান থাকে এবং محذوف বা উহ্য শব্দের স্থলাভিষিক্তও পাওয়া যায়। যেমন : وان احد من الْمُشْرِكِيْنَ الخ এখানে اَحَد এর পূর্বে ফে'ল বিলোপের করীনা হল ان শব্দটি। কেননা ان হচ্ছে হরফে শর্ত এটি প্রবেশ করে فِعْل এর ওপর। যদি ফে'ল না আনা হয়, তা হলে বুঝা যাবে এখানে কোনো ফে'ল উহ্য রয়েছে। এরপর اِسْتَجَارَكَ এটি উহ্য ফে'লের তাফসীর বা ব্যাখ্যা। এবার উহ্য ফে'ল যেটি مُفَسَّر তাকে উল্লেখ করে দেওয়া হয়, তা হলে مُفَسِّر এবং مُفَسَّر এর একত্রিত হওয়া লাযিম আসবে। আর সেটি এরকম অবস্থাতে নাজায়েয। অর্থাৎ যেই অবস্থায় ফে'লের বিলোপের পর অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সেই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য তাফসীর বা ব্যাখ্যা আনা হয়। আর যদি حَذْف ব্যতীত অস্পষ্টতা দেখা দেয়, তা হলে সে অবস্থাতে مُفَسِّر এবং مُفَسَّر এর একত্রিত হওয়াটা নাজায়েয নয়। যেমন : جَاءَنِىْ رَجُلٌ اَىْ زَيْدٌ (আমার নিকট একজন ব্যক্তি তথা যায়েদ এসেছে) এখানে رَجُل উল্লেখিত হওয়াবস্থায়ও অস্পষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে না কোন رَجُل বা ব্যক্তি এসেছে? যায়েদ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করে অস্পষ্টতাকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। এখানে مُفَسَّر তথা رَجُل এবং مُفَسِّر তথা زَيْدٌ উভয়টিই বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَقَدْ يُحْذَفَانِ : কখনো ফে'ল এবং ফায়েল উভয়টাকেই বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। এখানেও করীনার শর্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ : فِىْ مِثْلِ نَعَمْ : অর্থাৎ যে প্রশ্নের জবাবে نَعَمْ (হ্যাঁ!) আসে যেখানে ফে'ল এবং ফায়েল উভয়টাকে বিলুপ্ত করা যেতে পারে। যেমন : যদি اَقَامَ زَيْدٌ (যায়েদ কি দাঁড়িয়েছে?) এবং তার জবাব نَعَمْ দ্বারা দেওয়া হয়, তা হলে এখানে نَعَمْ এরপর قَامَ زَيْدٌ কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল।

وَاِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ اِذِ التَّنَازُعُ يَجْرِىْ فِىْ غَيْرِ الْفِعْلِ اَيْضًا نَحْوُ زَيْدٌ مُعْطٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًا وَبَكْرٌ كَرِيْمٌ وَشَرِيْفٌ اَبُوْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْفِعْلِ لِاِصَالَتِهٖ فِى الْعَمَلِ وَاِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ مَعَ اَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يَقَعُ فِىْ اَكْثَرِ مِنْ فِعْلَيْنِ اِقْتِصَارًا عَلٰى اَقَلِّ مَرَاتِبِ التَّنَازُعِ وَهُوَ الْاِثْنَانِ **ظَاهِرًا** اَىْ اِسْمًا ظَاهِرًا وَاقِعًا **بَعْدَهُمَا** اَىْ بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ اِذِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِمَا اَوِ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا مَعْمُوْلٌ لِلْفِعْلِ الْاَوَّلِ اِذْ هُوَ يَسْتَحِقُّهٗ قَبْلَ الثَّانِىْ فَلَا يَكُوْنُ فِيْهِ مَجَالُ التَّنَازُعِ وَمَعْنٰى تَنَازُعِهِمَا فِيْهِ اِنَّهُمَا بِحَسْبِ الْمَعْنٰى يَتَوَجَّهَانِ اِلَيْهِ وَيَصِحُّ اَنْ يَكُوْنَ هُوَ مَعَ وُقُوْعِهٖ فِىْ ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ مَعْمُوْلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدَلِ فَحِيْنَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَنَازُعُهُمَا فِى الضَّمِيْرِ الْمُتَّصِلِ لِاَنَّ الْمُتَّصِلَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُمَا يَكُوْنُ مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ الثَّانِىْ وَهُوَ كَوْنُهٗ مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ الثَّانِىْ لَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْمُوْلًا لِلْفِعْلِ الْاَوَّلِ كَمَا لَا يَخْفٰى وَاَمَّا الضَّمِيْرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا نَحْوُ مَا ضَرَبَ وَاَكْرَمَ اِلَّا اَنَا فَفِيْهِ تَنَازُعٌ لٰكِنْ يُمْكِنُ قَطْعُهٗ بِمَا هُوَ طَرِيْقُ الْقَطْعِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ اِضْمَارُ الْفَاعِلِ فِى الْاَوَّلِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّيْنَ وَفِى الثَّانِى عِنْدَ الْكُوْفِيِّيْنَ لِاَنَّهٗ لَا يُمْكِنُ اِضْمَارُهٗ مَعَ اِلَّا لِاَنَّهٗ حَرْفٌ لَا يَصِحُّ اِضْمَارُهٗ وَلَا بِدُوْنِهٖ لِفَسَادِ الْمَعْنٰى لِاَنَّهٗ يُفِيْدُ نَفْىَ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ وَالْمَقْصُوْدُ اِثْبَاتُهٗ لَهٗ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالتَّنَازُعِ هٰهُنَا مَا يَكُوْنُ طَرِيْقُ قَطْعِهٖ اِضْمَارَ الْفَاعِلِ فَلِهٰذَا خَصَّهٗ بِالْاِسْمِ الظَّاهِرِ وَاَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ فِى الضَّمِيْرِ الْمُنْفَصِلِ فَعَلٰى مَذْهَبِ الْكِسَائِىِّ يُقْطَعُ بِالْحَذْفِ وَاَمَّا عَلٰى مَذْهَبِ الْفَرَّاءِ فَيَعْمَلَانِ مَعًا وَاَمَّا عَلٰى مَذْهَبِ غَيْرِهِمَا فَلَا يُمْكِنُ قَطْعُهٗ لِاَنَّ طَرِيْقَ الْقَطْعِ عِنْدَهُمُ الْاِضْمَارُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا عَرَفْتَ **فَقَدْ يَكُوْنُ** اَىْ تَنَازُعُ الْفِعْلَيْنِ **فِى الْفَاعِلِيَّةِ** بِاَنْ يَقْتَضِىَ كُلٌّ مِّنْهُمَا اَنْ يَكُوْنَ الْاِسْمُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا لَهٗ فَيَكُوْنَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِى اقْتِضَاءِ الْفَاعِلِيَّةِ **مِثْلُ ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ** وَقَدْ يَكُوْنُ تَنَازُعُهُمَا **فِى الْمَفْعُوْلِيَّةِ** بِاَنْ يَقْتَضِىَ كُلٌّ مِنْهُمَا اَنْ يَكُوْنَ الْاِسْمُ الظَّاهِرُ مَفْعُوْلًا فَيَكُوْنَانِ

مُتَّفِقَيْنِ فِى اقْتِضَاهُ الْمَفْعُوْلِيَّةِ **مِثْلُ ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا** وَقَدْ يَكُوْنُ تَنَازُعُهُمَا **فِى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ** وَذٰلِكَ يَكُوْنُ عَلٰى وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَقْتَضِىَ كُلٌّ مِّنْهُمَا فَاعِلِيَّةَ اِسْمٍ ظَاهِرٍ وَمَفْعُوْلِيَّةَ اِسْمٍ ظَاهِرٍ اٰخَرَ فَيَكُوْنَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِىْ ذٰلِكَ الْاِقْتِضَاءِ مِثْلُ ضَرَبَ وَاَهَانَ زَيْدٌ عَمْرًا وَلَيْسَ هٰذَا قِسْمًا ثَالِثًا مِنَ التَّنَازُعِ بَلْ هُوَ اِجْتِمَاعُ الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ وَثَانِيْهِمَا اَنْ يَقْتَضِىَ اَحَدُ الْفِعْلَيْنِ فَاعِلِيَّةَ اِسْمٍ ظَاهِرٍ وَالْاٰخَرُ مَفْعُوْلِيَّةَ ذٰلِكَ الْاِسْمِ الظَّاهِرِ بِعَيْنِهٖ وَلَا شَكَّ فِى اخْتِلَافِ اقْتِضَاءِ الْفِعْلَيْنِ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُقَابِلُ لِلْاَوَّلَيْنِ فَقَوْلُهٗ **مُخْتَلِفَيْنِ** لِتَخْصِيْصِ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ بِالْاِرَادَةِ يَعْنِىْ قَدْ يَكُوْنُ تَنَازُعُ الْفِعْلَيْنِ وَاقِعًا فِى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ حَالَ كَوْنِ الْفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِى الْاِقْتِضَاءِ وَذٰلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ اِلَّا اِذَا كَانَ الْاِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ وَاحِدًا وَاِنَّمَا لَمْ يُوْرِدْ مَثَلًا لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ لِاَنَّهٗ اِذَا اُخِذَ فِعْلٌ مِّنَ الْمِثَالِ الْاَوَّلِ وَفِعْلٌ مِّنَ الْمِثَالِ الثَّانِىْ حَصَلَ مِثَالٌ لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ وَذٰلِكَ يُتَصَوَّرُ عَلٰى وُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ مِثْلُ ضَرَبَنِىْ وَضَرَبْتُ زَيْدًا وَاَكْرَمَنِىْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا اَوْ ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا وَاَكْرَمَنِىْ وَضَرَبْتُ زَيْدًا اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكُوْنُ الْاِسْمُ الظَّاهِرُ مَوْقُوْعًا ـ

সহজ তরজমা

আর যখন দ্বন্ধ করে দুটি ফে'ল বরং দু'টি আমেল। কারণ, এ দ্বন্ধটি তো গায়রে ফে'লের মধ্যেও চলে থাকে (উদাহরণত ইসমে ফায়েলের মধ্যে) যেমন : بَكْرٌ كَرِيْمٌ وَشَرِيْفٌ اَبُوْهُ ও زَيْدٌ مُعْطٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًا । আর মুসান্নিফ রহ. ফে'লের উপর যথেষ্ট করেছেন (এবং ইসমে ফায়েলের কথা উল্লেখ করেন নি)। কারণ, ফে'ল হচ্ছে আমলের মধ্যে আসল। আর মুসান্নিফ রহ. (দ্বিবচনের সাথে) فِعْلَان বলেছেন, অথচ এ দ্বন্দ্বটি দু'য়ের দ্বন্দ্বের সর্বস্বল্প স্তরের উপর যথেষ্ট করার জন্য। আর দ্বন্দ্বের সর্ব নিম্নস্তর হচ্ছে দু'টি (ফে'ল) যাহিরের মধ্যে তথা ইসমে যাহিরের মধ্যে যেটি অবস্থিত হয় এ দু'টি ফে'লের পর, অর্থাৎ দুটি ফে'লের পর (অবস্থিত হয়)। কেননা যে ইসমটি দু'ফে'লের পূর্বে হবে অথবা এ দু'টির মাঝে হবে সেটা তো প্রথশ ফে'লের মা'মূল হবে। কারণ দ্বিতীয়টির পূর্বেই প্রথমটি হকদার। সুতরাং তার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবকাশই থাকবে না। আর দু'টি ফে'লের এ ইসমে যাহিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব করার মর্ম হল, ফে'ল দু'টি এ ইসমে যাহিরের দিকে নিজ অর্থের প্রেক্ষিতে ধাবিত হবে। আর এ ইসমটি তার এ স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পর্যায়ক্রমে উভয় ফে'লের মধ্য থেকে প্রত্যেকটির মা'মূল হওয়াটা সহীহ হবে। সুতরাং তখন যমীরে মুত্তাসিলের মধ্যে ফে'ল দু'টির দ্বন্দ্ব কল্পনা করা যেতে পারে না। কেননা যমীরে মুত্তাসিল যেটি উভয়

ফে'লের পর অবস্থিত হবে, সেটি দ্বিতীয় ফেলের সাথে মুত্তাসিল (সংযুক্ত) থাকবে, তাই প্রথম ফে'লের মা'মূল হওয়াটা জায়েয হবে না। যা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। আর যমীরে মুনফাসিল যেটি উভয় ফে'লের পর অবস্থিত হয়, তার মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় বটে, যেমন : مَا ضَرَبَ وَاَكْرَمَ اِلَّا اَنَا এতে দ্বন্দ্ব হয়েছে; তবে নাহবীগণের নিকট স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী সেই দ্বন্দ্বটি নিরসন করা সম্ভব হয় না। আর সেই পদ্ধতি হল বসরাবাসী নাহবীদের মতে প্রথম ফে'লে যমীর দেওয়া এবং কূফাবাসী নাহবীগণের মতে দ্বিতীয় ফে'লে যমীর দেওয়া। আর দ্বন্দ্ব নিরসন এ জন্য সম্ভব নয় যে, اِلَّا সহ যমীরে মুনফাসিলের উহ্য মানা সম্ভব নয়। কেননা اِلَّا হচ্ছে হরফ, যাকে উহ্য মানা ঠিক নয় এবং اِلَّا ছাড়াও উহ্য হতে পারে না। (অর্থ নষ্ট) হয়ে যাওয়ার কারণে) কেননা اِلَّا ব্যতীত ফায়েলের যমীর মেনে নেওয়াতে ফায়েল থেকে ফে'লের নফী করার অর্থ দিবে। অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে ফায়েলের জন্য ফে'লকে প্রমাণিত করা। আর এখানে মুসান্নিফের দ্বন্দ্ব দ্বারা ওই দ্বন্দ্ব উদ্দেশ্য, যা নিরসনের পন্থা হল ফায়েলের যমীর দেওয়া। এ জন্যই মুসান্নিফ রহ. تَنَازُع বা দ্বন্দ্বটিকে ইসমে যাহিরের সাথে খাস করেছেন। আর যে تَنَازُع বা দ্বন্দ্বটি যমীরে মুনফাসিলের মধ্যে সংঘটিত হয় সেটি ইমাম কাসাঈর মতানুসারে حَذْف বা বিলোপ দ্বারা দূর করা হবে এবং ফাররার মতানুসারে উভয় ফে'ল একসাথে আমল করবে এবং কাসাঈ ও ফাররা ব্যতীত অন্যান্যদের মাযহাবের ভিত্তিতে তো এ দ্বন্দ্বটি দূর করা সম্ভব হবে না। কেননা তাঁদের মতানুসারে দ্বন্দ্ব দূর করার পন্থা হল একমাত্র যমীর দেওয়া। আর সেটা তো অসম্ভব, যেরূপ আপনি জেনে এসেছেন। সুতরাং কখনো এটি তথা দুই ফে'লের দ্বন্দ্ব ফায়েল হওয়ার মধ্যে হয়ে থাকে। এভাবে যে, উভয় ফে'লের প্রত্যেকটি ইসমে যাহিরটিকে তার ফায়েল বানাতে চায়। সুতরাং উভয় ফে'ল ফায়েল বানানোর দাবিতে এক ও অভিন্ন। যেমন : ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ। আবার কখনো উভয় ফে'লের দ্বন্দ্ব হয় মাফউল হওয়ার মধ্যে এভাবে যে, উভয় ফে'লের প্রত্যেকটি ইসমে যাহিরটিকে তার মাফউল বানাতে চায়। সুতরাং তখন ফে'ল দুটি মাফউলের দাবিতে এক ও অভিন্ন হবে। যেমন : ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا। আবার কখনো ফে'ল দুটির দ্বন্দ্ব হয় ফায়েল ও মাফউল হওয়ার মধ্যে। আর এটি দুটি সুরতকে শামিল রাখবে। একটি হল, উভয় ফে'লের প্রত্যেকটি চায় একটি ইসমে যাহিরকে ফায়েল বানাতে এবং অপর ইসমে যাহিরকে মাফউল বানাতে। সুতরাং উভয় ফে'ল এ চাওয়াটির মধ্যে এক হল। যেমন : ضَرَبَ وَاَهَانَ زَيْدٌ عَمْرًا। আর এটি দ্বন্দ্বের তৃতীয় কোনো প্রকার নয় বরং এটি প্রথম দু'প্রকারের সমন্বিত রূপ। দ্বিতীয় সুরত হল, দুই ফে'লের একটি চায় ইসমে যাহিরকে ফায়েল বানাতে এবং দ্বিতীয় ফে'ল হুবহু ওই ইসমে যাহিরটিকেই মাফউল বানাতে চায়। এ সূরতে উভয় ফে'লের দাবিতে অবশ্যই বিরোধ রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে তৃতীয় প্রকার, যেটি প্রথম দুই প্রকারের বিপরীত। সুতরাং মুসান্নিফের উক্তি : مُخْتَلِفَيْنِ ইচ্ছাকৃতভাবে এ সুতরটিকে খাস করার জন্যই। অর্থাৎ কখনো দুই ফে'লের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় ফায়েল ও মাফউল হওয়ার মধ্যে এমতাবস্থায় যে, ফে'ল দুটি দাবির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এ তৃতীয় প্রকারটি তখনই কল্পনা করা যেতে পারে, যখন ইসমে যাহিরটি যার মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে সেটি এক হয়। আর মুসান্নিফ রহ. তৃতীয় প্রকারটির উদাহরণ পেশ করেন নি। কারণ, যখন প্রথম উদাহরণ থেকে একটি ফে'ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণ থেকে আরেকটি ফে'ল গ্রহণ করা হবে, তখন তৃতীয় প্রকারটির উদাহরণ অর্জিত হয়ে যাবে। আর (উল্লেখিত উদাহরণগুলো থেকে) তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ বিভিন্নভাবে কল্পিত হয়। ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا - اَكْرَمَنِىْ وَضَرَبْتُ زَيْدًا ও اَكْرَمَنِىْ وَضَرَبْتُ زَيْدًا ইত্যাদি যেখানে ইসমে যাহিরটি মারফূ' হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ : শারেহ রহ. عَامِلَانِ এনে বলে দিয়েছেন যে, فِعْلَانِ দ্বারা দু'টি আমেল উদ্দেশ্য, চাই ফে'ল হোক অথবা শিবহে ফে'ল। فِعْلَانِ বলেছেন এ জন্য যে, আমলের মধ্যে ফে'ল হচ্ছে আসল। আর فِعْلَانِ দ্বিবচনের সীগাহ এনেছেন تَنَازُع এর সর্বনিম্নস্তর বর্ণনা করার জন্য।

ফায়দা : تَنَازُع যেভাবে مرفوعات এর মধ্যে হয়, তেমনিভাবে منصوبات ও مجرورات-এর মধ্যেও হয়ে থাকে তবে مرفوعات এর মধ্যে অধিক হয়। এ জন্য এটাকে مرفوعات এর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : ظَاهِرًا اَىْ اِسْمًا ظَاهِرًا : শারেহ রহ. اِسْمًا এনে বুঝিয়েছেন, ظَاهِرًا শব্দটি সিফত এবং তার মাওসূফ উহ্য রয়েছে। ظَاهِرًا কয়েদটির ফায়দা সামনে জানা যাবে।

قَوْلُهٗ : وَاقِعًا بَعْدَهُمَا : بَعْدَهُمَا র পূর্বে وَاقِعًا এনে বলেছেন, بَعْدَهُمَا হচ্ছে যরফ। তার আমেল وَاقِعًا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ : بَعْدَهُمَا اَىْ بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ : অর্থাৎ দুই আমেলের تَنَازُع বা দ্বন্দ্ব এমন ইসমে যাহিরের মধ্যে হবে, যেটি উভয় আমেলের পর হবে। যদি উভয় ফে'ল বা আমেলের পূর্বে হয়, যেমন : زَيْدًا ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ অথবা উভয় ফে'লের মাঝে হয়, যেমন : ضَرَبْتُ زَيْدًا وَاَكْرَمْتُ তা হলে এ দু' অবস্থাতে تَنَازُع হবে না বরং প্রথম ফে'লটি আমেল হবে। কেননা এ দু'অবস্থায় দ্বিতীয় ফে'লের আমলের অধিকারই অর্জিত হয় না।

قَوْلُهٗ : وَمَعْنٰى تَنَازُعِهِمَا : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, تَنَازُع বা দ্বন্দ্ব তো হল ذِىْ رُوْح তথা প্রাণীর সিফত। দুই আমেলের মধ্যে এ সিফতটি পাওয়া যাবে কেমন করে? শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা এর জবাব দিচ্ছেন যে, تَنَازُع এর অর্থ দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া উদ্দেশ্য নয় বরং تَوَجُّه বা ধাবিত হওয়া উদ্দেশ্য। শারেহ রহ. সেই ধাবিত হওয়ার ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : فَحِيْنَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَنَازُعُهُمَا الخ : অর্থাৎ تَنَازُع এর উপরিউক্ত তাফসীলের পর জানা গেল, تَنَازُع ইসমে যাহিরের মধ্যে হবে; যমীরের মধ্যে হবে না। মীরে মুত্তাসিলের মধ্যে তো تَنَازُع এ জন্য হতে পারে না যে, এ যমীরটি সেই আমিলের সাথে মুত্তাসিল তথা সংযুক্ত হবে, সেটাই আমল করবে। প্রথম আমিলের সাথে মুত্তাসিল হলে এটিই আমল করবে, দ্বিতীয় আমিলের সাথে মুত্তাসিল হলে দ্বিতীয়টি আমল করবে। যমীরে মুনফাসিলের মধ্যেও تَنَازُع হতে পারে ﻻ। র পর অবস্থিত হওয়ার শর্তে, তবে تَنَازُع দূর করার পন্থা রয়েছে তা সম্ভব নয়। تَنَازُع দূর করার পন্থা হল, বসরী নাহবীগণের মতে যেহেতু দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়, তাই প্রথম ফে'লের মধ্যে ফায়েলের যমীর আনা হবে। আর কূফী নাহবীগণের মতানুসারে যেহেতু প্রথম ফে'লের আমল দেওয়া হয়, তাই দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে ফায়েলের যমীর আনা হবে। আর এ দুটি সুরত সম্ভব নয়। উদাহরণত مَاضَرَبَ وَاَكْرَمَ اِلَّا اَنَا র মধ্যে যমীর যদি যে কোনো ফে'লের মধ্যে اِلَّا-সহ আনা হয়, তা হলে হরফ উহ্য থাকা লাযিম আসে। কেননা اِلَّا হচ্ছে হরফ। আর যদি اِلَّا ব্যতীত আনা হয়, তা হলে অর্থ ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা مَاضَرَبَ وَاَكْرَمَ اِلَّااَنَا এর অর্থ হল : কেউ প্রহার করে নি এবং সম্মান করে নি, তবে আমিই করেছি। এতে ফায়েলের জন্য ফে'লটি প্রমানিত করা হয়েছে। আর যখন اِلَّا ব্যতীত اَنَا যমীর এতে উহ্য মানা হবে, তখন এর অর্থ হবে : আমি না প্রহার করেছি এবং না সম্মান করেছি। সুতরাং এমতাবস্থায় ফে'লের নফী হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : وَاَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ فِى الضَّمِيْرِ الْمُنْفَصِلِ الخ : শারেহ রহ. এ ইবারতটি এনে বলতে চাচ্ছেন, যমীরে মুনফাসিলের মধ্যে যে تَنَازُع ও দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়, তা দূর করার পদ্ধতি বসরী ও কূফীগণের মতানুসারে নেই, যেরূপ তা এ মাত্র বর্ণিত হয়েছে। তবে কাসাঈর মতে তা দূর করার পন্থা হল, যমীর কোনো ফে'লের মধ্যেই আনা যাবে না বরং তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া যাবে। আর ফাররা বলেন : এ অপারগতাবস্থায় উভয় ফেলেরই আমল দেওয়া হবে, যদিও এতে দুই ইল্লত (আমেল) এর একই মা'মুলের উপর একই সাথে আসাটা লাযিম আসে। তবে প্রয়োজনের কারণে এটাকে জায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَقَدْ يَكُوْنُ فِى الْفَاعِلِيَّةِ : تَنَازُع এর চারটি সুরত বর্ণনা করেছেন।

১. উভয় আমিলের تَنَازُع বা দ্বন্দ্ব হবে فاعليت এর মধ্যে। অর্থাৎ দু' আমিলই ইসমে যাহিরটিকে তার ফায়েল বানাতে চায়। যেমন : ضَرَبَنِي وَاَكْرَمَنِي زَيْدٌ (যায়েদ আমাকে প্রহার করেছে এবং সম্মান করেছে।) এতে ضَرَبَ এবং اَكْرَمَ উভয় ফে'লই زَيْد কে ফায়েল বানাতে চায়।

২. উভয় আমিলের تَنَازُع হবে مفعوليت এর মধ্যে। যেমন : ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে প্রহার করেছি এবং সম্মান করেছি।)

৩. فاعليت এবং مفعوليت উভয়টির মধ্যে تنازع হবে এবং প্রথম আমিল ইসমে যাহিরটিকে ফায়েল বানাতে চায় এবং দ্বিতীয় আমিল তাকে মাফউল বানাতে চায়। যেমন : ضَرَبَنِي وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا

৪. তিন নাম্বার সুরতের বিপরীত অর্থাৎ প্রথম আমিল মাফউল বানাতে চায় এবং দ্বিতীয় ফায়েল বানাতে চায়। যেমন : ضَرَبْتُ وَاَكْرَمَنِي زَيْدٌ।

قَوْلُهُ : مُخْتَلِفَيْنِ : এর পূর্বের ইবারত হচ্ছে وَقَدْ يَكُوْنُ تَنَازُعُهُمَا فِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ এর দুটি সুরত। ১. দুটি আমিল একটি ইসমে যাহিরকে তার ফায়েল বানাতে চায় এবং দ্বিতীয় ইসমে যাহিরকে উভয় আমিলই মাফউল বানাতে চায়। যেমন : ضَرَبَ وَاَهَانَ زَيْدٌ عَمْرًا এতে ضَرَبَ ও اَهَانَ উভয় আমিলই زَيْد কে তার ফায়েল বানাতে চাচ্ছে এবং عَمْرًا কে মাফউল বানাতে চাচ্ছে। ২. ইসমে যাহির একটাই হবে এবং দু' আমিলের মধ্য থেকে একটি আমিল এ ইসমে যাহিরটিকে ফায়েল বানাতে চায় এবং দ্বিতীয় আমিল তাকে মাফউল বানাতে চায়। মুসান্নিফ রহ. مُخْتَلِفَيْنِ শব্দটি এনে এ সুরতটিকেই নির্দিষ্ট করেছেন যে, উভয় আমিলের দাবি এ ইসমে যাহিরটির ব্যাপারে ভিন্ন হবে। এর প্রথম সুরত যার উদাহরণ হচ্ছে ضَرَبَ وَاَهَانَ زَيْدٌ عَمْرًا এটা কোনো স্বতন্ত্র প্রকার নয় বরং تَنَازُع এর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারকে এতে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। সহজতার জন্য এটাকে পৃথক প্রকার ধরা হয় এবং এভাবে تَنَازُع এর চার প্রকার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : اِنَّمَا لَمْ يُوْرِدْ مِثَالًا لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ الخ : তৃতীয় প্রকার দাড়াচ্ছে, ইসমে যাহির হবে দু'টি। একটি ইসমে যাহিরের মধ্যে উভয় আমিল ফায়েল বানাতে تَنَازُع করবে এবং দ্বিতীয় ইসমে যাহিরের মধ্যে মাফউল বানাতে تَنَازُع করবে। সুতরাং শারেহ রহ. বলতে চাচ্ছেন, মুসান্নিফ রহ. এ তৃতীয় প্রকারটির উদাহরণ বর্ণনা করেন নি। তার কারণ হল, যদি تَنَازُع এর প্রথম প্রকারের উদাহরণের কোনো একটি ফে'ল নেওয়া হয়, যার মধ্যে মধ্যে উভয় আমিল ফায়েলের দাবি করে এবং দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণের কোনো একটি ফে'ল যদি নেওয়া হয় যার মধ্যে উভয় আমিল মাফউল চায়, তা হলে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ তৈরি হয়ে যাবে। আর এটির অনেক সুরত বের হয় যেগুলোকে শারেহ রহ. وَذٰلِكَ يُتَصَوَّرُ عَلٰى وُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ দ্বারা উদাহরণসহ বর্ণনা করেছেন। এর তাফসীল লক্ষ্য করুন।

১. ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْدًا এতে প্রথম উদাহরণের প্রথম ফে'ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম ফে'ল নেওয়া হয়েছে। ২. اَكْرَمَنِي وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا এতে প্রথম উদাহরণের দ্বিতীয় ফে'ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণের দ্বিতীয় ফে'ল গ্রহণ করা হয়েছে। ৩. ضَرَبَنِي وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا এতে প্রথম উদাহরণের প্রথম ফে'ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণের দ্বিতীয় ফে'ল গ্রহণ করা হয়েছে। ৪. اَكْرَمَنِي وَضَرَبْتُ زَيْدًا এতে প্রথম উদাহরণের দ্বিতীয় ফে'ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম ফে'ল রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا يَكُوْنُ مَرْفُوْعًا : অর্থাৎ এ উল্লেখিত উদাহরণগুলোকে পাল্টিয়ে ইসমে যাহিরকে মারফূ' পড়া হলে আরো চারটি উদাহরণ বেরিয়ে আসবে। যেমন :

১. ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيْدٌ ২. ضَرَبْتُ وَاَكْرَمَنِي زَيْدٌ ৩. اَكْرَمْتُ وَضَرَبَنِي زَيْدٌ ৪. اَكْرَمْتُ وَاَكْرَمَنِي زَيْدٌ

وَيَخْتَارُ النُّحَاةُ **الْبَصْرِيُّوْنَ** إِعْمَالَ الْفِعْلِ **الثَّانِىْ** لِقُرْبِهٖ مَعَ تَجْوِيْزِ إِعْمَالِ الْأَوَّلِ وَيَخْتَارُ النُّحَاةُ **الْكُوْفِيُّوْنَ الْأَوَّلَ** اَىْ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ مَعَ تَجْوِيْزِ إِعْمَالِ الثَّانِىْ لِسَبْقِهٖ وَلِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْاِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ **فَاِنْ اَعْمَلْتَ** الْفِعْلَ **الثَّانِىْ** كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّيْنَ وَبَدَأَ بِهٖ لِاَنَّهٗ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ الْاَكْثَرُ اِسْتِعْمَالًا **اَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِى** الْفِعْلِ **الْاَوَّلِ** اِذَا اقْتَضَى الْفَاعِلَ لِجَوَازِ الْاِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ فِى الْعُمْدَةِ بِشَرْطِ التَّفْسِيْرِ وَلِلُزُوْمِ التَّكْرَارِ بِالذِّكْرِ وَامْتِنَاعِ الْحَذْفِ **عَلٰى وِفْقِ** الْاِسْمِ **الظَّاهِرِ** الْوَاقِعِ بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ اَىْ عَلٰى مُوَافَقَتِهٖ اِفْرَادًا وَتَثْنِيَةً وَجَمْعًا وَتَذْكِيْرًا وَتَانِيْثًا لِاَنَّهٗ مَرْجِعُ الضَّمِيْرِ وَالضَّمِيْرُ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا لِلْمَرْجِعِ فِىْ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ **دُوْنَ الْحَذْفِ** لِاَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ اِلَّا اِذَا سَدَّ شَيْءٌ مَسَدَّهٗ **خِلَافًا لِلْكِسَائِىِّ** فَاِنَّهٗ لَا يُضْمِرُ الْفَاعِلَ بَلْ يَحْذِفُهٗ تَحَرُّزًا عَنِ الْاِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ وَيَظْهَرُ اَثَرُ الْخِلَافِ فِىْ نَحْوِ ضَرَبَانِىْ وَاَكْرَمَنِى الزَّيْدَانِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّيْنَ وَضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِى الزَّيْدَانِ عِنْدَ الْكِسَائِىِّ **وَجَازَ** اَىْ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِىْ مَعَ اقْتِضَاءِ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ الْفَاعِلَ **خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ** فَاِنَّهٗ لَا يَجُوْزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِىْ عِنْدَ اقْتِضَاءِ الْاَوَّلِ الْفَاعِلَ لِاَنَّهٗ يَلْزَمُ عَلٰى تَقْدِيْرِ اِعْمَالِهٖ اِمَّا الْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ وَحَذْفُ الْفَاعِلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْكِسَائِىِّ بَلْ يَجِبُ عِنْدَهٗ اِعْمَالُ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ فَاِنِ اقْتَضَى الثَّانِى الْفَاعِلَ اَضْمَرْتَهٗ وَاِنِ اقْتَضَى الْمَفْعُوْلَ حَذَفْتَهٗ اَوْ اَضْمَرْتَهٗ تَقُوْلُ ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِى الزَّيْدَانِ وَلَا يَلْزَمُ حِيْنَئِذٍ مَحْذُوْرٌ وَقِيْلَ رُوِىَ عَنْهُ تَشْرِيْكُ الرَّافِعَيْنِ اَوْ اِضْمَارُهٗ بَعْدَ الظَّاهِرِ كَمَا فِىْ صُوْرَةِ تَاخِيْرِ النَّاصِبِ تَقُوْلُ ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ هُوَ وَضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَتْ زَيْدٌ هُوَ وَرِوَايَةُ الْمَتْنِ غَيْرُ مَشْهُوْرَةٍ عَنْهُ **وَحَذَفْتَ الْمَفْعُوْلَ** تَحَرُّزًا عَنِ التَّكْرَارِ لَوْ ذُكِرَ وَعَنِ الْاِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ فِى الْفَضْلَةِ لَوْ اُضْمِرَ **اِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ وَاِلَّا** اَىْ وَاِنْ لَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ **اَظْهَرْتَ** اَىِ الْمَفْعُوْلَ نَحْوُ حَسِبَنِىْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا لِاَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ حَذْفُ اَحَدِ

مَفْعُولَىْ بَابِ حَسِبْتُ وَلَا يَجُوزُ إِضْمَارٌ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ فِى الْفَضْلَةِ **وَإِنْ أَعْمَلْتَ** الْفِعْلَ **الْأَوَّلَ** كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْكُوفِيِّينَ **أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِى الْفِعْلِ الثَّانِى** لَوِ اقْتَضَاهُ نَحْوُ ضَرَبَنِى وَأَكْرَمَنِى زَيْدٌ إِذَا جَعَلْتَ زَيْدًا فَاعِلَ ضَرَبَنِى وَأَضْمَرْتَ فِى أَكْرَمَنِى ضَمِيرًا رَاجِعًا إِلَى زَيْدٍ لِتَقَدُّمِهِ رُتْبَةً فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ حِينَئِذٍ لَا حَذْفَ الْفَاعِلِ وَلَا الْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً بَلْ لَفْظًا فَقَطْ وَهُوَ جَائِزٌ وَأَضْمَرْتَ **الْمَفْعُولَ** فِى الْفِعْلِ الثَّانِى لَوِ اقْتَضَاهُ **عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ** وَلَمْ تَحْذِفْهُ وَإِنْ جَازَ حَذْفُهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ الثَّانِى مُغَايِرٌ لِلْمَذْكُورِ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ حِينَئِذٍ رَاجِعًا إِلَى لَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَةً كَمَا تَقُولُ ضَرَبَنِى وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ **إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ** مِنَ الْإِضْمَارِ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْمُخْتَارُ وَمِنَ الْحَذْفِ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْغَيْرُ الْمُخْتَارُ **فَتُظْهِرَ** الْمَفْعُولَ فَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْإِضْمَارُ وَالْحَذْفُ لَا سَبِيلَ إِلَّا إِلَى الْإِظْهَارِ نَحْوُ حَسِبَنِى وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا حَيْثُ أُعْمِلَ حَسِبَنِى فَجُعِلَ الزَّيْدَانِ فَاعِلًا لَهُ وَمُنْطَلِقًا مَفْعُولًا لَهُ وَأُضْمِرَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ فِى حَسِبْتُهُمَا وَأُظْهِرَ الْمَفْعُولُ الثَّانِى وَهُوَ مُنْطَلِقَيْنِ لِمَانِعٍ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أُضْمِرَ مُفْرَدًا خَالَفَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ وَلَوْ أُضْمِرَ مُثَنًّى خَالَفَ الْمَرْجِعَ وَهُوَ قَوْلُهُ مُنْطَلِقًا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ التَّنَازُعُ فِى هٰذِهِ الصُّورَةِ إِلَّا إِذَا لَاحَظْتَ الْمَفْعُولَ الثَّانِىَ اِسْمًا دَالًّا عَلَى اتِّصَافِ ذَاتٍ مَا بِالْإِنْطِلَاقِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ تَثْنِيَتِهِ وَإِفْرَادِهِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَنَازُعَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فِى الْمَفْعُولِ الثَّانِى لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِى مَفْعُولًا مُفْرَدًا وَالثَّانِى مَفْعُولًا مُثَنًّى فَلَا يَتَوَجَّهَانِ إِلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَلَا تَنَازُعَ ـ

সহজ তরজমা

এরপর বসরী নাহবীগণ দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়াকে উত্তম মনে করেন। এটি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে প্রথম ফে'লের আমল দেওয়াকে জায়েয মনে করার সাথে। আর কূফী নাহবীগণ প্রথমটির তথা প্রথম ফে'লের আমল দেওয়াকে উত্তম মনে করেন, দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়ার বৈধতার সাথে। এটি পূর্বে হওয়ার

কারণে এবং إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ থেকে বাঁচার জন্যে। **সুতরাং তুমি যদি** বসরীদের মাযহাবানুযায়ী **দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দাও।** আর মুসান্নিফ রহ. বসরীদের মাযহাবের সাথে শুরু করেছেন। কারণ, এটাই উত্তম মাযহাব এবং বহুল ব্যবহৃত। **তা হলে ফায়েলের যমীর দিবে প্রথম ফে'লে** যখন প্রথম ফে'ল ফায়েল চাবে। কেননা উমদার মধ্যে তাফসীর আনার শর্তের সাথে إِضْمَارُ قَبْلَ জায়েয রয়েছে। আর এ কারণে যে, (যখন প্রথম ফে'লে ইসমে যাহিরকে প্রকাশ করে দেওয়া যাবে, তখন তার উল্লেখ দ্বারা পুনরাবৃত্তি লাযিম আসে এবং ফায়েলকে (তার স্থলাভিষিক্ত না বানিয়ে) বিলুপ্ত করাও জায়েয নয়। (যমীর দেওয়া যাবে) **ইসমে যাহিরটির অনুযায়ী** যেটি উভয় ফে'লের পর অবস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের প্রেক্ষিতে ইসমে যাহিরের অনুযায়ী যমীর দেওয়া যাবে। কেননা ইসমে যাহিরটি যমীরটির মারজা', আর যমীর এ সব বিষয়ে মারজা'র মোতাবেক হওয়া আবশ্যক। **বিলুপ্ত করা নয়।** কেননা ফায়েলকে বিলুপ্ত করা জায়েয নয়, তবে যখন কোনো বস্তু তার **ইমাম কাসাঈ এ মতের বিরোধিতা করেন।** কেননা তিনি ফায়েলের যমীর দেন না বরং তিনি إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ থেকে বাঁচার জন্য ফায়েলকে বিলুপ্ত করেছেন। আর বসরীগণও ইমাম কাসাঈর মতবিরোধের ফলাফল প্রকাশ পাবে সামনের উদাহরণদ্বয়ের মধ্যে। ضَرَبَانِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ হবে বসরীদের মতে এবং ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ হবে কাসাঈর মতে। **আর** প্রথম ফে'লে ফায়েল চাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া **জায়েয রয়েছে। ইমাম ফাররা এর বিপরীত মত পোষণ করেন।** কারণ, তিনি প্রথম ফে'লের ফায়েল চাওয়ার সময় দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়াকে জায়েয মনে করেন না। কেননা তাকে আমল দেওয়ার অবস্থায় হয়তো إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসবে, যেরূপ জুমহূরের মাযহাব রয়েছে অথবা ফায়েলকে বিলুপ্ত করা লাযিম আসবে, যেরূপ ইমাম কাসাঈর মাযহাব রয়েছে। বরং ফাররার মতানুসারে প্রথম ফে'লকে আমল দেওয়া আবশ্যক। এরপর দ্বিতীয় ফে'ল যদি ফায়েল চায়, তা হলে (দ্বিতীয় ফেলে) ফায়েল যমীর দেওয়া যাবে, আর যদি মাফউল চায় তবে মাফউলকে বিলুপ্ত করে দিবে অথবা তার যমীর দিবে। তুমি বলবে : ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَانِي الزَّيْدَانِ এবং তখন কোনো নিষিদ্ধ কাজ লাযিম আসবে না। কথিত আছে, ইমাম ফাররা থেকে تشريك رافعين অথবা (প্রথম ফে'লের ফায়েলের) ইসমে যাহিরের পর যমীরে মুনফাসিল আনা বর্ণিত রয়েছে। যেরূপ মুআখখারের অবস্থায় হয়ে থাকে। তুমি বলবে : ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا هُوَ এবং ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ هُوَ। আর কাফিয়ার মতনের বর্ণনাটি ফাররা থেকে প্রসিদ্ধ নয়। **আর মাফউলকে বিলুপ্ত করে দিবে** পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য এবং ফুয'লাতে إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ হতে বাঁচার জন্য যদি মাফউলের যমীর দেওয়া হয়। **যদি মাফউল ব্যতীত কাজ চলতে পারে অন্যথায়** অর্থাৎ মাফউল ব্যতীত যদি কাজ চলতে না পারে, তা হলে **তুমি তাকে** তথা মাফউলকে **প্রকাশ করবে।** যেমন : حَسِبَنِيْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا । কেননা بَاب حَسِبْتُ-র উভয় মাফউলের একটিকেও বিলুপ্ত করা জায়েয নয়। আর দ্বিতীয় মাফউলের যমীর দেওয়াও জায়েয নয়, যাতে ফুযলার মধ্যে إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম না আসে। **আর যদি তুমি প্রথম ফে'লকে আমল দাও** যেরূপ কূফীগণের পছন্দনীয় মাযহাব, **তা হলে দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে ফায়েলের যমীর দিবে** যদি দ্বিতীয় ফে'ল ফায়েল চায়। যেমন : ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ যখন তুমি زَيْد কে ضَرَبَنِي র ফায়েল সাব্যস্ত করবে এবং اَكْرَمَنِيْ র মধ্যে যমীল দিবে যেটি زَيْد এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার স্তরের মধ্যে মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে। তখন তাতে কোনো নিষিদ্ধ বস্তু দেখা দিবে না; ফায়েলের বিলুপ্তও নয় এবং إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً-ও নয়, বরং শুধু لَفْظًا লাযিম আসবে, আর সেটি তো জায়েয রয়েছে। **আর দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে মাফউলের যমীর দিবে** যদি দ্বিতীয় ফে'ল মাফউলকে চায় **পছন্দনীয় মাযহাবের ভিত্তিতে** এবং দ্বিতীয় মাফউলকে বিলুপ্ত করবে না, যদিও বিলুপ্ত করা জায়েয রয়েছে। যাতে এ ধারণা না হয় যে, দ্বিতীয় ফে'লের মাফউলটি উল্লেখিত মাফউলের বিপরীত। তখন (দ্বিতীয় ফে'লের মাফউলের) যমীরটি এমন শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যেটি স্তর হিসেবে মুকাদ্দাম। যেম,: তুমি বলবে : ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ।

তবে কোনো প্রতিবন্ধক যদি বাধা প্রদান করে পছন্দনীয় মতানুসারে যমীর দেওয়া থেকে এবং অপছন্দসই মতানুসারে বিলুপ্ত করা থেকে, তা হলে তুমি প্রকাশ করে নিবে (দ্বিতীয় ফে'লের) মাফউলকে। কেননা যখন যমীর দেওয়া এবং বিলুপ্ত করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তা হলে তো প্রকাশ করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর রইল না। যেমন : حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا কে اَلزَّيْدَانِ । যখন حَسِبَنِيْ কে আমল দেওয়া হল এবং حَسِبَنِيْ র ফায়েল ও مُنْطَلِقًا কে (দ্বিতীয়) মাফউল বানানো হল এবং حَسِبْتُهُمَا র মধ্যে প্রথম মাফউলকে যমীর দেওয়া হল এবং প্রতিবন্ধকের কারণে দ্বিতীয় মাফউল তথা مُنْطَلِقَيْنِ কে প্রকাশ করা হল। আর প্রতিবন্ধকটা হচ্ছে, যদি (حَسِبْتُهُمَا র মধ্যে দ্বিতীয় মাফউল مُنْطَلِقَيْنِ এর স্থানে) মুফরাদের যমীর আনা হয় (এবং حَسِبْتُهُمَا اِيَّاهُ বলা হয়), তা হলে সেটি প্রথম মাফউলের বিপরীত হয়ে যেত, আর দ্বিবচনের যমীর আনা হলে সেটি মারজা'র বিরোধী হয়ে যেত, আর مَرْجِع হচ্ছে مُنْطَلِقًا । উল্লেখ্য যে, এমতাবস্থায় (مُنْطَلِقًا এর মধ্যে দুই ফে'লের) تنازع কল্পনা করা যায় না, তবে ওই সময় কল্পনা করা যাবে যখন তুমি দ্বিতীয় মাফউল (مُنْطَلِقًا) কে তার দ্বিতবচন ও একবচন হওয়ার প্রতি লক্ষ্য না করে এমন একটি ইসম গণ্য করবে, যেটি এরকম সত্তা বুঝায় যে সত্তা اِنْطِلَاق (চলার সিফত) এর সাথে منصف বা বিশেষিত। অন্যথায় (যখন দ্বিতীয় মাফউলের দ্বিবচন ও একবচনের বিষয়টি লক্ষ্য করা হবে) স্পষ্ট যে, মাফউল সম্বন্ধে উভয় ফে'লের মধ্যে কোনো تَنَازُع বা দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্রথম ফে'ল (حَسِبَنِيْ) মুফরাদ মাফউল এবং দ্বিতীয় ফে'ল (حَسِبْتُهُمَا) দ্বিবচনীয় মাফউল চায়। সুতরাং উভয় ফে'ল একই বস্তুর দিকে ধাবিত হল না। তাই تَنَازُع হল না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَيَخْتَارُ الْبَصْرِيُّوْنَ النُّحَاةُ : تَنَازُع فِعْلَيْنِ এর মধ্যে বসরা ও কূফার নাহবীগণের প্রসিদ্ধ মতবিরোধ রয়েছে। মুসান্নিফ রহ. এখানে তার এ তাফসীল বর্ণনা করছেন। এ বিষয়ে তো উভয়দল একমত যে, আমিল দু'টির মধ্য থেকে যে কোনো'টিকে আমল দেওয়া জায়েয রয়েছে; তবে উত্তম ও পছন্দনীয় কোনটি এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। বসরীগণ দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়াকে উত্তম মনে করেন। কারণ, এটি নিকটবর্তী)। আর কূফার নাহবীগণ প্রথম ফে'লে আমল দেওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ, এটি প্রথমে অবস্থিত। তা ছাড়া এতে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ ও লাযিম আসে না।

قَوْلُهُ : فَاِنْ اَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِيَ الخ : মুসান্নিফের নিকট বসরীদের মাযহাবটি পছন্দনীয়। এ জন্য এটাকে প্রথমে বর্ণনা করেছেন। বসরী নাহবীগণের মাযহাব হচ্ছে, দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া। এরপর দেখা হবে যদি প্রথম ফে'ল ফায়েল চায়, তা হলে ইসমে যাহিরের মোতাবেক প্রথম ফে'লের মধ্যে যমীর আনা হবে। ইসমে যাহির মুফরাদ হলে মুফরাদের যমীর, দ্বিবচন হলে দ্বিবচনের যমীর, বহুবচন হলে বহুবচনের যমীর আনা হবে। যেমন : ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ ـ ضَرَبَانِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ ـ ضَرَبُوْنِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ এ সব উদাহরণে দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়া হয়েছে। এজন্য এটি সর্বাবস্থায় একবচন রয়েছে এবং প্রথম ফে'লের মধ্যে ইসমে যাহিরের মোতাবেক যমীর আনা হয়েছে। তাই দ্বিবচনের অবস্থায় ضَرَبَانِيْ এবং বহুবচনের অবস্থায় ضَرَبُوْنِيْ আনা হয়েছে। ইসমে যাহিরের মোতাবেক যমীর আনার কারণ হচ্ছে, ইসমে যাহিরটি দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যস্থিত যমীরের مَرْجِع অবস্থিত হয়; আর যমীর তার মারজা'র মোতাবেক হওয়া আবশ্যক। বাকি ইসমে যাহির তো পরে অবস্থিত হয় এবং প্রথম ফে'লটি তার পূর্বে থাকে– এতে যমীর যদি ইসমে যাহিরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে তো اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসে। এর জবাব দিয়েছেন শারেহ রহ. তাঁর সামনের ইবাতরটি দ্বারা لِجَوَازِ اِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ فِى الْعُمْدَةِ بِشَرْطِ التَّفْسِيْرِ অর্থাৎ দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়াবস্থায় প্রথম ফে'লের মধ্যে যমীর আনাতে যদিও اِضْمَارقَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম

আসে বটে, তবে এটি উমদার মধ্যে তাফসীর আনার শর্তের সাথে জায়েয রয়েছে। আর সামনে যে ইসমে যাহিরটি আসছে, তা দ্বারা যমীরটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা হয়ে যাবে, এ জন্য এটাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। যদি উল্লেখ করা হয় তা হলে তা করার বা পুনরাবৃত্তি লাযিম আসে এবং বিলুপ্ত করে দিলে ফায়েলকে বিলুপ্ত করা লাযিম আসে।

قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ : কাসাঈ বসরী নাহবীগণের অনুসারী অর্থাৎ দ্বিতীয় ফে'লের আসল দেওয়াকে উত্তম বলেন। কিন্তু প্রথম ফে'ল যদি ফায়েল চায় তা হলে তাতে তিনি ফায়েলের যমীর আনেন না বরং ফায়েলকে বিলুপ্ত করে দেন। তবে এ حذف টি নিশ্চিহ্ন রূপে হবে না ত বরং حَذْفٌ بِمَعْنٰى مُقَدَّرٌ হবে।

قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ اَثَرُ الْخِلَافِ الخ : অর্থাৎ কাসাঈর বসরী নাহবীদের সাথে এ বিশেষ অবস্থাতে যে মতপার্থক্যটা রয়েছে, তার ফলাফল প্রকাশ হবে ضَرَبَانِىْ وَاَكْرَمَنِى الزَّيْدَانِ বসরীদের মতে এবং ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ الزَّيْدَانِ কাসাঈর মতে তারকীবের মধ্যে। বসরীগণ প্রথম ফে'লে যমীর দেন, তাই ضَرَبَانِىْ দ্বিবচনীয় সীগাহ আনা হবে। কেননা ইসমে যাহির اَلزَّيْدَانِ দ্বিবচনের। আর কাসাঈর মতে যেহেতু ফায়েলের যমীর যেহেতু আনা যাবে না বরং ফায়েলকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে, তাই উভয় ফে'ল মুফরাদ হবে।

قَوْلُهُ : وَجَازَ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ : অর্থাৎ যদি প্রথম ফে'ল ফায়েল চায়, তা হলে তখনো বসরীগণের মতে দ্বিতীয় ফে'লের আসল দেওয়া উত্তম। তবে ফাররা এতে মতবিরোধ করেন। তাঁর মতে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়া জায়েয নয়। তাঁর দলীল হচ্ছে, দ্বিতীয় ফে'লের আসল দেওয়াবস্থায় তো اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসে, যেরূপ জুমহূরের মাযহাব অথবা ফায়েলের বিলুপ্তি লাযিম আসে, যেরূপ কাসাঈর মাযহাব। সুতরাং এরকম অবস্থায় প্রথম ফে'লে আমল দেওয়া হবে। এরপর দেখা হবে যদি দ্বিতীয় ফে'ল ফায়েল চায়, তা হলে তাতে ফায়েলের যমীর আনা হবে, তাতে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ ও লাযিম আসে না এবং ফায়েলের বিলুপ্তিও লাযিম আসে না। আর যদি দ্বিতীয় ফে'ল মাফউল চায়, তা হলে তাকে বিলুপ্ত করতে চাইলে বিলুপ্ত করতে পার এবং যমীর দিতে চাইলে যমীরও দিতে পার; উভয়টাই জায়েয রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَقِيْلَ رُوِىَ عَنْهُ تَشْرِيْكُ الرَّافِعَيْنِ الخ : ইমাম ফাররার মতে تَنَازُعٌ বা দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি পন্থা তো তাই, যা এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে আরো দু'টি সুরত বর্ণিত আছে, এখানে তা বর্ণনা করছেন। একটি হল, যদি উভয় ফে'ল ফায়েল চায়, তা হলে উভয়টিকে ইসমে যাহিরের মধ্যে শরীক করে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ দু'নো ফে'লকে আমল দেওয়া হবে। অথবা আমল তো দ্বিতীয় ফে'লেই দেওয়া হবে এবং প্রথম ফে'লের ফায়েলের যমীর ইসমে যাহিরের পরে আনা হবে। যেমন : ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ هُوَ এতে اَكْرَمَنِىْ – زَيْدٌ ফায়েল, আর ضَرَبَنِىْ র ফায়েল হচ্ছে هُوَ যমীর যেটি زَيْد এরপর এসেছে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ فِىْ تَاخِيْرِ النَّاصِبِ : অর্থাৎ দ্বিতীয় ফে'ল যদি মাফউল চায় এবং প্রথম ফে'ল ফায়েল চায়, তা হলে এমতাবস্থায়ও দ্বিতীয় ফে'লের আমল দেওয়া হবে এবং ইসমে যাহিরটি তার মাফউল হবে, আর প্রথম ফে'লের জন্য ইসমে যাহিরের পর যমীর আনা হবে। যেমন : ضَرَبَنِىْ اَكْرَمْتُ زَيْدًا هُوَ।

قَوْلُهُ : وَحَذَفْتَ الْمَفْعُوْلَ : অর্থাৎ দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়াবস্থায় প্রথম ফে'ল যদি মাফউল চায় এবং তাকে বিলুপ্ত করার মধ্যে কোনো অসুবিধা লাযিম না আসে, তা হলে মাফউলটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। কারণ, যদি একে উল্লেখ করা হয়, তা হলে তাকরার বা পুনরাবৃত্তি লাযিম আসবে এবং যমীর দিলে ফুযলার মধ্যে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসবে।

قَوْلُهٗ : وَاِلَّا اُظْهِرَتْ : আর যদি প্রথম ফে'লের মাফউলকে বিলুপ্ত করা না যায়। উদাহরণত এটা যদি اَفْعَال قُلُوْب এর মধ্য থেকে হয়, তা হলে মাফউলকে প্রকাশ করা হবে। কেননা تَنَازُع নিরসনের তিনটি পন্থা রয়েছে। ১. اِضْمَار বা যমীর দেওয়া। حَذْف বা বিলুপ্তি। ৩. ذِكْر বা উল্লেখকরণ। যমীর আনাবস্থায় ফুযলাতে اِضْمَارقَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসবে। حَذْف এর অবস্থায় فِعْل قَلْب এর মাফউলকে حَذْف করা লাযিম আসবে, যেটি না জায়েয। সুতরাং নিশ্চিত রূপেই তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ তাকে উল্লেখ করা যাবে। حَسِبَنِىْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا এখানে زَيْدًا ও مُنْطَلِقًا উভয়টার মধ্যে تَنَازُع হচ্ছে। زَيْدًا এর ব্যাপারে حَسِبَنِىْ চায় আমার মাফউল হোক এবং حَسِبْتُ চায় আমার মাফউল হোক। বসরীদের মাযহাবের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়েছে এবং زَيْدًا কে তার মাফউল সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং حَسِبَنِىْ প্রথম ফে'লটির মধ্যে ফায়েলের যমীর আনা হয়েছে, যেটি زَيْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। اِضْمَارقَبْلَ الذِّكْرِ যেহেতু উমদার মধ্যে তাফসীর আসার শর্তের সাথে জায়েয রয়েছে। তাই যমীর আনার মধ্যে কোনো অসুবিধে নেই। مُنْطَلِقًا সম্বন্ধে উভয় ফে'ল চায় আমার মাফউল অবস্থিত হোক। আমল দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ফে'লকে। এবার যদি حَسِبَنِىْ র মধ্যে মাফউলের যমীর আনা হয়, তা হলে ফুযলার মধ্যে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসবে। তাই বাধ্য হয়ে حَسِبَنِىْ র পর তাকে উল্লেখ করতে হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَاِنْ اَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْاَوَّلَ : এখান থেকে কূফার নাহবীগণের মাযহাব বর্ণনা করছেন। কূফীগণের মতে প্রথম ফে'লের আমল দেওয়া উত্তম। প্রথম ফে'লের আমল দেওয়ার পর দেখা হবে যে, দ্বিতীয় ফে'ল কী চায়? যদি ফায়েল চায়, তা হলে তাতে ফায়েলের যমীর আনা যাবে। এতে لَفْظًا - اِضْمَار قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসে, رُتْبَةً নয়, আর এটা জায়েয রয়েছে। আর যদি দ্বিতীয় ফে'ল মাফউল চায়, তা হলে পছন্দনীয় মতানুসারে এ মাফউলটির যমীর দেওয়া হবে, বিলুপ্ত করা যাবে না। আর اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ এমতাবস্থায় ও لَفْظًا লাযিম আসে, رُتْبَةً নয়। যেমন : ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمْتُهٗ زَيْد

এতে زَيْد শব্দটি ضَرَبَنِىْ ফায়েল হয়েছে। আর اَكْرَمْت দ্বিতীয় ফে'লটিমাফউল চাচ্ছিল, তাই তার যমীর নিয়ে আসা হয়েছে। আর এ যমীরটি زَيْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে যেটি স্তরের দিক দিয়ে মুকাদ্দাম। কেননা এটি প্রথম ফে'ল ضَرَبَنِىْ র ফায়েল, সুতার সাথে সংযুক্ত হবে যদিও لَفْظًا পরে এসেছে।

قَوْلُهٗ : عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ : মুসান্নিফ রহ. এ কথাটি বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাফউলকে বিলুপ্ত করে দেওয়াটাও জায়েয রয়েছে বটে, তবে উত্তম হল حَذْف এর পরিবর্তে দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে যমীর দিয়ে দেওয়া। কেননা حَذْف করাবস্থায় ধারণা হতে পারে যে, দ্বিতীয় ফে'লের মাফউল এ ইসমে যাহিরটি নয় বরং অন্য কোনো ইসম।

قَوْلُهٗ : اِلَّا اَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ : অর্থাৎ দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে যদি তার মাফউলের যমীরও আনা না যায় এবং বিলুপ্তিও করা না যায়, তা হলে তার মাফউলকে উল্লেখ করতে হবে। যেমন : حَسِبَنِىْ وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا এখানে زَيْدَان সম্বন্ধে حَسِبَنِىْ প্রথম ফে'লটি চাচ্ছে যে, আমার ফায়েল হোক এবং حَسِبْتُ দ্বিতীয় ফে'লটি চাচ্ছে আমার ফায়েল হোক। এ تَنَازُع-টিকে এভাবে নিরসন করা হয়েছে যে, প্রথম ফে'লের আমল দিয়ে الزَّيْدَانِ কে حَسِبَنِىْ র ফায়েল সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ফে'ল যেটি মাফউল চাচ্ছে, তাতে মাফউলের যমীর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় تَنَازُع বা দ্বন্দ্ব مُنْطَلِقًا এর মধ্যে হয়েছে। حَسِبَنِىْ এবং حَسِبْتُ উভয়টিই চায় এটি আমার মাফউল হোক। তাই কূফীগণের মাযহাবের ভিত্তিতে তাকে প্রথম ফে'লের মাফউল স্থির করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ফেলের

চাহিদা পূর্ণ করতে, তার সাথে দ্বিতীয়বার এটাকে উল্লেখ করতে হল। কারণ, এটি أَفْعَال قُلُوْب এর মধ্য থেকে হয়েছে। আর তার মাফউলকে বিলুপ্ত করা যেতে পারে না। তেমনিভাবে এখানে যমীরও আনা যেতে পারে না। কেননা যদি একবচনের যমীর এনে مُنْطَلِقًا এর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তা হলে যমীর এবং মারজা'র মধ্যে সামঞ্জস্য তো হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু حَسِبْتُ র উভয় মাফউলের মধ্যে সামঞ্জস্য হবে না। কেননা তার প্রথম মাফউল হচ্ছে هُمَا দ্বিবচনের যমীর। আর যদি দ্বিবচনের যমীর আনা হয়, তা হলে حَسِبْتُ র উভয় মাফউলের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যাবে বটে, তবে যমীর এবং তার মারজা'র মধ্যে সামঞ্জস্য হবে না। কেননা مَرْجِع হল مُنْطَلِقًا আর সেটি مُفْرَد তথা একবচন। تَنَازُع বা আমিল দ্বয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনের এ তিনটি পদ্ধতিই রয়েছে। ১. اِضْمَار ২. حَذْف ৩. ذِكْر। যখন প্রথম দুটি পন্থা এখানে হতে পারল না, তাই বাধ্য হয়ে ذِكْر তথা উল্লেখ করতে হল।

قَوْلُهُ : وَلَا يَخْفَى اَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, উল্লেখিত উদাহরণটিতে مُنْطَلِقًا এর মধ্যে تَنَازُع র অবস্থা হচ্ছে না। কারণ, حَسِبَنِي প্রথম ফে'লটি একবচনীয় মাফউল চায় এবং حَسِبْتُ চায় আমার দ্বিতীয় মাফউলটি দ্বিবচনীয় হোক। কেননা তার প্রথম মাফউলটি দ্বিবচন হয়েছে। সুতরাং দু ফে'লের تَوَجُّه বা ঝোক একই ইসমে যাহিরের দিকে হল না; বরং مُنْطَلِقًا একবচন হওয়ার কারণে حَسِبَنِي প্রথম ফে'লটির মাফউল অবস্থিত হবে, حَسِبْتُ র মনোযোগ তার দিকে নেই। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, مُنْطَلِقًا দ্বারা এ বিশেষ শব্দটির উদ্দেশ্যে নয় বরং এর মর্ম হচ্ছে, প্রথম ফে'ল এবং দ্বিতীয় ফে'লের تَنَازُع এমন সত্তা সম্বন্ধে হয়েছে, যার মধ্যে اِنْطِلَاق (চলার) সিফত পাওয়া যায়। চাই এটা একবচন হোক অথবা দ্বিবচন হোক। এটাকেই শারেহ রহ. সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْكُوْفِيُّوْنَ عَلٰى اَوْلَوِيَّةِ اِعْمَالِ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ بِقَوْلِ اِمْرَئِ الْقَيْسِ ـ شِعْرٌ:

وَلَوا اَنَّمَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ + كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ

حَيْثُ قَالُوْا قَدْ تَوَجَّهَ الْفِعْلَانِ اَعْنِىْ كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ اِلٰى اِسْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ فَاقْتَضَى الْاَوَّلُ رَفْعَهٗ بِالْفَاعِلِيَّةِ وَالثَّانِىْ نَصْبَهٗ بِالْمَفْعُوْلِيَّةِ وَامْرَؤُ الْقَيْسِ الَّذِىْ هُوَ اَفْصَحُ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ اَعْمَلَ الْاَوَّلَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اِعْمَالُ الْاَوَّلِ اَوْلٰى لَمَا اخْتَارَهٗ اِذْ لَا قَائِلَ بِتَسَاوِى الْاِعْمَالَيْنِ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ طَرَفِ الْبَصْرِيِّيْنَ وَقَالَ **وَقَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ "كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ" لَيْسَ مِنْهُ** اَىْ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ **لِفَسَادِ الْمَعْنٰى** عَلٰى تَقْدِيْرِ تَوَجُّهِ كُلٍّ مِّنْ كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ اِلٰى قَلِيْلٍ مِّنَ الْمَالِ لِاسْتِلْزَامِهٖ عَدَمَ السَّعْىِ لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ وَانْتِفَاءَ كِفَايَةِ قَلِيْلٍ مِّنَ الْمَالِ وَثُبُوْتَ طَلَبَةِ الْمُنَافِىْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَذٰلِكَ لِاَنَّ لَوْ تُجْعَلُ بِدُخُوْلِهَا الْمُثْبَتَ شَرْطًا كَانَ اَوْ جَزَاءً اَوْ مَعْطُوْفًا عَلٰى اَحَدِهِمَا مَنْفِيًّا وَالْمَنْفِىُّ مِنْ ذٰلِكَ مُثْبَتًا فَعَلٰى هٰذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ مَفْعُوْلَ لَمْ اَطْلُبْ مَحْذُوْفًا اَىْ لَمْ اَطْلُبِ الْعِزَّ وَالْمَجْدَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبَيْتُ الْمُتَاَخِّرُ اَعْنِىْ قَوْلَهٗ شِعْرٌ ـ

وَلٰكِنَّمَا اَسْعٰى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ + وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ اَمْثَالِىْ

وَحِيْنَئِذٍ يَسْتَقِيْمُ الْمَعْنٰى يَعْنِىْ اَنَا لَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ وَلَا يَكْفِيْنِىْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ وَلٰكِنِّىْ اَطْلُبُ الْمَجْدَ الْاَثِيْلَ الثَّابِتَ وَاَسْعٰى لَهٗ ـ

সহজ তরজমা

আর যখন কূফীগণ প্রথম ফে'লের আমল দেওয়ার উত্তমতার উপর ইমরাউল কায়েসের উক্তি দ্বারা দলিল পেশ করলেন– কবিতা : (তরজমা:) আর আমি যদি সাধারণ জীবন যাপনের চেষ্টা করতাম, তা হলে আমাকে যথেষ্ট করে দিত এবং আমি সামান্য সম্পদ অন্বেষণ করি নি। কারণ কূফীগণ বলেছেন, দু'টি ফে'ল তথা كَفَانِىْ এবং وَلَمْ اَطْلُبْ একটি ইসমে যাহির তথা قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর দিকে ধাবিত হয়েছে। এরপর প্রথম ফে'ল (كَفَانِىْ) ফায়েল হওয়ার কারণে তাকে رفع দিতে চায় এবং দ্বিতীয় ফে'ল (وَلَمْ اَطْلُبْ) মাফউল হওয়ার কারণে তাকে নসব দিতে চায়। আর ইমরাউল কায়েস যিনি আরবি কবিদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধতর ভাষী, তিনি প্রথমে ফে'লের আমল দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম ফে'লের আমল দেওয়াটা যদি উত্তম না হত, তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। কেননা

উভয় ফে'লের আমর দেওয়া সমান হওয়ার কথা কেউই বলেন নি। তাই মুসান্নিফ রহ. বসরীদের পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছেন এবং বলেছেন : আর ইমরাউল কায়েসের উক্তি كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর তথা تَنَازُع এর অধ্যায় এর মধ্য থেকে নয় অর্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে كَفَانِىْ এবং وَلَمْ اَطْلُبْ এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ফে'ল قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর দিকে ধাবিত হওয়াবস্থায়। কেননা এটি লাযিম করে সাধারণ জীবন যাপনের চেষ্টা না করাকে এবং সামান্য সম্পদ যথেষ্ট না হওয়াকে এবং কবির সামান্য সম্পদ অন্বেষণ করাকে লাযিম করে, যা চেষ্টা না করা এবং সামান্য সম্পদ যথেষ্ট না হওয়ার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিরই বিপরীত। আর এ লাযিম ও আবশ্যক করাটা এজন্য যে, হরফে لَوْ তার প্রবেশের কারণে ইতিবাচককে চাই, সেটা শর্ত হোক অথবা জাযা হোক কিংবা তো এ দুটির মধ্য থেকে কোনো একটির উপর মা'তূফ হোক, নেতিবাচক বানিয়ে দেয়। সুতরাং এ নিয়মের ভিত্তিতে বিধেয় হল وَلَمْ اَطْلُبْ এর মাফউল উহ্য হওয়া। অর্থাৎ لَمْ اَطْلُبِ الْعِزَّ وَ الْمَجْدَ। যেরূপ এ মাফউল বিলুপ্তির উপর দালালত করে পরবর্তী শে'রটি অর্থাৎ কবির উক্তি: কবিতা: (তরজমা) তবে আমি স্থায়ী সম্মানের জন্য চেষ্টা করি এবং কখনো আমার মতো লোক স্থায়ী সম্মান পেয়ে যায়। তখন অর্থটি ঠিক হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি সাধারণ জীবন যাপন ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করি না এবং সামান্য সম্পদ আমাকে যথেষ্টও করে না, তবে আমি স্থায়ী, দৃঢ় সম্মানের অন্বেষণ করি এবং তার জন্য চেষ্টা করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْكُوْفِيُّوْنَ الخ : কূফীগণের মাযহাব তো পূর্বেই জেনে এসেছেন : তাঁরা প্রথম ফে'লের আমল দেওয়াকে পছন্দ করেন। এর উপর তাঁরা দলিল পেশ করেছেন ইমরাউল কায়েসের শে'র দ্বারা। ইমরাউল কায়েস কবি যার ফাসাহাত ও বালাগাত (সাহিত্যিকতা) প্রসিদ্ধ। সে তার শে'র : وَلَوْ اَنَّمَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ ـ كَفَانِىْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর মধ্যে প্রথম ফে'লের আমল দিয়েছে এবং قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ কে كَفَانِىْ র ফায়েল সাব্যস্ত করেছে, لَمْ اَطْلُبْ এর মাফউল বানায় নি। এতে বুঝা গেল, প্রথম ফে'লের আমল দেওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। অন্যথায় এরকম ফাসীহ ও বলীগ কবি এটাকে গ্রহণ করতেন না। মুসান্নিফ রহ. বসরীদের সমর্থক এ জন্য এর জবাব দিচ্ছেন। যার সারকথা হল, قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর মধ্যে تَنَازُع নেই, لَمْ اَطْلُبْ তাকে তার মাফউল বানাতে চায় না। এর তাশরীহ হলো এই যে, لَوْ শব্দটি যার উপর প্রবেশ করে তার ইতিবাচককে নেতিবাচক এবং নেতিবাচককে ইতিবাচক করে দেয়। একই অবস্থা তার মাদখূলের উপর মা'তূফেরও যদি সেটা ইতিবাচক হয়, তা হলে নেতিবাচক হয়ে যাবে এবং নেতিবাচক হলে ইতিবাচক হয়ে যাবে। এ কায়দার ভিত্তিতে এখানে لَوْ এর মাদখূল হল اَسْعٰى যেটি শর্ত এবং كَفَانِىْ হচ্ছে জাযা, এ দুটিই ইতিবাচক। তাই এ দুটি নেতিবাচক হয়ে যাবে। اَسْعٰى হবে لَمْ اَسْعٰى এর অর্থে আর كَفَانِىْ হবে لَمْ يَكْفِنِىْ এর অর্থে। وَلَمْ اَطْلُبْ এর আতফ হয়েছে كَفَانِىْ র উপর, আর সেটি নেতিবাচক তাই ইতিবাচক তথা اَطْلُبْ এর অর্থে হবে। এ তাশরীহের পর শোনুন, যদি قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এর মধ্যে كَفَانِىْ এবং لَمْ اَطْلُب এর تَنَازُع সংঘটিত হয়, তা হলে শে'রটির অর্থ হবে, আমি সামান্য জীবিকা (অল্প সম্পদ) এর চেষ্টা করি না এবং সামান্য সম্পদ আমার জন্য যথেষ্টও নয় এবং আমি সামান্য সম্পদ অন্বেষণ করি। কাজেই স্পষ্ট যে, এ কথাটি পরিষ্কার বিরোধপূর্ণ। কেননা সামান্য সম্পদ অন্বেষণ করার কথা অস্বীকার করছেন এবং এরপর আবার তা প্রমাণিতও করছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে, এখানে تَنَازُع বা দুই ফে'লের দ্বন্দ্ব নেই। قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এটি كَفَانِىْ এর ফায়েল এবং لَمْ اَطْلُب তাকে মাফউল বানাতে চায় না বরং তার মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে الْعِزَّ وَالْمَجْدَ। যেরূপ তার পরবর্তী শে'র দ্বারা বুঝা যায়। শে'রটি হল,

مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ اَىْ مَفْعُوْلُ فِعْلٍ اَوْ شِبْهِ فِعْلٍ لَمْ يُذْكَرْ فَاعِلُهٗ وَاِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْهُ كَمَا فَصَلَ الْمُبْتَدَاءَ حَيْثُ قَالَ وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ لِشِدَّةِ اتِّصَالِهٖ بِالْفَاعِلِ حَتّٰى سَمَّاهُ بَعْضُ النُّحَاةِ فَاعِلًا كُلُّ **مَفْعُوْلٍ حُذِفَ فَاعِلُهٗ** اَىْ فَاعِلُ ذٰلِكَ الْمَفْعُوْلِ وَاِنَّمَا اُضِيْفَ اَيِ الْمَفْعُوْلُ لِمُلَابَسَةِ كَوْنِهٖ فَاعِلًا لِفِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِهٖ **وَاُقِيْمَ هُوَ** اَيِ الْمَفْعُوْلُ **مَقَامَهٗ** اَىْ مَقَامَ الْفَاعِلِ فِى اِسْنَادِ الْفِعْلِ اَوْ شِبْهِهٖ اِلَيْهِ **وَشَرْطُهٗ** اَىْ شَرْطُ مَفْعُوْلِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ فِىْ حَذْفِ فَاعِلِهٖ وَاِقَامَتِهٖ مَقَامَ الْفَاعِلِ اِذَا كَانَ عَامِلُهٗ فِعْلًا **اَنْ تُغَيَّرَ صِيْغَةُ الْفِعْلِ اِلٰى فُعِلَ** اَىْ اِلَى الْمَاضِى الْمَجْهُوْلِ **اَوْ يُفْعَلُ** اَىْ اِلَى الْمُضَارِعِ الْمَجْهُوْلِ فَيَتَنَاوَلُ مِثْلَ اُفْتُعِلَ وَاُسْتُفْعِلَ وَيُفْتَعَلُ وَيُسْتَفْعَلُ وَغَيْرَهَا مِنَ الْاَفْعَالِ الْمَجْهُوْلَةِ الْمَزِيْدِ فِيْهَا **وَلَا يَقَعُ** مَوْقَعَ الْفَاعِلِ **الْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ مِنْ** مَفْعُوْلَىْ **بَابِ عَلِمْتُ** لِاَنَّهٗ مُسْنَدٌ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الْاَوَّلِ اِسْنَادًا تَامًّا فَلَوْ اُسْنِدَ الْفِعْلُ اِلَيْهِ وَلَا يَكُوْنُ اِسْنَادُهٗ اِلَّا تَامًّا لَزِمَ كَوْنُهٗ مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا اِلَيْهِ مَعًا مَعَ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْاِسْنَادَيْنِ تَامًّا بِخِلَافِ اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا لِاَنَّ اَحَدَ الْاِسْنَادَيْنِ وَهُوَ اِسْنَادُ الْمَصْدَرِ غَيْرُ تَامٍّ وَلَا الْمَفْعُوْلُ **الثَّالِثُ مِنْ** مَفَاعِيْلِ **بَابِ اَعْلَمْتُ** اِذْ حُكْمُهٗ حُكْمُ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ مِنْ بَابِ عَلِمْتُ فِىْ كَوْنِهٖ مُسْنَدًا **وَالْمَفْعُوْلُ لَهٗ** بِلَا لَامٍ لِاَنَّ النَّصْبَ فِيْهِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ فَلَوْ اُسْنِدَ اِلَيْهِ لَفَاتَ النَّصْبُ وَ الْاِشْعَارُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ مَعَ اللَّامِ نَحْوُ ضُرِبَ لِلتَّادِيْبِ **وَالْمَفْعُوْلُ مَعَهٗ كَذٰلِكَ** اَىْ كُلٌّ مِنَ الْمَفْعُوْلِ لَهٗ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَهٗ كَذٰلِكَ اَىْ كَالْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ مِنْ بَابِ عَلِمْتُ وَاَعْلَمْتُ فِىْ اَنَّهُمَا لَايَقَعَانِ مَوْقَعَ الْوَاوِ الَّتِىْ اَصْلُهَا الْعَطْفُ وَهِىَ دَلِيْلُ الْاِنْفِصَالِ وَالْفَاعِلُ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ وَلَا بِدُوْنِ الْوَاوِ فَاِنَّهٗ لَمْ يُعْرَفْ حِيْنَئِذٍ كَوْنُهٗ مَفْعُوْلًا مَعَهٗ **وَاِذَا وُجِدَ الْمَفْعُوْلُ بِهٖ** فِى الْكَلَامِ مَعَ غَيْرِهٖ مِنَ الْمَفَاعِيْلِ الَّتِىْ يَجُوْزُ وُقُوْعُهَا مَوْقَعَ الْفَاعِلِ **تَعَيَّنَ** اَيِ الْمَفْعُوْلُ بِهٖ **لَهٗ** اَىْ لِوُقُوْعِهٖ مَوْقَعَ الْفَاعِلِ لِشِدَّةِ شِبْهِهٖ بِالْفَاعِلِ فِىْ تَوَقُّفِ تَعَقُّلِ الْفِعْلِ عَلَيْهِمَا

فَإِنَّ الضَّرْبَ مَثَلًا كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَعَقُّلُهُ بِلَا ضَارِبٍ كَذٰلِكَ لَا يُمْكِنُ تَعَقُّلُهُ بِلَا مَضْرُوبٍ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَفَاعِيلِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ **تَقُولُ ضُرِبَ زَيْدٌ** بِإِقَامَةِ الْمَفْعُولِ بِهِ مَقَامَ الْفَاعِلِ **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** ظَرْفُ زَمَانٍ **أَمَامَ الْأَمِيرِ** ظَرْفُ مَكَانٍ **ضَرْبًا شَدِيدًا** مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِلنَّوْعِ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ وَفَائِدَةُ وَصْفِ الضَّرْبِ بِالشِّدَّةِ التَّنْبِيهُ عَلٰى أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْفَاعِلِ بِلَا قَيْدٍ مُخَصِّصٍ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِدَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ **فِي دَارِهِ** جَارٌ وَمَجْرُورٌ شَبِيهٌ بِالْمَفَاعِيلِ أُقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ مِثْلُهَا **فَتَعَيَّنَ زَيْدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ** أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَلَامِ الْمَفْعُولُ بِهِ **فَالْجَمِيعُ** أَيْ جَمِيعُ مَا سِوَى الْمَفْعُولِ بِهِ **سَوَاءٌ** فِي جَوَازِ وُقُوعِهَا مَوْقَعَ الْفَاعِلِ وَ **الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مِنْ بَابِ أَعْطَيْتُ** أَيِ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي إِلَى مَفْعُولَيْنِ ثَانِيهِمَا غَيْرُ الْأَوَّلِ **أَوْلٰى** بِأَنْ يُقَامَ مَقَامَ الْفَاعِلِ **مِنَ الْمَفْعُولِ الثَّانِي** لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْفَاعِلِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ عَاطٍ أَيْ آخِذٌ نَحْوُ أُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا مَعَ جَوَازِ أُعْطِيَ دِرْهَمٌ زَيْدًا وَذٰلِكَ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ اللُّبْسِ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِهِ فَيَجِبُ إِقَامَةُ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ نَحْوَ أَعْطٰى زَيْدٌ عَمْرًا .

সহজ তরজমা

مَفْعُولُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ অর্থাৎ এমন ফে'ল বা শিবহে ফে'লের মাফউল, যার ফায়েল উল্লেখ করা হয় নি। আর মুসান্নিফ রহ. ومنه مفعول مالم يسم فاعله কে ফায়েল থেকে পৃথক করেন নি এবং مفعول مالم يسم فاعله বলেন নি, যেরূপ তিনি মুবতাদাকে وَمِنْهَا الْمُبْتَدَاءُ বলে পৃথক করেছেন। এরকম করেছেন তিনি مفعول مالم يسم فاعله এর ফায়েলের সাথে তীব্র মিলের কারণে। এমন কি (যমখশরীর মতো) কতিপয় নাহবী مفعول مالم يسم فاعله এর নাম ফায়েলই রেখে দিয়েছেন। **প্রত্যেক ওই মাফউল, যার ফায়েল বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে** অর্থাৎ সেই মাফউলের ফায়েলকে। আর ফায়েলের নিসবত মাফউলের দিকে এ সম্পর্কের কারণে হয়েছে যে, সেটি এমন ফে'লের ফায়েল যে মাফউলের সাথে সম্পৃক্ত **এবং তাকে তখন তার স্থানে** তথা ফায়েলের স্থানে **দাঁড় করানো হয়েছে** ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে মাফউলের দিকে নিসবত করার মধ্যে। আর তার শর্ত হল অর্থাৎ মাফউলে মা-লাম য়ুয়াম্মা ফায়িলুহুকে বিলুপ্তকরণ **এবং** তাকে ফায়েলের স্থানে দাঁড় করানোর তার আমিল ফে'ল হলে **শর্ত হল, ফে'লের সীগাহটি فُعِلَ** তথা মাযী মাজহূলের দিকে **অথবা يُفْعَلُ** তথা মুযারে মাজহূল-**এর দিকে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।** সুতরাং يُفْتَعَلُ – اُسْتُفْعِلَ – اُفْتُعِلَ – يُسْتَفْعَلُ ইত্যাদি মাযীদ ফিহি এর ফে'ল সমূহকেও শামিল রাখবে। আর ফায়েলের স্থানে **অবস্থিত হবে না بَابِ عَلِمْتُ র দুই মাফউলের দ্বিতীয়**

মাফউলটি। কেনন্য (بَاب عَلِمْتُ) র দ্বিতীয় মাফউলটি প্রথম মাফউলের দিকে পূর্ণ নিসবতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং ফে'লের ইসনাদ যদি দ্বিতীয় মাফউলের দিকে হয়, আর তার ইসনাদ তো পূর্ণই হয়ে থাকে, তা হলে দ্বিতীয় মাফউলটির একই সাথে মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহি হওয়া লাযিম আসবে উভয় ইসনাদের প্রত্যেকটি পূর্ণ ইসনাদ হওয়ার সাথে। এটি أَعْجَبَنِيْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا এর বিপরীত। কেননা এ দুটি ইসনাদের একটি তথা মাসদারের ইসনাদটি পূর্ণ নয়। **এবং بَاب أَعْلَمْتُ র** মাফউলসমূহের মধ্য থেকে **তৃতীয় মাফউলটি** ফায়েলের স্থানে অবস্থিত হবে না। কেননা তার হুকুম بَاب عَلِمْتُ র দ্বিতীয় মাফউলের মতো মুসনাদ হওয়ার ক্ষেত্রে। **তেমনিভাবে مفعول له** লাম বিহীন হতে পারে না। কেননা মাফউলে লাহুর মধ্যে নসবটি কারণ হওয়ার সংবাদ দান করে। সুতরাং مفعول له এর দিকে যদি ফে'লের ইসনাদ করা হয়, তা হলে (رفع আসার কারণে) নসব ও সংবাদটি বিনষ্ট হয়ে যাবে। লামের সাথে যখন مفعول له আসবে সেটা এর বিপরীত। যেমন : ضُرِبَ لِلتَّادِيْبِ। **তেমনিভাবে مفعول معه ও** অর্থাৎ مفعول له এবং مفعول معه এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি এমনই। অর্থাৎ এ দুটি ফায়েলের স্থানে অবস্থিত না হওয়ার মধ্যে بَاب عَلِمْتُ এবং بَاب أَعْلَمْتُ র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাফ্যউলের মতো। মোটকথা, مفعول له তো সেই কারণে নায়েবে ফায়েল হতে পারে না, যা তুমি জেনে এসেছ। আর مفعول معه এ কারণে হতে পারে না যে, তাকে ফায়েলের স্থানে রাখাটা واو সহ জায়েয হয় না, যে واو এর আসল হল আত্ফের জন্য হওয়া। আর আতফের واو পৃথকতার দলিল। পক্ষান্তরে ফায়েল ফেলের খবরের মতো। আর واو ব্যতীতও مفعول معه কে ফায়েলের স্থানে রাখা যেতে পারে। কারণ, তখন এটার মাফউলে মা'আহু হওয়াটা জানা যাবে না। **আর যখন** বাক্যের মধ্যে ফায়েলের স্থানে অবস্থিত হতে পারে, এমন মাফউল সমূহের সাথে **مفعول به কে পাওয়া যাবে, তখন مفعول به তার জন্য** অর্থাৎ ফায়েলের স্থলবর্তী হওয়ার জন্য **নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।** কেননা ফে'লের অনুধাবন দুটির (ফায়েল ও মাফউল বিহির) উপর নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে মাফউলবিহি ফায়েলের সাথে অধিক সামঞ্জস্য রাখে। কেননা উদাহরণত ضرب বা প্রহারের অনুধাবনটা যেভাবে ضَارِب প্রহারকারী ব্যতীত অসম্ভব, তেমনিভাবে তা বুঝাটা مَضْرُوْب বা প্রহৃত ব্যতীতও অসম্ভব। অন্যান্য সকল মাফউল এর বিপরীত। কারণ, সেগুলো এ বিশেষণে বিশেষিত নয়। **তুমি বলবে : ضُرِبَ زَيْدٌ** মাফউল বিহিকে ফায়েলের স্থানে রেখে **يَوْمَ الْجُمُعَةِ** এ শব্দটি যরফে যমান **أَمَامَ الْإِمَامِ** এটি যরফে মাকান, **ضَرْبًا شَدِيْدًا** এটি সিফতের প্রেক্ষিতে প্রকারবোধক মাফউল মুতলাক। আর ضرب কে شدت বা তীব্রতার সাথে বিশেষিত করার ফায়দা হচ্ছে এ কথার উপর সতর্ক করা যে, মাসদার (মাফউল মুতলাক) খাস কারক কয়েদ ছাড়া ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কারণ এতে কোনো উপকার নেই। কেননা এর উপর ফে'ল দালালত করে। **فِيْ دَارِهِ** এটি জার-মাজরূর, (বাক্যে ফুযলা হওয়ার কারণে) মাফউলের মতো, মাফউলসমূহের মতোই তাকে ফায়েলের স্থানে দাঁড় করানো যায়। **সুতরাং** (নায়েবে ফায়ের হওয়ার জন্য) **زَيْد সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর যদি এটা না হয়** অর্থাৎ যদি বাক্যে মাফউল বিহি পাওয়া না যায়, **তা হলে সবটাই** অর্থাৎ মাফউল বিহি ছাড়া ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল মাফউল **সমান। আর بَاب أَعْطَيْتُ র** অর্থাৎ যে ফে'ল দুই মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দি হয় এবং দ্বিতীয় মাফউলটি প্রথমটির ভিন্ন হয় এমন ফে'লের **প্রথম মাফউলটি দ্বিতীয় মাফউল অপেক্ষা** ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া **উত্তম।** কেননা দ্বিতীয় মাফউল অপেক্ষা প্রথম মাফউলের ফায়েল হওয়ার অর্থ (যোগ্যতা) রয়েছে। কারণ, প্রথম মাফউল عَاطٍ তথা গ্রহীতা। যেমন : أُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا যদিও أُعْطِيَ دِرْهَمٌ زَيْدًا জায়েয রয়েছে। আর এ (উত্তমতা)টি সংমিশ্রণ ঘটা থেকে নিরাপদের সময়। আর নিরাপদ না থাকার সময় প্রথম মাফউলকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করাটা আবশ্যক। যেমন : أُعْطِيَ زَيْدٌ عَمْرًوا

২৬৮নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

وَلٰكِنَّمَا اَسْعٰى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ ـ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ اَمْثَالِىْ

এবার দু' শে'রের তরজমা হবে, আমি সামান্য জীবিকার চেষ্টা করি না এবং সামান্য সম্পদ আমার জন্য যথেষ্টও নয় এবং ইজ্জত ও সম্মান অন্বেষণ করি।

وَلٰكِنَّمَا اَسْعٰى الخ কিন্তু আমি সুদৃঢ় ও আভিজাত্য ও সম্মানের চেষ্টা করি, আর কখনো কখনো আমার মতো লোক স্থায়ী সম্মান পেয়ে যায়।

সজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ اَىْ مَفْعُوْلُ فِعْلٍ الخ : মুসান্নিফ রহ. ফায়েলে হাকীকীর আলোচনা শেষ করে এবার ফায়েলে হুকমীর আলোচনা করছেন। শারেহ রহ. اَىْ مَفْعُوْلُ فِعْلٍ এনে বর্ণনা করেছেন যে, مَا র মর্মটি ব্যাপক, চাই ফে'ল হোক অথবা শিবহে ফে'ল হোক। যেভাবে এ দুটির জন্য ফায়েল হয়ে থাকে তেমনিভাবে নায়েবে ফায়েলও হয়। তরজমা হবে, এমন ফে'ল বা শিবহে ফে'লের মাফউল, যার ফায়েল উল্লেখ করা হয় নি।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ : মুসান্নিফ রহ. مرفوعات এর প্রকারাদির মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং مِنْهُ বা مِنْهَا-র মাধ্যমে পৃথক করেছেন। তবে তিনি এখানে مفعول مالم يسم فاعله র ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন নি এবং ফায়েল থেকে তাকে পৃথক করেন নি। শারেহ রহ. এর কারণ বর্ণনা করেছেন, ফায়েল এবং مفعول مالم يسم فاعله এর মধ্যে অধিক মিল রয়েছে। এমনকি কিছু সংখ্যক নাহবী তাকে ফায়েলের মধ্যেই শোমার করেছেন। এ অত্যধিক মিলের কারণেই এ দুটিকে একই ফসল বা অনুচ্ছেদে একত্রিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : كُلُّ مَفْعُوْلٍ حُذِفَ فَاعِلُهٗ : এর দ্বারা مفعول مالم يسم فاعله এর সংজ্ঞা বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ ফে'লের ফায়েলকে বিলুপ্ত করে তার স্থানে মাফউলকে রেখে দেওয়া হলে এমন মাফউলকে مفعول مالم يسم فاعله বলা হয়।

قَوْلُهٗ : وَاِنَّمَا اُضِيْفَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الخ : মুসান্নিফের ইবারত حذف فاعله মধ্যে فاعل কে هَا যমীরের দিকে ইযাফত করা হয়েছে, যার مرجع হল مفعول । যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে– ফায়েলের মাফউল, অথচ মাফউল ফে'লের হয়ে থাকে, ফায়েলের নয়। শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, এ ইযাফতটি সে সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়েছে, যা ফায়েল এবং মাফউলের মধ্যে রয়েছে। আর তা হচ্ছে, ফায়েল এবং মাফউল উভয়টিই ফে'লের متعلقات এর মধ্যে থেকে। ফায়েলের সাথে ফে'লের সম্পর্ক রয়েছে সংঘটিত হওয়ার। অর্থাৎ ফে'ল ফায়ের থেকে সংঘটিত হয়। আর মাফউলের সাথে ফে'লের সম্পর্ক রয়েছে পতিত হওয়ার। অর্থাৎ ফে'ল তার উপর পতিত হয়। আর এক متعلق বা সম্পৃক্তের নিসবত যদি অন্য সম্পৃক্তের দিকে করে দেওয়া হয়, তা হলে কোনো অসুবিধে নেই। এরকম সাধারণত হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : شَرْطُهٗ اَىْ شَرْطُ مَفْعُوْلٍ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهٗ : অর্থাৎ ফায়েলকে বিলুপ্ত করা এবং মাফউলকে তার স্থলাভিষিক্ত করার মধ্যে مفعول مالم يسم فاعله র শর্ত হল, ফে'লের সীগাহকে মাযী মাজহূল এবং মুযারে মাজহূলের দিকে পরিবর্তন করে দেওয়া। তবে শর্ত হল আমিলটি ফে'ল হতে হবে। আমিল যদি শিবহে ফে'ল হয়, যেমন : زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهٗ তখন সেই শর্ত নয়। فعل দ্বারা প্রত্যেক মাযী মাজহূল এবং يُفْعَلُ দ্বারা প্রত্যেক মুযারে মাজহূল উদ্দেশ্য হবে, চাই ছুলাছী মুজাররাদ হোক বা মাযীদ ফিহি অথবা রুবাঈ।

قَوْلُهُ : وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ الخ : এখান থেকে সেই মাফউলগুলোর তাফসীল বর্ণনা করছেন যেগুলো ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

সুতরাং বলছেন, بَاب عَلِمْتُ-এর দ্বিতীয় মাফউল এবং بَاب اَعْلَمْتُ র তৃতীয় মাফউল ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। بَاب عَلِمْتُ দ্বারা উদ্দেশ্য ওই ফে'ল, যেটি দুই মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয় এবং দ্বিতীয় মাফউলটি প্রথমটির হুবহু হয় অর্থাৎ উভয়টার মেসদাক এক হয়। আর بَاب اَعْلَمْتُ দ্বারা ওই ফে'ল উদ্দেশ্য, যেটি তিন মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয় এবং তৃতীয় মাফউলটি দ্বিতীয়টির হুবহু হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির মেসদাক এক হয়। بَاب عَلِمْتُ র দ্বিতীয় মাফউল প্রথমটির দিকে মুসনাদ হয় এবং بَاب اَعْلَمْتُ র তৃতীয় মাফউল দ্বিতীয়টির দিকে মুসনাদ হয়। আর উভয়টার ইসনাদ পূর্ণাঙ্গ হয়। এবার যদি এটাকে مفعول مالم يسم فاعله বানানো হয় এবং ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তা হলে এটি মুসনাদ ইলাইহি হবে। আর তা-ও اسناد تام হয়ে থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় একই বস্তুর ইসনাদে তাম্মের সাথে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি হওয়া লাযিম আসবে। اسناد تام এর কয়েদটি এ জন্য লাগানো হয়েছে যে, যদি দুটি ইসনাদের মধ্য থেকে কোনো একটি নাকিস হয়, তা হলে এখন একই বস্তুর মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি হতে কোনো অসুবিধে নেই।

যেমন : اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا এখানে ضَرْب মাসদারটি মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে এবং اَعْجَبَنِىْ র ফায়েল হয়েছে। এ ইসনাদটি তো تام বা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। আর এ ضَرْب মাসদারটিই زَيْد এর এ'তেবারে মুসনাদ হয়েছে, তবে এ ইসনাদটি ناقص বা অপূর্ণ হয়েছে। এ জন্য তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কারণ, মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে اسناد تام এর সাথে এবং মুসনাদ হয়েছে اسناد ناقص এর হিসেবে।

قوله : والمفعول له : মাফউলে লাহু ও ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কারণ, مفعول له মানসূব হওয়ার কারণে তার নসব কারণের উপর দালালত করে। যদি তাকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়, তা হলে তার উপর رفع এসে যাবে। তখন কারণের উপর দালালত হবে না এবং مفعول له হওয়াটা বুঝা যাবে না। শারেহ রহ. المفعول এর بِلَا لَامٍ বা লাম বিহীন হওয়ার কয়েদ লাগিয়েছেন। তার কারণ হচ্ছে এই যে, মুসান্নিফের মতে শব্দের মধ্যে যার উপর লাম দাখিল হয়, সেটাও مفعول له । যেমন : ضُرِبَ لِلتَّادِيْبِ । সুতরাং এমতাবস্থায় মুসান্নিফের মতানুসারে এ مفعول له কে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে এবং যেটা নায়েবে ফায়েল হতে পারে। জুমহূর এটাকে জার-মাজরূর বলেন, مفعول له বলেন না।

قَوْلُهُ : وَالْمَفْعُوْلُ مَعَهُ كَذٰلِكَ اَىْ كُلٌّ مِنَ الْمَفْعُوْلِ لَهُ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَهُ الخ :

শারেহ রহ. كُلٌّ مِنَ الخ দ্বারা এ কথা বলে দিয়েছেন যে, كَذٰلِكَ শব্দটি المفعول له এবং المفعول معه উভয়টাই খবর হয়েছে। এ দুটি সম্বন্ধেই এ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে যে, بَاب عَلِمْتُ র দ্বিতীয় মাফউল এবং بَاب اَعْلَمْتُ র তৃতীয় মাফউরের মতো مفعول له এবং مفعول معه রও একই অবস্থা; এ দুটিও ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। مفعول له কেন স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, তার কারণ ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

مفعول معه ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না এ কারণে যে, مفعول معه এমন মাফউলকে বলা হয়, যেটিতে واو معنى র পরে অবস্থিত হয়। এখন مفعول معه কে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হলে যদি واو সহ করা হয়, তা হলে واو তো আতফের জন্য আসে। আর মা'তূফ আলাইহি এবং মা'তূফ পরস্পর ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই واو এর চাহিদা হল পৃথক হওয়া। আর ফায়েল যেহেতু ফে'লের অংশ হয়ে থাকে, তাই যেটি ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হবে সেটি তার অংশের মতো হবে। এর দাবি হল সংযুক্ত থাকা। আর এ দুটির

মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে। এ জন্য واو সহ ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কোনো পন্থা নেই। আর যদি واو ব্যতীত স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তা হলে এটা مفعول معه হওয়াটা বুঝা যাবে না।

ফায়দা : মুসান্নিফ রহ. كَذٰلِكَ শব্দটি এনে ইঙ্গিত করেছেন, باب عَلِمْتُ র দ্বিতীয় মাফউল এবং باب اَعْلَمْتُ র তৃতীয় মাফউল যেটি ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হয় না, তার কারণ ভিন্ন এবং مفعول ও مفعول معه ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত না হওয়ার কারণ তা থেকে স্বতন্ত্র।

قَوْلُهٗ : وَاِذَا وُجِدَ الْمَفْعُوْلُ بِهٖ الخ : এখান থেকে একথা বলতে চাচ্ছেন, যত মাফউল ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে অর্থাৎ নায়িবে ফায়েল হতে পারে, যদি কোনো তারকীবে সে সবই একত্রিত হয়ে যায়, তা হলে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য مفعول به কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা ফায়েলের সাথে তার অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ, ফে'ল বুঝাটা যেভাবে ফায়েলের উপর নির্ভরশীল হয়, তেমনিভাবে মাফউলের উপরও নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অন্যান্য মাফউলসমূহ সেই স্তরের নয়। তার উদাহরণ–

ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَامَ الْاَمِيْرِ ضَرْبًا شَدِيْدًا فِىْ دَارِهٖ : এতে زَيْدٌ মাফউল বিহি, يَوْمَ الْجُمُعَةِ যরফে যামান, اَمَامَ الْاَمِيْرِ যরফে মাকান; ضَرْبًا شَدِيْدًا মাওসূফ-সিফত মিলে মাফউলে মুতলাক এবং فِىْ دَارِهٖ জার-মাজরূর হয়েছে। এ সবই ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে বটে, তবে زَيْد যেহেতু মাফউল বিহি, এ জন্য এটাকেই ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত বানানো হয়েছে। উল্লেখিত উদাহরণটিতে ضَرْبًا এরপর شَدِيْدًا এর কয়েদটি সংযোজন করে ইঙ্গিত করেছেন, মাফউলে মুতলাক ওই সময় ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যখন তার সিফত আনা যায়।

قَوْلُهٗ : وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْجَمِيْعُ : এরপর শারেহ রহ. وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ এনে বলেছেন : এ كَان টি تَامَّة খবরের প্রয়োজন নেই। এ ইবারতটির মর্ম হচ্ছে, যদি তারকীবের মধ্যে মাফউল বিহি না থাকে তা হলে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল মাফউলই সমান, কোনোটারই প্রাধান্য নেই।

قَوْلُهٗ : وَالْاَوَّلُ مِنْ بَابِ اَعْطَيْتُ الخ : باب اَعْطَيْتُ দ্বারা প্রত্যেক ওই ফে'ল উদ্দেশ্য, যেটি দুই মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্ন হয়। অর্থাৎ উভয় মাফউলের মেসদাক পৃথক পৃথক হয়। এ ইবারতটি দ্বারা বলতে চাচ্ছেন, باب اَعْطَيْتُ র উভয় মাফউলের মধ্য থেকে যেটাকে ইচ্ছা ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে, তবে প্রথম মাফউলকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করাটা অধিক উত্তম। কারণ, তার মধ্যে ফায়েল হওয়ার অর্থও যোগ্যতা পাওয়া যায়। যেমন : اُعْطِىَ زَيْدٌ دِرْهَمًا (যায়েদকে রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হয়েছে) এর মধ্যে যায়েদ গ্রহীতা এবং রৌপ্য মুদ্রাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

وَمِنْهَا الْمُبْتَدَاءُ وَالْخَبَرُ فِى بَعْضِ النُّسَخِ وَمِنْهُ يَعْنِى مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُوْعَاتِ اَوْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُوْعِ اَلْمُبْتَدَاءُ وَالْخَبَرُ جَمَعَهُمَا فِىْ فَصْلٍ وَاحِدٍ لِلتَّلَازُمِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا عَلٰى مَا هُوَ الْاَصْلُ فِيْهِمَا وَاشْتِرَاكُهُمَا فِى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ **فَالْمُبْتَدَاءُ هُوَ الْاِسْمُ** لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا لِيَتَنَاوَلَ نَحْوَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ **اَلْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ** اَىِ الَّذِىْ لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ عَامِلٌ لَفْظِىٌّ اَصْلًا وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنِ الْاِسْمِ الَّذِىْ فِيْهِ عَامِلٌ لَفْظِىٌّ كَاِسْمَىْ اِنَّ وَكَانَ وَكَاَنَّهٗ اَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِىِّ مَا يَكُوْنُ مُؤَثِّرًا فِى الْمَعْنٰى لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ **مُسْنَدًا اِلَيْهِ** وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنِ الْخَبَرِ وَثَانِىْ قِسْمَىِ الْمُبْتَدَاءِ الْخَارِجِ عَنْ هٰذَا الْقِسْمِ فَاِنَّهُمَا لَا يَكُوْنَانِ اِلَّا مُسْنَدَيْنِ **اَوِ الصِّفَةَ** سَوَاءٌ كَانَتْ مُشْتَقَّةً كَضَارِبٍ وَمَضْرُوْبٍ وَحَسَنٍ اَوْ جَارِيَةً مَجْرَاهَا كَقُرَيْشِيٍّ **الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْىِ** كَمَا وَلَا **اَوْ اَلِفِ الْاِسْتِفْهَامِ** وَنَحْوِهٖ كَهَلْ وَمَا وَمَنْ وَعَنْ سِيْبَوَيْهِ جَوَازُ الْاِبْتِدَاءِ بِهَا مِنْ غَيْرِ اِسْتِفْهَامٍ وَنَفْىٍ مَعَ قُبْحٍ وَالْاَخْفَشُ يَرٰى ذٰلِكَ حَسَنًا وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : ع فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ، فَخَيْرٌ مُبْتَدَاءٌ وَنَحْنُ فَاعِلُهٗ وَلَوْ جُعِلَ خَيْرٌ خَبَرًا عَنْ نَحْنُ لَفَصَلَ بَيْنَ اِسْمِ التَّفْضِيْلِ وَمَعْمُوْلِهِ الَّذِىْ هُوَ مِنْ بِاَجْنَبِيٍّ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِضُعْفِ عَمَلِهٖ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فَاعِلًا لِكَوْنِهٖ كَالْجُزْءِ **رَافِعَةً لِظَاهِرٍ** وَمَا يَجْرِىْ مَجْرَاهُ وَهُوَ الضَّمِيْرُ الْمُنْفَصِلُ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَا اِبْرَاهِيْمُ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ نَحْوِ اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ لِاَنَّ اَقَائِمَانِ رَافِعٌ لِضَمِيْرٍ عَائِدٍ اِلَى الزَّيْدَانِ وَلَوْ كَانَ رَافِعًا لِهٰذَا الظَّاهِرِ لَمْ يَجُزْ تَثْنِيَتُهٗ **مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ** مِثَالٌ لِلْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ **وَمَا قَائِمُ نِ الزَّيْدَانِ** مِثَالٌ لِلصِّفَةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْىِ وَاَقَائِمُ نِ الزَّيْدَانِ مِثَالٌ لِلصِّفَةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ حَرْفِ الْاِسْتِفْهَامِ **فَاِنْ طَابَقَتْ** الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْىِ وَالْاِسْتِفْهَامِ اِسْمًا **مُفْرَدًا** مَذْكُوْرًا بَعْدَهَا نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ وَاَقَائِمٌ زَيْدٌ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَمَّا اِذَا طَابَقَتْ مُثَنًّى نَحْوُ اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ اَوْ مَجْمُوْعًا نَحْوُ

اَقَائِمُوْنَ الزَّيْدُوْنَ فَاِنَّهَا حِيْنَئِذٍ خَبَرٌ لَيْسَ اِلَّا جَازَ الْاَمْرَانِ كَوْنُ الصِّفَةِ مُبْتَدأً وَ مَا بَعْدَهَا فَاعِلُهَا يُسَدُّ مَسَدَّ الْخَبَرِ وَكَوْنُ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدًا وَ الصِّفَةِ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ فَهٰهُنَا ثَلٰثُ صُوَرٍ اَحَدُهُمَا اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ وَيَتَعَيَّنُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يَكُوْنَ الزَّيْدَانِ مُبْتَدأً وَ اَقَائِمَانِ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ وَثَانِيَتُهَا اَقَائِمٌ نِ الزَّيْدَانِ وَيَتَعَيَّنُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يَكُوْنَ الزَّيْدَانِ فَاعِلًا لِلصِّفَةِ قَائِمًا مَقَامَ الْخَبَرِ وَثَالِثُتهَا اَقَائِمٌ زَيْدٌ وَيَجُوْزُ فِيْهِ الْاَمْرَانِ كَمَا عَرَفْتَ ـ

সহজ তরজমা

এসব مَرْفُوْعَات এর মধ্য থেকে মুবতাদা ও খবর। কোনো কোনো নুসখাতে ومنه রয়েছে। অর্থাৎ مرفوعات এর সমষ্টি থেকে অথবা مرفوع এর সমষ্টি থেকে মুবতাদা ও খবর। মুসান্নিফ রহ. (মুবতাদা ও খবর) উভয়টিকে একই فصل এর মধ্যে একত্রিত করেছেন উভয়টির মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক অপরিহার্যতার কারণে সে বিষয়ে, যা দুটির মধ্যে আসল। আর মুবতাদা ও খবরের আমিলে মা'নাবীর মধ্যে শরীক হওয়ার কারণে। সুতরাং মুবতাদা ওই ইসমকে বলা হয়, চাই শাব্দিকভাবে ইসম হোক অথবা তাকদীরীভাবে ইসম হোক। যাতে সংজ্ঞাটি اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ এর মতো তারকীবকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। যেটি শাব্দিক আমিলসমূহ থেকে মুক্ত হয়। অর্থাৎ ওই ইসম যার মধ্যে শাব্দিক আমিল মোটেই পাওয়া যায় না।

আর মুসান্নিফ রহ. এ কয়েদটি দ্বারা ওই ইসম থেকে বিরত থেকেছেন যার মধ্যে শাব্দিক আমিল থাকে। যেমন : اَنَّ ও كَاَنَّ র ইসমদ্বয়। যেন মুসান্নিফ রহ. শাব্দিক আমিল দ্বারা ওই আমিল উদ্দেশ্য করেছেন, যেটি অর্থের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যাতে মুবতাদার সংজ্ঞা থেকে بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ এর মতো (মুবতাদা) বের হয়ে না যায়। এমতাবস্থায় যে, তা মুসনাদ ইলাইহি হবে। আর এ কয়েদটি দ্বারা মুসান্নিফ রহ. খবর থেকে এবং মুবতাদা দ্বয়ের দ্বিতীয় প্রকার থেকে যেটি আলোচ্য মুবতাদার বহির্ভূত, তা থেকে এহতেরায করেছেন। কারণ, এ দুটি মুসনাদই হয়ে থাকে। অথবা এমন সিফত চাই সে সিফতটি মুশতাক হোক, যেমন : ضَارِبٌ ، مَضْرُوْبٌ ও حَسَنٌ অথবা মুশতাকের স্থলাভিষিক্ত হোক, যেমন : قرشى যা অবস্থিত হয় হরফে নফী, যেমন : مَا ও لَا এরপর অথবা الف الاستفهام এরপর এবং তার মতো শব্দের পর, যেমন : مَنْ – مَا – هَلْ। সীবাওয়াইহ থেকে হরফে নফী ও ইস্তেফহাম ছাড়াও মন্দত্বের সাথে সিফাতের সীগাহর সাথে মুবতাদার বৈধতা বর্ণিত রয়েছে। আর আখফাশ এটাকে ভালো মনে করেন। আর আখফাশের মতের উপর কবির উক্তিটি এসেছে, পঙ্ক্তি : فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ (আমরা লোকদের নিকট তোমাদের থেকে উত্তম)। সুতরাং خَيْر হয়েছে মুবতাদা এবং نَحْنُ তার ফায়েল। আর যদি خَيْر কে نَحْنُ র খবর মুকাদ্দাম সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে ইসমে তাফযীল (خَيْر) এবং তার মা'মূল তথা من এর মধ্যে نَحْنُ অযাচিত শব্দ দ্বারা পার্থক্য হয়ে যাবে, আর এটি নাজায়েয। কারণ, ইসমে তাফযীলের আমল দুর্বল। পক্ষান্তরে যদি نَحْنُ কে যদি خَيْر এর ফায়েল সাব্যস্ত করা হয়, (তা হলে অযাচিত শব্দ দ্বারা পার্থক্য লাযিম আসে না)। কেননা ফায়েল অংশের মতো হয়ে থাকে। ইসমে যাহিরের জন্য رَفْع প্রদানকারী হবে এবং যেটি ইসমে যাহিরের স্থলাভিষিক্ত হয় (তার জন্যও رفع প্রদানকারী হবে)। আর তা হচ্ছে যমীরে মুনফাসিল। যাতে আল্লাহ তা'আলার বাণীর اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَا اِبْرَاهِيْمُ এর মতো উদাহরণ (মুতাদার দ্বিতীয় প্রকার থেকে)

বের হয়ে না যায়। আর মুসান্নিফ রহ. رَافِعَةً لِظَاهِرٍ এর কয়েদ দ্বারা اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ এর মতো উদাহরণ থেকে এহতেরায করেছেন। কেননা اَلزَّيْدَانِ যমীরের জন্য رفع প্রদানকারী যে যমীরটি اَقَائِمَانِ এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। যদি এটি ইসমে যাহির (اَلزَّيْدَانِ) এর জন্য رفع প্রদানকারী হত তা হলে اَقَائِمَانِ এর দ্বিবচন আনা জায়েয হত না। <u>যেমন : زَيْدٌ قَائِمٌ</u> এটি মুবতাদার প্রথম প্রকারের উদাহরণ। <u>এবং مَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ</u> এটি (মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার থেকে) ওই সিফতের উদাহরণ যেটি হরফে নফীর পর অবস্থিত রয়েছে।

<u>আর যদি ওই সিফতটি</u> যেটি হরফে নফী ও ইস্তেফহামের পর অবস্থিত হয় ইসমে মুফরাদ যেটি সিফতের পর বর্ণিত হয়, <u>তার মোতাবেক হয়।</u> যেমন : اَقَائِمٌ زَيْدٌ ও مَاقَائِمٌ زَيْدٌ। আর মুসান্নিফ রহ. এই ইসমে মুফরাদের কয়েদটি দ্বারা ওই সুরত থেকে এহতেরায করেছেন, যখন দ্বিবচনের মোতাবেক হয়, যেমন : اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ অথবা বহুবচনের মোতাবেক হয়, যেমন : اَقَائِمُوْنَ الزَّيْدُوْنَ কেননা তখন এ সিফতটি খবর বৈ কিছু নয়। <u>তা হলে দু'টি অবস্থা জায়েয রয়েছে।</u> ১. সিফতটি মুবতাদা হওয়া এবং সিফতের পরবর্তী শব্দ সিফতটির ফায়েল হওয়া যেটি খবরের স্থলাভিষিক্ত হয়। ২. সিফতের পরবর্তী শব্দটির মুবতাদা হওয়া এবং সিফতিটর খবর হওয়া যেটি মুবতাদা হতে মুকাদ্দাম। সুতরাং এখানে তিনটি সুরত হল। একটি হল اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ আর তখন এ কথা নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, اَلزَّيْدَانِ হবে মুবতাদা এবং اَقَائِمَانِ তার থেকে খবরে মুকাদ্দাম হবে। দ্বিতীয়টি হল اَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ তখন এ কথা নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, اَلزَّيْدَانِ হবে সিফাতের ফায়েল যেটি খবরের স্থলাভিষিক্ত হয়। তৃতীয় সুরত হল اَقَائِمٌ زَيْدٌ তার মধ্যে দু'টি অবস্থা জায়েয রয়েছে, যেরূপ তুমি জেনে এসেছ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمِنْهَا الْمُبْتَدَاءُ وَالْخَبَرُ : কাফিয়ার কোনো নুসখাতে مِنْهُ الْمُبْتَدَاءُ وَالْخَبَرُ রয়েছে। هَا যমীরটি مرفوعات এর দিকে এবং ه যমীরটি مرفوع এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। মুবতাদা ও খবর مرفوعات এর পৃথক পৃথক দু'টি প্রকার। কিন্তু মুসান্নিফ রহ. এ দুটিকে একই স্থানে একত্রিত করে দিয়েছেন। তার কারণ হল, এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক অপরিহার্যতা রয়েছে; মুবতাদা খবর ব্যতীত এবং খবর মুবতাদা ব্যতীত পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত এ দুটির আমিল মা'নাবী অর্থাৎ ابتداء এ জন্য এ দুনোটিকে একসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : فَالْمُبْتَدَاءُ هُوَ الْاِسْمُ لَفْظًا اَوْتَقْدِيْرًا : এর দ্বারা মুবতাদার সংজ্ঞা দিচ্ছেন। মুবতাদা এমন ইসমকে বলা হয় যেটি শাব্দিক আমিলসমূহ থেকে মুক্ত হয়, চাই আমিল لفظى হোক অথবা تقديرى হোক। এটা মুবতাদার প্রথম প্রকারের সংজ্ঞা। শারেহ রহ. لَفْظًا اَوْتَقْدِيْرًا সংযোজন করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ এর মধ্যে اَنْ تَصُوْمُوْا মুবতাদা হয়েছে, অথচ এটি ইসম নয় বরং ফে'ল। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, ইসম শব্দটি ব্যাপক, চাই শাব্দিক হোক তাকদীরী বা উহ্যগতভাবে হোক। আর اَنْ تَصُوْمُوْا মাসদার (صِيَامُكُمْ) এর তা'বীলে হয়ে ইসম হয়েছে। এ জন্য এটার মুবতাদা হওয়া সহীহ হয়েছে।

قَوْلُهُ : اَلْمُجَرَّدُ : মুবতাদার সংজ্ঞায় প্রশ্ন করা হয় যে, মুবতাদা এরকম ইসম যেটি শাব্দিক আমিল থেকে মুক্ত করা হয়েছে, যেরূপ مُجَرَّدٌ শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। কেননা مُجَرَّدٌ – تَجْرِيْدٌ থেকে গঠিত হয়েছে যার অর্থ হল, খালি করা, মুক্ত করা। আর খালি করা লাযিম করে প্রথমে তার দাখিল হওয়াকে। এর মর্ম হবে, মুবতাদার মধ্যে عامل لفظى ছিল, এরপর তাকে খালি করা হয়েছে, অথচ এটি বাস্তবতার পরিপন্থী। কারণ, মুবতাদার মধ্যে তো عامل لفظى আসেই না; তার আমিল হয় معنوى এর জবাব হল, কখনো اِمْكَان বা সম্ভাবনাকে বিদ্যমানতার স্তরে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, বলা হয় : ضَيِّقْ فَمَ الْبِئْرِ অর্থাৎ কূপের মুখটি সঙ্কীর্ণ রেখো,

প্রশস্ত রেখো না। এর মর্ম এটা নয় যে, প্রথমে প্রশস্ত কর, এরপর সঙ্কীর্ণ কর বরং মর্ম হচ্ছে, কূপ বানাতে সময় তার মুখ প্রশস্ত করার যে সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা যেন না হয় বরং এটা বানানোর সময়ই সঙ্কীর্ণ করে বানাও। তেমনিভাবে মুবতাদার মধ্যে ধরে নেওয়ার রীতিতে যদি عامل لفظى আসতে পারে তা হলে যেন না আসে, মুবতাদা বানানোর সময় থেকেই তাকে عامل لفظى থেকে মুক্ত রাখা যাবে।

ফায়দা : عَوَامِل এর মধ্যে الف ولام আসার কারণে তার جمعين বা বহুবচনীয়তা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন বহুবচনের অর্থ তার মধ্যে বাকি থাকে নি বরং اِسْتِغْرَاق اَفْرَاد এর জন্য এসেছে। যার মর্ম হবে, عوامل لفظيه-এর যত আফরাদ রয়েছে, সবটা থেকেই মুক্ত হতে হবে অর্থাৎ একটি عامل لفظى ও আসতে পারবে না।

قَوْلُهٗ : وَكَانَهٗ اَرَادَ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ সর্বসম্মতভাবে মুবতাদা, অথচ এটি عامل لفظى থেকে মুক্ত নয়, তার মধ্যে بَاءِ جَارَّه প্রবেশ করেছে। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, عامل لفظى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেই আমিলটি অর্থের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল হবে। আর এখানে এরকম নয় বরং باء টি অতিরিক্ত, এখানে তার কোনো অর্থ নেই।

قَوْلُهٗ : مُسْنَدًا اِلَيْهِ : এ কয়েদটি দ্বারা খবর এবং মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকারটিকে বের করা উদ্দেশ্য। কারণ, এ দুটি মুসনাদ হয়, মুসনাদ ইলাইহি হয় না।

قَوْلُهٗ : اَوِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ : এটা মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকারের সংজ্ঞা। মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার হল, সিফতের সীগাহ হরফে নফী, হামযায়ে ইস্তেফহাম, مَتٰى - مَنْ - مَا ، هَلْ - اَيْنَ ইত্যাদির পর অবস্থিত হবে এবং তার পরবর্তী ইসমে যাহির বা তার স্থলাভিষিক্ত যমীরে মুনফাসিলকে رفع প্রদান করবে।

قَوْلُهٗ : سَوَاءٌ كَانَتْ مُشْتَقَّةً : এ ইবারতটি দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকারটির সংজ্ঞা جامع নয়। কেননা اَقُرَيْشِيٌّ اَنْتَ এর মধ্যে قُرَيْشِى শব্দটি মুবতাদা হয়েছে, অথচ এটি সিফতের সীগাহ। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, صفت দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, চাই সিফাতটি মুশতাক হোক, যেমন : حَسَنٌ - مَضْرُوْبٌ - ضَارِبٌ ইত্যাদি অথবা মুশতাকের স্থলাভিষিক্ত হোক। আর قُرَيْشِى যদিও صفة مشتقه নয় বটে, তবে মুশতাকের হুকুমের মধ্যে অবশ্যই হয়েছে। কেননা তার শেষে ياء نسبتى হয়েছে। আর যেই ইসমের সাথে ياء نسبتى সংযুক্ত হয়, সেটি ইসমে মুশতাকের হুকুমে হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : وَعَنْ سِيْبَوَيْهِ الخ : সীবাওয়াইহ এর মতে সিফাতের সীগাহ হরফে নফী ও ইস্তেফহাম ছাড়াও মুবতাদা হতে পারে। তবে তা অপছন্দনীয়। আর আখফাশের মতে قَبَاحَت বা মন্দত্ব ব্যতীতই মুবতাদা হওয়া সহীহ রয়েছে। তাঁদের দলিল হচ্ছে কবির উক্তিটি : فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ দ্বারা। এতে خَبِر সিফাতের সীগাহ এবং মুবতাদা হয়েছে আর نحن তার ফায়েল হয়েছে, অথচ خبر এর পূর্বে হরফে নফীও নেই এবং ইস্তেফহামও নেই। এর জবাব দেওয়া যেত, আখফাশের এ উক্তিটি দ্বারা দলির পেশ করাটা ঠিক নয়। কেননা তাতে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, خبر হবে খবরে মুকাদ্দাম এবং نَحْنُ হবে মুবতাদায়ে মুআখখার। শারেহ তার উক্তি : وَلَوْجُعِلَ خَيْرٌ خَبَرًا الخ দ্বারা আখফাশের পক্ষপাতিত্ব করছেন যে, এ সম্ভাবনাটি ঠিক নয়। কেননা যদি خَيْر কে نَحْنُ এর খবর সাব্যস্ত করা যায়, তা হলে এমতাবস্থায় ইসমে তাফযীল তথা خَيْر এবং তার মা'মূল তথা مِنْكُمْ এর মাঝে نَحْنُ মুবতাদা দ্বারা فَصْل বা পার্থক্য সৃষ্টি করা লাযিম আসবে, আর এটা فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِى যা নাজায়েয। আর যদি نَحْنُ কে خَيْر এর ফায়েল বানানো হয়, তা হলে فَصْل

بِالْاَجْنَبِى হবে না। কারণ, তখন نَحْنُ শব্দটি خَبِر এর ফায়েল হবে। আর ফায়েল আজনাবী ও অপরিচিত হয় না। কেননা সেটি তার আমিলের অংশের মতো হয়।

قَوْلُهُ : رَافِعَةٌ لِظَاهِرٍ وَ مَا يَجْرِى مَجْرَاهُ : ইসমে যাহিরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে যমীরে মুনফাসিল। এ ইবারতটির সংযোজন এজন্য করেছেন, যাতে اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِى يَا اِبْرَاهِيْمُ এর মতো উদাহরণ, যাতে তার মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। অর্থাৎ যেখানে সিফাতের সীগাহর পর ইসমে যাহিরের পরিবর্তে যমীরে মুনফাসিল অবস্থিত হয় এবং সিফাতের সিগাহটি তাকে رفع প্রদান করে, তা হলে এমন সিফাতকেও মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার বলা যাবে। যেমন উল্লেখিত উদাহরণটিতে رَاغِبٌ সিফাতের সীগাহটি হামযায়ে ইস্তেফহামের পর অবস্থিত হয়েছে এবং اَنْتَ যমীরে মুনফাসিলটি তার কারণে مرفوع হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ اَقَائِمَانِ الخ : এর দ্বারা لِظَاهِرٍ এর কয়েদটির ফায়দা বর্ণনা করছেন যে, اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ এর মধ্যে যদিও قَائِمَانِ সিফাতের সীগাহ এবং হামযায়ে ইস্তেফহামের পর অবস্থিত হয়েছে বটে, তবে ইসমে যাহিরের কারণে মারফূ' হয় নি বরং যমীরকে رفع প্রদান করেছে। এ জন্য মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার থেকে এটি বেরিয়ে গেছে। এতে قَائِمَانِ খবরে মুকাদ্দাম এবং اَلزَّيْدَانِ মুবতাদায়ে মুআখখার হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ طَابَقَتْ مُفْرَدًا الخ : অর্থাৎ যে সিফাতটি হরফে নফী অথবা ইস্তেফহামের পর অবস্থিত হয়, সেটি তারপর আগমনকারী ইসমে যাহিরের মোতাবেক হয়। অর্থাৎ যেভাবে সেই ইসমে যাহিরটি মুফরাদ তেমনিভাবে সিফতের সীগাহটিও মুফরাদ হয়, তা হলে তার মধ্যে দুটি অবস্থা জায়েয রয়েছে।

১. সিফাতের সীগাহটি মুবতাদা হবে এবং ইসমে যাহিরটি তার ফায়েল-খবরের স্থলাভিষিক্ত হবে। ২. ইসমে যাহির মুবতাদায়ে মুআখখার হবে এবং সিফাতের সীগাহটি খবরে মুকাদ্দাম হবে। তার উদাহরণ হল "مَاقَائِمٌ زَيْدٌ" ও "اَقَائِمٌ زَيْدٌ"। مُفْرَدًا এর কয়েদটি اِحْتِرَازِى বা পরিহারমূলক। অর্থাৎ উল্লেখিত এ দুটি সুরত ওই সময় জায়েয, যখন সিফতের সীগাহ এবং ইসমে যাহির উভয়টি মুফরাদ হয়। আর যদি সিফত এবং ইসমে যাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা হয় বটে, তবে মুফরাদ হওয়ার মধ্যে নয় বরং দুনোটি দ্বিবচন বা বহুবচন হয়, যেমন : اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ - اَقَائِمُوْنَ الزَّيْدُوْنَ তা হলে এতে শুধু একটি সুরতই জায়েয রয়েছে। অর্থাৎ ইসমে যাহির মুবতাদায়ে মুআখখার এবং সিফাতের সিগাহটি খবরে মুকাদ্দাম হবে। সুতরাং زَيْدَانِ মুবতাদায়ে মুআখখার এবং قَائِمَانِ খবরে মুকাদ্দাম। একই অবস্থা اَقَائِمُوْنَ الزَّيْدُوْنَ- এরও। আর যদি সিফত এবং ইসমে যাহিরের মধ্যে মোটেই সামঞ্জস্য না হয় বরং বিপরীতমুখী হয়, সিফাতের সিগাহ যদি মুফরাদ হয় এবং ইসমে যাহির দ্বিবচন বা বহুবচন হয়, তা হলে এমতাবস্থায় ইসমে যাহিরটি সিফাতের সীগাহর ফায়েল হয়ে খবর স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন : اَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ।

وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ اَىْ هُوَ الْاِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِىْ مَرْفُوْعَاتِ الْاِسْمِ فَلَا يَصْدُقُ عَلٰى يَضْرِبُ فِىْ يَضْرِبُ زَيْدٌ اَنَّهُ الْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ الْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِاِسْمٍ **اَلْمُسْنَدُ بِهِ** اَىْ مَا يُوْقَعُ بِهِ الْاِسْنَادُ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ لِاَنَّهُ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ لَا مُسْنَدٌ بِهِ **اَلْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ** فِىْ تَعْرِيْفِ الْمُبْتَدَاءِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ لِاَنَّهُ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ لَا مُسْنَدٌ بِهِ الْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْمُبْتَدَاءِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْقِسْمِ الثَّانِىْ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ الْمُرَادُ اَلْمُسْنَدُ بِهِ اِلَى الْمُبْتَدَاءِ اَوْ تُجْعَلُ الْبَاءُ فِىْ بِهِ بِمَعْنٰى اِلٰى وَالضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ رَاجِعًا اِلَى الْمُبْتَدَاءِ عَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ يَخْرُجُ بِهِ الْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ وَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ تَاكِيْدًا وَاعْلَمْ اَنَّ الْعَامِلَ فِى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ هُوَ الْاِبْتِدَاءُ اَىْ تَجْرِيْدُ الْاِسْمِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ لِيُسْنَدَ اِلٰى شَىْءٍ اَوْ يُسْنَدَ اِلَيْهِ شَىْءٌ فَمَعْنَى الْاِبْتِدَاءِ عَامِلٌ فِى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ رَافِعٌ لَهُمَا عِنْدَ الْبَصَرِيِّيْنَ وَاَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلْاِبْتِدَاءُ عَامِلٌ فِى الْمُبْتَدَاءِ وَالْمُبْتَدَاءُ فِى الْخَبَرِ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ عَامِلٌ فِى الْاٰخِرِ وَعَلٰى هٰذَا لَا يَكُوْنَانِ مُجَرَّدَيْنِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ **وَاَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ** اَىْ مَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْمُبْتَدَاءُ عَلَيْهِ اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ **اَلتَّقْدِيْمُ** عَلَى الْخَبَرِ لَفْظًا لِاَنَّ الْمُبْتَدَاءَ ذَاتٌ وَالْخَبَرَ حَالٌ مِنْ اَحْوَالِهَا وَالذَّاتُ مُقَدَّمَةٌ عَلٰى اَحْوَالِهَا **وَمِنْ ثَمَّ** اَىْ وَمِنْ اَجْلِ اَنَّ الْاَصْلَ فِى الْمُبْتَدَاءِ اَلتَّقْدِيْمُ لَفْظًا **جَازَ** قَوْلُهُمْ **فِىْ دَارِهِ زَيْدٌ** مَعَ كَوْنِ الضَّمِيْرِ عَائِدًا اِلٰى زَيْدٍ الْمُتَاَخِّرِ لَفْظًا لِتَقَدُّمِهِ رُتْبَةَ الْاِصَالَةِ التَّقْدِيْمِ **وَامْتَنَعَ** قَوْلُهُمْ **صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ** لِعَوْدِ الضَّمِيْرِ اِلَى الدَّارِ وَهُوَ فِىْ حَيِّزِ الْخَبَرِ الَّذِىْ اَصْلُهُ التَّاخِيْرُ فَيَلْزَمُ عَوْدُ الضَّمِيْرِ اِلَى الْمُتَاَخِّرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ ۔

সহজ তরজমা

আর খবর হল যেটি মুক্ত হয় অর্থাৎ খবর ওই ইসমকে বলা হয়, যেটি শাব্দিক আমিলসমূহ থেকে মুক্ত হয়। (ইসমের কয়েদটি) এ জন্য লাগানো হয়েছে যে, আলোচনা তো ইসমের مرفوعات এর মধ্যে চলছে। সুতরাং يَضْرِبُ زَيْدٌ এর মধ্যস্থিত يَضْرِبُ ফে'লটির উপর এ কথা সাদেক আসবে না যে, يَضْرِبُ - عوامل لفظيه থেকে মুক্ত এবং مسند به এবং উল্লেখিত সিফ হতে ভিন্ন হয়েছে। কারণ, يَضْرِبُ ইসম নয়। **সেটি مسند به হবে।** অর্থাৎ যার দ্বারা ইসনাদ সংঘটিত হয় তা হবে। আর মুসান্নিফ রহ. مسند به -এর কয়েদ দ্বারা মুবতাদার প্রথম প্রকার থেকে এহতেরায করেছেন। কেননা সেটি মুসনাদ ইলাইহি হয়, মুসনাদ বিহি নয়। **যেটি ভিন্ন হবে ওই সিফতের, যার আলোচনা গত হয়ে গেছে** মুবতাদার সংজ্ঞায়। আর মুসান্নিফ রহ. اَلْمُغَايِرِ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ এর কয়েদটি দ্বারা মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার থেকে এহেরায করেছেন। আর তুমি বলতে পারবে যে, (মূল ইবারতে) مسند به দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুবতাদার দিকে মুসনাদ বিহি হওয়া অথবা به -এর মধ্যস্থিত باء টিকে الى র অর্থে নিয়ে নিবে এবং যমীরে মাজরূরটি (ه) কে মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে। আর উভয় তাকদীরের ভিত্তিতে মুসান্নিফের উক্তি المسند به র কয়েদ দ্বারা মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকারটি বের হয়ে যায়। আর মুসান্নিফের উক্তি اَلْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ তাকিদ সাব্যস্ত হবে। উল্লেখ থাকে যে, মুবতাদা এবং খবরের মধ্যে আমির ইবতেদাই। অর্থাৎ ইসমকে عوامل لفظيه থেকে মুক্ত করা, যাতে কোনো বস্তুর দিকে তাকে ইসনাদ করা যায় অথবা তার দিকে কোনো বস্তুর ইসনাদ করা যায়। সুতরাং বসরীদের মতে ইবতেদার অর্থটাই মুবতাদা এবং খবরের মধ্যে আমিল (এবং) এ দুটিকে رفع প্রদানকারী। আর বসরীগণ ব্যতীত অন্যান্য নাহবীদের কেউ বলেন : মুবতাদার মধ্যে ইবতেদা আমিল এবং খবরের মধ্যে মুবতাদা আমিল। আর (শায়খ রযীসহ প্রমুখ) অন্যান্য নাহবীগণ বলেন : মুবতাদা ও খবরের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি অপরটির মধ্যে আমিল। আর এ মতের ভিত্তিতে মুবতাদা ও খবর শাব্দিক আমিল মুক্ত হবে না। **আর মুবতাদার আসল হল** অর্থাৎ যখন কোনো প্রতিবন্ধক বাধা প্রদান না করে তখন মুবতাদার জন্য বিধেয় হল **অগ্রগামী হওয়া** খবরের উপর শাব্দিকভাবে। কেননা মুবতাদা হচ্ছে সত্তা এবং তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্য থেকে একটি অবস্থা। আর সত্তা তার অবস্থাসমূহের উপর অগ্রগামী হয়ে থাকে। **আর এ কারণেই** অর্থাৎ শাব্দিকভাবে মুবতাদার মধ্যে অগ্রগামী হওয়াটা আসল হওয়ার কারণেই আরবদের উক্তি : فِىْ دَارِهٖ زَيْدٌ **জায়েয রয়েছে।** অথচ যমীরটি زَيْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা শব্দগতভাবে পরে উক্ত রয়েছে। কেননা মুবতাদার অগ্রবর্তীরা আসল হওয়ার কারণে زَيْد স্তরগতভাবে মুকাদ্দাম হয়েছে। আর আরবদের উক্তির **صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ না জায়েয,** যমীরটি دَار এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার কারণে। আর دَار ওই খবরের অধীনে হয়েছে, যার আসল পরে হওয়া ; সুতরাং যমীরটি শব্দগত ও স্তরগতভাবে পরে উক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করা লাযিম আসে। আর সেটা নাজায়েয।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ : মুবতাদার খবর এমন ইসমকে বলা হয়, যেটি عوامل لفظيل থেকে মুক্ত হয়, মুসনাদ হয় এবং সেই সিফাতের সীগাহর ভিন্ন হবে যেটি হরফে নফী এবং ইস্তেফহামের পর অবস্থিত হয়। খবরের সংজ্ঞায় মুসনাদের কয়েদটি দ্বারা মুবতাদা থেকে এহতেরায হয়েছে। আর اَلْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ দ্বারা মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার থেকে এহতেরায হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اَىْ هُوَ الْاِسْمُ الْمُجَرَّدُ الخ : শারেহ রহ. এ ইবারতটি এনে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, خَبَر এর এ সংজ্ঞাটি ফে'লের উপরও সাদেক আসে। যেমন : يَضْرِبُ زَيْدٌ এর মধ্যে يَضْرِبُ এর সম্বন্ধে বলা

যায়, يَضْرِبُ – عوامل لفظيه থেকে মুক্ত, মুসনাদ যা উল্লেখিত হতে ভিন্নও বটে, অথচ এটি খবর নয় বরং ফে'লও ফায়েল মিলে جمله فعليه خبريه হয়েছে। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি অন্যের অনুপ্রবেশ থেকে مانع বা প্রতিবন্ধক হল না। জবাবের সারকথা হল, খবরের জন্য ইসম হওয়া আবশ্যক। আর يَضْرِبُ ইসম নয় বরং ফে'ল। আর করীনা হল, এ মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে ইসমের مرفوعات এর মধ্যে, ফে'লের مرفوعات এর মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ : اَىْ مَا يُوْقَعُ بِهِ الْاِسْنَادُ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, مسند শব্দটি اسناد থেকে নির্গত। আর এটি সরাসরি মুতা'আদ্দী। সুতরাং এটাকে باء র মাধ্যমে মুতাআদ্দী করার প্রয়োজনটা কিসের। শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, مُسْنَد শব্দটি وُقُوْع বা সংঘটিত হওয়ার অর্থকে অভ্যন্তরে রাখে আর وُقُوْع লাযিম। তাই এটাকে باء দ্বারা মুতা'আদ্দী করা হয়েছে। এ বাক্যের স্বরূপ হল مَايُوْقَعُ بِهِ الْاِسْنَادُ। مسند به র কয়েদের ফায়দা গত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ الْمُرَادُ الْمُسْنَدُ بِهِ الخ : শারেহ রহ. এখানে বলতে চাচ্ছেন, যদি মুসান্নিফের ইবারত اَلْمُسْنَدُ بِهِ র পর اِلَى الْمُبْتَدَاءِ এর কয়েদ উহ্যমানা হয় অথবা مسند به র মধ্যস্থিত باء কে الى র অর্থে নেওয়া হয় এবং যমীরে মাজরূরটি মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে اَلْمُغَائِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ এর কয়েদটির প্রয়োজন থাকে না, যা সামনে আসছে। কেননা اِلَى الْمُبْتَدَاءِ উহ্য মেনে নিলে তরজমা হবে : خَبَر এমন ইসমকে বলা হয় যেটি عوامل لفظيه থেকে মুক্ত হয় এবং মুবতাদার দিকে مسند তথা সম্পৃক্ত হয়। আর এ কথা স্পষ্ট যে, উল্লেখিত সিফাতটি স্বয়ং মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার, মুবতাদার দিকে মুসনাদ নয়। আর مسند به র মধ্যকার باء কে اِلٰى র অর্থে নেওয়াবস্থায় তরজমা হবে : خبر এমন ইসমকে বলা হয় যেটি عوامل لفظيه থেকে মুক্ত হয় এবং মুবতাদার দিকে মুসনাদ হয়। মোটকথা, এ দুটি ব্যাখ্যার পর اَلْمُغَائِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ এর প্রয়োজন বাকি থাকে না। হ্যাঁ! একে তাকিদ হিসেবে উল্লেখ করার অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاعْلَمْ اَنَّ الْعَامِلَ فِى الْمُبْتَدَاءِ الخ : ইতঃপূর্বে মুবতাদা ও খবরের আলোচনা ছিল এবং এ দুটিকে مرفوعات এর মধ্যে শোমার করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা গেল, এ দুটির উপর رفع আসে। আর رفع হচ্ছে এ'রাব যেটি আমিল ব্যতীত আসে না। এ জন্য শারেহ রহ. মুবতাদা ও খবরের আমিলকে এ ইবারতটিতে বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ এ দুটির মধ্যে ইবতেদা হচ্ছে আমিল। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, মুবতাদার মধ্যে ইবতেদার আমিল হওয়াটা তো বুঝে আসে। কারণ, মুবতাদা শুরুতে আসে। কিন্তু খবরের মধ্যে ইবতেদার আমিল হওয়াটা বুঝে আসে না। কারণ, খবর মুবতাদার পর এসে থাকে। শারেহ রহ. اَىْ تَجْرِيْدُ الْاِسْمِ الخ দ্বারা সেই প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছেন অর্থাৎ ابتداء শাব্দিক অর্থ (শুরুতে আসা) উদ্দেশ্য নয় বরং পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইসমের عوامل لفظيه থেকে মুক্ত হওয়া। যাতে তার ইসনাদ কোনো বস্তুর দিকে করা যায়, যেমন : خَبَر অথবা তার দিকে কোনো বস্তুর ইসনাদ করা হয়, যেমন : মুবতাদা। আর এ অর্থের প্রেক্ষিতে মুবতাদা ও খবর উভয়টির মধ্যেই ইবতেদা আমিল হলো। কারণ, এ দুটি এরকম ইসম যা عَوَامِل لَفْظِيَه থেকে মুক্ত রয়েছে, একটি মুসনাদ এবং অপরটি মুসনাদ ইলাইহি।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ : এই মাত্র জেনে এসেছেন, ইবতেদা হচ্ছে আমিল মুবতাদা এবং খবরের মধ্যে এবং এ দুটির জন্য رفع প্রদানকারী। এটা ছিল বসরীদের মাযহাব। তাঁরা ব্যতীত অন্যান্য নাহুবিদগণের মতে ইবতেদা উভয়টির মধ্যে আমিল নয়। সীবাওয়াইহ প্রমুখদের মতে ইবতেদা হচ্ছে মুবতাদের মধ্যে আমিল

এবং মুবতাদা খবরের মধ্যে আমিল। কাসাঈ প্রমুখ বলেন : মুবতাদা খবরের মধ্যে আমিল এবং খবর মুবতাদার মধ্যে আমিল। সীবাওয়াইহ এর মাযহাবের ভিত্তিতে খবর শাব্দিক আমিল থেকে মুক্ত নয় এবং কাসাঈর মাযহাবানুযায়ী মুবতাদা এবং উভয়টি শাব্দিক আমিল থেকে মুক্ত হবে না। মুসান্নিফের নিকটবর্তী সরীগণের মাযহাবটি পছন্দনীয় এ জন্য উভয়টির সংজ্ঞা اَلْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ বলেছেন।

قَوْلُهُ : وَاَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ اَىْ مَا يَنْبَغِىْ الخ : اَصْل এর অর্থ আসে قاعده كليه বা সাধারণ নিয়ম। যার মর্ম হবে, মুবতাদা সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম হল, এটি সর্বদা মুকাদ্দাম হয়ে থাকবে; এর বিপরীত করাটা জায়েয হবে না। এর দাবি হল فِىْ دَارِهٖ زَيْدٌ এবং قَائِمٌ زَيْدٌ তারকীবদ্বয় জায়েয না হওয়া, অথচ এ তারকীবটি সর্বসম্মতভাবে জায়েয রয়েছে। শারেহ রহ. اَصْل এর ব্যাখ্যা مَايَنْبَغِىْ র সাথে করে বলে দিয়েছেন যে, اَصْل এর অর্থ হচ্ছে এখানে مُنَاسِب তথা বিধেয় বা সমীচীন। এবার মর্ম হবে, মুবতাদার জন্য বিধেয় হল মুকাদ্দাম হওয়া।

قَوْلُهُ : اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হয়, আমরা এ কথা সমর্থন করি না যে, মুবতাদার জন্য মুকাদ্দাম হওয়া বিধেয় বরং কখনো তো মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করাটা নাজায়েয। যেমন : فِى الدَّارِ رَجُلٌ এর মধ্যে رَجُل শব্দটি মুবতাদা এবং এটাকে মুকাদ্দাম করা নাজায়েয, অন্যথায় তার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হবে না।

اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ দ্বারা শারেহ রহ. সেই প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন অর্থাৎ মুবতাদা মুকাদ্দাম হওয়ার অগ্রগণ্যতাটা তখন হবে, যখন কোনো প্রতিবন্ধক না থাকবে। আর এখানে رَجُل এর নাকেরা হওয়াটা মুকাদ্দাম হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। কেননা নাকেরার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাখসীম করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ হবে না। আর এখানে খবরকে মুকাদ্দাম করে رَجُل এর মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَالتَّقْدِيْمُ عَلَى الْخَبَرِ لَفْظًا : অর্থাৎ মুবতাদার জন্য বিধেয় হল, সেটি খবরের উপর শাব্দিকভাবে মুকাদ্দাম হবে, স্তরের দিক দিয়ে তো সর্বদা মুকাদ্দাম হয়েই থাকে। যখন খবর থেকে মুআখ্খার হয়, এখন এ মুআখখার হওয়াটা শুধু শাব্দিকভাবেই হয়ে থাকে, স্তরগতভাবে তো তখনও মুকাদ্দামই থাকে।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الْمُبْتَدَاءَ : মুবতাদার মুকাদ্দাম হওয়াটা এ জন্য আসল যে, মুবতাদা হচ্ছে ذَات বা সত্তা এবং খবর তার একটি অবস্থা। আর সত্তা তার অবস্থার উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে, তাই মুবতাদা খবরের উপর মুকাদ্দাম হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ جَازَ فِىْ دَارِهٖ زَيْدٌ : উল্লেখিত আসলের উপর তাফরী বর্ণনা করা হচ্ছে। যেহেতু মুবতাদার আসল হল মুকাদ্দাম হওয়া, এ জন্য উল্লেখিত তারকীবটি জায়েয। অথচ دَارِهٖ র মধ্যে যমীরটি زَيْد এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং সেটি মুআখখার। কিন্তু زَيْد মুবতাদা হয়েছে, আর মুবতাদার স্তর হল মুকাদ্দাম হওয়া। তাই স্তর হিসেবে যেহেতু زَيْد মুকাদ্দাম, তাই اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ শুধু لَفْظًا বা শাব্দিকভাবে লাযিম আসবে, رُتْبَةً বা স্তরগতভাবে লাযিম আসবে না। আর এটা জায়েয রয়েছে। শারেহ রহ. فِىْ دَارِهٖ র পূর্বে قَوْلُهُمْ এনে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, فِىْ دَارِهٖ এটি جَازَ র ফায়েল, তবে এটির ফায়ের হওয়াটা শুদ্ধ নয়। কেননা এটি জুমলা আর ফায়েল মুফরাদ হয়ে থাকে। শারেহ রহ. এর জবাব দিয়েছেন, فِىْ دَارِهٖ – قَوْل এর তা'বীলে হয়ে মুফরাদ হয়েছে। তাই এটির ফায়েল হওয়াটা শুদ্ধ হয়েছে।

وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُبْتَدَاءُ نَكِرَةً وَاِنْ كَانَ الْاَصْلُ فِيْهِ اَنْ يَكُوْنَ مَعْرِفَةً لِاَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ مَعْنًى مُعَيَّنًا وَالْمَطْلُوْبُ الْمُهِمُّ الْكَثِيْرُ الْوُقُوْعِ فِى الْكَلَامِ اِنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْاُمُوْرِ الْمُعَيَّنَةِ وَلٰكِنَّهُ لَا يَقَعُ نَكِرَةً عَلَى الْاِطْلَاقِ بَلْ **اِذَا تَخَصَّصَتْ** تِلْكَ النَّكِرَةُ **بِوَجْهٍ مَّا** مِنْ وُجُوْهِ التَّخْصِيْصِ يَقِلُّ اِشْتِرَاكُهَا فَتَقْرُبُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ **مِثْلُ** قَوْلِهٖ تَعَالٰى **وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ** فَاِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَحَيْثُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ تُخُصِّصَ بِالصِّفَةِ فَجُعِلَ مُبْتَدَاءً وَخَيْرٌ خَبَرُهٗ **وَ** مِثْلُ قَوْلِكَ **اَرَجُلٌ فِى الدَّارِ اَمْ مَرْاَةٌ** فَاِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهٰذَا الْكَلَامِ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَهُمَا فِى الدَّارِ فَيَسْأَلُ الْمُخَاطَبَ عَنْ تَعْيِيْنِهٖ فَكَاَنَّهٗ قَالَ اَيُّ مِنَ الْاَمْرَيْنِ الْمَعْلُوْمِ كَوْنُ اَحَدِهِمَا فِى الدَّارِ كَائِنٍ فِيْهَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُخُصِّصَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَجُعِلَ رَجُلٌ مُبْتَدَاءً وَفِى الدَّارِ خَبَرُهٗ **وَ** مِثْلُ قَوْلِكَ **مَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ** فَاِنَّ النَّكِرَةَ فِيْهَا وَقَعَتْ فِىْ حَيِّزِ النَّفْىِ فَاَفَادَتْ عُمُوْمَ الْاَفْرَادِ وَشُمُوْلَهَا فَتَعَيَّنَتْ وَتَخَصَّصَتْ فَاِنَّهٗ لَا تَعَدُّدَ فِىْ جَمِيْعِ الْاَفْرَادِ بَلْ هُوَ اَمْرٌ وَاحِدٌ وَكَذَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِى الْاِثْبَاتِ قُصِدَ بِهَا الْعُمُوْمُ نَحْوُ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ جَرَادَةٍ **وَ** مِثْلُ قَوْلِهِمْ **شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ** لِتَخَصُّصِهٖ بِمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ لِشِبْهِهٖ بِهٖ اِذْ يُسْتَعْمَلُ فِىْ مَوْضِعِ مَّا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ وَمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ قَبْلَ ذِكْرِهٖ هُوَ صِحَّةُ كَوْنِهٖ مَحْكُوْمًا عَلَيْهِ بِمَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ قَامَ عُلِمَ مِنْهُ اَنَّ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهٗ اَمْرٌ يَصِحُّ اَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ فَاِذَا قُلْتَ رَجُلٌ فَهُوَ فِىْ قُوَّةِ رَجُلٍ مَوْصُوْفٍ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمُهِرَّ لِلْكَلْبِ بِالنُّبَاحِ الْمُعْتَادِ قَدْ يَكُوْنُ خَيْرًا كَمَا اِذَا كَانَ مَجِئُ حَبِيْبٍ مَثَلًا وَقَدْ يَكُوْنُ شَرًّا كَمَا اِذَا كَانَ مَجِئُ عَدُوٍّ وَالْمُهِرُّ لَهٗ بِنُبَاحٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ يُتَشَاءَمُ بِهٖ فَيَكُوْنُ شَرًّا لَا خَيْرًا فَعَلَى الْاَوَّلِ يَصِحُّ الْقَصْرُ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْخَيْرِ فَمَعْنَاهُ شَرٌّ لَا خَيْرٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ وَعَلَى الثَّانِىْ لَا يَصِحُّ فَيُقَدَّرُ وَصْفٌ حَتّٰى يَصِحَّ الْقَصْرُ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى شَرٌّ عَظِيْمٌ لَا حَقِيْرٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ وَهٰذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِرَجُلٍ قَوِيٍّ اَدْرَكَهُ الْعَجْزُ فِىْ حَادِثَةٍ **وَ**

مِثْلُ قَوْلِكَ **فِى الدَّارِ رَجُلٌ** لِتَخْصِيْصِهٖ بِتَقْدِيْمِ الْخَبَرِ لِاَنَّهٗ اِذَا قِيْلَ فِى الدَّارِ عُلِمَ اَنَّ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهٗ مَوْصُوْفٌ بِصِحَّةِ اِسْتِقْرَارِهٖ فِى الدَّارِ فَهُوَ فِىْ قُوَّةِ التَّخْصِيْصِ بِالصِّفَةِ وَ مِثْلُ قَوْلِكَ **سَلَامٌ عَلَيْكَ** لِتَخَصُّصِهٖ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمُتَكَلِّمِ اِذْ اَصْلُهٗ سَلَّمْتُ سَلَامًا عَلَيْكَ فَحُذِفَ الْفِعْلُ وَعُدِلَ اِلَى الرَّفْعِ لِقَصْدِ الدَّوَامِ وَالْاِسْتِمْرَارِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ سَلَامِىْ اَىْ سَلَامٌ مِنْ قِبَلِىْ عَلَيْكَ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ فِيْمَا بَيْنَ النُّحَاةِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْهُمْ مَدَارُ صِحَّةِ الْاَخْبَارِ النَّكِرَةِ عَلَى الْفَائِدَةِ لَا عَلٰى مَا ذَكَرَهٗ مِنَ التَّخْصِيْصَاتِ الَّتِىْ يَحْتَاجُ فِىْ تَوْجِيْهَاتِهَا اِلٰى هٰذِهِ التَّكَلُّفَاتِ الرَّكِيْكَةِ الْوَاهِيَةِ فَعَلٰى هٰذَا يَجُوْزُ اَنْ يُقَالَ كَوْكَبٌ انْقَضَّ السَّاعَةَ لِحُصُوْلِ الْفَائِدَةِ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُقَالَ رَجُلٌ قَائِمٌ لِعَدَمِهٖ وَهٰذَا الْقَوْلُ اَقْرَبُ اِلَى الصَّوَابِ وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ فِيْمَا سَبَقَ مُخْتَصًّا بِالْمُفْرَدِ لِكَوْنِهٖ قِسْمًا مِنَ الْاِسْمِ فَلَمْ يَكُنِ الْجُمْلَةُ دَاخِلَةً فِيْهِ اَرَادَ اَنْ يُشِيْرَ اِلٰى اَنَّ خَبَرَ الْمُبْدَاءِ قَدْ يَقَعُ جُمْلَةً اَيْضًا ـ

সহজ তরজমা

আর মুবতাদা কখনো নাকেরা (অনির্দিষ্ট) হয়, যদিও তার মধ্যে আসল হল মা'রিফা (নির্দিষ্ট) হওয়া। কেননা মা'রিফার সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। আর আরবি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, যা সংঘটিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট বিষয়াদির উপর হুকমু লাগানো। তবে সেটি সাধারণভাবে নাকেরার উপর সংঘটিত হয় না; বরং যখন বিশেষিত করার পন্থাসমূহের মধ্য থেকে কোনো পন্থায় বিশেষিত হয়। যখন তাখসীসের কারণে অংশীদারিত্ব কমে যাবে, তখন মা'রেফা বা নির্দিষ্টের কাছাকাছি হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী : **وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ** কেননা عَبْد বা বান্দা মুমিন ও কাফির উভয়কে শামিল রাখে। আর যখন মু'মিনের সাথে তাকে বিশেষিত করা হল তখন সিফতের কারণে বিশেষতা পাওয়া গেল। তাই মুবতাদা বানানো গেল। আর خَيْر তার খবর। আর যেমন, তোমার উক্তি– **اَرَجُلٌ فِى الدَّارِ اَمْ اِمْرَاَةٌ** (ঘরে কি পুরুষ আছে না মহিলা?) কেননা এসব শব্দের সাথে যে ব্যক্তি কথা বলে, সে জানে পুরুষ এবং মহিলার মধ্য থেকে একজন دَارٌ বা ঘরে বিদ্যমান রয়েছে। এরপর সে শ্রোতার কাছে সেই একজনের নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে। সুতরাং বক্তা যেন বলল: এ দু'জনের মধ্য থেকে যাদের একজন ঘরে হওয়াটা জানা রয়েছে সে কে? অতএব, পুরুষ ও মহিলার মধ্য থেকে প্রত্যেকে এ সিফতের কারণে বিশেষিত হয়ে গেছে। তাই رَجُلٌ কে মুবতাদা এবং فِى الدَّارِ কে তার খবর বানানো হয়েছে। অদ্রুপ যেমন তোমার উক্তি– **مَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ** (তোমার চেয়ে উত্তম কেউ নেই?) এ অবস্থাটিতে নাকেরা নফীর অধীনে অবস্থিত হয়েছে। তাই এটি اِقْرَار এর ব্যাপকতা এবং অন্তর্ভুক্তির অর্থ দান করেছে, ফলে নাকেরাটি নির্দিষ্ট ও বিশেষিত হয়ে গেছে। কেননা নাকেরা সমস্ত আফরাদের মধ্যে কোনো সংখ্যাধিক্য নেই বরং সমস্ত আফরাদ একই বস্তু। (কেননা ব্যাপকের মধ্যে ব্যাপক হওয়ার হিসেবে কোনো একাধিক্য নেই।) বরং অর্থ হবে এরকম যে, مَافَرْدٌ مِنَ الْاَفْرَادِ

مَا جَمِيْعُ الْأَفْرَادِ خَيْرٌ مِنْكَ بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ جَمِيْعِهِمْ অথবা خَيْرٌ مِنْكَ তেমনিভাবে যে কোনো নাকেরা اثبات এর মধ্যে অবস্থিত হলে, যার দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সেটিও মুবতাদা হতে পারবে। যেমন : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ (একটি খেজুর একটি ফড়িং হতে উত্তম)। অদ্রুপ যেমন আরবদের উক্তি : شَرٌّ أَهَرَّ ذَانَابٍ (বড় বিপদ কুকুরটিকে খেপিয়েছে)। কেননা شَرٌّ ফায়েলের সদৃশ হওয়ার কারণে যে অর্থ দ্বারা বিশেষত্ব পাওয়া যায়, অর্থে ফায়েল বিশেষত্ব পায়। কারণ, এ উক্তিটি مَا أَهَرَّ ذَانَابٍ إِلَّا شَرٌّ (حَصْر) এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আর সে অর্থটি যার দ্বারা ফায়েল তার উল্লেখিত হওয়ার পূর্বে বিশেষিত হয়, তা হচ্ছে তার মাহকূম আলাইহি হওয়া ওই জিনিসের (ফেলের) সাথে যার দিকে (ফায়েলের) ইসনাদ করা হয়েছে। কেননা তুমি যখন বলবে : قَامَ তখন এর দ্বারা বুঝা যাবে, যাকে তার পরে উল্লেখ করা হবে সেটা এমন একটি বস্তু হবে, যার উপর قِيَام এর সাথে হুকুম লাগানো শুদ্ধ হবে। এরপর যখন তুমি বলবে : رَجُل, তখন সে এমন رَجُل এর শক্তিতে হয়ে গেল, যার উপর قِيَام এর হুকুম লাগানোর বিশুদ্ধতার সাথে বিশেষিত হওয়ার পর্যায়ে হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, কুকুরকে স্বাভাবিক ভুকের সাথে ভুকানোর বস্তু কখনো কল্যাণকর হয়, যেমন : বন্ধুর আগমন কালের ভুক বা ঘেউ ঘেউ করা। আবার কখনো অনিষ্ট হয়, যেমন শত্রু আসার সময়ের ঘেউ ঘেউ করা। আর কুকুরকে ঘেউ ঘেউকারী অস্বাভাবিক ভুক হলে তা দ্বারা বদফালী গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তখন সেটা অকল্যাণই হবে, কল্যাণ হবে না। সুতরাং প্রথমটির (نُبَاح مُعْتَاد) ভিত্তিতে তো خَيْر এর তুলনায় حَصْر বা সীমাবদ্ধতা সহীহ হবে। তাই অর্থ হবে : شَرٌّ لَا خَيْرٌ أَهَرَّ ذَانَابٍ আর দ্বিতীয় অবস্থায় তথা نُبَاح غَيْر مُعْتَاد এর ভিত্তিতে حَصْر শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় وصف উহ্য মানা হবে। যাতে حَصْر শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং অর্থ হবে شَرٌّ عَظِيْمٌ لَا حَقِيْرٌ أَهَرَّ ذَانَابٍ। আর এটি একটি প্রবাদ, যা এমন শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য বর্ণনা করা হয়, যাকে কোনো বিপদ অপরাগ বা পরাস্ত করে দিয়েছে। আর যেমন– তোমার উক্তি : فِى الدَّارِ رَجُلٌ (ঘরে একজন ব্যক্তি আছে) কেননা رَجُل খবরের মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে বিশেষত্ব লাভ করে নিয়েছে। কারণ যখন বলা হবে فِى الدَّارِ তখন তা দ্বারা জানা হয়ে যাবে যে, তারপর যেটি উল্লেখিত হবে সেটি ঘরের মধ্যে নিজের বিদ্যমান তার বিশুদ্ধতার সাথে বিশেষিত। সুতরাং এটি সিফতের সাথে বিশেষিত হওয়ার পর্যায়ে হয়েছে। আর যেমন– তোমার উক্তি : سَلَامٌ عَلَيْكَ (তোমার উপর সালাম) কেননা سَلَام বক্তার দিকে নিসবতের কারণে বিশেষত্ব লাভ করে নিয়েছে। কারণ, سَلَامٌ عَلَيْكَ এর আসল হল سَلَّمْتُ سَلَامًا এরপর ফে'ল (سَلَّمْتُ) কে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং সর্বদা ও স্থায়িত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে رفع র দিকে ঘরে আসা হয়েছে। তাই বক্তা যেন বলল : سَلَامِى (আমার সালাম) অর্থাৎ سَلَامٌ مِنْ قِبَلِى عَلَيْكَ (আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর সালাম) নাহবীদের মধ্যে (কোনো নাকেরাকে মুবতাদা বানানোর অবস্থায় তাখসীমকে জরুরি সাব্যস্ত করাটা) এটাই প্রসিদ্ধ। আর (ইবনে দাইয়ান প্রমুখদের মতো) মুহাক্কিক নাহবীদের কেউ কেউ বলেছেন, নাকেরা থেকে খবর দেওয়ার বিশুদ্ধতার নির্ভরতা হচ্ছে ফায়দা প্রদানের ওপর, এসব তাখসীসের উপর নয় যেগুলোকে নাহবীগণ উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর ব্যাখ্যায় এ সব দুর্বল তাকাল্লুফাতের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং এ মতের ভিত্তিতে ফায়দা অর্জনের কারণে كَوْكَبٌ انْقَضَّ السَّاعَةَ (তারকা এ মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে) বলাটা কোনোরকম তা'বীল ব্যতীতই জায়েয হবে। আর ফায়দা না দেওয়ার কারণে رَجُلٌ قَائِمٌ বলাটা জায়েয হবে না। আর এমতটি সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী।

আর যখন ওই খবর যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে পূর্বের ইবারতে, যেটা ইসমের একটি প্রকার হওয়ার কারণে মুফরাদের সাথে খাস ছিল, তাই জুমলা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ জন্য মুসান্নিফ রহ. ইচ্ছা করেছেন এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার যে, মুবতাদার খবর কখনো জুমলা অবস্থিত হয়ে থাকে।

২৮৩নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَامْتَنَعَ قَوْلُهُمْ صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ الخ : এটিও উল্লেখিত আসলের উপর তাফরী হচ্ছে। এর সারকথা হল, صَاحِبُهَا মুবতাদা হয়েছে এবং তার আসলের উপর রয়েছে অর্থাৎ মুকাদ্দাম হয়েছে। কিন্তু এতে যমীরটি الدار এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যেটি খবরের অধীনে হয়েছে এবং যমীর থেকে মুআখখার হয়েছে। সুতরাং اضمار قبل الذكر - رُتْبَةً ও لَفْظًا উভয়ভাবেই লাযিম এসেছে, আর এটি নাজায়েয। এখানে একথা বলা যাবে না যে, فِى الدَّارِ স্তর হিসেবে মুকাদ্দাম হয়েছে। কারণ, আসল তো হল মুবতাদার মুকাদ্দাম হওয়া, খবরের নয়। সুতরাং মুবতাদা যদি কোথাও শব্দগতভাবে মুআখখার হয়, তা হলে সেখানে এ কথা বলা যাবে যে, এটি শব্দগতভাবে যদি মুআখখার হয়েছে বটে, তবে স্তরগতভাবে মুকাদ্দাম হয়েছে। اِمْتَنَعَ-র পর قَوْلُهُمْ সংযোজনের কারণ তাই, যা ছিল ইতঃপূর্বে جَازَ র পর قَوْلُهُمْ আনার।

قَوْلُهُ : وَهُوَ فِىْ حَيِّزِ الْخَبَرِ অর্থাৎ دَار যেটি صَاحِبُهَا র যমীরের مَرْجِع সেটি খবরের حَيِّز তথা তার অধীনে হয়েছে, স্বয়ং খবর নয়। কারণ, খবর হল فِى الدَّارِ এর সমষ্টি, শুধু دَار নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُبْتَدَاءُ نَكِرَةً الخ : قَدْ শব্দ تَقْلِيْل বা স্বল্পতা বুঝাতে আসে। এ বাক্যটি এনে ইঙ্গিত করেছেন, মুবতাদার মধ্যে আসল তো হল মা'রেফা হওয়া। কেননা মা'রেফা একটি নির্দিষ্ট বস্তু। আর উদ্দেশ্যও হল, নির্দিষ্ট বস্তুর উপর হুকুম লাগানো। আরবিভাষাতে এটাই বহুল সংঘটিতও বটে। দ্বিতীয়ত, মুবতাদা হল مَحْكُوْم عَلَيْهِ আর মাহকূম আলাইহি যদি জানা না হয়, তা হলে তার উপর হুকমু লাগানো যাবে কেমন করে? এর দাবি তো হল, মুবতাদাটি সর্বদা মা'রেফা হওয়া। তবে নাকেরার মধ্যে যদি তাখসীস করে নেওয়া হয়, তা হলে খাস হয়ে যাওয়ার কারণে তাতে অংশীদারিত্ব কমে যাবে এবং মা'রেফার কাছাকাছি হয়ে যাবে। এ জন্য এ নাকেরাও মুবতাদা হতে পারে। তাই এবার তাখসীসের সুরতসমূহ বর্ণনা করছেন।

১. সিফাতের কারণে তাখসীস হয়। যেমন : وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ এতে عَبْدٌ শব্দটি নাকেরা ছিল। মুমিন কাফির উভয়কে অন্তর্ভুক্ত রাখত। مُؤْمِن শব্দের কারণে খাস হয়ে গেছে এবং মুবতাদা হয়ে গেছে।

২. মুতাকাল্লিম বা বক্তার জানার হিসেবে তাখসীস হবে। যেমন : اَرَجُلٌ فِى الدَّارِ اَمْ اِمْرَأَةٌ এতে رَجُل এবং اِمْرَأَةٌ নাকেরা হয়েছে। তবে কায়দা হল, হামযায়ে ইস্তেফহাম এবং اَمْ শব্দের মাধ্যমে সেখানে প্রশ্ন করা হয় যেখানে বক্তার দুটির বস্তুর মধ্য থেকে অনির্দিষ্টরূপে একটির জ্ঞান থাকে এবং তার প্রশ্নের মর্ম হয়, নির্দিষ্টরূপে একটিকে বলে দাও। যেমন : উল্লেখিত উদাহরণে প্রশ্নকারীর জানা আছে যে, পুরুষ এবং মহিলার মধ্য থেকে কেউ না কেউ ঘরের মধ্যে রয়েছে। এখন সে চাচ্ছে ওই লোকটি পুরুষ না মহিলা, তা নির্দিষ্ট করা হোক। এমতাবস্থায় যেহেতু বক্তার কিছু না কিছু ইলম বা জানা থাকে, এ জন্য তার মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই উল্লেখিত উদাহরণেও رَجُلٌ এবং اِمْرَأَةٌ এর মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ হয়ে গেছে।

৩. নাকেরা نَفِى এর অধীনে অবস্থিত হলে। তখন তাখসীস হওয়ার কারণ হচ্ছে, নাকেরা যখন নফীর অধীনে হয় তখন সমস্ত আফরাদকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। অর্থাৎ এ হুকুমটি সমস্ত আফরাদকে শামিল রাখে। আর عَامٌ مِنْ حَيْثُ الْعَامِ নির্দিষ্ট ও বিশেষিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে সমস্ত আফরাদের সমষ্টি এক বস্তু হয়ে থাকে। আর এক বস্তু নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাতে অস্পষ্টতা থাকে না। এ জন্য তার মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ আছে।

قَوْلُهُ : وَكَذَ كُلَّ نَكِرَةٍ فِى الْاِثْبَاتِ الخ : ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছিলেন, নাকেরা যখন নফীর অধীনে হয়, তখন তাতে তাখসীস হয়ে যায় এবং তার কারণও জানা হয়ে গেছে। এবার সামনে অগ্রসর হয়ে বলতে চাচ্ছেন, নাকেরা যদি اِثْبَات বা ইতিবাচকের মধ্যে হয় এবং তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তা হলে সেটাও উল্লেখিত তা'বীলের ভিত্তিতে মুবতাদা হতে পারে। যেমন : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ প্রত্যেক খেজুর ফড়িং হতে উত্তম। এ হুকুমটি কোনো বিশেষ খেজুরের নয়; প্রত্যেক খেজুরের জন্য ব্যাপক। এ জন্য تَمْرَةٌ এর মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ হয়ে গেছে। এটি হযরত উমর রাযি.-এর বাণী। এখানে ঘটনা হল : টিডি সম্পর্কে কারো কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হল যে, যদি কোনো ব্যক্তি এহরামের অবস্থায় টিডি মেরে ফেলে তা হলে কি হুকুম? সে জবাব দিল, প্রত্যেক টিডির বদলে একটি দেরহাম দিতে হবে। হযরত উমর রাযি. যখন জানতে পারলেন, তখন বললেন, এটা তো বড় কঠিন হয়ে যাবে। এরপর এ বাক্যটি বললেন : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ অর্থাৎ এক টিডির বদলে একটি খেজুর দেওয়া যাবে, খেজুর টিডি হতে উত্তম।

৪. ফায়েলের তাখসীসের অনুরূপ। অর্থাৎ যেভাবে ফে'ল উল্লেখের পর মনের মধ্যে চলে আসে যায় যে, তারপর যাকে উল্লেখ করা হবে, তার মধ্যেই এ ফে'লটির সংঘটনের যোগ্যতা রয়েছে, অন্যের মধ্যে নয়। আর একের জন্য প্রমাণিত করা এবং অন্য থেকে নফী করার নামই হচ্ছে তাখসীস। شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর মধ্যে এ ধরনেরই তাখসীস হয়েছে। রইল, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর মধ্যে شَرٌّ এর ফায়েলের সাথে কোনো ধরনের مُشَابَهَت বা সাদৃশ্য রয়েছে, যার ফলে তার মধ্যে ফায়েলের মতো তাখসীস এসে গেছে। তার কারণ হল, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর অর্থ তাই যা مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ এর। আর তাতে স্পষ্ট তাখসীস রয়েছে। তেমনিভাবে شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর মধ্যেও তাখসীস হয়ে যাবে। কারণ, উভয়টির অর্থ একই। এর উপর প্রশ্ন করা হয় যে, مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ এর মধ্যে তো مَا এবং اِلَّا র কারণে তাখসীস পাওয়া যায়। কেননা مَا ও اِلَّا দ্বারা حَصْر এর ফায়দা লাভ হয়। আর شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর মধ্যে مَا ও اِلَّا নেই, তা হলে তার মধ্যে তাখসীস কেমন করে হাসিল হতে পারে? এর জবাব হল, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ মূলত اَهَرَّ شَرٌّ ذَانَابٍ ছিল, আর اَهَرَّ - شَرٌّ এর যমীর هُوَ থেকে বদল হয়েছে। অর্থাৎ هُوَ যমীরটি ফায়েল এবং شرمت তা থেকে বদল অবস্থিত হয়েছে। আর بَدَل ফায়েলে হুকমী হয়ে থাকে, তার স্থান হলো ফে'লের পর। সুতরাং তাকে ফে'লের উপর যখন মুকাদ্দাম করে দিবে তখন تَقْدِيْمُ مَاحَقُّهُ التَّاخِيْرُ দ্বারা তাখসীস সৃষ্টি হয়ে যাবে। সারকথা, شَرٌّ এবং مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ উভয় ইবারতের মধ্যে তাখসীস রয়েছে। প্রথমটির মধ্যে ما ও الا র কারণে এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে اَهَرَّ ذَانَابٍ تَقْدِيْمُ مَاحَقُّهُ التَّاخِيْرُ কারণে। আর এ দুটিই তাখসীসের পদ্ধতি। যেরূপ সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে এর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ : مَايُخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ الخ : এর বিবরণ ৪ নং এর শুরুতে গত হয়ে গেছে। যার সারকথা হল, ফে'ল উল্লেখের পর যখন ফায়েল উল্লেখ করা হবে, তখন তা দ্বারা বুঝা যাবে যে, এটাই সেই ইসম যা থেকে ফে'লটি সংঘটিত হয়েছে; অন্য কারো থেকে নয়। যেমন : যখন قَامَ বলা হল তখন জানা হয়ে গেল যে, তার পরে যাকে উল্লেখ করা হবে, তার মধ্যে قِيَام বা দাঁড়ানোর যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং যখন رَجُل বলা হল, তখন এ কথাটি তেমনই হল, যেমনি বলা হয়- قَامَ رَجُلٌ مَوْصُوْفٌ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ অর্থাৎ এমন লোক দাঁড়িয়েছে, যার উপর দাঁড়ানোর হুকুম লাগানো শুদ্ধ রয়েছে।

قَوْلُهُ : اِعْلَمْ اَنَّ الْمُهِرَّ الخ : ইতঃপূর্বে একথা বর্ণনা করেছিলেন, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ এর মধ্যে ফায়েলের মতো তাখসীস তখন হয়, যখন কুকুর স্বাভাবিক আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করে। তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার কারণ কখনো

خَيْر বা কল্যাণ হয় যখন কুকুর তার জানা শোনা ব্যক্তিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে আবার কখনো ঘেউ ঘেউ করার شَرّ বা অনিষ্ট হয়ে থাকে, যখন সে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে। তখন ইবারতটির মর্ম হবে কুকুরকে شَرّ তথা অনিষ্ট ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, خَيْر তথা কল্যাণে নয়। এতে شَرّ কে প্রমাণিত করা হয়েছে এবং خَيْر কে নফী করা হয়েছে, একেই তাখসীস বলা হয়। আর কুকুর যদি অস্বাভাবিক আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করে তা হলে তার কারণ শুধু شَرّ বা অনিষ্ট হয়ে থাকে; خَيْر বা কল্যাণ হয় না। সুতরাং এমতাবস্থায় একটির اِثْبَات বা প্রমাণিত করা হয় এবং অন্যটির নফী হতে পারে না। কারণ, شَرّ ব্যতীত خَيْر এর সম্ভাবনাই নেই, তা হলে خَيْر এর নফী করা যেতে পারে কেমন করে? তাই এ অবস্থায় তাখসীসের জন্য হয়তো বলা হবে, এখানে সিফত উহ্য রয়েছে। মূলত شَرٌّ عَظِيْمٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ ছিল, সিফতটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অথবা বলা হবে, شَرّ এর মধ্যে তানবীনটি تَعْظِيْم এ জন্য। উভয়টার সারকথা হল, এখানে তাখসীস সিফতের কারণে হয়েছে। এটি একটি প্রবাদ বাক্য, তার ব্যবহার ওই সময় হয়, যখন কোনো বড় বাহাদুর ব্যক্তি কোনো বিষয়ে পেরেশান হয়ে যায় এবং তার সমাধান বুঝে না আসে।

৫. খবর মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে তাখসীস হয়। যেমন : فِى الدَّارِ رَجُلٌ এর স্বরূপ হল : رَجُلٌ مَوْصُوْفٌ بِصِحَّةِ اِسْتِقْرَارِهٖ فِى الدَّارِ এর স্তর হচ্ছে تَخْصِيْص بِالصِّفَةِ এর মতো। যেভাবে সিফতের কারণে তাখসীস হয়, এতেও এরূপ তাখসীস হয়েছে। এ হল শারেহ রহ. এর বিবরণের সারমর্ম। তাখসীসের আরেকটি অবস্থা হতে পারে, খবর স্তর তো হল মুবতাদার পর হওয়া, যখন এটাকে মুকাদ্দাম করে দেওয়া হবে তখন تَقْدِيْمُ مَاحَقُّهُ التَّاخِيْرُ এর কারণে তাখসীস সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ফায়দা : খবরের মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে যে তাকসীসটি হয়, তা তখন হয় যখন খবরটি যরফ হয়, যেরূপ উল্লেখিত উদাহরণে হয়েছে, অন্যথায় তাখসীস হবে না। যেমন : قَائِمٌ رَجُلٌ এর মধ্যে তাখসীস নেই।

৬. মুতাকাল্লিম বা বক্তার দিকে নিসবত করার কারণে তাখসীস হয়। যেমন : سَلَامٌ عَلَيْكَ এতে سَلَام শব্দটি নাকেরা, তবে তাখসীসের কারণে মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ হয়ে গেছে। আর তাখসীসের কারণ হল, এতে ياء متكلم এর দিকে নিসবত হয়েছে এবং এটি سَلَامِىْ عَلَيْكَ এর অর্থে হয়েছে, আর এটি মা'রিফা। সুতরাং যেটি তার অর্থে হবে সেটিও মা'রিফা হবে। বাকি কিভাবে বুঝা গেল যে, এটা سَلَامِىْ عَلَيْكَ এর অর্থে হয়েছে? এর জবাব হল, এর মূল হচ্ছে سَلَّمْتُ سَلَامًا عَلَيْكَ এতে سَلَامًا মাফউলে মুতলাক এবং سَلَّمْتُ ফে'লের ভিতরে যে سَلَام মাসদারটি রয়েছে, তার তাকিদ স্বরূপ। সুতরাং যেভাবে مُؤَكَّد (ইসমে মাফউল) মুতাকাল্লিমের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে, তেমনিভাবে مُؤَكِّد (ইসমে ফায়েল) ও মুতাকাল্লিমের দিকে সম্পৃক্ত হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, سَلَامٌ عَلَيْكَ – سَلَامِىْ عَلَيْكَ এর অর্থে হয়েছে। এর দ্বিতীয় বিবরণ হচ্ছে, এর মূল হল سَلَّمْتُ سَلَامًا عَلَيْكَ এটি جمله فعليه তা থেকে ঘরে এসে جمله اسميه করা হয়েছে অর্থাৎ سَلَّمْتُ ফে'লটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং سلاما মাসদারের নসবকে رفع র সাথে বদলানো হয়েছে। কারণ, একে তো মুবতাদা বানানো হচ্ছে আর মুবতাদার رفع (পেশ) আসে, এভাবে এটি سَلَامٌ عَلَيْكَ হয়েছে। جمله دعائيه এর দিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন এ কারণে দেখা দিয়েছে যে, سَلَامٌ عَلَيْكَ হলো جمله اسميه আর দু'আর জন্য সমীচীন হল চলমানতা, আর চলমানতা جمله اسميه বুঝায় جمله فعليه নয়।

ফায়দা : যে কোনো جمله اسميه চলমানতা ও স্থায়িত্ব বুঝায়; যাকে جمله فعليه থেকে পরিবর্তন করে جمله اسميه বানানো হয় সেটাই চলমানতা ও স্থায়িত্ব বুঝিয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : وَهٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ الخ : অর্থাৎ নাকেরা তাকসীস বা বিশেষিতকরণ ব্যতীত মুবতাদা অবস্থিত হয় না এটা সাধারণভাবে নাহবীদের নিকট প্রসিদ্ধ। কতিপয় নাহবীর মতে তাখসীস মাপকাঠি নয় বরং নির্ভরশীলতা হচ্ছে ফায়দা পৌছানোর ওপর। যদি নাকেরাটি مُخَصَّصَہ বা বিশেষিত না হয় এবং শ্রোতাকে এর দ্বারা ফায়দা লাভ হতে পারে, তা হলে তাখসীস ব্যতীত তাকে মুবতাদা বানানো যেতে পারে।

كَوْكَبٌ اَنْقَضَ السَّاعَةَ (একটি তারকা এ মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে) যেহেতু প্রত্যেক লোকের তারকা ভাঙার জ্ঞান থাকে না, এ জন্য হতে পারে শ্রোতা ব্যক্তির এর জ্ঞান নেই এবং বক্তার বলার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়েছে। তাই এটির মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ রয়েছে। আর رَجُلٌ قَائِمٌ এর মধ্যে رَجُل এর মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ নয়। কারণ, এর জ্ঞান তো প্রত্যেকেরই রয়েছে যে, কোনো না কোনো লোক দুনিয়াতে দণ্ডায়মান থাকবে, শ্রোতার এর দ্বারা কোনো ফায়দা লাভ হয় না।

قَوْلُهٗ : وَهٰذَا الْقَوْلُ اَقْرَبُ : শারেহ রহ.-এর কাছে এ কতিপয় মুহাক্কিকের মতটি পছন্দনীয়। এ ইবারতটি দ্বারা তিনি তাঁর পছন্দ প্রকাশ করছেন। আর পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, উল্লেখিত تَخْصِيْصًا এর মধ্যে কি পরিমাণ تَكَلُّفَات গ্রহণ করতে হয়, তা আপনি প্রত্যক্ষ এইমাত্র করেছেন। আর কতিপয় মুহাক্কিকের মাপকাঠি এসব তাকাল্লুফ থেকে মুক্ত।

قَوْلُهٗ : وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ الخ : এটি হচ্ছে মুসান্নিফের উক্তি وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً এর ভূমিকা। এ ইবারতটিতে বর্ণনা করেছেন, খবরের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে اَلْاِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ الْمُسْنَدِ بِهِ الْمُغَايِرِ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ দ্বারা। এতে বুঝা যাচ্ছে, خَبَر ইসমের প্রকার; আর ইসম মুফরাদ হয়ে থাকে। এর দাবি হল খবর সর্বদা মুফরাদ হবে, জুমলা হবে না। এ জন্য মুসান্নিফ রহ. وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً এনে বলেছেন যে, খবর কখনো جُمْلَةও হয়ে থাকে।

فَقَالَ **وَالْخَبَرُ قَدْيَكُوْنُ جُمْلَةً** اِسْمِيَّةً **مِثْلُ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ** وَفِعْلِيَّةً **مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ** وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَّةَ لِاَنَّهَا رَاجِعَةٌ اِلَى الْفِعْلِيَّةِ وَاِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا لَا تَقْتَضِى الْاِرْتِبَاطَ بِغَيْرِهَا **فَلَا بُدَّ** فِى الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبَرًا عَنِ الْمُبْتَدَاءِ **مِنْ عَائِدٍ** يُرْبَطُهَا بِهٖ وَذٰلِكَ الْعَائِدُ اِمَّا ضَمِيْرٌ كَمَا فِى الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ اَوْ غَيْرُهٗ كَاللَّامِ فِىْ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ اَوْ وَضْعُ الْمُظْهَرِ مَوْضَعَ الْمُضْمَرِ فِىْ نَحْوِ اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ اَوْ كَوْنُ الْخَبَرِ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْتَدَاءِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ **وَقَدْ يُحْذَفُ** الْعَائِدُ اِذَا كَانَ ضَمِيْرُ الْقِيَامِ قَرِيْنَةً نَحْوُ اَلْبُرُّ الْكُرُّ بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا وَالسَّمْنُ مَنْوَانِ بِدِرْهَمٍ اَىْ الْكُرُّ مِنْهُ وَمَنْوَانِ مِنْهُ بِقَرِيْنَةِ اَنَّ بَائِعَ الْبُرِّ وَالسَّمْنِ لَا يُسْعِرُ غَيْرَهُمَا **وَمَا وَقَعَ ظَرْفًا** اَىِ الْخَبَرُ الَّذِىْ وَقَعَ ظَرْفَ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ اَوْ جَارًا وَمَجْرُوْرًا **فَالْاَكْثَرُ** مِنَ النُّحَاةِ وَهُمُ الْبَصْرِيُّوْنَ عَلٰى **اَنَّهٗ** اَىِ الْخَبَرُ الْوَاقِعُ ظَرْفًا **مُقَدَّرٌ** اَىْ مُؤَوَّلٌ **بِجُمْلَةٍ** بِتَقْدِيْرِ الْفِعْلِ فِيْهِ لِاَنَّهٗ اِذَا قُدِّرَ فِيْهِ الْفِعْلُ يَصِيْرُ جُمْلَةً بِخِلَافِ مَا اِذَا قُدِّرَ فِيْهِ اِسْمُ الْفَاعِلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْاَقَلِّ وَهُمُ الْكُوْفِيُّوْنَ فَاِنَّهٗ يَصِيْرُ حِيْنَئِذٍ مُفْرَدًا وَوَجْهُ الْاَكْثَرِ اَنَّ الظَّرْفَ لَا بُدَّ لَهٗ مِنْ مُتَعَلَّقٍ عَامِلٍ فِيْهِ الْاَصْلُ فِى الْعَمَلِ هُوَ الْفِعْلُ فَاِذَا وَجَبَ التَّقْدِيْرُ فَالْاَصْلُ اَوْلٰى وَوَجْهُ الْاَقَلِّ اَنَّهٗ خَبَرٌ وَالْاَصْلُ فِى الْخَبَرِ الْاِفْرَادُ ثُمَّ اَنَّ الْاَصْلَ فِى الْمُبْتَدَاءِ اَلتَّقْدِيْمُ وَجَازَ تَاخِيْرُهٗ لٰكِنَّهٗ قَدْ يَجِبُ لِعَارِضٍ كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ ـ

সহজ তরজমা

তাই তিনি বললেন : আর খবর কখনো জুমলা ইসমিয়্যাহ হয়। যেমন : زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ (যায়েদ তার পিতা দণ্ডায়মান) এবং ফে'লিয়্যাহ হয়, যেমন : زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ (যায়েদ তার পিতা দাঁড়িয়েছে)। আর মুসান্নিফ রহ. জুমলায়ে যরফিয়্যাহ উল্লেখ করেন নি। কারণ, জুমলায়ে যরফিয়্যা জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহর প্রত্যাবর্তনশীল। আর খবর যখন জুমলা (বাক্য) হয়, আর জুমলা সত্তাগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, যা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার চাহিদা রাখে না, তাই আবশ্যক হল সেই জুমলার মধ্যে যেটি মুবতাদার খবর অবস্থিত হয় عَائِد বা প্রত্যাবর্তনকারীর যে জুমলাটিকে (যেটি খবর অবস্থিত হয়েছে) মুবতাদার সাথে সম্পৃক্ত করে দিবে। আর সেই প্রত্যাবর্তনকারী বস্তুটি হয়তো যমীর হবে, যেরূপ উল্লেখিত উদাহরণ দুটিতে হয়েছে। অথবা যমীর ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হবে। যেমন, লামে আহদে খারিজী نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ এর মধ্যে। অথবা যমীরের স্থানে ইসমে যাহিরকে রাখা হবে। যেমন :

اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ এর মধ্যে হয়েছে, খবরের মুবতাদার ব্যাখ্যা হওয়া। যেমন : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। আর কখনো عَائِد টিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, যখন সেটি যমীর হয় করীনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়। যেমন : اَلْبُرُّ اَلْكُرُّ بُرٌّ و سَمَنٌ অর্থাৎ اَلْكُرُّ مِنْهُ ও مَنْوَانِ مِنْهُ এ করীনার কারণে যে, اَلسَّمْنُ مَنْوَانِ بِدِرْهَمٍ ও بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا তথা গম ও ঘি বিক্রেতা, এ দু'টি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর মূল্য বর্ণনা করবে না। আর যেটি তথা যে খবরটি যরফে যামান, যরফে মাকান বা জার মাজরূর অবস্থিত হয় তখন অধিকাংশ নাহবীগণ তথা বসরী গণের মতে যরফ অবস্থিত হওয়া খবরটি জুমলার সাথে মুকাদ্দার তথা তা'বীলকৃত হয় তাতে ফে'ল উহ্য মানার সাথে। কেননা যখন এতে ফে'ল উহ্য হবে, তখন সে খবরটি জুমলা হয়ে যায়। এর বিপরীত হল যখন তাতে ইসমে ফায়েল উহ্য মানা যাবে, যেরূপ সংখ্যা লঘিষ্ঠ নাহবীদের মত। আর তাঁরা হচ্ছেন কূফীগণ। তখন খবরটি মুফরাদ হয়ে যায়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহবীদের তথা বসরীদের দলিল হচ্ছে, যরফের জন্য مُتَعَلَّق (মুআল্লাকের) এর প্রয়োজন রয়েছে, যে এ যরফটিতে আমল করবে। আর মধ্যে আসল হল ফে'লই। সুতরাং উহ্য মানা যখন আবশ্যক হল, তখন আসলটাই উত্তম। আর সংখ্যালঘু তথা কূফীগণের দলিল হচ্ছে, এটা তো হল খবর, আর খবরের মধ্যে আসল হচ্ছে মুফরাদ হওয়া। এরপর মুবতাদার মধ্যে আসল হল মুকাদ্দাম হওয়া এবং তার মুআখখার হওয়াটাও জায়েয রয়েছে। তবে কখনো মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যেরূপ মুসান্নিফ রহ. তার প্রতি নিজ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً الخ : অর্থাৎ খবর কখনো জুমলাও হয়, চাই جملہ اسمیہ হোক, যেমন : زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ অথবা جملہ فعلیہ হোক, যেমন : زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ। جملہ ظرفیہ কে এজন্য উল্লেখ করেন নি যে, তার আমেল ফে'ল নিরূপন করা হল, তাই এটি جملہ فعلیہ র অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে جملہ شرطیہ -ও যেহেতু তার جزاء এর অনুগামী হয় আর جزاء কখনো جملہ فعلیہ হয় এবং কখনো جملہ اسمیہ হয়, তাই جملہ شرطیہ ও এ দু'টির অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ : خَبَر যখন জুমলা হয়, তখন তাতে عائد থাকা আবশ্যক। কেননা জুমলা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, পূর্বের সাথে তার কোনো প্রয়োজন থাকে না, আর খবরের মুবতাদার সাথে ربط ও সংযোগ থাকে। তাই খবর জুমলা হওয়াবস্থায় কোনো رابط বা সংযোগ সৃষ্টিকারী হওয়া উচিত যার মাধ্যমে মুবতাদার সাথে খবরের ربط ও সংযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ رابط কেই عائد বলা হয়। এর কয়েকটি সুরত রয়েছে। যথা–

১. যমীর, যেটি মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। যেমন : উল্লেখিত দুটি উদাহরণে اَبُوْهُ র যমীরটি زَيْد মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

২. لام যেমন : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ এতে زَيْد মুবতাদা মুআখখার, আর نِعْمَ الرَّجُلُ খবরে মুকাদ্দাম। এতে اَلرَّجُلُ র মধ্যে আলিফ লামটি রয়েছে, তার মাধ্যমে نِعْمَ الرَّجُلُ এর زَيْد এর সাথে ربط ও সংযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা এ আলিফ লামটি আহদী যার দ্বারা বিশেষ পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এখানে زَيْد।

৩. وَضْعُ الْمُظْهَرِ مَوْضَعَ الْمُضْمَرِ তথা ইসমে যাহিরকে যমীরের স্থানে রাখা। যেমন : اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ এর মূল হচ্ছে اَلْحَاقَّةُ مَا هِيَ - هِيَ যমীরটি اَلْحَاقَّةُ মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, তাকে সরিয়ে اَلْحَاقَّةُ ইসমে যাহিরকে রাখা হয়েছে, এর দ্বারাও মুবতাদার সাথে সংযোগ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ৪. كَوْنُ الْخَبَرِ

تَفْسِيْرًا لِلْمُبْتَدَاءِ খবরটি মুবতাদার ব্যাখ্যা অবস্থিত হওয়া। যেমন : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এতে هُوَ যমীরটি মুবতাদা এবং اَللّٰهُ اَحَدٌ খবর যেটি মুবতাদার তাফসীর। আর مُفَسَّر এবং তাফসীরের মাঝে সংযোগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ يُحْذَفُ : অর্থাৎ মুবতাদা ও খবরের মাঝে যে رابط বা সংযোগকারীটা থাকে করীনা পাওয়া গেলে তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, তবে যে কোনো رابط কে বিলুপ্ত করা হয় না, শুধু যমীরকে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন : اَلسَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ 'দু'সের ঘি এক দেরহামে। اَلْبُرُّ اَلْكُرُّ بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا 'এক কুর গম ষাট দেরহামে,' এ দুটি উদাহরণে اَلسَّمْنُ ও اَلْبُرُّ মুবতাদা হয়েছে ।তার পরবর্তী শব্দ এদের খবর হয়েছে, যার মধ্যে رابط হল مِنْهُ যেটি اَلْكُرُّ এবং مَنَوَانِ এর ছিল তাকে করীনার কারণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর করীনাটি হচ্ছে, গম এবং ঘি বিক্রেতা বিক্রয়ের সময় এগুলোরই মূল্য বলবে, অন্য কোনো বস্তুর মূল্য বর্ণনা করবে না। مَنٌّ এর অর্থ উর্দূতে সের আর كُرٌّ একটি পরিমাপ যন্ত্র, যেটি ১২ ওসক সমপরিমাণ হয়ে থাকে। আর ওসক ষাট সা'র সমান হয় এবং এক সা' আমাদের দেশে তিন সের দশ ছটাক হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : وَمَا وَقَعَ ظَرْفًا الخ : অর্থাৎ খবর যদি যরফে যামান হয় অথবা যরফে মাকান বা জার-মাজরূর হয়, তা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহবী তথা বসরীদের মাযহাব হল, তাকে জুমলার সাথে তা'বীল করা যাবে। অর্থাৎ এরকম খবরের আমিল ফে'ল বের করা যাবে। কেননা ফে'ল উহ্য মানাবস্থাতেই এ খবরটি জুমলা হতে পারে। বসরীদের দলিল হচ্ছে, আমলের মধ্যে আসল হল ফে'ল। সুতরাং যখন আমিল উহ্য মানার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন যেটি আসল তাকেই উহ্য মানা যাবে। কূফার নাহবীগণ এমতাবস্থায় ইসমে ফায়েল উহ্য মানেন। তাঁদের দলিল হল, খবরের মধ্যে আসল হচ্ছে মুফরাদ হওয়া। আর তা ইসমে ফায়েল উহ্য মানাবস্থায় হতে পারে, ফে'ল উহ্য মানাবস্থায় নয়। এ মতবিরোধটির ফলাফল প্রকাশিত হবে زَيْدٌ فِى الدَّارِ এর মধ্যে। বসরীগণের মতে فِى الدَّارِ এর আমিল حَصَلَ ফে'ল হবে এবং কূফীগণের মতে حَاصِل আমিল বের করা যাবে।

وَاِذَا كَانَ الْمُبْتَدَاءُ مُشْتَمِلاً عَلٰى مَالَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ اَىْ عَلٰى مَعْنًى وَجَبَ لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ كَالْاِسْتِفْهَامِ فَاِنَّهُ يَجِبُ حِيْنَئِذٍ تَقْدِيْمُهُ حِفْظًا لِصَدَارَتِهٖ مِثْلُ مَنْ اَبُوْكَ فَاِنَّ مَنْ مُبْتَدَاءٌ مُشْتَمِلٌ عَلٰى مَالَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ وَهُوَ الْاِسْتِفْهَامُ فَاِنَّ مَعْنَاهُ أَهٰذَا اَبُوْكَ اَمْ ذٰلِكَ وَاَبُوْكَ خَبَرُهُ وَهٰذَا مَذْهَبُ سِيْبَوَيْهِ وَذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ اِلٰى اَنَّ اَبُوْكَ مُبْتَدَاءٌ لِكَوْنِهٖ مَعْرِفَةً وَمَنْ خَبَرُهُ الْوَاجِبُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ لِتَضَمُّنِهٖ مَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ **اَوْ كَانَا** اَىِ الْمُبْتَدَاءُ وَالْخَبَرُ **مَعْرِفَتَيْنِ** مُتَسَاوِيَيْنِ فِى التَّعْرِيْفِ اَوْ غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ وَلَا قَرِيْنَةَ عَلٰى كَوْنِ اَحَدِهِمَا مُبْتَدَاءً وَالْاٰخَرِ خَبَرًا نَحْوُ زَيْدٌ نِ الْمُنْطَلِقُ اَوْ كَانَا **مُتَسَاوِيَيْنِ** فِىْ اَصْلِ التَّخْصِيْصِ لَا فِىْ قَدْرِهٖ حَتّٰى لَوْ قِيْلَ غُلَامُ رَجُلٍ صَالِحٌ خَيْرٌ مِنْكَ لَوَجَبَ تَقْدِيْمُهُ اَيْضًا **مِثْلُ اَفْضَلُ مِنِّىْ اَفْضَلُ مِنْكَ** رَفْعًا لِلْاِشْتِبَاهِ **اَوْكَانَ الْخَبَرُ فِعْلاً لَهُ** اَىْ لِلْمُبْتَدَاءِ اِحْتِرَازٌ عَمَّا لَا يَكُوْنُ فِعْلاً لَهُ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ فَاِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيْهِ تَقْدِيْمُ الْمُبْتَدَاءِ لِجَوَازِ قَامَ اَبُوْهُ زَيْدٌ لِعَدَمِ الْاِلْتِبَاسِ **مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ** اَىْ تَقْدِيْمُ الْمُبْتَدَاءِ عَلَى الْخَبَرِ فِىْ هٰذِهِ الصُّوَرِ اَمَّا فِى الصُّوَرِ الْاُوْلِ فَلِمَا ذَكَرْنَا وَاَمَّا فِى الصُّوْرَةِ الْاَخِيْرَةِ يَلْتَبِسُ الْمُبْتَدَاءُ بِالْفَاعِلِ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُفْرَدًا مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ فَاِنَّهُ اِذَا قِيْلَ قَامَ زَيْدٌ اِلْتَبَسَ الْمُبْتَدَاءُ بِالْفَاعِلِ وَبِالْبَدَلِ عَنِ الْفَاعِلِ اِذَا كَانَ مُثَنًّى اَوْ مَجْمُوْعًا فَاِنَّهُ اِذَا قِيْلَ فِىْ مِثْلِ اَلزَّيْدَانِ قَامَا وَالزَّيْدُوْنَ قَامُوْا قَامَا الزَّيْدَانِ وَقَامُوْا الزَّيْدُوْنَ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ الزَّيْدَانِ وَالزَّيْدُوْنَ بَدَلًا عَنِ الْفَاعِلِ فَالْتَبَسَ الْمُبْتَدَاءُ بِهٖ اَوْ بِالْفَاعِلِ عَلٰى هٰذَا التَّقْدِيْرِ اَيْضًا عَلٰى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ كَوْنَ الْاَلِفِ وَالْوَاوِ حَرْفًا دَالًّا عَلٰى تَثْنِيَةِ الْفَاعِلِ وَجَمْعِهٖ كَالتَّاءِ فِىْ ضَرَبَتْ هِنْدٌ ۔

সহজ তরজমা

আর মুবতাদা যখন এমন বস্তুকে তথা এমন অর্থকে শামিল রাখে, যার ওজন বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক। যেমন : ইস্তেফহাম তখন তার শুরুতে হওয়ার বিষয়টি সংরক্ষণের জন্য তাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন **مَنْ اَبُوْكَ** : তোমার পিতা কে? সুতরাং مَنْ মুবতাদা হয়েছে, যে এমন অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখছে; যার জন্য বাক্যের

শুরুতে আসা আবশ্যক। আর সে অর্থটি হল ইস্তেফহাম। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে أَهٰذَا أَبُوْكَ أَمْ ذَاكَ– (ওনি তোমার পিতা নাকি ওনি?) আর أَبُوْكَ তার খবর। এটা হল সীবওয়াইহ্-এর মত। আর কতিপয় অন্যান্য নাহবী বলেন, أَبُوْكَ মা'রিফ হওয়ার কারণে মুবতাদা এবং তার খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব ইস্তেফহামের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখার কারণে। **অথবা যখন** মুবতাদা ও খবর **উভয়টা মা'রিফা হয়**, চাই মা'রিফা হওয়াতে সমান হোক অথবা না হোক এবং এ দু'টির কোনো একটি মুবতাদা এবং অপরটি খবর হওয়ার উপর যদি না হয়, যেমন : زَيْدٌ الْمُنْطَلِقُ **অথবা উভয়টি মূল তাখসীসে সমান হয়**, তাখসীসের পরিমাণে নয়। এমনকি যদি বলা হয়, غُلَامُ رَجُلٍ صَالِحٌ خَيْرٌ مِنْكَ তবুও মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে। **যেমন : أَفْضَلُ مِنِّيْ أَفْضَلُ مِنْكَ** (যে আমার থেকে উত্তম, সে তোমার থেকেও উত্তম।) সংমিশ্রণ ও সন্দেহ দূর করার জন্য। **অথবা خَبَرটি যদি তার** তথা মুবতাদার **ফে'ল হয়**, এর দ্বারা ওই খবর থেকে এশতিবাহ হয়েছে, যেটি মুবতাদার ফে'ল হয় না, যেমন- তোমার উক্তি– زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ -এর মধ্যে রয়েছে, কেননা এতে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব নয়। কারণ, قَامَ أَبُوْهُ زَيْدٌ জায়েয রয়েছে, সংমিশ্রণের আশঙ্কা না থাকার কারণে। **যেমন : زَيْدٌ قَامَ** (যায়েদ দণ্ডায়মান হয়েছে)। **এসব অবস্থায় খবরের উপর মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব।** প্রথম তিন অবস্থায় তো সেসব কারণে খবরের উপর মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করাটা ওয়াজিব, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর শেষের অবস্থাটিতে এ কারণে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব, যাতে মুবতাদা ফায়েলের সাথে সংমিশ্রণ না হয় যখন ফে'লটি মুফরাদ হবে। যেমন : زَيْدٌ قَامَ। কারণ, এটাকে যদি قَامَ زَيْدٌ বলা হয়, তা হলে মুবতাদার ফা'য়েলের সাথে সংমিশ্রণ হবে অথবা ফা'য়েলের বদলের সাথে যখন ফে'লটি দ্বিবচন অথবা বহুবচন হবে। সুতরাং যখন الزَّيْدَانِ قَامَ ও الزَّيْدُوْنَ قَامُوْا এর মতো তারকীবে الزَّيْدُوْنَ এবং الزَّيْدَانِ, قَامَ الزَّيْدَانِ এবং قَامُوْا الزَّيْدُوْنَ বলা যাবে, তখন এ সম্ভাবনা থাকবে যে, ফা'য়েল থেকে বদল হয়েছে। অথবা এ তাকদীরের উপরও ফা'য়েলের সাথে মুবতাদার সংমিশ্রণ হবে তার মতানুসারে, যিনি দ্বিবচনের আলিফকে এবং বহুবচনের واو-কে (ফা'য়েলের যমীর বলেন না বরং শুধু ফা'য়েলের দ্বিবচন ও বহুবচনের উপর দালালাতকারী হরফ মনে করেন। যেরূপ ضَرَبَتْ هِنْدٌ -এর মধ্যে تاء বর্ণটি রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَاءُ مُشْتَمِلًا الخ : মুবতাদার মধ্যে আসল তো হল মুকাদ্দাম বা পূর্বে হওয়া, তবে মুআখখার করা বা পরে উল্লেখ করাটাও জায়েয রয়েছে। যেরূপ ইতঃপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে। এবার বর্ণনা করছেন, কখনো কখনো মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়ে যায়; মুআখখার করাটা জায়েয হয় না। আর কখনো মুআখখার করা ওয়াজিব হয়ে যায় মুকাদ্দাম করা জায়েয হয় না। তন্মধ্যে প্রথমে মুবতাদা মুকাদ্দাম হওয়ার সূরতগুলি বর্ণনা করেছেন।

إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَاءُ مُشْتَمِلًا الخ : অর্থাৎ মুবতাদা যখন এমন অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে, যেটি বাক্যের শুরুতে আসতে চায়, তা হলে এমতাবস্থায় মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব; যাতে তার শুরু আসাটা বাকি থাকে। যেমন : مَنْ أَبُوْكَ؟ -এর মধ্যে مَنْ হরফে ইস্তেতহাম, তার দাবি হল বাক্যের শুরুতে আসা। এজন্য তাকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। তারকীবের মধ্যে এটি মুবতাদা হয়েছে। আর أَبُوْكَ হয়েছে খবর। এখানে একটি প্রশ্ন করা হয় যে, مَنْ হচ্ছে নাকিরা। তার জন্য মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়। فَإِنَّ مَعْنَاهُ দ্বার শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, এটি أَهٰذَا أَبُوْكَ أَمْ ذَاكَ-এর তাবীলের মধ্যে হয়েছে। আর هٰذَا এবং তেমনিভাবে ذَاكَ এ দু'টিই মা'রেফা। সুতরাং مَنْ শব্দটিও মারেফা হবে। নাকেরা থাকবে না। তাই এটির মুবতাদা হওয়াটা সহীহ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ : هٰذَا مَذْهَبُ سِيْبَوَيْهِ : অর্থাৎ مَنْ -এর মুবতাদা হওয়া এবং أَبُوْكَ-এর খবর হওয়াটা হচ্ছে সীবওয়াই-এর মাযহাব। কতিপয় নাহবীদের মাযহাব হল, أَبُوْكَ হচ্ছে মুবতাদা। কারণ, তার মধ্যে ضَمِيْر كَاف-এর দিকে

ইযাফাত হয়েছে। আর যমীর মারেফা। আর যেটি মা'রিফার দিকে মুযাফ হয়, সেটিও মা'রিফা হয়। তাই এটার মা'রিফা হওয়াটাই বিধেয়। আর مَنْ নাকিরা হওয়ার কারণে খবর। এটি জমহুর নাহবীগণের মাযহাব। তবে দুর্বল হওয়ার কারণে শারেহ এটাকে بَعْضُ النُّحَاتِ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ : اَوْكَانَا مَعْرِفَتَيْنِ : যখন মুবতাদা ও খবর উভয়টি মারিফা হয়, চাই মারিফা হওয়ার মধ্যে দুটি সমান হোক অথবা দুটি মধ্যে সমতা না থাকুক বরং পার্থক্য থাকুক, আর এ দুটির মধ্যে একটির মুবতাদা এবং অপরটির খবর হওয়ার উপর কোরিনা না হয়, তা হলে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যদি এরকম না করা হত এবং স্বাধীনতা দেওয়া হত যে, যাকে ইচ্ছা মুবতাদা বানানো যাবে এবং যকে ইচ্ছা খবর, তা হলে এমতাবস্থায় মুবতাদা এবং খবরের মধ্যে সংমিশ্রণ লাযিম আসত। সন্ধান পাওয়া যেত না যে, এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টিকে মুবতাদা বলা যাবে এবং কোন্‌টি খবর। وَلَا قَرِيْنَةَ –এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যদি মুবতাদা এবং খবর উভয়টি মা'রিফা হয় এবং করীনা দ্বারা মুবতাদার মুবতাদা হওয়া ও খবরের খবর হওয়াটা বুঝা যায়, তা হলে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না। কেননা সংমিশ্রণের আশঙ্কা নেই। যেমন : بَنُونَ بَنُوْا اَبْنَائِنَا এ উদাহরণটি মুবতাদা এবং দুটিই মা'রিফা হয়েছে, তারপরও মুবতাদা তথা بَنُو اَبْنَائِنَا-কে মুকাদ্দাম করা হয় নি বরং এটি মুআখখার হয়েছে এবং بَنُوْنَ খবরে মুকাদ্দাম হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, বিবেকের দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝে নিবে যে, এখানে নিজের ছেলেদের ছেলেগণকে (অর্থাৎ নাতিদেরকে তো নিজের ছেলে বলা যায়) ছেলে বলা যায়, তবে ছেলেদেরকে নাতি বলা যায় না। এজন্য بَنُوْا اَبْنَائِنَا যদিও মুআখখার, তবে মুবতাদা তাকেই সাব্যস্ত করা হবে।

قَوْلُهُ : نَحْوُ زَيْدُنِ الْمُنْطَلِقُ : এটা তার উদাহরণ যার মধ্যে দুটি ইসম মারিফা হয়েছে এবং করীনা বিদ্যমান নেই। যার দ্বারা একটির মুবতাদা এবং অপরটির খবর হওয়া জানা হয়ে যাবে। এজন্য নির্দিষ্ট করতে হল যে, যেটি মুকাদ্দাম সেটিই মুবতাদা এবং তাকে মুকাদ্দাম করাটা ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, এ উদাহরণটিতে করীনা নেই– এ কথা আমরা সমর্থন করি না, যার দ্বারা মুবতাদা এবং খবরের জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে; বরং এর মধ্যে করীনা বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, কায়দা হল যেটি সত্তা হয়, তাকে মুবতাদা বানানো হয় এবং وَصْف কে খবর বানানো হয়। আর উল্লেখিত উদাহরণে زَيْد হচ্ছে সত্তা এবং اَلْمُنْطَلِقُ হল وَصْف। তাই যায়েদকে মুবতাদা বানানো যাবে, চাই মুকাদ্দাম হোক অথবা মুআখখার হোক। এর জবাব হল, যায়েদ যদিও সত্তা বটে, তবে اَلْمُسَمّٰى بِزَيْدٍ-এর তাবীল করে তাকে ওয়াসূফ বানানো যেতে পারে। আর اَلْمُنْطَلِقُ যদিও وَصْف বটে, তবে তাতে আলিফ-লামটি মাওসূল তথা اَلَّذِىْ-র অর্থে এসেছে। আর মাওসূল তার সিলাহ্‌র সাথে মিলিত হয়ে ذَات বা সত্তা হয়ে যায়। যেহেতু এ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যে সত্তা ওয়াসূফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই প্রত্যেকটি মুবতাদাও হতে পারে এবং খবরও হতে পারে। এতে বুঝা গেল, প্রশ্নকারীর দাবি– এখানে করীনা বিদ্যমান রয়েছে, তাই মিছালটি مُمَثَّلٌ لَهُ-র মোতাবেক হয় নি– এটা ঠিক নয়। কেননা আমাদের সবিস্তার আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এ উদাহরণটিতে কোনো করীনা নেই, যার দ্বারা কোনো একটির মুবতাদা হওয়া এবং আরেকটি খবর হওয়া বুঝা যাবে। তাই এ সিদ্ধান্তই নিতে হল, যেটি মুকাদ্দাম তাকে মুবতাদা বানানো যাবে এবং এ মুকাদ্দাম করাটা সংমিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : اَوْكَانَ مُتَسَاوِيَيْنِ : এটি তৃতীয় স্থান যেখানে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। এর মর্ম হল, মুবতাদা এবং খবর উভয়টাই نَكِرَه مُخَصَّصَه বা বিশেষিত অনির্দিষ্ট হবে এবং উভয়টি মূল তাখসীসের মধ্যে সমান হবে, যদিও তাখসীসের পরিমাণে কম-বেশি হয়, এমতাবস্থায় মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন–

أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ مِنِّيْ (যে তোমার থেকে উত্তম সে আমার থেকেও উত্তম।) এ উদাহরণটিতে মুবতাদা ও খবর মূল তাখসীসের মধ্যে সমান যদিও তাখসীসের পরিমাপের মধ্যে أَفْضَلُ مِنِّيْ অধিক। কেননা মুতাকাল্লিমের যমীর হাজিরের যমীর অপেক্ষা অধিক নির্দিষ্টতা রাখে।

قَوْلُهُ : حَتّٰى لَوْ قِيْلَ غُلَامُ رَجُلٍ صَالِحٌ خَيْرٌ مِنْكَ الخ : এর পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন, মুবতাদা এবং খবর যদি তাখসীসের মধ্যে সমান হয়, তা হলে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। মুকাদ্দাম করাটা ওয়াজিব হওয়ার জন্য তাখসীসের পরিমাণে সমতা জরুরি নয়। এর উপর তাফরী' বর্ণনা করেছেন যে, غُلَامُ رَجُلٍ صَالِحٌ خَيْرٌ مِنْكَ-র মধ্যে غُلَامُ رَجُلٍ হচ্ছে মুবতাদা এবং خَيْرٌ مِنْكَ খবর। এ দুটি মূল তাখসীসে সমান। যদিও তাখসীসের পরিমাণ غُلَام এর মধ্যে অধিক রয়েছে, কারণ, তার ইযাফাত হয়েছে نَكِرَهْ مُخَصَّصَه-এর দিকে, আর خَيْر-এর মধ্যে এ বিষয়টি নেই। তবে তাখসীসের পরিমাণে আধিক্যের কারণে তার এ অধিকার লাভ হয়ে যায় নি যে, সর্বাবস্থায় তাকে মুবতাদা বানানো যাবে, চাই সেটা মুআখখার হোক অথবা মুকাদ্দাম হোক বরং এটা যেভাবে মুবতাদা হতে পারে, তেমনিভাবে খবরও হতে পারে। তদ্রূপ خَيْرٌ مِنْكَ -ও মুবতাদা-খবর উভয়টিই হতে পারে। এতে বুঝা যাচ্ছে, غُلَامُ رَجُلٍ-কে মুবতাদা বানানোর মধ্যে তাখসীসের পরিমাণে আধিক্যের কোনো দখল নেই বরং মূল কথা হচ্ছে, خَيْرٌ مِنْكَ এবং غُلَامُ رَجُلٍ উভয়টি যেহেতু মূল তাখসীসে সমান এজন্য প্রত্যেকটি মুবতাদাও হতে পারে এবং খবরও হতে পারে। যদি এ দুটিকে এ অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কোনো একটিকে সুনির্দিষ্টরূপে মুবতাদা বানিয়ে তার মুকাদ্দাম হওয়াটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা না হয়, তা হলে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে সংমিশ্রণ লাযিম আসবে, যা বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ দুটির মধ্যে একটিকে মুবতাদার জন্য নির্দিষ্ট করতেই হয়। উল্লেখিত উদাহরণটিতে غُلَامُ رَجُلٍ কে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, এজন্য এটাকে মুবতাদা সাব্যস্ত করতে হবে এবং সংমিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্য মুকাদ্দাম করাটাকে ওয়াজিব বলা যাবে। যদি خَيْر-কে মুবতাদা বানানো হত, তা হলে তাকে মুকাদ্দাম করাটা ওয়াজিব হত। এরকম নয় যে, তাতে তাখসীসাধিক্যের কারণে মুআখখার হওয়াবস্থায় মুবতাদাই বানানো যেত।

قَوْلُهُ : وَاِذَا كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ : এটা চতুর্থ স্থান যেখানে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। এর মর্ম হল, যখন খবরটি মুবতাদার ফে'ল হয় অর্থাৎ খবর যদি এমন কাজ হয় যেটি মুবতাদা দ্বারা অস্তিত্বে এসেছে, তা হলে এমতাবস্থায় মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যদি মুকাদ্দাম করা না হয়, তা হলে ফা'য়েলের সাথে তার সংমিশ্রণ লাযিম আসবে। যেমন : زَيْدٌ قَامَ এতে قَامَ খবর এবং قِيَام বা দাঁড়ানোর অস্তিত্ব লাভ হয়েছে যায়েদের থেকে। এতে যদি زَيْد মুবতাদাকে মুআখ্খার করা হয় এবং قَامَ যেটি খবর, তাকে মুকাদ্দাম করা হয়, এবং قَامَ زَيْدٌ বলা হয়, তা হলে জানা যাবে না যে, زَيْد ফা'য়েল না-কি মুবতাদা? তাই এ সংমিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্য এখানেও মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, ফায়েলের সাথে মুবতাদার সংমিশ্রণ ওই সময় লাযিম আসবে যখন ফে'লটি মুফরাদ হবে। ফে'লটি যদি দ্বিবচন বা বহুবচন হয়, তা হলে ফা'য়েলের সাথে সংমিশ্রণ লাযিম আসবে না বরং ফা'য়েলের বদলের সাথে লাযিম আসবে। যেমন : الزَّيْدَانِ قَامَا ও الزَّيْدُوْنَ قَامُوْا এর মধ্যে যদি মুবতাদাকে মুআখ্খার করে এবং খবরকে মুকাদ্দাম করে قَامَ الزَّيْدَانِ এবং قَامُوْا الزَّيْدُوْنَ বলা হয়, তা হলে জানা যাবে না যে, زَيْدَانِ ও زَيْدُوْنَ মুবতাদা, না-কি قَامَا ফে'লের যমীর هُمَا এবং قَامُوْا ফে'লের যমীর هُمْ থেকে বদল হয়েছে? তাই এসব উদাহরণে ফা'য়েলের সাথে মুবতাদার সংমিশ্রণ নয়, বরং ফা'য়েলের বদলের সাথে হচ্ছে। আর যে সকল নাহবী বলেন, ফে'লের মধ্যে ফে'লের মধ্যে দ্বিবচন ও বহুবচনের যে আলামত রয়েছে অর্থাৎ দ্বিবচনে আলিফ এবং বহুবচনে واو, তা কেবল এ জন্য, যাতে জানা যায়, এগুলোর পরে যে ইসমে যাহির ফা'য়েল আসছে, তা দ্বিবচন অথবা বহুবচন। তাদের মতে ফে'ল দ্বিবচন ও বহুবচন হওয়াবস্থায় ফা'য়েলের সাথেই সংমিশ্রণ লাযিম আসবে। কারণ, ইসমে যাহির স্বয়ং এগুলোর ফা'য়েল, ফা'য়েল থেকে বদল নয়।

وَاِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ اَىِ الَّذِىْ لَيْسَ بِجُمْلَةٍ صُوْرَةً سَوَاءٌ كَانَ بِحَسْبِ الْحَقِيْقَةِ جُمْلَةً اَوْ غَيْرَ جُمْلَةٍ **مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ** اَىْ مَعْنًى وَجَبَ لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ كَالْاِسْتِفْهَامِ **مِثْلُ اَيْنَ زَيْدٌ** فَزَيْدٌ مُبْتَدَاءٌ وَاَيْنَ اِسْمٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْاِسْتِفْهَامِ خَبَرُهُ وَهُوَ ظَرْفٌ فَاِنْ قُدِّرَ بِفِعْلٍ كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً حَقِيْقَةً مُفْرَدًا صُوْرَةً وَاِنْ قُدِّرَ بِاِسْمِ الْفَاعِلِ كَانَ الْخَبَرُ مُفْرَدًا صُوْرَةً وَحَقِيْقَةً وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ لَيْسَ بِجُمْلَةٍ صُوْرَةً وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ نَحْوِ زَيْدٌ اَيْنَ اَبُوْهُ اِذْ لَا تَبْطُلُ بِتَاخِيْرِهٖ صَدَارَةُ مَالَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ لِتَصَدُّرِهٖ فِىْ جُمْلَةٍ **اَوْ كَانَ** الْخَبَرُ بِتَقْدِيْمِهٖ **مُصَحِّحًا لَهُ** اَىْ لِلْمُبْتَدَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُبْتَدَاءٌ فَبِتَقْدِيْمِهٖ يَصِحُّ وُقُوْعُهُ مُبْتَدَاءً **مِثْلُ فِى الدَّارِ رَجُلٌ** فَاِنَّ فِى الدَّارِ خَبَرٌ تُخُصِّصَ الْمُبْتَدَاءُ بِتَقْدِيْمِهٖ كَمَا عَرَفْتَ فَلَوْ اُخِّرَ بَقِىَ الْمُبْتَدَاءُ نَكِرَةً غَيْرَ مَخْصُوْصَةٍ **اَوْ** كَانَ **لِمُتَعَلِّقِهٖ** بِكَسْرِ اللَّامِ اَىْ كَانَ لِمُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ التَّابِعِ لَهُ بِتَبْعِيَّةٍ يَمْتَنِعُ مَعَهَا تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْخَبَرِ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ عَلَى اللّٰهِ عَبْدُهُ مُتَوَكِّلٌ **ضَمِيْرٌ** كَائِنٌ **فِىْ** جَانِبِ **الْمُبْتَدَاءِ** رَاجِعٌ اِلٰى ذٰلِكَ الْمُتَعَلِّقِ اِذْ لَوْ اُخِّرَ لَزِمَ الْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَمَعْنًى **مِثْلُ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا** فَقَوْلُهُ مِثْلُهَا اَىْ مِثْلُ التَّمْرَةِ مُبْتَدَاءٌ وَفِيْهِ ضَمِيْرٌ لِمُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ وَهُوَ التَّمْرَةُ لِاَنَّ الْخَبَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَى التَّمْرَةِ وَالتَّمْرَةُ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ مِثْلَ تَعَلُّقِ الْجُزْءِ بِالْكُلِّ **اَوْ كَانَ** الْخَبَرُ **خَبَرًا عَنْ اَنَّ** الْمَفْتُوْحَةَ الْوَاقِعَةَ مَعَ اِسْمِهَا وَخَبَرِهَا الْمُؤَوَّلُ بِالْمُفْرَدِ مُبْتَدَاءً اِذْ فِىْ تَاخِيْرِهٖ خَوْفُ لُبْسِ اَنَّ الْمَفْتُوْحَةَ بِالْمَكْسُوْرَةِ فِى التَّلَفُّظِ لِاِمْكَانِ الذُّهُوْلِ عَنِ الْفَتْحَةِ لِخَفَائِهَا اَوْ فِى الْكِتَابَةِ **مِثْلُ عِنْدِىْ اَنَّكَ قَائِمٌ وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ** اَىْ تَقْدِيْمُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ فِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الصُّوَرِ لِمَا ذَكَرْنَا ـ

সহজ তরজমা

আর যখন খবরে মুফরাদ তথা যেটি সুরতের প্রেক্ষিতে জুমলা নয়, চাই হাকীকতের হিসেবে জুমলা হোক বা জুমলা না হোক শামিল রাখে এমন বস্তু তথা এমন অর্থকে যার জন্য বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক। যেমন : ইস্তেফহাম, যথা- اَيْنَ زَيْدٌ (যায়েদ কোথায়?)

সুতরাং أَيْنَ زَيْدٌ মুবতাদা এবং أَيْنَ ইস্তেফহাম অন্তর্ভুক্তকারী ইসমটি তার খবর। আর এটি যরফ। সুতরাং أَيْنَ যরফকে যদি ফে'লের সাথে উহ্য মানা হয়, তা হলে খবরটি সূরত ও হাকীকত উভয়ের হিসেবে মুফরাদ হবে। আর খবরটি দু' তাকদীরের প্রেক্ষিতে সুরতের হিসেবে জুমলা নয়। আর মুসান্নিফ রহ. মুফরাদের কয়েদ দ্বারা زَيْد أَيْنَ أَبُوْهُ-র মতো তারকীব থেকে এহতেরায করেছেন। কারণ, এ খবরটির পরে আসার দ্বারা যার জন্য শুরুতে আসা লাযিম, তার صَدَارَت [প্রথমতা] বিনষ্ট হয় নি। কেননা এটি দ্বিতীয় জুমলার শুরুতে এসেছে। **অথবা** খবর তার মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে তার তথা মুবতাদার জন্য এ হিসেবে যে, **এটি যখন মুবতাদা বিশুদ্ধকারী হয়**, তখন খবর মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে মুবতাদা অবস্থিত হওয়া শুদ্ধ হয়ে যাবে। **যেমন : فِى الدَّارِ رَجُلٌ** (ঘরের মধ্যে পুরুষ) فِى الدَّارِ খবর হয়েছে, যার মুকাদ্দাম হওয়ার কারণে মুবতাদা বিশেষত্ব লাভ করে নিয়েছে, যেরূপ তুমি জেনে এসেছ। সুতরাং খবরকে যদি পরে রাখা হয়, তা হলে মুবতাদাটি نَكِرَهْ غَيْر مُخَصَّصَه বা অবিশেষিত নাকেরা থেকে যাবে। **অথবা** যখন হয় তার মুতাআল্লিকের তথা **খবরের মুতা'আল্লিকের জন্য** যেটি খবরের এ রকম অনুগামী তার সাথে অনুগামী (تَابِع) হয়, যার সাথে এ তাবে'অটিকে খবরের উপর মুকাদ্দাম করা নাজায়েয হয়। সুতরাং عَلَى اللّٰهِ عَبْدُهُ مُتَوَكِّلٌ এর মতো জুমলা দ্বারা অভিযোগ আরোপিত হবে না। (কারণ, এতে عَبْدُهُ -র যমীরটি মাজরুরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যেটি খবরও নয় এবং খবরের অংশও নয়। বরং খবর তো হল مُتَوَكِّلٌ তাই এতে খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না।) **যমীর যা মুবতাদার দিকে হয়**, যেটি এই মুতা'আল্লিকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কেননা (এমতাবস্থায়) যদি খবরকে মুআখ্‌খার করা হয়, তা হলে لَفْظًا ও رُتْبَةً - إِضْمَار قَبْلَ الذِّكْر লাযিম আসবে। **যেমন: عَلَى التَّمَرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا:** (খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ মাখন রয়েছে।) সুতরাং বক্তার اَلْمُبْتَدَاءُ مِثْلُهَا اَىْ مِثْلُ কথাটি মুবতাদা হয়েছে এবং এতে খবরের মুতাআল্লিক তথা تَمَرَةْ এর জন্য যমীর হয়েছে। কেননা খবর তো হল عَلَى التَّمَرَةْ আর تَمَرَةْ তার সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে যেরূপ كُل-এর সাথে جزء এর তা'আল্লুক হয়ে থাকে। **অথবা** তখন খবরটি **যবর যুক্ত اَنَّ থেকে খবর হয়** যেটি তার ইসম ও খবর মিলে মুফরাদের তাবীলে হয়ে মুবতাদা অবস্থিত হয়। কেননা খবরকে মুআখ্‌খার করার মধ্যে যবর যুক্ত ان-র যের যুক্ত ان-র সাথে উচ্চারণে সংমিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যবরের বিষয়টি সুক্ষ্ম হওয়ার কারণে তা থেকে ভুলে যাওয়ার এবং লেখার ক্ষেত্রে অমনোযোগীতার সম্ভাবনা থাকার কারণে। **যেমন : عِنْدِىْ اَنَّكَ قَائِمٌ** (নিশ্চয়ই তুমি আমার নিকট দণ্ডায়মান) তাকে তথা **মুবতাদার উপর খবরকে এসব অবস্থায় মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব** সে সব কারণে যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ اِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ الخ : এর পূর্বে সে সব স্থানের কথা বর্ণনা করেছিলেন, যেখানে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর তা ছিল চারটি স্থান। এবারে ওইসব স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর তা ছিল চারটি স্থান। এবারে ওইসব স্থানের কথা উল্লেখ করছেন, যেখানে খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর তাও চারটি।

১. اِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ– এর মর্ম হল, যখন খবরে মুফরাদ এমন বস্তুকে অন্তভুক্ত রাখে, যার জন্য صَدَارَت كَلَام তথা বাক্যের শুরুতে আসা জরুরি। তখন মুবতাদার উপর খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন– أَيْنَ زَيْدٌ (যায়েদ কোথায়?) এতে أَيْن ইস্তেফহামের জন্য এসেছে, যার জন্য শুরুতে আসাটা আবশ্যক। তাই এর صدارت কে বাকি রাখার জন্য খবর হওয়া সত্ত্বেও মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব, মুআখ্‌খার করা অবস্থায় صدارت বাকি থাকবে না।

قَوْلُهُ : اَلَّذِىْ لَيْسَ بِجُمْلَةٍ : এটি একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি বলেছেন মুফরাদ খবর যদি مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ-কে অন্তর্ভুক্ত রাখে, তা হলে তাকে মুকাদ্দম করা ওয়াজিব এবং তার উদাহরণ পেশ করেছেন, اَيْنَ زَيْدٌ। এতে আমাদের প্রশ্ন হল, মিছালটি مُمَثَّلٌ لَهُ এর মোতাবেক হয় নি। কেননা اَيْنَ খবর তো হয়েছে বটে, তবে মুফরাদ হয় নি। কারণ, এই কিছুক্ষণ পূর্বে এ কায়দাটি বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ যে খবরটি যরফ হয়, তাকে জুমলার সাথে উহ্য মানা হয়। অর্থাৎ তার আমিল ফে'ল বের করা হয়। সুতরাং اَيْنَ-র আমিল যেহেতু ফে'ল এবং তার কারণে এটি জুমলার তাকদীরের মধ্যে হয়েছে এবং মুফরাদ হয় নি। তাই এটাকে উল্লেখিত কায়দার উদাহরণ বানানোটা ঠিক হবে না। শারেহ রহ. তার এ ইবারতটি দ্বারা এ প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছেন, এখানে মুফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরতের হিসেবে জুমলা না হওয়া। চাই প্রকৃতভাবে জুমলা হোক, যেরূপ বসরিগণের মাযহাব রয়েছে। কারণ, তারা যরফের আমিল ফে'ল বের করে তাকে জুমলা বলেন। অথবা حَقِيْقَةً ও জুমলা না হোক, যেভাবে صُوْرَةً জুমলা নয়। যেরূপ কুফীগণের মাযহাব রয়েছে। কারণ, তারা যরফের আমিল ইসমে ফায়েল বের করেন। যেরূপ এর তাফসীল مَا وَقَعَ ظَرْفًا এর অধীনে গত হয়েছে। মোটকথা, উভয় মাযহাবের যে কোনোটির উপর আমল করা যাক। اَيْنَ সম্পর্কে উভয় দল একমত যে, সূরতের প্রেক্ষিতে এটি জুমলা নয়।

قَوْلُهُ : وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ زَيْدٌ اَيْنَ اَبُوْهُ : মুসান্নিফ রহ. খবরকে মুফরাদ হওয়ার সাথে কয়েদযুক্ত করেছিলেন, এ কয়েকটি কায়দা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যদি مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ-কে শামিল তো রাখে বটে, তবে মুফরাদ হল না, তা হলে তাকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না। যেমন : زَيْدٌ اَيْنَ اَبُوْهُ এতে যায়েদ মুবতাদা এবং اَيْنَ اَبُوْهُ খবর হয়েছে এবং এটি مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ তথা ইস্তেফহামকে অন্তর্ভুক্ত রাখা সত্ত্বেও মুবতাদার পরে অবস্থিত হয়েছে। তার কারণ, খবরের স্থান তো হল মুবতাদার পরে হওয়া, কোনো কারণবশত তাকে যদি মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম না করে দেওয়া হয়। আর এখানে সেই কারণ নেই। কেননা যে জুমলাতে اَيْنَ রয়েছে, তার শুরুতেই রয়েছে।

সুতরাং যেহেতু তার صَدَارَتْ এর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া পড়ছে না, তা হলে অনর্থক তাকে তার স্থান থেকে সরিয়ে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করার প্রয়োজন কিসের?

قَوْلُهُ : اَوْ كَانَ الْخَبَرُ بِتَقْدِيْمِهِ مُصَحِّحًا لَهُ : এটি দ্বিতীয় স্থান, যেখানে মুবতাদার উপর খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। এর মর্ম হচ্ছে, খবর এমন যে তাকে যদি মুকাদ্দাম করা না হয়, তা হলে মুবতাদার মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ হবে না। যেমন : فِى الدَّارِ رَجُلٌ এতে رَجُل নাকেরা হয়েছে এবং মুবতাদা হয়েছে। نَكِرَة مَحْضَه এর মুবতাদা হওয়াটা শুদ্ধ নয়, এতে তাখসীসের প্রয়োজন হয়। এ জন্য فِى الدَّارِ যেটি খবর তাকে মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয়েছে, যাতে تَقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيْرُ দ্বারা رَجُل এর মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি হয়ে যায়। এর তাফসিল পূর্বে গত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : اَوْ كَانَ لِمُتَعَلِّقِهِ ضَمِيْرٌ فِىْ جَانِبِ الْمُبْتَدَاءِ الخ : এটি তৃতীয় স্থান, যেখানে খবরকে মুকাদ্দাম করাটা ওয়াজিব। এর মর্ম হল, যদি মুবতাদার মধ্যে কোনো যমীর এরকম হয়, যেটি খবরের মুতাআল্লিকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা হলে এমতাবস্থায় মুবতাদার উপর খবর মুকাদ্দাম হওয়া ওয়াজিব, নতুবা رُتْبَةً ও لَفْظًا দু'ভাবেই اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম আসবে। যেমন : عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا এতে مِثْلُهَا زُبْدًا মুবতাদা হয়েছে এবং عَلَى التَّمْرَةِ খবর হয়েছে। تَمْرَة শব্দটি খবরের মুতাআল্লিক, যার দিকে مِثْلُهَا র যমীরটি প্রত্যাবর্তন করেছে। শুধু تَمْرَة কে عَلَى থেকে পৃথক করে মুকাদ্দাম করাও যেতে পারে না। এ জন্য عَلَى التَّمْرَةِ যেটি খবর তাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়েছে, যাতে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযিম না আসে।

قَوْلُهُ : اَیْ کَانَ لِمُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ التَّابِعِ لَهُ بِتَبْعِیَّةٍ الخ : এ ইবারতটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, আপনি যে কায়দা বর্ণনা করেছেন যে, খবরের মুতাআল্লিকের জন্য যদি মুবতাদার মধ্যে যমীর হয় তা হলে খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব, এ কায়দাটি عَلَی اللّٰهِ عَبْدُهٗ مُتَوَکِّلٌ এর মতো উদাহরণ দ্বারা ভেঙে যায়। কেননা এতে عَبْدُهٗ عَبْدُهٗ মুবতাদা, مُتَوَکِّلٌ খবর এবং عَلَی اللّٰهِ শব্দটি مُتَوَکِّلٌ এর মুতাআল্লিক হয়েছে, আর মুবতাদার মধ্যে যমীরটি اَللّٰهُ শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যেটি مُتَوَکِّلٌ খবরের مُتَعَلِّقَات এর মধ্য থেকে তারপরও খবরটি মুকাদ্দাম হয় নি। শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা তার জবাব দিচ্ছেন যে, مُتَعَلِّق خَبَر এর মর্ম হচ্ছে, সেটা এরকম تَابِع হবে যে তার তাবে' হওয়াবস্থায় খবরের উপর মুকাদ্দাম হতে পারে না। তখন মুবতাদার উপর খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। আর এখানে عَلَی اللّٰهِ জার-মাজরুরটি যদিও খবরের মুতাআল্লিকও তাবে' হয়েছে বটে, তবে খবর তথা مُتَوَکِّل এর উপর তাকে মুকাদ্দাম করাটা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা যরফ ও জার-মাজরুরের মধ্যে এরকম অবকাশ থাকে যে, আমিলের উপর মুকাদ্দাম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যেহেতু তাকে খবরের উপর মুকাদ্দাম করাটা জায়েয রয়েছে, তাই শুধু এতটুকু অংশকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করে দেওয়া যাবে, পূর্ণ খবরকে মুকাদ্দাম করার কি প্রয়োজন?

قَوْلُهُ : اَوْ کَانَ خَبَرًا عَنْ اَنَّ الخ : এটি চতুর্থ স্থানে, যেখানে খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। এর মর্ম হল, اَنَّ مَفْتُوْحَة তার ইসম ও খবর মিলে মুফরাদের তা'বীলে হয়ে মুবতাদা হলে এবং তার কোনো খবর হলে এমতাবস্থায় খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন : عِنْدِیْ اَنَّكَ قَائِمٌ এতে اَنَّ তার ইসম ও খবর মিলে মুবতাদায়ে মুআখ্খার এবং عِنْدِیْ তার আমিলের সাথে মিলিত হয়ে খবরে মুকাদ্দাম হয়েছে। যদি তাকে মুআখখার করা হয়, তা হলে ইবারত হবে اِنَّكَ قَائِمٌ عِنْدِیْ এতে اِنَّكَ র শুরুতে আসার কারণে একে اِنَّ بِالْکَسْر মনে করা হয়ে যেতে পারে। তাই এ সংমিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্য তাকে মুআখখার করা এবং খবরকে মুকাদ্দাম করা আবশ্যক। যদি উচ্চারণের মধ্যে কেউ লক্ষ্য করেও নেয় এবং তাকে اَنَّ بِالْفَتْح পড়েও নেয়, তবে লিখার ক্ষেত্রে যে সংমিশ্রণটা হবে তা থেকে বাঁচা যাবে না। এ জন্য সর্বাবস্থায় খবরকে মুকাদ্দাম করা জরুরি।

وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِنْ غَيْرِ تَعَدُّدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَيَكُوْنُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَذٰلِكَ التَّعَدُّدُ إِمَّا بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا وَيُسْتَعْمَلُ ذٰلِكَ عَلٰى وَجْهَيْنِ بِالْعَطْفِ **مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ** وَبِغَيْرِ الْعَطْفِ مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ وَإِمَّا بِحَسَبِ اللَّفْظِ فَقَطْ نَحْوُ هٰذَا حُلْوٌ حَامِضٌ فَإِنَّهُمَا فِى الْحَقِيْقَةِ خَبَرٌ وَاحِدٌ أَىْ مُزٌّ وَ فِى هٰذِهِ الصُّوْرَةِ تَرْكُ الْعَطْفِ أَوْلٰى وَنَظَرَ بَعْضُ النُّحَاةِ إِلٰى صُوْرَةِ التَّعَدُّدِ وَجَوَّزَ الْعَطْفَ وَلَا يُبْعَدُ أَنْ يُقَالَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِتَعَدُّدِ الْخَبَرِ مَا يَكُوْنُ بِغَيْرِ عَاطِفٍ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ بِالْعَاطِفِ لَاخَفَاءَ بِهٖ لَا فِى الْخَبَرِ وَلَا فِى الْمُبْتَدَاءِ وَلَا فِىْ غَيْرِهِمَا وَأَيْضًا الْمُتَعَدِّدُ بِالْعَطْفِ لَيْسَ بِخَبَرٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَوَابِعِهٖ وَلِهٰذَا أَوْرَدَ فِى الْمِثَالِ الْخَبَرَ الْمُتَعَدِّدَ وَبِغَيْرِ عَاطِفٍ وَلَوْ جُعِلَ التَّعَدُّدُ أَعَمَّ فَالْإِقْتِصَارُ عَلَيْهِ لِذٰلِكَ ـ

সহজ তরজমা

<u>আর কখনো</u> মুবতাদা একাধিক না হয়ে <u>খবর একাধিক হয়।</u> সুতরাং খবর দুই এবং ততোধিক হতে পারে। আর এ একাধিকত্বটা শব্দ এবং অর্থ উভয়রকমভাবেও হতে পারে। আর এটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। আতফের সাথে, <u>যেমন :</u> **زَيْدٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ** (যায়েদ জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন) এবং আতফ ছাড়াও ব্যবহৃত হয়। যেমন : زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ (যায়েদ জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন) আর শুধু শব্দের প্রেক্ষিতেও হতে পারে। যেমন : هٰذَا حُلْوٌ حَامِضٌ (এটি তিতা মিষ্টি (মিশ্রিত) মূলত এ দু'টি একই খবর। অর্থাৎ কষা। আর এমতাবস্থায় আতফ বর্জন করা উত্তম। আর কতিপয় নাহবী একাধিকত্বের দিকটার প্রতি লক্ষ্য করে আতফকে জায়েয বলেছেন। হতে পারে মুসান্নিফের একাধিক খবর দ্বারা ওই খবরের একাধিকত্ব উদ্দেশ্য যেটি عَاطِف (আতফের হরফ) ব্যতীত হয়। কেননা عَاطِف দ্বারা একাধিক হওয়ার মধ্যে খবরে, মুবতাদায় এবং অন্য কিছুর একাধিকত্বে ও অস্পষ্টতা নেই। তা ছাড়া আতফ দ্বারা একাধিক হওয়া খবর খবরই নয় বরং খবরের تَوَابِع এর মধ্য থেকে। এ জন্যই মুসান্নিফ রহ. উদাহরণে আত্ফ ব্যতীত একাধিক খবর উল্লেখ করেছেন। আর যদি একাধিক হওয়াটাকে (আতফসহ, আতফব্যতীত এর সাথে) ব্যাপক করা হয়, তা হলে মুসান্নিফের উদাহরণের ক্ষেত্রে আত্ফ বিহীনের উপর যথেষ্ট করাটা এ কারণেই হয়েছে। (অর্থাৎ খবর আতফের সাথে একাধিক হওয়ার মধ্যে কোনো অস্পষ্ট তা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ الخ : এখানে বর্ণনা করছেন যে, কখনো কখনো, মুবতাদা একটাই থাকে; তার খবর একাধিক হয়। চাই দু'টি হোক কিংবা ততোধিক হোক। আর এ একাধিক হওয়াটা কখনো শব্দ ও অর্থ উভয় হিসেবে হয় এবং কখনো শব্দগতভাবে তো একাধিক হয়, তবে অর্থগতভাবে একাধিক হয় না। যে একাধিকত্বটা শব্দ এবং অর্থের প্রেক্ষিতে হয় এর দু'টি অবস্থা রয়েছে। ১. কখনো এগুলোর মাঝে হরফে আতফ আসে। যেমন : زَيْدٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ এবং ২. কখনো হরফে আতফ আসে না। যেমন : زَيْدٌ عَالِمٌ

عَاقِلٌ। আর যেখানে একাধিকত্বটা শুধু শব্দগতভাবে হয়, অর্থগতভাবে না হয় তখন হরফে আতফ না আনাটাই উত্তম। কেননা মূলত তো একাধিকত্বই নেই, কেবল শব্দগত একাধিকত্ব। যেমন : هٰذَا حُلْوٌ حَامِضٌ এর অর্থ হলো তিতা মিষ্টি। এ দু'টির অর্থ পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নয়; বরং উভয়টিকে মিলিয়ে এক অর্থই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ কষা) কতিপয় নাহবী বাহ্যিকভাবে একাধিকত্ব দেখে আতফকেও জায়েয রেখেছেন। তাঁদের মতে حُلْوٌ وَحَامِضٌ বলা ঠিক আছে।

قَوْلُهُ : وَلَا يُبْعَدُ اَنْ يُقَالَ الخ : এখান থেকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে চাচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, খবর যখন একাধিক হয় শব্দ এবং অর্থ উভয় দিক দিয়ে তখন তার দু'টি অবস্থা। আতফের সাথে এবং আতফ বিহীন। তা হলে মুসান্নিফ রহ. শুধু আতফ বিহীন উদাহরণটি বর্ণনা করলেন কেন? শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, মুসান্নিফের উদ্দেশ্য হল এখানে এ একাধিক খবরের বিষয়টি বর্ণনা করা, যা عَاطِف (হরফে আত্ফ) ব্যতীত হয়, এ জন্য শুধু তারই উদাহরণের উপর যথেষ্ট করেছেন। আর যে একাধিকত্বটা আতফের সাথে হয় তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই, তা হলে বর্ণনা করার কি প্রয়োজন? এরকম একাধিকত্ব (তা মুবতাদা ও খবর উভয়টার মধ্যে হয়ে থাকে। হ্যাঁ! যে একাধিকত্বটা আত্ফবিহীন হয় সেটা মুবতাদার মধ্যে হয় না, এ জন্য ধারণা হতে পারত যে, হয়তো এ একাধিকত্বটা খবরের মধ্যেও হবে না। তাই মুসান্নিফ রহ. এ ধারণাটি দূর করে দিয়েছেন যে, বিষয়টি এরকম নয়; বরং আত্ফ ব্যতীত একাধিকত্বটা খবরের মধ্যে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কথা হল, যে খবরের মধ্যে আত্ফের সাথে একাধিকত্ব হয় সেটা মূলত খবরের মধ্যে একাধিক হওয়া নয়; বরং খবর তো শুধু مَعْطُوْف عَلَيْهِ ই, তবে তার উপর মাতূফ এবং তাবে' রয়েছে। আর যদি একাধিক হওয়ার বিষয়টিকে ব্যাপক রাখা হয় এবং হার কিসিম একাধিকত্ব উদ্দেশ্য করা হয়, চাই আত্ফের সাথে হোক অথবা আত্ফবিহীন হোক তখন মুসান্নিফের আত্ফ বিহীন একাধিক খবরের উদাহরণের উপর যথেষ্ট করাটা এ কারণে হয়েছে যে, তার মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল, এ জন্য তার উদাহরণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর যে একাধিকত্বটা আতফের সাথে হয় তার মধ্যে অস্পষ্টতা নেই, এ জন্য তার পিছনে পড়েন নি।

وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدَاءُ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ سَبَبِيَّةُ الْأَوَّلِ لِلثَّانِى اَوْ لِلْحُكْمِ بِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ فَيُشْبِهُ الْمُبْتَدَاءُ الشَّرْطَ فِى سَبَبِيَّةِ لِلْخَبَرِ كَسَبَبِيَّةِ الشَّرْطِ لِلْجَزَاءِ **فَيَصِحُّ دُخُوْلُ الْفَاءِ فِى الْخَبَرِ** وَيَصِحُّ عَدَمُ دُخُوْلِهِ فِيْهِ نَظْرٌ اِلٰى مُجَرَّدِ تَضَمُّنِ الْمُبْتَدَاءِ مَعْنَى الشَّرْطِ وَاَمَّا اِذَا قُصِدَ الدَّلَالَةُ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَعْنَىٰ فِى اللَّفْظِ فَيَجِبُ دُخُوْلُ الْفَاءِ فِيْهِ وَاَمَّا اِذَا لَمْ تُقْصَدْ فَلَمْ يَجِبْ دُخُوْلُهُ فِيْهِ بَلْ يَجِبُ عَدَمُ **وَذٰلِكَ** الْمُبْتَدَاءُ الْمُتَضَمِّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ **اِمَّا الْاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ بِفِعْلٍ اَوْ ظَرْفٍ** اَىِ الَّذِى جُعِلَتْ صِلَةً فِعْلِيَّةً مُؤَوَّلَةً بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ هٰهُنَا بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنَّمَا اشْتُرِطَ اَنْ تَكُوْنَ صِلَتُهُ فِعْلًا اَوْ ظَرْفًا مُؤَوَّلًا بِالْفِعْلِ لِيَتَاَكَّدَ مُشَابَهَةُ الشَّرْطِ لِاَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُوْنُ اِلَّا فِعْلًا وَفِى حُكْمِ الْاِسْمِ الْمَوْصُوْلِ الْمَذْكُوْرِ الْاِسْمُ الْمَوْصُوْفُ **اَوِ النَّكِرَةُ الْمَوْصُوْفَةُ بِهِمَا** اَىْ بِاَحَدِهِمَا وَفِى حُكْمِهَا الْاِسْمُ الْمُضَافُ اِلَيْهَا **مِثْلُ الَّذِى يَاْتِيْنِى** هٰذَا مِثَالٌ لِلْاِسْمِ الْمَوْصُوْلِ بِفِعْلٍ **اَوِ** الَّذِى **فِى الدَّارِ** هٰذَا مِثَالٌ لِلْاِسْمِ الْمَوْصُوْلِ بِظَرْفٍ **فَلَهُ دِرْهَمٌ** اَمَّا مِثَالُ الْاِسْمِ الْمَوْصُوْفِ بِالْاِسْمِ الْمَوْصُوْلِ الْمَذْكُوْرِ فَقَوْلُهُ تَعَالٰى قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ وَ مِثْلُ **كُلُّ رَجُلٍ يَاْتِيْنِى** هٰذَا مِثَالٌ لِلْاِسْمِ الْمَوْصُوْفِ بِفِعْلٍ **اَوْ** كُلُّ رَجُلٍ **فِى الدَّارِ** هٰذَا مِثَالٌ لِلْاِسْمِ الْمَوْصُوْفِ بِظَرْفٍ **فَلَهُ دِرْهَمٌ** وَاَمَّا مِثَالُ الْاِسْمِ الْمُضَافِ اِلَى النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ بِاَحَدِهِمَا فَقَوْلُكَ كُلُّ غُلَامِ رَجُلٍ يَاْتِيْنِى اَوْ فِى الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ **وَلَيْتَ وَلَعَلَّ** مِنَ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ اِذَا دَخَلَا عَلَى الْمُبْتَدَاءِ الَّذِى يَصِحُّ دُخُوْلُ الْفَاءِ عَلٰى خَبَرِهِ **مَانِعَانِ** عَنْ دُخُوْلٍ عَلَيْهِ لِاَنَّ صِحَّةَ دُخُوْلِهِ عَلَيْهِ اِنَّمَا كَانَتْ لِمُشَابَهَةِ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَلَيْتَ وَ لَعَلَّ تُزِيْلَانِ تِلْكَ الْمُشَابَهَةَ لِاَنَّهُمَا تُخْرِجَانِ الْكَلَامَ مِنَ الْخَبَرِيَّةِ اِلَى الْاِنْشَائِيَّةِ وَالشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ مِنْ قَبِيْلِ الْاِخْبَارِ وَذٰلِكَ الْمَنْعُ اِنَّمَا هُوَ **بِالْاِتِّفَاقِ** مِنَ النُّحَاةِ فَلَا يُقَالُ لَيْتَ اَوْ لَعَلَّ الَّذِى يَاْتِيْنِى اَوْ فِى الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ فَاِنْ قِيْلَ بَابُ كَانَ وَبَابُ عَلِمْتُ اَيْضًا مَانِعَانِ

بِالْاِتِّفَاقِ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيْصِ لَيْتَ وَلَعَلَّ قِيْلَ تَخْصِيْصُهُمَا بِبَيَانِ الْاِتِّفَاقِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ بَيْنِ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ لَامُطْلَقًا وَوَجْهُ ذٰلِكَ التَّخْصِيْصِ الْاِهْتِمَامُ بِبَيَانِ الْاِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِيْهَا **وَالْحَقُّ بَعْضُهُمْ** قِيْلَ هُوَ سِيْبَوَيْهِ **اِنَّ** الْمَكْسُوْرَةَ **بِهِمَا** اَيْ بِلَيْتَ وَلَعَلَّ فِى الْمَنْعِ عَنْ دُخُوْلِ الْفَاءِ عَلَى الْخَبَرِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا لَا تَمْنَعُ عَنْهُ لِاَنَّهَا لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنِ الْخَبَرِيَّةِ اِلَى الْاِنْشَائِيَّةِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ فَاِنْ قِيْلَ قَدْ اَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اَنَّ الْمَفْتُوْحَةَ وَلٰكِنْ بِلَيْتَ وَلَعَلَّ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيْصِ اِنَّ الْمَكْسُوْرَةَ بِالْاِلْحَاقِ قِيْلَ بَعْضُهُمُ الَّذِىْ اَلْحَقَ اَنَّ بِهِمَا هُوَ سِيْبَوَيْهِ فَاعْتَدَّ بِقَوْلِهِ وَذَكَرَهُ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِقَوْلِ مَنْ سِوَاهُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ مَعَ اَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَايُسَاعِدُهُمَا الْقُرْاٰنُ وَكَلَامُ الْفُصَحَاءِ فَمَا يَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ مَنْعِ اِنَّ الْمَكْسُوْرَةَ عَنْ دُخُوْلِ الْفَاءِ عَلَى الْخَبَرِ مَا سَبَقَ وَمَا يَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ مَنْعِ اَنَّ الْمَفْتُوْحَةَ وَلٰكِنْ عَنْ دُخُوْلِ الْفَاءِ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ

فَوَ اللّٰهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ + وَلٰكِنَّ مَا يُقْضٰى فَسَوْفَ يَكُوْنُ

সহজ তরজমা

আর মুবতাদা কখনো শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর শর্তের মর্ম হল প্রথমটা দ্বিতীয়টির অস্তিত্বের জন্য অথবা দ্বিতীয়টির হুকুমের জন্য সাবাব বা কারণ হওয়া। সুতরাং মুসান্নিফের কথা وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدَاءُ مَعْنٰى الشَّرْطِ এর উপর وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এর মতো উদাহরণ এর প্রশ্ন আরোপিত হবে না। ফলে মুবতাদা খবরের জন্য সবব হওয়ার মধ্যে শর্তের সদৃশ হল, যেরূপ শর্ত জাযার জন্য সবব হয়ে থাকে। তখন খবরের মধ্যে فَاء প্রবেশ করা শুদ্ধ হবে এবং খবরের মধ্যে فاء প্রবেশ না করাটা শুদ্ধ হবে মুবতাদার কেবল শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখার প্রতিদৃষ্টি রেখে। আর যখন শব্দের মধ্যে এই সাবাবিয়্যাতের অর্থের উপর মুবতাদা তার দালালত উদ্দেশ্য করা হবে, তখন খবরের মধ্যে فاء এর প্রবেশ করাটা আবশ্যক হবে। আর যখন দালালত উদ্দেশ্য করা হবে না তখন খবরের মধ্যে فاء প্রবেশ না করাটা আবশ্যক। আর ওই মুবতাদা যেটি শর্তের অর্থকে শামিল রাখে হয়তো এমন ইসমে মাওসূল হবে যার সিলাহ হবে ফে'ল অথবা যরফের সাথে। অর্থাৎ এমন ইসমে মাওসূফ হবে যার সিলাহ جملة فعلية অথবা جملة ظرفية হবে যে জুমলায়ে যরফিয়্যাহটিকে এখানে বসরী ও কূফীগণের ঐকমত্যে جملة فعلية এর সাথে তা'বীল করা হবে। আর ইসমে মাওসূলের সিলাহ فعل বা ظرف যেটি ফে'লের তা'বীলে হয় শর্ত এ জন্য লাগানো হয়েছে যাতে মুবতাদার শর্তের সাথে সাদৃশ্যটি সুদৃঢ় হয়ে যায়। কেননা শর্ত ফে'লই হয়ে থাকে। আর উল্লেখিত ইসমে মাওসূলের হুকুমে সেই ইসমে মাওসূল ও যেটি উল্লেখিত ইসমে

মাওসূলের সাথে মাওসূফ তথা বিশেষিত হয় অথবা মুবতাদাটি ওই নাকেরা হয়, যা এ দু'টির সাথে মাওসূফ হয়, অর্থাৎ এ দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটির সাথে মাওসূফ হয়। আর সেই নাকেরার হুকুমে ওই ইসমটিও যেটি এ নাকেরার দিকে মুযাফ হয়। যেমন : اَلَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ এটি ওই ইসমে মাওসূলের উদাহরণ যার সিলাহ ফে'লের সাথে এসেছে অথবা اَلَّذِىْ فِى الدَّارِ এটি ওই ইসমে মাওসূলের উদাহরণ যার সিলাহ যরফের সাথে এসেছে فَلَهٗ دِرْهَمٌ। আর ওই ইসমের উদাহরণ যেটি উল্লেখিত ইসমে মাওসূলের সাথে মাওসূফ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ আর যেমন : كُلُّ رَجُلٍ يَاْتِيْنِىْ এটি ওই ইসমে নাকেরার উদাহরণ যেটি ফে'লের সাথে মাওসূফ হয়েছে। অথবা كُلُّ رَجُلٍ فِى الدَّارِ এটি ওই ইসমে নাকেরার উদাহরণ যেটি যরফের সাথে মাওসূফ হয়েছে فَلَهٗ دِرْهَمٌ আর সেই ইসমের উদারহণ যেটি ظرف বা فعل এর সাথে। মাওসূফ নাকেরার দিকে মুযাফ হয়েছে, যেমন : তোমার উক্তি كُلُّ غُلَامِ رَجُلٍ يَاْتِيْنِىْ অথবা فِى الدَّارِ ; فَلَهٗ دِرْهَمٌ। হরূফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এর মধ্য থেকে لَعَلَّ ও لَيْتَ যখন এমন মুবতাদার উপর প্রবিষ্ট হবে যার খবরের উপর فاء প্রবেশ করা শুদ্ধ রয়েছে, তা হলে এ দু'টি বাধা প্রদানকারী হয় খবরের উপর فاء প্রবেশ করতে। কেননা খবরের উপর فاء প্রবেশের বিশুদ্ধতা মুবতাদা ও খবরের শর্তও জাযার সাথে সাদৃশ্যের কারণে ছিল, আর لَعَلَّ ও لَيْتَ তো এ সাদৃশ্যকে দূর করে দেয়। কারণ, এ দুটি বাক্যকে খবরিয়া হওয়া থেকে ইনশাইয়াহ হওয়ার দিকে বের করে দেয়। আর শর্ত ও জাযা খবরের মধ্য থেকে। আর এ নিষেধ করাটা নাহবীদের সর্বসম্মতিক্রমে। সুতরাং বলা যাবে না, لَيْتَ اَوْ لَعَلَّ الَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ اَوْ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ। এরপর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, بَابُ عَلِمْتُ ও بَاب كَانَ (তথা افعال قلوب ও افعال ناقصه)ও সর্বসম্মতিক্রমে বাধাদানকারী হয়ে থাকে, তা হলে لَيْتَ ও لَعَلَّ কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণটা কি? এর জবাব দেওয়া হয়েছে, ঐকমত্যের কথা বর্ণনার সাথে لَيْتَ ও لَعَلَّ-কে খাস করার বিষয়টা حروف مشبه بالفعل এর মধ্যে, সাধারণভাবে নয়। আর এ খাস করণের কারণটি হল لَيْتَ ও لَعَلَّ এর মধ্যে অবস্থিত মতবিরোধের বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। কতিপয় নাহবী সংযুক্ত করেছেন, কথিত আছে, তিনি হলে সীবাওয়াইহ যেরযুক্ত اِنَّ কে এ দু'টির সাথে, তথা لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর সাথে খবরের উপর فاء প্রবেশ থেকে নিষেধ করার ব্যাপার। তবে বিশুদ্ধতম মত হল যেরযুক্ত اِنَّ খবরের উপর فاء প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে না। কেননা যেরযুক্ত اِنَّ বাক্যকে খবরিয়্যাহ হওয়া থেকে ইনশাইয়্যাহ হওয়ার দিকে বের করে দেয় না। আল্লাহ তা'আলার বাণী : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ এ মতটির সমর্থন করে। এরপর যদি বলা হয় যে, কতিপয় (মালেক) নাহবী যবরযুক্ত ان-কেও ই'ক ও لَعَلَّ-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন, তা হলে সংযুক্তির বর্ণনার সাথে যেরযুক্ত اِنَّ কে খাস করার কারণটা কি? জবাব দেওয়া হয়েছে, যে কতিপয় নাহবী যেরযুক্ত ان কে لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন, তিনি হলেন সীবাওয়াইহ। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. তাঁর মতটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা উল্লেখ করেছেন। আর তিনি ভিন্ন অন্যান্যদের মতকে গুরুত্ব দেন নি এবং উল্লেখও করেন নি। অথচ পবিত্র কুরআন এবং সুভাষী সাহিত্যিকদের কথা উভয় মতটিকেই সমর্থন করে না সুতরাং যে দলীল যেরযুক্ত ان-এর খবরের উপর فاء প্রবেশ করতে বাধাদানকারী না হওয়াটা বুঝায়, তা তো গত হয়ে গেছে। আর যে দলীল যবরযুক্ত ان এবং لكن র খবরের উপর فاء প্রবেশে বাধাদান না করা বুঝায় তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ। তদ্রূপ কবির উক্তি : فَوَ اللّٰهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ + وَلٰكِنْ مَا يُقْضٰى فَسَوْفَ يَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহর কসম। আমি তোমাদের সাথে শত্রুতা রেখে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, তবে আল্লাহর নিকট যা স্থিরকৃত তা হয়েই থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدَاءُ مَعْنَى الشَّرْطِ الخ : ইতঃপূর্বে মুবতাদা এবং খবরের পৃথক পৃথক হুকমুসমূহ বর্ণনা করা হয়েছিল। এবারে উভয়টির যৌথ হুকমু বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কখনো মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে, তখন খবরটি جَزَاء র মতো হবে, তাই এর উপর فاء প্রবেশ করাটা শুদ্ধ হয়।

قَوْلُهُ : وَهُوَ سَبَبِيَّةُ الْاَوَّلِ لِلثَّانِىْ الخ : مَعْنَى الشَّرْطِ-এর মর্মসমূহ বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ শর্তের অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিদ্যমান তার জন্য সবব (কারণ) হবে অথবা দ্বিতীয়টির সাথে হুকমু লাগানোর সবব হবে।

শারেহ لِلْحُكْمِ بِالثَّانِى এনে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এর মধ্যে مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ মুবতাদা এবং فَمِنَ اللّٰهِ খবর হয়েছে। তারপরও এখানে শর্তের অর্থ তথা প্রথমটা দ্বিতীয়টির অস্তিত্বের জন্য সবব নয়। কারণ, এ উদাহরণটিতে বলা যাবে না যে, যে সব নিয়ামত বান্দাদের নিকট পৌঁছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রকাশিতের সবব; বরং বিষয়টি এর বিপরীত। অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামতরাশি প্রকাশিত হওয়াটা হচ্ছে সবব বান্দাদের নিকট নিয়ামত পৌঁছার। শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা এ প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন যে, শর্তের অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে, চাই প্রথমটি দ্বিতীয়টির অস্তিত্বের জন্য সবব হোক অথবা দ্বিতীয়টির সাথে হুকমু লাগানোর সবব হোক। আর উল্লেখিত উদাহরণটিতে হুকমু লাগানোর সবব হয়েছে। আয়াতটির মর্ম হচ্ছে, বান্দাদের পর্যন্ত নিয়ামতসমূহ পৌঁছাটা এ কথার উপর হুকুম লাগানোর সবব যে, এ নিয়ামত রাশি আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا اِذَا قُصِدَ الدَّلَالَةُ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিতে চাচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফের ইবারত : يَصِحُّ دُخُوْلُ الْفَاءِ فِى الْخَبَرِ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যখন মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখবে তখন খবরের উপর فَاء আনা এবং না আনা উভয়টাই ঠিক রয়েছে। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। কারণ যদি মুবতাদার সবব হওয়ার অর্থের উপর দালালতটি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে فاء আনাটা ওয়াজিব আর উদ্দেশ্য না হলে فاء না আনাটা ওয়াজিব। সুতরাং এ দু'টি সম্ভবনাই রয়েছে ওয়াজিব হওয়ার এবং নিষিদ্ধ হওয়ার এখানে তৃতীয় সম্বাবনাটি জায়েয হওয়ার যাকে মুসান্নিফ বর্ণনা করেছেন যে, فاء আনা এবং না আনা উভয়টি জায়েয রয়েছে এটি ঠিক নয়। এ ইবারতটি দ্বারা শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, যে মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে তার মধ্যে তিনটি এ'তেবার হয়ে থাকে। (১) মুবতাদার সবব হওয়ার অর্থের উপর দালালত উদ্দেশ্য হবে। এটি بِشَرْطِ شَئٍ এর স্তরের অর্থাৎ দালালত হওয়াটা শর্ত। তখন খবরের উপর فاء আনাটা ওয়াজিব। (২) মুবতাদার সবব হওয়ার অর্থের উপর দালালত উদ্দেশ্য হবে না। এটি بِشَرْطِ لَا شَئٍ এর পর্যায়ের অর্থাৎ শর্ত হল দালালত উদ্দেশ্য না হওয়া। এতে فاء না আনাটা ওয়াজিব। (৩) দালালত এবং অদালালতের মধ্যে কোনোটাই উদ্দেশ্য হবে না। এটা হচ্ছে لَا بِشَرْطِ شَئٍ এর স্তরের। এতে فاء আনা এবং না আনা উভয়টিই ঠিক আছে। মুসান্নিফ রহ. এ স্তরটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই يَصِحُّ বলেছেন।

قَوْلُهُ : وَذٰلِكَ الْاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ الخ : এখান থেকে মুবতাদার সেসব প্রকারাদির বর্ণনা করছেন, যেগুলো শর্তের অর্থকে শামিল রাখে এবং এ গুলোর খবরের উপর فاء আসে। এটি প্রথম প্রকার। এর মর্ম হচ্ছে, মুবতাদা ইসমে মাওসূল হবে এবং তার সিলাহ جملہ ظرفیہ বা جملہ فعلیہ হবে যার তা'বীল করা হয় جملہ فعلیہ-এর সাথে। প্রথমটির উদাহরণ হল : اَلَّذِىْ يَأْتِيْنِىْ فَلَهٗ دِرْهَمٌ (যে আমার নিকট আসবে তার জন্য এক দেরহাম) এতে সিলাহটি হয়েছে جملہ فعلیہ। جملہ ظرفیہ-এর উদাহরণ হলো : اَلَّذِىْ فِى الدَّارِ

فَلَهٗ دِرْهَمٌ (যে ঘরে রয়েছে তার জন্য এক দেরহাম) এর মধ্যে فِى الدَّارِ এর আমিল ফে'ল বের করা যাবে, যেমন : اِسْتَقَرَّ ইত্যাদি এতে বসরা ও কূফার উভয়দল নাহবী একমত যে, এমন ক্ষেত্রে ফে'লই আমিল বের করা যাবে। মতবিরোধ রয়েছে খবরের সুরতে। فِى الدَّارِ তার আমিলের সাথে মিলিত হয়ে ইসমে মাওসূলের সিলাহ হয়েছে। এ দু'টি উদাহরণে মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে, এ জন্য তার খবর فَلَهٗ دِرْهَمٌ এর মধ্যে فاء আনা হয়েছে। কারণ, খবর جزاء-এর অর্থকে শামিল রাখছে।

قَوْلُهٗ : اِنَّمَا اشْتُرِطَ اَنْ تَكُوْنَ الخ : মুসান্নিফ রহ. শর্ত লাগিয়েছেন, যে ইসমে মাওসূলটি শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে তার জন্য আবশ্যক হল, তার সিলাহ ফে'ল হওয়া এবং যদি যরফ হয় তবে তার আমিল ফে'ল হওয়া জরুরি (مُؤَوَّل بِالْفِعْل-এর মর্ম এটাই) শারেহ রহ. এর কারণ বর্ণনা করছেন, এ শর্তটি এ জন্য লাগানো হয়েছে, যাতে শর্তের সথে মুবতাদার সাদৃশ্যটা সুদৃঢ় হয়ে যায়। কারণ, শর্ত সর্বদা ফে'ল হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : وَفِىْ حُكْمِ الْاِسْمِ الْمَوْصُوْلِ الخ : এর দ্বারা বলতে চাচ্ছেন, যেভাবে উল্লেখিত ইসমে মাওসূলের খবরে فاء আসে তেমনিভাবে এ হুকুমের মধ্যে সেই ইসমও যার সিফত হয়, উল্লেখিত ইসমে মাওসূলটি। এর উদাহরণ আল্লাহর তা'আলার ইরশাদ : اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ এতে اَلَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ মাওসূল সিলাহ মিলিত হয়ে اَلْمَوْتَ এর সিফত হয়েছে, মাওসূফ সিফত মিলে اِنَّ-এর ইসম হয়েছে যেটি اِنَّ প্রবেশ করার পূর্বে মুবতাদা ছিল। যত আমিল ইসম ও খবর চায়, সেই ইসম ও খবর عَوَامِل প্রবেশ করার পূর্বে মুবতাদা ছিল, এ জন্য এদের সাথে মুবতাদা ও খবরের মত ব্যবহার করা হয়।

قَوْلُهٗ : وَالنَّكِرَةُ الْمَوْصُوْفَةُ بِهِمَا : এটি দ্বিতীয় স্থান যেখানে مُبْتَدَأ مُتَضَمِّنٌ مَعْنٰى شَرْطٍ এর খবরের উপর فاء আসে। এর মর্ম হচ্ছে, যে নাকেরার সিফত جملہ فعلیہ বা جملہ ظرفیہ হয় এবং মাওসূফ সিফত মিলিত হয়ে তাকে মুবতাদা বানানো হয়, তখন তার খবরের মধ্যে فاء আসে। যেমন : كُلُّ رَجُلٍ يَأْتِيْنِىْ فَلَهٗ دِرْهَمٌ এতে رَجُل নাকেরা এবং তার সিফত হয়েছে يَأْتِيْنِىْ জুমলায়ে ফে'লিয়া মাওসূফ-সিফত মিলে مبتداء متضمن معنى شرط এবং فَلَهٗ دِرْهَمٌ তার খবর متضمن معنى جزاء হয়েছে। আর যেমন : كُلُّ رَجُلٍ فِى الدَّارِ এটিও নাকেরার উদাহরণ সেটি মাওসূফ হয়েছে এবং فِى الدَّارِ তার আমিলের সাথে মিলিত হয়ে جملہ ظرفیہ হয়ে তার সিফত হয়েছে, মাওসূফ সিফত মিলে মুবতাদা হয়েছে এবং فَلَهٗ دِرْهَمٌ তার খবর হয়েছে। এ نکرہ موصوفہ-এর হুকুমের মধ্যে ওই ইসমও যেটি এ نکرہ موصوفہ-এর দিকে মুযাফ হয়ে মুবতাদা হয়। এরকম ইসম যখন মুবতাদা হবে, তখন তার খবরের মধ্যেও فاء আসবে। যেমন : كُلُّ غُلَامِ زَيْدٍ يَأْتِيْنِىْ اَوْ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ পূর্বের উদাহরণগুলোতে ممثل منه-এর সাথে مثال এর ফিট যেভাবে করা হয়েছে এ উদাহরণটিতেও সেই পদ্ধতিই চলবে। মুসান্নিফ রহ. এবং শারেহ রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী যে মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে এবং তার খবরের উপর فاء প্রবেশ করে তা আট প্রকার।

(১) মুবতাদা ইসমে মাওসূল হবে, যার সিলাহ হবে جملہ فعلیہ। (২) মুবতাদা ইসমে মাওসূল হবে যার সিলাহ হবে جملہ ظرفیہ। (৩) মুবতাদা এমন ইসম হবে যার সিফত এরকম ইসমে মাওসূল যার সিলাহ جملہ فعلیہ হয়। (৪) মুবতাদা এমন ইসম হবে যার সিফত এরকম ইসমে মাওসূল যার সিলা হয় جملہ ظرفیہ। (৫) মুবতাদা এমন নাকেরা হবে যার সিফত হয় جملہ فعلیہ। (৬) মুবতাদা এমন নাকেরা হবে যার সিফত হয় جملہ ظرفیہ। (৭) মুবতাদা ইসম হবে যেটি এরকম নাকেরার দিকে মুযাফ হয় যার সিফত হয় جملہ فعلیہ। (৮) মুবতাদা এমন ইসম হবে যেটি এরকম নাকেরার দিকে মুযাফ হয় যার সিফত হয় جملہ ظرفیہ।

قَوْلُهٗ : لَيْتَ وَلَعَلَّ مَا نِعَانِ الخ : যে মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে যার কারণে তার খবরের উপর فاء আসে, এরকম মুবতাদার উপর যদি لَيْتَ ও لَعَلَّ প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তার খবরের উপর فاء আসবে না। কারণ, খবরের উপর فاء তো এ জন্য প্রবেশ করে যে, এমন মুবতাদা শর্তের সদৃশ হয়ে থাকে এবং খবর جزاء এর সদৃশ। আর لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর কারণে এ সাদৃশ্যটা শেষ হয়ে যাবে। কেননা شرط ও جزاء খবরসমূহের মধ্য থেকে এবং لَيْتَ ও لَعَلَّ ইনশার মধ্য থেকে।

قَوْلُهٗ : بِالْاِتِّفَاقِ : অর্থাৎ لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর খবরে فاء প্রবেশ করতে বাধাদানকারী হওয়াটা নাহবীদের সর্বসম্মত মত। এ জন্য لَيْتَ اَوْ لَعَلَّ الَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ اَوْ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ বলা যাবে না।

قَوْلُهٗ : فَاِنْ قِيْلَ الخ : এটি একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটির বিবরণ হল, যেভাবে لَيْتَ ও لَعَلَّ সর্বসম্মতভাবে فاء প্রবেশ করতে বাধাদানকারী তেমনিভাবে بَاب كَانَ ও بَاب عَلِمْتُ ও সর্বসম্মতিক্রমে বাধাদানকারী হয়ে থাকে, তা হলে এ দু'টিকে বর্ণনা করলেন না কেন, শুধু لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর কথা বর্ণনা করলেন কেন?

قَوْلُهٗ : قِيْلَ تَخْصِيْصُهُمَا : শারেহ রহ. জবাব দিচ্ছেন, এখানে সমস্ত বাধাদানকারীকে পরিবেষ্টন করা উদ্দেশ্য নয় বরং حروف مشبه بالفعل এর মধ্যে যেগুলো فاء প্রবেশ করতে সর্বসম্মতভাবে বাধাদান করে যেগুলোকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর উপর সন্দেহ হয় যে, حروف مشبه بالفعل এর কি বিশেষত্ব যে, একে খাস করে বর্ণনা করা হল।

قَوْلُهٗ : وَجْهُ ذٰلِكَ التَّخْصِيْصِ : দ্বারা শারেহ রহ. এ সন্দেহের জবাব দিয়েছেন, حروف مشبه بالفعل এর মধ্যে কতটি হরফ বাধাদানকারী এ ব্যাপারে নাহবীদের তীব্র মতবিরোধ রয়েছে, এ জন্য এ মতবিরোধের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে حروف مشبه بالفعل কে খাস করে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ : وَالْحق بَعْضُهُمْ : কেউ কেউ এ بعض এর মেসদাক সীবাওয়াইহকে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি اِنَّ مَكْسُوْرَة কে لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, যেভাবে لَيْتَ ও لَعَلَّ শব্দদ্বয় فاء প্রবেশ করতে বাধাদান করে, তেমনিভাবে اِنَّ مَكْسُوْرَة-ও বাধাদান করে। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, اِنَّ مَكْسُوْرَة বাধাদানকারী নয়। কেননা ان-এর কারণে বাক্য খবর হওয়া থেকে বেরিয়ে ইনশা হয়ে যায় না। এর সপক্ষে প্রমাণবহন করে আল্লাহর এ বাণীটি : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ الخ এতে فَلَنْ يُقْبَلَ ; اِنَّ-এর খবর হয়েছে এবং তাতে فاء প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَاِنْ قِيْلَ قَدْ اَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اَنَّ الْمَفْتُوْحَةَ الخ : এটি একটি প্রশ্ন যে, কতিপয় নাহবী اَنَّ مَفْتُوْحَةَ এবং لٰكِن কেও لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং এ দু'টিকেও خبر এর মধ্যে فاء প্রবেশ করতে বাধাদানকারী সাব্যস্ত করেছেন, যেরূপ لَعَلَّ ও لَيْتَ বাধা দানকারী। তা হলে মুসান্নিফ রহ. اِنَّ بِالْكَسْرِ কে সংযুক্তির সাথে খাস করলেন কেন? এর জবাব হল, اِنَّ بِالْكَسْرِ কে لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর সাথে সংযুক্তকারী হলেন সীবাওয়াইহ। এ জন্য তাঁর মতটির সম্মান করে ان-এর সংযুক্তির কথাটি বর্ণনা করে দিয়েছেন যদিও তাঁর কথাটিও শুদ্ধ নয়। যেরূপ আল্লাহর ইরশাদ এর উপর প্রমাণ বহন করছে। পক্ষান্তরে اِنَّ ও لٰكِن কে لَيْتَ ও لَعَلَّ-এর সাথে সংযুক্তকারীরা সেই স্তরের নয়। কথা তাদেরও ঠিক নয় এবং সীবাওয়াইহ এরও নয়। اَنَّ সীবাওয়াইহ এর কথাটি ভুল হওয়ার বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারা এই মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে, بِالْفَتْحِ এর বাধাদানকারী না হওয়াটাও আল্লাহর বাণী : وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ এর দ্বারা প্রমাণিত। আর لٰكِنَّ বাধাদানকারী না হওয়ার উপর কবির এ উক্তিটি প্রমাণ বহন করে।

وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَاءُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ لَفْظِيَّةٍ اَوْ عَقْلِيَّةٍ **جَوَازًا** اَىْ حَذْفًا جَائِزًا لَا وَاجِبًا وَقَدْ يَجِبُ حَذْفُهُ اِذَا قُطِعَ النَّعْتُ بِالرَّفْعِ نَحْوُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلِ الْحَمْدِ اَىْ هُوَ اَهْلُ الْحَمْدِ وَاِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ لِيُعْلَمَ اَنَّهُ كَانَ فِى الْاَصْلِ صِفَةً فَقُطِعَ لِقَصْدِ الْمَدْحِ اَوِ الذَّمِّ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ فَلَوْظَهَرَ الْمُبْتَدَاءُ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذٰلِكَ وَيَجِبُ حَذْفُهُ اَيْضًا عِنْدَ مَنْ قَالَ فِىْ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ اَنَّ تَقْدِيْرَهُ هُوَ زَيْدٌ **كَقَوْلِ الْمُسْتَهِلِّ** اَىِ الْمُبْتَدَاءُ الْمَحْذُوْفُ جَوَازًا مِثْلُ الْمُبْتَدَاءِ الْمَحْذُوْفِ فِىْ مَقُوْلِ الْمُسْتَهِلِّ الْمُبْصِرِ لِلْهِلَالِ الرَّافِعِ صَوْتَهُ عِنْدَ اِبْصَارِهِ **اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ** اَىْ هٰذَا الْهِلَالُ وَاللّٰهِ بِالْقَرِيْنَةِ الْحَالِيَةِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْخَبَرِ بِتَقْدِيْرِ الْهِلَالِ هٰذَا لِاَنَّ مَقْصُوْدَ الْمُسْتَهِلِّ تَعْيِيْنُ شَيْءٍ بِالْاِشَارَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْهِلَالِيَّةِ لِيَتَوَجَّهَ اِلَيْهِ النَّاظِرُوْنَ وَيَرَوْهُ كَمَا يَرَاهُ وَاِنَّمَا اَتٰى بِالْقَسَمِ جَرْيًا عَلٰى عَادَةِ الْمُسْتَهِلِّيْنَ غَالِبًا وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَصْبُ الْهِلَالِ عِنْدَ الْوَقْفِ **وَ قَدْ يُحْذَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا** اَىْ حَذْفًا جَائِزًا لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ مِنْ غَيْرِ اِقَامَةِ شَيْءٍ مَقَامَهُ **مِثْلُ** الْخَبَرِ الْمَحْذُوْفِ جَوَازًا فِىْ قَوْلِكَ **خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ** فَاِنَّ تَقْدِيْرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اللُّبَابِ خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ اِذَا ظَرْفَ زَمَانٍ لِلْخَبَرِ الْمَحْذُوْفِ مِنْ غَيْرِ سَادٍّ مَسَدَّهُ اَىْ فَفِىْ وَقْتِ خُرُوْجِىْ السَّبُعُ وَاقِفٌ۔

সহজ তরজমা

আর কখনো মুবতাদাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় শব্দগত বা বুদ্ধিগত করীনা প্রতিষ্ঠিত থাকার সময় জায়েয হিসেবে। অর্থাৎ জায়েয বিলোপ হিসেবে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। আবার কখনো মুবতাদা বিলোপ ওয়াজিব হয়ে যায়, যখন সিফতকে رفع দিয়ে মাওসুফ থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلِ الْحَمْدِ (اَهْل এর পেশের সাথে) অর্থাৎ هُوَ اَهْلُ الْحَمْدِ আর মুবতাদার বিলোপ এ জন্য ওয়াজিব যাতে এ কথা জানা হয়ে যায় যে, খবর মূলত ছিল, এরপর مَدْح বা ذم অথবা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে মাওসূফ থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং যদি মুবতাদাকে যাহির করে দেওয়া হয়, তা হলে সেই উদ্দেশ্যটি প্রকাশ হবে না। আর মুবতাদার বিলোপ তাঁর মতেও ওয়াজিব, যিনি نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ সম্পর্কে বলেন, তার স্বরূপ হচ্ছে هُوَ زَيْدٌ (نِعْمَ الرَّجُلُ)। যেমন : مُسْتَهِلّ : নতুন চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির উক্তি : অর্থাৎ জায়েয হিসেবে মুবতাদা বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ, যেমন : তথা নতুন চাঁদ দর্শনকারী এবং চাঁদ দেখার সময় আওয়াজ উঁচুকারীর কথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকে। আর সে কথাটি

হল اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ অর্থাৎ هٰذَا الْهِلَالُ وَاللّٰهِ (আল্লাহর কসম! এটি নতুন চাঁদ) قرينة حالية এর কারণে (জায়েয হিসেবে বিলুপ্ত করা হয়েছে)। আর এটি اَلْهِلَالُ هٰذَا এর তাকদীরের সাথে খবর বিলোপের অধ্যায় থেকে নয়। কেননা চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য হল ইশারার সাথে একটি (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বস্তুকে নির্দিষ্ট করা এবং সেই বস্তুটির উপর হেলাল হওয়ার হুকুম লাগানো। যাতে দর্শকরা এই বস্তুটির প্রতি মনোযোগী হয় এবং যেরূপ এটাকে দেখছে তারাও দেখে নেয়। আর মুসান্নিফ উদাহরণে কসমকে নতুন দর্শনকারী ব্যক্তিদের সাধারণ অভ্যাসের উপর এনেছেন এবং এ জন্য এনেছেন যাতে ওয়াকফের সময় اَلْهِلَال এর নসবের ধারণা না করা হয়। আর কখনো বিলুপ্ত করা হয় **খবরকে জায়েয হিসেবে** তথা জায়েয বিলোপ হিসেবে করীনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় খবরের স্থানে কোনো বস্তুকে স্থলাভিষিক্ত না করে। জায়েয বিলোপের বিলুপ্ত খবরের **উদাহরণ** তোমার উক্তি : **خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ** (আমি বের হলাম, হঠাৎ হিংস্র প্রাণী বিদ্যমান) কেননা বিশুদ্ধমতের ভিত্তিতে যেরূপ صاحب لباب সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন এর স্বরূপ হল– خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ এ হিসেবে যে, اذا শব্দটি যরফে যামান সেই খবরের জন্য যেটি বিলুপ্ত করা হয়েছে তার স্থানে কোনো কিছুকে স্থলাভিষিক্ত না করে। অর্থাৎ فَفِىْ وَقْتِ خُرُوْجِى السَّبُعُ وَاقِفٌ।

৩০৯নং পৃষ্ঠার তাশরীহ

فَاِنَّ اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ + وَلٰكِنْ مَا يُقْضٰى فَسَوْفَ يَكُوْنُ আয়াতটিতে খবর হয়েছে এবং তার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, শেরটিতে فَسَوْفَ يَكُوْن খবর হয়েছে এবং তার উপর فاء দাখিল হয়েছে। শে'রটির তরজমা হল : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের থেকে কোনো শত্রুতার কারণে বিচ্ছেদ গ্রহণ করি নি; বরং কথা হল, আল্লাহর ফায়সালা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তাকদীরে বিচ্ছেদ হওয়া ছিল তাই সেটা হবেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَاءُ : কখনো মুবতাদাকে قرينه لفظيه বা عقليه পাওয়া যাবার কারণে জায়েয হিসেবে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। তার উদাহরণ সামনে আসছে। কখনো কখনো মুবতাদাকে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যাকে শারেহ তাঁর ইবারত وقد يجب حذفه দ্বারা বর্ণনা করছেন। মুবতাদার حذف বা বিলোপ ওই সময় ওয়াজিব হয়, যখন সিফতকে মাওসূফ থেকে পৃথক করে তার উপর رفع (পেশ) দেওয়া হয়। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلِ الْحَمْدِ এতে اَهْلِ الْحَمْدِ শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের সিফত হয়েছে, যার উপর جر (যের) আসার কথা ছিল, কিন্তু মাওসূফ থেকে তাকে পৃথক করে مرفوع বা পেশযুক্ত পড়া হয়েছে। এর স্বরূপ হল : هُوَ اَهْلُ الْحَمْدِ। এমতাবস্থায় মুবতাদার حذف এ জন্য ওয়াজিব যে, যখন মুবতাদা শব্দে উল্লেখিত থাকবে না তখন মাওসূফ ও সিফতের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা শব্দের মধ্যে থাকবে না। তারপরও সিফতের এ'রাব মাওসূফের মোতাবেক হবে না, তখন নিঃসন্দেহে মনের মধ্যে এ কথা আসবে যে, আচ্ছা বিষয়টি কি যে, এ সিফতটি এ'বারতের মধ্যে তার মাওসূফের মোতাবেক হচ্ছে না কেন? অবশ্যই বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। আর সেই বিশেষ কারণটি হল مدح, ذم বা ترحم এর ইচ্ছা করা। যথাক্রমে এদের উদাহরণ হচ্ছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلِ الْحَمْدِ, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ, اِرْحَمْ عَلَى الْعَبْدِ الْمِسْكِيْنِ যদি মুবতাদাকে حذف না করা হয় তা হলে এ উদ্দেশ্যটি হাসিল হবে না। কেননা তার খবরের সাথে মিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য হবে, সিফতের মাওসূফের সাথে এ'রাবের মধ্যে মোতাবেক হওয়ার প্রশ্নই মনে সৃষ্টি হবে না।

قَوْلُهُ : وَقَدْ يَجِبُ حَذْفُهُ اَيْضًا عِنْدَ مَنْ قَالَ فِيْ نِعْمَ الرَّجُلُ الخ : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ তারকীবটি মধ্যে দু'টি মাযহাব রয়েছে। কেউ কেউ مخصوص بالمدح কে যেমন এখানে زَيد হয়েছে উহ্য মুবতাদার খবর মনে করেন এবং তার স্বরূপ বের করেন هُوَ زَيْدٌ। তাদের মতে মুবতাদার حذف-টি ওয়াজিব। কেননা نِعْمَ الرَّجُلُ স্বতন্ত্র বাক্য এবং এটি (زَيد) পৃথক বাক্য। আর বাক্য বা জুমলার জন্য দু'টি অংশ আবশ্যক। একটি মুসনাদ এবং অপরটি মুসনাদ ইলাইহি। আর এখানে শুধু زَيد খবরটি বিদ্যমান আছে। এতে বুঝা গেল, তার মুসনাদ ইলাইহি তথা মুবতাদাটি উহ্য রয়েছে। আর এ حَذْف টি এজন্য ওয়াজিব যাতে نِعْمَ الرَّجُلُ এবং زَيد এর মাঝে যেটি একই শব্দের মতো পার্থক্য লাযিম না আসে, মুবতাদা উল্লেখিত হলে فَصَل বা পার্থক্য অবশ্যই হবে। আর যারা مخصوص بالمدح যেমন এখানে زيد কে মুবতাদায়ে মুআখখার এবং نِعْمَ الرَّجُلُ ফেল-ফায়েলকে খবরে মুকাদ্দাম সাব্যস্ত করেন তাদের মতে কোনো অংশ উহ্য হবে না।

قَوْلُهُ : كَقَوْلِ الْمُسْتَهِلِّ الخ : এর পূর্বে মতন বা মূল ইবারত ছিল : وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَاءُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا এটি তার উদাহরণ। কিন্তু মুসান্নিফের এ ইবারতে প্রশ্ন হয় যে, উদাহরণ তো পেশ করা যাচ্ছে উহ্য মুবতাদার, আর مُسْتَهِل বা নতুন চাঁদদর্শনকারী ব্যক্তির উক্তি : اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ হচ্ছে খবর। এটাকে উহ্য মুবতাদা বলাটা ঠিক নয়। শারেহ রহ. তাঁর ইবারত اَيِ الْمُبْتَدَاءُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا الخ দ্বারা সেই প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হল, বাক্যের স্বরূপ হচ্ছে اَلْمُبْتَدَاءُ الْمَحْذُوْفُ فِيْ مَقُوْلِ الْمُسْتَهِلِّ অর্থাৎ উহ্য মুবতাদা নতুন চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির উক্তি, اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ এর মধ্যে اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ এর পূর্বে هذا উহ্য মুবতাদা রয়েছে যাকে قرينه حاليه এর কারণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, هذا-কে শুরুতে বের করে একে মুবতাদা বানানোর প্রমাণ কি, এর মূল স্বরূপ তো اَلْهِلَالُ هٰذَا-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় اَلْهِلَال মুবতাদা এবং هٰذَا খবর হয়। তাই এটি খবর উহ্য হওয়ার উদাহরণ হল উহ্য মুবতাদার নয়। এর জবাব হচ্ছে, هٰذَا কে যদি খবর বানানো হয়, তা হলে مُسْتَهِل এর উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। مُسْتَهِل বা নতুন চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, প্রথমে একটি বস্তুকে ইশারার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিবে, এরপর তার উপর চাঁদ হওয়ার হুকমু লাগাবে, যাতে চাঁদ দর্শনকারীরা এ দিকে মনোযোগী হয় এবং যে ভাবে مُسْتَهِل ব্যক্তি চাঁদ দেখে নিয়েছে, তারাও দেখে নেয়।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا اَتٰى بِالْقَسَمِ الخ : প্রশ্ন হত, উহ্য মুবতাদার উদাহরণের জন্য তো শুধু اَلْهِلَال ই যথেষ্ট ছিল। কারণ, اَلْهِلَال মুবতাদা এবং هذا উহ্য মুবতাদা হয়েছে, وَاللّٰهِ কে আনার প্রয়োজন কি? শারেহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, চাঁদ দেখানেওয়ালাদের অভ্যাস এটা হয়ে থাকে যে, তাঁরা এ রকম ক্ষেত্রে কসম খেয়ে থাকে। তাদের অভ্যাসের ভিত্তিতে এটাকে আনা হয়েছে, উদাহরণে তার কোনো দখল নেই। এটাও হতে পারে যে, যদি وَاللّٰهِ শব্দটি না আনা হত, তা হলে اَلْهِلَال এর উপর ওয়াকফ হত এবং এটি সাকিন হত, তখন ধারণা হতে পারত যে, কোনো ব্যক্তি এটাকে উহ্য ফে'ল رَاَيْتُ এর মাফউল মনে করে নিত এবং মূল ইবারত তার নিকট رَاَيْتُ الْهِلَالَ হত। رَاَيْتُ কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং اَلْهِلَال ওয়াকফের কারণে সাকিন হয়ে গেছে। والله এনে সেই ধারণাটিকে দূর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَقَدْ يُحْذَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا الخ : جَوَازًا কে جَائِزًا এর অর্থে নেওয়ার এবং তার পূর্বে حَذْفًا বের করার কারণ ইতঃপূর্বে গত হয়ে গেছে, সেখানে দেখে নিতে পারেন। এর আগে মুবতাদা বিলুপ্তির আলোচনা ছিল, এবার খবরের বিলুপ্তির কথা বর্ণনা করছেন। বলছেন, যদি শুধু করীনা বিদ্যমান থাকে এবং খবরের কোনো

وَ قَدْ يُحْذَفُ الْخَبَرُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ **وُجُوْبًا** اَىْ حَذْفًا وَاجِبًا **فِيْمَا الْتَزَمَ** اَىْ فِىْ تَرْكِيْبٍ اِلْتَزَمَ **فِىْ مَوْضِعِهِ** اَىْ مَوْضِعِ الْخَبَرِ **غَيْرُهُ** اَىْ غَيْرُ الْخَبَرِ وَذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعَةِ اَبْوَابٍ عَلٰى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ اَوَّلُهَا الْمُبْتَدَاءُ الَّذِىْ بَعْدَ لَوْلَا **مِثْلُ لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا** اَىْ لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُوْدٌ لِاَنَّ لَوْلَا لِامْتِنَاعِ الشَّئِ لِوُجُوْدِ غَيْرِهٖ فَيَدُلُّ عَلَى الْوُجُوْدِ وَقَدِ الْتَزَمَ فِىْ مَوْضِعِ الْخَبَرِ جَوَابُ لَوْلَا فَيَجِبُ حَذْفُهُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ وَالْتِزَامُ قَائِمٍ مَقَامَهُ هٰذَا اِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًّا وَاَمَّا اِذَا كَانَ خَاصًّا فَلَا يَجِبُ حَذْفُهُ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ شِعْرٌ

وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِىْ + لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَبِيْدٍ

هٰذَا عَلٰى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّيْنَ وَقَالَ الْكَسَائِىُّ اَلْاِسْمُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا فَاعِلٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ لَوْلَا وُجِدَ زَيْدٌ وَقَالَ الْفَرَّاءُ لَوْلَا هِىَ الرَّافِعَةُ لِلْاِسْمِ الَّذِىْ بَعْدَهَا وَثَانِيْهَا كُلُّ مُبْتَدَاءٍ كَانَ مَصْدَرًا صُوْرَةً اَوْ بِتَاوِيْلِهٖ مَنْسُوْبًا اِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ وَكِلَيْهِمَا وَبَعْدَهٗ حَالٌ اَوْ كَانَ اِسْمُ تَفْضِيْلٍ مُضَافًا اِلٰى ذٰلِكَ الْمَصْدَرِ وَذٰلِكَ مِثْلُ ذَهَابِىْ رَاجِلًا وَضَرْبُ زَيْدٍ قَائِمًا اِذَا كَانَ زَيْدٌ مَفْعُوْلًا بِهٖ وَ **مِثْلُ ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمًا** اَوْ قَائِمِيْنَ وَاَنْ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا وَاَكْثَرُ شِرْبِى السَّوِيْقَ مَلْتُوْتًا وَاَخْطَبُ مَا يَكُوْنُ الْاَمِيْرُ قَائِمًا فَذَهَبَ الْبَصْرِيُّوْنَ اِلٰى اَنَّ تَقْدِيْرَهٗ ضَرْبِىْ زَيْدًا حَاصِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا فَحُذِفَ حَاصِلٌ كَمَا تُحْذَفُ مُتَعَلِّقَاتُ الظُّرُوْفِ نَحْوُ زَيْدٌ عِنْدَكَ فَبَقِىَ اِذَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ حُذِفَ اِذَا مَعَ شَرْطِهِ الْعَامِلِ فِى الْحَالِ وَاُقِيْمَ الْحَالُ مَقَامَ الظَّرْفِ لِاَنَّ فِى الْحَالِ مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ فَالْحَالُ قَائِمٌ مَقَامَ الظَّرْفِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْخَبَرِ فَيَكُوْنُ الْحَالُ قَائِمًا مَقَامَ الْخَبَرِ ـ

সহজ তরজমা

আর কখনো খবরকে করীনা প্রতিষ্ঠিত থাকার সময় বিলুপ্ত করা হয় ওয়াজিব হিসেবে অর্থাৎ ওয়াজিব বিলুপ্তির সাথে যে স্থানে আবশ্যক করে নেওয়া হবে, তথা যে তারকীবে আবশ্যক করে নেওয়া হবে তার জায়গায় তথা খবরের জায়গায় অন্যকে তথা খবর ভিন্ন কোনো কিছুকে। আর এটি (ওয়াজিব হিসেবে খবরকে বিলুপ্ত করা ওই তারকীবে যেখানে খবরের স্থানে গায়রে খবরকে আবশ্যক করে নেওয়া হয়) চারটি অধ্যায়ে হয়ে থাকে মুসান্নিফের

বর্ণনা অনুযায়ী। এগুলোর মধ্যে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে ওই মুবতাদা যেটি لَوْلَا-এর পর অবস্থিত হয়। যেমন : لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا (যদি যায়েদ না হত, তা হলে এরূপ হত) অর্থাৎ لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُوْد। কেননা لَوْلَا এসে থাকে কোনো বস্তুর (দ্বিতীয় বস্তুর, আর তা হচ্ছে জবাবে لَوْلَا) না হওয়া বুঝানোর জন্য তার ভিন্ন বস্তুর (প্রথম বস্তুর, আর তা হচ্ছে মুবতাদা যেটি لَوْلَا-এর পর অবস্থিত হয়) বিদ্যমান হওয়ার কারণে। সুতরাং (لَوْلَا শব্দটি وضع বা গঠনের প্রেক্ষিতে) বিদ্যমান হওয়াটা বুঝিয়ে থাকে, অথচ جَوَاب لَوْلَا কে খবরের স্থানে আবশ্যক করে নেওয়া হয়েছে, তাই করীনা প্রতিষ্ঠিত এবং স্থলাভিষিক্ত থাকার সময় খবরকে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব হয়। এটি (খবরের حذف করাটা ওয়াজিব হওয়া) ওই সময় হবে যখন খবরটি (حُصُوْل، وُجُوْد ইত্যাদি اَفْعَال عَامَّه এর মধ্য থেকে) আম বা সাধারণ হবে। আর যখন খবরটি খাস হবে তখন খবরকে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব নয়। যেমন : উক্তিতে রয়েছে। কবিতা : لَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِىْ + لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَبِيْدٍ

(যদি কবিতা আবৃত্তি আলেমদেরকে ক্রটিযুক্ত না করত, তা হলে আমি আজ লবীদ কবি থেকেও উচ্চতর কবি হতাম।)

আর এটি (لَوْلَا-এর পর মুবতাদার খবর বিলুপ্ত হওয়া) বসরীদের মাযহাবের ভিত্তিতে। আর কাসাঈ বলেছেন : لَوْلَا-এর পর অবস্থিত ইসমটি উহ্য ফে'লের ফায়েল। অর্থাৎ لَوْلَا وُجِدَ زَيْدٌ। আর ফাররা বলেচেন : لَوْلَا ওই ইসমের জন্য رفع দানকারী যেটি তারপর অবস্থিত রয়েছে। আর অধ্যায় চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় হল প্রত্যেক ওই মুবতাদা যেটি সুরতের হিসেবে অথবা তা'বীল দ্বারা মাসদার হয় যেটি ফায়েল বা মাফউল কিংবা উভয়টির দিকে সম্পৃক্ত হয় এবং তার পরে হাল হয় অথবা ইসমে তাফযীল হয়, যেটি এ মাসদারের দিকে মুযাফ হয়। আর তা যেমন : ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمًا او : ضَرْبُ زَيْدٌ قَائِمًا ও ذَهَابِىْ رَاجِلًا যখন زَيْد মাফউল বিহি হবে। আর যেমন : قَائِمَيْنِ (এটি ওই মাসদারের উদাহরণ যেটি ফায়েলের দিকে সম্পৃক্ত হয়, আর قَائِمًا ফায়েল থেকে বা মাফউল বিহি থেকে হাল হয়েছে এবং قَائِمَيْنِ উভয়টি থেকে হাল হয়েছে) আর اَنْ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا (এটি তা'বীলী মাসদারের উদাহরণ) اَكْثَرُ شُرْبِى السَّوِيْقَ مَلْتُوْتًا (এটি এমন ইসমে তাফযীলের উদাহরণ যেটি মাসদারের দিকে মুযাফ হয়েছে) اَخْطَبُ مَا يَكُوْنُ الْاَمِيْرُ قَائِمًا (এটি ওই ইসমে তাফযীলের উদাহরণ যেটি তা'বীলী মাসদারের দিকে মুযাফ হয়েছে)। সুতরাং বসরী নাহবীগণ এ মতের দিকে গিয়েছেন যে, এর স্বরূপ হচ্ছে ضَرْبِىْ زَيْدًا حَاصِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا প্রথমে حاصل কে বিলুপ্ত করা হয়েছে, যেরূপ ظروف এর متعلقات কে বিলুপ্ত করা হয়ে থাকে। যেমন زَيْدٌ عِنْدَكَ এবং اِذَا كَانَ قَائِمًا বাকি থেকে রয়ে গেল। এরপর اذا কে তার শর্তসহ যেটি হালের মধ্যে আমিল বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং যরফের স্থানে হালকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কেননা হালের মধ্যে যরফ হওয়ার অর্থ রয়েছে। সুতরাং হাল ওই যরফের স্থলাভিষিক্ত হল, যেটি খবরের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং হাল খবরের স্থলভিষিক্ত হবে।

পূর্বের পৃষ্ঠার তাশরীহ

স্থলাভিষিক্ত না হয়, তা হলে খবর কে জায়েয হিসেবে حذف করে দেওয়া হবে। যেমন : خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ এতে খবর خَرَجْتُ উহ্য রয়েছে। ইবারতের স্বরূপ হল : فَفِىْ وَقْتِ خُرُوْجِى السَّبُعَ وَاقِفٌ এমতাবস্থায় اذا-টি مُفَاجَات সামানার জন্য হবে। যেরূপ صاحب لباب বলেছেন। আর مفاجات-اذا টি যদি মাকানী হয় তা হলে বাক্যের স্বরূপ হবে : خَرَجْتُ فَفِىْ مَكَانِى السَّبُعُ (আমি বের হলাম, সুতরাং হঠাৎ আমার স্থানে হিংস্র প্রাণী) এমতাবস্থায় খবর উহ্য হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَدْ يُحْذَفُ وُجُوْبًا الخ : কখনো খবরের حذف ওয়াজিব হয়ে থাকে, যখন করীনার সাথে খবরের স্থলাভিষিক্তও বিদ্যমান থাকে। মুসান্নিফের বর্ণনা মোতাবেক এর চারটি অধ্যায় রয়েছে। ১. مِثْلُ لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا অর্থাৎ যেখানে لَوْلَا-এর পর মুবতাদা হয় এবং لَوْلَا-এর খবর افعال عامه (حُصُوْل، وُجُوْد،) ثُبُوْت، كَوْن-এর মধ্য থেকে হয়, তা হলে সেখানে খবরকে خذف বা বিলুপ্ত করে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, এখানে করীনাও রয়েছে এবং স্থলাভিষিক্তও রয়েছে। করীনা তো হচ্ছে খোদ لَوْلَا-ই। কেননা لَوْلَا-এর وضع বা গঠন হয়েছে এ জন্য যে, এটি প্রথমটির বিদ্যমান হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টির না হওয়া বুঝাবে। যেহেতু لَوْلَا ; وُجُوْد বা বিদ্যমান হওয়া বুঝায় তাই এ করীনার কারণে مَوْجُوْد খবরকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং لَوْلَا-এর জবাব তথা لَكَانَ كَذَا তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, এ কারণে এ حَذْف টি ওয়াজিব হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : هٰذَا اِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًّا الخ : অর্থাৎ খবরের حذف ওই সময় ওয়াজিব হবে যখন সেটি افعال عامه থেকে হবে। যেগুলোকে জনৈক কবি তার কবিতায় একত্রিত করে দিয়েছেন।

اَفْعَال عَامَّه نزد اَرْبَاب عُقُوْل + كَوْن است وثُبُوْت است ووُجُوْد است وحُصُوْل

যদি খবর افعال عامه-এর মধ্য থেকে না হয় বরং افعال خاصة-এর মধ্য থেকে হয় তা হলে حذف ওয়াজিব হবে না। যেমন : ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এ উক্তিটিতে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন :

وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِىْ + لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَبِيْدٍ

এতে الشعر মুবতাদা এবং يَزْرِىْ তার খবরটি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এটি افعال عامة এর মধ্য থেকে নয়। এর পূর্বের শে'রটি হল : لَوْلَا خَشْيَةُ الرَّحْمٰنِ عِنْدِىْ + جَعَلْتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَبِيْدِىْ

উভয় শে'রের তরজমা হল : যদি আল্লাহ্ দয়াময়ের ভয় আমার না থাকত, তা হলে সমস্ত মানুষকে গোলাম বানিয়ে নিতাম। আর কবিতা চর্চা বা আবৃত্তি যদি উলামাদেরকে ত্রুটিযুক্ত না করত, তা হলে আমি আজ লবীদ কবি থেকে উচ্চতর কবি হতাম। হযরত লবীদ রাযি. হুজুরে পাক সা.-এর সাহাবী, তিনি খুবই ফসীহ ও বলীগ কবি ছিলেন।

قَوْلُهُ : هٰذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّيْنَ : অর্থাৎ لَوْلَا-এর মুবতাদা হওয়া এবং তার খবর وَاجِبُ الْحَذْفِ হওয়া এটা বসরী নাহবীগণের মত। কাসাঈ বলেন : لَوْلَا-এর পর যে ইসমটি হয় সেটি মুবতাদা হয় না; বরং ফায়েল হয়ে থাকে। তার স্বরূপ হল لَوْلَا وُجِدَ زَيْدٌ। কারবার মাযহাব হল, لَوْلَا শব্দটি اَسْمَاء اَفْعَال এর মধ্য থেকে। সুতরাং এটি স্বয়ং এ ইসমটির জন্য رفع দানকারী হবে। তাঁর মতে لَوْلَا শব্দটি وُجِدَ -এর অর্থে হবে।

ثَانِيْهَا كُلُّ مُبْتَدَاءٍ كَانَ مَصْدَرًا الخ : এটি দ্বিতীয়স্থান যেখানে মুবতাদা খবরকে বিলুপ্ত করে দেওয়া ওয়াজিব। এর তফসিল হল, যে মুবতাদাটি মাসদার হয়, চাই حقيقة মাসদার হোক অথবা তা'বীলের পর মাসদার হোক এবং এ মাসদারটির নিসবত ফায়েল, মাফউল কিংবা উভয়টির দিকে হোক, এরপর কোনো ইসম হয় যেটি ফায়েল, মাফউল কিংবা উভয়টি থেকে হাল অবস্থিত হয় অথবা মুবতাদা ইসমে তাফযীল হয় যার ইযাফত হয় উল্লেখিত মাসদারের দিকে, তা হলে এ দু'বস্থায় খবরকে حذف করা ওয়াজিব হবে। মুসান্নিফ রহ. যে কায়দা বর্ণনা করেছেন, শারেহ রহ.-এর বর্ণিত সম্ভাবনা মোতাবেক এর বারটি সুরত নির্গত হয়। তবে প্রত্যেকের মস্তিষ্ক সে দিকে যায় না এবং শারেহ ও এর এরকম তাফসিল করেন নি। এবার এ সব সম্ভাবনার তাফসিলের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ গুলোর মধ্যে যে খবর এবং عامل حال উহ্য রয়েছে, তাকেও বর্ণনা করা হয়েছে এবং উদাহরণের তরজমা করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভালোরকমভাবে বুঝে নিতে পারে।

১. মুবতাদা মাসদারে হাকীকী ফায়েলের দিকে সম্পৃক্ত হবে এবং ফায়েল থেকে হাল অবস্থিত হবে। যেমন : ذَهَابِىْ رَاجِلًا আমিলসহ খবরের স্বরূপ হল : حَاصِلٌ اِذَا كُنْتُ رَاجِلًا (আমার যাওয়া হাসিল হয়েছে যখন আমি পদব্রজে চলার অবস্থায় ছিলাম। অর্থাৎ পদব্রজে যাচ্ছি।)

২. মুবতাদা হাকীকী মাফউলের দিকে মানসূব বা সম্পৃক্ত হবে এবং মাফউল থেকে হাল অবস্থিত হবে। যেমন : ضَرْبُ زَيْدٍ قَائِمًا আমিলসহ খবর উহ্য রয়েছে حَاصِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا এতে ضَرْب-টি মাসদার, যেটি زَيْد মাফউলের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং قَائِمًا মাফউল থেকে হাল অবস্থিত হয়েছে। তরজমা : যায়েদকে প্রহার করাটা তার দণ্ডায়মান হওয়াবস্থায় হাসিল হয়েছে।

৩. মাসদারে হাকীকী ফায়েল এবং মাফউল উভয়টির দিক সম্পৃক্ত হবে এবং উভয়টি থেকে হাল অবস্থিত হবে। যেমন : ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمَيْنِ হালের আমিলসহ খবরের উহ্য হওয়ার সাথে স্বরূপ হল حَاصِلٌ اِذَا كُنَّا قَائِمَيْنِ। এতে ضَرْب-টি হল মাসদার, يا-টি ফায়েলের যমীর এবং زَيْدًا মাফউল বিহি, মাসদারটি এ দু'টির দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং قَائِمَيْنِ উভয়টি থেকে হাল অবস্থিত হয়েছে। যদি শুধু ফায়েল অথবা মাফউল থেকে হাল হয় তা হলে قَائِمًا বলা যাবে।

তরজমা : আমার যায়েদকে প্রহার করাটা আমরা উভয়ের দাঁড়ানো অবস্থায় হাসিল হয়েছে। এ তিনটি সুরত ওই মুবতাদার যেটি হাকীকী মাসদার। আর এ তিনটি সুরতই এরকম মুবতাদার বের হবে যেটি তা'বীলী মাসদার।

১. مَصْدَر تَاوِيْلِى مَنْسُوْب اِلَى الْفَاعِل হবে এবং ফায়েল থেকে হাল অবস্থিত হবে। যেমন : اَنْ ضَرَبْتُ قَائِمًا এতে ضَرَبْتُ মুতাকাল্লিমের সীগাহ যেটি اَنْ এর কারণে মাসদার হয়ে ضَرْبِىْ এর হুকুমে হয়ে গেছে, قَائِمًا মুতাকাল্লিমের যমীর থেকে হাল হয়েছে।

২. مَصْدَر تَاوِيْلِى مَنْسُوْب اِلَى الْمَفْعُوْل হবে এবং মাফউল থেকে হাল অবস্থিত হবে। যেমন : اَنْ ضُرِبَ زَيْدٌ قَائِمًا এতে ফে'লটি মাযী মাজহুল, ان এর কারণে মাসদার হয়ে গেছে এবং নায়েবে ফায়েলের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে আর নায়েবে ফায়েল মাফউলের স্তরে হয়ে থাকে।

৩. মাসদারে তা'বীলী ফায়েল ও মাফউল উভয়টির দিকে সম্পৃক্ত হবে। যেমন : اَنْ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمَيْنِ এতে ضَرَبْتُ শব্দটি اَنْ-এর কারণে মাসদারে তা'বীলী হয়েছে এবং ফায়েল ও মাফউল উভয়টির দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং قَائِمَيْنِ এ দু'টি থেকে হাল অবস্থিত হয়েছে। এ উদাহরণটিতেই যদি শুধু ফায়েল অথবা শুধু মাফউল থেকে হাল সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে قَائِمًا বলা যাবে। যেরূপ মাসদারে হাকীকীর সুরতে একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ সম্ভাব্য সুরত গুলোতেও হালের আমিলসহ খবর উহ্য হয়েছে। আর তরজমা উল্লেখিত সুরত তিনটির মতোই। এখানে ছয়টি সুরত হল। এ সুরত ছয়টি তখনও হবে যখন ইসমে তাফযীল মুবতাদা হবে এবং এ দু'রকম মাসদারের দিকে সম্পৃক্ত হবে। প্রত্যেকটির উদাহরণ বর্ণনা করা যাচ্ছে। হালের আমিলসহ খবর উহ্য এমনিভাবে হবে, যেভাবে উল্লেখিত ছয়টি উদাহরণে গত হয়ে গেছে। তরজমাও সহজ, এ জন্য শুধু উদাহরণের উপর যথেষ্ট করা যাচ্ছে। ধারাবাহিক প্রত্যেকটির উদাহরণ লক্ষ করুন।

১. ইসমে তাফযীল হাকীকী মাসদারের দিকে মুযাফ হবে এবং সেই মাসদারটি ফায়েলের দিকে সম্পৃক্ত হবে। যেমন– اَكْثَر شُرْبِىْ قَائِمًا

২. مَنْسُوْب اِلَى الْمَفْعُوْلِ হবে। যেমন : اَكْثَر ضَرْبِى قَائِمًا ৩. উভয়টার দিকে নিসবত হবে। যেমন : اَكْثَر شُرْبِى السَّوِيْقَ مَلْتُوْتًا আমার ছাতুপান করা অধিকাংশ এ অবস্থার মধ্যে হয়ে থাকে যখন তাকে ভিজিয়ে দেওয়া হয়।

৪. ইসমে তাফযীল তা'বীলী মাসদারের দিকে মুযাফ হবে, আর তা'বীলী মাসদারটি منسوب الى الفاعل অথবা منسوب الى المفعول কিংবা উভয়টির দিকে منسوب হবে। যেমন : اَخْطَب مَا يَكُوْنُ الْاَمِيْرُ قَائِمًا

৫. তা'বীলী মাসদার منسوب الى المفعول হবে। যেমন : اَكْثَر اَنْ ضُرِبَ زَيْدٌ قَائِمًا

৬. তা'বীলী মাসদার ফায়েল ও মাফউল উভয়টির দিকে নিসবত হবে। যেমন : اكثر ان ضربت زيدا قائما । এ সব উদাহরণে ما এবং ان-টি মাসদারী যে ফে'লকে মাসদারের অর্থে করে দেয়।

তাশরীহ : ذَهَابِى رَاجِلًا আসলে ذَهَابِى حَاصِلٌ اِذَا كُنْتُ رَاجِلًا ছিল। ذَهَابِى মুবতাদা, حَاصِل খবর, তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, এরপর اِذَا كُنْتُ কে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে, এরপর এ যরফটিকে তার আমিলসহ বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে এবং قائما হালকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কেননা حَال এবং ظرف এর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে; حال এর মধ্যে ظرف এর অর্থ পাওয়া যায়। সারকথা হচ্ছে, حَال স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ظرف এর, আর ظرف স্থলাভিষিক্ত হয়েছে خبر এর, সুতরাং حال যরফের মাধ্যমে খবরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। আর যেহেতু খবরের স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান রয়েছে, তাই এটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে বাকি সমস্ত উদাহরণকেও বুঝে নেওয়া উচিত।

قَالَ الرَّضِيُّ هٰذَا مَا قِيلَ فِيهِ فِيهِ تَكَلُّفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَالَّذِى يَظْهَرُ لِى اَنَّ تَقْدِيرَهُ نَحْوُ ضَرْبِى زَيْدًا يُلَابِسُهُ قَائِمًا اِذَا اَرَدْتَ الْحَالَ عَنِ الْمَفْعُوْلِ وَضَرْبِى زَيْدًا يُلَابِسُنِى قَائِمًا اِذَا كَانَتْ عَنِ الْفَاعِلِ اَوْلٰى ثُمَّ نَقُوْلُ حُذِفَ الْمَفْعُوْلُ الَّذِى هُوَ ذُوالْحَالِ فَبَقِىَ ضَرْبِى زَيْدًا يُلَابِسُ قَائِمًا وَيَجُوْزُ حَذْفُ ذِى الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الْقَرِيْنَةِ كَمَا تَقُوْلُ اَلَّذِى ضَرَبْتُ قَائِمًا زَيْدٌ اَىْ ضَرَبْتُهُ ثُمَّ حُذِفَ يُلَابِسُ الَّذِى هُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَاءِ وَالْعَامِلُ فِى الْحَالِ وَقَالَ الْحَالُ مَقَامَهُ كَمَا تَقُوْلُ رَاشِدًا مَهْدِيًّا اَىْ سِرْ رَاشِدًا مَهْدِيًّا فَعَلٰى هٰذَا يَكُوْنُوْنَ مُسْتَرِيْحِيْنَ مِنْ تِلْكَ التَّكَلُّفَاتِ الْبَعِيْدَةِ وَقَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ تَقْدِيْرُهُ ضَرْبِى زَيْدًا قَائِمًا حَاصِلٌ بِجَعْلِ قَائِمًا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْمُبْتَدَاءِ وَيَلْزَمُهُمْ حَذْفُ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ سَدِّ شَيْءٍ مَسَدَّهُ وَتَقْيِيْدُ الْمُبْتَدَاءِ الْمَقْصُوْدِ عُمُوْمَهُ بِدَلِيْلِ الْاِسْتِعْمَالِ وَذَهَبَ الْاَخْفَشُ اِلٰى اَنَّ الْخَبَرَ الَّذِى سَدَّتِ الْحَالُ مَحَلَّهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ اِلٰى صَاحِبِ الْحَالِ اَىْ ضَرْبِى زَيْدًا ضَرْبُهُ قَائِمًا وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ هٰذَا الْمُبْتَدَاءَ لَاخَبَرَ لَهُ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ اِذِ الْمَعْنٰى مَا اَضْرِبُ زَيْدًا اِلَّا قَائِمًا وَثَالِثُهَا كُلُّ مُبْتَدَاءٍ اِشْتَمَلَ خَبَرُهُ عَلٰى مَعْنَى الْمُقَارَنَةِ وَعُطِفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالْوَاوِ الَّتِى بِمَعْنٰى مَعَ وَذٰلِكَ مِثْلُ **كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ** اَىْ كُلُّ رَجُلٍ مَقْرُوْنٍ مَعَ ضَيْعَتِهِ فَهٰذَا الْخَبَرُ وَاجِبٌ حَذْفُهُ لِاَنَّ الْوَاوَ يَدُلُّ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِى هُوَ مَقْرُوْنٌ وَاُقِيْمَ الْمَعْطُوْفُ فِى مَوْضَعِهِ وَرَابِعُهَا كُلُّ مُبْتَدَاءٍ يَكُوْنُ مُقْسَمًا بِهِ وَخَبَرُهُ اَلْقِسْمُ وَذٰلِكَ مِثْلُ **لَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا** اَىْ لَعَمْرُكَ وَبَقَاؤُكَ قَسَمِى اَىْ مَا اُقْسِمُ بِهِ فَلَا شَكَّ اَنَّ لَعَمْرُكَ يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْمَحْذُوْفِ وَجَوَابُ الْقَسْمِ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَيَجِبُ حَذْفُهُ وَالْعَمْرُ وَالْعُمْرُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَعَ اللَّامِ اِلَّا الْمَفْتُوْحُ لِاَنَّ الْقَسْمَ مَوْضَعُ التَّخْفِيْفِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ **خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا** اَىْ مِنَ المرفوعات ـ

সহজ তরজমা

আর শায়খ রযী বলেছেন, এটি (বসরীদের উহ্যের স্বরূপ তথা زَيْدٌ حَاصِلٌ إِذَا كَانَ قَائِمًا) সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তার মধ্যে অনেক তাকাল্লুফাত রয়েছে। আর আমার কাছে যা স্পষ্ট হচ্ছে, তা হল, এর স্বরূপ ضَرْبِىْ زَيْدًا يُلَابِسُنِىْ قَائِمًا যখন তুমি মাফউল থেকে হাল বানাতে ইচ্ছা করবে এবং ضَرْبِىْ زَيْدًا يُلَابِسُهٗ قَائِمًا যখন ফায়েল থেকে হাল হবে এ স্বরূপটাই উত্তম। এরপর আমরা বলব, ওই মাফউলকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে যেটি ذوالحال ফলে বাকি রইল ضَرْبِىْ زَيْدًا يُلَابِسُ قَائِمًا আর করীনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে ذُوالْحَالِ কে বিলুপ্ত করে দেওয়া জায়েয রয়েছে। যেরূপ তুমি বলে থাক اَلَّذِىْ ضَرَبْتُ قَائِمًا زَيْدٌ অর্থাৎ ضَرَبْتُهٗ এরপর বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে يُلَابِسُ কে যেটি মুবতাদার খবর এবং হালের মধ্যে আমিল এবং হাল يُلَابِسُ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। যেরূপ তুমি বল : رَاشِدًا مَهْدِيًّا (অর্থাৎ سِرْ رَاشِدًا مَهْدِيًّا) সুতরাং এ তাকদীরের ভিত্তিতে বসরীগণ এসব দূরবর্তী তাকাল্লুফাত থেকে স্বস্তিলাভ করতে পারবেন। আর কূফীগণ বলেন : এর তাকদীর বা স্বরূপ হল ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمًا حَاصِلٌ ; قَائِمًا কে মুবতাদার متعلقات এর মধ্য থেকে করে। আর কূফীগণের লাযিম আসে স্থলাভিষিক্ত না করে খবরকে ওয়াজিব হিসেবে বিলুপ্ত করা এবং ব্যবহারের দলীল দ্বারা যে মুবতাদার ব্যাপকতা উদ্দেশ্য তাকে কয়েদযুক্ত করা লাযিম আসে। (আর এ দু'টি বিষয়ই ঠিক নয়) আর ইমাম আখফাশ এ মত পোষণ করেছেন যে, ওই খবর যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে হাল, তা হচ্ছে ওই মাসদার যেটি ذو الحال এর দিকে মুযাফ হয়েছে। অর্থাৎ ضَرْبِىْ زَيْدًا ضَرْبُهٗ قَائِمًا আর কতিপয় নাহবী এ মত পোষণ করেছেন যে, এ মুবতাদার কোনো খবর নেই। কেননা এটি ফে'লের অর্থে হয়েছে। কারণ, এটির অর্থ হল– مَا اَضْرِبُ زَيْدًا اِلَّا قَائِمًا। আর তৃতীয় অধ্যায় হল প্রত্যেক ওই মুবতাদা যার খবর মিলিত হওয়ার অর্থকে শামিল রাখে এবং সেই মুবতাদার উপর ওই واو দ্বারা আতফ করা যাবে, যেটি مع-এর অর্থ দান করে। আর তা হচ্ছে <u>যেমন–**كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهٗ**</u> অর্থাৎ كُلُّ رَجُلٍ مَقْرُوْنٌ مَعَ ضَيْعَتِهٖ (প্রত্যেক লোক তার পেশার সাথে মিলিত ও জড়িত থাকে।) সুতরাং এ খবরটির حذف ওয়াজিব। কেননা واو খবর তথা مقرون এর উপর দালালত করে এবং মাতূফ (وضيعته) কে খবরের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে চতুর্থ অধ্যায় হল প্রত্যেক ওই মুবতাদা, যেটি مقسم به হয় (অর্থাৎ এমন শব্দ হয় যেটি কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং তার খবর হয় قسم (শব্দ)। আর তা হচ্ছে যেমন : **لَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا** অর্থাৎ لَعَمْرُكَ وَبَقَائُكَ قَسَمِىْ তথা ما اقسم به সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, لعمرك উহ্য قسم-এর উপর দালালত করে। (কারণ, مقسم به ; قسم ব্যতীত হয় না) আর জবাবে কসম (তথা لَاَفْعَلَنَّ كَذَا) খবরের স্থলাভিষিক্ত। তাই খবরকে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। আর عمر ও عمر একই অর্থ রাখে, তবে লামে কসমের সাথে শুধু আইন বর্ণের যবরের সাথেই ব্যবহার হয়। কেননা কসম তার বহু ব্যবহারের কারণে সহজীকরণের স্থানে অবস্থিত হয়েছে। <u>**إِنَّ** এবং তার **اَخَوَات** এর খবর</u> مرفوعات এর মধ্য থেকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : قَالَ الرَّضِىُّ هٰذَا مَا قِيْلَ الخ : এর পূর্বের উল্লেখিত উদাহরণগুলোতে যে تقدير عبارت বা বাক্যের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তা বসরীদের মাযহাবের ভিত্তিতে ছিল। শায়খ রযী বলেন : এ গুলোতে অনেক تكلفات রয়েছে, যা নিতান্তই স্পষ্ট। একটি তাকাল্লুফ তো হচ্ছে, এ গুলোতে যরফকে পূর্ণ জুমলার সাথে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ স্থানটি ছাড়া অন্য কোথাও এরকম হয় নি। দ্বিতীয় কথা হল, এ সব উদাহরণে كان ناقصة কে تامة সাব্যস্ত করা হয়েছে, অথচ ناقصه হচ্ছে আসল। তেমনিভাবে حال কে ظرف এর স্থলাভিষিক্ত করার নজীর অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এ জন্য শায়খ রযী তাঁর মত প্রকাশ করছেন যে. حال এর আমিল يُلَابِسُنِىْ অথবা يُلَابِسُهٗ বের করা যাবে। এমতাবস্থায় উল্লেখিত খারাবী তিনটির মধ্য থেকে কোনো খারাবী লাযিম

আসে না। উদাহরণত : ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمًا এর স্বরূপ এরকম হবে ضَرْبِىْ زَيْدًا يُلَابِسُنِىْ قَائِمًا যদি ضرب এর মুযাফ ইলাইহি يا ء متكلم ফায়েল থেকে হাল সাব্যস্ত করা হয় আর যদি زَيْدًا মাফউল থেকে হাল সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে يُلَابِسُهٗ বের করা যাবে। এতে প্রথমে তা মাফউলের যমীর যেটি يُلَابِسُ ফে'লের সাথে রয়েছে, তাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর করীনা হচ্ছে يا ء متكلم এবং "ہٗ" গায়েবের যমীর। কেননা এ যমীরটি ذوالحال আর ذوالحال করীনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় حذف করা জায়েয আছে। এরপর ফে'ল যেটি حال এর মধ্যে আমিল তাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং حال কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এটা সাধারণত হয়ে থাকে যে, তাঁরা حال কে তার আমিলের স্থলাভিষিক্ত করে থাকেন। যেমন : رَاشِدًا مَهْدِيًّا এর মধ্যে رَاشِدًا হালটির আমিল। যেমন : سِرْ কে বিলুপ্ত করে رَاشِدًا কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَقَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ الخ : কূফীগণের মতের সারকথা হল, খবরকে حال এর পর উহ্য মানা যাবে এবং حال কে মুবতাদার متعلقات এর মধ্য থেকে সাব্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ মুবতাদা থেকে তাকে হাল বানানো যাবে। বাক্যের স্বরূপ হবে ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمًا حَاصِلٌ। তবে কূফীদের উপর প্রশ্ন হয় যে, আপনাদের ব্যাখ্যানুযায়ী এক খারাবী তো এটা লাযিম আসে যে, মুবতাদা যার মধ্যে ব্যাপকতা উদ্দেশ্য তাকে কয়েদযুক্ত করে দেওয়া হয়। কেননা কায়দা হল ইসমে জিনস যদি মা'রেফা হয় এবং তার মধ্যে তাখসীসের কোনো করীনা না হয়, তা হলে তার মধ্যে ব্যাপকতা উদ্দেশ্য হয়। এখানে ضرب মাসদার যেটি يا متكلم মা'রেফার দিকে মুযাফ হওয়ার কারণে মা'রিফা হয়েছে। তার মধ্যে কায়দার আলোকে ব্যাপকতা হওয়ার কথা ছিল এবং কোনো অবস্থার সাথে مقيد না করা উচিত ছিল। অথচ এখানে قيام তথা দাঁড়ানোর সাথে কয়েদযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খারাবীটা হচ্ছে, খবরকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তার কোনো স্থলাভিষিক্ত নেই।

قَوْلُهٗ : وَذَهَبَ الْاَخْفَشُ : ইমাম আখফাশ এ বিষয়ে তো বসরীদের সাথে আছেন যে, خبر টি মুবতাদার متعلقات এর মধ্য থেকে নয় বরং খবরের متعلقات এর মধ্য থেকে। তবে বসরীগণের মতে খবরটি افعال عامه (حُصُوْل، وُجُوْد، ثُبُوْت، كَوْن) এর মধ্য থেকে বের করা হবে। পক্ষান্তরে আখফাশ افعال خاصه থেকে বের করেন। সুতরাং তাঁর মতে খবর মাসদার বের করা যাবে, যেটি মুবতাদার অর্থে হবে এবং ذو الحال এর দিকে মুযাফ হবে। কেননা উহ্যটি উল্লেখিতটির জিনস বা জাতীয় থেকে হওয়া উচিত। আখফাশের মতে ইবারতের স্বরূপ হবে এরকম : ضربنى زيدا ، ضربه قائما এতে খবর তথা قائما এর আমিল ضربه কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং حال কে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আখফাশের মাযহাবে এ ত্রুটি রয়েছে যে, মাসদার যেটি দুর্বল আমিল তাকে বিলুপ্ত করা লাযিম আসে।

قَوْلُهٗ : وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ : এটি ইবনে পাশার মত। তাঁর মত হল, এরকম মুবতাদার জন্য খবরের প্রয়োজন নেই। কারণ, এ ধরনের মুবতাদা ফে'লের অর্থে হয়ে থাকে। উদাহরণত উল্লেখিত মেছালের মধ্যে ضربنى زيدا قائما ; اضرب زيدا قائما এর অর্থে এসেছে। এ মতটিকেও পছন্দ করা হয় নি। এ জন্য যে, মুবতাদা যদি তা'বীলের পর ফে'লের অর্থে হয়ে যায়, তা হলে এর দ্বারা এ কথা লাযিম আসে না যে, সেটি তার হাকীকত থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার খবরের প্রয়েজনীয়তা বাকি থাকবে না। কারণ, একটি প্রকার অন্য প্রকারের তা'বীলে হয়ে যাওয়া দ্বারা সেটি তার হাকীকত থেকে বের হয়ে যায় না।

قَوْلُهٗ : وَثَالِثُهَا كُلُّ مُبْتَدَاءٍ الخ : এটি তৃতীয়স্থান যেখানে মুবতাদার খবরকে ওয়াজিব হিসেবে বিলুপ্ত করা হয়। এর সারকথা হল, যখন মুবতাদার খবর مقارنت তথা মিলিত হওয়ার অর্থকে অন্তর্ভূক্ত রাখবে এবং মুবতাদার

উপর কোনো ইসেমের আতফ এরকম واو দ্বারা করা যাবে, যেটি مع (সাথে, সহিত) এর অর্থে হয়ে থাকে, তখন এমন মুবতাদার খবরকে হযফ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। যেমন : كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ এখানে মুবতাদার খবরটি হচ্ছে, مقرون যেটি مقارنت এর অর্থকে শামিল রাখে। আর মুবতাদা তথা كل رجل এর উপর واو بمعنى مع দ্বারা ضيعته কে আতফ করা হয়েছে। সুতরাং واو بمعنى مع যেহেতু خبر তথা مقرون এর উপর দালালাত করেছে। আর মা'তূফ-মা'তূফ আলাইহির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই قرينة এবং স্থলাভিষিক্ত উভয়টিই বিদ্যমান রয়েছে। তাই حذف ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, মুবতাদার উপর কোনো ইসমকে আতফ করা হলে এমতাবস্থায় তো মা'তূফ তার মা'তুফ আলাইহি তথা মুবতাদার স্থাভিষিক্ত হতে পারে বটে, তবে তাকে খবরের স্থালাভিষিক্ত কিভাবে করা যেতে পারে? উদাহরণত উল্লেখিত দৃষ্টান্তে صنيعته এর আতফ হয়েছে كل رجل মুবতাদার উপর। সুতরাঙ তাকে মুবতাদার তো স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু খবর তথা مقرون এর স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে না। এর জবাব হল, বাহ্যত তো এর আতফ মুবতাদার উপর বুঝা যায়; কিন্তু মূলত তার আতফ খবরের যমীর তথা مقرون এর যমীরের উপর হয়েছে। যেটি مقرون এর নায়েবে ফায়েল হয়েছে এবং মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অতএব যেহেতু তার আতফ হাকীকমের প্রেক্ষিতে খবরের যমীরের উপর হয়েছে, তাই তাকে খবরের স্থলাভিষিক্ত করাটা শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَرَابِعُهَا كُلُّ مُبْتَدَاءٍ الخ : এটি চতুর্থ স্থান যেখানে খবরকে বিলুক্ত করা ওয়াজিব। এর তাফসিল হচ্ছে, যখন মুবতাদা مقسم به হবে এবং তার খবর قسم শব্দ হবে, তখন খবরকে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। যেমন– لَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এর আসল হল لَعَمْرُكَ قَسَمِىْ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এতে لعمرك মুবতাদা হয়েছে, যার কসম খাওয়া যাচ্ছে এবং قسمى শব্দটি খবর তাকে حذف করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, لام কসমের উপর দালালত করে এবং জবাবে কসম তার স্থলাভিষিক্ত। তাই قرينة এবং স্থলাভিষিক্ত উভয়টি পাওয়া যাওয়ার কারণে খবরের حذف ওয়াজিব হয়ে গেছে। عمر بالفتح এবং عمر بالضمة উভয়টির অর্থ এক, তবে তখন লামের সাথে ব্যবহার করা হবে তখন عين কে শুধু যবর যুক্ত পড়া যাবে, পেশ যুক্ত পড়া যাবে না। কেননা কসমের ব্যবহার হয় অধিক পরিমাণে, আর অধিক ব্যবহার সহজতাকে চায়। আর যবর হচ্ছ সহজতর হরকত।

خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا اَىْ اَشْبَاهِهَا مِنَ الْحُرُوْفِ الْخَمْسِ الْبَاقِيَةِ وَهِىَ اَنَّ وَكَاَنَّ وَلٰكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ وَهُوَ مَرْفُوْعٌ بِهٰذِهِ الْحُرُوْفِ لَا بِالْاِبْتِدَاءِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْاَصَحِّ لِاَنَّهَا لَمَّا شَابَهَتِ الْفِعْلَ الْمُتَعَدِّىَ كَمَا يَجِيْئُ عَمِلَتْ رَفْعًا وَنَصْبًا مِثْلَهُ **هُوَ** اَىْ خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا **الْمُسْنَدُ** اِلٰى شَيْئٍ اٰخَرَ **بَعْدَ دُخُوْلِ** اَحَدِ **هٰذِهِ الْحُرُوْفِ** عَلَيْهِمَا فَقَوْلُهُ الْمُسْنَدُ شَامِلٌ لِخَبَرِ كَانَ وَخَبَرِ الْمُبْتَدَاءِ وَخَبَرِ لَا الَّتِىْ لِنَفْىِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهَا وَبِقَوْلِهِ بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ خَرَجَ جَمِيْعُهَا عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِدُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ عَلَيْهِمَا وُرُوْدُهَا عَلَيْهِمَا لِاِيْرَاثِ اَثَرٍ فِيْهِمَا لَفْظًا اَوْ مَعْنًى فَلَا يَنْتَقِضُ التَّعْرِيْفُ بِمِثْلِ يَقُوْمُ فِىْ قَوْلِنَا اِنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ اَبُوْهُ فَاِنَّ يَقُوْمُ هٰهُنَا مِنْ حَيْثُ اِسْنَادِهِ اِلٰى اَبُوْهُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ اِنَّ بِهٰذَا الْمَعْنٰى بَلْ اِنَّمَا دَخَلَ عَلٰى جُمْلَةِ يَقُوْمُ اَبُوْهُ فَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ اِلٰى اَسْمَاءِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ اِسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ وَلَا اِلٰى اَنْ يُجَابَ بِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ الْاِسْمُ الْمُسْنَدُ فَيَحْتَاجُ اِلٰى تَاوِيْلِ الْجُمْلَةِ بِالْاِسْمِ حَيْثُ يَكُوْنُ خَبَرُهَا جُمْلَةً مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ قَائِمٌ **مِثْلُ** قَائِمٌ فِىْ **اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ** فَاِنَّهُ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ **وَاَمْرُهُ كَاَمْرِ الْخَبَرِ الْمُبْتَدَاءِ** اَىْ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْخَبَرِ الْمُبْتَدَاءِ فِىْ اَقْسَامِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُفْرَدًا وَجُمْلَةً وَنَكِرَةً وَمَعْرِفَةً وَفِىْ اَحْكَامِهِ مِنْ كَوْنِهِ وَاحِدًا وَمُتَعَدِّدًا وَمُثْبَتًا وَمَحْذُوْفًا وَفِىْ شَرَائِطِهِ مِنْ اَنَّهُ اِذَا كَانَ جُمْلَةً فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ وَلَا يُحْذَفُ اِلَّا اِذَا عُلِمَ وَالْمُرَادُ اَنَّ اَمْرَهُ كَاَمْرِهِ بَعْدَ اَنْ يَصِحَّ كَوْنُهُ خَبَرًا لِوُجُوْدِ شَرَائِطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ كُلَّ مَا يَصِحُّ اَنْ يَكُوْنَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَاءِ يَصِحُّ اَنْ يَقَعَ خَبَرًا لِبَابِ اِنَّ حَتّٰى يَرِدَ اَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يُقَالَ اَيْنَ زَيْدٌ وَمَنْ اَبُوْكَ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُقَالَ اِنَّ اَيْنَ زَيْدًا وَ اِنَّ مَنْ اَبَاكَ **اِلَّا فِىْ تَقْدِيْمِهِ** اَىْ لَيْسَ اَمْرُهُ كَاَمْرِ الْمُبْتَدَاءِ فِىْ تَقْدِيْمِهِ فَاِنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْاِسْمِ وَقَدْ جَازَ تَقْدِيْمُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ هٰذِهِ الْحُرُوْفَ فُرُوْعٌ عَلَى الْفِعْلِ فِى الْعَمَلِ فَاُرِيْدَ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلُهَا

فَرْعِيًّا اَيْضًا وَالْعَمَلُ الْفَرْعِيُّ لِلْفِعْلِ اَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَنْصُوْبُ عَلَى الْمَرْفُوْعِ وَالْاَصْلِى اَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْفُوْعُ عَلَى الْمَنْصُوْبَاتِ فَلَمَّا اُعْمِلَتِ الْعَمَلُ الْفَرْعِيُّ لَمْ يُتَصَرَّفْ فِىْ مَعْمُوْلَيْهَا بِتَقْدِيْمِ ثَانِيْهِمَا عَلَى الْاَوَّلِ كَمَا يُتَصَرَّفُ فِىْ مَعْمُوْلَىِ الْفِعْلِ لِنُقْصَانِهَا عَنْ دَرَجَةِ الْفِعْلِ **اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ** الْخَبَرُ **ظَرْفًا** اَىْ لَيْسَ اَمْرُهُ كَاَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَاءِ فِىْ تَقْدِيْمِهٖ اِلَّا اِذَا كَانَ ظَرْفًا فَاِنَّ حُكْمَهٗ اِذَا حُكْمُهٗ فِىْ جَوَازِ التَّقْدِيْمِ اِذَا كَانَ الْاِسْمُ مَعْرِفَةً نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ وَفِىْ وُجُوْبِهٖ اِذَا كَانَ الْاِسْمُ نَكِرَةً نَحْوُ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَذٰلِكَ لِتَوَسُّعِهِمْ فِى الظُّرُوْفِ مَالَايُتَوَسَّعُ فِىْ غَيْرِهَا ـ

সহজ তরজমা

لَعَلَّ ও اَنَّ ، كَاَنَّ ، لٰكِنَّ ، لَيْتَ এবং তার সহোদরা তথা তার আনুরূপ অবশিষ্ট হরফ পাঁচটি, আর তা হচ্ছে ن এগুলোর খবর। আর এ খবরটি বিশুদ্ধ মতানুসারে এসব হরফের কারণে مرفوع বা পেশযুক্ত হয়ে থাকে, ইবতেদার কারণে নয়। কেননা এসব হরফ যেহেতু ফে'লে মুতা'আদ্দীর সাথে সাদৃশ্য রাখে, যেরূপ তার আলোচনা (বহছে হরূফের মধ্যে) আসবে। তাই رفع ও نصب-এর মধ্যে তার মতো আমল করে। **এটি** তথা ان ও তার অনুরূপ হরফসমূহের খবর **মুসনাদ** তথা সম্পৃক্ত **হয়,** অন্য কোনো বস্তুর দিকে এ দুটির উপর **এ হরফসমূহের** কোনো একটি **প্রবেশ করার পর।** সুতরাং মুসান্নিফের المسند কথাটি (জিন্সের পর্যায়ে) كان এর খবর মুবতাদার খবর এবং لائے نفی جنس ইত্যাদির খবরকে শামিল রাখে এবং তার بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ কথাটির দ্বারা এ সবই সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। মুসনাদ এবং অন্য বস্তুর উপর এসব হরফের প্রবেশ দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ দুটির মধ্যে এসব হরফের শাব্দিক বা আর্থিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য এ দুটির উপর আনা। সুতরাং খবরের সংজ্ঞাটি বিনষ্ট হবে না। আমাদের কথা اِنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ اَبُوْهُ-এর মধ্যস্থিত يقوم এর মতো ফে'ল দ্বারা। কেননা এখানে (উল্লেখিত উদাহরণে) يَقُوْمُ ফে'লটি তার ফায়েল ব্যতিত এ হিসেবে যে, তার ইসনাদ ابوه-এর দিকে হয়েছে এ খবরের প্রকার থেকে নয়, যার উপর ان টি এ অর্থে প্রবিষ্ট হয়েছে বরং ان টি يَقُوْمُ اَبُوْهُ-এর-جمله فعليه-টির উপরই প্রবেশ করেছে। সুতরাং এ জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, মুসনাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল এসব হরফের ইসমসমূহের দিকে মুসনাদ হওয়া। (আর يَقُوْمُ-এর মধ্যে ان-এর ইসমের দিকে মুসনাদ হয় নি।) আর এ অপ্রয়োজনীয় জবাবটি দ্বারা মুসান্নিফের بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ কথাটি অনর্থক হওয়া লাযিম আসে। আর এ জবাবেরও প্রয়োজন নেই যে, মুসনাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসমে মুসনাদ। যার সাথে জুমলাকে ইসেমের সাথে তাবীলের প্রয়োজন দেখা দিবে, যেখানে حروف مشبه بالفعل এর খবর اِنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ এর মতো জুমলা হয়। **যেমন** قَائِمٌ ; **اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ** এর মধ্যে। কেননা এটি এসব হরফ প্রবেশ করার পর মুসনাদ হয়েছে। **আর তার বিষয়টি মুবতাদার খবরের বিষয়ের মতো।** অর্থাৎ ان ও তার اخوات এর খবরের হুকুম মুবতাদার খবরের হুকুমের মতো।

মুবতাদার খবরের সমূহ প্রকারে তথা তার মুফরাদ হওয়া, জুমলা হওয়া, নাকেরা হওয়া, উহ্য হওয়া এবং তার

শর্ত-শরাঈতের মধ্যে তথা যখন যেটি জুমলা হয়, তখন عائد হওয়া জরুরি। এবং সেই عائد টি বিলুপ্ত হবে না, তবে যখন সেটি বিদিত হবে। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ان র খবরের হুকুম মুবতাদার খবরের হুকুমের মতো তার শর্ত শরাইতের উপস্থিতি এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহের অনুপস্থিতির কারণে মুবতাদার খবর باب ان এর খবর হওয়াটা বিশুদ্ধ হওয়ার পর। আর এর দ্বারা তথা كامر خبر المبتداء امره এর তুলনা দ্বারা) এ কথা লাযিম আসে না যে, যার মুবতাদার খবর হওয়াটা সহীহ হয়েছে, তাকে باب ان র খবর হওয়াটা সহীহ হতে হবে, যার ফলে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, ابن زيد এবং من ابوك বলা জায়েয রয়েছে। কিন্তু ان ابن زيد এবং ان من اباك বলা জায়েয নয়। <u>তবে তাকে মুকাদ্দাম করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।</u> অর্থাৎ ان এর খবরের হুকুম (ان র ইসমের উপর) তাকে মুকাদ্দাম করার ক্ষেত্রে মুবতাদার খবরের হুকুমের মতো নয়। কেননা ان -র খবরকে তার ইসমের উপর মুকাদ্দাম করা জায়েয নেই, অথচ মুবতাদার উপর খবরকে সাধারণত মুকাদ্দাম করা জায়েয আছে। আর এটি এ জন্য যে, এ সব হরফ আমলের মধ্যে ফে'লের فرع বা শাখা, তাই ইচ্ছা করা হয়েছে এগুলোর আমলও فرع হোক। আর ফে'লের জন্য فرعى আমল হল مرفوع – منصوب থেকে মুকাদ্দাম হতে পারে এবং ফে'লের জন্য আমলে আসলী হল مرفوع - منصوبات থেকে মুকাদ্দাম হওয়া। সুতরাং যখন এ সব হরফকে ফারঈ আমল দেওয়া হল, তাই এ হরফগুলোর ফে'লের স্তর থেকে নাকেস হওয়ার কারণে এগুলোর প্রত্যেক দুই মা'মূলের দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর মুকাদ্দাম করার হস্তক্ষেপের বৈধতা দেওয়া হল না, যেভাবে ফে'লের দুই মামূলের মধ্য থেকে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর মুকাদ্দাম করার হস্তক্ষেপের বৈধতা দেওয়া হয়ে থাকে। <u>তবে যখন এটা</u> তথা খবর <u>যরফ হবে।</u> অর্থাৎ ان এর খবরের হুকুম মুকাদ্দাম করার ক্ষেত্রে মুবতাদার খবরের হুকুমের মতো নয়, কিন্তু যখন ان র খবর যরফ হবে, তখন ان র খবরের হুকুম মুকাদ্দাম বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে মুবতাদার খবরের হুকুমের মতো। যখন (খবরটি যরফ এবং) ইসমে মা'রেফা হবে, যেমন- আল্লাহর বাণী : اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ। আর ان র খবর তার ইসমের উপর মুকদ্দাম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও (তার হুকুম মুবতাদার খবরের হুকুমের মতো) যখন ان -র ইসম নাকেরা হবে। যেমন : وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً ও اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا। আর এটি (মুকাদ্দাম হওয়ার বৈধতা এবং আবশ্যকতা) নাহবীদের ظروف এর ক্ষেত্রে সেই বস্তুর অবকাশ রাখার কারণে হয়ে থাকে, যার অবকাশ ظروف ভিন্ন কিছুতে রাখা হয় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا اَىْ مِنَ الْمَرْفُوْعَاتِ خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا الخ : শারেহ রহ. من المرفوعات এনে ইঙ্গিত করেছেন, ان এবং তার اخوات এর খবর مرفوعات এর স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রকার যেরূপ বসরীগণের মাযহাব রয়েছে। কুফীগণ বলেন, ان এবং তার اخوات শুধু ইসমের মধ্যে আমিল হয়, খবর যেভাকে পূর্বে আমিলে মা'নাবীর কারণে مرفوع ছিল, এসব হরফ প্রবেশের পর আমিলে মা'নাবীর কারণেই মারফু' থাকবে, এসব হরফের প্রতিক্রিয়া খবরের মধ্যে হবে না। শারেহ রহ. এ মতটি খণ্ডন করেছেন যে, এরকম নয় বরং এ হরফগুলো প্রবেশের পূর্বে খবরের উপর رفع ছিল আমিলে মা'নাবীর কারণে, যেরূপ মুবতাদার উপর رفع ছিল আমিলে মা'নাবীর কারণে। কিন্তু যখন এসব হরফ মুবতাদা এবং খবরের উপর প্রবিষ্ট হল তখন এ দুটির উপর এই হরফসমূহেরই প্রতিক্রিয়া হবে, আমিলে মা'নাবীর প্রতিক্রিয়া দু'টি থেকে শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এখন খবরের উপর رفع এ সব হরফের কারণেই আসবে, আমিলে মা'নাবীর কারণে নয়। শারেহ রহ. اخوان এর ব্যাখ্যা। اشباه দ্বারা এ জন্য করেছেন, যাতে এর দ্বারা প্রসিদ্ধ প্রশ্নটি বিদূরিত হয়ে যায়। প্রশ্ন হয় যে, اخوان তথা সহোদরদের সম্পর্ক তো ذوى العقول এর সাথে হয়। সুতরাং ان র জন্য اخوان সাবিত করাটা হবে

কেমন করে? এর জবাব দিয়েছেন, اخوان দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اشباه বা অনুরূপ, সদৃশ। যেভাবে বোনেরা একে অপরের অনুরূপ হয়, সদৃশ হয় তেমনিভাবে এসব হরফও পরস্পরে আমলের ক্ষেত্রে এক অপরের অনুরূপ ও সদৃশ। সুতরাং বোনদের জন্য যেহেতু সাদৃশ্য লাযিম ও আবশ্যক, তাই ملزوم বলে لازم উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ হরফগুলোকে حروف مشبه بالفعل ও বলা হয়। তার কারণ হল, এ হরফগুলোর ফে'লের সাথে لفظا এবং معنى উভয় দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে। শাব্দিক সামঞ্জস্য হল, যেরকম ফে'ল ছুলাছী ও রুবাঈ হয় তেমনিভাবে এ হরফগুলোও এরকম হয় যে, কোনোটির মধ্যে তিন হরফ হয়, যেমন : ان – ان এবং কোনোটির মধ্যে চার হরফ হয়, যেমন : لعل – كان – لكن। অর্থগত সামঞ্জস্য হল, এগুলোর অর্থও ফে'লের অর্থের মতো। যেমন : ان ও ان অর্থ হল تحقق ، كان অর্থ تشبه ، ليت অর্থ تمنى ، لعل অর্থ ترجى ، لكن অর্থ استدراك। আর যেহেতু এগুলোর ফে'লের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই এদের আমলও ফে'লের অনুরূপ হবে। আর কায়দা হল– مشبه – مشبه به র فرع তথা শাখা হয়ে থাকে, তাই এগুলোর আমলও فرعى হওয়া উচিত ফে'লের আমলের। আর ফে'লের আসলী আমল হল, মারফূ' মুকাদ্দাম হবে মানসূবের ওপর এবং শরঈ আমল হল, মানসূব মুকাদ্দাম হবে মারফূ'র ওপর। এ জন্য এ সব হরফের আমল فرعى হওয়ার কারণে প্রথমে মানসূবকে আনা যাবে, যেটি ان র ইসম হবে এবং মারফূ'কে পরে আনা যাবে যেটি ان র খবর হবে।

قَوْلُهُ : عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِّ : এর দ্বারা বসরীগণের মাযহাব উদ্দেশ্য। এর তাফসিল এ মাত্র চলে গেল।

قَوْلُهُ : هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِ اَحَدِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ : ان এবং তার اخوات এর খবরের সংজ্ঞা হল, যেটি এ সব হরফের কোনো একটি প্রবেশের পর মুসনাদ হয় هذه الحروف এর পূর্বে احد শব্দটি বের করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফের ইবারত هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ان এবং তার اخوان এর খবর হচ্ছে সেটি যেটি এসব হরফ প্রবেশের পর মুসনাদ হয়, অথচ এটি বাস্তবতা বিরোধী। কারণ, এসব হরফের প্রত্যেকটি নিজ নিজ খবরের উপর প্রবেশ করে; এরকম নয় যে, একটির খবরের উপর সকল হরফ দাখিল হয়ে যায়। কেননা এতে একই মহলের মধ্যে বিভিন্ন রকম ইল্লত আসা লাযিম আসে, যেটি না জায়েয। শারেহ রহ. জবাব দিয়েছেন, এখানে هذه الحروف এর পূর্বে احد শব্দটি উহ্য রয়েছে, যেটি هذه الحروف এর দিকে মুযাফ হয়েছে। মুসান্নিফের المسند কথাটি جنس যে মুবতাদার খবর এবং كان ও তার اخوات এর খবর তেমনিভাবে لاء نفى جنس ইত্যাদির খবরকে শামিল রাখে। আর بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ এটি হচ্ছে فصل এর দ্বারা এসব খবর বের হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِدُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ الخ : শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফ ان এবং তার اخوان এর খবরের যে সংজ্ঞা দান করেছেন, সেটি অন্যের প্রবেশ থেকে مانع তথা বাধাদানকারী নয়। কারণ, إِنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ اَبُوْهُ এর মতো উদাহরণের মধ্যস্থিত يَقُوْمُ এর উপর এটি বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কারণ, এটি ان প্রবেশের পর মুসনাদ হয়েছে। সুতরাং এটাকে ان র খবর বলা উচিত। অথচ শুধু يَقُوْمُ – ان র খবর নয়, খবর তো হল يَقُوْمُ اَبُوْهُ পুরা জুমলাটি। এর জবাব শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা দিচ্ছেন। জবাবটির সারকথা হল, دخول বা প্রবেশ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اثر বা প্রতিক্রিয়া। আর উল্লেখিত উদাহরণটিতে ان র প্রতিক্রিয়া পূর্ণ জুমলা يَقُوْمُ اَبُوْهُ-র উপর হচ্ছে, শুধু يَقُوْمُ র উপর নয়। আর উল্লেখিত উদাহরণটিতে সেই প্রতিক্রিয়াটি হল, قِيَام বা দাঁড়ানো আপনার কাছে যায়েদের জন্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করা যাবে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, শুধু يَقُوْمُ দ্বারা এ বিষয়টি প্রকাশিত হয় না।

قَوْلُهٗ : فَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُجَابَ الخ : উল্লেখিত প্রশ্নের যে জবাব কতিপয় নাহবী দিয়েছেন, শারেহ রহ. তা খণ্ডন করছেন। শারেহ রহ. হিন্দী এ জবাব দিয়েছেন, মুসনাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল এসব হরফের ইসমগুলোর দিকে মুসনাদ হওয়া। আর উল্লেখিত উদাহরণটিতে يَقُوْمُ র ইসনাদ ابوه র দিকে হয়েছে, ان র ইসম زَيْدًا এর দিকে হয় নি। শারেহ রহ. এ জবাবটি খণ্ডন করছেন, এর যদি এ মর্ম হয় তা হলে بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ এর কয়েদটি অনর্থক হয়ে যাবে। কেননা এ সব হরফের ইসমের দিকে ইসনাদ তো তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রবেশ করবে এবং এগুলোর ইসমের ইসম হওয়াটা এবং খবরের খবর হওয়াটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি دخول বা প্রবেশের যে মর্ম বর্ণনা করেছেন, তার প্রেক্ষিতে তো এ ইবারতটির কোনো প্রয়োজন থাকে না, এর উদ্দেশ্য তো دخول শব্দ দ্বারাই বুঝে এসে যায়। কেউ কেউ উল্লেখিত প্রশ্নের এ জবাব দিয়েছেন যে, মুসনাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসমে মুসনাদ। আর উল্লেখিত উদাহরণ : اِنَّ زَيْدًا – يَقُوْمُ اَبُوْهُ র মুসনাদ ফে'ল হয়েছে। শারেহ রহ. এ জবাবটিও খণ্ডন করেছেন যে, আপনাদের এ জবাব কখনো চলতে পারে না, যেখানে খবর জুমলা হয় সেখানে আপনাদেরকে তা'বীল করতে হবে। কারণ, ইসম তো মুফরাদ হয়, আর জুমলা মুফরাদ হয় না। যেমন : اِنَّ زَيْدًا اَيَقُوْمُ এর মধ্যে يَقُوْمُ হল ان র খবর, অথচ এটি ইসম নয়। কারণ, ইসম মুফরাদ হয় আর এটি ফে'ল ও ফায়েল মিলিত হয়ে জুমলা হয়েছে। এখানে নিঃসন্দেহে জুমলাকে ইসমের তা'বীলে করতে হবে। সারকথা, এ দু'টি জবাবে তাকাল্লুফ ছিল, এ জন্য শারেহ রহ. এ দু'টি খণ্ডন করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ : وَاَمْرُهٗ كَاَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَاءِ : অর্থাৎ ان প্রভৃতির খবর মুবতাদার খবরের মতো। আর এ সাদৃশ্যও সামঞ্জস্য اَحْكَام – اَقْسَام ও شَرَائِط সকল বিষয়েই রয়েছে। এর তাফসীল হল, যেভাবে মুবতাদার খবরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং তা মুফরাদ, যেভাবে মুবতাদার খবরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং তা মুফরাদ, জুমলা, নাকেরা, মা'রেফা হয়ে থাকে তেমনিভাবে ان র খবরের অবস্থা, সেটিও মুফরাদ, জুমলা, নাকেরা ও মা'রেফা হয়ে থাকে। আর যে রকম মুবতাদার খবরের বিভিন্ন হুকুম রয়েছে– এটি কখনো এক হয়, কখনো একাধিক হয়, কখনো বিদ্যমান হয়, কখনো উহ্য হয়, তেমনি অবস্থা এসব হরফের খবরেরও। আর ان ইত্যাদির খবরের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, যা মুবতাদার খবরের জন্য হয়ে থাকে। যেমন : যখন খবর জুমলা হয় তখন عائد থাকা আবশ্যক যার দ্বারা এসব হরফের ইসমের সাথে সংযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। যেরূপ মুবতাদার খবর যখন জুমলা হয়, তখন তার মধ্যে عائد হওয়াটা জরুরি হয়ে থাকে এবং সেই عائد টি করীনা ব্যতীত حذف করা যাবে না।

قَوْلُهٗ : وَالْمُرَادُ اَنَّ اَمْرَهٗ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফের ইবারত امره كامر خبر المبتداء দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যার মধ্যে মুবতাদার খবর হওয়ার যোগ্যতা হবে সেটি ان ইত্যাদির খবরও হতে পারবে। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। যেমন : اَيْنَ زَيْدٌ ও مَنْ اَبُوْكَ বলা ঠিক আছে, এতে زيد – اين এর খবর এবং من খবর ابوك র। আর এটি সম্পূর্ণ শুদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ان اين زيدا এবং ان من اباك বলা ঠিক নয়। অর্থাৎ এ উদাহরণগুলোতে اين কে এবং من কে ان র খবর সাব্যস্ত করাটা ঠিক নয়। কেননা اين এবং صدارت كلام من তথা বাক্যের শুরুতে অবস্থিত হতে চায়, এর দাবি হল বাক্যের শুরুতে আসা। আর যখন ان কে এগুলোর উপর মুকাদ্দাম করে তার খবর সাব্যস্ত করা যাবে, তখন صدات হাতছাড়া হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা হল, ان – تحقيق তথা নিশ্চয়তার জন্য আসে, যার দ্বারা বাক্যের তাকিদ হয়, আর اين ও من ইস্তেফহামের জন্য আসে সেটি ইতস্তত ও সন্দেহ বুঝায়। এ বৈপরিত্বের কারণে এ দু'টির সাথে ان কে আনা ঠিক নয়।

قَوْلُهٗ : اِلَّا فِیْ تَقْدِیْمِهٖ الخ : মর্ম হচ্ছে, ان ইত্যাদির খবর মুবতাদার খবরের সাথে شَرَائِط ও اَحْكَام - اَقْسَام এর মধ্যে তো অনুরূপ ও সদৃশ বটে, তবে মুকাদ্দাম হওয়ার ব্যাপারে সাদৃশ্য নেই। মুবতাদার খবর তো মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম হতে পারে, কিন্তু ان حروف مشبه بالفعل এর খবর ان র ইসমের উপর মুকাদ্দাম হতে পারে না। কারণ, এ সব হরফের আমল ফে'লের আমলের فرع ও শাখা। আর عمل فرع র মধ্যে তারতীব হল, منصب প্রথমে হবে এবং مرفوع পরে হবে। এইতারতীব থাকলে আমল করবে, অন্যথায় নয়। আর খবরকে মুকাদ্দাম করে দেওয়ার মধ্যে এ তারতীবটি বাকি থাকে না। কেননা খবর মারফূ' হয়। তাকে মুকাদ্দাম করে দিলে তো مرفوع মুকাদ্দাম এবং منصوب মুআখখার হয়ে যাবে, যা এ গুলোর আমলকে বাতিল করে দিবে। সুতরাং ফে'লের মা'মূলসমূহের মধ্যে তো হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন করা যেতে পারে, চাই مرفوع কে আগে আনা হোক এবং منصوب কে পরে অথবা এর বিপরীত করা হোক, সর্বাবস্থায় ফে'ল আমল করবে। কারণ, এটি শক্তিশালী আমিল। কিন্তু ان ইত্যাদির মা'মূলসমূহের মধ্যে পরিবর্তন করা যায় না। যেগুলোর মধ্যে যে তারতীব রাখা হয়েছে আমলের জন্য সেই তারতীব আবশ্যক।

قَوْلُهٗ : اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ ظَرْفًا الخ : ইতঃপূর্বে মুসান্নিফের ইবারত لا فی تقدیمه দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যে, حروف مشبه بالفعل এর খবরকে যদি এসব হরফের ইসমের উপর মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয়, তা হলে এসব হরফ আমল করবে না। এ ইবারতটি দ্বারা একটি সুরতকে সেই قاعده كليه থেকে পৃথক করছেন, যাতে বলা হয়েছে : যদি এ সব হরফের খবর যরফ হয় তা হলে খবরটি এ সব হরফের ইসমের উপর মুকাদ্দাম হতে পারে। এর মুকাদ্দাম হওয়ায় এ সব হরফের আমলকে বাতিল করবে না। যেমন : اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ - اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً এ সব উদাহরণে اِلَيْنَا - مِنَ الْبَيَانِ এবং مِنَ الشِّعْرِ খবর অবস্থিত হয়েছে এবং ইসমের উপর মুকাদ্দাম হয়েছে। কিন্তু যরফ হওয়ার কারণে এ মুকাদ্দাম হওয়াটা জায়েয হয়েছে এবং আমলের জন্য প্রতিবন্ধক হয় নি।

لِاَنَّ الظَّرْفَ يُتَوَسَّعُ فِيْهِ مَالَا يُتَوَسَّعُ فِیْ غَيْرِهٖ : আপনি জানেন, নাহবীগণের নিকট জার-মাজরূরকে ظرف বলা হয়, তাই مثال টি ممثل له র মোতাবেক হয়েছে।

خَبَرُ لَا الَّتِىْ الْكَائِنَةُ **لِنَفْيِ الْجِنْسِ** اَىْ لِنَفْيِ صِفَتِهٖ اِذْ لَا رَجُلَ قَائِمٌ مِثْلًا لِنَفْيِ الْقِيَامِ عَنِ الرَّجُلِ لَا لِنَفْيِ الرَّجُلِ نَفْسِهٖ **هُوَ الْمُسْنَدُ** اِلٰى شَئٍ اٰخَرَ هٰذَا شَامِلٌ لِخَبَرِ الْمُبْتَدَاءِ وَخَبَرِ اِنَّ وَكَانَ وَغَيْرِهَا **بَعْدَ دُخُوْلِهَا** اَىْ بَعْدَ دُخُوْلِ لَا فَخَرَجَ بِهٖ سَائِرُ الْاَخْبَارِ وَالْمُرَادُ بِدُخُوْلِهَا مَا عَرَفْتَ فِىْ خَبَرِ اِنَّ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ يُضْرَبُ فِىْ لَا رَجُلَ يُضْرَبُ اَبُوْهُ **نَحْوُ لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ** وَاِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْمِثَالِ الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ لِاحْتِمَالِ حَذْفِ الْخَبَرِ وَجُعِلَ فِى الدَّارِ صِفَةً بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهٗ لِاَنَّ غُلَامَ رَجُلٍ مُعْرَبٌ مَنْصُوْبٌ لَا يَجُوْزُ ارْتِفَاعُ صِفَتِهٖ عَلٰى مَا هُوَ الظَّاهِرُ **فِيْهَا** اَىْ فِى الدَّارِ خَبَرٌ لَا ظَرْفُ ظَرِيْفٍ وَلَا حَالٌ لِاَنَّ الظَّرَافَةَ لَايَتَقَيَّدُ بِالظَّرْفِ وَنَحْوِهٖ وَاِنَّمَا اَتٰى بِهٖ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْكِذْبُ بِنَفْيِ ظَرَافَةِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلٍ وَلِيَكُوْنَ مِثَالًا لِنَوْعَىْ خَبَرِهَا الظَّرْفُ وَغَيْرُهٗ **وَيُحْذَفُ** خَبَرُ لَا هٰذِهٖ حَذْفًا **كَثِيْرًا** اِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًّا كَالْمَوْجُوْدِ وَالْحَاصِلِ لِدَلَالَةِ النَّفْيِ عَلَيْهِ نَحْوُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَىْ لَا اِلٰهَ مَوْجُوْدٌ اِلَّا اللّٰهُ **وَبَنُوْ تَمِيْمٍ لَا يُثْبِتُوْنَهٗ** اَىْ لَا يُظْهِرُوْنَ الْخَبَرَ فِى اللَّفْظِ لِاَنَّ الْحَذْفَ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ اَوِ الْمُرَادُ اَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُوْنَهٗ اَصْلًا لَا لَفْظًا وَلَا تَقْدِيْرًا فَيَقُوْلُوْنَ مَعْنٰى قَوْلِهِمْ لَا اَهْلَ وَلَا مَالَ اِنْتَفَى الْاَهْلُ وَالْمَالُ فَلَا يُحْتَاجُ اِلٰى تَقْدِيْرِ خَبَرٍ وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ يَحْمِلُوْنَ مَا يُرٰى خَبَرًا فِىْ مِثْلِ لَا رَجُلَ قَائِمٌ عَلَى الصِّفَةِ دُوْنَ الْخَبَرِ ـ

সহজ তরজমা

খবর ওই لَا-র যেটি **نفى جنس** এর জন্য হয়। অর্থাৎ জিনসের (জাতির) সিফতের নফীর জন্য হয়। কেননা উদাহরণত لَارَجُلَ قَائِمٌ এটি رجل থেকে قيام কে নফী করার জন্য এসেছে, ذات رجل এর নফীর জন্য নয়। এটি মুসনাদ হয় অন্য বস্তুর দিকে। এটি (مسند শব্দটি جنس এর স্তরের রয়েছে) মুবতাদার খবর, ان র খবর এবং كان ইত্যাদির খবরকে শামিল রাখে। এটি প্রবেশ করার পর অর্থাৎ لا প্রবেশ করার পর। সুতরাং সমস্ত খবর বের হয়ে গেছে। আর لا-র প্রবেশ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য যা তুমি خبران র মধ্যে জেনে এসেছ। সুতরাং لَارَجُلَ يُضْرَبُ اَبُوْهُ এর মধ্যস্থিত يضرب এর আপত্তি উত্থাপিত হবে না। যেমন: **لَا غُلَامَ رجل ظريف** । আর মুসান্নিফ রহ. প্রসিদ্ধ উদাহরণ আর তা হচ্ছে নাহবীদের উক্তি : لَارَجُلَ فِى الدَّارِ থেকে সরে এসেছেন খবরের বিলুপ্তি এবং فِى الدَّارِ কে (لاর ইসমের) সিফত করার সম্ভাবনার কারণে। এর বিপরীত হচ্ছে মুসান্নিফ রহ. যেটাকে উল্লেখ করেছেন। কেননা غُلَامَ رَجُلٍ মু'রাব, মান'সূব হয়েছে। স্পষ্ট কথানুযায়ী তার সিফতের মারফূ' হওয়াটা জায়েয নয়। **فِيْهَا** তথা فى

الدار এটি খবরের পর খবর, ظريف এর যরফ নয় এবং ظريف এর যমীর থেকে حال-ও নয়। কেননা ظرافت বা চতুর তা যরফ এবং তার অনুরূপ বস্তুর সাথে কয়েদযুক্ত হতে পারে না। আর মুসান্নিফ রহ. فيها কে উদাহরণ-টিতে এ জন্য এনেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির গোলামের চতুরতার নফী করা দ্বারা মিথ্যা লাযিম না আসে এবং যাতে এটি উদাহরণ হয়ে যেতে পারে لا র খবরের উভয় প্রকার তথা যরফ এবং অযরফের। <u>আর এ لا র খবরটি অধিক পরিমাণে বিলুপ্ত করা হয়</u>, যখন খবরটি مَوْجُوْد ও حَاصِل এর মতো আম হয়। কারণ, তার উপর نفى দালালত করে থাকে। যেমন : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ لَا اِلٰهَ مَوْجُوْدٌ اِلَّا اللّٰهُ। <u>আর বনী তামীম এটাকে সাবিত করে না</u> অর্থাৎ শব্দের মধ্যে খবরকে প্রকাশ করে না। কারণ তাদের মতে حذف করাটা ওয়াজিব। অথবা উদ্দেশ্য হল, তারা لا র খবরকে মোটেই সাবিত মানেন না; শব্দগতভাবেও না, উহ্যগতভাবেও না। সুতরাং তারা বলেন : আরবদের উক্তি لَاأَهْلَ وَلَامَالَ এর অর্থ হল اِنْتَفَى الْأَهْلُ وَالْمَالُ তাই খবর উহ্য মানার প্রয়োজন নেই। আর দু' তাকদীরের ভিত্তিতে (খবর واجب الحذف এবং মোটেই খবর না হওয়ার ভিত্তিতে) বনী তামীম لَارَجُلَ قَائِمٌ এর মতো তারকীবে যাকে (হেজাযীদের দৃষ্টিতে) খবর মনে করা হয়, তাকে সিফত বলে থাকেন, খবর নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : خَبَرُ لَا الَّتِىْ لِنَفْىِ الْجِنْسِ الخ : لاء نفى جنس এর খবরও مرفوعات এর মধ্য থেকে। এ لاء টি ان র সাথে সামঞ্জস্যশীল, এ কারণে এটাকে ان র পর বর্ণনা করেছেন। আর সেই সামঞ্জস্যটা হল, ان ইতিবাচকের তাকিদের জন্য আসে, আর এ لاء টি নেতিবাচকের তাকিদের জন্য আসে। তাকিদের মধ্যে উভয়টির একটির সাথে অপরটি সামঞ্জস্য রয়েছে। এমতাবস্থায় একটি অপরটির নজীর হল। অথবা বলা যায়, এ দু'টির মধ্য থেকে একটি অপরটির বিপরীত; একটি ইতিবাচকের তাকিদ করে এবং অপরটি নেতিবাচকের তাকিদ করে। আর ইতিবাচক ও নেতিবাচক একটি অপরটির বিপরীত। তবে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া এটিও এক প্রকার সামঞ্জস্য। এ জন্য ان র পর لاء نفى جنس এর খবরকে বর্ণনা করেছেন। শারেহ রহ. لنفى الجنس এর পর لنفى صفة الجنس এনেছেন এবং তার কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন অর্থাৎ لاء মূলত جنس বা জাতি-শ্রেণীর নফী করে না বরং তার সিফতের নফী করে। যেমন : لَارَجُلَ فِى الدَّارِ এর মধ্যে رجل এর নফী করা হয় নি বরং رجل এর ঘরের মধ্যে বিদ্যমান হওয়ার বিষয়টিকে নফী করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِهَا الخ : مسند শব্দে প্রত্যেক খবরকে শামিল রাখে, যে কোনোটার খবর হোক। بعد دخولها কয়েদের পর لاء نفى جنس এর খবর ব্যতীত সমস্ত খবর বের হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِدُخُوْلِهَا : ان ইত্যাদির খবরের উপর যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল, এ ধরনের প্রশ্ন এখানেও দেখা দেয়। প্রশ্নটির বিবরণ হল, لارجل يضرب ابوه মধ্যস্থিত يضرب র এ কথা বাস্তবায়িত হয় যে, এটি لا দাখিল হওয়ার পর মুসনাদ হয়েছে। সুতরাং এটাকে لاء نفى جنس এর খবর বলা উচিত, অথচ খবর হল يضرب ابوه পূর্ণ জুমলাটি, শুধু يضرب নয়। জবাবের তাফসিল ان র খবরে অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর সারকথা হচ্ছে, دخول বা প্রবেশ দ্বারা اثر তথা প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্য। لاء نفى جنس এর প্রতিক্রিয়া يضرب ابوه পূর্ণ জুমলার উপর হয়েছে, শুধু يضرب র উপর নয়। সুতরাং যার উপর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটি খবর হয়েছে, আর যেটি খবর নয়, তার উপর لاء-র اثر বা প্রতিক্রিয়াও নেই।

قَوْلُهُ : لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا : (ঘরে কোনো পুরুষের গোলাম নেই।) এতে غُلَامَ رَجُلٍ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলিত হয়ে لاء এর ইসম হয়েছে এবং ظريف প্রথম খবর এবং فيها দ্বিতীয় খবর হয়েছে।

ظريف এর পর فِيْهَا সংযোজন করেছেন এজন্য, যাতে করে বাস্তবতার বিপরীত লাযিম না আসে। কেননা فِيْهَا না হওয়াবস্থায় মর্ম হত, কোনো পুরুষের গোলাম চতুর নেই। অথচ এটি অবাস্তব। অনেক লোকের গোলাম চতুর হয়ে থাকে, সকলেই নির্বোধ হয় না। فِيْهَا র সংযোজনের দ্বারা এ খারাবীটা লাযিম আসবে না। কারণ, তখন মর্ম হবে, বুদ্ধিমান গোলাম ঘরে নেই; বাইরে চলে গেছে। فِيْهَا সংযোজনের দ্বিতীয় ফায়দাটি হল, এর দ্বারা لاء نفى جنس এর দু'রকম খবরের বর্ণনা হয়ে যাবে। ظريف অযরফের উদাহরণ এবং فيها যরফের উদারহণ।

قَوْلُهُ اِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْمِثَالِ الْمَشْهُوْرِا الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল, لاء نفى جنس এর প্রসিদ্ধ উদাহরণ হল لارجل فى الدار তা থেকে সরে এসে নতুন উদাহরণ কেন বর্ণনা করলেন? শারেহ রহ. এ ইবারতটি দ্বারা সরে আসার কারণ বর্ণনা করছেন যে, প্রসিদ্ধ উদাহরণে সিফতের সাথে খবরের সংমিশ্রণ লাযিম আসত। কেননা তাতে সম্ভাবনা ছিল, كَائِن - فِى الدَّارِ এর মুতাআল্লিক হয়ে رَجُل এর সিফত হবে এবং খবর হবে উহ্য। সুতরাং প্রসিদ্ধ উদাহরণটি যেহেতু তার ممثل له র মধ্যে সুস্পষ্ট নয়, তাই তা থেকে সরে এসে এমন উদাহরণ বর্ণনা করলেন, যার মধ্যে খবর ব্যতীত অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই।

قَوْلُهُ : وَيُحْذَفُ حَذْفًا كَثِيْرًا : كثيرا এর পূর্বে حذفا এনে বলে দিয়েছেন যে, এটি মাওসূফ সিফত মিলিত হয়ে يحذف ফে'লের মাফউলের মুতলাক হয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে, لاء এর খবর যখন افعال عامه এর মধ্য থেকে হয়, তখন তাকে অধিক পরিমাণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। কেননা لاء نفى র জন্য আবশ্যক হল এমন কোনো বস্তু হওয়া, যার নফী করা যাবে; নতুবা নফী প্রমাণিত হবে না। সুতরাং نفى যেহেতু منفى র উপর দালালত করে, তাই যদি উল্লেখ না করা হয় তবুও কোনো অসুবিধে নেই। যেমন : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এখানে لاء র খবর موجود উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَبَنُوْ تَمِيْمٍ لَا يُثْبِتُوْنَهُ : এ ইবারতটির দু'টি মর্ম হতে পারে। ১. বনী তামীম لاء نفى جنس এর খবর তো মানেন, তবে শব্দের মধ্যে প্রকাশ করেন না বরং তাঁদের মতে لاء র খবরকে বিলুপ্ত করাটা ওয়াজিব। ২. দ্বিতীয় মর্ম হল, তারা لاء نفى جنس এর খবরের অস্তিত্বই সমর্থন করেন না, শব্দগতভাবে না এবং উহ্যগতভাবেও না বরং তারা বলেন : لاء نفى جنس মূলত ইসমে ফে'ল– انتفى (দূর করা হল, না থাকল, অপ্রমাণিত হল) এর অর্থে এসেছে। এ কারণে তার ইসম ফায়েলের স্তরে হবে, যার সাথে যেটি পূর্ণ হয়ে যাবে, খবরের প্রয়োজনই পড়বে না। তাদের উপর প্রশ্ন হয় যে, অনেক স্থান এরকম রয়েছে যেখানে لاء এর খবর শব্দের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে,যেখানে আপনারা কি তা'বীল করবেন। যেমন : لَا رَجُلَ قَائِمٌ এখানে قائم শব্দটি لاء نفى جنس এর খবর। এ ধরনের উদাহরণের বনী তামীম জবাব দেন, এটি সিফত, খবর নয়। আবার প্রশ্ন হয় যে, সিফত এবং মাওসূফের এ'রাব এরকম হওয়া উচিত। আর এখানে رجل এর উপর نصب এবং قائم এর উপর رفع হয়েছে। এর জবাব হল, قَائِم শব্দটি رجل র সিফত হয়েছে মহলের প্রেক্ষিতে, আর رجل মারফূ' হয়েছে محلا (স্থানগতভাবে)। কারণ, এটি মুবতাদার স্থানে হয়েছে। কিন্তু এ সব তা'বীল সত্ত্বেও বনী তামীমের কথা মনে গ্রহণ করে না। কারণ, যদি এ لاء টি ইসম ফে'লের অর্থে হয় তা হলে তারপর رفع আসা উচিত ছিল, نصب কেন আসে?

اِسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ فِىْ مَعْنَى النَّفْىِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ وَلِهٰذَا تَعْمَلَانِ عَمَلَهُ **هُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ** هٰذَا شَامِلٌ لِلْمُبْتَدَاءِ وَلِكُلِّ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ **بَعْدَ دُخُوْلِهِمَا** خَرَجَ بِهٖ غَيْرُ اِسْمِ مَا وَلَا وَبِمَا عَرَفْتَ مِنْ مَعْنَى الدُّخُوْلِ لَا يَرِدُ مِثْلُ اَبُوْهُ فِىْ مَا زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ **مِثْلُ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ** وَاِنَّمَا اَتٰى بِالنَّكِرَةِ بَعْدَ لَا لِاَنَّ لَا لَاتَعْمَلُ اِلَّا فِى النَّكِرَةِ بِخِلَافِ مَا فَاِنَّهَا تَعْمَلُ فِى النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ هٰذَا لُغَةُ اَهْلِ الْحِجَازِ وَاَمَّا بَنُوْتَمِيْمٍ فَلَا يُثْبِتُوْنَ لَهُمَا الْعَمَلَ وَيَقُوْلُوْنَ اَلْاِسْمُ وَالْخَبَرُ بَعْدَ دُخُوْلِهِمَا مَرْفُوْعَانِ بِالْاِبْتِدَاءِ كَمَا كَانَا قَبْلَ دُخُوْلِهِمَا وَعَلٰى لُغَةِ اَهْلِ الْحِجَازِ وَرَدَ الْقُرْاٰنُ نَحْوُ مَا هٰذَا بَشَرًا **وَهُوَ** اَىْ عَمَلُ لَيْسَ **فِىْ لَا** دُوْنَ **مَاشَاذٌ** قَلِيْلٌ لِنُقْصَانِ مُشَابَهَةِ لَا بِلَيْسَ لِاَنَّ لَيْسَ لِنَفْىِ الْحَالِ وَلَا لَيْسَ كَذٰلِكَ فَاِنَّهٗ لِلنَّفْىِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا فَاِنَّهٗ اَيْضًا لِنَفْىِ الْحَالِ فَيَقْتَصِرُ عَمَلُ لَا عَلٰى مَوْرِدِ السَّمَاعِ نَحْوُ قَوْلِهٖ شِعْرٌ :

مَنْ صَدَّ عَنْ نِيْرَانِهَا + فَاَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحُ

اَىْ لَا بَرَاحُ لِىْ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ لِنَفْىِ الْجِنْسِ لِاَنَّهَا اِذَا كَانَتْ لِنَفْىِ الْجِنْسِ لَا يَجُوْزُ فِيْمَا بَعْدَهَا الرَّفْعُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وَلَا تَكْرَارَ فِى الْبَيْتِ اِعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فِىْ هٰذِهِ التَّعْرِيْفِ مَا يَكُوْنُ مُسْنَدًا اَوْ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ بِالْاِصَالَةِ لَا بِالتَّبْعِيَّةِ بِقَرِيْنَةِ ذِكْرِ التَّوَابِعِ فِيْمَا بَعْدُ فَلَا يَنْتَقِضُ بِالتَّوَابِعِ ـ

সহজ তরজমা

ওই مَا ও لَا র ইসম যেটি لَيْسَ র সাথে সামঞ্জস্যশীল নেতিবাচকের অর্থে এবং মুবতাদা ও খবরের উপর প্রবিষ্ট হওয়ার মধ্যে। এ জন্যই এ দু'টি لَيْسَ-র মতো আমল করে থাকে। এটি মুসনাদ ইলাইহি হয় এটি (জিন্স এর স্তরে হয়েছে) মুবতাদা এবং প্রত্যেক মুসনাদ ইলাইহিকে শামিল রাখে। এ দু'টি প্রবিষ্ট হওয়ার পর। এ (কয়েদ)টি দ্বারা لَا ও مَا র ইসম ব্যতীত সব বের হয়ে গেছে। তোমার دُخُوْل বা প্রবেশের অর্থ হয়ে যাওয়ার কারণে مَا زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ এর মধ্যস্থিত اَبُوْهُ র মতো ইসমের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। যেমন : مَازَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়) ও لَارَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ (তোমার চেয়ে উত্তম পুরুষ নেই)। আর মুসান্নিফ রহ. لَا-র পর নাকেরা এনেছেন। কারণ, لَا কেবল নাকেরাতেই আমল করে। مَا এর বিপরীত। কারণ, مَا নাকেরা এবং মা'রেফা উভয়টির উপর আমল করে। এটি (مَا ও لَا-র আমল) হেজাযীগণের লোগাত) আর বনী তামীম مَا ও لَا র জন্য

আমল সাবিত মানে না এবং তাঁরা বলেন : ইসম ও খবর এ দুটি প্রবেশের পর ইবতেদার কারণে مرفوع হয় যেরূপ এ দুটি প্রবেশের পূর্বে ছিল। আর হেজাযীগণের লোগাতের উপরই কুরআন এসেছে। যেমন : مَا هٰذَا بَشَرًا। **আর এটি** তথা لَيْسَ র আমল **لا র মধ্যে,** مَا র মধ্যে নয় **কম হয়ে থাকে,** لا-র لَيْسَ-র সামঞ্জস্যটা ত্রুটি পূর্ণ হওয়ার কারণে। কেননা لَيْسَ বর্তমানে নফীর জন্য আসে, আর لا-টি এরকম নয় বরং এটি সাধারণভাবে নফীর জন্য আসে। مَا এর বিপরীত। কারণ, সেটি ও বর্তমানের নফীর জন্য আসে। সুতরাং لا-র আমর কে مَوْرِدِسِمَاع এর উপর সীমিত রাখা যাবে। যেমন কবির উক্তি : কবিতা : مَنْ صَدَّ عَنْ نِيْرَانِهَا + فَاَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحَ

(তরজমা:) আর যে ব্যক্তি (যুদ্ধের) অগ্নি থেকে বিমুখ হয়ে যায়; সুতরাং আমি কায়সের পুত্র, আমার জন্য কোনো পতন নেই। অর্থাৎ لَا بَرَاحَ لِيْ (আর এ শে'রটিতে (لا) نفى جنس এর জন্য হওয়াটা জায়েয নয়। কেননা এটা যদি نفى جنس এর জন্য হয়, তা হলে তার পরবর্তী ইসমে ততক্ষণ পর্যন্ত رفع বা পেশ জায়েয হবে না যতক্ষণ না لا টি পুনরাবৃত্তি হবে। আর শের'টিতে لا টি পুনরাবৃত্ত নয়। উল্লেখ্য যে, এ সংজ্ঞাগুলোতে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি, যা আসল হিসেবে হয়, তাবে' হিসেবে নয় পরে توابع কে উল্লেখ করার করীনার কারণে। সুতরাং (মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহির) সংজ্ঞা توابع দ্বারা ভেঙে যাবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ الخ : এটি مرفوعان এর আট প্রকারের মধ্য থেকে সর্বশেষ প্রকারটি। ما ও لا - لَيْسَ-র সাথে দু'টি বিষয়ে সামঞ্জস্যশীল। নফী বা নেতিবাচকের অর্থে এবং মুবতাদা ও খবরের উপর প্রবিষ্ট হওয়ার মধ্যে। এ জন্য এ দু'টিকে مشبه بليس বা ليس-র সদৃশ বলা হয়। আর এ সাদৃশ্যের কারণেই এ দু'টির আমলও ليس র অনুরূপ। যেভাবে ليس তার ইসমকে رفع এবং খবরকে نصب দান করে তেমনিভাবে এ দু'টিও নিজ ইসমকে رفع এবং খবরকে نصب দিয়ে থাকে। ইসমে ما ও لا - مشبه بليس সংজ্ঞা হল, যে ইসমটি এ দুটির প্রবিষ্ট হওয়ার পর মুসনাদ ইলাইহি হয়। مسند اليه শব্দটি প্রত্যেক মুসনাদ ইলাহিকে শামিল রাখে। যেমন : মুবতাদা, ان ইত্যাদির ইসম। মুসান্নিফ রহ. بَعْدَ دُخُوْلِهَا এনে مَا ও لَا র ইসম ব্যতীত সবটিকে বের করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ : بِمَا عَرَفْتَ مَعْنَى الدُّخُوْلِ الخ : এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটির বিবরণ হল, যা ইতঃপূর্বে ان এবং لاء نفى جنس এর আলোচনায় গত হয়ে গেছে। এর সারকথা হল, مَازَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ এর মধ্যে - ما ابوه দাখিল হওয়ায় মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে, অথচ এটি ما র ইসম নয়, ما র ইসম তো হল زيد এবং ابوه قائم পূর্ণ জুমলাটি তার খবর। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি অন্যে প্রবেশ থেকে বাধাদানকারী হল না। এর জবাব হচ্ছে, دخول দ্বারা উদ্দেশ্য হল اثر বা প্রতিক্রিয়া। আর ما র প্রতিক্রিয়া ابوه قائم পূর্ণ জুমলাটির উপর এ হিসেবে হয়েছে যে, তাকে ইসমের দিকে মুসনাদ করে দেওয়া হবে। সুতরাং পূর্ণ জুমলাটি ما র খবর হয়েছে এবং زيد তার ইসম হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا اَتٰى بِالنَّكِرَةِ بَعْدَ الخ : মুসান্নিফ রহ. ما-র ইসমকে মা'রেফা এনেছেন এবং বলেছেন : مَازَيْدٌ قَائِمًا আর لا র ইসমকে নাকেরা এনেছেন এবং বলেছেন : لَارَجُلٌ اَفْضَلُ مِنْكَ। শারেহ এর কারণ বর্ণনা করছেন যে, لا-র আমল নাকেরাতে হয়, মা'রেফাতে হয় না, এ জন্য لاর পর নাকেরা উল্লেখ করেছেন। ما র আমল মা'রেফা ও নাকেরা উভয়টির মধ্যে হয়, তবে মুসান্নিফ রহ. ما-র পর শুধু একটি উদাহরণ মা'রেফার বর্ণনা করেছেন, নাকেরার উদাহরণ বর্ণনা করেন নি। তার কারণ হচ্ছে, আসল তো হল মা'রেফা, আর

নাকেরা তার فرع যার আমল আসলের উপর হবে فرع এর উপর তো উত্তম রূপে হবে। বাকি, لا এর আমল নাকেরার সাথে খাস কেন? তার কারণ হল, لا জিনসের নফীর জন্য আসে, আর জিনসের জন্য নাকেরা হওয়া আবশ্যক, এ জন্য لا-র প্রবেশ সর্বদা নাকেরার উপর হবে।

قَوْلُهُ : هٰذَا لُغَةُ اَهْلِ الْحِجَازِ : অর্থাৎ ما ও لا র আমিল হওয়াটা হেজাযীগণের লোগাত, বনী তামীমের মতে ما ও لا আমিল নয়। মুবতাদা ও খবর যেভাবে মারফূ' ছিল ما ও لا আসার পরও মারফূ' থাকবে। তাদের দলীল হচ্ছে, আমিলের জন্য আবশ্যক হল এক نوع বা শ্রেণীর সাথে খাস হওয়া, আর ما ও لا এক نوع এর সাথে খাস নয়, ইসম এবং ফে'ল উভয়টির উপর প্রবেশ করে। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে তাদের কবির উক্তি :

وَمُهَفْهَفٌ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ اِنْتَسِبْ + فَاَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ

যদি আমিল হত তা হলে حرام এর উপর যবর আসত, অথচ এর উপর পেশ এসেছে।

قَوْلُهُ : وَعَلٰى لُغَةِ اَهْلِ الْحِجَازِ وَرَدَ الْقُرْاٰنُ : শাহের হেজাযীগণের সমর্থন করছেন যে, তাদের মাযহাবটিই শুদ্ধ হবে, পবিত্র কুরআন দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে : مَا هٰذَا بَشَرًا - এতে بَشَرًا এর উপর যবর এসেছে ما র খবর হওয়ার কারণে। আর যখন ما র আমিল হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে গেল, তবে لا-র আমিল হওয়াটাও প্রমাণিত হয়ে যাবে। কেননা যারা আমিল মানেন তারা উভয়টাকে আমিল মানেন এবং যারা মানেন না তারা উভয়টাকেই আমিল মানেন না, এমন কোনো মত নেই যে, একটি আমিল হবে এবং অপরটি আমিল হবে না। হেজাযীগণের পক্ষ থেকে বনী তামীমের দলীলের জবাব হচ্ছে, ما ও لا-র প্রবেশ ইসম ও ফে'লের উপর পৃথক পৃথক প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যে ما ও لا ইসমের উপর প্রবিষ্ট হয় সেটি ওই ما ও لا নয়, যেটি ফে'লের উপর প্রবেশ করে। এমনিভাবে তার বিপরীত দিকটাও। সুতরাং এটি নিজ নিজ نوع বা শ্রেণীতের সাথে খাস হল। শে'র দ্বারা যে দলীল পেশ করা হয়েছে, তার জবাব হল, উল্লেখিত উদাহরণটিতে حرام শব্দটি ما-র খবর হয়েছে। কায়দা মোতাবেক তার উপর نصب তথা যবর আসা উচিত ছিল, কিন্তু ضرورت شعرى র কারণে এর উপর পেশ এসেছে। আর কবিতায় এরকম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : وَهُوَ اَىْ عَمَلُ لَيْسَ فِىْ لَا دُوْنَ مَا شَاذٌّ : এখান থেকে বলতে চাচ্ছেন, لَيْسَ-র সাথে لا-র সামঞ্জস্যটা দুর্বল। এ জন্য ليس-র আমল لا-র মধ্যে شاذ তথা স্বল্প। সামঞ্জস্যের দুর্বলতাটা এ কারণে যে, ليس তো বর্তমানের নফীর জন্য আসে। পক্ষান্তরে لا-র মধ্যে কোনো যামানার কয়েদ নেই, সাধারণভাবে নফীর জন্য আসে, চাই অতীত হোক, বর্তমান হোক অথবা ভবিষ্যৎ। আর ما ও ليس র মতো বর্তমানের নফীর জন্য আসে, তাই ما-র আমলের মধ্যে কোনো কয়েদ নেই। তবে لا র আমলটা مورد سماع উপর সীমিত থাকবে। যেখানে আরবি ভাষাতে তার আমল শ্রুত হয়েছে যেখানেই আমল করবে, অন্য জায়গায় নয়। যেমন : নিম্নের শের'টিতে لاর আমল দেওয়া হয়েছে :

مَنْ صَدَّعَنْ نِيْرَانِهَا + فَاَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحُ

এ শে'রটিতে بَرَاحُ - لا র ইসম হয়েছে এবং لِىْ তার খবর উহ্য রয়েছে। এ শে'রটি সা'দ ইবনে মালিকের, সে তার বীরত্ব বর্ণনা করছে। তরজমা হল : যে ব্যক্তি যুদ্ধের অগ্নি থেকে বিমুখ থাকে এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় না, সে অংশগ্রহণ না করুক, আমি তো কয়েসের পুত্র। যার বীরত্ব সুপ্রসিদ্ধ। আমি যুদ্ধ থেকে বিমুখ হব না।

قَوْلُهٗ . وَلَا يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ الخ · এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল, শারেহ রহ. ﻻ এর এই উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ﻻبراح এর মধ্যে ﻻ مشابه بليس হয়েছে এবং براح এর উপর رفع তার ইসম হওয়ার কারণে হয়েছে। কোনো প্রশ্নকারী বলতে পারে, এতে ﻻمشابه بليس হওয়ার প্রয়োজন কিসের, ﻻ ، نفى جنس ও তো হতে পারে? সুতরাং مثال টি ممثل له র মোতাবেক হল না। অনেক কষ্টের সাথে ﻻ ، مشابه بليس এর আমলের এ উদাহরণটি পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যেও অন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে গেল। শারেহ রহ. এ জবাব দিচ্ছেন, শে'রটিতে ﻻ ، نفى جنس এর সম্ভাবনা নেই। কারণ, براح এর উপর পেশ এসেছে। আর ﻻ ، نفى جنس এর উপর পেশ ওই সময় আসে, যখন ﻻ টি পুনঃ উল্লেখিত হয়। আর এখানে পুনরোল্লেখ নেই। তাই ﻻ نفى جنس এর সম্ভাবনাটি বাতিল হয়ে গেল এবং ﻻ مشابه بليس হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে গেল। এতে বুঝা গেল, مثال টি ممثل له র মোতাবেক হয়েছে।

قَوْلُهٗ : اِعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ الخ : শারেহ রহ. এখান থেকে যে বিষয়টি বর্ণনা করতে চান, তা مرفوعات এর শুরুতে বর্ণিত হয়ে গেছে। এ ইবারতটি এনে সেই গত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এর সারকথা হল– مرفوعات এর প্রকারাদির মধ্যে যেখানেই মুসনাদ ইলাইহি এবং মুসনাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা দ্বারা সেই মুসনাদ ইলাইহি এবং মুসনাদ উদ্দেশ্য, যা بِالْاَصَالَةِ তথা আসল হিসেবে হয়। সুতরাং এ দুটির توابع উপর সেই হুকুম লাগানো যাবে না, যেটি এ দু'টির উপর লাগানো হয়। উদাহরণত কোনো মুসনাদ ইলাইহি যদি কোনো আমিলের ইসম হয়, তা হলে তার تابع কে ওই আমিলের ইসম বলা যাবে না বরং ওই تابع এর যে স্তর রয়েছে সেই স্তরেই রাখা যাবে। যেমন– যদি সিফত হয় তা হলে বলা যাবে যে, এটি অমুক আমিলের ইসমের সিফত অথবা মা'তূফ কিংবা বদল ইত্যাদি। তেমনিভাবে কোনো মুসনাদ যদি কোনো আমিলের খবর হয়, তা হলে তার تابع কে ওই আমিলের খবর বলা যাবে না বরং ওই তাবে'র মুসনাদটির সাথে যে রকম সম্পর্ক রয়েছে তার ব্যবহারটা তার উপরই হবে। উদাহরণত সেটি মুসনাদের সিফত হলে সিফত বলা যাবে, বদল হলে বদল বলা যাবে। এমনিভাবে অন্যান্য توابع এর বিষয়টিও হয়ে থাকবে।

সমাপ্ত